কারিকাসম্বলিতম্

# জপসূত্রম্

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

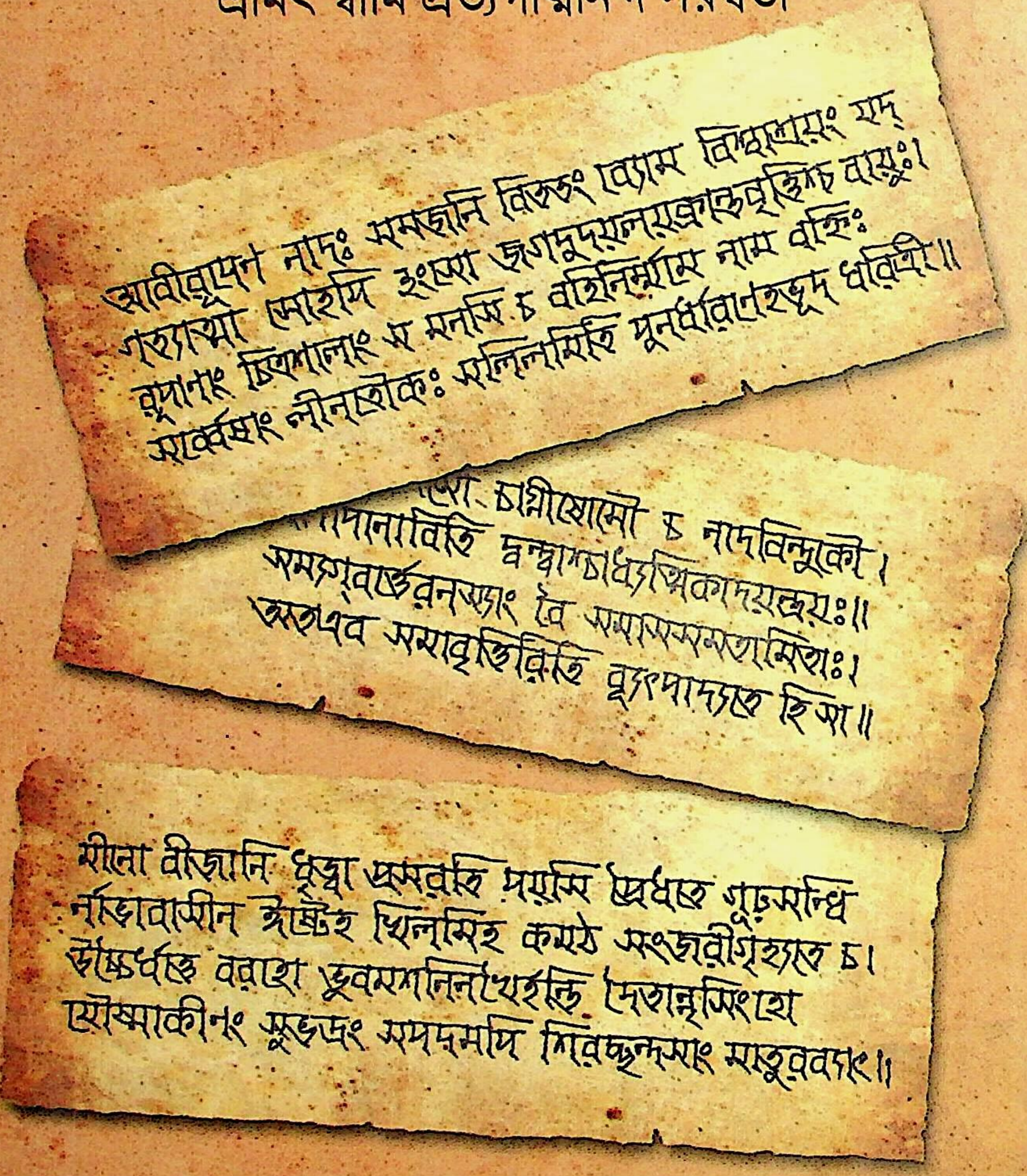

আবীর্ভূয়েণ নাদঃ সমজনি বিততং ব্যোম বিশ্বাশ্রয়ং যদ্
গত্যাখ্যো সোঽহমিতি হংসো জগদুদয়লয়ক্রান্তবৃত্তিশ্চ বায়ুঃ।
রূপাণাং চিত্রশালাং স মনসি চ বহির্নির্ম্মমে নাম বহ্নিঃ
সর্ব্বেষাং লীনশোকঃ সলিলমিতি পুনর্ধারণেঽভূদ ধরিত্রী॥

…ত্রো চাগ্নীষোমৌ চ নাদবিন্দুকৌ।
…দানাবিতি দ্বন্দ্বাশ্চাধ্যাত্মিকাদয়স্ত্রয়ঃ॥
সমগ্রবর্ত্তনস্যং বৈ সমাসসমতামিতাঃ।
অতএব সমাবৃত্তিরিতি বুদ্ধ্যুৎপাদ্যতে হি সা॥

মীনো বীজানি ধৃত্বা প্রসরতি পয়সি প্রধত্তে গুরুসন্ধি
র্নাড়ীবাসীন ঈষ্টেহ খিলমিহ কমঠে সংজরীগৃহ্যতে চ।
উচ্চৈর্ধত্তে বরাহো ভুবমশনিনখৈর্হন্তি দৈত্যান্নৃসিংহো
যৌষ্মাকীনং সুভদ্রং সপদমপি শিরশ্ছন্দসাং মাতুরবতাৎ॥

জপসূত্রম্ ভারতীয় প্রাচীন মনীষার জ্ঞান-বোধ-উপলব্ধির এক সুগভীর এবং বিস্তীর্ণ আকর। গ্রন্থটির নির্মাণকাহিনিও সমধিক কৌতূহলপ্রদ। গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ইতোপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হল। নিখিল জগৎকে দেখবার জানবার বোঝবার যে প্রক্রিয়া এদেশের মনীষার, বিশ্বনিখিলের অনুভব ও উপলব্ধি, কণিকায় এবং মহানে 'অস্তি'র যে প্রকাশ আমাদের প্রাচীন মনীষার— জপসূত্রম্ প্রসঙ্গে অনবদ্য আলোচনা-বিশ্লেষণে স্বামীজি আমাদের অবহিত করেছেন। ষড়দর্শন, বেদ, বেদান্ত, গীতা থেকে প্রয়োজনীয় কারিকাসমূহ ব্যাখ্যা করে বিশ্বনিখিলের রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস নিয়েছেন তিনি। দেবদেবী মূর্তি যে প্রকৃত এই নিখিলবিশ্বেরই প্রতিরূপ তা তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণ, ভাষাবিন্যাস ও শৈলীতে আমাদের কাছে মূর্ত হয়েছে। তাঁর সমকালীন আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ক্রমশই অধ্যাত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসরমান। তাঁর উপলব্ধি-অনুভব-জ্ঞানের অতল গভীরতা, বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তি, ভাষার মাধুর্য এবং সাবলীলতায়, এই গ্রন্থপাঠান্তে আমাদের মানসজগৎ উত্তরিত হয়ে এক অন্যলোকে বিচরণ করে।

ISBN 978-81-7955-208-7 (Vol.-III)
ISBN 978-81-7955-198-1 (Set)

₹ 450.00

5-2

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

# জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেনসহ)

## তৃতীয় ভাগ

সাহিত্য সংসদ

JAPASUTRAM
THIRD VOLUME : PART FIVE & SIX
*by Srimat Swami Pratyagatmananda Saraswati*

© শেখর মৈত্র এবং মনোজ মৈত্র

ISBN 978-81-7955-208-7 (Vol.-III)
ISBN 978-81-7955-198-1 (Set)

প্রথম সংসদ সংস্করণ
আগস্ট ২০১২
শ্রাবণ ১৪১৯

প্রচ্ছদ : চন্দন বসু

**প্রকাশক**
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

**মুদ্রাকর**
এ.পি. অ্যাসোসিয়েট্স
৫৩, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

₹ 450.00

# সূচীপত্র

## তৃতীয় ভাগ

## পঞ্চম খণ্ড

পৃষ্ঠা
১। প্রকাশকের নিবেদন ... ... *তেইশ*
২। প্রসঙ্গকথা ... ... *পঁচিশ*
৩। নিবেদন ... ... *উনত্রিশ*
৪। জপসূত্রমের আত্মকথা ... ... *তেত্রিশ*
৫। দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ ... ... ১—৭৪

অনুচ্ছেদ (ক)—অক্ষর পদার্থ

সূত্রসংখ্যা
৪ নিরপেক্ষাক্ষর—আধারত্ব ... ... ১
৫ অনন্যাপেক্ষাক্ষর—নিধানত্ব ... ... ৮
৬ ব্যপেক্ষাবিরহাক্ষর—আশ্রয়ত্ব ... ... ১০
৭ সাপেক্ষাক্ষর—ভূমি ... ... ১১

অনুচ্ছেদ (খ)—ভূমির ক্রম

৮ ভূমির তলাদিরূপ—কৌর্মত্ব ... ... ১৩
৯ ভূমির ওকঃরূপ—মীনত্ব ... ... ১৫
১০ ভূমির লোকরূপ—বারাহত্ব ... ... ১৮
১১ ভূমির লোকস্‌রূপ—নারসিংহত্ব ... ... ২২
১২ ক্রমের অনুরোধে—ত্রিবিক্রম ... ... ২৭
১৩ অতিক্রমে—উরুক্রম ... ... ২৮

অনুচ্ছেদ (গ)—স্বরবর্ণপ্রকরণ

১৪ অক্ষরের প্রকারভেদ ... ... ৩০
১৫ ভেদের প্রকার ... ... ৩১

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা
১৬ অ-কারে অক্ষর সামান্য ... ... ৩৩
১৭ আ-কারে আততি ... ... ৩৬
১৮ ই-কারে ইন্ধ শক্তি ... ... ৩৯
১৯ ঈ-কারে অভীন্ধ শক্তি ... ... ৪২
২০ উ-কারে উর্জ্জিত শক্তি ... ... ৪৬
২১ অ, ই, উ—সৎ-চিৎ-আনন্দ ... ... ৪৯
২২ ঋ-ঌ চর্বণী ... ... ৫০
২৩ এ-ও-ঐ-ঔ বোধনী ... ... ৫২
২৪ অনুস্বার সংযোগে ... ... ৫৬
২৫ বিসর্গ সংযোগে ... ... ৬১
২৬ চন্দ্রবিন্দু সংযোগে ... ... ৬২

অনুচ্ছেদ (ঘ)—সবিতৃতত্ত্ব

২৭ স্বর সংজ্ঞা ... ... ৬৪
২৮ স্বর ছন্দ সহযোগে ... ... ৬৫
২৯ স্বর-আনন্দ-ঘন ... ... ৬৭

উপসংহার

৩০ তটস্থের পরিণতি ... ... ৭১

৬। দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ ... ... ৭৫—১৬৫

(দক্ষিণাবামাদি নিরূপণং)

অনুচ্ছেদ (ক)—সীমা ও ব্যাপ্তি

১ মর্যাদাভিবিধী—আবৃত্তি ... ... ৭৫
২ মর্যাদাভিবিধী—পরমা ও অবমা ... ... ৭৭
৩ অবমা ও পরমার মাঝে সেতু অর্দ্ধমাত্রা ... ৭৯
৪ অমাত্র-সমাত্র ও সকল-নিষ্কল মাঝে সেতু অর্দ্ধ ৮০
৫ মর্যাদাভিবিধির অবম বৃত্তি কোণ ... ... ৮৩

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা
৬ মর্যাদাসমতায়—সোমার্দ্ধকলা ... ... ৮৯
৭ সোমার্দ্ধকলার নিত্যধাম—কৈলাস ... ... ৯৩
৮ ওই ধামের ভূয়স্ত্ব—মানস সরঃ ... ... ৯৫

(সাধনক্রমের মর্যাদা ও অভিবিধি)

৯ অভিবিধির কাষ্ঠা—সৌদর্শন ... ... ৯৭
১০ কোন—জিহ্ম এবং অজিহ্ম ... ... ৯৯
১১ মর্যাদাকাষ্ঠায় কলাকাষ্ঠা—পৌর্ণমাসী ... ১০৫
১২ পৌর্ণমাসীতে ব্যস্তকলার—ব্যাস-সমাস ... ১০৮
১৩ ব্যাস-সমাসের অভ্যাস ... ... ১১২
১৪ মর্যাদাভিবিধির আবৃত্তিতে অভ্যাসচন্দ্রমাঃ ... ১১৩
১৫ আবৃত্তিতে অনভ্যাস—আদিত্য ... ... ১১৫
১৬ ব্যস্তকলা অপাস্ত—অমা ... ... ১২০
১৭ সমস্ত-কলা অপাস্ত—সমা ... ... ১২২
১৮ অমা-সমা—অনাবৃত্তি-সমাবৃত্তি ... ... ১২৫

অনুচ্ছেদ (খ) দক্ষিণা ও বামা

১৯ অনুলোমা আবৃত্তি—দক্ষিণা ... ... ১২৭
২০ বিলোমা—বামা ... ... ১২৯
২১ দক্ষিণা দক্ষিণায়—অনপায় ... ... ১৩২
২২ দক্ষিণা বাম হইলে অপায় ... ... ১৩৩
২৩ দক্ষিণার অদাক্ষিণ্যে চিকিৎসা ... ... ১৩৭
২৪ বামার দাক্ষিণ্যে—নিসর্গ ... ... ১৩৯
২৫ বামার বামত্বে—বিসর্গ ... ... ১৪৩
২৬ বাম দেবনগুণে—দেব ... ... ১৪৮
২৭ বাম রমণগুণে—রাম ... ... ১৫০
২৮ বাম বিক্রমগুণে—বামন ... ... ১৫৪
২৯ দক্ষিণার দ্বারা বাজ ... ... ১৫৮

সূত্রসংখ্যা ... পৃষ্ঠা

৩০ বামার দ্বারা বাজঃ ... ... ১৬১

৭। দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ ... ... ১৬৬—২৭০

(মুখ্যপ্রাণ প্রৌঢ়িত্ব নিরূপণং)

অনুচ্ছেদ (ক)—বর্ণপরিচয়

১ 'ক'-কারে অভিব্যঞ্জক ... ... ১৬৫

২ কণ্ঠ এবং কোণের সাহায্যে ... ... ১৬৮

৩ 'হ'-কার—ঘোষবান ও মহাপ্রাণ ... ... ১৭০

৪ অ, ই, উ আর ক, হ—পঞ্চক ... ... ১৭৮

৫ অনুস্বার ও বিসর্গ সহ—সপ্তক ... ... ১৮৪

অনুচ্ছেদ (খ)—বৃত্তিপ্রকরণ

৬ কোনের ত্রিবিধা বৃত্তি ... ... ১৯৩

৭ বৃত্তিনিবন্ধন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ... ... ১৯৭

৮ অভিব্যক্তে বৃত্তিমত্তা—তল, লম্ব, বেধ ... ২০০

৯ পাদ-মাত্রা দ্বারা অভিব্যক্তে ত্রৈবিধ্য ... ২০৬

১০ সর্বত্র সম্ভাব্যরূপে বৃত্তি ... ... ২১৩

১১ অ-ই-উকারের বৃত্তিমত্তা—তল, লম্ব, বেধ ... ২১৭

১২ পরনাদ বিন্দু—উপাদান, নিমিত্ত ... ... ২১৮

১৩ কলার সহগত্ব ... ... ২২০

১৪ বৃত্তিমত্ব ও ব্যক্তিত্ব ... ... ২২২

১৫ ব্যক্তিত্ব ও অভিব্যক্তিত্ব ... ... ২২৬

১৬ পাংক্ত কর্ম ... ... ২২৮

অনুচ্ছেদ (গ)—অভিব্যক্তি তত্ত্ব

১৭ অভিব্যক্তরূপ—সপ্ত 'অন্ন' ... ... ২৩০

১৮ অন্ন—শুক্র, অশুক্র ... ... ২৩৩

১৯ অভিব্যক্ত—চতুর্দশ ... ... ২৩৬

২০ প্রাণ, মন, বাক্—চতুর্দশ ... ... ২৩৮

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

২১ প্রাণ—মুখ্য ও অমুখ্য ... ... ২৪০
২২ অমুখ্য—দশ; মুখ্য—চার ... ... ২৪৪
২৩ (মুখ্য) প্রাণের প্রণয়ন—অর্থ ... ... ২৫২
২৪ স্বরের আশ্রয়ে অর্থ—ব্যঞ্জন ... ... ২৫৪
২৫ ব্যঞ্জন—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ভাবে ... ... ২৫৭
২৬ মুখ্য প্রাণের অনুবৃত্তি—মুখ্যের 'অনুগ্রহ' ... ২৬০
২৭ পরমের 'অনুগ্রহ'—ঈক্ষণ ... ... ২৬৩
২৮ প্রাণব্রহ্ম ওঁকারে—পঞ্চগঞ্জাম্ ... ... ২৬৫
২৯ বর্ণের পাঁচ বিভাজনে পঞ্চগঞ্জাম্ ... ... ২৬৭
৩০ ব্রহ্মের প্রৌঢ়ি সর্বত্র—ঈক্ষণ দক্ষ ... ... ২৬৮

৮। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ—প্রথমঃ পাদঃ ... ... ২৭১—৩২৭

অনুচ্ছেদ (ক)—অক্ষ, দক্ষ, দণ্ড

১ অদিতি—অক্ষর ... ... ২৭১
২ কশ্যপ—বর্ণ ... ... ২৭৪
৩ যন্ত্র-মন্ত্র-তন্ত্রে—দক্ষ ... ... ২৭৭
৪ অদিতি-দক্ষ—দক্ষ-অদিতি ... ... ২৭৯
৫ গতিবৃত্তির সুষমতায়—অক্ষ ... ... ২৮১
৬ অক্ষের অজিহ্মরূপতায়—দক্ষ হয় দণ্ড ... ২৮৩
৭ সীমা সম্পর্কে—দক্ষ হয় অক্ষ ... ... ২৮৬
৮ দণ্ডের অনুবন্ধী হইলে অক্ষ হয় দক্ষ ... ২৮৮

অনুচ্ছেদ (খ)—দণ্ড ও বৃত্ত

৯ দণ্ডের বৃত্তত্ব ... ... ২৯০
১০ বৃত্তত্ব—প্রবৃত্ত ... ... ২৯১
১১ বৃত্তত্ব—অনুবৃত্ত ... ... ২৯৩
১২ বৃত্তত্ব—বিরাম ... ... ২৯৪
১৩ বিরাম—ক্লিষ্ট-অক্লিষ্ট ... ... ২৯৫

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

১৪ অক্লিষ্ট—প্রশান্তবাহিতা ... ... ২৯৭
১৫ প্রশান্তবাহিতা—সম্প্রসাদ ... ... ২৯৮
১৬ বৃত্তির উপরম ... ... ৩০০
১৭ সমেত অন্তরলয়ে—উপশম ... ... ৩০২
১৮ বৃত্ত-নিপাতন—নিবৃত্তি ... ... ৩০৩
১৯ বৃত্তের পরিচ্ছেদ-অবচ্ছেদ—শ্রেণী, কোষ ও শরীর ৩০৫
২০ 'ধীমহি'তে—প্রশান্তবাহিতা ... ... ৩০৮
২১ 'বিদ্মহে'-তে—সম্প্রসাদ ... ... ৩০৯

অনুচ্ছেদ (গ)—মন্ত্রের গূঢ়ার্থ

২২ 'নমঃ' মন্ত্রে—নিবৃত্তিঃ ... ... ৩১০
২৩ 'ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রে—উপশম ... ... ৩১২
২৪ 'সোঽহম্' মন্ত্রে—উপরম ... ... ৩১৪
২৫ প্রণবে—সর্বমেব ... ... ৩১৫

অনুচ্ছেদ (ঘ)—ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ

২৬ গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতায়—ন্যাস ... ... ৩১৮
২৭ 'ঋতম্' সাধনে প্রাণায়াম ... ... ৩২০
২৮ 'সত্যম্' সাধনে মূলশুদ্ধি ... ... ৩২২
২৯ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ—জপ ... ... ৩২৪
৩০ ওঁ তৎসৎ—অর্থ ভাবনায় ... ... ৩২৫

৯। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ—দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ... ... ৩২৮—৩৩৭

অনুচ্ছেদ (ক)—জপচতুঃসূত্রী

১ জপযজ্ঞ ... ... ৩২৮
২ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—যজ্ঞ ... ... ৩২৯

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা
৩ জপযজ্ঞ ঋতমের যোনি ... ... ৩৩১
৪ জপযজ্ঞ সত্যের সমন্বয় ... ... ৩৩১

১০। পরিশিষ্ট ... ... ৩৩৮—৩৪২
সোম ও অজপা ... ... ৩৩৮

## ষষ্ঠ খণ্ড

১১। নিবেদন ... ... ৩৪৫—৩৪৯
১২। শেষের দুটো কথা ... ... ৩৫১—৩৫২
১৩। তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ... ... ৩৫৩—৩৯৭

(জপযজ্ঞনিরূপণম্)

অনুচ্ছেদ (ক)—আবিঃ ও রাত্রি

৫ আবিঃ ও রাত্রির ভেদ—পঞ্চপাদে
ভাবনা; ওঁ ও আবিঃ—রাত্রি ... ... ৩৫৩
৬ অভিব্যক্তির লিঙ্গা বিপর্যয়ে আবিঃ ও রাত্রির পরিণতি;
আবিঃ নাদ, রাত্রি বিন্দু—যোনি-লিঙ্গা প্রসঙ্গা ৩৫৭
৭ অক্ষ এবং দক্ষ—এ দুয়ের সম্পাত, অনুপাত,
সহপাত হেতু যোনি-লিঙ্গা মন্থন—বিশ্বকৃৎ যজ্ঞ— ৩৫৮
৮ পুরুষের বিশ্বকৃৎ যজ্ঞ সকল যজ্ঞের আগে ... ৩৬১
৯ সম্পাত, অনুপাত, সহপাত—যথাক্রমে
অধ্যাত্ম, অধিদেব ও অধিভূত ... ... ৩৬৩

অনুচ্ছেদ (খ)—বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষৎ

১০ অধিভূত, অধিদেব, অধ্যাত্ম—যথাক্রমে বিদ্যা,
শ্রদ্ধা, উপনিষৎ ... ... ৩৬৪
১১ বিদ্যাশ্রদ্ধাদি কাষ্ঠায়—সাধন বীর্যবত্তম ... ৩৬৫
১২ অভীদ্ধ হইয়া আবীরূপের করণ-বীর্য ... ৩৬৭

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

১৩ অভীদ্ধ বীর্যাগ্নি হইতে বীজ ... ... ৩৬৮
১৪ বীজ যাহাতে বীর্যবৎ বৃত্তি লাভ করে তাহা যজ্ঞ ৩৬৯
১৫ বীজ বীর্যবৎ হয় অঙ্কুর, প্ররোহ, পাদপ এই ক্রমে ৩৭০
১৬ বীজে বিন্দুশক্তি ও নাদশক্তির মিথুন ভাব ... ৩৭১
১৭ ঐ শক্তিমিথুন স্থলে মৌনমধ্য অক্ষর ভাব ... ৩৭৩
১৮ মৌনমধ্য মন্থনে অক্ষরাক্ষররূপে 'অঙ্কুর' ... ৩৭৫
১৯ ক্ষরাক্ষর বৃত্তি 'প্রারোহ' ... ... ৩৭৭
২০ বীজের ক্ষর ভাব—পাদপ ... ... ৩৭৯

অনুচ্ছেদ (গ)—যজ্ঞপ্রকরণ

২১ যজ্ঞের মান্ত্রী ও শাক্তী তনু—স্বাহা ... ... ৩৮১
২২ আপন স্বভাবে স্থিতি—স্বাহা— ... ... ৩৮২
২৩ যজ্ঞের নির্বহণ অগ্নির গার্হপত্যাদি অঙ্গ ... ৩৮৩
২৪ ভূর্ভুবঃ সুবরোম্—বিশ্বযাগের অঙ্গরূপ ... ৩৮৫
২৫ দেবতা, ঋষি, ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ—চতুষ্টয়ে পূর্ণাঙ্গ ৩৮৬
২৬ আপোজ্যোতীরসোহমৃতম্—মন্ত্রে ঋষি-দেবতাদি ৩৮৮
২৭ জপকর্মের সংজ্ঞা ও সমাধি চতুষ্টয়ের ভাবনা ৩৯০
২৮ জপকর্মের চারি প্রকার ... ... ৩৯৩
২৯ অধ্যক্ষর ব্রহ্মের চতুষ্পাৎ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্বাঙ্গিরস
বাকের—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী, পরা ৩৯৫
৩০ আঙ্গিরসত্ব ও অগ্নিযজ্ঞ ... ... ৩৯৬

১৪। তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ... ... ৩৯৮—৪৩৬

(মুখ্যপ্রাণ)

অনুচ্ছেদ (ক)—প্রাণ সাধারণভাবে

১ আকাশ অধিষ্ঠান—আধার প্রাণ ... ... ৩৯৮
২ রস লাভ করতঃ—আনন্দী ভাব—মূলে প্রাণ ... ৩৯৮

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা
৩ আনন্দ হয় রস—প্রাণ করণ ... ... ৪০০
৪ প্রকাশ হয় বিমর্শ—প্রাণ করণ ... ... ৪০১
৫ সর্বশক্যতাসম্বন্ধের অবচ্ছেদ—প্রাণ ঘটক ... ৪০৩
৬ নাদবিন্দুর অন্যোন্যভাবিত্ব—প্রাণ কারণ ... ৪০৪

অনুচ্ছেদ (খ)—প্রাণ মুখ্য ও অমুখ্য

৭ প্রত্যক্ত ও পরাক্ত—লক্ষণে যথাক্রমে প্রাণ মুখ্য ও অমুখ্য ৪০৬
৮ সর্বসংপ্লবে যেটি ‘জাগ্রৎ’ সেটি মুখ্য ... ৪০৭
৯ মুখ্যপ্রাণই অধ্যক্ষর ... ... ৪০৮
১০ মুখ্যপ্রাণের চাতুর্বিধ্য, বৈশ্বানরাদিরূপে ... ৪০৯
১১ প্রাণ অমাত্র হইয়াও “পঞ্চম” ... ... ৪১০
১২ বিন্দু ‘অপাদ’ ... ... ৪১১
১৩ সর্বতঃ পাণিপাদরূপে প্রাণ ঋতং বৃহৎ ... ৪১৩
১৪ সর্বতঃ ‘সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ’ গতির নিদান প্রাণ হংসঃ
শুচিষৎ (হংসবতী ঋক্) ... ... ৪১৩
১৫ অতজ্জন্য, তজ্জন্য, তজ্জনক, তজ্জন্যজনক চতুষ্কোটী হইলে
সকোটিক প্রাণ ‘অদ্রিজা’ ‘গোজা’ (হংসবতী ঋক্) ৪১৫
১৬ প্রাণের হবিঃ হুত এবং হোতারূপ ... ... ৪১৬
১৭ প্রাণের পুরোভাগ এবং অধ্বর্য্যু রূপ ... ৪১৮
১৮ প্রাণই অমৃত, প্রাণই উদ্‌গাতা ... ... ৪১৯
১৯ প্রাণের বৃত্তিচতুষ্টয়—প্রাণন, প্রাপণ, প্রায়ণ এবং প্রীণন ৪২১
২০ প্রাণ ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবাঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ, তার্ক্ষ্য
অরিষ্টনেমি, বৃহস্পতি ... ... ৪২২
২১ মুখ্য প্রাণের পঞ্চবিধ রূপ ... ... ৪২৪

অনুচ্ছেদ (গ)—দীক্ষা ও শিক্ষা

২২ মুখ্যপ্রাণ দ্বারা পঞ্চতত্ব যাহা প্রাপণ করায় তাহা দীক্ষা ৪২৫

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা
২৩ যাহা দ্বারা মৃত্যোর্মৃত্যুমায়াতি ... ... ৪২৬
২৪ ঋতং বৃহৎ ইত্যাদি দ্বারা সংস্কার সাধিত ... ৪২৭
২৫ হংসবতী, গায়ত্রী, মধুমতী—তিনের দ্বারা যথাক্রমে অস্তিসংস্কার, ভাতিসংস্কার, প্রিয়সংস্কার ... ৪২৯
২৬ বৈশ্বানরাদি চতুষ্টয় 'কস্মৈ দেবায় হবিষা যজেম' —পদচতুষ্টয় দ্বারা যজন—শিক্ষা ... ৪৩০
২৭ শিক্ষা-দীক্ষার ফলে অমৃতং প্রাণব্রহ্মণঃ ... ৪৩১
২৮ প্রাণবিজ্ঞানে ভূত-ভব্য সর্ব বিজ্ঞান ... ৪৩৩
২৯ ভব প্রাণ ভূত-ভব্যের ঈশান ... ... ৪৩৪
৩০ মুখ্যপ্রাণই বাক্, মনঃ প্রাণ ত্রিবিধ ... ... ৪৩৫

১৫। তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ ... ... ৪৩৭—৪৭৭

(অমুখ্যপ্রাণপাদ)

অনুচ্ছেদ (ক)—প্রাণ প্রকরণ

১ অধ্যক্ষরের ক্ষরভাবে এক প্রাণ বহু হয় ... ৪৩৭
২ ঐ ক্ষরভাবের পঞ্চরূপে প্রাণ হয় পঞ্চপ্রাণ ... ৪৩৮
৩ 'হংসঃ' আধানে প্রাণনবৃত্তি পঞ্চধা ... ... ৪৪০
৪ 'হংসঃ' কায় বাক্-মনঃ-বুদ্ধি ব্যাপিয়া বৃত্তিমান্ ৪৪১
৫ 'হংস' প্রাণরূপে কোষ-কর্ম-করণবৃত্তি পঞ্চকস্থলে গতিমান ... ... ৪৪২
৬ প্রাণব্যাপারে যাহা অবিশেষ বিশেষ ও সন্ধিস্থাপক রূপে থাকে তাহা ব্যান ... ... ৪৪৩
৭ সকলব্যাসে সংগ্রাহক সমান—সমান ... ৪৪৪
৮ অপায়স্থলে 'ঔপয়িক'—উদান ... ... ৪৪৫
৯ অনপায়স্থলে অপায়ের জন্য 'বাহীক'—অপান ৪৪৬
১০ বিয়োগ সমাযোগে সাংসর্গিক—প্রাণ ... ৪৪৮

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ (খ)—উৎক্রান্তি

১১ প্রাণের সাংসর্গিকত্ব-অভাবে বিসর্গ ‘উৎক্রান্তি’... ৪৪৯
১২ ব্যান ব্যাবৃত্ত হইলে বিসর্গ ‘উৎক্রান্তি’ ... ৪৫০
১৩ প্রাণাপানের সমানোদানের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম অভিভব বিঘাত হইতে বিসর্গ উৎক্রান্তি ... ... ৪৫১
১৪ বিঘাত না হইয়া সঙ্ঘাত সংসর্গাভাবের প্রতিযোগিতা ৪৫৩

অনুচ্ছেদ (খ)—যোগ ও ক্ষেম

১৫ ব্যানের ব্যাবৃত্তি না হইয়া সমাবৃত্তিতে যোগ ও ক্ষেম ৪৫৪
১৬ যক্ষ-রক্ষ-এর সমতাস্থলে প্লক্ষ-ভাব ক্ষেম ... ৪৫৫
১৭ বীজ আর ক্ষেত্রের সমত্ব হইলে যে উক্ষা তাহা যোগ ৪৫৭
১৮ জপে যোগ ও ক্ষেম ... ... ৪৫৮
১৯ জপে যোগ ও ক্ষেম এর সংস্থাসংযম ... ৪৬০

অনুচ্ছেদ (গ)—জপের পঞ্চপ্রকার

২০ বৈখরীভূমিতে—কৃত বা যুঞ্জান জপ ... ৪৬১
২১ মধ্যমার ভূমিতে—কারিত বা যুক্ত জপ ... ৪৬২
২২ পশ্যন্তী ভূমিতে—বাহিত জপ ... ... ৪৬৩
২৩ পরা ভূমিতে—সমাপিত জপ ... ... ৪৬৫
২৪ পরমায়—ক’গুব্রহ্মজপ ... ... ৪৬৫

অনুচ্ছেদ (ঘ)—পঞ্চ উপপ্রাণ

২৫ পঞ্চপ্রাণের প্রত্যেকটি হং এবং সঃ-এর দ্বন্দ্ব বৃত্তিতায় দ্বিবিধ ... ... ৪৬৭
২৬ পঞ্চপ্রাণের সহিত নাগাদি পাঁচটি উপপ্রাণ সঞ্জাত ৪৬৯
২৭ দেশ-কালের বৃত্তিব্যাপারে আকৃতি—নাগ ও দেবদত্ত ৪৭০
২৮ কূর্ম, কৃকর, ধনঞ্জয়—কর্তা, করণ, কার্য ... ৪৭১

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

২৯ ঋতি ও মিতি—দুই পন্থাঃ ... ... ৪৭৩
৩০ ঋতস্য পন্থাঃ ... ... ৪৭৫
১৬। চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ... ... ৪৭৮—৫২০

(ছন্দোনিরূপণম্)

অনুচ্ছেদ (ক)—মেয় ও সংখ্যেয়

১ পাদাদি পঞ্চকের দ্বারা যেটি মেয় সেটি সংখ্যেয় ৪৭৮
২ কোন পদার্থ বুদ্ধিসামান্য ও বুদ্ধিবিশেষের জন্য ব্যবহার—যোগ্য হইলে সেটি সংখ্যেয় ... ৪৭৮
৩ দেশকালের অন্তঃপাতী সম্বন্ধের বিনিপাতে পদার্থ হয় পরিমেয় ... ... ৪৮০
৪ পরিমেয় ব্যবহারে সুষম ও বিষম ... ... ৪৮২
৫ অপান ও উদান দ্বারা বিষম বিশ্লেষণ ... ৪৮৩
৬ সমান সাবকাশে বিষম হয় সুষম ... ... ৪৮৪
৭ সুষম-সমীকরণে প্রাণের দ্বারা পূরণ, ব্যানের দ্বারা সন্ধি ৪৮৫
৮ সঙ্ঘাত ও বিঘাতের অনুপাতে নাগাদি পঞ্চকের দ্বারা সকল বৃত্তি ব্যাকৃত হয় ... ... ৪৮৬

অনুচ্ছেদ (খ)—ছন্দঃপ্রকরণ

৯ দশটি প্রাণের ব্যাকরণ ছন্দঃ ... ... ৪৮৭
১০ ছন্দঃ ক্ষেমঙ্কর 'ছাদন' দ্বারা, যোগদ 'আনন্দাভ্যাস' দ্বারা ... ... ৪৮৯
১১ জপ ছন্দোগ হয় জপক্রিয়া প্রাণ-প্রক্রিয়া বিশেষ হওয়ায় ৪৯০
১২ ব্রহ্মযোনি গায়ত্রী সকল ছন্দের মাতা ... ৪৯১
১৩ ওঁকারের ছন্দঃ গায়ত্রী ... ... ৪৯৩
১৪ গায়ত্রী ছন্দোমাতা কেন? ... ... ৪৯৪
১৫ গায়ত্রী শব্দ-অর্থ-প্রত্যয়নিষ্ঠ ছন্দঃসমূহের প্রকৃতি ৪৯৫

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা
১৬ ছান্দসী প্রকৃতি, আকৃতি, প্রকৃতিবিকৃতি ও বিকৃতি ছন্দঃ ভেদে চতুর্বিধ ... ... ৪৯৬
১৭ স্বভাব, বিভাব, প্রভাব, অনুভাব, সম্ভাব—ছন্দঃ পঞ্চবিধ ৪৯৮
১৮ সপ্তার্চিঃ স্বরবর্ণান্নাদি-র সম্ভববীজ সপ্তব্যাহৃতি ৫০০
১৯ মন্ত্রাদিতে ঐ সপ্তব্যাহৃতি সপ্ত ছন্দঃ ৫০৩
২০ আদিত্যের সপ্তাশ্ব সপ্ত ছন্দঃ ... ... ৫০৪
২১ জগতী এবং বৃহতী ছন্দঃ ... ... ৫০৫
২২ ক্রমানুরোধী ছন্দঃ পঙ্‌ক্তি ... ... ৫০৭
২৩ অন্বয়ে অনুষ্টুপ ছন্দঃ, ত্রিবৃৎকরণে ত্রিষ্টুপ্ ... ৫০৮
২৪ উদ্‌বর্তনের ছন্দঃ উষ্ণিক্ ... ... ৫০৯
২৫ সমাবৃত্ত হইলে ছন্দঃ গায়ত্রী ... ... ৫০৯
২৬ গায়ত্রীদ্বারা সুরাসুর—এই দুটি পক্ষদ্বারা আত্মমন্থ সাধিত হয় ... ... ৫১১
২৭ আবিঃ এবং আবি—এই দুটি ভেদবশতঃ সুরাসুর দুটি পক্ষ ... ... ৫১৩
২৮ একের আবিষ্কারে অন্যের তিরস্কার ... ... ৫১৪
২৯ অমৃতচ্ছন্দঃ এবং বিষচ্ছন্দঃ ... ... ৫১৫
৩০ মধুচ্ছন্দঃ ... ... ৫১৭

১৭। চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ... ... ৫২১—৫৬৬

(জপচ্ছন্দোবিভাজনম্)

অনুচ্ছেদ (ক)—কুশল ও কশ্মলছন্দঃ—জ্যোতিঃ ও রস—অভ্যারোহ জপ

১ কুশলচ্ছন্দঃ ও কশ্মলচ্ছন্দঃ ... ... ৫২১
২ মৈত্রভাবে সন্ধি—মিত্রচ্ছন্দঃ, বৈরভাবে বিগ্রহ—অরিচ্ছন্দঃ ৫২১
৩ কুশলের দ্বারা পুণ্য, কশ্মলের দ্বারা পাপ ... ৫২২
৪ প্রাণের স্পন্দন—স্বাস্থ্যই কুশলতা, অন্যথা, কশ্মল ৫২৩

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা
৫ কুশল ছন্দের ভূয়িষ্ঠতায় কবি, কশ্মলের কৃপণ ৫২৪
৬ মাধুর্য অথবা কষায়ত্ব—প্রিয়ত্ব অথবা অপ্রিয়ত্ব ৫২৫
৭ কুশলত্ব এবং কশ্মলত্ব—প্রথমটির দ্বারা রস ওজস্বান্ হইলে শ্রেয়ঃ অন্যথায় অশ্রেয়ঃ ... ৫২৬
৮ মধু-কুশল ছন্দো দ্বারা জ্যোতীরসের অজিহ্ম ওজস্বিত্ব কাষ্ঠা অধিগত হইলে, —নিঃশ্রেয়স ... ৫২৮
৯ জ্যোতিঃ এবং রসের যে অন্যোন্যত্ব, সেটির কাষ্ঠায় অনন্যত্ব ... ... ৫২৯
১০ অন্যত্ব ও অনন্যোন্যত্ব—এ দুটির ব্যাবৃত্তি, এবং অন্যোন্যত্ব ও অনন্যত্ব—এ দুটির সমাবৃত্তি—অভ্যারোহ ৫৩০
১১ অভ্যারোহ জপ স্থিতির স্থাপক ... ... ৫৩২
১২ পূর্ণমদঃ ইত্যাদি মন্ত্রে স্থিতি পূর্ণা ... ... ৫৩৬
১৩ 'ওঁ আপ্যায়ন্তু' মন্ত্রে ব্রহ্মসদ্‌ভাবে আপূর্য্যমাণতা ৫৩৭
১৪ মধুবাতা-ঋকের মাধ্বীধারায় অভিসিঞ্চিত হও ... ৫৩৮
১৫ গায়ত্রী ও মধুমতীর সম্পুট জপধ্যানে জ্যোতীরস ৫৪০

অনুচ্ছেদ (খ)—স্বাহা ও মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র

১৬ মৃতমুমূর্ষুর সঞ্জীবনার্থ গায়ত্রী-মধুমতী সম্পুট ব্যাহৃতি-ত্রয় সহ স্বাহা মন্ত্র ... ... ৩১
১৭ অধ্যাত্মাদিরূপে 'স্বাহা' চতুরস্রা ... ... ৫৪২
১৮ চতুরস্র হইতে ষড়স্র, দশাস্রইঃ ক্রমে সহস্রাস্র ... ৫৪৪
১৯ ভূত-ভব্যের অগ্নিদ্বারা পরস্পর স্বরূপানুপাত—অস্র ৫৪৮
২০ 'স' বর্জিত 'অস্র' অর ... ... ৫৫০
২১ 'র'-ও বর্জিত হইলে কেবল অ=সৎ=অদিতি=মাতা ৫৫১
২২ মাতা হইতে মন্ত্রমূল—'মনু' ... ... ৫৫২
২৩ মনুর মতি হইতে মন্ত্র ... ... ৫৫৪
২৪ মনুর 'ততি' বা তায়ন হইল তন্ত্র ... ... ৫৫৬

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা
২৫ ‘যতি’ হইতে সর্বক্রিয়ার নিয়ামক যন্ত্র ... ৫৫৭
২৬ ধৃতি হইলে মন্ত্র-তন্ত্র-যন্ত্র হয় দক্ষ ... ... ৫৫৯
২৭ ধৃতির সহিত রতি হইলে সৌখ্য ... ... ৫৬০
২৮ ধৃতিবিরহিত জপ হয় লোল; রতিবিরহিত রুক্ষ ৫৬১
২৯ মতি, ততি ইত্যাদি পঞ্চের বর্জনে জপ হয় ক্রূর ও মূঢ় ৫৬২
৩০ জপাদি কুশলতত্ত্বে ‘উপেত’ বা অন্বিত হইলে
মিত্র, ‘অপেয়’ হইলে অরি ... ... ৫৬৩

১৮। চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ... ... ৫৬৭—৬১৪

(জপবিভাজনম্)

অনুচ্ছেদ (ক)—মন্ত্রশক্তি

১ মিত্রসম্বন্ধী যে অয়ন (গতি) সেটি এক ... ৫৬৭
২ কশ্মলের মূল উৎপাটনে পটু বলিয়া ইহা ঋতায়ন ৫৬৯
৩ কষায় নিষ্কাসন হইলে মিত্রজপের রসায়ন ... ৫৭০
৪ জরার জারণে পাটবে অমৃতায়ন ... ... ৫৭১
৫ মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র, ধূমাবতীমন্ত্র ও প্রণব দ্বারা যথাক্রমে মৃত্যু,
জরা এবং সর্ববিধ বিঘ্ন নিরসন হয় ... ৫৭২

অনুচ্ছেদ (ক)—জপের আয়ুধভাব

৬ নৃসিংহমন্ত্র জপনে মনুর হয় বজ্রভাব ... ৫৭৪
৭ বারাহী শক্তি উদ্‌বোধনে মনুর মহোগ্রচক্ররূপতা ৫৭৫
৮ বৈষ্ণবভাব দ্বারা মনুর শঙ্খ, চক্র, গদা,
পদ্ম এই চতুরায়ুধত্ব ... ... ৫৭৬
৯ শৈবভাব দ্বারা মনুর ত্রিশূলভাব ... ... ৫৭৭
১০ ব্রাহ্মভাবে মনুর অক্ষমালা ও কুশাগ্রভাব ... ৫৭৯
১১ চণ্ডিকাভাবনায় খড়্গভাব ... ... ৫৮১

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

১২ চণ্ডিকাদেবীর ভাবনে ধনুঃ, নাগ, পাশ, অঙ্কুশ, মুদ্গর—এ সকল ভাবও ... ... ৫৮২

১৩ জপ যে আয়ুধ বা অস্ত্ররূপে ভাবিত হয় তাহার কারণ ৫৮৪

১৪ পরিমাণ-পরিমেয়-বিশেষে দশধা বৃত্তির মুখ্যতা হেতু আয়ুধও দশ প্রকার ... ... ৫৮৬

১৫ জপায়ুধের দশধা প্রহরণ, প্রতিহরণ, আহরণ, সংহরণ—বৃত্তিচতুষ্টয়—জপে দশধা প্রয়োগ ... ৫৮৭

১৬ জপাদি ক্রিয়ায় হরণবৃত্তির মুখ্যাতা স্থলে 'আয়ুধ্য' পূরণমুখ্যতায় 'আয়ুষ্য' ... ... ৫৮৯

১৭ অষ্টোত্তরশতদ্বারা 'আয়ুষ্য' ... ... ৫৯০

১৮ তিনবার তিন আর তার সঙ্গে চার—এ কয়টির পূরণে অষ্টোত্তর শত ... ... ৫৯১

অনুচ্ছেদ (গ)—জপের প্রকার ভেদ

১৯ কুশলের দ্বারা আয়ুষ্য, মধু দ্বারা আয়ুষ্য ... ৫৯২

২০ মিত্রচ্ছন্দ দ্বারা সর্বতোমৈত্র; অমৃতচ্ছন্দ দ্বারা পারায়ণ ... ... ৫৯৩

২১ জপ একাধারে সারমেয়, সৌরভেয়, বৈনতেয় ... ৫৯৬

২২ জাগর ও অজাগর—দুই ভাবে জপ অজপা ৫৯৭

২৩ 'অজ'কে যে পালন করে—'অজপ' ... ৫৯৯

২৪ অজপা দ্বিধা—সমষ্টি-ব্যষ্টি, কুল-অকুল ... ৬০০

২৫ অজপাও জপ ... ... ৬০২

২৬ জপ উদ্দেশ্যের অভিমুখীন-ছন্দোবৃত্তিমান্ ... ৬০৩

২৭ জপ সৌর, চান্দ্রমস এবং সৌষুম্ন ভেদে ত্রিধা ... ... ৬০৬

২৮ সৌষুম্ন বর্ত্ম—আগ্নেয়, বৈদ্যুত, জ্যোতিষ ... ৬০৮

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

২৯ আকাশাদি পঞ্চ তত্ত্বে জপ দশধা ... ... ৬১০

৩০ এই হেতুও জপ দশধা ... ... ৬১৩

১৯। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ—চতুর্থঃ পাদঃ ... ... ৬১৫—৬৭৩

(জপশক্তিসামর্থ্যাদিনিরূপণম্)

১ অজপার আজপে উপযোগ হইলে জপযোগ ... ৬১৫

২ জপাদিতে সঙ্কর হইলে সংসৃতি, শঙ্কর হইলে উপশম ৬১৬

৩ সঙ্করাজপার হান, শঙ্করাজপার উপাদান ... ৬১৮

৪ শঙ্করাজপার উপাদানে জপক্রিয়ায় উপযোগ ... ৬২০

৫ যেটি অখ্যাত, তার খ্যাপন মনন এবং খ্যাতি মতি ৬২১

৬ সপ্ত খ্যাতিই সপ্ত ব্যাহৃতি ... ... ৬২২

৭ খ্যাতি তিনও, আবার পাঁচও ... ... ৬২৩

৮ শব্দবৃত্তি দ্বারা খ্যাতি অসাধারণকারণতার ... ৬২৫

৯ বাগর্থ প্রত্যয়ের অবিনাভাব প্রতিষ্ঠায়
মন্ত্র অসাধারণ কারণ ... ... ৬২৭

১০ সংগ্রহাখ্যাদি পঞ্চগঙ্গার আশ্রয় ... ... ৬৩০

১১ তাতে বৈখরী প্রভৃতি চাতুর্বিধ্য ... ... ৬৩২

১২ আসখ্যান, প্রতিসখ্যান, প্রসখ্যান, অতিসখ্যান—নিমিত্ত ৬৩৩

১৩ সখ্যানমূল বলিয়া সখ্যাজপ ... ... ৬৩৫

১৪ সন্ধ্যাজপ সন্ধিসন্ধ্যানের জপ ... ... ৬৩৬

১৫ সন্ধির সন্ধাননিমিত্ত সন্ধিজপ ... ... ৬৩৮

১৬ বৈখরী প্রভৃতি চারিটি দ্বারা বাধাচতুষ্টয়ের বিনিবৃত্তি ৬৪১

১৭ সখ্যান, ঔরব ও আণব, এ দুটির ভেদবশতঃ ৬৪৪

১৮ আণব স্থলে সম্ভাব্যভাবিত্ব, ঔরবস্থলে উদ্ভাব্যভাবিত্ব ৬৪৫

১৯ যেহেতু উভয়ভাবি, অতএব মাধ্যমিক ... ৬৪৮

২০ অনিশ্চয় থেকে বিনিশ্চয় কোটিতে সেতু মধ্যমা ৬৪৯

২১ মধ্যমাপারীণ যে জপ, সে জপ সমর্থ ... ৬৫১

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

২২ অভিনিশ্চয়, বিনিশ্চয়, সুনিশ্চয়—এ তিনে পরিনিষ্ঠিত ৬৫৩
২৩ অজপার দ্বারা নিরূপিত, জপের দ্বারা পরিনিষ্ঠিত ৬৫৫
২৪ দেশ, কাল, বস্তু, সম্বন্ধ—নিরূপক চতুষ্টয় 'আশ' পরিনিষ্ঠাপক এক এবং বশী ... ... ৬৫৬
২৫ সর্বই সেই এক বশীর বশ্য ... ... ৬৫৮
২৬ বিদ্যাদি বীর্য দ্বারা জপশক্তির সামর্থ্য সমৃদ্ধি ৬৬১
২৭ জপশক্তি কাষ্ঠায় বীর্যবত্তম উর্জস্বতী, মধুমতী এবং জ্যোতিষ্মতী ... ... ৬৬৩
২৮ ত্রি, পঞ্চ, সপ্ত, দশ সংখ্যক গ্রন্থি ছেদন হয় বলিয়া, ঐ সংখ্যা চতুষ্টয় দ্বারা উক্ত কাষ্ঠাত্রয় উপলক্ষিত ৬৬৫
২৯ সঙ্কর থেকে শঙ্কর, ভয় থেকে ভদ্র ... ৬৬৯
৩০ তদেক প্রপত্ত্যা তল্লাভস্তল্লাভঃ ... ... ৬৭১

# জপসূত্রপরিশিষ্টম্

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

১ বিদ্যা—বিদ্যায় ব্যবসায়ী হইয়া যতমান, এবং অনূচান হইয়া বিদগ্ধ— ... ... ৬৭৪

২ শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধায় শমথী; দীক্ষায় শূর ... ... ৬৭৭

৩ উপনিষদ রহস্যে স্থিতধী হইলে তরুণ; স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে প্রৌঢ় ... ... ৬৭৯

৪ শ্রদ্ধায় সঞ্জাত হও; বিদ্যায় সম্বাদ; প্রজ্ঞায় প্রবোধ সম্বোধি লাভ কর— ... ... ৬৮১

৫ তনুরজাঃ শ্রদ্ধায় শ্রোত্রিয়; অনুরজাঃ বিদ্যায় কুলীন; বিরজাঃ প্রজ্ঞায় অবধূত— ... ... ৬৮২

৬ জপ—শ্রদ্ধায় শুশ্রূষা, বিদ্যায় বিবিদিষা, প্রজ্ঞায় বিদ্বদ্ ৬৮৩

৭ প্রত্যেকটি জপ ষড়ঙ্গা ও ষড়্লিঙ্গা ... ... ৬৮৫

৮ অষ্টোত্তরশত সংখ্যা ... ... ৬৮৮

৯ বাক্, মন, প্রাণের স্বচ্ছন্দ স্পন্দের সমুচ্চয়ে সমৃদ্ধি ৬৯২

১০ মিত্রচ্ছন্দে সকল স্পন্দের সমুচ্চয়ে বিবৃদ্ধি ... ৬৯৪

১১ মধুচ্ছন্দে স্পন্দসমুচ্চয়ে সমুদ্রেক ... ... ৬৯৬

১২ স্বাচ্ছন্দ্য তিন প্রকার, মৈত্র পাঁচ, মাধুর্য সাত ৬৯৭

১৩ ন্যাসে অধ্যারোপ, ধ্যানে অধ্যারোহ ... ৬৯৯

১৪ জপে যে অভ্যারোহ, তাতে অভ্যাবৃত্তিতে সমাবৃত্তি ৭০১

১৫ যক্ষ এবং রক্ষঃ অরি এবং মিত্র—উভয়ের সন্ধি মেরু ৭০২

১৬ মেরু লঙ্ঘন করিতে নাই ... ... ৭০৪

১৭ পূরণের নিমিত্ত পুরশ্চরণ, হরণের নিমিত্ত হোম ৭০৭

১৮ অসঙ্কর হইতে শঙ্কর ... ... ৭১০

১৯ শঙ্কর হইলে অনুগ্রাহ্যত্ব ... ... ৭১৩

সূত্রসংখ্যা পৃষ্ঠা

২০ শঙ্কর গুরু ... ... ৭১৪
২১ ‘গুরু’ নাম জপ, এবং শ্রীগুরুর পাদপদ্ম নিষেবণ ৭১৬
২২ চলচ্চিত্রে চিত্রগুপ্ত; ফলাহারে ফলহরা ... ৭১৮
২৩ জপাদি ক্রিয়াদিতে সত্তাশক্তির আলোড়ন-বিলোড়নে আপৎ ৭২২
২৪ অবরেক এবং অতিরেকে সম্পৎ ... ... ৭২৩
২৫ সম্পৎ আপদের পদ, আপৎ সেটি নহে ... ৭২৫
২৬ বাগাদির বজ্র বর্জনীয়, বজ্রজিৎ অনুসরণীয় ... ৭২৭
২৭ বজ্রসত্ত্ব হইলে অতিবাদ ... ... ৭২৯
২৮ অনুরণনের অতিশায়নে প্রচিত (বাদম্) ... ৭৩২
২৯ যেটি ব্যবধি তাতেও ব্যশ্নুবান হইলে ব্যবসিত ... ৭৩৩
৩০ ব্যানের ব্যায়াম বশতঃ ব্যাপ্ত (প্রসারিত) ... ৭৩৫
৩১ পূরণপঞ্চক ... ... ৭৩৭
৩২ হরণষটক্ ... ... ৭৩৯
৩৩ অদৃষ্ট আহরণ এবং পরিহরণ অনুপাত নিয়ামক অদৃষ্ট; দৃষ্টে কর্ম; দৃষ্টাদৃষ্টে ক্রিয়া ... ... ৭৪২
৩৪ ক্রিয়া এবং কর্মের দ্বারা অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট ফল ৭৪৫
৩৫ আবৃত্তিমুখ্যা যে ক্রিয়া, সে ক্রিয়া গরীয়সী ... ৭৪৯
৩৬ কৃষ্ণক্রূরবর্ত্মে অভ্যাস পতিত না হয় ... ৭৫০
৩৭ উজ্জ্বলরসবর্ত্ম অনুসরণ করিবে ... ... ৭৫১
৩৮ নিসর্গাদি দশধা আলম্বন, এবং নারদীয়াদি দশধা সাধন ৭৫২
৩৯ যেটি আরম্ভে ব্যষ্টিরূপে কল্পিত, সেটি অন্তে পরব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ কল্পনে সমাপ্ত ... ... ৭৫৫
৪০ উক্ত কল্পনের সঙ্গো জ্যোতীরসের যোগ হইলে নির্বিকল্পক ৭৫৮
৪১ ওঁকাররূপা ত্রিবেণীতে সঙ্গাত হও ... ... ৭৫৯
পরিশিষ্ট (ক) ... ... ৭৬১
পরিশিষ্ট (খ) ... ... ৭৬৫
পরিশিষ্ট (গ) ... ... ৭৬৮

# প্রকাশকের কথা

'প্রসঙ্গকথা'য় উল্লেখিত জপসূত্রম্-এর বৈদ্যুতিন গ্রন্থরূপ প্রকাশের উদ্যোগে আমরা ছিলাম। সেখানে পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন এবং গ্রন্থটির অসামান্য গুরুত্বে সম্পর্কে বিশদে বলা আছে। পুনরুক্তি বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থটির সংস্পর্শে এসে আমাদের মনে হয়েছে বৈদ্যুতিন গ্রন্থরূপের সঙ্গে সঙ্গে জপসূত্রম্-এর একটি মুদ্রিত গ্রন্থরূপ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেজন্যই এই সুকঠিন কাজ হাতে নেওয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের পর তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হল। জপসূত্রম্‌কে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সবকটি ভাগের পাঠই অবশ্যপ্রয়োজন, তবেই জপসূত্রম্-পাঠ সম্পূর্ণ হবে। বিশ্বাসী ও সংশয়ী উভয় পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি আদরণীয় হবে, আশা করি। বিশ্বাসীদের সাধনপথে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠুক এই গ্রন্থ। স্বামীজির বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সাবলীল চলন—প্রাচীন শাস্ত্র থেকে শুরু করে তাঁর সমকালীন আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখার তুলনামূলক মেধাদীপ্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সংশয়ীর কৌতূহল নিরসন করুক। আমাদের চিত্তবৃত্তির উদ্বোধক হোক জপসূত্রম্।

জানুয়ারি ২০১২ দেবজ্যোতি দত্ত
কলকাতা ৭০০০০৯

পুনশ্চঃ গ্রন্থটির মুদ্রিত পূর্ব সংস্করণের বানান যথাযথ রাখা হয়েছে। কেবল মুদ্রণপ্রমাদগুলির সংশোধন করা হয়েছে এবং 'রেফ'-এ দ্বিত্ব বর্জিত (সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত) হয়েছে।

'প্রকাশকের কথা' এবং 'প্রসঙ্গকথা'-তে কেবল আধুনিক বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

# প্রসঙ্গকথা

আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী (পূর্বাশ্রমে অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়) রচিত 'জপসূত্রম্' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরপরে প্রায় দশ বছর ধরে গ্রন্থটির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খণ্ড ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ (ষষ্ঠ) খণ্ডটি প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩৬৬-তে। 'জপসূত্রম্'-এর সব কটি খণ্ডের প্রকাশক ছিলেন স্বামীজির শিষ্য আমার পিতৃদেব ঁকালীপদ মৈত্র। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজী লোকান্তরিত হন ২০শে অক্টোবর ১৯৭৩ সনে। স্বামীজি লোকান্তরিত হওয়ার পর কিছুদিন গ্রন্থটি প্রকাশিত থাকলেও ধীরে ধীরে এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। স্বামীজির ভক্ত এবং শিষ্যদের প্রচেষ্টায় প্রথম দুটি খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ হলেও অন্য খণ্ডগুলি যথার্থই অপ্রাপ্য হয়ে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে।

তিন-চার বছর আগে আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু এবং স্বামীজির গুণগ্রাহী শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি থেকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজীর মতো অনন্যসাধারণ এবং বিরলপ্রতিভা মনীষীর স্মৃতিরক্ষার্থে বিশেষ কিছুই করা হয়নি। আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব কিনা। অরবিন্দবাবুর চিঠি পড়ার পরে মনে হয়েছিল যে স্বামীজির স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হতে পারে 'জপসূত্রম্'-এর পুনর্মুদ্রণ। আবার এই কাজের জটিলতা এবং বিপুল ব্যয়ভারের কথা চিন্তা করে মনে হয়েছিল যে এটা সম্ভবপর নয়। মুদ্রণ ব্যয়ভার ছাড়া এই রকম কাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে এই গ্রন্থের অক্ষরবিন্যাস করা এবং নির্ভুল প্রুফ-রিডিং। কারণ সামান্যতম ভুল (বানান এবং অন্যবিধ) থাকলে এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। মুদ্রণপ্রমাদযুক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা স্বামীজির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশেরই নামান্তর হবে। এই পরিস্থিতিতে মনে হয়েছিল যে যথার্থ পরামর্শ দিতে পারেন দু-জন। প্রথম জন হলেন স্বামীজির শিষ্যা শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় (বুলুদি) এবং দ্বিতীয় জন হলেন প্রীতিভাজন ও বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় (সাহিত্য সংসদ প্রকাশনার কর্ণধার)। শ্রীমতী প্রীতি

চট্টোপাধ্যায় সবকিছু শুনে আশ্বাস দেন যে এইরকম কাজ আরম্ভ করলে প্রুফ দেখার সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিতে রাজি আছেন। শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় গ্রন্থের অক্ষরবিন্যাসের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয় যে, নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কম্পিউটার-এ পাঠযোগ্য বৈদ্যুতিন বই (e-book) আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করা যেতে পারে। দু-টি সুবিধা এতে পাওয়া যাবে। প্রথমত, মুদ্রণ ব্যয় অনেক কম হবে এবং দ্বিতীয়ত, চিরাচরিত গ্রন্থ হিসাবে মুদ্রণ করার প্রয়োজন হলে অতি সহজেই অল্প সময়ে সেটা করা যাবে। কারণ নতুন করে অক্ষরবিন্যাস অথবা প্রুফ-রিডিং-এর প্রয়োজন তখন থাকবে না। আর একটি সুবিধাও এই সঙ্গে পাওয়া যাবে, বানান অথবা অন্যবিধ ভুল পরে যদি চিহ্নিত হয় তবে সহজে সেটি ঠিক করা যাবে। চিরাচরিত গ্রন্থের থেকে e-book-এর মূল্য অনেক কম হবে। এইরকম চিন্তাভাবনা করে আমরা যোগাযোগ করি অধুনাপ্রয়াত সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে। কারণ প্রথমাবধি তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন (মূল গ্রন্থে পাঠক বিস্তারিত তথ্য পাবেন)। সবকিছু শুনে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যথাশীঘ্র কাজ শুরু করার পরামর্শ প্রদান করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই কাজের পরিসমাপ্তি আমরা তাঁকে দেখাতে পারলাম না। এইভাবে কাজ শুরু হয়। যখন পঞ্চম খণ্ডের কাজ চলছে সেই সময়ে শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন যে e-book-এর সঙ্গে চিরাচরিত গ্রন্থ হিসাবেও ‘জপসূত্রম্’-কে তিনি মুদ্রিত করে দেবেন এ-সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর কথায় আমরা যথার্থই অবাক হয়ে যাই, কারণ এরকম পরিকল্পনা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। কোন মহাশক্তি কার মধ্য দিয়ে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন সেটা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আমরা এখানে করলাম না—সেকাজের যোগ্যতাও আমাদের নেই, মূল গ্রন্থে পাঠক বিস্তারিত তথ্য পাবেন। নবপর্যায় ‘জপসূত্রম্’ প্রকাশের কাজ কীভাবে শুরু হয়েছিল সে-ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু তথ্য এখানে আমরা উল্লেখ করলাম। আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। স্বামীজি বর্তমান থাকাকালীন ইংরেজি ভাষায় Japasutram শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটিকে অনেকে বাংলা জপসূত্রম্-এর অনুবাদ বলে মনে

করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই গ্রন্থে স্বামীজির লেখা আছে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গো। গ্রন্থটি স্বামীজির নামেই প্রকাশিত। আজকের কম্পিউটার-এর যুগে ইন্টারনেট-এ Japasutram এই নামে সন্ধান করলে ইংরেজিতে লেখা বইটির সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু মূল গ্রন্থের (সংস্কৃতে রচনা বাংলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ) সঙ্গো ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থের কোনো তুলনা করা সম্ভব নয়। মূল গ্রন্থটি যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কালক্রমে ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থটিতে যাতে সকলে মূল 'জপসূত্রম্' বলে মনে না করেন আমাদের এই প্রচেষ্টার পিছনে সেটাও একটা বড়ো কারণ।

শেষে একটিমাত্র জিনিস-এর উল্লেখ করে আমাদের কথা শেষ করব। শাস্ত্রে 'অপৌরুষেয়' গ্রন্থের কথা আমরা শুনেছি। 'জপসূত্রম্' রচনা হবার সময়ে অনেকে এটা প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রদ্ধাবান পাঠক সেটা এখন প্রত্যক্ষ না করলেও অন্তরে উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

'জপসূত্রম্' গ্রন্থের নব পর্যায় প্রকাশনার কাজে যুক্ত সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। স্বামীজির আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা তাঁর কাছে করি।

৭৭ যতীন দাস রোড
কলকাতা ৭০০০২৯
পৌষ সংক্রান্তি ১৪১৮

শেখর মৈত্র
মনোজ মৈত্র

# নিবেদন

জপসূত্রের পঞ্চম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করিল। গত চারিটি খণ্ডে বিবিধ কলাবিতানে জপের প্রসঙ্গটি যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে মূল গ্রন্থের কেবল প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদটুকু মাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছে। অথচ মূল গ্রন্থটি চারি অধ্যায় ও চারি পাদে সম্পূর্ণ। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বিলম্বিত এবং কলেবরও ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হইবে এই সম্ভাবনাই ছিল; কিন্তু যিনি সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষ তিনিই পূজ্যপাদ স্বামিজীকে এবার এই মহাগ্রন্থের সমাপনের দিকে টানিয়া লইয়াছেন। তাই এই পঞ্চম খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাকী তিনটি পাদ এবং তৃতীয় অধ্যায়েরও দুইটি পাদ গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। শেষ আর একটি খণ্ডে তিনি এই মহাগ্রন্থের উপসংহার করিতে পারিবেন এইরূপ তাঁহার অন্তঃপ্রেরণা।

এই খণ্ডটি সেইজন্য পূর্ব পূর্ব খণ্ড হইতে একটু বিলক্ষণ। এখানে প্রধানতঃ লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দেশের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তত্ত্বগুলিকে ধ্যানগম্য করিয়া তোলা হইয়াছে। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রই সংজ্ঞানির্দেশের সুসংযত মহিমায় সমুজ্জ্বল। কোনো তত্ত্বই বুদ্ধির কাছে গ্রহণীয় হয় না যতক্ষণ সুস্পষ্ট সংজ্ঞায় ও লক্ষণে তাহা নির্দিষ্ট না হয়। লক্ষণের কার্যই হইল 'ইতরযোগব্যবচ্ছেদ' অর্থাৎ অন্য সব কিছুর যোগ হইতে ব্যবচ্ছিন্ন বা পৃথক করিয়া শুদ্ধরূপে একান্ত তাহার নিজস্ব রূপটি তুলিয়া ধরা। এখানে অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ লক্ষণের একান্ত সংকীর্ণতা বা ব্যাপকতা ইত্যাদি দোষ সযত্নে পরিহার করিয়া বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে লক্ষণ নির্দেশ করিতে হয়। এখানেই ন্যায়ের পরিভাষার সার্থকতা। অবচ্ছেদক, অবচ্ছিন্ন, প্রতিযোগিত্ব প্রভৃতি দুরূহ পারিভাষিক শব্দে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মন বিব্রত ও বিপর্যস্ত হইলেও ইহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা চলে না। পূজ্যপাদ স্বামিজীও লক্ষণ-নির্দেশে প্রধানতঃ এই প্রাচীন শৈলীই অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য বিশদ বাংলা ব্যাখ্যায় তিনি এই পারিভাষিক শব্দগুলিকে যথাসম্ভব ভাঙিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন। তবু আমাদের দুরূহতাপরাঙ্মুখ মন সহজ ও সরলের বায়না

দিয়া বসে বলিয়া এগুলিকে বাতিল করিয়া বা আলস্যভরে উপেক্ষা করিয়াই চলিতে চায়। কিন্তু যে কোনো সাধনেই সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না এবং এই সুস্পষ্ট ধারণার জন্যই লক্ষণাদির এত ঘষামাজা। আমাদের দেশে সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রও শুধু লীলাচিন্তায় বিভোর হইয়াই আপন সার্থকতা প্রতিপাদন করেন নাই, অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থাদি শক্তি প্রভৃতি আপন পরিভাষায় নিজ সিদ্ধান্ত সংস্থাপনে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের পূজনীয় গ্রন্থকার ঁকবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরলীলা বর্ণনা করিতে যাইয়াও এই সকল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ প্রথমেই উত্থাপন করিয়াছেন এবং পাছে লীলার সরস বর্ণনা শ্রবণে উৎসুক ও অধীর পাঠকবর্গ এই অংশটি নীরস ও দুর্বোধ্য এবং সুতরাং গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া উপেক্ষা করে তাই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করিতে ভুলেন নাই। তাঁহার সেই অমূল্য বাণীটি প্রত্যেক সাধকের কণ্ঠহার করা উচিত:

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে হয় সুদৃঢ় মানস॥

সুতরাং ভক্তিও কেবল তরল উচ্ছাসই থাকিয়া যায় যদি না তাহা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা মনে করেন জ্ঞানের প্রখর তাপে ভক্তির নির্ঝরিণী বিশুষ্ক হইয়া যায় তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজ মুখের উক্তি 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে'কেই বিস্মৃত হইয়া যান। শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও ধ্যানের বিষয় 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সেই 'সত্যং পরং', যিনি 'ন খলু গোপিকানন্দনঃ, কিন্তু 'অখিলদেহিনাং অন্তরাত্মদৃক্'।

এখানে এ প্রসঙ্গটি অবান্তর মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহার অবতারণা শুধু ইহাই দেখাইবার জন্য যে আমাদের বুদ্ধির স্বাভাবিক অলসতা ও তামসিকতা হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য মহাজনগণের অনলস নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের স্বাক্ষর ভারতের বিবিধ অধ্যাত্মশাস্ত্রেই উৎকীর্ণ হইয়া আছে। জপসূত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূজ্যপাদ স্বামিজী একদিকে যেমন আধার, অধিষ্ঠান, নিধান, আশ্রয় প্রভৃতি বেদান্তের তত্ত্বগুলির

লক্ষণ নির্দেশ করিতে কার্পণ্য করেন নাই, তেমনি বরাহ, নৃসিংহ, বামনাদি পৌরাণিক তত্ত্বগুলির রহস্য উদ্ঘাটনেও তৎপর হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বের দৃষ্টিতে অকার, ইকার, উকারাদি বর্ণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণেও তাঁহার সমান আগ্রহ। তাঁহার সমন্বয়ী দৃষ্টির স্বচ্ছ আলোকে বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রাদি প্রাচীন অধ্যাত্মশাস্ত্র, এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিও এক অখণ্ড তাৎপর্যে সমুদ্ভাসিত। তাই জপসূত্র যিনি নিষ্ঠাসহকারে পাঠ করিবেন সমগ্র আর্য সাধনার বিভিন্ন শাখার পরিক্রমাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইবে এবং নব্য বিজ্ঞানের আলোকে সেই সনাতন সত্যগুলি যে মিথ্যা বা ম্লান হইয়া যায় নাই বরং আরও প্রোজ্জ্বল ও পরিপুষ্ট হইয়াছে এই প্রত্যয় লাভে ধন্য হইবেন।

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইব। পূজ্যপাদ স্বামিজী এই মহাগ্রন্থে বেদান্ত তন্ত্র পুরাণ বা বিজ্ঞান যাহা কিছু প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়াছেন সে সকলেরই মূল লক্ষ্য কিন্তু এক : জপবিজ্ঞানকেই নানাভাবে বুঝিবার প্রয়াস। নতুবা কেবলমাত্র কতকগুলি তত্ত্ব বা লক্ষণ আয়ত্ত করিলাম বা শিখিলাম বা তাহার দ্বারা নিজের পাণ্ডিত্য খ্যাপন করিলাম, ইহা এখানকার লক্ষ্য নয়। যেমন 'নিরপেক্ষাক্ষরত্বম্ আধারত্বম্' (পৃ. ১) এই লক্ষণে 'নিরপেক্ষ' 'অনপেক্ষ' ইত্যাদি শব্দের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্বক আধারকে চিনিলেই হইল না, ওঙ্কারাদি জপে আধারটি কি এবং কেমন করিয়াই বা সে-আধারে জপকে মিলাইতে হয় তাহা জানিলেই আধারকে সঠিক জানা বা বুঝা হইল। তেমনি আধারকে সামান্যতঃ বস্তু দৃষ্টিতে 'বজ্রসত্ত্ব' বা ক্ষয়হীন তলরূপে, শাক্তী দৃষ্টিতে 'মুলাধার'রূপে, আবার মান্ত্রী দৃষ্টিতে ওঙ্কার বা গায়ত্রীরূপে এবং যান্ত্রী দৃষ্টিতে 'হৃল্লেখা'রূপে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে জানিলে বা চিনিলে বোধটি পূর্ণাঙ্গ হয়। জপসূত্রকার বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে আর্ষ দৃষ্টিতে বোধ তখনই পূর্ণাঙ্গ এবং ফলপর্যবসায়ী হয় যখন 'বিদ্যয়া-শ্রদ্ধয়া-উপনিষদা' তাহা অনুশীলিত হয়। আমরাও আপন আপন জপক্রিয়ায় যদি এই ত্রিতয়ের সম্মিলন সাধনপূর্বক জপের মধ্যে 'আধার' বা 'অধিষ্ঠান'টি কি, জপের মধ্যেই 'বামন' বা 'নৃসিংহা'দি কোথায় কিভাবে লুকাইয়া আছেন, জপের অক্ষর সমূহে অকারাদি কিসের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত বহিয়া আনিতেছে ইত্যাদি ভাবে 'ধ্যান লাগাই' অর্থাৎ গভীর গহনে

প্রবেশের প্রয়াস করি তাহা হইলেই গ্রন্থের সার্থকতা, গ্রন্থকারের সুবিপুল আত্মনিয়োগের চরিতার্থতা এবং আমাদের আপন আপন জীবন-সাধনেরও কৃতার্থতা।

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক
সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা
মহাবিষুব সংক্রান্তি
১৩৬৪

# জপসূত্রমের আত্মকথা

শেষের মুখে জপসূত্রমের একটুখানি আত্মকথা বলার অবকাশ আসিয়াছে। ষষ্টিবর্ষ পূর্বে—তরুণ জিজ্ঞাসু। বয়ঃ এবং স্বভাবধর্মে বিদ্যারসিক। তখন চিন্তারাজ্যের গগনে এক উজ্জ্বল অপ্রতিদ্বন্দ্বী নক্ষত্র—হার্বাট স্পেন্সার। তাঁর বিরাট অবদান—প্রকাণ্ড দশ volume Synthetic Philosophy; তার পাণ্ডিত্য বা বিশালত্ব নয়, কিন্তু তার নিপুণ বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ, আর ব্যাপক, বৈজ্ঞানিক সমন্বয় কতকটা যেন সম্মুগ্ধই করিল। অথচ, তার মূলতত্ত্বদৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইতে অক্ষম। সে মূলবিষয়ে, এদেশের আচার্যবর্গের দেওয়া দিব্য জ্ঞানাঞ্জন, এবং ও দেশেরও অন্যমতের আচার্যদের দেওয়া নেত্রবর্তিকা, অধ্যাত্ম দৃষ্টিকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ রাখিল। তথাপি আচার্য হার্বাট স্পেন্সারের কাছ থেকে, একান্ত আস্পৃহার মাঝে মিলিল এক বিরাট সমন্বয়ী পরিকল্পন এবং জীবনে তার সাধনের প্রেরণা। দীক্ষা নয়, প্রেরণা, কেননা, ঐরূপ পরিকল্পনার বীজ, সম্ভবত অঙ্কুরায়িত ভাবেই, গভীর সংস্কার ক্ষেত্রে ছিল। ওদেশের বিজ্ঞানবিদ্যা আর এদেশের অধ্যাত্মবিদ্যা—এ দুয়ের নৈকটিক সঙ্গতি সমন্বয় হইল তরুণ জিজ্ঞাসুর লক্ষ্য ও সাধন। সেই ল্যাবরেটারি আর নৈমিষারণ্যের rapprochement। এর নিমিত্ত দুইক্ষেত্রেই যাঁরা সিদ্ধপীঠাধীশ, তাঁদের পরিপ্রশ্ন এবং নিষ্ঠাসহকারে শুশ্রূষা। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান দুয়ের শ্রবণ-মনন এবং যথাসম্ভব নিদিধ্যাসন।

তারুণ্যের উত্তরপ্রান্তে উপনীত হবার আগেই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ লইতে চলিল। প্রথম ইংরেজি ভাষাতেই। গণিতাদি বিজ্ঞান এবং আর্যপ্রজ্ঞানের যুগ্মশক্তিসম্পাত ছিল মূলে। The Approaches to Truth, Patent Wonder, এসব এর ফল। কিন্তু প্রধানতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এ প্রচেষ্টার ও ভাবের আর অধিক ফল ফলিতে দিল না। তথাপি অনতিবিলম্বেই 'বেদ ও বিজ্ঞান' ইত্যাদি নানা ধারাবাহিক প্রবন্ধ-নিবন্ধে মূল পরিকল্পনার প্রাণধারা আপনাকে চালু রাখিল।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ওই প্রাণধারার এক মুখ্যশাখা তন্ত্রবিদ্যার গহনদুর্গম রহস্যরাজ্যের দিকে প্রবাহিত হইল। মহামতি সার জন উড্রফ সাহেবের মুখে খ্যাত

হইল ভগীরথের শঙ্খ এ অভিনবধারার প্রবর্তনে। মহামায়ার ইচ্ছায় এ ধারা বিশাল হইতে বিশালতর হইয়াও চলিল। তন্ত্রতত্ত্ববিষয়িণী বহু রচনা এ ধারা, তার দুটি তটে সাজাইয়া চলিল, তবু সেই মূলসমন্বয়ী পরিকল্পন যেন মহাসিন্ধুর মত দূর থেকেই শোনাইতে থাকিল তার শাশ্বত আহ্বান।

তারপর, বিপ্লবী সঙ্ঘর্ষ রাজনীতি আর সাংবাদিকের বিসম্বাদ সাগরাভিসারিণী ধারাটিকে কিছুকালের জন্য কৃচ্ছ্রকুটিলগমনাও করিল। তথাপি সে আপাত বাধায় তার আন্তর সম্বেগ বর্দ্ধিতই হইল।

স্বাধীন জাতীয়শিক্ষা প্রবর্তন সূত্রে শ্রীঅরবিন্দ এই শতকের প্রথম ভাগেই দেন তাঁর অসামান্য শক্তিসমৃদ্ধ সহযোগ। জাতীয় শিক্ষায়তনে (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ভারতীয় কৃষ্টিবিষয়ে অনুশীলন ও গবেষণার উদ্দেশ্যে যে 'আসন' শ্রীঅরবিন্দের জন্যই আদৌ উৎসৃষ্ট হইল, সে আসনে উপবিষ্ট হবার সম্মান একসময় এভাগ্যে আসিল। রাজনীতির আবর্ত তখন মুক্তি দিয়াছে। তরুণ জীবনের সেই প্রাণপ্রবাহ এইবার নানাদিকে নানা শাখায় না বহিয়া তার চিরমৃগ্য উদার অখণ্ড একটিমাত্র ধারায় বহিবার নিশ্চিন্ত সুযোগ পাইল।

ইংরেজিতে নয়, বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ ভারতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে বিষয়বস্তু করিয়া সর্বজাগতিক ভাবরাজ্যের প্রতি পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া, সেই তরুণের পরিকল্পন—Synthetic Philosophy—এইবার হয়ত বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিবে। প্রাচীনতম যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এক একটি মূল ভাব (সৃষ্টি, ব্রহ্ম, কর্ম ইত্যাদি) যে কিভাবে তার বিচিত্র বিকাশ পরিণতিতে আসিয়াছে—এর তথ্য এবং তত্ত্ব বিশ্লেষণ-সমন্বয় পূর্বক ইতিহাস কতিপয় খণ্ডে লেখার বাসনা হয়। কিন্তু ভূমিকাগ্রন্থ—'ইতিহাস ও অভিব্যক্তি' প্রকাশিত হইবার পর, সৃষ্টি, ব্রহ্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে অপরাপর সুবিস্তৃত লেখগুলি কিয়দ্দূর প্রস্তুত হইয়াও প্রকাশ্য আলোকের মুখ নিরীক্ষণের ভাগ্য পায় নাই।

তারপর, সন্ন্যাসজীবনে সমস্ত কিছুর আমূল পট পরিবর্তন। তরুণ এবং পরিণত বয়সের সেই বিদ্যারস, ধ্যানরস, ভাবরসে আপনাকে হারাইল। গ্রন্থাদি পাঠ ও অনুশীলনের সেই প্রবল প্রবৃত্তি যেমন এক দিকে হইল নিঃশেষ, তেমনি অন্যদিকে চাক্ষুষদৃষ্টিরও হইল হ্রাস। ইহাই হইল সংস্কৃতে জপসূত্রমের আধার প্রস্তুতি। জপসূত্রম্

নানাশাস্ত্রে অধীতবিদ্য পণ্ডিতের বিরচিত গ্রন্থ নয়; শ্রদ্ধালু অনুগৃহীতের অনুধ্যাত গ্রন্থ। বাহির থেকে নিবৃত্ত দৃষ্টিমতি আন্তর অধ্যাত্ম সম্বাদেই নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্যাখ্যানে বিজ্ঞানাদি বহির্বিদ্যার সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ বোঝাপড়া সত্ত্বেও।

জপসূত্রম্ শেষ হইতে চলিল পরমাত্মার ইচ্ছায়। গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিশালও বটে। কিন্তু আরও সুবিশাল হইতে পারিল না বলিয়া এতেও সেই Synthetic Philosophy এর 'স্বপ্ন' পূর্ণাঙ্গ এক মূর্ত বাস্তব হইল না। সূত্র এবং কারিকাবলীতে সে বিরাট সমন্বয়ের দিগ্‌দর্শনসূত্র সম্ভবতঃ মিলিল কিন্তু অনবগাহিত মহা রহস্যবারিধি রহিল ওই পুরোভাগে। গ্রন্থব্যাখ্যানে বেদ-তন্ত্র পুরাণাদির তত্ত্ব ও চর্যা, উভয় বিষয়ক অনন্ত অগাধ রহস্যের কতটুকুই বা 'ভাঙ্গিয়া' দেখিতে পারা গেল এ গ্রন্থে! প্রসঙ্গতঃ সূত্রের প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্ত ব্যপদেশে, যৎসামান্যই হইল। সে কাজ তো এনসাইক্লোপিডিক। ভাবি-বিধাতা সে কাজের ভার সুযোগ্য করেই দিবেন যথাসময়ে।

'এই' নিজের 'মাধ্যমে' তিনি যেভাবে যতটুকু কাজ করাইয়া লইলেন, তাতে 'এর' ভিতরে অতৃপ্তি, অপ্রসাদের লেশটুকুও তিনি রাখেন নাই। কাজ বিস্তর বাকি, 'এ' তবু, নিজে চরিতার্থ।

জপসূত্রমের ভাব ও রচনা শৈলীতে 'এই' নিজের অধ্যক্ষতা তিনি তেমন রাখেন নাই। তবু মনে হয়—কোন কোন মূল তত্ত্বসূত্রের উপর অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যান সেই শঙ্কর রামানুজাদি প্রাচীন আচার্যদের শিষ্টসমাদৃত ধারানুসরণেই হইয়াছে; যেমন বেদান্তে চতুঃসূত্রীতে, বৃহদারণ্যকাদিতে 'অসদেব সৌম্য' ইত্যাদি স্থলে।

এ জাতীয় গ্রন্থের দুরবগাহতাই স্বাভাবিক। মূলতত্ত্ববিদ্যা 'তপসা মেধয়া' লাভ করিতে হয়; এবং 'তপসা মেধয়া' সে বিদ্যার অনুশীলনও করিতে হয়। এসবের মর্মগ্রাহী রসগ্রাহী চিরদিনই মুষ্টিমেয়। ইতি—

**স্বামিজী**

# জপসূত্রম্

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ

**৪ ।। নিরপেক্ষাক্ষরত্বমাধারত্বম ।।**

অক্ষর পদার্থ ‘নিরপেক্ষ’ হইলে ‘আধার’ সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

অধিষ্ঠানসূত্রে ‘অনপেক্ষ’, আধারসূত্রে ‘নিরপেক্ষ’। এ দুয়ের ভেদ চিন্তা করিতে হইবে। ‘অনপেক্ষ’ বলাতে নৈষ্কল্যশূন্যতা অর্থাৎ সর্বপ্রপঞ্চোপশম, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন বস্তু অবধি বিবক্ষিত ছিল। ‘নিরপেক্ষ’ বলাতে বিবক্ষা ততদূর অবধি নয়, বুঝিতে হইবে। সাকল্যশূন্যতা অবধিই বিবক্ষিত। ধর, ক, খ, গ—এই তিন কারক সহগভাবে ক্রিয়মাণ হইয়া কোন ফল উৎপাদন করিতেছে। এখন এদের প্রতিটিকে যদি শূন্যকোটিতে আনি, তবে ফল শূন্য হইল, এবং সে শূন্য নৈষ্কল্যশূন্যতা। আর, প্রতিটি শূন্য না হইয়া তাদের সঙ্ঘাত (resultant) মাত্র যদি শূন্য হয়, তবে সাকল্যশূন্যতা। কেবল সাকল্যশূন্যতা মাত্র নয়, সাকল্যসমতাও লক্ষণে আসিবে।

সুতরাং ‘আধার’ বলিতে পদার্থের এমন এক সংস্থা বুঝাইল, যেখানে সেই সংস্থায় প্রসজ্যমান বা ‘সংস্থিত’ সহগকারকসমূহ (assemblage of cofactors) শূন্যতায় না আসিয়াও ‘সামান্যে’ অবস্থান করে; যার ফলে, উক্ত সংস্থা প্রতিটি কারকব্যাপার সম্পর্কে ‘নিরপেক্ষ’ থাকে। স্থির জলরাশি, এবং তার বক্ষে উদিত তরঙ্গাদির দৃষ্টান্ত লইয়া এই নিরপেক্ষ অক্ষর ভাবটি পরীক্ষা কর। বাকের বেলা—নাদ এবং বর্ণাদিরূপে কলাবিতানে।

বহির্বিশ্ব (Physical Universe) -টাকে তার বস্তু, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এই তিনসম্বন্ধে এক “সামান্য” আধারে আনিবার চেষ্টা পূর্বাপর হইয়া আসিতেছে। সে আধার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই ক্রমে অগ্রগা। প্রাণ এবং মন সম্বন্ধে সেরূপ সামান্য আধার (unified dynamic background or field) কল্পনায় এবং মনের ক্ষেত্রে

আসিলেও (যথা *anima mundi* ইত্যাদি), আধুনিক বিজ্ঞানের সমীক্ষা-পরীক্ষাসম্মত সিদ্ধান্তের সীমানায় এখনও আসে নাই। নিখিল ব্যষ্টি প্রাণীর আধারভূতা কোন বিরাট্ প্রাণসামগ্রী আছে কি? এবং নিখিল ব্যষ্টি-মানসের আধারভূতা কোন বিরাট্ মানসসামগ্রী? প্রাণ ও মনের বেলা ব্যষ্টিত্ব বা ব্যক্তিত্ব (separate individuality) -ই তথ্য (fact), সামান্য সমগ্রত্ব বা সামগ্রী কি কেবল কল্পিত, আরোপিত মাত্র? 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা'—এ 'জগৎ' কোন জগৎ, কোন অবধি? 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম'—এখানে, 'ইদং সর্ব্বং'-এর ব্যাপ্তি তো সর্বকুণ্ঠালেশশূন্যই মনে হয়। 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ'—এখানেও জগতের বিশেষণ 'কৃৎস্ন'। আর যেটি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সেটি স্বয়ং চিতি। তার পূর্বশ্লোকে 'ব্যাপ্তিদেব্যৈ' রহিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য কর।

আর্যপ্রজ্ঞানে সকল ব্যষ্টিপ্রাণ এবং মানসের আধারভূতা প্রাণ এবং মানসসামগ্রী প্রতিষ্ঠিতা। ব্যষ্টিপ্রাণাদি সে আধারে রহিয়া তৎসম্পর্কে, কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিত-লুণ্ঠিত ভাবে বৃত্তিমান। 'পরাঞ্চি'-মুখীন এই যে অস্মদ-ব্যবহারনির্বহণী সৃষ্টি, তাতে 'ব্যষ্টি' বা 'ব্যক্তি'র এবম্প্রকার কুণ্ঠিতাদিভাবে বৃত্তিমত্তা (functioning subject to veiling and straining conditions) অবশ্যম্ভাবিনী বটে, কিন্তু সেটা তার সম্পর্কে 'তথ্য' নয়, তথ্যের 'আভাস' মাত্র, অথবা, অতথ্যের আরোপ। অর্থাৎ আসলে এটা ভ্রান্তি (pragmatic misapprehension), ভ্রান্তি-নিমিত্ত কুণ্ঠাকার্পণ্যদোষ। প্রত্যঙ্‌মুখীন হইয়া এই ভ্রান্তিনিরসনের প্রয়াসই জপাদি সাধন।

ওঙ্কারাদি যাহাই জপ কর না কেন, অ, উ ইত্যাদি ক্ষরবৃত্তিসমূহকে (কলা) আদৌ নাদরূপ অখণ্ড সামান্য আধারে আনিতে হয়; ব্যক্তনাদকে পরাব্যক্ত বিন্দুতে; এবং অন্তে এই ত্রিতয়কেই পরমাব্যক্তে। দেখা হইয়াছে যে, এটি কেবল বাকের আধার সন্ধানসীমা নয়; প্রাণের এবং চিত্তেরও বটে। যেমন, গায়ত্রীজপে বিলয় ওঙ্কারের গতিটি পুনশ্চ অনুসরণ করিয়া দেখ।

নিখিল চলিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু, খণ্ডিত গতির মাঝে কোথায় অক্ষর, অখণ্ড, কোথায় ধ্রুব—ইহার সন্ধানেই আধারকে মিলাইতে হয়। আধারে আসিয়া সকল ক্ষরবৃত্তি বা গতি বলিবে—"আমরা তো সবাই আসি-যাই, ভাঙ্গি-গড়ি, উঠি-পড়ি; কিন্তু ওগো মোদের আধার! আমরা তোমাতেই তো আছি; সবাকার 'নিবাস' তোমাতেই। যেমন,

তরঙ্গের জল-রাশিতে। তুমি নিজে আমাদের সম্পর্কে 'খাসা' নিরপেক্ষ দেখছি। আমাদের থাকা-না-থাকায় তোমার অপেক্ষা নেই।"

তথাপি, অনপেক্ষ আর নিরপেক্ষ এক কথা নয়। আধারে নানাত্ব এবং তরতমত্ব অনবকাশ নয়। আধার জাতি এবং আধার পরম্পরা আছে। ক, খ, গ ইত্যাদির সঙ্ঘাতফল অশেষপ্রকারের হইতে পারে। যদি প্রতিজ্ঞা করি—উক্ত ফলটি শূন্যই হইবে, অথবা—সম (ঠিক একই), তা হইলেও অনেকপ্রকারে সেই শূন্য অথবা সম মিলাইতে পারা যায়। যদি পারা যায়, তবে এমন এক 'অক্ষর' মিলিল, যে বলিবে—'তোমরা তো অনেকরকমই হচ্ছ দেখছি, কিন্তু এই দেখ, আমি ঠিক একই শূন্য অথবা সম আছি; কাজেই আমি নিরপেক্ষ।' বৃত্তি এবং ব্যাপারসমূহের প্রকারভেদ সত্ত্বেও এই অক্ষরনিরপেক্ষভাব। সুতরাং এটি নির্ব্যূঢ় এবং নিয়ত নহে। ক, খ, গ ইত্যাদির অশেষ প্রকারের সঙ্ঘাতসম্ভাবনার মধ্যে ভূয়িষ্ঠ স্থলগুলি বর্জন করিলাম, কেননা, তারা আমার অভীষ্ট ঐ শূন্য বা সমকে দেয় না। অবশিষ্ট যারা রহিল (residual probabilities), তারা শূন্য বা সম ফলটি দেয় বটে, কিন্তু ঐ সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রেই (in the realm of probability) দেয়। যদি আর যখন, উক্ত অভীষ্ট (required) সম্ভাবনা দেখা দিবে, তবে আর তখন, ঐ অভীষ্ট শূন্য বা সমটি মিলিবে।

অতএব, এরূপ সম্ভাব্যতার অপেক্ষাধীন যে অক্ষরাধার, সেটি আপেক্ষিকমানেই (in the relative sense and context) অক্ষর এবং নিরপেক্ষ। জল তার বক্ষে উদিত তরঙ্গাদি সম্পর্কে নিরপেক্ষ আধার বটে, তবে জলকে তার আপন এবং বাহ্য অনেক কিছু কারক-বৃত্তিব্যাপারের 'অপেক্ষা' রাখিয়া তবে উক্তরূপে নিরপেক্ষ হইতে হয়। সে কারকবৃত্তিব্যাপার সমূহও অন্য 'সমূহে'র অপেক্ষা রাখে; সেগুলি আবার অপরের; ইত্যাকার ক্রিয়াকারকফলের শৃঙ্খল (chain) সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরে, সঙ্কীর্ণ থেকে ব্যাপকে আগাইয়া চলিয়াছে।

যে কোনো ঘটনাকে 'ঘটিত' ভাবেই দেখ, অথবা 'ঘটক'-এর দিক থেকেই দেখ, তাকে দেখিবে দুটি রূপে—প্রথমতঃ, বহু সম্ভাবনার মধ্যে সে অন্যতম; দ্বিতীয়তঃ, অনাদি ও অসংখ্যাত ঘটকপুঞ্জ-পরম্পরার অন্তিম ফলসমূহের মধ্যে সে অন্যতম। ঘটিতদৃষ্টিতে যাহা 'সম্ভাবিত', ঘটক দৃষ্টিতে তাহা 'সম্ভূত'। অস্মদ্ ব্যবহারে ও প্রত্যয়ে ঘটনামাত্রেই সম্ভাবিত-সম্ভূতের সংমিশ্রণ—mixture of chance and law, কোন্‌টা গোড়াকার কথা, তা পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। সৃষ্টির মূলে 'লীলা' না 'কীলা' (বন্ধপাশ)—এই প্রশ্ন। আমরা এখানে দুইদিক দিয়াই পাইতেছি এবং দেখিতেছি। কিছুটা ধরাবাঁধা হিসাবে পাই, বাকিটা, হয়ত আসলটাই পাই না।

এখন, যে ভাবেই দেখি, ব্যবহার এবং ব্যাপার ক্ষেত্রে কোন আধারকেই খাঁটি এবং পূরা অক্ষর ও নিরপেক্ষরূপে দেখিতেছি না। সুতরাং, যেটি খাঁটি এবং পূরা, তার খোঁজ লাগাইতে হয়। আপেক্ষিক ও খণ্ডিত আধার-পরম্পরা কোথায় যাইয়া বলিবে—'এইবার আমরা আর আপেক্ষিক নই, খণ্ডিতও নই'? শ্রুতির সেই 'আধারমানন্দমখণ্ডবোধম্'—কোথায়, কতদূরে তল্লাস করিতে হইবে? শ্রুতির ঐ শব্দগুলোয় আবারও ধ্যান দাও। 'আনন্দ', 'অখণ্ড', 'বোধ'—এ তিনেই।

রহিয়াছি আপেক্ষিক আধারেই, ব্যবহারে এবং প্রত্যয়ে। স্বরূপে ও স্বভাবে কিন্তু তাহা নয়। এখন আপেক্ষিককে 'নিরপেক্ষ' বলা হইল কেন, কি সর্তে, তা, যেন ভুলিয়া না যাই। কেননা, একান্ত অপেক্ষারহিতের খোঁজই তো সত্যকার আধারের খোঁজ—যত্র আনন্দ, অভয় এবং বোধ তিনই অচ্যুত, অখণ্ড, অকুণ্ঠ। অনপেক্ষ অনপায়স্থিতি যাতে হয়, তাই এই 'নিরপেক্ষ'কে সেতু, সন্ধি, সহায়রূপে মিলাও। সর্বসাপেক্ষ আর সর্বানপেক্ষের মাঝে এই নিরপেক্ষ ভাবটি।

'নির্' শব্দটার একটুখানি বর্ণরসায়নে যাও। তবর্গের শেষ বর্ণ 'ন' কি বলে? যে কোন তলবৃত্তিতায় স্থিত ক্রিয়াকে বলে—'এই তো তোমার ফল। এখানেই থামো, আর না।' 'অন'তে এই আর না নির্ব্যূঢ়, আত্যন্তিক। কিন্তু 'নি' কি বলে? ক্রিয়ার ফলকে একবারে খতম হইতে দিলাম না, আপনাতে 'তুলিয়া' রাখিলাম—সম্বেগ সংস্কারাদি রূপে (as potentials), ধরাপৃষ্ঠ থেকে কোন 'ভার' উপরে তুলিয়া রাখিলে যেমন হয়। আর, 'নির্'? শুধু আপনাতে তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম না (যেমন, বিশ্রামে, নিদ্রায় ইত্যাদিতে), পরন্তু প্রতিটি সংস্কারের 'ফিউজে' আগুন ধরাইয়াও রাখিলাম। টাইম ফিউজ—সময়ে বিস্ফোরণ হইবে।

সুতরাং, 'নির্' বলে—'এখন দেখিতেছ আমাতে ক্রিয়াফলগুলি যেন নেই, অথবা ঠিক একভাবে আছে, কিন্তু আমি তাদের সম্বেগ বা 'ঝোঁক' আপনাতে তুলিয়া রাখিয়াছি, আর, তাদের নতুন করিয়া সাজিয়া হাজির হবার সময়ও দিয়াছি।' যে

পদার্থ, যে কোন ক্ষেত্রে অথবা অবস্থিতিতে, নিজে অক্ষর পদার্থের 'প্রতিভূ' হইয়া, আপনাতে পূর্বোক্ত রীতিতে (নির+অপেক্ষ এই ফরমূলা যেটি নির্দেশ করে) তত্তৎ অবস্থানে প্রসজ্যমান (relevant to those specified situations) ক্ষরবৃত্তি সমূহের আলম্বন হয়, সে পদার্থ সেই সেই স্থলে তাদের 'আধার' গণ্য হইবে।

কাজেই, আধার আপনাতে (ক) কিছু ঘটিতে দিতেছে; (খ) যা ঘটিতেছে, তার বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এ চারিটিরই স্থিতি এবং গতি দুই-ই ধারণ করিতেছে; (গ) যাহা ঘটিতেছে, তার ঘটক সম্বেগ ও সংস্কারসমূহও ধারণ করিতেছে; (ঘ) পূর্বোক্ত ক্ষরভাব সম্পর্কে নিজে 'অক্ষর' রহিয়াছে; (ঙ) এবং অক্ষররূপে তাদের 'প্রশাসন'ও করিতেছে। অর্থাৎ, আধার পদার্থ—static and passive মাত্র নয়। যেমন, দুইটি বস্তু শক্তিকেন্দ্রের মাঝখানে অন্তরীক্ষ নয়। মুক্ত, উদার তেজঃসত্তারূপে দ্যৌঃ পূর্বে বিবেচিত।

ভূরাদির আধারত্ব তত্তৎ-লক্ষণ পুরস্কারে পরীক্ষা করিও। ব্যাহৃতি-সপ্তক আধারসপ্তকও বটে। আধার একান্তঅস্তিতারূপে সৎ; ভাতিতারূপে চিৎ; অস্তি-ভাতি-প্রিয়ম্ তিন রূপেই আত্মা। কঠশ্রুতির মহানাত্মার যচ্ছতিস্থলরূপে 'শান্ত আত্মা'। বৃহদারণ্যকের 'অসতো মা' ইত্যাদি অভ্যারোহমন্ত্রে আধারশুদ্ধিপুরঃসর 'তচ্ছুদ্ধং বিমলমশোকমমৃতং সত্যং পরং' রূপ পরম সত্য আধারের সন্ধান রহিয়াছে। আহারাদি শুদ্ধিপঞ্চক প্রকৃত প্রস্তাবে আধারের শুদ্ধি। শুদ্ধিলক্ষণ পুনশ্চ প্রণিধান কর। মূলস্পন্দের যেটি স্বচ্ছন্দঃ তার সঙ্গে বৈরূপ্যাদি পরিহারপূর্বক সারূপ্য সাধনই শুদ্ধিসাধন। প্রথমে দেখিবে তোমার অভীষ্ট আধার কেবল প্রেয়শ্ছন্দে বাঁধা, না শ্রেয়শ্ছন্দে। জপাদি সাধনের প্রথম লক্ষ্যই হইল, আধারটাকে শ্রেয়শ্ছন্দে আনয়ন। গোড়ায় প্রেয়ঃ তাতে বাদ সাধে বটে, কিন্তু ক্রমে শ্রেয়ের অনুগত, এবং অন্তিমে তাতে মিলিয়াই যায়। যেমন, অলবণাদি হবিষ্যান্ন গোড়াতে। পরে তাতে 'স্বাভাবিক রসোল্লাস'।

মূলস্পন্দ ধরিতে গেলে মূলের তল্লাস লাগাইতে হয়। যে সমস্ত আধার ব্যবহারে চলিতেছে, তাদের সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতার ক্রম ধরাইয়া যেটি মূল, যেটি শুদ্ধ, যেটি অখণ্ড, তাতে পৌঁছাইয়া দিতে হয়। মনে রাখিতে হয় যে, সৃষ্টিতে কেবল জীব বলিয়া কেন (যাতে কোষপঞ্চক বা কোষসপ্তকরূপ আধারপরম্পরা নিরূপিত), প্রতিটি

পদার্থেই অনেকগুলি আধার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ইত্যাকার সজ্জায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং, প্রতিটি পদার্থেই মূলের সন্ধান করিতে হয়—the basic being and functioning etc. এমন কি, আমাতে যে ‘আমি’র আধারে (I-consciousness) আমার সর্ব ব্যবহার নির্বহণ হইতেছে, সে ‘আমি’ও এক নয়। এটমে বা জীবকোষে নিউক্লিয়াসের মত তার একত্ব অদ্ভুত অনেকত্ব সঙ্ঘাত মাত্র। এই নিমিত্ত অহং পদার্থের মূল খুঁজিতে অনেক কিছু বর্জন পূরণ পূর্বক শোধন ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে। অহং তত্ত্বটি কি জানিতে হানোপাদানবিরহরূপ যে নিষ্ঠিত সামগ্রী, সেইটি জানিতে হয়—এমনটি যাতে আর কিছু যোগ করারও নেই, যা থেকে আর কিছু বাদ দেবারও নেই।

সামান্যতঃ বস্তুদৃষ্টিতে সব কিছুর যেটি নিষ্ঠিত আধার, তাকে বল ‘বজ্রসত্ত্ব’—the impregnable, imperishable substratum, শাক্তীদৃষ্টিতে তাকে বল ‘মূলাধার’ (যেমন কুলকুণ্ডলিনী শক্তির)। ছান্দসী বা মান্ত্রীদৃষ্টিতে বল—ওঙ্কার বা গায়ত্রী। এবং আকৃতি বা যান্ত্রীদৃষ্টিতে বল বিন্দুগর্ভিতা হৃল্লেখা। পরিনিষ্ঠিত আধার ব্রহ্ম, মহামায়া, আত্মা স্বয়ং।

নিষ্ঠিত আর পরিনিষ্ঠিত এ দুয়ের মাঝে ‘অতি’ এবং ‘উপ’ এই দুটি উপসর্গের দ্বারা ‘অক্ষর’কে তার শোধন সম্পূরণের ক্রম দেখাইতে হয়। ‘অতি’ বলিবে এটি ব্যবহারে অক্ষর বটে, কিন্তু এরও ‘অতীত’ হও। ‘উপ’ বলে—সমীপে আসিল বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক তাতে আসিল না; কাজেই, ‘উত্তম’ হও। একটা দেয় progression and transcendence এর নির্দেশ; অপরটা immanence and perfection। এই দ্বিবিধ ধারা যথায় নিরতিশয়, নির্ব্যূঢ় পরিসমাপ্ত, তাহা গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্ব।

সাধারণ দৃষ্টান্তে, একটা বৃত্ত বা প্যারাবোলা। কাগজে বা অন্য কোথাও রহিয়াছে। ঠিক মানে-মর্যাদায় সেটিকে রহিতে গেলে চাই এক নির্দিষ্ট নিরূপণাধার—frame of reference; a system of co-ordinates। এইটি সাধারণ যান্ত্রীদৃষ্টি। এর সম্পর্কে ‘উপ’ এবং ‘অতি’ দুই প্রকারের ‘গতি’ আছে। একান্ত শুদ্ধ যে যন্ত্রাধার (Basic World Pattern), সেটি মিলাইবার নিমিত্ত বিন্দু, রেখা, দিক্, সংস্থা, সংখ্যা এ সমস্তকে একেবারে মূলে লইয়া বুঝিতে হইবে (যথা, Yantram

নিবন্ধে চেষ্টা হইয়াছে)। মান্ত্রীদৃষ্টিতে বৃত্তাভাস, বৃত্ত প্রভৃতির নিমিত্ত কেবল General Equation of the Second Degree ছন্দঃ নির্দেশ করিলেই তো হইল না; সকল ছন্দের মাতা যে 'গায়ত্রী', সেই ছন্দোমাতার অঙ্কেই ধারণ ও পালন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল ওঙ্কার বা গায়ত্রী জপে নয়, পরন্তু বিশ্বের যাবতীয় গতি-স্থিতি-লয় ছন্দের 'মাতা' ঐ ছন্দঃ। The grand Matrix of all matrices, the supreme Rule, Law or Equation। সেটি যে কিরূপ তার আভাষ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। একাধারে শূন্য পূর্ণ কোন বিন্দু থেকে শক্তির ব্যক্তোদয় (actual manifestation), সুষম কলাবিতান (progression as a harmonic series), এবং পুনশ্চ বিন্দুতেই বিলয়, প্রত্যাবর্তন। এই Basic Rhythmicity যেটি স্বয়ং স্বভাবে নিরূপিত করে, তাহাই বিশ্বের, বিশ্বমূল ওঙ্কারের স্বচ্ছন্দ গায়ত্রী। তোমার আমার বিশ্বব্যবহারে প্রতিটি ছন্দঃ বা equationকে এই 'ছন্দসাং মাতা' গায়ত্রীর অনুবৃত্তিতে পাইতে অথবা লইতে হইবে। শাক্তীদৃষ্টি এবং বস্তুদৃষ্টি কোন অমূল মূল পর্যন্ত যাইলে তবে একান্ত বিশ্রান্ত হয়, তাও ভাবনীয়।

অত্যক্ষরমতীত্য স্যাৎ প্রায়স্ত্বেন হ্যুপাক্ষরম্।
প্রশাসনমক্ষরস্য সপ্তধা পঞ্চধা ত্রিধা॥
নৈষ্কল্যশূন্যতাসিদ্ধাবধিষ্ঠানত্বমিষ্যতে।
সাকল্যশূন্যতাসিদ্ধাবাধারত্বঞ্চ গৃহ্যতে॥ ১-২

পরের শ্লোকের ভাব আগেই বলা হইয়াছে। প্রথম শ্লোকের 'অতি' এবং 'উপ'—এ দুটির প্রসঙ্গাও কথঞ্চিৎ করা হইল। 'অতীত' এবং 'সমীপ' (প্রায়ঃ)—এ দুটি উপাধিও অক্ষর প্রশাসন বিশ্বে সর্বত্র লইয়াছেন। শ্লোকে অক্ষর প্রশাসনকে তিনটি মৌলিক সংখ্যাতেও বলা হইতেছে—৭, ৫, ৩। এ তিন সংখ্যার গুণনে মিলে ১০৫, এর সঙ্গে ৩ যোগ করিলে মিলে ১০৮। সুতরাং, প্রশাসনকে বিশ্লেষ দৃষ্টিতে অষ্টোত্তরশত রূপে পাই। ঐ তিনটি সংখ্যাকে তলাইয়া সর্বক্ষেত্রেই বুঝিবে। যেমন, পরমাক্ষর, অব্যক্তমূলাক্ষর, অধ্যক্ষর—এই তিন। এর সঙ্গে অন্বক্ষর, প্রত্যক্ষর যোগে ৫; অত্যক্ষর, উপাক্ষর যোগে ৭। শুধু নাম দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলে চলিবে না; ভাব

নিষ্কর্ষ না হইলে এবং সেটির আবার জপাদি সাধনে এবং জীবন ব্যবহারে বিনিয়োগ না হইলে বিশেষ কিছু লাভ নেই।

যেমন, যে কোন গতিরেখা, ঊর্মি ইত্যাদি। তার আধারকে দেশ কাল, কার্যকারণ সম্বন্ধ নিরূপক ছন্দঃ (equaiton) এবং বস্তুশক্তি, এবং গতি-স্থিতির সংস্থা নিরূপক বিন্দু—এই কয়টিকে 'অক্ষর' রূপে 'পাতিয়া' দেখাইতে হয়। দেশকালকে ৪ সংখ্যায় লওয়া হইল ($x, y, z, t$)। প্রণবাদি জপে পরমাব্যক্ত, পরাব্যক্ত (বিন্দু), নাদ, সেতু সন্ধি মেরু (৩) এবং কলা, এই সাতটি আধারে লইতে হয়। (৪র্থ খণ্ডে অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্ নিবন্ধটি দেখিয়া লও।)

অতঃপর, নিধানসূত্র।

**৫।। অনন্যাপেক্ষাক্ষরত্বং নিধানত্বম্।।**

অন্যের, কিনা স্বেতর, আপনা থেকে ইতর কিছুর, অপেক্ষা নাই যাতে, এমন যে অক্ষর, তাকে বলে নিধান।

সজাতীয়বিজাতীয়াপেক্ষয়োঃ স্থাপকং স্থিতেঃ।
স্বেতর-নিরপেক্ষং যন্ নিধানং তৎ পরং মতম্।
অশ্বত্থস্যাস্য চৈকাঙ্ঘ্রি নিধানং বীজমব্যয়ম্॥৩

পূর্বসূত্রে যে সাকল্যশূন্যতা (অথবা সমতা) বিবেচিত হইয়াছে, তাতে 'সাকল্য'কে স্বগত সজাতীয় বিজাতীয়, এই তিন রকমেই ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ, লক্ষণানুযায়ী আধার এরূপ পদার্থ, যেটি ঐ তিন প্রকারের সকল-বৃত্তিবিভেদ সম্পর্কে 'নিরপেক্ষ অক্ষর'। 'নিরপেক্ষ' এবং 'অনপেক্ষ'—এ দুয়ের পার্থক্য দেখাইয়া বলা হইয়াছে যে, প্রথমটিতে অপেক্ষারহিত ভাবটি একান্ত নিয়ত এবং নির্ব্যূঢ় নাও হইতে পারে; সুতরাং আধারপরম্পরা এবং তাদের শোধন সম্পূরণ সম্ভাবনীয়।

বর্তমান সূত্রে ঐ তিন প্রকারের সাকল্যের (manifoldness) মধ্যে স্বগতটি রাখা হইতেছে, অপর দুটিকে বাদ দেওয়া হইতেছে। আধার পদার্থ নিজে (এতৎ প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে, in those specified situations) বৃত্তিব্যাপারগুলির সঙ্গে কোন বিশেষ

সম্পর্কে আসিতেছে না, কাজেই নিরপেক্ষ, unrelated যথা গণিতে কোন এক System of Co-ordinates বিবিধ প্রকারের রৈখিকাদি আকৃতি সম্পর্কে। কিন্তু নিধানের বেলা কোন পদার্থ যেন বলিতেছে—"আমি সজাতীয়, বিজাতীয় 'অন্য' বা 'অপর' কিছুর সঙ্গে নিয়ত, অবিনাভাব সম্পর্ক রাখিতেছি না বটে, কিন্তু নিজেতে যেটি নিষ্ঠ, স্বগত, তার সঙ্গে আমি সম্পর্কিত আছিই। সুতরাং সাকল্য সম্বন্ধ ত্রয়ীর ঐ একটা আমাতে 'নিহিত'; নিহিত বলিয়াই আমি নিধান।" আধান বা আধারে স্বগতটিও (intrinsic) না থাকিতে পারে। আধারে একটা মুক্ত, উদাসীন (free, impartial) ভাব উপলক্ষিত, যেহেতু অদিতি ও দ্যৌঃ-এর দৃষ্টান্ত। নিধানে বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ আকৃতি যেন 'ঘনীভূত' (concentrated, compact)। নাভি, বীজ, চক্র, কোষ ইত্যাদি গূঢ় ব্যূহ-রূপতায় আসিয়াছে। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" আদ্যা কলাশক্তি নাদকে দেখাইয়া বলিতেছে—এটি সকল কলিত, ফলিত কলার আধার; আর, বিন্দুকে দেখাইয়া বলিতেছে—এটি নাদ এবং সকল কলার নিধান। আধারে ব্যাপক এবং ব্যাপ্তির যেটি কাষ্ঠা, তার অন্বেষণ; নিধানে সূক্ষ্মত্বের ও অণুত্বের। আধারে যেটি পূর্ণ এবং শুদ্ধ, সেটি নিজেকে 'মহতো মহীয়ান্' ভাবে দেখাইতে চাহিবে; নিধানে নিজেকে 'অণোরণীয়ান্' ক্রমে শূন্য অথচ নিরতিশয় সমর্থ।

যেহেতু, সাকল্যত্রয়ীর একটাকে (স্বগত) ইহা 'নিষ্ঠ' (নিতরাং স্থিতঃ) করিয়া রাখে, অতএব নিধান 'একাঙ্ঘ্রি' (one-dimensional relatedness)। একটা বীজ এর সাধারণ দৃষ্টান্ত। বাহিরের অপেক্ষা নেই এমন নয় বীজে; তথাপি, সেটা নিয়ত নয়; তার স্বগতটাই নিয়ত এবং প্রধান।

শুধু তাই নয়। সজাতীয়-বিজাতীয় সকলের (total environing conditions) তার সম্পর্কে যে 'স্থিতি' (actual bearing or context) তার 'স্থাপক'-ও (reactive agent, responsive and selective factor) সে নিজে। আধারের মত নিধানও অক্ষরপদার্থ বটে, তবে লক্ষণানুসারে এখানেও কাষ্ঠার সন্ধান সাবকাশ বুঝিতে হইবে। বীজের দৃষ্টান্তে যদি নিধান বুঝিতে যাই, তবে নিসর্গরূপ এই মহা অশ্বত্থের 'নিধানং বীজমব্যয়ং'-এর খোঁজ অবশ্যই লাগাইতে হয়। কেননা, সেটি জানিলেই 'সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'। সেখানে সজাতীয়-বিজাতীয় স্বতন্ত্রশূন্যতায় আসিয়া স্বগতই হইয়াছে—'out' আর 'out' নেই, পূরপূরি 'in'

হইয়াছে। নিধানকে এই কাষ্ঠায় লইয়া তাকে বল—'পর'। 'পরম' শব্দটার প্রয়োগে আরও কিছু কথা আছে।

**৬॥ ব্যপেক্ষাবিরহাক্ষরত্বমাশ্রয়ত্বম্॥**

ব্যপেক্ষা, কিনা, বিজাতীয়ের অপেক্ষা, যাতে নাই, এমন যে অক্ষর পদার্থ তাকে বলে আশ্রয়।

> বিজাতীয়স্য যাঽপেক্ষা ব্যপেক্ষা সাঽভিধীয়তে।
> তদ্‌বিরহেণ যাঽপেক্ষা সা দ্বিপাত্ত্বেন গৃহ্যতে॥
> স্ব-সজাতীয়ভেদেন সমাশ্রয়ব্যপাশ্রয়ৌ।
> ব্যতিরেকাদ্ ব্যপাশ্রিত্য স্বান্বয়েন সমাশ্রয়েৎ॥ ৪-৫

বিজাতীয়ের যে অপেক্ষা, তাকে 'ব্যপেক্ষা' নাম দেয়া হইতেছে। এই বিজাতীয়টি না থাকিলে (বিরহেণ), অপেক্ষা 'দ্বিপদী' রহিয়া যায়—স্বগত এবং সজাতীয়—intrinsic and allied, এক কথায় homologous। 'আশ্রয়' বলিতে এমন এক অক্ষরপদার্থ বুঝাইবে, যেখানে সকল 'আশ্রিত' স্ব-সজাতীয় সম্পর্কেই আছে। তার মধ্যে, স্বগত সম্পর্কে যারা থাকে, তাদের 'সমাশ্রয়', আর, সজাতীয় স্থলে 'ব্যপাশ্রয়'।

'ব্যপাশ্রয়' বলা হয় এই নিমিত্ত যে, এখানে ব্যতিরেক সাবকাশ। 'অনেকটা আমার মতন, কিন্তু একান্তই নয়'—এই ভাবটা (similarity in difference) সজাতীয় স্থলে থাকে বলিয়া, ব্যতিরেকের (negating the difference) প্রয়োজন থাকে। 'ঠিক আপনার মত নয়, কিন্তু তাই এটিকে করি কি করিয়া'—এই সমস্যা রহিয়া যায়। নচেৎ কোন কিছু সজাতীয়কেও পুরা 'আত্মসাৎ' করা সম্ভবে না। আর, যেখানে 'অপর' বা 'ইতরের' লেশটুকুও রহিয়াছে, সেখানে আশ্রয় 'একান্ত' নয়। গীতোক্ত অপরা প্রকৃতি প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখ। সর্বথা 'স্বান্বয়', স্ব-তে, তত্ত্বে, আত্মায়, আমাতে 'অন্বয়' না হওয়া অবধি কোন কিছুরই 'সমাশ্রয়' নেই জানিবে। অতএব, বিজ্ঞানে এবং সাধনে অন্যাশ্রয় (অ-স্বতন্ত্র—অস্বচ্ছন্দ ভাব),

ইতরেতরাশ্রয়, অপাশ্রয়, অনাশ্রয় ইত্যাদি পরিহার পূর্বক ব্যতিরেক মুখে ব্যপাশ্রয় এবং অন্বয়মুখে সমাশ্রয়ে উপনীত হও।

আশ্রয়কে দ্বিপাৎ, অর্থাৎ, two-dimensional relatedness-এর সংস্থারূপে জানিবে।

অপাশ্রয়ে আশ্রয় থেকে অপেতভাবটি থাকে বলিয়া এটি ক্রমে ব্যাশ্রয়ে (বিপরীত, বিরুদ্ধ আশ্রয়ে) লইয়া যায়; কিন্তু অন্বাশ্রয়, উপাশ্রয়ে অনুগত এবং উপেত ভাব থাকায় এরা ব্যপাশ্রয়ে এবং সমাশ্রয়ে আনয়ন করে। 'ব্যপাশ্রয়' শব্দটি—বিগত হইতেছে অপাশ্রয় যাতে, এইভাবে বুঝিয়া লও। 'সমাশ্রয়ে' তত্ত্বে আশ্রয়ের 'সেতু' পাতিয়া দেয়া হইল; 'সংশ্রয়ে' সেতু তত্ত্বসন্ধিতে পৌঁছাইয়া দিল।

যেহেতু, আশ্রয়তত্ত্বই সর্বশ্রয়ণের পরিসীমা।

### ৭ ।। সাপেক্ষাক্ষরত্বে ভূমিঃ ।।

অক্ষর-পদার্থ পূরা (ত্রিপাৎ, চতুষ্পাৎ ইত্যাদি রূপে) সাপেক্ষতায় আসিলে হয় ভূমি॥

(A 'field' as tri-or-multi-dimensional relatedness. Or, a Frame of Reference analysable into any system of Coordinates— সংস্থাসূত্র।)

সাপেক্ষত্বং বিজানীত ত্রিপাত্ত্বাদিবিলক্ষিতম্
অন্বয়ো ব্যতিরেকশ্চোভৌ চেতি বা ভিদ্যতে ত্রিধা॥
ত্রিপাদাদ্যক্ষরং ভূমিঃ সংস্থা হি সূত্র্যতে যতঃ।
ওঙ্কারাদিষু বীজেষ্বধিষ্ঠানাদীনি পঞ্চ চ।
অপেক্ষা মক্ষরে ন্যস্য যথাক্রমং বিচারয়॥৬-৭

অপেক্ষা ('অপেত' হইয়া ঈক্ষা, relatedness) যখন তিন বা ততোধিক সংখ্যামান পরিগ্রহ করে (যেমন, যন্ত্রাকৃতির বেলায়—ত্রিভুজে তিন বাহু বা কোণ; বৃত্তে কেন্দ্র, ব্যাস, পরিধি ইত্যাদি), সুতরাং ত্রিপাৎ প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট হয়, তখন তার 'সাপেক্ষ' এই সংজ্ঞা দেয়া যায়। সব কিছু ব্যবহারে এবং প্রত্যয়ে 'তিন' এই

সংখ্যামানটি না মেলা পর্যন্ত অপেক্ষা যেন 'আর একটা কিছুর অপেক্ষায়' থাকে। তিনে (ভূর্ভুবঃস্বঃ ইত্যাদি) আসিয়া বলে—'এইবার প্রত্যয় এবং ব্যবহার স্বচ্ছন্দে চলিতে থাকুক।'

সাপেক্ষ হইলেই অন্বয়, ব্যতিরেক এবং অন্বয়-ব্যতিরেক—এই তিন সম্পর্ক ঘটক সূত্র তৎসম্বন্ধে প্রয়োগে আসিয়া যায়। ধর, কোন সাপেক্ষ বস্তু ক; অপর কোন বস্তু খ, ঐ 'ক' এর সম্পর্কে কিরূপে আছে? এ প্রশ্নের উত্তর (১) ক থাকিলে খ থাকে; (২) ক না থাকিলে খ থাকে না, (৩) ক থাকিলে খ থাকে, না থাকিলে থাকে না;—এই তিন রকমে দেখা যায়। দুয়ের বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি এ চারিটি পদার্থ লইয়াই ঐ অন্বয়াদি পরীক্ষা হইতে পারে; পাদমাত্রাদি চতুষ্টয় লইয়াও বটে।

যেমন, বৃত্ত আর প্যারাবোলা লইয়া দেখিলাম দুটিতেই (ক) এক স্থিরবিন্দু এবং (খ) ঐ স্থিরবিন্দুর সঙ্গে 'নিয়ত' এক 'মান' রাখিয়া অপর কোন বিন্দুর গতি—এ দুটি ধর্মের অন্বয় রহিয়াছে। 'মান'টি দুটি ক্ষেত্রে আলাদা।

'ক্লীঁ' এবং 'হ্রীঁ'—এ বীজদ্বয়ে, এবং প্রসঙ্গাতঃ সর্ব মন্ত্রেই অন্বয়িনী 'সমানতা' কিসে? সাধারণ মান্ত্রী আকৃতিটি কি?—এটা অত্যাবশ্যক এক অনুসন্ধান। জপসূত্রমে সে সন্ধান চলিতেছে।

'ভূমি'তে সংস্থা ব্যবহারতঃ (concretely, practically) সূত্রিত ও নিরূপিত হইয়াছে। 'সূত্রিত' বলিতে 'মন্ত্রিত' (assigned by formulation and equation); 'নিরূপিত' বলিতে এস্থলে 'যন্ত্রিত' (designed with respect to a definite or defined frame of reference) বুঝিতে হইবে। অক্ষরবস্তু 'ত্রিপাৎ' ইত্যাদি হইয়া 'সাপেক্ষ' হইলে, অর্থাৎ 'ভূমি' হইলে, এটি সম্ভাবিত হয়।

এইবার অধিষ্ঠান থেকে আরম্ভ করিয়া ভূমি পর্যন্ত অক্ষরবস্তুর পঞ্চপ্রকারের 'অপেক্ষা' ওঙ্কারাদি বীজে বিচারপূর্বক অবলোকন কর। 'অনপেক্ষ', 'নিরপেক্ষ', 'অনন্যাপেক্ষ', 'ব্যপেক্ষাবিরহবিশিষ্ট', এবং 'সাপেক্ষ'। ওঙ্কারাদি জপে ব্যক্ত (কলিত, ফলিত) যে বিন্দু-নাদ-কলাকৃতি (exhibited actual pattern), সেটি "ভূমি"। এ ভূমি অবশ্য 'সাধারণ'; বিশেষ বিশেষ কলিত, ফলিত রূপগুলি এই সাধারণ ভূমিতে 'অপেক্ষিত', আর ভূমি তাদের 'সাপেক্ষ'।

এ ভূমি অবশ্য বাক্, মন এবং প্রাণ এই তিনের অনুবন্ধেই ধরিতে হইবে। তিনকে মিলাইয়া আবার আলাদা করিয়াও বটে। এখানে বাকের দিক থেকে ভূমির কথা হইতেছে। বাকেরও বৈখরী প্রভৃতি চারিটি ভূমি, মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং, জপ কোন্ ভূমিতে চলিতেছে এটি অনুসন্ধেয়। জপ যে ভূমিতে চলিতেছে তা থেকে 'উত্তর' ভূমিতে কি আরুরুক্ষু, অথবা, 'অধর'-ভূমিতে অবরুরুক্ষু?

ভূমিপরম্পরা থাকিলে সেতুসন্ধি থাকিতে হয়। সেতু 'আশ্রয়' ব্যতিরেকে এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে আরোহ অথবা অবরোহ হয় না। এর মধ্যে আবার সেতুর 'অবর' সন্ধিটি মিলিলে (যেমন, মধ্যমায়) আশ্রয়; সেতুর বরসন্ধি পর্যন্ত মিলিলে সমাশ্রয়; আর সন্ধিপারে অন্য ভূমিতে স্থিতিতে সংশ্রয়। ভূমি বা সংস্থাগত সর্ববিধ পরিণামে এই আশ্রয়াদি তিনটিকে বুঝিয়া লইবে। দীক্ষাদিদ্বারা গুরু-ইষ্ট-সাধনের আশ্রয় মেলে; কিন্তু সমাশ্রয়, সংশ্রয় অনেক কৃতি আর কৃপা লভ্য। সামান্যতঃ মান্ত্রীদীক্ষাতে আশ্রয়, শাক্তীদীক্ষায় সমাশ্রয়, এবং শাম্ভবীতে ইষ্টে সংশ্রয় ঘটে। সর্বপ্রকার জপে অর্দ্ধমাত্রা প্রসন্ন হইয়া জাপকের নিমিত্ত উদয়-বিলয়াদি সেতুর আশ্রয় মিলাইয়া দেন। সেতু মিলিলে, তার অবর-বর উভয়সন্ধি পার হইয়া, সমাশ্রয়-সংশ্রয় সাধনটি সমাপন করিতে হয়। অর্দ্ধমাত্রা 'জাগরিতা' হইয়া বিন্দুকে 'নিধান' এবং নাদকে 'আধান'রূপে মিলাইয়া দেন। স্বয়ং, আশ্রয়, নিধান এবং আধান—এ তিন সম্পর্কে রহেন আধার (পরারূপে); এবং অন্তে পরাপারীণা হইয়া 'পরম' যে 'অধিষ্ঠান' সেটিও মিলান। এখানে আধানকে আধার থেকে আলাদা করিয়া বলা হইল। 'পূর্ণমদঃ' মন্ত্রের দীপকে বিন্দুনাদের সম্বন্ধ পুনশ্চ ভাবনা কর।

**৮।। কৌর্ম্মত্বেন ভুমেস্তলাদয়ঃ।।**

ভূমি কূর্মভাবে লইলে তার 'তল'—ইত্যাদি রূপে ব্যবহার হইয়া থাকে॥

কৌর্মত্ব বলিতে 'ক্ষরে অক্ষরমুখ্যত্ব' (preponderance of staticity and stability—factual or conventional) বুঝিতে হইবে।

শিবাদ্বৈতমধিষ্ঠানং কলাদ্যাধাররূপিণী
ইন্দুবিন্দোর্নিধানত্বমাশ্রয়ত্বং হৃদঃ পদোঃ।

ভূমিশ্চ মন্ত্র-যন্ত্রাদি-সাপেক্ষত্বেন ভাবনম্॥
ব্রহ্মাদ্বৈতমধিষ্ঠানং মায়া চাধাররূপতা।
নিধানং কারণং সূক্ষ্মমাশ্রয়োঽন্ত্যা চ পীনতা॥
অনুপ্রাবিশদেতেষু সর্ব্বেষ্বক্ষরমেব যৎ।
ক্ষরেষ্বক্ষরমুখ্যত্বে কৌর্ম্মত্বং স্যাত্ততস্তলঃ॥৮-১০

শুদ্ধাদ্বৈত (প্রপঞ্চোপশম) যে শিবতত্ত্ব, সেটিকে 'অধিষ্ঠান' বলিয়া জানিবে। সে অধিষ্ঠানে আদ্যাকলা শক্তিকে নিখিল সৃষ্ট্যাদির 'আধার' বুঝিবে। সে আদ্যাকলাকে যদি 'কালী' প্রভৃতি মূর্তিতে ধ্যান কর তো তাঁর ললাটে যে 'ইন্দুবিন্দু', সে বিন্দু বিশ্ববীজ (নিখিল শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়ের) 'নিধান'। সে মূর্তিতে 'হৃদয়' এবং 'পাদপদ্ম'—এই দ্বিবিধ 'আশ্রয়'। তন্মধ্যে 'পাদ' যুঞ্জান-যুক্ত আশ্রয়; 'হৃদয়' যুক্ততর যুক্ততম আশ্রয়; শেষটি ভাবে ও রসে; অপরটি কর্মে ও সমর্পণে। উভয়ে মিলিয়া রসজ্যোতিঃ—ললাটে শশিকলা।

শেষকালে, আদ্যাশক্তির মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্রাদিরূপে সাপেক্ষ যে 'ভাবন', সেটাকে 'ভূমি' জানিবে।

এইরূপ, ব্রহ্মাদ্বৈত অধিষ্ঠান; মায়া আধাররূপতা, অর্থাৎ, মায়ার আধারপটেই নামরূপাত্মক এই বিশ্বচিত্র উদিতাদি হইতেছে; বিশ্বচিত্রের কারণরূপটি নিধান; সূক্ষ্মটি আশ্রয়; স্থূল বা ব্যক্তটি ভূমি। (এই শেষোক্ত দুইটি নানাস্থানে দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিবে।)

পূর্বোক্ত সর্বক্ষেত্রেই 'অক্ষর' অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। অধিষ্ঠানে অক্ষর পরম; মায়াধারে 'বিপরম' (অর্থাৎ, পরমকে বিবর্তিত বিচিত্র করিয়া দেখায় যেটি); নিধানে 'পর'; আশ্রয়ে 'পরাপর'; এবং অন্তে, ভূমিতে 'অপর'।

ক্ষরপরিণামে অক্ষরের অধ্যক্ষতা মুখ্যভাবে রহিলে, 'কৌর্ম্ম'। এই কৌর্ম অধিকারে "তল" ইত্যাদি। (ইত্যাদি বলিতে "স্তর" "ক্ষেত্র" প্রভৃতি।)

(ইংরাজিতে ভূমিকে Ground or Position যদি বল তো, তলকে বল Given Plane (straight or curved); স্তরকে বল Section of Plane; ক্ষেত্র, Specified Field ইত্যাদি।)

কৌর্ম-অধিকারে পৃথ্বীতত্ত্বপ্রাধান্য। “লং” এর বীজ। প্রণবানুগৃহীত এই বীজ জপে কৌর্ম প্রসন্নতা হয়, সুতরাং, যে কোন ভূমি ‘স্থির’ হইয়া থাকে। যে কোন ভূমিতে অস্থির বুঝিলেই “ওঁ লং” তার স্থৈর্য মন্ত্র।

## ৯।। মীনত্বেনৌকস্ত্বম্।।

ভূমি মীনতাধর্মাবচ্ছিন্ন হইলে হয় ওকঃ।

তলসূত্রে কৌর্ম, কিনা, স্থিরতাধর্মের প্রাধান্য। Stablizing factor সে স্থলে dominant। চলিষ্ণুতা ধর্ম (Mobility) প্রধান হইলে মীনতাধিকরণ; এবং তদ্রূপ স্থলে, ভূমিকে বলে ওকঃ। ‘ওকস্’ শব্দের বর্ণরসায়নেও তাই পাই। ‘ও’ স্বরবৃত্তি আবার ধ্যান কর—Wave ইত্যাদি। সাধারণভাবে, ওকঃ = a ‘fluid’ field। স্বাধিষ্ঠানে অপ্‌তত্ত্ব ইহার আধার; ‘বং’ (ওয়াম্) এর বীজ। এই বীজ জপে (প্রণবসহ), সমস্ত জমাট, আড়ষ্টভাব (inertia, stagnation) কাটিয়া ‘সাবলীল স্বচ্ছন্দভাব’ আসিয়া থাকে। স্ত্যান, জড়তা নিরসনে বিনিয়োগ।

মীনত্বং ক্ষরমুখ্যত্বে তেনৌকশ্চার্ণবোঽপি বা।
সীমাবদ্ধঃ ক্ষরব্যূহোঽর্ভৌকঃ হ্রস্বোঽপি বেতরঃ।
বীজৌঘধারণাদোকো মীন ওঙ্কারলীনতা।। ১১

ওঙ্কারকে পীন এবং লীন দুইরূপে পাই। পীনতায় ওঙ্কার ‘অ, উ, ম’ এই স্ফুট (Patent) আকারে আকারিত হইতেছে। যেমন, জলে তরঙ্গ। কিন্তু তরঙ্গ যেমন জলে উঠিয়া জলেই মিলাইতেছে, তেমনি ‘অ, উ, ম’ (স্ফুটস্বর) ‘স্ফোটে’ (নাদে) উদিত-বিলীন হইতেছে। নাদে আবার ‘বাহিতা’ (সুতরাং ক্ষর), এবং ‘স্থিততা’ (অক্ষর)—দুটি ভাবই থাকে। তন্মধ্যে বাহিতা মীনত্বাধিকরণ; স্থিততা কূর্মত্বাধিকরণ।

যতক্ষণ বাহিতায় চলিতেছি, ততক্ষণ আমার লক্ষ্য বা প্রয়োজন দুইটি—অখণ্ডবাহিতা এবং প্রশান্তবাহিতা; এক কথায় স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাব। স্থিততায় স্থিত হবার নিমিত্ত, সেতু সমাশ্রয়ে বিন্দু-অধিগম। কেননা, যতক্ষণ পরম বা শুদ্ধ অধিষ্ঠান না মিলিতেছে, ততক্ষণ গতির সম্বেগ (momentum)। যে স্থলে

একাধারে শূন্য এবং পূর্ণ, সেই স্থল, অর্থাৎ বিন্দু ভিন্ন স্থির হবার অপর ঠাঁই নেই। এই নিমিত্ত স্থির, অচলপ্রতিষ্ঠ হবার সাধন জপধ্যানাদিতে বিন্দু সাধন।

মীনতাধিকরণস্থলে অখণ্ডবাহিতা অর্থে শুদ্ধবাহিতাও ধরিতে হইবে। জড়ের দেশে প্রবাহি পদার্থের (fluid এর) অখণ্ডতা বিধানে যেমন Hydro-dynamics এর Equation of Continuity প্রভৃতি নিয়ামকসূত্র রহিয়াছে প্রাণ এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রেও তদ্রূপ অখণ্ডবাহিতার নিয়ামক সূত্র স্থির করিয়া চলিতে হইবে।

ধর, কানে 'নাদ' শোনা যাইতেছে। ঠিক 'অখণ্ড' বলা যাবে কিরূপ হইলে? 'প্রশান্ত', 'শুদ্ধ'? 'ঝিল্লী', 'চুল্লী' ইত্যাদি শব্দকে রাজস উপসর্গ বল। এগুলো নাদের সঙ্গে আছে কি, আর থাকিয়া নাদকে 'ছিন্ন' করিতেছে কি? আবার, এদের সঙ্গে অপর এমন কোন শব্দ-স্পন্দ আছে কি, যেটা নাদকে ঠিক তদ্রূপে শুনিতে দিতেছে না? রাজস-তামসের দুই রকমের উপসর্গ মিলিয়া একটা বিচ্ছিন্ন শব্দ-জটলা (confused medley of sounds) সৃষ্টি করিতেছে না তো? সে 'জটলার' মাঝে খাঁটি 'অনাহত নাদ' কতটা? কতটা বা বাহ্য অথবা আন্তর 'প্রক্ষেপ' (physical, physiological)?

নাদশ্রুতি অখণ্ড ও শুদ্ধ হইলে (even and pure), তাতে স্বাভাবিক সত্ত্বস্ফূর্তির কল্যাণে একটা অপূর্ব প্রসন্ন-সৌম্য ভাবের অনুভূতি হইবে। এই অনির্বচনীয় গুণটিকে 'প্রশান্ত' বলা হইয়াছে। এতে অগ্নীষোমীয় সমতা থাকে—গায়ত্রীর 'বরেণ্যম্' এর 'বর' এখানে সাক্ষাৎ মেলে। এতে 'সুর' অসুরদৌরাত্ম্যমুক্ত।

স্বাধিষ্ঠানচক্রে অপের এক এই মীনাধিকরণ্যের সংস্থান। 'স্বাধিষ্ঠান' এই নামটিতেই অখণ্ডাদিভাবে বহমানতার নিয়ামক সূত্রটি আছে। প্রাণব্রহ্মকে যেন ডাকিয়া বলা হইতেছে "তুমি নাদাদি গতিরূপে 'স্ব'-তে অধিষ্ঠিত হও; জটলায়, ভেজালে পতিত হইও না। যত কিছু বিজাতীয় থেকে স্ব-কে সামলাও। যত কিছু সজাতীয়ও 'স্ব' বা স্বীয় করিয়া লও।"

এই অত্যাবশ্যক ব্যাপ্তি শুদ্ধি শান্তি কর্মটি সুষ্ঠু সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় কি? তার নিয়ামক সূত্রটি এবং বিনিয়োগ জানিয়া লওয়া। পদার্থবিজ্ঞানে Equation of Continuity-র উল্লেখ করিয়াছি। এখানে, যে সমীকরণ সূত্রের প্রয়োগ, সেটি "সম্ভূয়-সমুত্থান" (Emergent) সমীকরণ। দেহে, এবং সূক্ষ্মতঃ সর্বত্র, ক্ষিত্যাদি

পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চকেন্দ্র ("চক্র") বিদ্যমান। তদূর্দ্ধে "আজ্ঞা" (Directive Centre)। কৌর্মাদি সূত্রগুলিতে এই "কেন্দ্র"গুলির নিগূঢ় নির্দেশ রহিয়াছে। আজ্ঞায় অধিষ্ঠিত ওঙ্কার শাসনে ক্ষিত্যাদি-পঞ্চতত্ত্বকেন্দ্রের লং বং ইত্যাদি বীজগুলিকে সক্রিয় সংহত করিয়া তোল। প্রথমকেন্দ্রের জাগৃতির ফল যে "চিকীর্ষা" (urge to act, activising moment), সেটি তোমার সাধ্যসমীকরণের 'প্রাথমিকসম্ভূতমান' (first emergent term)। এ মান আলাদাভাবে রাখিবে না, দ্বিতীয়ে (ওঁ বং) সেটি "আহৃত" এবং "চিকিৎসিত" হইতেছে; অর্থাৎ, প্রথমটির চিকীর্ষা পরেরটির চিকিৎসায় যাইতেছে। কূর্ম যেটি জড়ো জমাট করিল, মীন সেটিকে অভীষ্টানুবন্ধে মুক্ত, সাবলীলও করিল। প্রথমের নাকচ বা নিষেধ এটি অবশ্য নয়। বীজ আর তা থেকে উদ্গত অঙ্কুর পরীক্ষা কর। বীজের 'নাশ' মানে কি তা বুঝিও। ধারণার পর ধ্যানবাহিতা যেমন। তৃতীয়ে (তেজস্তত্ত্বে-রং), প্রথম-দ্বিতীয়ের পূর্বোক্তরীতিতে অধ্যাহার প্রভৃতি। এখানে 'তেজীয়স্ত্ব' (levelling up of energy value) ঘটিল। পরের সূত্রে আলোচিত 'বারাহাধিকরণ'। তারপর, 'যং' এবং 'হং' এই বায়ু এবং খং তত্ত্ববীজ দ্বারা সাধন কর ব্যাপনীর এবং শমনীর। বায়ু এবং যং বীজদ্বারা সর্ব-সঙ্কীর্ণ 'অর্ভৌকস্ত্ব' (small and restricted dimensionality) অপগত হোক, 'মহৌকস্ত্ব' হোক্। এটি নারসিংহাধিকরণ। শেষে, হং বীজদ্বারা সর্বসম্বেগ স্থির, শান্ত, শুদ্ধ, অনাকুল হোক্। ক্ষিত্যাদি তত্ত্বপঞ্চকের প্রণবসহ বীজপঞ্চকদ্বারা যে 'হবন' (অগ্নীষোমীয়) আরব্ধ হইয়াছিল, 'হং ওঁ' এই মন্ত্রে তার পূর্ণাহুতিটি সমাপন হোক্। শেষেরটি উরুক্রমাধিকরণ।

এই যে সম্ভূয়-সমুত্থান সমীকরণ, এর দ্বারা পাঞ্চভৌতিক বিশ্বে, বিশ্বের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যষ্টিকায়ে, অগ্নীষোমীয় সমতা রক্ষার প্রবণতা রহিয়াছে। কিন্তু 'বিষমবিবর্ত্তে' (Third Emergence-এ) ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। জপাদি সাধনে সুষমতা ঋজুতা সমতায় ফিরিতে হয়।

এতৎ প্রসঙ্গে মূলাধারাদি ছয়টি কেন্দ্র বা চক্রের নাম এবং সংস্থা পরীক্ষা করিও।

অতঃপর, কারিকার ভাবার্থ:—

মীনত্বে ক্ষর ভাবটির প্রাধান্য থাকে, অথবা, ক্ষরের দিক্টা 'সম্মুখীন' থাকে।

তদ্রূপ হইলে ভূমিকে ‘ওকঃ’ বলে, ‘অর্ণব’ও বলে। প্রথমটি, তরঙ্গাদিরূপে ব্যক্ত (kinetic actual); দ্বিতীয়টি তার সামান্য উদ্ভব ভূমিরূপে প্রবণতা (potential plenum in readiness to be actual)। সীমাবন্ধ ক্ষরব্যূহ হ্রস্ব হইলে ‘অর্ভৌকঃ’ (যথা Atomic theoryতে ‘wave packet’); আর অন্যথা হইলে, ‘মহৌকঃ’ (যথা, field of cosmic radiation)। নিখিল বীজ (ওঘ) ধারণ করে বলিয়া ওকঃ মীনাধিকরণ। অর্থাৎ নিখিল বিশ্বস্পন্দ, তদ্রূপে (as such) যে ভূমিতে তাদের বীজ বা মূলটি রাখে, সেটি ওকঃ। ও=স্পন্দ (ঊর্মি); ক=ব্যঞ্জনমুখ=প্রথম অভিব্যক্তি; স্=সিঞ্চিতরূপ (radiating)। মীন এবং ওঙ্কারলীনতা পূর্বে আলোচিত। শ্রীভগবানের মীনাবতার তলাইয়া সর্বভূমিতেই বুঝিতেই হইবে।

ধর, জপে বিলয়ধারা। এতে নাদ ‘অর্ভৌকঃ’ এবং ‘মহৌকঃ’ এ দুয়ের পরিসীমা এবং পর্যাবসান যেখানে, সেই বিন্দুতে মিলিত ও শান্ত হয়। অর্ভ বা হ্রস্বের পরিসীমা Infinitesimal, মহানের Infinite. অর্ভ=closed (short-circuit) mobile field.

### ১০।। বারাহত্বেন লোকত্বম্।।

ভূমির বারাহাধিকরণে লোক।।

লকারেণ হি লীনত্বমুকারেণ সমুদ্ধৃতিঃ।
স্থাপকত্বং ককারেণ লোকস্যেতি বিচারণা।।
ঊর্দ্ধগেন দতা যেন লীনমগ্নস্য তূন্নতিঃ।
ঊর্দ্ধং তদূর্দ্ধমিত্যেবং ক্রমেণ ব্যুত্থিতস্থিতিঃ।
ঊর্জ্জিতৌজাঃ স বরাহ উর্ব্বীণাং গীষ্পতির্গিরাম্।। ১২-১৪

ওকঃ এর পর ‘লোক’ অবস্থানটির বিচারণা কর। চতুর্দশলোক প্রভৃতির কথা আর্ষবাণীতে পাই। এগুলি স্থূলতঃ বহির্দেশসংস্থা-পরম্পরা বুঝিলেই হইবে না (যেমন, আমাদের বায়ুমণ্ডলে Stratosphere, Ionosphere ইত্যাদি)। ৭ × ২ = ১৪, এই সংখ্যাটির যেমন গূঢ়-ব্যাপক ব্যঞ্জনা আছে, ‘লোক’ শব্দটিরও তদ্রূপ। (ল+উ+ক)—এই ভাবে বর্ণবিশ্লেষণ করিয়া কারিকায় বলা হইতেছে—লকারে—লীনতা, উকারে—সমুদ্ধৃতি, এবং ককারে—স্থাপকত্ব, এই ত্রিবিধবৃত্তির সংহতি

হইলে তবে 'লোক' সংজ্ঞা হইবে। একটা লীনতার ভূমি রহিয়াছে (মীনাধিকরণ)—a potential field; সে ভূমি থেকে কিঞ্চিৎ 'সমুদ্ধৃত'—kinetised—হইতেছে ('বরাহদংষ্ট্রা'); এবং সেটি 'স্থাপিত'—stabilised—হইতেছে ('বসুন্ধরা'); এই শেষেরটি কৌর্মাধিকরণ। সুতরাং বারাহাধিকরণে (লোকে) মীন এবং কূর্ম দুটি বৃত্তিকে মন্থনপূর্বক এক অভিনব ঊর্ধ্বাধঃ ক্রমবিন্যাস পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এর ফলে, বিশ্বে সর্বত্র বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি এক এক অভিনব অভিব্যক্তি-পারম্পর্য (progressive manifestation or evolution) লাভ করে। 'বেগমন্থন'-এর প্রতীক 'মহাচক্র'—বারাহীশক্তি যাহা ধারণ করেন। 'দংষ্ট্রা' এবং 'চক্র'—এ দুয়ের সংঘাতে শঙ্খাবৃত্তি (spiraline movement)। অন্তর্বহিঃ সর্বস্থলে 'অভ্যুদয়' অথবা 'অভ্যারোহে'র নিমিত্ত ('levelling up')—এটির আবশ্যকতা আছে। মন্ত্রাদিতেও বটে। যথা, ওঙ্কারে উকার। বসু=সম্পৎ (value) বুঝিলে অধ্যাত্মাদি নিখিল সৃষ্টির সম্পৎ (ঋদ্ধি) ধারণপূর্বক স্ব স্ব মর্যাদায় রক্ষা করেন—বারাহী শক্তি। বসুর স্ব স্ব মর্যাদায় সমুদ্ধৃত এবং স্থাপিত অবস্থানই লোক। উকারে বেধমুখ্যতা; সুতরাং, যেটি সমস্ত কিছুর 'অন্তরে' (কেন্দ্রে, নাভিতে) 'বাস' করে, সেটি তাঁর 'বসু'। যথা, সূর্য সৌরমণ্ডল সম্পর্কে। বসুর অষ্টসংখ্যা নানাভাবে ভাবিয়া দেখিবে। যেমন—আকুঞ্চন-প্রসারণ এই দুই দ্বারা সব কিছুর পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা এই চতুষ্টয় ভাব 'গুণিত' হইতেছে; ইত্যাদি। অ, ই, উ—এ তিন স্বর, আর, ক, চ, ট, ত, প—এই পাঁচ ব্যঞ্জনবর্গাদি বর্ণ। বিন্দু, রেখা, ধন, ঋণ, কোণ, দেশ-কাল, সংখ্যা, অনুপাত। নানাক্ষেত্রে বসুতত্ত্ব ভাবনা করিবে।

যেমন ধর—"আয়ু রক্ষতু বারাহী"। এই যে দেহধারণ, এর 'বসু' কি? এর প্রাণ। প্রাণ তার ওজঃশক্তি লইয়া বল, বীর্য, ইন্দ্রিয়পাটব, স্মৃতি, মেধা—এ সমস্ত 'সম্পৎ'সহ যাবৎ ঋদ্ধিতে (requisite, adequate level-এ) বর্তমান, তাবৎ 'আয়ুঃ'। অজপার সংখ্যা এবং ছন্দঃ—এ দুটির উপর আয়ুঃ নির্ভর করে। ছন্দঃ যুক্ত হইলে যোগী। যোগীর আয়ুঃ বারাহী যুক্তছন্দে বা স্বচ্ছন্দে ধারণ করেন। 'পতন' ('running down') প্রায়ঃ নিরুদ্ধ। সুতরাং ইচ্ছামৃত্যু সম্ভাবিত। 'অযুক্ত' হইলে, বারাহী আয়ুরূপ বসুকে ধারণ করেন বটে, তবে প্রারব্ধকেই 'প্রধান' বা 'প্রবল'

হইতে দিয়া। জীবৎকালের কর্মকে তার সহগ, অনুচর করিয়াই প্রায়ঃ রাখেন। তার স্বতন্ত্রতা, স্বাধিকার লুপ্ত অবশ্যই নয়; তবে কুণ্ঠিত, সীমাবন্ধ। বারাহীর প্রসাদ ব্যতীত এই কুণ্ঠা-কার্পণ্য কাটে না; 'যুঞ্জান ছন্দে' যাওয়া যায় না। জপ ইহার এক প্রকৃষ্ট সাধন। যুঞ্জান হবার সাধন প্রথমতঃ, বিষম ও ব্যস্তকে সুষম ও সমস্ত (integrated) করার সাধন; দ্বিতীয়তঃ সুষম ও সমস্তকে সম ও সমগ্র (similar and entire) করার সাধন; এইবার 'যুক্ত'; তৃতীয়তঃ, সম ও সমগ্রকে এক ও অখণ্ড করার সাধন; এইবার 'যুক্ততর'; চতুর্থতঃ, সেটিকেও তুরীয়াতীতে (পরমাব্যক্তে) নেবার সাধন। এইখানে 'যুক্ততম'। একভূমি থেকে উপরের ভূমিতে 'বসুকে' তুলিবার এবং তথায় রাখার শক্তিই বারাহী। যুঞ্জান থেকে যুক্তে যাবার যে সেতু ও সরণি, সেটির সাধারণ সংজ্ঞা 'সুষুম্না'। এর 'অধর' এবং 'উত্তর' দুইটি 'মুখ'।

বারাহীর 'চক্র' এবং 'দংষ্ট্রা' এ দুয়ের সংঘাতে শঙ্খাবৃত্তি বলা হইয়াছে। এ দুটির ভিতর দ্বিতীয়টিকে যদি কার্যতঃ না মেলাতে পারি তো, তবে 'চল্‌তি চাক্কী'তে ঘুরে মরাই সব তাতে। 'দংষ্ট্রা'-vertical moment, uplifting *elan* বটে, তবে তন্নিমিত্ত বারাহীর প্রবোধন বা জাগৃতি আবশ্যক। ইহা ব্যতীত কোন কিছুতেই সুষুম্নামার্গদ্বার অপাবৃত হবে না। 'ঊর্দ্ধ্বগ'টি আবার 'আড়ষ্ট' (rigid, inelastic) হইলে হয় না। প্রয়োজন মত, 'নামাইতে'ও হয়, যেমন, জপাদিতে অগ্নিমাত্রা। যাত্রায় চড়াই-উতরাই যেমন। অতএব, ধন-ঋণ দুই মুখেই দংষ্ট্রা শক্তিকে সক্রিয় থাকিতে হয়। তবে, অভ্যুদয়, অভ্যারোহ যেখানে লক্ষ্য, সেখানে ধনমুখ্যতা; বিলয় স্থলে, উক্ত সম্পর্কে ঋণমুখ্যতা। সর্বসাধনে আরোহ-অবরোহটি সুষুম্নামার্গাশ্রয়েই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধনে যে বিশ্রাম, 'শয়ীথাঃ' বা বিলয়, সেটি 'প্রাকৃত' entropy বা running down নয়। এক্ষেত্রে The Second Law of Thermodynamics মুখ্যতঃ (determiningly) সাবকাশ নয়। পূর্বে যে সম্ভূয়-সমুত্থান সমীকরণ (ওঁ হং ওঁ শেষ) কথিত হইয়াছে, তারই অধিকার। Thermodynamics কেবল 'রং' এই বীজটির একটা বিশেষ প্রত্যবচ্ছেদজাত (specified cross-sectioning)। বর্তমান Thermo-nuclear বিপুলপ্রয়োগেও পূর্বোক্ত ষট্‌চক্রীয় সমীকরণটি প্রয়োগে আসে নাই। সুতরাং, বস্তুকেন্দ্রীণ মহাশক্তি রৌদ্রাতিরৌদ্র রূপেই সঞ্জাত হইয়াছে। সে মহাশক্তির সামগ্রিক রূপ—"অতিসৌম্যাতি

রৌদ্রায়ৈ”, “জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ”, “দেব্যৈ কৃত্যৈ”। এই কয়টি পদে “ওঁ লং ওঁ” থেকে “ওঁ হং ওঁ” পর্যন্ত সমগ্র ‘অগ্নিযোমীয়’ এবং ‘মিত্রাবরুণীয়’ সমীকরণটি নিহিত আছে।

‘আয়ুর্বৈ ঘৃতম্’, ইত্যাদিতে ঘৃতম্‌কে আয়ুঃ, সুতরাং, বারাহীর অধিকরণে ফেলা হইয়াছে। ‘ঋ’ বর্ণ, বিশেষ করিয়া, বারাহীর দংষ্ট্রাদ্যোতক। ‘ঘ’ বর্ণ গতিশক্তির মহাপ্রাণ ঘনীভাব সূচনা করে। ‘ত’ বর্ণ এখানে কোন ঊর্দ্ধতর তলবাচক। সুতরাং, ঘৃতমে বারাহী পরিস্ফুট বৃত্তিমতী। যজ্ঞের ‘প্রাণ’ হবিঃ বা ঘৃতম্। গীতোক্ত সর্বপ্রকার যজ্ঞেই। আদি পুরুষযজ্ঞে তো বটেই। সেখানে কি আপনাকে হবিঃ ‘কল্পনা’ করিয়াছিল, ভাবিয়া দেখ। পুরুষ আপনাকেই বর্চ্চঃ, ওজঃ, রেতঃ ইত্যাদি প্রাণশক্তি রূপে হবিঃ করিয়াছিলেন। “ব্রহ্ম হবিঃ”। অতএব, ‘যজ্ঞবারাহীতনুং’ ইত্যাদি। হবিঃ বা ঘৃতম্‌কে তাই জপাদিযজ্ঞেও সুষ্ঠু এবং সমর্থভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। আন্তর যাগের ভূমিগুলিতে তার ‘রূপ’ ভাবন করিতে হইবে।

মণিপুর বা তৃতীয় যে কেন্দ্র, তাতে এই বারাহী শক্তিকে বিশেষতঃ ‘সংস্থিতা’ করিবে। সৌরকেন্দ্র ব্যতীত কোথাও শক্তির সমুত্থান ও বিধারণ হয় না। সূর্য যেমন সৌরজগতে অপচীয়মান প্রাণাদি সর্বপ্রকার শক্তির উন্মেষণ ও বিধারণ করেন, তেমনি দেহাদি সর্ববিধ সংস্থাতেই জানিবে। জপে নাদসাধনেও এইরূপ মনে রাখিবে।

শুদ্ধ চক্রাবৃত্তিও সৃষ্টির সুষমপর্বেই প্রবর্তিত। অস্মদ্‌ব্যবহারে যে বিষমপর্ব, তাতে এটিও স্বভাবে নেই। বৈরূপ্য বৈগুণ্যে পড়িয়াছে। কাজেই, প্রাথমিক সাধন হইল চক্রাদি সুষমপর্বে সব কিছুকে আনয়ন। ‘চক্রাদি’ বলিতে সুষম ঊর্মিবিতানও বুঝিতে হইবে। এখন, চক্রাদিকে স্বভাবে-স্বরূপে রক্ষা করিতে গেলেও, বারাহীর ‘দংষ্ট্রার’ সহযোগ-সৌষ্ঠব থাকা চাই। নতুবা, সৃষ্টিতে সর্বত্র সুষম গতিমাত্রেরই বিষম হবার দিকে এক ‘ঝোঁক’ রহিয়াছে, আর সেজন্য, যেটি এখন বেশ স্বচ্ছন্দে ‘ঘুরিতেছে’, সেটি ক্রমশঃ ‘অস্বচ্ছন্দ’ হইয়া পড়ে; ক্লিষ্ট হয়, অবসন্ন হয় (অর্থাৎ, সেই running down)। সুষমগতির dissipation, leak ইত্যাদি কাটাইয়া সেটিকে ‘স্বচ্ছন্দ মানে’ (proper energy and function value-তে) রাখিতে চাই বারাহীর ‘দংষ্ট্রা’। বলা হইয়াছে যে, সর্ব গতিমান্ যাবৎ তার স্বচ্ছন্দমানে রহে, তাবৎ তাদের ‘আয়ুঃ’। জাতির সভ্যতার আয়ুঃ প্রভৃতিতেও এই সূত্র।

শেষে, বারাহসূত্রের দ্বিতীয় কারিকাটি অবধারণ কর। এতে চারিটি লক্ষণ একসাথে বলা হইল। প্রথম,—ক্রমোন্নতি বা অভ্যুদয়; দ্বিতীয়,—ব্যুত্থিত যৎকিঞ্চিৎ তার স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা; তৃতীয়,—ওজঃ বা প্রাণের উর্জিতত্ব; চতুর্থ,—'উর্ব্বী' যে বাক্ (গিরাং), অর্থাৎ, নাদপ্রাকট্যের 'আধিপত্য' (গীষ্পতিঃ)। বারাহী ব্যতীত অব্যক্ত অণুরূপা যে বাক্, সেটি ব্যক্ত উরুরূপা হয় না।

## ১১॥ নারসিংহত্বেন লোকস্ত্বম্॥

নারসিংহাধিকরণে ভূমিকে বলে 'লোকস্'॥

আগে মীনাধিকারে 'ওকঃ' আর বারাহাধিকারে 'লোক' সবিস্তারে কথিত হইল। 'লোকে' স্থাপিত বা ব্যবস্থিত ভাবটি মুখ্যভাবে আছে। 'চক্র' এবং 'দংষ্ট্রা' (cyclic and elevating moments), কোন বসু-সংস্থাকে 'তুলিয়া ধরিয়া', বলিতেছেঃ—"এই যে, এখানে, নিম্ন হইতে তুলিয়া তোমাকে স্থাপন করিলাম; স্থিত রও।" মাটিতে পোঁতা বীজ উপরে গাছের শাখায়, বৃন্তে যেমন ফলটি, ফুলটি হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধগা ক্রিয়ামাণা শক্তি এখানে আসিয়া যেন 'জিরাইয়া' লইতেছে। Moving energy rest—energy-রূপটি স্থূলতঃ লইতেছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই—এরূপ ওঠা-নামা, উঠতে-নামতে 'থমকে থাকা' ইত্যাদি ব্যাপার সর্বভূমিতেই দেখা যায় বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে সেতু, সন্ধি, গ্রন্থি, সঙ্কট—এ সবও দেখা যায় তো?

এক সংস্থা থেকে ঊর্দ্ধাধঃ অপর কোন সংস্থাতে যাইতে গেলে সেতু এবং সন্ধি দুয়ের মাধ্যমতা চাই। এই যে 'সংস্থান্তর', এটি মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র হইতে পারে। প্রতিটি আবার 'ঋজু' অথবা 'অনৃজু' (uniform or otherwise) হইতে পারে। সুতরাং ২ × ৩ × ২ = ১২ রকমের সম্ভাবনা সংস্থান্তরে হইতে পারে। এখন এই বার রকমের প্রত্যেকটি, গ্রন্থি এবং সঙ্কট দ্বারা 'ব্যাহত' হইতে পারে। বর, অবর, বরাবর—এই তিন রকমে গ্রন্থি ও সঙ্কটকে লইলে এবং প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে 'গুণিত' হইলে ৩ × ৩ = ৯ সংখ্যা। আগেকার বার গুণ এই নয় = ১০৮ সংখ্যা।

নৃসিংহ ভগবান্ এই ১০৮ রকমের গ্রন্থি-সঙ্কট (ব্যাজ বিঘ্ন) বিদারণ-নিরসন

করেন। কোন অভীষ্টগতি 'আর যাইব না, এইখানে জট পাকাইলাম'—হইলে হয় গ্রন্থি; আর 'অভীষ্ট পথে, ঋতম্ অনুসারে চলিব না, ঝক্কিঝামেলা করিব'—হইলে হয় সঙ্কট। সব কিছু অভীষ্টগতি বা পরিণতিতেই এই দুই প্রবল বাধা রহিয়াছে। বিশেষতঃ, পূর্বোক্ত অধিমাত্র স্থলে—যত্র শক্তির কার্যকর মান (efficiency index) এমন এক 'চরম' (critical) কলায় উপনীত হইয়াছে যে, এইবার এক পূর্ণাঙ্গীন পরিণতি (total transformation), আসন্ন। যে গতি এতক্ষণ হয়তো শামুকের, এমন কি হাওয়ার গতিতেও ছুটিতেছিল, সে এবার পাইবে আলোকের গতি। সকল Emergent Evolution-এর ঠিক 'পূর্ব্বাহ্নে' এক চরমমানের অপেক্ষাটি থাকে। এটির 'ব্যাঘাত' হইলে সেটি হয় না। শুধু বহির্বিশ্বে নয়, অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া এই অধিমাত্র মানের 'চরম ঘাঁটিতে' অব্যাঘাতটি থাকা আবশ্যক। নতুবা বিন্দু বিন্দু করিয়া কবে সিন্ধু শেষ করিবে? গণ্ডুষে সিন্ধু শেষ করার জন্য অগস্ত্য প্রতীক্ষায় আছেন। অতএব বিন্দুকে ধরিয়াই চল। বিন্দুই মিলাবে সিন্ধু। বিন্দুতেই সিন্ধু।

জপে ১০৮ সংখ্যা এই ১০৮ গ্রন্থিসঙ্কট নিবারণ করে। কিন্তু মেরুটি লঙ্ঘন করিও না। কেননা, মেরু সেই স্থান, যেখানে মৃদু-মধ্য সব 'মান' অধিমাত্র হবার জন্য সঞ্চিত সংহত হয়। লঙ্ঘন করিলে এর হরণ হয়। তার 'মান-মর্য্যাদা' বা গৌরব কমে। মনে হয়—"মেরুও তো এমনি একটা গুটি; ওখানে আর এমন কি আছে!" ওখানেই 'সব' আছে। ওখানে থামো, আর, লঙ্ঘন না করে ওখানটা দুদিক থেকেই সামলাও। দক্ষিণা-বামা দুভাবেই। দক্ষিণা-বামা (পজেটিভ-নেগেটিভ্) দুজনা দুজনাকে আকর্ষণ করে। ধর, মেরুর দুটো পিঠ। দক্ষিণাবর্তে তাকে 'ধনে' চার্জ করিলে, বামাবর্তে 'ঋণে'। মেরুর দুই 'পোলে' এই ধন-ঋণ চার্জ দুটি পরস্পরকে ধরিয়া রাখিল। কেহই 'আলগ' রহিল না। আবার এইভাবে; আবারও। ফলে ইলেক্ট্রিক কন্ডেন্সারের দুটো পিঠের মতো চার্জ বাড়িয়াই চলিল। মৃদু ও মধ্য অধিমাত্রও হইতে চাহিল। তার এক চরমমানে আসিলে স্পার্কিং ইত্যাদিরূপে শক্তির উদ্বোধন এবং সঞ্চরণ। এক কথায় অভীষ্ট ফলবত্তা। বারাহী অধিমাত্র পর্যন্ত তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, leakage, fuse, failure, damping, screening ইত্যাদি নানা প্রকারের বিঘ্ন তো আছে। চরম মানটি যদি না ঘটে! তাই নারসিংহী।

পুরাণ কথায়, বিন্ধ্যগিরি ঐ অধিমাত্র মানের প্রতীক। কিন্তু 'মান' যদি

'অভিমান' হয় তো ঐখানেই মহাবিঘ্ন। যে অগস্ত্য বিন্দুশোষণকারীর নিমিত্ত সিন্ধু শোষণ করিবেন গণ্ডুষে, তিনি আদৌ অধিমাত্র মানের অভিমানটি 'নতমান' করিলেন, তাকে করিলেন 'সমর্পণ'। 'তল্লভস্ব প্রণিপাতেন'। অগস্ত্য? তোমার-আমার ভিতরে চরম ভূমিকাধিকরণে কার্যকরী গুরুশক্তি। অর্থাৎ, অধিমাত্রোপক্রমে এবং অধিমাত্র সংক্রমে। অগস্ত্যযাত্রা? কার? শক্তিবিবৃদ্ধিতে অভিমান রূপ যে আসুর ঔদ্ধত্য, তার। ধর, ঐঁ বীজ জপে 'ঈ'-টিকে 'খাড়া' করিয়া রাখিবেই তুমি, 'নত' এবং বিন্দুবিলীন হইতে দিতেছ না। এটি অতিমান ও অভিমান।

নৃসিংহতাপনী (পূর্ব এবং উত্তর) নৃসিংহের দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্র দিয়াছেন, আর, সে মন্ত্রকে 'মন্ত্ররাজ'ও কহিয়াছেন। এক এক অক্ষর আদ্যন্ত প্রণবপুটসহ অপূর্ব এক দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকময়ী 'নতি'ও শুনাইয়াছেন। মন্ত্রাক্ষরের এক একটি লইয়া প্রণবপুটিত জপন ও স্তবন পরম ফলপ্রদ। এতে অক্ষরচেতনা এবং তত্ত্বভাবনা পরিসীমা পর্যন্ত ভাবিত হয়। এখন পূর্বোক্ত ১০৮ প্রকারের অরিষ্টমোচনের নিমিত্ত নৃসিংহ মন্ত্ররাজের অক্ষর সংখ্যারূপ 'বজ্রাধিকনখস্পর্শ'—এইভাবে গ্রহণ করা যায়—৩২×৩=৯৬; এর সাথে যোগ—ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহায় ওঁ—এই ১২; সর্বসমেত ১০৮।

মন্ত্রযোগে উদয়গ্রন্থি, বিলয়গ্রন্থি, নাদগ্রন্থি, কলাগ্রন্থি, অগ্নীষোমগ্রন্থি, অর্দ্ধমাত্রাগ্রন্থি, বিন্দুগ্রন্থি (পর ও পরম) এই অষ্টগ্রন্থি বা পাশ নৃসিংহ ভগবান বিদারণ করুন। লয়যোগে সুষুম্নাগ্রন্থি, চক্রগ্রন্থি, নাভিগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি, দ্বিদলগ্রন্থি, 'সমনাঃ' ও 'সকল' গ্রন্থিপাটন পূর্বক ইদং—অহমের পারীণ নিষ্কল পরমতত্ত্বে বিলীন করুন! তত্ত্বমস্যাদিতে অসম্ভাবনা, বিপরীতভাবনা, সম্ভাবনা এবং তদ্রূপভাবনা—এই চারিটি গ্রন্থিই মোচন করুন! রাজযোগে পঞ্চক্লেশ ব্যূহ বীজসহ সবীজ সবিকল্পের 'মূল'টিকেও অপনীত করুন! যার প্রসাদে 'সতিমূলে...' ইত্যাদি আর প্রসজ্যমান না হয়! ভাবকে 'স্বভাবের' মর্মকেন্দ্র থেকে দূরে রাখিতে চায় যে 'অসুর', তাকে সেই মহাবল হিরণ্যকশিপুর মতোই তিনি বিদীর্ণ করুন! এই প্রকার সকল অনুবন্ধেই ধ্যান করিবে।

নৃসিংহ মন্ত্ররাজে যে 'উগ্রং' 'বীরং', 'মহাবিষ্ণুং', 'জ্বলন্তং' 'সর্ব্বতোমুখং', 'নৃসিংহং', 'ভীষণং', 'ভদ্রং' এবং 'মৃত্যুমৃত্যুং'—এই নয়টি বিশেষণপদ রহিয়াছে, এদের প্রত্যেকটিতে ধ্যান দিও, স্বয়ং শ্রুতি যেরূপ দিতে আদেশ করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবনাও কর:—

শক্তি তেজঃ, ওজঃ ইত্যাদিরূপে জাগিয়া বলিল—'দেখ, আমি কত উগ্র, প্রচণ্ড! এই দেখ আমি অত্যুগ্র, মহোগ্ররূপ ধরিতেছি।' সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্য হইতে আর কে বলিল—'উগ্র হইয়াছ, কিন্তু এই দেখ, অক্ষরপ্রশাসন মূর্তিতে তোমাকে আমি শাসনে রাখিলাম; আমি বীর।'

'কিন্তু তুমি আমাকে ধরিয়া শাসন করিবে কিরূপে? আমি যে সর্বব্যাপী—মহাবিষ্ণু!'

'সত্য তুমি মহাবিষ্ণু। তথাপি মহাভাস্বর, উত্তমৌজাঃ রূপে তোমার আবির্ভাবও তো হইবে! আর, সেরূপে তুমি জ্বলন্ত।'

'জ্বলন্ত হইয়াও আমি সর্বতোমুখ। অর্থাৎ আমার ঐরূপে আবির্ভাব বা প্রাকট্য কেবল পরিচ্ছিন্ন পাদমাত্রাদি দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না।'

'তথাস্তু। কিন্তু এবম্প্রকার প্রকাশ তোমার কোথায়?'

'সেই পূর্ব-অনুধ্যাত নৃসিংহে।'

'কিন্তু সে যে ভীষণং ভীষণানাম্।'

'তথাপি, তত্ত্বতঃ ভদ্র—সর্বতোভদ্র, পরমভদ্র।'

'তবে ভীষণ যে মৃত্যুরূপী কাল?'

'আমি মৃত্যুরও মৃত্যু—অমৃত, অভয়, অচ্যুত, অক্ষর।'

এইবার বিশেষভাবে পরীক্ষা কর যে, 'ক্ষ্রৌঁ' এই বীজটিতেই পূর্বোক্ত নবধা 'ভাবনা' আছে। 'ক'=ব্যঞ্জনমুখ উগ্র হইতে উদ্যত; 'ষ'=আচ্ছা, অগ্রে তোমাকে আমি মূর্দ্ধায় ধারণ করি (বীর); 'ক্ষ'=অক্ষরের স্ববর্ণ=আমি মহাবিষ্ণু; 'র'=অগ্নিবীর্য='জ্বলন্তং'; ক্ষৌ=সর্বতোমুখ; ক্ষ্রৌ=নাদাদিরূপে 'নৃসিংহ'; উদিতে 'ভীষণ'; বিলয়ে 'ভদ্র', এবং (সেতুরূপা) অর্দ্ধমাত্রা, বিন্দু এবং বিন্দুপারীণ—এই ত্রিতয়ে 'মৃত্যুমৃত্যু'। তন্মধ্যে, (সেতুসন্ধিরূপা) অর্দ্ধমাত্রায় 'অপরভবীয়', (মেরুবিন্দুরূপা) অর্দ্ধমাত্রায় 'পরভবীয়' এবং বিন্দুপারীণা অর্দ্ধমাত্রায় 'স্বভবীয়' অথবা 'বীজভবীয়' মৃত্যুও নিরস্ত হয়। 'অপর' অর্থে 'অপকৃষ্ট'—ইতরহেতু-সম্পাদিত মৃত্যু (সাধারণ মৃত্যু); 'পর' অর্থে 'উৎকৃষ্ট'—স্বেচ্ছাসংকল্পাদি জন্য মৃত্যু; এবং 'স্ব' অর্থে এখানে 'আত্মা' নয়, পরন্তু অনাদি জন্মমৃত্যুপরম্পরার যেটি

‘মূল’ বা বীজ তাই। সংক্ষেপতঃ ক্ষ্রৌঁ বীজটিকে পরমাক্ষরের রৌদ্রাতিরৌদ্র অথচ সৌম্যাতিসৌম্য রূপ এবং শক্তি ভাবনা করিবে। ক্ষ+র+ঔ+নাদবিন্দু।

গতীনাং গতিরূপাণাং গমকাঃ সর্ব্বভূমিষু।
নীয়ন্তে মূর্চ্ছনাসন্ধিং সন্ধিভিদোগ্রবীর্য্যতঃ॥
বজ্রাধিকনখস্পর্শঃ সর্ব্বতোমুখকেশরী।
সন্ধিং সন্ধায় যো জ্বলন্ বিদারয়তি সঙ্কটম্॥
বেবিষ্টে চোত্তমৌজাস্তল্ লোকস্ত্বং লোক ঋচ্ছতি।
ওঙ্কারপুটিতং মন্ত্রমাব্রহ্মস্তম্বমশ্নুতে॥ ১৫-১৭

গতিরূপ বলিতে গতির আকৃতি (প্যাটার্ণ)। মূর্চ্ছনা সন্ধি= উর্দ্ধাধঃ আরোহ-অবরোহ পূর্বকথিত সন্ধিস্থল। সন্ধিভিদা=সন্ধিস্থলে যাবতীয় গ্রন্থিভেদনকৃৎ (পুরাণে হিরণ্যকশিপু সংহার সন্ধিক্ষণেই)। উগ্রবীর্যতঃ=উগ্রবীর্যদ্বারা। দ্বিতীয় শ্লোকে ‘সঙ্কট’ (সুতরাং বিশেষ করিয়া সেতুবিঘ্ন) বিদারণ হইতেছে—‘সন্ধিং সন্ধায়’। সেতুর বর এবং অবর দুটি সন্ধিই যথাযথ ধরিতে না পারিলে হয় সেতুসঙ্কট। যেমন, জপে কোথা বা উদয়সন্ধি, কোথায়ই বা বিলয়সন্ধি। বৈখরীভূমি থেকে মধ্যমা-পশ্যন্তী ইত্যাদিতেও তাই। এখানে ‘জ্বলন্’ বিশেষণটি আছে; এর দ্বারা তমের দীপন-বোধন এবং রজের নিঃশেষে দহন-শমন বিবক্ষিত। ‘বেবিষ্টে’ পদদ্বারা ‘মহাবিষ্ণু’। নৃসিংহকে ‘উত্তমৌজাঃ’ বলা হইল; বরাহ ‘ঊর্জ্জিতৌজাঃ’। ওজঃ শক্তিদ্বারা যাহা উর্জিত, সেটি সর্বগ্রন্থিসঙ্কটমুক্ত হইয়া পরিসীমায় উপনীত হইলে হয় ‘উৎ+তম’। এর ফলে কি হয়? ‘লোক’ হয় ‘লোকস্’! (লোকস্—locus—যেমন গণিতে সর্বশঙ্কামুক্ত এক নির্দিষ্ট মানে স্বচ্ছন্দে চলিতেছে।) ‘লোক’ static হইলে নানারকম ‘জট পাকাবার’ ভয় থাকে (যেমন—বদ্ধজল বা রসরক্ত); লোকসে সেটি dynamic, এবং নির্বাধ স্বচ্ছন্দে। ওঙ্কারপুটিত মন্ত্ররাজ (পূর্বকথিত) আব্রহ্মস্তম্ব (ভোগে ও যোগে), (বিজ্ঞানে ও প্রয়োগে) আয়ত্ত করিয়া দেন।

কিন্তু, এ পর্যন্ত চলায় তো ক্রমের অনুরোধ বা অপেক্ষা আছে। যতক্ষণ ক্রম,

ততক্ষণ শ্রমের ভয় একান্ত দূর হইবে কিরূপে? ঊর্জিত এবং উত্তম গতিরও 'স্থিতি' চাই।

ক্রমমাত্রেরই পরিমাণ (মাত্রাদি) আছে; অনুক্রম, সংক্রম, উৎক্রমাদিও আছে। কাজেই, প্রশ্ন রহিয়া যায়—ক্রমকে অতিক্রম করি কিরূপে? ক্রম যতই বিক্রমী, পরাক্রমী হৌক্, সে আসলে ভূমা নয়, ব্রহ্ম নয়, মহামায়া নয়। মায়ার অধিকারে। তবু সে নিজের ভিতরে সেই ভূমাকে 'বামন' করিয়া যেন লুকাইয়া রাখে! 'মধ্যে বামনমাসীনম্'। রাখে বলিয়াই রক্ষা! তাই ক্রম ঊর্জিত, উত্তম আদি হইয়া 'উরুক্রম' হয় এবং আপনাকে অতিক্রমও করে। বলির উপাখ্যানে এই অঘটনটি ঘটিয়াছে। 'ত্রিপাদ ভূমি' কি, নানা অনুবন্ধে ভাবিয়া দেখ। এই ক্রমানুরোধিত্ব এবং অতিক্রম পরের দুটি সূত্রে বিবেচিত।

## ১২॥ ক্রমানুরোধি ত্রৈবিক্রমম॥

(ত্রিপাৎ, ত্রিমাত্র ইত্যাদিরূপে) ক্রমের অনুরোধ রহিলে 'ত্রৈবিক্রম' অধিকার বুঝিবে॥

আরোহে চাবরোহেঽপি সৃতিসৃণিং বিধূনয়ন্।
ক্রামতি ত্রিষু লোকেষু কলয়িতা ক্রমস্য চ॥
ছন্দঃসু পদমাত্রাশ্চ স্বরেষু দেশকালয়োঃ।
বিষ্ণুক্রান্তাদয়স্তিস্রো নাদবিন্দুকলাদয়ঃ।
ত্রৈবিক্রমপদাক্রান্তাঃ সর্ব্বাঃ সন্তি নিরঙ্কুশাঃ॥ ১৮–১৯

আরোহ এবং অবরোহ (ascending and descending function) উভয়স্থলেই 'সৃতি' (seriality) চলিতেছে, কিন্তু তাতে 'সৃণি'ও দেখা যায়, যার ফলে গতি-সৃতি 'নিরঙ্কুশ' (free, unobstructed) হয় না। গতি সাধারণ নাম; সৃতি বলিতে কোন কেন্দ্র থেকে যেটি প্রসৃত হইতেছে ('যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'), যথা, রেডিয়াম হইতে আলফাদি রেজ। সম্ পূর্বক ইহা সংসৃতি বা সংসার। সম্ বলিতে সম্যক্ বা পূরা, কোন পরিচ্ছেদে লইবে না। সৃণি সৃতির শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এ তিনকেই অক্ষর প্রশাসন থেকে 'সরাইতে' চায়। তাকে টলাইয়া,

বাঁকাইয়া দেয়। যেমন,—কোন গ্রহ তার গতিকক্ষ থেকে। নাদশ্রুতি 'ঝিল্লী-চুল্লী' দ্বারা যেমন। কিন্তু ত্রিবিক্রম অক্ষরপ্রশাসন-রূপে স্বয়ং ক্রমেরও কলন করেন বলিয়া, এবং ত্রিলোকেই (সর্বপ্রকার) 'ক্রমমাণ' বলিয়া, তাঁর অধিকারে ওই সৃতি-সৃণির বিধূনন (elimination) হয়। ত্রিবিক্রম ক্রান্তকৃৎ, ক্রান্তভৃৎ এবং ক্রান্তদৃক্ কাজেই, তদাশ্রয়ে সর্বপ্রকার সৃতির ক্রম নিরঙ্কুশ হয়।

এইজন্য, কারিকায় বলা হইতেছে—ছন্দের পদমাত্রাদি, স্বরে, দেশে এবং কালেও যাবতীয় ক্রমানুরোধিনী সৃতি (wave pattern ইত্যাদি),—এর দ্বারা যাবতীয় পরিমিতি এবং সংখ্যানের প্রসঙ্গও হইল—; বিষ্ণুক্রান্তা, অশ্বক্রান্তাদি ত্রিবিধ 'ক্রান্তা' (পরে কথিত); নাদবিন্দু কলাদি সর্বপ্রকারের ত্রিধা বা ত্রৈবিধ্যের ক্রম;—ত্রিবিক্রমের 'পদাক্রান্তা' হইলে নিরঙ্কুশ হইয়া থাকে। ছন্দ এবং স্বর, এ দুটি দ্বারা বিশেষতঃ মন্ত্র; দেশ-কাল দ্বারা বিশেষতঃ যন্ত্র; বিষ্ণুক্রান্তাদি দ্বারা তন্ত্র; এবং নাদাদি দ্বারা এ তিনের ত্রৈবিক্রম অক্ষরপ্রশাসন বলা হইল। অর্থাৎ, নাদ-বিন্দু-কলা এই তিন মূলে যাইয়া সর্ববিধ সাধনাদির ক্রমকে নিরঙ্কুশ করার নিমিত্ত ত্রৈবিক্রম অক্ষর প্রশাসনে স্থিত হও। বলির যজ্ঞ এই প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়। বামনটি কে তা চেন। সর্ববিধ পরিমিত (পাদমাত্রাদিতে) ক্রমকে যিনি ত্রিবিক্রম, উরুক্রম করেন। প্রত্যেক 'closed' function যদ্ দ্বারা 'expanding' function হয়, এবং অন্তে 'transcending' হয়।

### ১৩॥ উরুক্রমোঽতিক্রমাৎ॥

(ক্রমানুরোধ) অতিক্রমে উরুক্রম॥

ক্রমানুরোধবৃত্তিত্বমক্ষরস্য প্রশাসনাৎ।
সর্ব্বতশ্চানুবধ্নাতি ত্বক্রমিকঃ ক্রমাতিগঃ।
ক্রমবিক্রমবিশ্রান্ত উরুগায় উরুক্রমঃ॥ ২০-২১

নিখিল জাত পদার্থের ক্রমানুরোধে যে বৃত্তিমান্ হওয়া, তাহা পূর্বালোচিত কূর্মমীনাদিরূপ অক্ষরপ্রশাসনবশতঃই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু জানিতে হইবে যে, সর্ব অনুবন্ধেই অক্ষরবস্তু ত্রিবিধরূপে 'অনুবন্ধন' করেন (অনুবধ্নাতি)। সে তিনটি হইতেছে (১) অক্রমিক, (২) ক্রমাতিগ, (৩) ক্রমবিক্রম-বিশ্রান্ত। অর্থাৎ, সর্ববিধ

ক্রমিক বা ক্রমানুবন্ধ স্থলেই অক্ষরবস্তু বলেন—(ক) সব তো ক্রমিক বা ক্রমশঃ চলিতেছে, কিন্তু সেটা তোমার ব্যবহারিক গণনায়, conventional stock-taking-এ; আসলে, তার 'বাইরে' তাকে 'ঘিরিয়া' রহিয়াছে এমন এক অক্ষর পদার্থ, যেটি তোমার পরিমাপের ক্রমটিকে অতিক্রম করে। সব determinate এর background-এ Indeterminate, তাই 'খানিকটা' গণনাদিতে আসে, বাকিটা সবটা আসে না। সেই 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম"। ক্রমের বিক্রম চূড়ান্ত হইয়া তার এক বিরাম বা বিশ্রামের ভূমিতে লইয়া যায়। জপাদিতে এই সাধন তো করিতেই হয়। ক্রমবিক্রম 'পরাহত' যে ভূমিতে, সেটিকে বল, 'পরাক্রম'। এ ব্যতীত আর দুই প্রকারের 'অতিক্রম' আছে।

(খ) অক্রমিক—পাদমাত্রাদিতে যে ক্রমিকতা, সেটি চলিতে চলিতে আপনাকে 'হারাইয়া' ফেলে। যেমন, গগনে এক খণ্ড মেঘ জমিয়া বেশ চলিতেছিল, সহসা মিশাইয়া গেল গগনেই। ক্রমে ক্রমে চলিতে চলিতে, 'হঠাৎ' একটা যেন 'লম্ফ' (যথা, jump of the electron in its orbit), যার ফলে 'অভাবনীয়' একটা সংঘটন (উদ্ভবাদি)। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন 'Emergence'. জপাদি অধ্যাত্মসাধনেও এই 'অক্রমিক অঘটন ঘটনের' প্রতীক্ষা করিতে হয়। 'সহসা' একটা অপূর্ব, অদ্ভুত উদ্ভব। নাশ অথবা অপগমেও তদ্রূপ। কৃতি এবং কৃপার সম্বন্ধটাও এই সূত্রালোকে বুঝিবে। কৃচ্ছ্রগতি সরিৎ 'সহসা' একদিন সরিন্নাথে তার 'তট'ও হারাইল, তার গতিটিও সঁপিয়া দিয়া অনাকুল শান্ত হইল!

এই অক্রমিককে নানাক্ষেত্রেই দেখিবে। 'উত্থানে'র পথেও বটে, 'পতনের' পথেও বটে। হঠাৎ খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে চুরমার! তাই উভয়ত্র অবধান চাই। সহসা এক বিপুল 'lift'ও যেমন হয়, তেমনি সঙ্গীন 'fall'ও হয়। দুস্থলেই উপক্রমটা কিন্তু ধীরে ধীরে। 'তুলনায়' অক্রমিকও বিবেচ্য। যেমন, অ, উ, ম ইত্যাদি কলাক্রমের তুলনায় নাদ অক্রমিক; আবার উদয়-বিলয় নাদের তুলনায় 'অনাহত' বা স্ফোট অক্রমিক। 'নিয়ত' অক্রমিক,—যথা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে—তুরীয়।

(ক) এবং (খ) দুইটিই ক্রমের সঙ্গে সঙ্গে (immanently) থাকে। অর্থাৎ ক্রমের প্রসজ্যমানতা সত্ত্বেও। কিন্তু (গ) ক্রমাতিগ ক্রমকে বাদ দিয়া transcendent. ক্রম আর সঙ্গে, অথবা, 'আগে পাছে' নেই। জপে বিন্দুবিলয়ে পরাব্যক্ত নিয়ত অক্রমিকে 'যাই' বটে; কিন্তু আবার ফিরিতে হয় ক্রমে। পরাপারীণে ক্রমাতিগ।

শেষে 'উরুগায়' এবং 'উরুক্রম' পদ দুটি আছে। প্রথমটিতে 'গৈ' ধাতুর জন্য ছন্দঃ বিশেষভাবে বিবক্ষিত। ছন্দঃ (সুষম) উত্তরোত্তর (পরিণয়ি ইত্যাদি ক্রমে) উৎকর্ষ ভূমি লাভ করিতে করিতে যেখানে তার পরিসীমা রেখা অতিক্রম করে, সেই পরিসীমা যে 'পরমপদের' 'প্রান্ত', সে পরমপদ উরুগায়। আর, ক্রম সম্বন্ধে এইরূপ 'উরুক্রম'। জপাদিতে উরুক্রম ক্রমের সর্বথা পরিপূরণাদি-পূর্বক সেটিকে ক্রমাতিগে পর্যবসিত করুন, আর উরুগায় করুন রসে ও জ্যোতিতে! 'নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে'।

অতঃপর, অক্ষর প্রশাসনের 'প্রকার' বলা হইতেছে:—

**১৪।. অক্ষরস্য হংসত্বসিংহত্বে সুপর্ণত্বঞ্চ।।**

অক্ষরের হংস, সিংহ, সুপর্ণ—এই তিন মূল প্রকারভেদ॥

ত্রৈবিধ্যমক্ষরস্যাপি হংসত্বাদি বিকল্পিতম্।
আদিত্য-প্রাণহংসত্বং বাগ বহ্ন্যোশ্চাপি সিংহতা।
সোমঃ সুপর্ণ এবাপি যতো মনশ্চ চন্দ্রমাঃ॥ ২২

পূর্বোক্ত ক্রমবিচারে অনুক্রম, উপক্রম, পরিক্রম প্রভৃতি ক্রমভেদগুলি আগে নানা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, এখানে আর প্রদর্শিত হইল না। পরাক্রমাদিতে ক্রমের 'বন্ধছন্দ' পাশ খুলিতে থাকে; মুক্ত হয়। অনুক্রমে কোন ছন্দঃ অথবা ভাবে আকারে অন্বয়টি হইতেছে: উপক্রমে হবার মুখে, এইবার হবে; পরিক্রমে তাতেই সর্বতোভাবে বৃত্তিমান হইয়াছে (যেমন, কোন গ্রহ সূর্যের চারিধারে; নাদকলা বিন্দুসমাশ্রয়ে; অনুভাব বিভাবাদি কোন স্থায়ী রসাশ্রিত হইয়া; ইত্যাদি)। Conforming; approximating, co-ordinating and co-existing.

এইবার অক্ষরের হংসত্ব, সিংহত্ব এবং সুপর্ণত্ব এই তিন মূলপ্রকারতা ভাবনা কর। এই তিন থেকেই সবপ্রকারের সঙ্ঘাতত্রয় (triple constitution and function) হইয়া থাকে। আদিত্য এবং প্রাণ, এ দুয়ে 'হংস'; বাক এবং বহ্নি, এ দুয়ে 'সিংহ'; এবং সোম এবং মনঃ, এ দুয়ে 'সুপর্ণ' এইরূপ বিকল্পনা জানিবে। হংসাদি যে রাহস্যিক পরিভাষা আর্ষবিজ্ঞানে, তাহা বর্ণরসায়নাদিপূর্বকও আগে বহু স্থলে বলা হইয়াছে।

এইবার, হংস থেকে 'অ' স্বর, সিংহ থেকে 'ই', এবং সুপর্ণ থেকে 'উ'—এই তিন মূল স্বর 'দোহন' কর। এবং প্রতিটিতে 'ং' এবং 'ঃ' যোগ করতঃ তিনটি মূল মাতৃকা 'উদ্ধার' কর। এই তিনে আদিত্য প্রাণ, বাগ্ বহ্নি এবং মনশ্চন্দ্রমাঃ (সোম), কেন্দ্রীণ এবং বিকীর্ণ (বিন্দুগ এবং নাদগ) আকৃতিতে বিরাজমান হইলেন। তাই পরের সূত্র—

**১৫।। অমিমুমিত্যভিবঞ্জকভেদাৎ।।**

অম, ইম, উমর—এই তিন প্রকারের অভিব্যঞ্জকভেদবশতঃ অথবা, প্রয়োজনে।।

অমিতি হংসমূলং স্যাদিমিতি সিংহলিঙ্গাকম।
উমিতি চ সুপর্ণস্য ত্র্যক্ষরত্বস্য চান্বয়ঃ॥
পারস্পরিক-সংযোগ-বিয়োগবশতঃ পুনঃ।
হৌঁ সো হ্রীমাদিরূপত্বং প্রত্যেকং ভজতে ত্রয়ী॥ ২৩-২৪

অক্ষরমূলতঃ (basically) ওই তিন স্বরের 'চেক্রীয়মাণ' (repeatedly functioning) সংহতিরূপটি ভজনা করেন। এ তিনের হংসাদির সঙ্গে সম্বন্ধ আগে বলা হইয়াছে। এ তিনের পারস্পরিক সংযোগ—বিয়োগবশতঃ ওই যে ত্রয়ী, তার প্রত্যেকে হ্রীঁ, হৌঁ সঃ ইত্যাদি বীজ অক্ষররূপতা ভজনা করে।

যেমন ধর, হংসের 'স্বরমূল' (basic vowel sound) লইলে 'অম্', এবং সিংহ-এর 'ইম্'; দুটির সংযোগে (সন্ধি) পাইলে অ+ই+ম্=এম্। এইবার 'অ' কে দ্বিগুণিত কর (অর্থাৎ, তার মাত্রা ডবল কর)। হইল অ+এম্=ঐম্। অন্তিম স্পর্শবর্ণটিকে নাদবিন্দুরূপে সমুত্থিত করিলে পাইলে ঐঁ বাগ্ভব বীজ। 'এ' এবং 'ঐ' বর্ণদ্বয়ের প্রাণরসায়ন পূর্বে দেখান হইয়াছে। 'এ' কোন তলকে পাইতে চায়, উপরে অথবা নীচে (+or-)। 'ঐ' তাকে বলে—'তুমি উপরেই চল, আরও উপরে।' 'ম্' যেটিকে উপরের 'স্পর্শমাত্র' দিল, সেটি নাদবিন্দুতে, মূর্দ্ধায়, কিনা, পরিসীমায় লইল।

এইভাবে, অ+উম্=ওম্ যোজনা করিয়া পরীক্ষা কর। হংস এবং সুপর্ণ।

আদিত্য-প্রাণ এবং সোম। 'অ' আদিত্য-প্রাণরূপে অক্ষরের মূল আধারটি পাতিল, 'উ' সেটিকে (বেধমুখ্যা বৃত্তিতে) উত্থিত করিল। জলে যেমন ঊর্মি। ঊর্মি জলের শুধু উপরে ওঠা নয়; এমন এক অবস্থান যাতে জল তার কোন স্থলবিশেষে আপন তলে রহিয়া উপরে উঠিতেছে, এবং এক বেধমান ও (তৃতীয় dimension) পাইতেছে। এটি হইল অ+উ=ও, এই স্বরাকৃতি (wave pattern)। ওম্ বলিলে ঊর্মির দুইদিকে তলসহ চূড়ার স্পর্শও দেখান হইল। অর্থাৎ wave length এবং frequency দুই। কিন্তু ওঁ সেটিকে এই সামগ্রিক বিশ্বপ্রাণের (বা আদিত্য ব্রহ্মের) যেটি মূল উদয়-বিলয়-স্থিতিরূপ, সেই প্রাণব্রহ্মবাচক প্রণবরূপে দেখাইলেন। যতক্ষণ কোন মাত্রা ঠিক রাখিয়া ওম্, ওম্.... বলিতেছ, ততক্ষণ তুমি কতকগুলি সুষমাকৃতি প্রাণতরঙ্গ বিতান (propagate) করিতেছ বটে, কিন্তু জগদবীজাঙ্কুরাকৃতি 'অর্দ্ধমাত্রা' কৈ, এবং নিখিলপ্রপঞ্চবীজ 'ব্রহ্মবিন্দু' কৈ? তোমার physical and vital-কে metaphysical and spiritual -এ না তুলিলে তো 'প্রণব' ঠিক হয় না! পূর্বে ক্রমের যে সব অনুক্রমাদি 'বন্ধ' ভূমির প্রসঙ্গ হইয়াছে, সে সব অতিক্রম করতঃ জপবিক্রম পরাক্রমাদি মুক্ত, 'স্বচ্ছন্দ' ভূমিতে তো যাওয়া চাই! কেবল 'অনুপাতের' ক্ষেত্রে আনুপাতিক হইয়া রহিলে পরম অনপায়ধামে গতির উপায় কিরূপে হইবে?

তাই বলিয়া ক্রমিক জপ (মাত্রা সংখ্যাদি নিরূপিত) 'হেয়' নহে, পরন্তু উপাদেয়, যাবৎ তার ক্রম বিক্রমপরিসীমা প্রান্ত পর্যন্ত না উপনীত হয়। মাত্রাসংখ্যাদি ছন্দোগ হইলে, তার ফলে ক্রমশঃ শক্তি-সমৃদ্ধি হইতে থাকে, বিশেষতঃ অব্যক্ত ভূমিতে (potential field এ)। এটি স্পন্দবিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। শক্তিমান বাড়িতে বাড়িতে, সেটি কোন 'মেরু'তে আসিলে, তখন ক্রান্তির গ্রন্থিবিমোচন হয় (নারসিংহ শক্তিতে)। তখন, শক্তি প্রভৃতির নব এবং ভূয়সী জাগৃতি এবং প্রবৃত্তি (a novel dynamic resurrection)। এটি কয়টি 'ধাপে' (critical epoch এ) হবার পর, শক্তিমান এমন এক 'চরমে' আসে, যখন—তার বিক্রম আপনাকেই করে অতিক্রম (surpasses and transcends itself)। বর্তমান সূত্রে, যতক্ষণ ক্রমে বিধিমত চলিতেছে, ততক্ষণ ('অম্') হংসঃ; তাতে বিক্রম-পরিসীমায় ('ইম্') সিংহ; শেষকালে, অতিক্রমে ('উম্') সুপর্ণ।

প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিবে যে—শক্তি, এবং ক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে হ্রাস

বৃদ্ধির কোন একপ্রকার অনুপাত (যথা, A. P., G. P.) রাখিয়া চলে বটে, কিন্তু বরাবরই সেটি নয়। একটা 'সীমায়' আসিলে ক্রমটি অন্যরূপ হইয়া যায় (যেমন, stimulus and sensation -এর বেলায়)। তখন শক্তিমান বাড়িতেছে, কিন্তু হয়ত ক্রিয়াটি যেভাবে চলিতেছিল, সেভাবে আর চলিল না, হ্রাস পাইতে লাগিল, 'স্তব্ধ'বৎ হইল, sense and tone and nature বদলাইল। যেমন, pleasant হইল painful; ইত্যাদি।

তারপর, ক্রমের এবংপ্রকার পরিণতিরেখায় (curve -এ) কোন রকমের একটা 'সম্পূর্ণ মোড় ঘুরে যাওয়া' (আকৃতি-প্রকৃতি আমূল বদলে যাওয়া) ঘটিয়া থাকে। যেমন, কোন 'এলোমেলো' গোছের পরিক্রমা (যথা, সাধারণ জপে) হইল 'নিয়মিত, সুষম' (বৃত্তাভাস, বৃত্তাদির মত)। জপে নাদ 'খুলিয়া' গেল; জ্যোতিঃ স্ফুরণ হইল; বিন্দুতে ঠিক শান্ত-বিলয়টি ঘটিল; আনন্দের অলসিত ভাব কাটিয়া গেল; ইত্যাদি। এসবে জপক্রম 'পরাক্রমে' যাইতেছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপ পরম পর্যবসান পর্যন্ত।

সূত্রকথিত ঐ তিন মূল স্বরমাতৃকা, দীর্ঘাদি মাত্রা স্বীকারকরতঃ, হ, ক, শ ইত্যাদি ব্যঞ্জনাশ্রয়ে হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ প্রভৃতি বীজমন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে।

এইবার, আদিস্বর—'অ'।

**১৬॥ অকারেণাক্ষরসামান্যব্যপদেশঃ॥**

অকার দ্বারা অক্ষরসামান্যের ব্যপদেশ বুঝিতে হইবে॥

এখন, 'অক্ষরসামান্য' মানে কি? অক্ষরবিশেষের প্রতিযোগিতা যেখানে, সেটি অক্ষরসামান্য। অর্থাৎ, এ-অক্ষর কি ও-অক্ষর নয়, পরন্তু অক্ষর বলিতেই যেটি বাচ্য এবং প্রমেয়রূপে আসে, সেইটি 'অকার'। কিন্তু 'অ' কি নিজেও অক্ষরবিশেষ নয়? হ্যাঁ, তা বটে, কিন্তু বর্তমান সূত্রের 'অকার' এই সংজ্ঞা (ব্যপদেশ), সেই অক্ষরবিশেষাবচ্ছিন্নভাবে করা হইল না।

বর্ণমালার আদি এবং শেষ (অ ও ক্ষ)—দুই কোটি, যেটি সমানাধিকরণরূপে ধরিয়া আছে, সেটি অবর্ণ। ককারাদি ব্যঞ্জনে অবর্ণ (স্বর) তো আধার বটেই; ই, উ, ঋ প্রভৃতি অপরাপর স্বরেও এটি অন্বিত; কেন না, অ-ব্যতীত ইকারাদি কোন স্বরই

তার 'স্থিতি' পায় না (Base of subsistence or continuance)। অর্থাৎ, অ-স্বর অপরাপর স্বরগুলিকে বলে—'তোমরা ওঠ, নামো, তরঙ্গায়িত হও—আমি সবকিছুর স্বর-সামান্যরূপে অধিকরণ হইয়া আছি 'the base and frame of all varying movements.'

পাণিনির চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রের প্রথম হইল—'অইউণ্'। এর মধ্যে আদিটি অক্ষরসামান্য; অপর দুটি, তার দুই মৌলিক বিশেষরূপতা—যাহা পরের সূত্রে বলা হইয়াছে।

বর্তমান সূত্রে যে ব্যপদেশ, তাহা কেবলমাত্র বর্ণ বা লিপিমালাকে উদ্দেশ-করতঃ নহে। অক্ষরসূত্রের 'অক্ষর' এস্থলে প্রসক্ত। সুতরাং সর্বভূমিতেই এই 'অকার' কি বস্তু তা বুঝিয়া লইতে হইবে।

ধর, চিচ্ছক্তি সৃষ্টির নিমিত্ত আপন পরমঘনীভাবে ('অকাময়ত') বিন্দু হইলেন। এই বিন্দুর আদিম 'কাম'—'আমি চলিব, নিজেকে দুই-ইত্যাদি করিব।' এর ফলে, রেখা (ঋজু)। ইহা অকার, যা থেকে অটন, অঙ্কন, আকৃতি। বিন্দু দিক্ ('sense') কল্পনাকরতঃ নিজের দুই দিকে গতিমান্ হইলে, ওই অকার হয়, + এবং –। একটা নিজে থেকে 'অপেত' হওয়া; অপরটি, নিজেতে 'উপেত' হওয়া। + বা – ব্যবহারের (convention) উপর নির্ভর করে। যাই হোক্, এই দ্বিবিধ বৃত্তি হইতে গেলে মধ্যে, মূলে (origin এ) এক 'উদাসীন' স্থল রহিবে। সেটিকে বল, 'শূন্য'। এখানে ক্ষর অক্ষরে 'স্থিত'ই আছে।

ধর, প্যারাবোলাদি অঙ্কন করিবে। প্রথমে, বিন্দু বলিল— 'এই দেখ, ফোকাসরূপে আমি স্থির আছি, আর, এতেই তুমি চলিয়াও স্থির রহিবে।' তারপর, 'অকার' বলিল—'এই যে এক সরলরেখা (directrix) দেখিতেছ এটি তোমাকে স্থির বা ব্যবস্থিত রাখার অক্ষরসামান্য হইয়া রহিল।' এর পর, 'ইকার' এবং 'উকারের' কর্ম। উপরে বিন্দু এবং রেখার অক্ষরপ্রশাসনরূপদ্বয় ধ্যান করিও। দুটির বিশেষটি ভাবনীয়। রেখাকে যদি নাদগোত্র মনে কর, এবং নাদ=বিসর্গ, এও ভাবনা কর, তবে অকারাদির মাতৃকাকৃতি (অং, অঃ ইত্যাদি) নাদবিন্দু অনুবন্ধে বুঝিয়া লইও।

ফল কথা, 'অকার' 'ইকার' 'উকার'—এ সব বিশেষ বিশেষ আকৃতি শক্ত্যাদি

বিন্যাসের রূপ—সর্বভূমিতেই। সুতরাং, 'অক্ষর' বলিতে শুধু বর্ণমালা ও লিপিমালা বুঝিও না। যেমন, প্রণবে অকারাদি। তবে, বর্ণ বা লিপিও 'সঙ্কেতমাত্র' নয়।

সাধারণতঃ, শক্তিবিজ্ঞানে—অ=এক given field of energy; 'হ'=উক্ত field-এর মহাপ্রাণ এবং অবাধ রূপ; ই=উক্ত field এর সম্পর্কে outgoing lines of manifestation—levels of kinetic functioning; উ=উক্তরূপ functioning that combines the dimensions of 'up' and down', 'broad' and 'deep'। অর্থাৎ, উকারে শক্তি এবং তার ক্রিয়ার 'সর্ব্বতোমুখং জ্বলন্তং' (কিনা, উর্জিতত্ত্ব) সাধিত হয়। 'ই' রেখাকে যে গতি বা ঋচ্ছতিরূপটি দিল কেন্দ্র বা নাভি হইতে, 'উ' সেটিকে ত্রিকোণ ত্রিকোষ পদ্মাদি সকল আকৃতিতেও লইল। 'উ' হইতে 'কোণ' 'কৌণিক' সব কিছু। সুতরাং, circular measure, wave function, spiral pattern ইত্যাদিও বটে। পরের সূত্রে এদের প্রসঙ্গ হইবে।

সামান্যাধিকরণ্যং যদক্ষরধর্ম্মতাশ্রয়ি।
সর্ব্বক্ষরাক্ষরাণাং তদ্ভূরকার ইতীরিতম্॥
ঋণত্বে তদপায়ঃ স্যাদনপায়ো ধনত্বতঃ।
উভয়ত্র স্থিতিঃ স্থাণুরুদাসীনা তু মধ্যমা॥ ২৫-২৬

কারিকাদুটির ভাব বলা হইয়াছে। অক্ষরধর্মকে আশ্রয় করে যে সামান্যাধিকরণ্য, সে সামান্যাধিকরণ্য কোন্ কোন্ পদার্থ সম্বন্ধে? সর্ব ক্ষর এবং সর্ব (আপেক্ষিক) অক্ষর সম্বন্ধে। পরম অক্ষর নিখিলের নির্দোষসম এবং ঐকান্তিক 'অধিকরণ'; অপর কিছুর সঙ্গে তার অধিকরণ-প্রতিযোগিতা নেই। সুতরাং, তৎসম্বন্ধে অকারাদির সাক্ষাৎ বাচকতাও নেই। কিন্তু যেই পরমঅমেয়টি আদিম, প্রথম 'মান' অঙ্গীকার করিলেন, অর্থাৎ, তাঁতে 'one dimension' বা 'measure' অধ্যস্ত হইল, সেই তিনি হইলেন—'অয়ম্' ('এই'), যেটি 'ভূঃ' এই সংজ্ঞায় সাধারণভাবে আসে। এইভাবে, ইহা 'অকার'। (অয়ম্-এ অকার অয়্ বা গতিরূপ পাইয়াছে, অথচ স্থিতও আছে।) গতি-স্থিতি দুইটি আছে বলিয়া এতে এক উদাসীন স্থাণু স্থল (বিন্দু) রহে, যার উভয়তঃ 'দিক্' (ঋণে ও ধনে) মানে অপায় এবং অনপায়; আর, উভয় সম্বন্ধে স্থিতি (স্থাণু ও উদাসীন) হয় 'মধ্যমা'।

এই ‘মধ্যমা’ কেবল যে বাক্-চতুষ্টয়ীর অন্যতমা, এমন নয়। বিশ্বে সর্বপ্রকারের গতির ‘ধূঃ’ (axis) রূপে এই মধ্যমা ‘হৃদিস্থিতা’। এটি অক্ষরের প্রতিভূ; এর আশ্রয়েই সর্বগতির একদিকে ‘অপায়’, অন্যদিকে ‘উপায়’; এবং এটিকে অর্দ্ধমাত্রারূপে সমাশ্রয়করতঃ সর্বপ্রকারের গতি তার ধ্রুবা স্থিতি এবং অনপায় ধামটিও মিলাইতে পারে। ‘যতো গতা ন নিবর্ত্তন্তে’।

সুতরাং, অকারের দ্বারা (ক) বাক্-রূপ অক্ষরসামান্যের ব্যপদেশ; (খ) গতিমাত্রের যাহা অক্ষ-সামান্য, তার ব্যপদেশ; (গ) সব কিছুতে (যেমন, স্বরে, নাদে) অনুক্রম, অন্বয়ের ব্যপদেশ; (ঘ) সব ব্যাপারে অপায়-উপায় এই দুটি দিক্সহকারে অনপায়স্থলটিরও ব্যপদেশ; (ঙ) সর্ব ক্ষরাক্ষরের সামান্যাধিকরণ্যের ব্যপদেশ;—এই পঞ্চলিঙ্গ বিশেষভাবে ধ্যানে রাখিতে হইবে।

**১৭॥ আকারেণাততিঃ॥**

আকার (পূর্বোক্ত অকারাশ্রয়ে) আততির ব্যপদেশ॥

স্থিতিস্থাণুত্বমাদ্যস্যাততিং যাতি পরাক্রমাৎ।
দেশকালাদিজন্যানাং রোধানামপসারণাৎ॥
স্থিতিভূস্ততিভূর্জাতা যেনাকারঃ স উচ্যতে।
দুর্গা দুর্গাবরোধে হি তারানুত্তীর্য্যতারণে।
মহামায়া পরাবিদ্যে রাধা ধারা-তদন্বয়াৎ॥ ২৭-২৯

অকারসূত্রে ‘স্থিতিভূঃ’—এই ভাবটির যে মুখ্যতা রহিয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত লিঙ্গপঞ্চকদৃষ্টিতে বোঝা যাইবে। ‘এই’ অনুভব অকারে স্থির হয়, বলে—‘এই তো আমি আছি; অসীম অনন্তের মাঝে এই—এটি হইয়া আছি’। এই প্রকার নিজেকে ‘এই যে—এটি’ করিয়া রাখায়, অকারে অবস্থানের সঙ্গে নিষেধ বা অভাবের ভাবটিও থাকে। এইজন্য অকারে নিষেধ বা অভাবও আসে। ‘এটি হইতে গেলে ওটি-সেটি থেকে আপনাকে যেন ‘গুটাইয়া’ রাখিতে হয়। ইহা প্রাণব্রহ্ম এবং স্বরব্রহ্মের ‘আত্মবলি’; আর, সেই ‘বলির দুয়ারে’ আপনাকে বন্ধন। স্বরূপে তো ‘অ’ ব্রহ্ম—অনন্ত, অনাদি, অসীম।

আজব কথা—যে বলির যজ্ঞে তিনি সকল পাদমাত্রা অতিক্রম করিলেন, তিনিই এই সৃষ্টিরূপ 'যজ্ঞ' ভরণ করিবেন বলিয়া বলির দুয়ারেই আপনাকে বাঁধিলেন! যেটি 'অতিক্রমী' সেটি হইতেছে 'অনুক্রমী'। নয় কি? সবতাতে ভাবিয়া দেখ। দুইতেই 'অ'।

কিন্তু অনুক্রমী (conforming) হইতে গেলেই কোন 'form' (formula ইত্যাদির) এর আনুগত্য যেমন আসে, তেমন আবার সেই আনুগত্য বন্ধবাধ্যতায় (rigid mechanicality- তে) পড়ার প্রবণতা পায়। সর্বক্ষেত্রেই—জপেও বটে। যেটা 'যন্ত্রম্' সেটা 'যান্ত্রিক' হইয়া পড়ে। 'অ'-এ আসে অবষ্টম্ভ। স্থিতি হইতে চায় স্থাণু।

এই নিমিত্ত, এই 'পাশ' বা অবষ্টম্ভ কাটাইবার জন্য, কি চাই? 'পরাক্রম'। 'স্থিতিভূঃ'কে হইতে হইবে 'ততিভূঃ'। এর দ্বারা দেশকালাদিজন্য অবরোধাদির মোচন হইয়া যায়। 'অকরণ' হয় আকরণ এবং ব্যাকরণ। এইটি হইল 'আকার'। এটি অকারের 'পাশ'টি (অবষ্টম্ভ) খুলিয়া দিয়া তাকে বলে—"তুমি মুক্ত হও, উদার, বিশাল হও।" যেটি 'closed function' সেটি 'expanding function' হইল।

কয়েকটি নামে দৃষ্টান্ত:—

'দুর্গ' বলিতে যাতে এবং যা হইতে কষ্টে গতি হয়। 'দুর্গতি' যার সাধারণ নাম। 'দুর্গা' নামে এর নিরসন ঘটে। 'তারা' নামে, যার পার নেই, তার পার মেলে। 'মা মহামায়া' নামে মায়াতীতা যে পরাবিদ্যা, সেটি প্রসন্না হয়; এবং 'রাধা' নামে এই যে 'জড়ীয়' প্রাকৃত ধারা, এটি সেই রসস্বরূপের অভিমুখে অন্বয়ে 'উজান বয়—উল্টে যায়'। অর্থাৎ, যেটি রসাভাসমুখীন, সেটি হয় রসৈকমুখীন।

শ্যামা, উমা ইত্যাদি আকারমুখ্য নামগুলি ভাবনা করিও। 'কালী' নামে আ এবং ঈ দুইবর্ণের মুখ্যতা রহিয়াছে। এতেই বা কি বুঝায়? পরে 'ই' সূত্রে ইহা বিবৃত হইবে।

মনে রাখ যে—বর্ণমাত্রেই প্রাণব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদিরূপে সঙ্কলন—'ইহা হইব' ইত্যাদিরূপে প্রাণের ব্যাপ্রিয়মাণতা (energising)। প্রাণের এবম্প্রকার ব্যাপারবত্তা হইতে গেলে কি কি মূল আকৃতি (Type or Pattern) বিশ্ববিশ্লেষণের আদিমপর্বে মিলিয়া থাকে—ইহাই প্রশ্ন। 'অইউণ্'—এই গোড়াকার প্রশ্নেরই উত্তর। সুতরাং, এই দৃষ্টিতেই (কেবল phonetically ইত্যাদিভাবে নয়) ইহাদের চিনিয়া পাইতে হইবে।

নতুবা জপের বীজাদির অবয়ব মূলবাস্তবে তৈয়ারি হইবে না—'essential' হইবে না। অক্ষর পদার্থের সাক্ষাৎ অধিকরণে আসিবে না।

লক্ষ্য কর যে, প্রাণপ্রযত্নমাত্রের পঞ্চধা বিনিয়োগ হয় :—এইগুলি সংবৃত, আবৃত, পরিবৃত, বিবৃত এবং নিবৃত। ধর, অন্তর্বহিঃ যে কোন প্রবৃত্তি—activation. সেটিকে যদি তার কেন্দ্রে বা নাভিতে একান্ত গুটাইয়া লও, তবে সেটি হইল সংবৃত। (বিন্দুবিলয়ে নাদ সংবৃত।) অপর কোন ব্যাপার দিয়া (যেমন, 'ঝিল্লী' দ্বারা নাদশ্রবণ) সে হয় আবৃত। সেটি আবৃত না হইয়াও অপরের দ্বারা পরিবৃত (environed) হইতে পারে। এ সব সত্ত্বেও অথবা এমত অবস্থায়, সেটি প্রাকট্যে বা স্ফুরণে রহিলে হয় বিবৃত। আর ঐ সব হেতু দ্বারা নিবারিত হইলে হয় নিবৃত।

একটা বটের বীজ। তার নাভিকোষে (germ-cell-এ) সেটি থাকে সংবৃত। ত্বগাদি অবষ্টম্ভকের দ্বারা আবৃত। মৃত্তিকাদি পরিবেশের দ্বারা পরিবৃত। অঙ্কুরাদি উদ্গমে বিবৃত। বীজে অথবা পরিবেশে উদ্গম-উন্মেষটি প্রতিকূলহেতু দ্বারা নিবারিত হইলে, নিবৃত। নিবারণটি হয় দেশকালাদি জন্য রোধসমূহ দ্বারা।

ওঁ, ঐঁ ইত্যাদি জপে বিন্দুতে জপক্রিয়া সংবৃত; নাদে বিবৃত; 'বাহ্য' শব্দাদিদ্বারা আবৃত; অ, উ ইত্যাদি কলায় এবং পাদমপাত্রায় পরিবৃত; আর, তামস-রাজস অন্তরায়দ্বারা নিবৃত। (প্রথম খণ্ডে মান্দ্যের যে সপ্তপ্রকারতা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেটি এস্থলে প্রণিধানযোগ্য।)

অকার এবং আকার সূত্রদ্বয়ে অভিব্যঞ্জকশক্তির 'সব্যাপারা' হবার যে আধার (অক্ষররূপ)—সেটি সামান্যভাবে বলা হইল। এই অক্ষরসামান্যদ্বয় সমস্ত কিছু সব্যাপারা অভিব্যঞ্জকশক্তির "Base".

এইবার, পরের সূত্রে আধারকল্পনের পর 'তদীক্ষণ'—'Index'। যেটি 'রেখা'রূপে one-dimensional ছিল, সেটি এবার রেখা-এবং-লম্বরূপে two-dimensional হইতেছে। যেটি 'ইদং' বা 'অয়ং' মাত্র ছিল, সেটি হইতেছে ইদং-অহম্। শুদ্ধপ্রকাশের নিমিত্ত দ্বৈতের আবশ্যক হয় না; কিন্তু 'ঈক্ষণে' সেটি (সংবৃত অথবা বিবৃত ভাবে) আবশ্যক। অকার নিজেকে 'বিবৃত' করিতেছে: এইবার ইকারের (এবং ঈকারের) পালা। বীজ অঙ্কুরাদি হইবে; সে বলে—'এইবার আমাকে লম্ব দাও।

আমি উঠিব।' বিন্দু থেকে নাদের উদয়াদিতেও তদ্রূপ। 'ব্যাপার' ঠিক আর একই ভূমি বা dimension এ থাকিবে না।

### ১৮॥ ইকারেণেন্ধত্বাদ্ যৎকল্পনং তদীক্ষণম্॥

(ইকারেণেন্ধশক্তিঃ॥)

ইকারে শক্তি (সব্যাপারা) 'ইন্ধ' হইল বুঝিতে হইবে। ফলে, অকারে যেটি 'কৢপ্ত' হইল, ইকারে তার 'ঈক্ষণ' হইতে চলিল। ['Fact' এইবার নিজেকে 'দেখিবে' (sees itself) এবং বহুধা বিনিয়োগ করিবে (treats itself)। অকারে প্রকাশ-বিমর্শ পরস্পরে সংবৃত হইয়া ছিল; ইকারে বিমর্শ বলিতেছে—আমি আলাদা হই? কেমন, রাজি তো? ধর, $e^x$ or $f(x + h)$ দুটি function; অকারে ঐভাবেই 'চুপ' আছে; আকারে বাড়িবার (expanding) জন্য আকূতি; ইকারে? নিজেদিগকে series করিয়া খুলিয়া দেখিল—'ঈক্ষণ'। Finite, infinite; Convergent, divergent; ইত্যাদিরূপে। ইকার না হইলে আকৃতি (গতির curve ইত্যাদি) 'ছকে' কে? ইকার অন্তরীক্ষ বা অন্তরিক্ষ তত্ত্বনির্দেশ দেয়; এটি ভুবঃ, যেমন, অকার ভূঃ।]

আকারে আততির জন্য আকূতি; ইকারে বিততি এবং আকৃতি। সংখ্যার দিক থেকে বিন্দু (পূর্ণ-শূন্য) নিজেকে বলিল—এই দেখ আমি এক—last unit. এই 'এক' দিঙ্মান পাইয়া হইল—+১, –১। এখন, অন্ততঃ বহিঃক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তির বিততিতে (propagationএ) 'inverse square law' ছন্দঃটি মেলে। কেন?—তার হেতুও আছে। পরে সেটি বিবেচ্য। 'অপেত'কে বিয়োগচিহ্নে লইলে, পাই $\sqrt{-1}$। অর্থাৎ 'এক' অপেত-রূপে গতিমান্ হইলে, ওই 'কাল্পনিক সংখ্যাটি' চাই। গণিতে এবং বিজ্ঞানে এই কল্পিত বা কৢপ্তটির ব্যবহার মৌলিক এবং অবশ্যম্ভাবী (যেমন de Moivre's theorem ইত্যাদিতে)। এটিকে বল—*i*. এটি অকার-আকার-দ্বয়ের পূর্বোক্ত কৢপ্তমানের সূচক। ইকারে আর একটি আবশ্যক হয়—Exponential Base—*e*. কেননা, ইকারই ('অন্তরিক্ষ') বিশ্বে, অন্তর্বহিঃ সব কিছুর exponent : বস্তুশক্তিকে 'ইন্ধ' (explicate) করার হেতু। (গুরুশিষ্য, মন্ত্র-জাপক, ইত্যাদিতে 'অন্তরিক্ষ' পূর্বে ভাবিত হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে, 'এর' উপর নির্ভর করে উভয়ের কার্যতঃ

শক্তিসম্পর্কমান।) পরে উকারসূত্রে বেধ এবং কৌণিকবৃত্তির সহপাতবশতঃ গণিত-বিজ্ঞানের অপর এক মৌলিকমানের উদ্ভব ঘটে—π (‘পাই’)। এটি ব্যতীত বৃত্ত-ঊর্মি প্রভৃতি আসে না। এ তিনই স্বয়ং ‘অমানি’, কিন্তু সব কিছুর ‘মানদ’।

যজ্ঞে (জপেও) অকার=অগ্নি; আকার=বেদীতে আধান; ইকার=ইন্ধন; উকার (‘সু’ ঋতুতে যেমন)=স্বাহা=অগ্নিকে তার স্ব-শক্তিমানে আবাহন। (‘ব’ এবং ‘উ’ পুনশ্চ প্রণিধানে আন।)

পক্ষান্তরে, নাভি=উকার; অর=‘ই’; নেমি=‘আ’+‘ই’=‘এ’। ‘অ’ এ তিনেরি অক্ষ বা অক্ষরসামান্য।

বিকল্পসূত্রে ‘ইন্ধশক্তি’ আছে। ‘ই’ এবং ‘শ’ দুই-ই তালব্য। ধর, ‘অ’ যে কোন প্রকারের শক্তির আধার—Base. ইহা ‘ইন্ধ’ হইতেছে—মানে, উহাতে ‘দণ্ডধারণী বৃত্তি’ আসিয়াছে, যেমন, রেডিয়াম থেকে আলফাদি তিনপ্রকারের রশ্মিবিকিরণ। বিকিরণটি ‘দণ্ডবৃত্তি’। আর, সে বিকিরণ যদি কন্‌কেভাদি মিরারে সম্পাতিত হয়, তবে ‘ধারণ’ও বটে। তালু এবং তালব্য এবম্প্রকার কন্‌কেভাদি ভূমিতে সম্পাতনের দৃষ্টান্ত এবং প্রতীক। বাকে প্রাণশক্তিনিমিত্তক যে স্পন্দনগুচ্ছ, তাদের তালুতে এবম্বিধ সম্পাতন (incidence)—তালব্য বর্ণ। ‘ইন্ধ’ শব্দটিতে এর নির্দেশ রহিয়াছে। ‘শক্তি’ শব্দেও আদি ও অন্তে তালব্য, মধ্যে ‘ক্ত’। ‘ক’ ব্যঞ্জনমুখ, ‘ত’ তলসূচক।

আচ্ছা, ‘উ’? ওষ্ঠ্যবর্ণ, বেধবৃত্তি। অর্থাৎ যে কোনপ্রকারের শক্তিকে কেবলমাত্র valve-এর মত ‘canalize’ করিতেছে না, পরন্ত সেটি ‘অগ্র্যা’ (pointed, ‘brought to a head’) -ও হয় এর দ্বারা। এই নিমিত্ত পূর্বোক্ত তালব্যবৃত্তি (incidence on a concave mirror, for example) কেন্দ্রীণবৃত্তিতায় (massing and focussingএ) আসিয়া থাকে। এই সূত্রালোকে হ্রীঁ, হূঁ, জূঁ—বীজগুলি পরীক্ষা কর। গণিতের অন্য পরিভাষায় অ, ই, উ = Base, Index, Co-efficient.

ধর, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র—ওঁ জূঁ ষঃ সো জূঁ ওঁ। এ মন্ত্রটির ‘শক্তিলেখ’ কিভাবে আঁকিবে? ‘জূঁ, বীজটি একবার মূর্দ্ধন্য ষ-এর আগে, আর একবার ‘স’-এর পরে—এতে কি আসিল? ‘জ’ তালব্য। ‘জূঁ’-এর দ্বারা বাক্-প্রাণাদিশক্তির পরিপূর্ণ বিন্দুঘনীভাব; ‘ষ’ দ্বারা এর নিরতিশয় কাষ্ঠা; বিসর্গের দ্বারা সে কাষ্ঠা যে মুক্ত এবং

সক্রিয় (সোম অথবা অমৃতক্ষরণ রূপে), ইহা সূচিত হইল। 'স' সিঞ্চিতশক্তি, কিন্তু 'সো' সেটিকে বিক্ষেপ (dissipation) আকৃতিতে না রাখিয়া সুষম ঊর্মিতে ('ও') রাখিতেছে; সুতরাং আয়ুর যে শক্তিব্যয়, সেটি 'অপব্যয়' হইতে পারিতেছে না; 'জুঁ'-এর শাসনে রহিয়া তাতেই পুনশ্চ সমাহৃত, সংগৃহীত হইতেছে। কাজেই, শক্তিব্যয়ের আগে-পাছে অমৃত-অব্যয়ের আধান-আশ্বাস (guarantee) রহিয়াছে। যেমন, আহারকালে অমৃতকে 'আস্তরণ' এবং 'পিধান' উভয়রূপে আবাহন করা হয়। এখন বল—এটি সত্যই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কিনা। 'ষ' এবং 'স' দুটিকে ঠিক ঠিক চিনিতে হইবে।

অকারেণ ধনুর্দণ্ড আকারেণ তদাততিঃ।
জ্যারোপণমিকারেণোকারেণ লক্ষ্যবেধনম্॥

একটি শ্লোকে এইভাবে উপমা দিয়া বলা হইতেছে :—অকার যেন ধনুর্দণ্ড, আকার সেটিকে 'আতত' করিল; ইকারে তাতে জ্যা-রোপণ হইল; এবং উকারে তদ্দ্বারা (জ্যাকর্ষণ এবং শরসন্ধান পূর্বক) লক্ষ্যবেধও হইল।

অভিব্যঞ্জকশক্তির্হি সব্যাপারা যদা ভবেৎ।
ক্রিয়াচ্ছন্দোনিমিত্তায়া বাধায়া অপসারণে।
দ্বিপদী সা তদা জ্ঞেয়া ভুবশ্চেতি নিরূপ্যতে॥
ইকারেণ যদিন্ধত্বং তন্মূলং ব্যক্ততাং প্রতি।
স্বপ্রকাশা হি যা চিৎ সা সর্ব্বপ্রকাশনে চিতিঃ॥৩০-৩১

অভিব্যঞ্জক শক্তি সব্যাপারা হয় কখন? (যথা, বীজাদিতে?) ক্রিয়ার যেটি ছন্দঃ (the law or equation governing the action), তার সঙ্গে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্পর্ক রাখে যে 'বাধা' (retarding, restricting factor), সে বাধার যখন অপসারণ ঘটে, তখন। (বীজ থেকে অঙ্কুর বাহির হয় কখন, তা আবার চিন্তা কর।) আচ্ছা, তাহা হইলে কি পরিবর্তন হয় (মৌলিক)? যেটি অকার এবং ভূ-রূপে

একপদী ছিল ('Base' মাত্র ছিল, ধনুকের দণ্ড ছিল), সেটি ইকার হইয়া ত্রিপদী হইল—'ভুবঃ', 'অন্তরিক্ষ'। (এইবার বীজাঙ্কুর, Base-Index, দণ্ড এবং জ্যা—এই দ্বিপাদ আসিল।) অতএব, ইকারে (পূর্বপ্রদর্শিত) যে ইদ্ধভাব, সেটি সকল প্রকারের অভিব্যক্তির (ব্যক্ততা, kineticity) মূল। এই নিমিত্ত, পরমমূলে দৃষ্টি রাখিয়া বুঝিতে হইবে যে—স্বপ্রকাশ যে চিৎ, তাহা সর্বপ্রকাশনে (অর্থাৎ, ইদ্ধভাব যে ইকার সেটিকে অঙ্গীকার করতঃ) হয় 'চিতি'। প্রকাশস্বরূপা চিৎ, সর্ব-বিমর্শমূল ইকারকে স্বীকার করে চিতিরূপে।

চিৎ-এ আদ্য ইকার, সেটি কি করে? সর্বপ্রপঞ্চোপশম, অবাঙ্মনসগোচর যে পরম, সেটিকে যেন বলে—'তুমি আছ, (সৎ) এবং স্বপ্রকাশস্বরূপেই আছ।' সৎ এবং চিৎ যেন পরস্পরকে 'চিনিয়া' লয়। আর, অন্তে অপর 'ই' বলে—'তুমি সর্বপ্রকাশনও বটে—যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

পরের উকার সূত্রে—আরও এক পদ। ধনুর দণ্ড এবং জ্যার সঙ্গে শরও। সচ্চিতের সঙ্গে আনন্দ। উকার 'স্ব' কে 'বেধ' করতঃ তার আনন্দ স্বরূপ খুলিয়া দেয়।

যে কোন Base এর Index টি zero করিলে হয় 'এক' (একমেবাদ্বিতীয়ম্); কিন্তু Co-efficient টি zero করিলে হয় 'শূন্য'।

উকারের পূর্বে ঈকার, যেমন, 'অ' এর পর 'আ'।

**১৯॥ ঈকারেণাভীদ্ধশক্তিঃ॥**

দীর্ঘ ঈকারে অভীদ্ধশক্তি বুঝিতে হইবে॥

'ইদ্ধ' 'অভীদ্ধের' তফাৎ কি?

'অভি' দ্বারা অভিমুখীনতা (orientation, pointedness) বিশেষভাবে সূচিত হয়। ধর, অগ্নি আছে ('অ'); তাতে ইন্ধন দিলে, ফলে তাপ বৃদ্ধি এবং বিকিরণ হইল; কিন্তু তোমার অভীষ্ট অভিমুখে সে তাপ পাও কি করিয়া? Blow pipe ইত্যাদি চাই তো?

আমাদের ভিতরে কামাদি বৃত্তি তো প্রায়ই 'ইদ্ধ' (excited) হইতেছে, কিন্তু

শুধু 'প্রেয়ঃ' কে ছাড়িয়া 'শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের' অভিমুখে সেটি হয় কি করিয়া?—ইহাই তো সমস্যা! বীজ মন্ত্রে 'ঈঁ' কেন? সাধুসঙ্গাদি হইতেছে; ফলে, পরাপ্রকৃতিতে 'ইন্ধভাব' টি হইল; কিন্তু, 'দীক্ষা' সেটিকে 'অভীন্ধ' করার নিমিত্ত। যথেচ্ছ 'নাম' লইতেছি, তাতে 'ইন্ধ'; কিন্তু 'মন্ত্র' রূপে 'গ্রহণ' (ব্যাহরণাদি) করিলে, 'অভীন্ধ'; ইত্যাদি। কেবল 'ইন্ধে' যাহা patency মাত্র,—'দেখিতেছি ব্যক্ত হইয়াছে'—এই রূপ, 'অভীন্ধে' সেটি potencyর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। (যেমন, ঘরের পাখা হাত দিয়া চালাইয়া দিলে কিছুক্ষণ ঘোরে, কিন্তু সুইচ্ খুলিয়া শক্তিভাণ্ডারের সাথে সংযুক্ত করিলে ঘুরিতেই থাকে, এবং রেগুলেটার সাহায্যে তাকে বাড়ান' কমান'ও যায়।) Potency = কুণ্ডলীশক্তি সব কিছুতে। নিখিল সৃষ্টিমূলে, বিন্দু। Patency = নাদ বটে, তবে নাদ-বিন্দু পরস্পরে শিব-শক্তির মত 'সামরস্যে' রহিলে অক্ষর-অব্যয়।

সব্যাপারা যদাসৌ স্যাদাধারশক্তিকুণ্ডলী।
অণুতনূরুসংস্থাসু কারকচ্ছন্দসাং ধৃতেঃ।
আভিমুখ্যেন চেন্ধত্বং তদা সৌষুম্নবর্ত্মগা॥
অভিতো মহদব্যক্তং ব্যক্তেরিন্ধনমাহর॥ ৩২-৩৩

পূর্বসূত্রে 'ক্রিয়াচ্ছন্দঃ', বর্তমান সূত্রে 'কারকচ্ছন্দঃ'। আগেরটি, law governing work, পরেরটি—power.

কারকচ্ছন্দঃ ঠিকভাবে 'ধারণ' (ধৃতেঃ) করিতে 'ঈ' কারের সবিশেষ উপযোগ। ধর, কাগজের উপর একটা বৃত্ত আঁকিবে। যে কম্পাস লইয়া আঁকিতেছ, সেটি কেন্দ্র থেকে প্রতিটি ব্যাসার্দ্ধের দৈর্ঘ্য ঠিক রাখিতেছে তো? সর্ববিধ 'তন্ত্রে' ইকার, যন্ত্রে ঈকার, মন্ত্রে উবর্ণ বিশেষভাবে অনুকূল থাকা চাই। যদি বল—ঐঁ মন্ত্রে উবর্ণ কোথায়? স্থূলতঃ নেই, কিন্তু বিন্দুবিলয়ে আছে। অর্থাৎ, ব্যক্ত এবং কলিত-ফলিত নাদকে অর্দ্ধমাত্রাশ্রয়ে বিন্দুবিলীন করিতে, আছে। ওঁ আদি সকল মন্ত্রেই। অণু, তনু, উরু—সকল সংস্থাতেই ঈকার দ্বারা কারকছন্দের ধৃতি হইয়া থাকে। কারকচ্ছন্দঃ আর বলে না—'ঠিক ঠিক করিব না; ব্যাজ বিঘ্নে যাইব।' কারকচ্ছন্দঃ বলিতে বিশেষ করিয়া—কর্তা, করণ এবং অধিকরণ (অধিষ্ঠান)। গীতার সেই 'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা

করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্'। ধর, আকাশে কোন সুদূর লক্ষ্য (ঊর্দ্ধে বা সমতলে) উদ্দেশ্যে একটা রকেট্ ছুড়িবে। এতে ক্রিয়াচ্ছন্দঃ আর কারকচ্ছন্দের ভেদ ভাবিয়া দেখ। ক্রিয়াচ্ছন্দ কি বলে? ধরাপৃষ্ঠ থেকে যৎকিঞ্চিৎ 'প্রক্ষিপ্ত' (projectile), তাহা প্যারাবোলার পথে আবার ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবে। কিন্তু কারকচ্ছন্দ বলিল—'বেশ, কিন্তু যদি ও-তে এমন সম্বেগমান (momentum) দেয়া থাকে অথবা সঞ্জাত হয়, যে তদ্‌দ্বারা সে তোমার ছন্দে (parabola-য়) ও-ভাবে না আসিয়া, ঊর্দ্ধে বা সমতলেই কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে (target-এ) ঠিক যাইবে, তবে?' বলা বাহুল্য, এ 'অসাধারণ' কর্মটি হইতে গেলে উক্ত রকেটে 'অসাধারণ' (nuclear, supersonic ইত্যাদি) শক্তি দেয়া-থাকা অথবা সঞ্জাত হওয়া চাই। ক্রিয়াচ্ছন্দ 'বাতিল' হইল না; প্রবলতর হেতুদ্বারা ক্রিয়ার রূপ এবং আকৃতি এবং ফল বদলাইল।

একটা বীজ থেকে অঙ্কুরাদিক্রমে উচ্চ বৃক্ষ জন্মে—এই প্রকারের 'অভীদ্ধ' শক্তিদ্বারা, কেননা, পৃথিবীর আকর্ষণ সব সময়েই বৃক্ষের রসাদিকে নীচেই টানিতেছে। 'প্রাণ' ওখানে অভীদ্ধশক্তি। আমাদের যেটি অপরাপ্রকৃতি সেটিও তদ্রূপে 'entropy' বা নীচে গড়াবার দিকেই ঝুঁকিয়া আছে। সেটিকে পরা এবং পরমার দিকে তুলিবার নিমিত্ত চাই অভীদ্ধ—ঈবর্ণ। 'বহোৎ যতন করেঁ তো উপর ঠাহরায়।' বলা হইয়াছে যে—গুরুশক্তি 'দীক্ষা' এবং ঐঁ-আদি বীজ সহকারে এই 'উল্টে-যাওয়া' (reversing the reverse) কর্মটি সাধন করেন। ইহাই আসলে সহজসাধন এবং কুণ্ডলীশক্তির 'জাগৃতি'। 'হরিঃ ওঁ বা 'হরিবোল' বা প্লুতস্বরে 'হরি' 'হরি হে' নামে ইন্ধের অভীদ্ধত্ব ঘটিয়া যায়। 'কালী' নামও লও। ইন্ধ যে প্রাকৃতকাম, তার অভীদ্ধত্ব হয় (sublimation) ক্লীঁ (কামবীজ) জপাদি দ্বারা। কাম পেশীপ্রবণ না হইয়া ঐশীপ্রবণ হয়।

কোথাও বা স্পষ্টতঃ না হইলেও, ইকার এবং ঈকারের ধ্বনির অন্তর্ভাব থাকে। যথা, ঐঁ বীজে। অ বা আ+ই='এ' বটে, কিন্তু এতে 'ই' তার মুখ্যতা লুকাইয়াছে। ঐঁ-তে ইহা অভীদ্ধ। এ-তে 'গড়াইয়া যাওয়া' আকৃতি। অ এবং ই 'কৌণিকসম্বন্ধে' আসিয়াছে; গতি কৌণিকগতি (angular velocity) হইয়াছে। যে কোন নেমিতে ঘুরিয়া যাওয়া এর দৃষ্টান্ত। এরূপ ঘোরাতে বিষম-বৃত্তিতে (eccentric) পড়ার আশঙ্কা আছে। যার ফলে, কোন সুষমরেখাতে 'bulging in' 'bulging out'

ইত্যাদি ঘটিতে পারে। 'ছট্‌কাইয়া যাওয়া'ও সম্ভাবিত। গায়ত্রীজপে 'বরেণ্যং' বলিলে যেমন এই ভয় থাকে। কিন্তু 'বরেণীয়ম্' করিয়া ব্যাহরণ করিলে সেটি থাকে না। 'এ' 'ঐঁ'-এর সুষম-অভীদ্ধ ছন্দে (harmonic uplifting moment) আসে। 'ধীমহি' স্থলেও সাবধান। ঐঁ-তে অভীদ্ধ ঈধ্বনি, সেটি নেমিবৃত্তিকে (১) অরসম্পর্কে বিধৃত রাখে; (২) নাভিসংশ্রয়েও স্থিত রাখে; (৩) নাভিকেও কলা-নাদ-বিন্দু সংযুক্ত রাখে। সুতরাং, এটি গুরুবীজ, কেননা, গুরুশক্তি বাক্-প্রাণ-চিত্তাদির নেমিবৃত্তি-মাত্রকেই ঐ সংস্থাত্রয়ীতে লইয়া পরমসংস্থার উপযোজক হয়। পক্ষান্তরে, ওঁ, হৌঁ প্রভৃতি উধ্বনিপ্রধান। তাতে শক্তির ঊর্জস্থ।

কারিকায় বলা হইয়াছে যে, যেটি ইন্ধ, সেটি উক্তভাবে অভীদ্ধ না হইলে 'সৌষুম্নবর্ত্মগা' হয় না। 'সৌষুম্নবর্ত্ম' বলিতে কি বুঝিবে? যেটি পরম অব্যক্ত (Alogical Absolute), সেটি ক্ষিত্যাদিরূপে সৃষ্টির অভিব্যক্তিভূমিতে 'অবতরণ' করিতে, এবং তাহা হইতে সকলকিছু আপনাতে 'সমাবৃত্ত' করিতে যে সুষম-স্বচ্ছন্দ-সমর্থ ঋতপন্থা গ্রহণ করেন, সেইটি সৌষুম্নমার্গ। এটি সাধারণ লক্ষণ। পরে সূত্রিত এবং বিবেচিত হইবে। তবে, এখানে দেখ যে, পরমের সৃষ্টিতে 'আসিতে' এবং তা থেকে 'ফিরিতে' আদৌ (as prime logical nexus and pre-condition) আদ্যা কলনীশক্তিরূপটি পরিগ্রহ করিতে হয় (Will-to-be-and-become)। এটি সর্বকারণকারণ—স্বয়ং অহেতুক, অচিন্ত্য, অনির্বচনীয়। Alogical and Logical-এর মাঝে এটি nexus—সেতু। এটিকে 'মহদব্যক্ত' বল। (সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান ঠিক ভাবিও না।) এ থেকে বিন্দু-নাদ-কলা—এই মূল ত্রিপুটী (Basic Triad of Categories)। মন্ত্রে, যন্ত্রে, তন্ত্রে এই ত্রিপুটী সৃষ্টির ভূমিকায় 'স্বচ্ছন্দে' অবতরণ করে, আর, (নিবৃত্তি বা উপরমে) সৃষ্টিপ্রপঞ্চকে 'পরমে' ফিরাইয়া লয়।

ফিরাইয়া লয়—পূর্বলক্ষিত আদ্যাকলারূপ যে 'মহদব্যক্ত' তার মাধ্যমে। 'অর্দ্ধ' কথাটার ভাব ঠিক রাখিয়া, ও-টিকে অর্দ্ধমাত্রা বল। অমাত্র বা মাত্রাতীত পূর্ণমাত্র, একমাত্র হয় কিরূপে?—এইটি 'অর্দ্ধ'-সম্বন্ধে গোড়ার কথা। তার পরে আর সব কথা। অংশমাত্রা, পাদমাত্রা, কলাকাষ্ঠামাত্রা, ইত্যাদি। 'হংসঃ' এবং 'সোঽহমের' মূলে অভিন্ন অব্যক্ত আধারটি কি?—এর খোঁজে ঐ মহদব্যক্তে আসিয়াছি।

আচ্ছা, সুষম-স্বচ্ছন্দ-সমর্থ ঋতবর্ত্মে 'প্রবৃত্তি' এবং তা থেকে 'নিবৃত্তি'র যে

স্বভাবমার্গ, তাহাই সুষুম্না। এটিও সার্বভূমিক তত্ত্ব। এই বর্ত্মগতিতে কতিপয় মূলসন্ধিস্থল এবং (তিনটি) মেরুস্থল আছে, দেখিব। এগুলি 'চক্র'। মেরু তিনটি:—সুষুম্নার মূলাধার মুখে; নাভিতে অথবা হৃদয়ে; এবং আজ্ঞায় দ্বিদলে। মেরুস্থলে এক-একটা critical phase of transformation. প্রথম মেরুতে সামান্যতঃ কুণ্ডলীশক্তির জাগৃতি; দ্বিতীয়ে, বিশেষতঃ সূর্য বা প্রাণশক্তির; হৃদয়ে, বিশেষতঃ ভাব এবং ধ্যানশক্তির; দ্বিদলে, বিশেষতঃ জ্যোতিঃ এবং রোচিঃ (সম্মিলিত)।

ঈবর্ণকে তোমার মন্ত্রাদিতে এই 'পূর্ণাহুতি'র নিমিত্ত উদ্দীপ্ত, অভীদ্ধ হইতে দাও।

**২০।। উকারেণোর্জ্জিতশক্তির্বেধমুখ্যত্বাৎ।।**

উকারে মেধমুখ্যবৃত্তি আছে বলিয়া উহা ঊর্জিত শক্তি বুঝায়॥

পূর্ব দুটি সূত্রে ক্রিয়াচ্ছন্দঃ আর কারকচ্ছন্দঃ, এবং সেই সঙ্গে patency factor and potency factor বিবেচিত হইয়াছে। বর্তমান সূত্রে বস্তুচ্ছন্দঃ এবং valency factor. কর্ম বা সাধনের যেটা উদ্দেশ্য, সেটা পূরা সফল হইতে গেলে শুধু ক্রিয়া আর কারক স্বচ্ছন্দ-সমর্থ করার দিকে নজর রাখিলেই চলিবে না। 'বস্তু' (substance, core, essence) বলিয়া, 'স্ব' বা 'নিজ' রূপে, যে পদার্থটি রহিয়াছে, তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ-সমর্থ সম্বন্ধটি মিলাইতে হইবে। সেই যে—'গুরু, ইষ্ট, মহাজন কৃপা মোরে কৈল। একের কৃপা বিনু সব ছারেখারে গেল॥' ঐ 'এক'টি কি? 'বস্তু'—নিজে। 'পহিলে আত্মকৃপা'—কথাটারও তাই মানে।

ধর, কোন লক্ষ্যবস্তু বেধ করিবে। তোমার ধনুঃ, জ্যা, শর সবই ভাল; কিন্তু তুমি 'নিজে' নিপুণ সন্ধানী তো? আর, বেধ্যবস্তুটি তোমার ও-ভাবে বেধযোগ্য তো? 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে' মনে আছে তো? 'স্ব'তে 'ব'রূপে, আর 'বস্তু'তে 'উ'রূপে বেধবৃত্তিমুখ্য উবর্ণের উপযোগটি নির্দেশ করিতেছে। 'উপযোগ' মানে relation of co-efficient interaction : দুয়ে দুয়ের সম্পর্কে স্বচ্ছন্দ-সমর্থ।

বিজ্ঞানব্যবহারে যেমনধারা Principle of Screw, Spring, Spiral ইত্যাদি সব দরকার হয় ক্রিয়া-কারককে বস্তুবেধাদি সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দ-সমর্থ করার নিমিত্ত,

তেমনিধারা বাকের দিক্ থেকে (সুতরাং প্রাণশক্তির) উবর্ণ। শক্ত কোন জিনিষে কীলা ঠুকিবে? স্ক্রুতে প্যাঁচ দিয়া সহজে হয়; বাহিরও হয় সহজে উল্টাপ্যাঁচে। স্পাইরাল-স্প্রীং-ইত্যাদিও বেধবৃত্তিতে ভাবিয়া লইও। শক্তিমাত্রকে মন্থনী, ঘননীরূপে ঊর্জিতরূপে এবং উদ্‌বর্তনে পাইতে এই দুই আকৃতির সবিশেষ উপযোগ। এ-দুটি ব্যতীত জড়ে, প্রাণে, অথবা মানসে কোন ছান্দসী ক্রিয়াও 'বাস্তবী' হয় না। 'একপেশে', 'ওপর-ওপর' (partial, abstract) থাকিয়া যায়। নেব্যুলার হাইপথেসিস্ ইত্যাদিতে স্পাইরাল্, এবং অন্যত্র স্প্রীং-এর তত্ত্ব চিন্তা করিও। প্রথমটি বিশেষতঃ উ, দ্বিতীয়টি ঊ। ওষ্ঠ্যবর্ণ-পূর্বে এর আকৃতি (valve ইত্যাদি) কথিত হইয়াছে।

যে কোন স্পাইরালকে 'অসীম বিতানে' লইলে, তার যেটি অক্ষ, সেটি 'নাদ'; এবং 'অসীম ঘননে' আনিতে পারিলে, সেটি হয় 'বিন্দু'। এই দুই কাষ্ঠা বা লিমিটের মাঝেকার সর্ববিধ অবস্থানই 'কলা' (কলিত-ফলিত অর্থে—as evolved)।

'ইদ্ধ', 'অভীদ্ধ' আর 'ঊর্জিতে'র মধ্যে ভেদ লক্ষ্য কর। ধর, রসায়নাগারে কোন উপযুক্তপাত্রে দুটি গ্যাস (H, O) লইয়াছ। উদ্দেশ্য বা ফল—জল। কারেণ্ট চালাইলে (ইন্ধ); যাবৎ যে মাত্রায় দেওয়া আবশ্যক, তাও দিলে। অর্থাৎ, patency (charge), এবং তার উপযুক্তমান (volts)—potency—দুই-ই ঠিক আছে। তবু জল যদি না হয়? কি বুঝিবে? valency, কিনা, বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষার যে অনুপাত, সেটা ঠিক নেই। হয়ত' বা বস্তুই ঠিক তাই নেই, শুদ্ধ নেই। বস্তু 'শুদ্ধ' এবং তার 'প্রস্তুতি' ঠিক 'যোগ্য' হওয়া চাই। ঊর্জিত হয় যদি বস্তু শুদ্ধ এবং প্রস্তুত থাকে।

জপাদি সাধনেও এই সূত্র নাও। প্রণবে যে উবর্ণ, সেটি সৃষ্টিতে সমস্ত কিছুকে ঊর্জিত করে, প্রতিটি পদার্থকে তার বাস্তব সফলতায় তুলিয়া দেয়, যেমন, বীজকে তার পুষ্পে, ফলে। সব কিছুর উদয়ে এবং উন্মেষে একরূপে, বিলয়ে বা অন্তর্ভাবে অন্যরূপে। সেই বিবৃত-সংবৃতাদির কথা আবার মনে কর। একটা expanding, evolving, অপরটা contracting, involving. জপে এটি সাধন করিতে হয়—নিজের মধ্যে বিশ্বোদয় এবং বিশ্ববিলয়কে শুদ্ধ, সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছন্দ, সহজ ভাবে পাবার নিমিত্ত।

এইবার কারিকা—

ত্রিপদী বেধমুখ্যত্বে নিরোধস্যাপি বারণাৎ।
নিতরামূর্জ্জিতাশক্তিঃ স্বরিতিখ্যাতিমাগতা॥
গ্রন্থিত্রয়স্য চক্রাণাং ভেদনপাটবং যতঃ।
ক্রিয়াকারকয়োশ্ছন্দঃ ফলস্য চাপি পূর্য্যতে॥৩৪-৩৫

উবর্ণতে শক্তির আকৃতি (এবং ছন্দঃ) ত্রিপদী হইয়া থাকে। এটি 'স্বঃ', এই খ্যাতি আপন্ন। 'স্বঃ' তে 'ব', বস্তুমাত্রের অব্যাকৃত, সংবৃত রূপ—the store of potential power, of 'rest energy'. উবর্ণ 'ব' এর 'সম্প্রসারণ', কাজেই 'নিতরামূর্জ্জিতরূপ'। চিচ্ছক্তি প্রাণ-ক্ষিত্যাদিরূপে ঘনতায় (বিন্দু, নাভি, কেন্দ্র, সংঘাত—ইত্যাদিক্রমে) আসিলে তবে 'বস্তু' হয়। শব্দের বর্ণরসায়নও তাই বলে। ঘনত্ব হইলেই বেধযোগ্য সংস্থা। এ ঘনত্ব কেবলমাত্র (জড়ে যেমন) three-dimensional, অথবা, time কে ধরিয়া four-dimensional মনে করিলে চলিবে না। এ 'ত্রিপাৎ' বা ত্রিপদী আকৃতি সর্ব বস্তুসংস্থাতেই মৌলিক। যেমন, কালে 'এখন' অকার, 'তখন' উকার, আর, এতদুভয়ের মধ্যে যে 'interval' (অন্তরিক্ষ), সেটি ইকার। সংখ্যায় Base, Index, Co-efficient বলা হইয়াছে। রেখায় ও যন্ত্রে তল, লম্ব বা অক্ষ এবং ঘনত্বের (substance dimensions এর) নিমিত্ত যেটি অথবা যে কয়টি 'বেধমান' আবশ্যক হয়। (একটা ইলেক্ট্রণের নিমিত্ত যদি তিনটি দিঙ্মান দরকার হয়, দুই বা ততোধিকের নিমিত্ত উত্তরোত্তর অধিক দরকার হইয়া থাকে।)

গ্রন্থিত্রয়, এবং সাধারণতঃ চক্রকোষাদি সংঘাতের 'ভেদনে' উবর্ণের পাটব জানিবে। যেমন, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে 'জূঁ' বীজ। 'হূঁ' বীজ, 'দূঁ' বীজ, ইত্যাদি। আর আগে দেখান হইয়াছে যে, ক্রিয়াকারক ছন্দ দুটিকে ফলপ্রসবসমর্থ ছন্দে লইতে উবর্ণের উপযোগ।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্বের শব্দস্পন্দ (supersonic) দিয়ে অনেক অঘটন সংঘটন হইতেছে। এর ভিতরে যেগুলি বিশেষভাবে 'বস্তুকেন্দ্রীণ' (nuclear acting), সেগুলি সূত্রালোচিত উবর্ণের অধিকারে আসে। যথা, 'হূঁ ফট্' কেন্দ্রীণশক্তি বিদারণে (fission)। এদেশের রহস্যভাষায় যেটিকে সুষুম্নামার্গ এবং তার কেন্দ্রপরম্পরা (চক্র)

বলা হয়, সেটি সূক্ষ্মগ্রামের শব্দস্পন্দ উৎপাদন এবং বিনিয়োগ করার সবিশেষ উপযোগী 'যন্ত্র'। ওঙ্কারসহ 'লঁ' ইত্যাদি বীজদ্বারা এই স্বভাব-যন্ত্রটিকে স্বচ্ছন্দ-সমর্থ করিয়া লইতে হয়। উবর্ণ বস্তুনিমিত্তবাধা (নিরোধ) দূর করে। এতে সর্ববিধ শক্তির ঊর্জস্ত্ব লক্ষিত হয়। এবং এটি 'সুবঃ'।

জঁ হূঁ দূমিতি বীজেষু বেধবজ্রং প্রকল্পয়।
ভুবস্ত্বং যদুকারস্য প্রণবে তচ্চ ভাবয়॥৩৬

ঐ ঐ বীজগুলিতে 'বেধবজ্র' নিহিত, সুতরাং, জপাদি দ্বারা দধীচির অস্থি থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মত সর্বনিরোধ ('বৃত্রাসুর') নিবারণের নিমিত্ত বেধবজ্র নির্মাণ কর। আর, প্রণবে উকারের যে ভাবে 'ভুবঃ' এই রূপও রহিয়াছে, তাহাও তলাইয়া ভাবনা কর। প্রণবে ইকার স্পষ্টতঃ নেই, উকার আছে। প্রণবে এই 'উ' ভুবঃ এবং সুবঃ দুইকেই সম্মিলিত ভাবে লক্ষিত করে। এই সম্মিলিত ক্রিয়া 'ম'তে সর্ববস্তুর মূলকেন্দ্র যে বিন্দু, তাতে সংস্পর্শ পাইতে চলে। সুতরাং, উকারে, সেস্থলে, অভীপ্ধ-উর্জিত এই দ্বিবিধ শক্তিমান (power dimensions) আছে, এবং জপে দুটিই পাইতে হয়।

২১॥ ত্রিভিঃ সচ্চিদানন্দঘনত্বং যথাক্রমম্॥

পূর্বোক্ত তিন মূলবর্ণে যথাক্রমে সৎ, চিৎ, আনন্দের ঘনত্ব লক্ষিত হয়। অর্থাৎ, অকারে সৎ, ইকারে চিৎ এবং উকারে আনন্দঘনত্ব বুঝিবে। বর্ণমাত্রেই ঐ ত্রিতয়ের ঘনত্ব সামান্যভাবে থাকিলেও, উবর্ণে বিশেষ ও মুখ্যভাবে। উকারে বস্তুমাত্রে তার বস্তুত্ব পূরা (শক্তির কেন্দ্র, নাভি, উৎস ইত্যাদি রূপে) পাইয়া থাকে। 'ঘনত্ব' বলিতে, সামান্যভাবে, অক্ষররূপ ব্রহ্মের ঘনীভাব।

কণ্ঠ্যোঽকারঃ সদাত্মা হি তালব্য ইশ্চ চিন্ময়ঃ।
ওষ্ঠ্য উকার আনন্দঘনত্বমক্ষরং ত্রিপাৎ॥
সচ্চিদানন্দরূপত্বমোঙ্কারাদ্যক্ষরত্রয়ে।
নাদঃ সন্ বিন্দুরানন্দশ্চিৎ কলেতি সমন্বয়ঃ।
হ্রীমাদিসর্ব্ববীজেষু ব্রহ্মাক্ষরস্য গাঢ়তা॥৩৭-৩৮

কণ্ঠ্যবর্ণ অকার সদাত্মা; তালব্য ইকার চিন্ময়; ওষ্ঠ্য উকার আনন্দ। অক্ষর ব্রহ্ম 'ত্রিপাৎ' হইলে (অ ই উ; নাদকলাবিন্দু; ইত্যাদি পূর্বপ্রদর্শিতরূপে), 'ঘনত্ব' সংজ্ঞা হইয়া থাকে। (ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর যে, আনন্দকে নিখিলবস্তুর 'হৃৎ' বলা হইয়াছে।) ওঙ্কারের অক্ষরত্রয়কেও সচ্চিদানন্দরূপে ভাবনা করিবে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ওঙ্কারের উবর্ণে ই-উ দুই স্বরেরই সমাহার হইয়াছে। তন্মধ্যে, উদয়ে 'ই' এবং বিলয়ে 'উ' সবিশেষ বৃত্তিমান্ হয়। আর, 'ম' অর্দ্ধমাত্রার সেতুটি স্পর্শ করাইয়া দেয়। সেখানে নাদ-বিন্দুকলা—এই ত্রয়ী সমবেতা, অর্থাৎ, একটা undifferentiated integrityতে রহিয়াও differentiated হইতে চায়—অর্দ্ধাদিক্রমে ঋধ্যমান হয়। যাহা one and full measure, তাহা factional measure, incommensurable ইত্যাদিতে বিবর্তিত হয়। নতুবা সৃষ্টিতে কোন প্রকারের সুষম পর্যায়ের (harmonic, symmetrical) বিবর্তন সম্ভাবিত হয় না। এও দেখিবে যে, কোন অন্তরের ভাব (ভালোবাসা, স্নেহ, ভক্তি...) গাঢ়ভাবে অপরকে দিতে ওষ্ঠ্য 'উ'—চুম্বানাদিরূপে। এখন, নাদ=সৎ, বিন্দু=আনন্দ, কলা=চিৎ—এই সমন্বয়টি বুঝিয়া লইবে। 'কলা' বলিতে এখানে 'বিমৃশ্যেক্ষণম্'। (যথা, কালীরূপে—শুদ্ধ অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ, এবং 'কলা' বা বিমৃশ্যেক্ষণং-সহকারে উক্ত পরমাধিষ্ঠান—এ দুটি ভাব বিশেষকরতঃ দেখিবে।)

শেষে, দেখিও যে হ্রীমাদি সকল বীজেই ব্রহ্মাক্ষর কিভাবে আপনাকে 'গাঢ়তায়' আনিয়াছে।

### ২২॥ ঋকা যা চর্ষণী॥

'ঋকা' অথবা 'ঋ ৯ ক্' সংজ্ঞা দ্বারা (পূর্বোক্ত 'বিমর্শনী') 'চর্ষণী' হইয়া থাকে। 'চর্ষণী' মানে?

চর্ষণির্লোক ইত্যেবমভীদ্ধত্বে তু চর্ষণী।
কর্ষণী লসিতা সাঽপি কলয়িত্রী চ সা ত্রিধা॥
সম্বিচ্চ হ্লাদিনী জ্ঞেয়া সন্ধিনী চ যথাক্রমম্।
মহাসরস্বতী লক্ষ্মীঃ কালী চ মান্ত্রবর্ণিকে॥

ঐঁ শ্রীঁ ক্লীমিতি বীজানি ব্রহ্মাক্ষরঘনানি হি।
ঘৃণিনৃসিংহকৃষ্ণাদি-নামানি চ স্মরেৎ সুধীঃ॥৩৯-৪১

‘চর্ষণি’=লোক বা জন, এই মানে যদি নাও, তা হইলে ঈকারান্ত ‘চর্ষণী’ শব্দে লোকের অভীন্ধ শক্তিমান সূচিত হইবে। অর্থাৎ, পূর্বালোচিত বারাহী এবং নারসিংহী। ধর, তুমি এক ‘জন’, কোন এক ‘লোকে’ অবস্থিত। যদি বোঝ—তোমার অবস্থানটির শক্তিমান ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর পর্বে উন্নীত হইতেছে, এবং গ্রন্থি-সঙ্কটাদিরও নিরসন হইতেছে (‘লোকস’), তবে তুমি ‘চর্ষণী’ সংজ্ঞায় আসিলে।

‘কৃষ্’ ধাতু এই ‘চর্ষণী’তে কিঞ্চিৎ ‘লুকাইয়া’ আছেন। এবং ‘কৃষ্’ এবং ‘কৃষ্ণ’—এ দুটিকেও চিন্তা কর। ঋকারের গুণ অর্, তারপর, ‘ণী’। ঌকারের গুণ অল্। এতে লসিতা (হ্লাদিনী) বৃত্তি সূচিত হয়।

ঋ এবং ঌ দুটি বর্ণেই ‘ঈ’স্বর অভীন্ধ রহিয়াছে। অভীন্ধ, কিনা অভিমুখে ইন্ধ হইলে প্রশ্ন ওঠে—কার অভিমুখে, কতদূর অবধি, কোন পরিসীমায়? ঋ এবং ঌ এ দুই বর্ণে সেই পরিসীমা দেখাইয়া দেয়। তন্মধ্যে, পূর্বেরটিতে বিশেষভাবে অগ্নি বা জ্যোতির পরিসীমা; দ্বিতীয়টিতে বিশেষভাবে সোম বা রসের পরিসীমা। লক্ষ্য কর যে—‘কৃষ্ণ’ নামে তিনটি মূর্দ্ধন্য সহযোগে ঐশ্বর্য মাধুর্য—দুয়েরি পরিসীমা। ‘নৃসিংহ’ প্রভৃতি ইষ্টনামগুলিও ভাবিয়া দেখ। কালীবীজ ক্রীঁ এবং কামবীজ ক্লীঁ—বর্তমান সূত্রদীপিকায় পুনশ্চ দেখিয়া লও।

এখন, পূর্বকথিত চর্ষণীকে কর্ষণী, লসিতা এবং কলয়িত্রী—এইরূপ ত্রিধা ভাবনা করিও। আকর্ষণী বৃত্তিটি তিনেই সাধারণ রহিলেও, কর্ষণীতে বিশেষভাবে জ্যোতিঃ বা প্রকাশ; লসিতায় রস; এবং কলয়িত্রীতে সন্ধি এবং ছন্দঃ;—এইভাবে ধ্যান করিবে। কাজেই, প্রথমটি সম্বিৎ, দ্বিতীয়টি হ্লাদিনী, শেষেরটি সন্ধিনী। আপন বা যে কোন অনুভূতি (experience) লইয়া এই ত্রিধা আকর্ষণী (co-inhering plenum) ভাবনা করিও। যথাক্রমে, মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মময়ীই যে অ, ই, উ, ঋ, ঌ প্রভৃতি অক্ষরমূলগুলির

'মূলাধার' রূপে (পূর্ব্বোক্ত connecting, co-inhering plenum) রহিয়াছেন, এবং অক্ষরগুলি যে সেই ব্রহ্মাক্ষরেরই বিশেষ বিশেষ ঘনীভাব—এই সূত্রটি স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে বরাবর। এরূপ না হইলে অকারাদি অক্ষর সমাশ্রয় (ওঁ, হ্রীমাদি বীজ) পরমাক্ষরে লইবার উপযোগ পায় কি করিয়া?

'Plenum' কথাটাও লক্ষ্য করিও। কেবল বাকের দিক থেকে নয়, এই নিখিল সৃষ্টিতে 'ঐকান্তিক নিরাধার' (absolute vacuum) বলিয়া কিছু নেই। সব কিছুরই অধিষ্ঠান, আধার, আশ্রয়াদিরূপে যে বস্তু আছে, সেটি ব্রহ্ম। অধিষ্ঠানে এটি পরমাক্ষর। বস্তুর দিক্ থেকে ঐকান্তিক vacuum নেই; শক্তি বা Power এর দিক্ থেকেও নেই; প্রশাসনের দিক্ থেকেও নেই।

ঋ ৯—এ দুটি বর্ণ বিশেষ করিয়া পরমাক্ষর জ্যোতীরসে সব কিছুকে 'তুলিয়া' ধরিবার উপযোগ পাইয়াছে—Supreme 'Lever' Principles.

ঐঁ শ্রীঁ ক্লীঁ—এই বীজ তিনটি কারিকায় কথিত হইল। ঋ ৯—অক্ষরদ্বয় সাক্ষাদ্ভাবে ঐ বীজত্রয়ে নেই বটে, কিন্তু কর্ষণী, লসিতা এবং কলয়িত্রী এই ত্রিবিধা শক্তিরূপে অবশ্যই আছে। তিনটিই সামরস্যে তিনেই আছে, তথাপি প্রথমবীজে কর্ষণী, দ্বিতীয়ে লসিতা, তৃতীয়ে কলয়িত্রী বিশেষভাবে আছে বুঝিতে হইবে।

## ২৩॥ এচা ভুয়স্ত্বেন বোধনী॥

এচ্ (কিনা, এ ও ঐ ঔ এই চারিটি স্বরবর্ণ দ্বারা) ভূয়সীরূপে (ব্রহ্মাক্ষরের) বোধনী শক্তি এবং বৃত্তি বুঝিবে॥

এচো ভূয়োঽপি বোধন্যঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহাঃ।
সমুৎপ্রাবাদিতো যোগাদ্ বোধনী স্যাচ্চতুর্ব্বিধা॥
সম্বোধনীতি সংযোগাদুদ্বোধনী ভবেদুতঃ।
প্রেণ প্রবোধনী বোধ্যাঽববোধন্যতো ভবেৎ।
একারাদ্যক্ষরাণাঞ্চ চতুর্ণাং স্যাৎ ক্রমান্বয়ঃ॥ ৪২-৪৩

একারাদি চারিটি স্বরকে ভূয়সীভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহা বোধনী-শক্তি চতুষ্টয় বলা হইল। সম্, উৎ, প্র এবং অব—এই চারি উপসর্গযোগে বোধনী চতুর্বিধা—

সম্বোধনী, উদ্‌বোধনী, প্রবোধনী, অববোধনী। এ, ও, ঐ, ঔ—এই চারিটি স্বরকে যথাক্রমে উক্ত চতুর্বিধা বোধনী বুঝিবে।

বোধনী বুধ্ ধাতু থেকে। সুতরাং, বুদ্ধি বা ধীর এই সব মৌলিক বৃত্তি। 'বুদ্ধি' বলিতে শুধু Intellect অথবা Reason নয়, একথা আগে অনেকবার বলা হইয়াছে। ভাব (Feeling) এবং চেষ্টা (Willing)-র আলাদা কোন তত্ত্ব বুদ্ধি নয়। তবে বোধনীতে বোধ বা জ্ঞানের প্রাধান্য বিবক্ষিত, যেমন, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে গঙ্গার। সৎ-চিৎ-আনন্দে, সৎ, বিশেষভাবে, সর্ববিধ চেষ্টা এবং ক্রিয়ার আধার ও গতি (লক্ষ্য); জ্ঞানের চিৎ; ভাবের আনন্দ। এইবার একারাদি চারিটি স্বর বুঝিতে সম্বোধনাদি উক্ত বৃত্তিচতুষ্টয়ী বুঝিতে হইবে। 'সম্বোধন' কথাটার মানে 'ডাকা'। জীবনে (এবং সাধনেও) চারটি মূল 'ভাব' (attitude) : —কোন কিছুকে 'ডাকিতেছি', তার কাছে 'যাইতেছি', তাকে 'পাইতেছি', তাই 'হইতেছি'। এগুলি অবশ্য গ্রহণের ও হওনের দিক। সঙ্গে সঙ্গে বর্জন বা ছাড়ার দিক্‌টাও থাকে। Affirm এবং attain করিতে গেলেই deny এবং detain করিতেও হয় কিছু।

এখন, এই চারি মূল ভাবের সঙ্গে ঐ চারিটি স্বরকে মিলাইয়া লও। 'এ' ডাকে; 'ও' কাছে লইয়া যায়; 'ঐ' তার নাগাল ধরাইয়া দেয়; 'ঔ' তাতে মিলাইয়া দেয়। চাহিতে এবং ডাকিতে গেলে প্রাণ-চিত্ত-এবং বাক্—এ তিনই অভীষ্ট-অভিমুখে 'গড়াইয়া যায়' (flows out towards)। কিন্তু শুধু তার পানে 'গড়াইলেই' তো তার কাছে যাওয়া যায় না। অর্থাৎ, কোন লক্ষ্য পানে (directed) গতি যে তাতে ঠিক যাবেই, এমন হয় না (বিশেষতঃ সৃষ্টির মধ্যম এবং অবম পর্বে—second and third emergences)। গতিকে কোন প্রকার 'ছান্দোদীক্ষা'টি দিতে হয়। কেননা, ছন্দছাড়া কেহই স্বচ্ছন্দ ও সমর্থ হয় না। এই 'ছন্দোদীক্ষাটি ঘটায় কে? ওঙ্কারের আশ্রয় স্বর যে ও-বর্ণ, তাই। এর ফলে, যাহা কেবলমাত্র flowing out towards an object, সেটি হইল a rhythmic, harmonic movement.

এ-কার সম্বোধনে যে বোধনী শক্তি-বৃত্তি আরব্ধ হইল, সেটি বিষমাদি 'অপরা' সৃষ্টির কুক্ষিগত হইয়া (in the *ensemble* of secondary and final emergences) 'নীচে গড়াইবার' ('running down') ঝোঁক পায়। যেমন ধারা, কোন সানুনিম্নে, inclined plane এ গড়িয়ে যাওয়া। যেমন আবার, গাছের মূলে যে রস, সে তো

স্বতই নীচের দিকে গড়াইতে চায়। কিন্তু গাছটি বাঁচিতে, বাড়িতে, ফলিতে গেলে কি চাই? উদ্‌বৃত্তি—উদ্‌বোধন। এটি ও-স্বর। এটি গাছের মূলে রসকে বলে—'আমি তোমাকে শুধু নীচে গড়াইতে দিব না, আবশ্যক মত, তোমাকে sucking, pumping এর ছন্দে লইব'; ও-স্বরের প্রসাদে বিশ্বে শক্তিস্পন্দ কেবল ইতস্ততঃ 'গড়াইয়া' চলে না; উর্মি ইত্যাদি ছন্দোগ হয়। ছন্দোব্যতীত সৃষ্ট্যাদি হয় না। তাই ও-স্বরাশ্রয় প্রণব থেকেই সৃষ্ট্যাদি।

কিন্তু, 'এ' এবং 'ও' দুয়েই কি সর্বার্থ সিদ্ধি? সৃষ্টি 'এ' স্বরে পাইল পদ্যমানতা—পাদ; 'ও' স্বরে পাদে অন্বিত হইল মাত্রা (ছন্দঃ)। এ দুয়ের দ্বারা কোন অভীষ্ট (End) আকলিত, সঙ্কলিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, 'কলা'। মূলের রস তো স্বচ্ছন্দে উপরে উঠিল, কিন্তু শাখা-পল্লব-মুকুলমঞ্জরী—এসব 'কলন' চাই তো? এটি হইল 'প্রবোধনী'—'ঐ' স্বর। 'এ' এবং 'ও'—এ দুটিতে ব্রহ্মাক্ষরের 'সৎ' মুখ্যতা; 'ঐ' স্বরে 'চিৎ' মুখ্যতা।

তথাপি (ঐ গাছের দৃষ্টান্তে) এখনও সফলতারূপ যে 'কাষ্ঠা', সেটি বাকি। পরিসীমায় সমস্ত কিছু আবেগ, গতিপ্রেরণা এবং এষণাকে লইতে চাই—'ঔ' স্বর। এটি, বিশেষভাবে, ব্রহ্মাক্ষরের 'আনন্দ' বা রসদিশারী; জপে নাদবিলয়ে এই স্বরটিকে পাওয়া চাই। ইহা অববোধনী—পরিসীমায়, ধামে, কেন্দ্রে লইয়া গেল।

চক্রের দৃষ্টান্ত যদি নাও—'এ' চক্রের নেমিতে, তবে ছট্‌কাইয়া যাবার, 'বিষমবৃত্ত' (eccentric ইত্যাদি) হবার ঝোঁক আছে। যেমন, পূর্বালোচিত—'এনঃ'। 'বরেণ্যং'-এও সেটি থাকে; 'বরেণীয়ম্' হইলে সেটি নিবারিত হয়। 'ও'-স্বর নেমিটিকে ঠিক ছন্দে বিধৃত করে। যেমন, গায়ত্রী প্রভৃতি জপে পাদগুলিকে 'সুষম' করিয়া রাখা। ঐ-স্বর অরসমূহকেও ধূঃ, অক্ষ এবং নাভি সম্পর্কে সৌষ্ঠবে ও সামর্থ্যে রাখে। এটি ব্যতীত কোন জীবকোষ (যেমন পুষ্পকোষ) স্বচ্ছন্দে ও সমগ্রভাবে উন্মেষ-বিকাশ পাইবে না। এই নিমিত্ত এটি প্রবোধনী। শেষকালে, নাভি বা মূলকেন্দ্র (রসভৃৎ, আনন্দহৃৎ) প্রাণপ্রাচুর্যে এবং ছন্দঃস্বভাবে ঠিক মর্যাদায় রাখিতে এবং মিলাইতে 'ঔ'-স্বর। এই নিমিত্ত এটি অববোধনী।

কোন বস্তু বা ভাব তার 'নেমি' খুঁজিতেছে?—'এ' স্বর সেটি দেখাইয়া দেয়। নেমি এবং অরের সুষম ছন্দঃ বা সম্বন্ধ দেয় 'ও' স্বর। নেমি এবং অর উভয়কেই

নাভিতে নিষ্ঠিত করে 'ঐ'। আর, এ তিনকেই অখণ্ড সমগ্রে গ্রথিত অন্বিত করে 'ঔ'। 'সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্'। 'ঔ' স্বর দ্বিবচনের সূচক। বস্তুতঃ এটি ব্রহ্মের অভিন্ন-যুগলত্ব, শিব-শক্তি-সামরস্য ইত্যাদির নির্দেশ দেয়।

ব্যাকরণ বিধিতে (যথা, সুবন্তপ্রকরণে) ঙে, ঙসি ইত্যাদিতে এই স্বরগুলি যে কোথায় কি হেতুতে বিহিত হইয়াছে, তাহা তলাইয়া প্রণিধান করিও। সন্ধিপ্রকরণটিও মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ প্রাণপ্রযত্ন পরিচয় সূত্রেই চিনিতে ও বুঝিতে হইবে। Phoneticsকে স্পন্দবিজ্ঞান, এবং সেটিকে আবার প্রাণবহ্ম-বিজ্ঞানের 'আধারে' না বুঝিলে তত্ত্বতঃ এবং সমগ্রতঃ কিছু বোঝাই হইল না। প্রাণ-পাদে সেরূপ আধার সবিশেষ বিবেচিত হইবে।

সামান্যতঃ, 'এ' বিশ্বে সমস্ত কিছুকে তার 'তন্ত্র' দেখাইতে যায়; 'ও' তার 'যন্ত্র' (লেখ, রূপ, আকৃতি); 'ঐ' তার 'মন্ত্র' (এই নিমিত্ত, ঐঁ—বাগ্‌ভব, গুরুবীজ ইত্যাদি); 'ঔ' তার ব্রহ্মাক্ষরে যে বিন্দু-নাদ-কলা, তন্ত্র-যন্ত্র-মন্ত্রাদির অভিন্নমূল-সংস্থা—সেইটি দেখাইয়া ও ধরাইয়া দেয়।

তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের শ্রবণে 'এ', মননে 'ও', নিদিধ্যাসনে 'ঐ', এবং সাক্ষাৎকারে 'ঔ'—এ চারিটির সবিশেষ উপযোগ বুঝিবে।

ধর, ওঙ্কারজপে ঐ সাধনচতুষ্টয় সাধিবে। ওঙ্কারে আদৌ এই স্বরচতুষ্টয়কে 'মিলাইতে' পারা যায় কৈ? সাধারণ বিশ্লেষণে, অ, উ, ম তো মেলে। কিন্তু জপসাধনে ব্যাহরণের (এবং অনুধ্যানের) পূর্ণলেখটি (স্বরে এবং সুরে, ছন্দে এবং ভাবে) ক্রমে ফুটিয়া ওঠা চাই। ফুটিতে থাকিলে দেখা যাইবে যে— কেবল অ+উ যোগে 'ও' হইতেছে এমন নয়; 'ই'রও অধ্যাহার হইতেছে; অন্য 'স্বররসায়ন' ও হইতেছে। বস্তুতঃ, সঙ্গীতে মূর্চ্ছনাদির মত ওমাদির ব্যাহরণে অন্তর্গূঢ় সম্বাদী স্বরগুলিকে ফোটাইয়া তোলাই মুখ্য ও সামর্থ্যবিধায়ক কর্ম। 'ব্যাহরণ' কথাটার (বি+আহরণ) আসল মানে এবং উদ্দেশ্য তো তাই। ওমে মাত্র ও-কারটি স্থূলগ্রামীণ (বৈখরী) ভাবে উচ্চারিত হইতেছে। সেটিকে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতরাদিগ্রামীণ (supersonic) না করিয়া তুলিতে পারিলে তো মধ্যমা-পশ্যন্তী-পরার প্রান্তেও উপনীত হওয়া যায় না। সেটি যথার্থরূপে 'সমর্থ'ও হইবে না। এই নিমিত্ত অন্তর্গূঢ় (implicit) সম্বাদী (congruent) স্বরগুলিরও সহায়কজাগৃতি (পূর্বোক্ত উদ্‌বোধনাদিরূপে) আবশ্যক হয়।

চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্ট (খ)-তে (পৃঃ ৬৫৩) 'এ'কে কলার 'ফলায়মান' (producing) আকৃতি বলা হইয়াছে, আর, 'ও' তার রূপান্তর। এ-ও বলা হইয়াছে যে, 'এ' বিশেষভাবে তলকে পাইতে চায়, আর, 'ও' বিশেষভাবে চূড়া বা crest কে। ঐ স্থলে 'ঐ' এবং 'ঔ'-র সামান্যতঃ প্রসঙ্গাও হইয়াছে।

ধর, আদি-অন্তে উদয়-বিলয় প্রণবসহ ছয়টি পাদে গায়ত্রী জপ হইতেছে। ছয়টি পাদ যে ছয়টি সুষম ঊর্মি আকৃতি তা বারংবার বলা হইয়াছে। কাজেই, পূর্বলক্ষণমত, প্রতিটি ঊর্মিতেই 'এ-ও' স্বরবৃত্তিদ্বয় স্ব স্ব ব্যাপারে সহযোগ করা আবশ্যক হয়। প্রতিটি ঊর্মিতেই 'এ' সানুশূন্যকোটির স্পর্শটি দিবে, আর, 'ও' চূড়াপূর্ণকোটির। এ বৃত্তিদ্বয়ের সাহিত্য (composition) সুষম এবং সাধিষ্ঠ অনুপাতে থাকা চাই। আর সমগ্র গায়ত্রী জপটিকে যদি প্রয়াস এবং প্রপত্তি, এই দুই 'অর্দ্ধ' করিয়া দেখ তো, প্রথমার্দ্ধে 'ঐ' এবং পরার্দ্ধে 'ঔ' বিশেষভাবে বৃত্তিমান বুঝিবে। প্রথমটি সমস্ত কিছুকেই স্বচ্ছন্দে ঋতাধ্বনীন করার স্বর (এইজন্য চন্দ্রবিন্দুযোগে গুরুবীজ) ; পরেরটি সর্বতোভাবে 'আত্মনীন' করার স্বর। পূর্ব পূর্ব খণ্ডে 'হৌঁ এবং 'হৌংসঃ' বীজদ্বয়ের আলোচনা আবার স্মরণ কর।

চারিটি সার্বভূমিক মূল প্রশ্ন এই চারিটি অন্তিম স্বরে উত্তর পাইয়া থাকে। প্রথম ('এ')—'কোনও তলে (plane বা levelএ) ফলায়মান হইব'। দ্বিতীয় ('ও') বলে—'বেশ, তবে একটা চূড়া ('target' বা 'crest') ঠিক করিয়া দিই তোমাকে—কোন একটা value or end.' তৃতীয় ('ঐ') বলে—'খাসা, কিন্তু তোমাকে কেবলি ঐ অবধি উঠিয়া পড়িয়া থাকিলে তো চলিবে না, তোমাকে কাষ্ঠা বা পরিসীমা দেখাইতেছি।' (গুরু দীক্ষায় এই কর্মটি করেন, নয় কি?) শেষকালে, 'ঔ' বলে—'তা তো হ'লো, কিন্তু কোথায় তোমার অবসান, পূর্ণতা, প্রতিষ্ঠা—ধ্রুব ধাম—সেটি মিলাইবে না?' এইটি 'প্রবোধের' পর 'অবরোধ'।

চারিটি স্বর উচ্চারণেও সম্বোধনী, উদ্‌বোধনী, প্রবোধনী এবং অববোধনী—এই বৃত্তিচতুষ্টয়ীকে ধ্যানে রাখিবে। কোন কিছুকে 'ডাকিতেছি', তাকে 'তুলিতেছি', 'জাগাইতেছি', এবং 'মিলাইতেছি' বা 'হইতেছি'।

'এ ও' তে কলা, 'ঐ'-তে নাদ, এবং 'ঔ'-তে বিন্দু মুখ্যতায় রহে।

পরের তিনটি সূত্রে বিন্দু প্রভৃতির 'প্রতিযোগিতা' যে কিভাবে হয়, তা বলা হইতেছে।

**২৪।। অনুস্বারেণ বিন্দুপ্রতিযোগিত্বেন কলাত্বম।।**

(পূর্বোক্ত অকারাদি-ঔকারান্ত) স্বরগুলি যদি অনুস্বার (লক্ষনায় চন্দ্রবিন্দু এবং সোমমাত্রা) সংযুক্ত হয়, তবে তাদের বিন্দুপ্রতিযোগী 'কলাত্ব' সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

প্রতিযোগিত্বেন বোদ্ধব্যা নাভাবপ্রতিযোগিতা।
সাদৃশ্যেন বৃত্তিতা যা হ্যতথাত্বে যৎ তথাবিধম॥
আংশিকত্বং কলাত্বেন যাঽসাকল্যেন বৃত্তিতা।
নাদবিন্দুমধ্যগং যৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
তদক্ষরং কলাত্বেন ভাতীন্দুকলয়া সমম্॥
কামেন্দ্বর্কবহ্নিভেদৈশ্চতস্রঃ সন্তি বৈ কলাঃ।
বীচেশ্চক্রস্য ধারায়া বিন্দুত্বাপত্তিরীহ্যতে॥ ৪৪-৪৬

'প্রতিযোগিতা' শব্দে প্রায়শঃ কোন কিছুর অভাবের প্রতিযোগিতা বুঝান হয়। যেমন, 'ভূতলে ঘট নাই' স্থলে ঘটের অভাবের প্রতিযোগিতা আছে ঘটে, আর ঐ অভাবের অনুযোগী হইল ভূতল। এখন, সূত্রে 'বিন্দুপ্রতিযোগিত্ব' শব্দে কি বিন্দুর অভাবের প্রসঙ্গ হইবে?—না। তবে? 'সাদৃশ্যেন বৃত্তিতা'—বিন্দুসদৃশ হইয়া থাকা বা বৃত্তিমান্ হওয়াই বুঝিতে হইবে। 'সদৃশ' মানে 'মতন'। এই 'মতন' বলিতে 'বিন্দুই' অথবা, যাহা বিন্দু-অধিকারে, বিন্দু-অনুগৃহীতভাবে, বিন্দু-সঙ্গতি-সমন্বয়ে আছে, তাহাই লইতে হইবে। এইটি অন্যভাবে বলা হইতেছে—'অতথাত্বে তথাত্বং যৎ'। বিন্দু যেরূপ সেরূপ নয় যাহা, সেটি 'অতথা'। এই অতথার মাঝে 'তথা' (বিন্দুরূপ, বিন্দুসদৃশ) হবার ভাবটি আসিলে বিন্দুপ্রতিযোগিত্ব হইল—ধরিতে হইবে, বর্তমান সূত্রে। ধর, 'অ' একটা স্বর। এমনি তো বিন্দুর মতন নয় (অতথা), কিন্তু 'অং' রূপ হইলে আর অতথা রহিল না, তথাই হইল। বরুণ অধিকারে যতক্ষণ ততক্ষণ সব কিছু বেবিষাণ ইত্যাদি রূপ পাইতেছে, সোম অধিকারে আসিলে তাদের সূক্ষ্মতা এবং ঘনীভাব। অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু এবং সামান্যতঃ অনুনাসিকবর্ণে এই সোমাধিকরণ সুতরাং বিন্দু প্রতিযোগিত্ব (পূর্বোক্ত অর্থে) আসিয়া থাকে।

বহির্বিশ্বে শক্তিবিকিরণ (radiation as waves, for instance) 'শক্তিকণ' (quantum) আকৃতিতে কেন আসে; প্রাণপদার্থে এবং অন্তঃকরণপদার্থে কেন্দ্রীণ রূপটিই বা কেন—এ সমস্তই এই বিন্দুপ্রতিযোগিতা এবং পরের সূত্রে নাদপ্রতিযোগিতায় বুঝিয়া লইবে।

'কলা' বলিতে আদ্যাকলনী শক্তি অবশ্য এ স্থলে অভিপ্রেত নয়। 'অংশ', 'আংশিক' বিশেষণ তাই কারিকায় দেয়া হইয়াছে। 'অংশ' বলিতে কেবল 'part' or 'partial' ধরিলে হইবে না। বরং 'phase' শব্দটা নৈকটিক। এখন, স্বরগুলিকে শক্তিসামগ্রীর এক একটা 'phase' যদি মনে করা যায়, তা হইলে, অকারাদি যে কি অবস্থানে স্পন্দোর্মি (phase behaving as wave), আর কিসে স্পন্দকণ (phase behaving as quantum, corpuscle), তার সন্ধান এই সূত্রে এবং পরের সূত্রে দেয়া হইতেছে। 'Phase' আর 'Partial' এর মধ্যে তফাৎটা মনে রাখিও। প্রথমটিতে যেটি সমগ্র, সেটি খণ্ডশঃ না হইয়াও, তদ্‌বৎ ব্যাপারবান্ হইতেছে; যেমন জলে বা বাতাসে ঢেউ। এখানে, সমগ্রত্বের আধারেই খণ্ডবৃত্তি এবং ব্যাপার ঘটিতেছে। এবং আধারটা 'নেপথ্যে' চলিয়া যায় না। দ্বিতীয়ে, সমগ্রের সাথে সংযোগ রহিয়াছে বটে, তথাপি অংশ বা খণ্ডটিকে যেন 'সরাইয়া' আলাদা করিয়া দেখিতেছি। গানে কোন রাগের অন্তর্গত সম্পূর্ণ একটা 'তান' আর তার এক অথবা কতিপয় স্বর ('টুকরো') যেমন।

বিন্দু প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন যে কলাত্ব, তাতে কলার (যেমন, অং, আং ইত্যাদির) কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধর্ম লক্ষিত হয়। (ক) কলার বিতান (নাদরূপ) সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর হইয়া কেন্দ্রমুখীন হয় (lines of force and action convergent); (খ) সমস্ত কিছু কলায় যে অগ্নীষোমীয় মাত্রা বিদ্যমান, সে মাত্রার 'ঘনীভাব' ঘটে; স্বরে অনুনাসিকরূপে বিন্দুপ্রতিযোগিতা রহিলে, উক্ত ঘনীভাবে সোমাধিকরণের মুখ্যতা থাকে। অন্যথা, অগ্নি বা তেজের ঘনীভাব মুখ্যতাও হইতে পারে। 'অ' বা 'ই' স্বরদুটিকে অনুনাসিকে বিন্দুমুখীন এবং তদ্‌ব্যতিরিক্তভাবে বিন্দুমুখীন—এই দুই আকারে পরীক্ষা করিয়া এই অগ্নীষোমীয় বিভেদটি বুঝিতে যত্ন কর। দুটিই বিন্দুর পানে যাইতেছে বটে, কিন্তু একের ঘনীভাবে 'সোমবিন্দু', অপরের ঘনীভাবে 'সৌরবিন্দু'; একটা 'রোচিষের' ঘনরূপ, অপরটা তেজঃ বা অর্চির। ললাটাদি স্থলে জ্যোতিদর্শনেও, এই দ্বিবিধ ঘনীভাব বা বিন্দুমুখীনতা লক্ষ্য করিও।

জড়, প্রাণ, মন—সমস্ত প্রকারের সত্তাতেই শক্তির ঘন এবং কণ (massive, corpuscular) আকৃতি এই অগ্নিষোমীয় দ্বৈত-দ্বন্দ্বে (duality and polarityতে) থাকে। এদের সমতায় 'স্বস্তি'।

জড়শক্তির কেন্দ্রীণ বিশ্লেষণে যেটি 'অগ্নিরেতঃ' সেটি কালাগ্নিরূপে বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু যেটি 'সোমনাভ', সেটি তো বিযুক্ত-বিধুর হইয়াই আছে! অথচ, ঐটি ব্যতীত প্রকৃত ঋদ্ধি-সৃষ্টি নেই, শান্তিপুষ্টিও নেই। ব্যবহিত, প্রতিহত সোমস্পন্দগুলির সৌম্য-সমর্থ 'সাড়া' মিলাইতে হইবে। প্রাণ এবং মানসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা এবং তার সমাধান চিন্তা করিও। 'স্ত্যান'ভাব থাকিলে—প্রাণ এবং মনের স্ফূরণে এবং উদ্‌বর্তনে—অগ্নিমাত্রার ঘনীভাব আবশ্যক; 'রাজসবিক্ষেপ-সহভুবঃ'গুলি বর্তমানে সোমের।

এ কথা মনে রাখা চাই যে, কোন কলার (যথা, স্বর) কেন্দ্রীণ, নাভিনিষ্ঠ, সংহত ভাবটি পাইতে গেলে ঐ বিন্দুপ্রতিযোগিত্ব লক্ষণটি থাকা চাই—one-pointedness. 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' থেকে সুরু করিয়া নিম্নে কোন প্রকারের অণু বা বিরাট্ material system বা power *ensemble* উদ্‌ভবে ঐ লক্ষণের সদ্‌ভাব চাই।

(গ) তারপর, কলার এবম্প্রকার বিন্দুপ্রতিযোগিতা বস্তু, ছন্দ, শক্তি, আকৃতি—এই চারিটি অনুবন্ধেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যথা, গায়ত্রীতে এটি ভাবিয়া দেখ। 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং'—বস্তুকে বিশেষভাবে পরমজ্যোতীরসে বিন্দুতে লইয়া যায়; 'ধীমহি'তে ভর্গোরূপা শক্তিকে; উদিতনাদসহ ব্যাহৃতিত্রয় আকৃতিকে; এবং 'ধিয়োযোনঃ' ইত্যাদি বিলীননাদ ছন্দঃকেও। এর মধ্যে ব্যাহৃতিত্রয় বিশেষ করিয়া গায়ত্রীর ব্যাহরণের যথার্থরূপটি দেখাইয়া দেয়। অর্থাৎ, ব্যাহৃতিত্রয়ই দেখাইয়া দেয়— "এই যে নাদ উদিত হইল 'ঐ'-থেকে, সেটি দেখ এইরকমভাবে আবার 'ঐ'-তে ফিরিবে, তোমাকে জ্যোতীরসের এবং সেটিকে ধ্যানে মিলাইবার শক্তির সন্ধান দিয়া।"

কলার আংশিকত্ব অর্থে সমগ্রের সঙ্গে বস্তু ইত্যাদিতে সংযোগসত্ত্বেও 'অসাকল্যবৃত্তিক'—সকল নয়, এইভাবে ব্যবহার এবং ব্যাপারবান্ হওয়া—A phase-like behaviour and appreciation. তাই কারিকায় বলা হইতেছে—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তু, আপনাকে নাদ এবং বিন্দু, এই দুটি মূলভাবে আদৌ 'কলন'

করতঃ তাদের 'মধ্যগ' হন, এবং সেইরূপে ঐ দুই পরিসীমার মাঝে অংশক্রমাদিও কলন করেন। Perfect Continuum আর Perfect Point এর মাঝে phase, aspect, partial, series, grade ইত্যাদি। এটিকে 'ঋধ্যমানতা' বলা হইয়াছে অর্দ্ধমাত্রাদি প্রসঙ্গে। এর ফলে আদ্যা, নিত্যা, পূর্ণা যে অক্ষরকলা, সেটি ইন্দুকলার মত ক্ষরভাবাপন্ন হইয়া অংশ-ক্রমাদি বিশেষণবিশিষ্টরূপে 'ভাসিত' হন। আদ্যকলনে যে দুটি 'মিথুন' হইল (ধারা এবং বিন্দু), সে দুটিও নিত্য এবং অক্ষর। কিন্তু এ দুই অক্ষরপরিসীমার 'মধ্যে' যে কলা আসিল, সেটি ক্ষরাদিরূপ আপনাতে পাইল। যেমন, গণিতে শূন্য আর অনন্তের মাঝে যে কোন 'ক্রম'।

এই প্রসঙ্গে কলা-নাদ-বিন্দু, নাদ-কলা-বিন্দু এবং নাদ-বিন্দু-কলা, —এই তিনে 'কলা' তত্ত্বকে তিনরূপে পরিচয়ে পাও। প্রথমটিকে বল, আদ্যাকলা, শেষেরটিকে 'অন্ত্যা', আর, 'মাঝেরটিকে 'মধ্যমা'। এ তিনের প্রথম ও শেষেরটি 'অব্যক্তা', মধ্যেরটি 'ব্যক্তা' ('অব্যক্তাদীনি ভূতানি...')। এ তিনেরি অতীতা পরমাব্যক্তা (ব্রহ্মরূপা মহামায়া)। প্রথমটি নিখিলমন্ত্রের মূল; শেষেরটি, নিখিলযন্ত্রের; মধ্যেরটি, সর্বতন্ত্রের (বিশেষ অর্থে)। বৃক্ষের গোড়াতে বীজ, ফলেও (অর্থাৎ শেষে) বীজ; মাঝখানে বৃক্ষাকৃতির উদ্বর্তন।

কারিকার শেষের শ্লোকটিতে এই মাধ্যমী কলাকে চতুর্ধা দেখান' হইতেছে :— কাম, ইন্দু, অর্ক, বহ্নি কলা। সকল রকম সৃষ্টির বিন্দুকেন্দ্রে যে কলা স্থিতা, সেটি কামকলা (Basic Desire to-be-and-become)। সেটি 'নাভি' (evolving and organising Nuclear Pattern) হইলে, অর্ককলা। সেটি নিজেকে প্রসার-পরিকল্পিত করার নিমিত্ত অররূপ লইলে (evolving and designing power-pattern), হয় বহ্নিকলা। আর, স্বচ্ছন্দ-সৌম্যমানে নেমিরূপটি পরিগ্রহ করিলে হয় ইন্দুকলা। এইখানেই বিশেষ করিয়া আংশিকত্বাদির 'আভাস' লক্ষিত হয়।

এইস্থলে 'বীচি', 'চক্র', 'ধারা'—এ সব আকৃতি আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রতিটিতেই বিন্দুপ্রতিযোগিতা এবং নাদপ্রতিযোগিতা—এই দুটি ভাব যুগপৎ লক্ষ্য করিবে। যেমন, ধারায় একটা Now-line ('এখন' এর ধারা), আর একটা Here-line ('এইখানে'র ধারা)। দুটি ধারা মিলিতেছে (Now-here point) বিন্দুপ্রতিযোগিতায়। এই বিন্দুতেই নিখিল ব্যবহারিক অনুভবের প্রতিষ্ঠা। অতীত-

অনাগত, দূর-অন্তিক সমস্ত কিছুই ‘এই’-তে আসিয়া বলে—‘এই দেখ, আছি; এই দেখ নাই’। বিন্দুকাষ্ঠায় পূর্ণ ও শূন্য। পরের সূত্র দুটিতেও কলাপ্রসঙ্গের অনুসরণ হইতেছে।

**২৫।। বিসর্জ্জনীয়েন নাদপ্রতিযোগিত্বেন কলাত্বম্।।**

বিসর্গের দ্বারা নাদপ্রতিযোগী যে কলাত্ব, সেটি হইয়া থাকে।

বৈপরীত্যং বিসর্গেণ নাদসাদৃশ্যভাবনাৎ।
সঙ্কোচয়ত্যনুস্বারো বিসর্গেণ বিতায়তে॥
বিন্দুবর্গান্বয়ঃ পূর্ব্বশ্চায়ং নাদকুলান্বয়ঃ।
অবীচের্বীচিরূপত্বং কেন্দ্রিণশ্চক্রতা যতঃ॥ ৪৭-৪৮

বিন্দু এবং নাদ—এ দুটি তত্ত্বকে ঠিকভাবে ধ্যানে রাখিয়া তবে ‘বিসর্জ্জনীয়’ বা বিসর্গকে বুঝিতে হইবে। বি+সৃজ্—এটি কি বুঝায়? আবীরূপে, ‘বহিঃ’ (unfoldingly), বিবিধ, বিচিত্র সৃষ্টি যাতে হয়, সেটি বিসর্গ। (দেবতা-প্রতিমার ‘বিসর্জ্জনে’ সমাহৃত, আহূত, ঘনীভূত দ্যৌঃ-শক্তি পুনশ্চ তদ্রূপে, অর্থাৎ, দ্যৌস্তত্ত্বে প্রত্যাবৃত্ত হয়; ‘নিরঞ্জন’ কথাটাও অনুরূপভাবে চিন্তা করিও।) বিন্দু = Perfect Potency, এবং নাদ = Perfect Patency, এই সংক্ষেপ-সমীকরণদুটিও মনে রাখিও। অনুস্বার সমস্ত কিছুকে ‘সঙ্কোচন’পূর্বক কেন্দ্রীণতায় আনে; বিসর্গের দ্বারা বিতান (exfolding, expansion) ঘটে। সুতরাং, দুটিতে বৃত্তিবৈপরীত্য আছে।

এই নিমিত্ত অনুস্বারকে ‘বিন্দুবর্গান্বয়’ এবং বিসর্গকে ‘নাদকুলান্বয়’ জানিবে। বিন্দুবর্গে অন্বয় রাখে যাহা, আর, নাদকুলে অন্বয় রাখে যাহা—এইভাবে মানে করিও। ‘বর্গ’ এবং ‘কুল’ শব্দদুটি সাঙ্কেতিক। প্রথমটি কোন শক্তিকে ‘বৃ’ এই আকৃতিকে লইয়া চলে (গ)। ‘বৃ’ মানে অব্যক্তঘনীভাবকাষ্ঠা (limit of potency)। ‘কুল’ মানে—যেটি ব্যক্ত (ক), সেটিকে তার বেথমানে (উ)—latency factor এ—যেটি লয়ের দিকে লইয়া চলে, অর্থাৎ, latencyকে Patencyতে ‘আবিষ্কৃত’

করে। বীজ যৎকালে অঙ্কুরাদিরূপ পায়, তখন সে 'কুল' আকৃতিতে আসে; যখন আবার ফলে বীজটি হয়, তখন 'বৃ' বা বর্গ। (বৃ+জ্) এর ভাব বর্গ।

বহিঃক্ষেত্রে যে কোন শক্তিকেন্দ্র (source) থেকে শব্দতাপাদিরূপে শক্তিবিকিরণ হইলে 'বর্গবৈপরীত্য' (Inverse square law) যে কেন খাটে, তা এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখ। 'ব' এবং 'ক' এই দুই বর্ণে, 'গ' এবং 'ল'-এ, ঋ-স্বরে এবং উ-স্বরে—ঐ শব্দ দুটিতে ধ্যান দিয়া রহস্য ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আগে 'কুল' শব্দটিকে ব্রহ্মবাচকও বলা হইয়াছে কি অর্থে, তাও এস্থলে ভাবিয়া দেখিও। সেখানে ক=সুখ বা আনন্দ; উ=আপন বেধমান বা গুহাহিতভাব; ল=সে ভাবটিকে লয়ে দেখাইতেছেন, অর্থাৎ, 'ভূমৈব সুখম্' আকারে।

নাদপ্রতিযোগী যে কলা, সেটি অবীচিকে বীচি আকারে মেলিয়া ধরে, নাভিকে অর-নেমি ইত্যাদি আকারে।

পরের সূত্রটি বলিয়া, মন্ত্রাদিতে এদের বিনিয়োগ সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ বলা হইবে। পরেরটি নাদবিন্দুকলার সমাহার সূত্র।

## ২৬।। ইন্দুবিন্দুনা নাদবিন্দুপ্রতিযোগিত্বেন কলাত্বম।।

ইন্দুবিন্দু (চন্দ্রবিন্দু) দ্বারা নাদবিন্দু—এতদুভয় প্রতিযোগী (পূর্বব্যাখ্যাত) যে কলাত্ব, সেটি লক্ষিত হয়, বুঝিতে হইবে॥

> ইন্দুবিন্দৌ স্থিতে মৌলাবক্ষরস্য দ্বিধান্বয়ঃ।
> সিন্ধুত্বং নাদভাবেন বিন্দুত্বং বিন্দুভাবনাৎ॥
> যুগ্মশক্তিযৌগপদ্যাজ্জায়তে যো মহামনুঃ।
> ওঙ্কারঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ কৃৎস্নবীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪৯-৫০

অক্ষরের মৌলিতে (শীর্ষে) চন্দ্রবিন্দু থাকিলে সে অক্ষর-কলার দ্বিবিধ 'অন্বয়' হইয়া থাকে। একটি নাদপ্রতিযোগী অন্বয়; অপরটি বিন্দুপ্রতিযোগী। একটিতে কলার সিন্ধুত্ব; অপরটিতে বিন্দুত্ব। অর্থাৎ, কলা (Power-phase) একাধারে সিন্ধু-বিন্দু (মহান্ ও অণু) ভাবাপন্ন হয়। Expansive and Continuum phase আর Intensive and Point phase একত্র সমন্বিত হয়।

এবম্বিধ যুগ্মশক্তি (শক্তি নাদরূপা এবং শক্তি বিন্দুরূপা) যৌগপদ্যে (co-existence এ) আসিলে যে মহামনু আবির্ভূত হন, তিনি ওঙ্কার। ইনি নিখিল-বীজপ্রদ পিতা।

এই তো গেল কারিকার সোজা মানে। সূক্ষ্মভাবনার জন্য অর্দ্ধমাত্রাসূত্র এবং পূর্বখণ্ডের অর্দ্ধমাত্রাষ্টকমে ধ্যান দাও। ইন্দুবিন্দুকে মৌলিতে না পাইলে কলা পরা এবং পরমা যে অর্দ্ধমাত্রা, তৎসংশ্রয়ে আসে না। এবং ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার স্বয়ং ইন্দুবিন্দু মৌলিতে ধরিয়া অর্দ্ধমাত্রার এই পরা এবং পরমা বৃত্তিদ্বয় দেখাইয়াছেন, আর, সেই নিমিত্ত নিখিলসৃষ্টিতে 'বীজপ্রদঃ পিতা' হইয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—'অহং বীজপ্রদঃ পিতা'। এই 'অহং টি কি বস্তু? নাদ-কলা-বিন্দু—এই তিনকে অভিব্যক্তিতে আনে যেটি, স্বয়ং তদতীত (transcendent) রহিয়াও। ('অহং' এর বর্ণরসায়নেও তাই বলে।) সেটি পুনশ্চ কি?—'ওঁ'। 'ওম্' শুধু হইলে সেটি পূরা তাই হয় না। মৌলিতে ইন্দুবিন্দু ধারণটি আবশ্যক।

নাদঃ পুমান্ কলা স্ত্রী চ সর্বস্তয়োশ্চ মৈথুনাৎ।
বীজং বিন্দুর্যতো মাতা জায়ন্তে চ পিতা সুতঃ॥ ৫১

আগে যে পিতার প্রসঙ্গা হইল, তাতে মাতা এবং অপত্যের প্রসঙ্গাও অধ্যাহৃত হয়। তাই উপরের শ্লোকে বলা হইতেছে সর্গ বা সৃষ্টি (বিসর্গ) নাদরূপী পুরুষের আর কলারূপিণী স্ত্রীর মৈথুনে সম্ভাবিত হয়। মৈথুনে যে বিন্দু, তাহাই নিখিল সর্গের বীজ। শঙ্কা হয়—তবে বিন্দুবীজ, অর্থাৎ, পরব্রহ্মের বিন্দুভাব, পরভবীয়—পরে হইল, সর্বসৃষ্টির মূলে, আদিতে, উপক্রমে নেই? তা যদি হয় তো, বিন্দুস্বরূপের অন্যথাপত্তি। সেইজন্য বলা হইল—ব্রহ্মের সিসৃক্ষা কামরূপ (will-to-be-and-become) বিন্দু, অপর কিছু থেকে জাত নয়; তার অপর বীজ অথবা কারণ নেই। যদিও ব্যবহারে এরূপ মনে হয় যে বীজটি পরে আসিল—যথা, বৃক্ষের ফুলে বা ফলে বীজ। অতএব, পিতা, মাতা, সন্ততি—এ তিনেরি বীজরূপে বিন্দু বিদ্যমান। শ্রুতিতে, আগমে তাই অনেকস্থলে একটি তত্ত্বকে জন্য-জনক দুই ভাবেই বলা হয়। অদিতি থেকে দক্ষ, দক্ষ থেকে অদিতি; নাদ থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে নাদ; ইত্যাদি। অমাত্র বা মাত্রাতীত যে পরমতত্ত্ব, সেটি অর্দ্ধমাত্রা হন আদৌ (as logical precondition or premise) আপনাকে এক, পূর্ণ, শূন্য—এই মাত্রাত্রয়ীতে লইয়া। ওঙ্কারের 'অ' রূপে একমাত্রা, 'উ-ম'তে পূর্ণমাত্রা, এবং তদন্তে শূন্যমাত্রা পরিগ্রহ করেন, তাই ওঙ্কার ব্রহ্মের বাক্। ওঙ্কারাদি সকল বীজেই নাদ বিন্দু থেকে আবির্ভূত হয়—'এক' মাত্রায়; সে এক নিজেকে 'পূর্ণ' করে উকারাদি কলাসহকারে, অথবা 'কেবল'রূপেই; অন্তে নিজেকে বিন্দুলীনতায় 'শূন্য'ও করে।

এইবার স্বরের উপসংহার সূত্রগুলি আসিতেছে:—

**২৭॥ স্বরিতি স্বরাঃ সর্ব্বসবিতৃত্বাৎ॥**

স্বর নিখিলের 'সবিতা' বলিয়া 'স্বর' এই ব্যপদেশে আসিবে।

স্বঃ সুবরিতি নৈরুক্তাৎ সবিতারঃ স্বরা ইমে।
স্বরো ব্যঞ্জনবর্গস্য ব্যপেক্ষাবিরহাশ্রয়ঃ॥ ৫২

'স্বর' এবং 'সুবর্'—এ দুয়ের নৈরুক্ত, কিনা, নিরুক্তিঘটিত এবং ব্যবহারিক অভেদ মনে রাখিয়া 'স্বর'কে 'সবিতা' ভাবনা করিতে হইবে। 'স্বঃ' এবং 'সুবঃ'—এ দুয়ের আকৃতি আগে পরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রথমটিতে 'ব'= কেবল অব্যক্ত (potential); দ্বিতীয়টিতে উহা 'উ-ব' (ব্যক্তাব্যক্ত) মিথুন (polar) আকৃতি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত সবিতৃত্ব (Power as creative *elan*) সম্ভাবিত হয় না। 'স্বরে' অন্ত্য অ-স্বরে সবিতার অক্ষর-সামান্য যে 'আধার', সেটির বিস্তার হইল। সঙ্গীতে যেমন স্থায়ী সুরটিকে বাঁধিয়া দেয়া হইল। 'স্বর্' আর 'স্বর' উচ্চারণ করিয়া দেখ।

বাগ্‌ব্রহ্মের সবিতৃত্ব স্বরে অভিব্যক্ত, যথা, গানে সা, ঋ প্রভৃতি শুদ্ধ এবং মিশ্র স্বরে। সৃষ্ট্যাদি স্বরোদ্‌ভবা, স্বরপূর্ব্বিকা। সৃষ্টির উপক্রমে মধুকৈটভভয়ে ব্রহ্মা যে স্তবটি করিতেছেন, সেটি অ, আ, ঈ, উ প্রভৃতি স্বরের সাধনা—লক্ষ্য করিও। গানবাজনায় 'আলাপে' যেটি করিতে হয়। স্তবটি ঐভাবেই পাঠ করা উচিত (সাধারণভাবে 'গেয়' হইলে, সেটি হইবে না)। স্বরকে অবশ্য কেবল অথবা মুখ্যতঃ বৈখরীবৃত্তিতে বুঝিলে গোড়ার কথা বুঝা যাইবে না। 'হৃদিস্থিতা' মধ্যমাবাকের 'ধুর্' সমাশ্রয় করিতেই হইবে।

এই স্বর ব্যঞ্জনবর্গের ব্যপেক্ষাবিরহাশ্রয়। 'ব্যপেক্ষা' বলিতে সবিশেষ অপেক্ষা। প্রতিটি অক্ষরে, সুতরাং স্বরে, নিখিল ক্ষরাক্ষর সামান্যভাবে নিপুটিত (enfolded) অবশ্যই আছে। কারুর সামান্যভাব নেই। কোন পদার্থেই নেই। তবে, বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি বিশেষ বিশেষ অভিব্যঞ্জকের অপেক্ষা রাখে। যেমন, রসে বা পারদে কি স্বর্ণ নেই? আছে, আণবসংখ্যা-মানটি (Atomic Number) 'সংবৃত' করিয়া আছে। 'বিবৃত' করিয়া লও। ঠিক ঠিক সংখ্যামানটি মিলাইয়া দাও। এটি মন্ত্রমান। অঙ্গারকে হীরক করিতে আকৃতি বা লেখমান বদ্‌লাইতে হয়—অর্থাৎ, যন্ত্রমান। আর, উপযুক্ত তন্ত্রমান তো সাথে রহিবেই। তন্ত্র বা ক্রিয়ামানের সাধারণ নাম যদি দাও 'ছন্দঃ', তবে—

**২৮।। ছন্দঃ সহগত্বেন।।**

ছন্দঃ বা ক্রিয়ামানকে সহগ পাইয়া স্বর হয় সবিতা॥

অন্যপেক্ষা তু তত্র স্যাৎ সামর্থ্যং ছন্দসা সহ।
ছন্দসোঽপি চতুষ্পাত্ত্বং মাত্রাতানলয়স্বরৈঃ॥ ৫৩

পূর্ব সূত্রে স্বরকে ব্যঞ্জনের সম্পর্কে 'ব্যপেক্ষাবিরহাশ্রয়' ভাবে বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন—স্বরের নিজের জন্য কোন অপেক্ষা নেই—অন্যাপেক্ষা? তা অবশ্যই আছে। অধিষ্ঠান, আধার, আশ্রয় ইত্যাদির অপেক্ষা 'সামান্য' অপেক্ষা; এতদ্‌ব্যতীত 'বিশেষ' অপেক্ষাও আছে। এই বিশেষাপেক্ষা মান এবং মেয়—এই দুই দৃষ্টিতে করা যায়। কোন কারণবশতঃ স্বর তার আপন 'মান' (measure) পাইতেছে, অর্থাৎ, মেয় হইতেছে। যেটি নিত্য, মানাতীত, সেটি 'ঘটনা' এবং মানযোগ্য হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। পরন্তু এটি অপরাপর ঘটনা (measurable event) সম্পর্কে 'মান'ও হইতেছে। বাগব্রহ্মের স্বর আদি অভিব্যক্তি; এবং অভিব্যক্ত স্বর নিখিল ব্যঞ্জন (manifest) সম্পর্কে 'মানদ'।

মানদ হইতে গেলে 'সামর্থ্য' থাকা বা আসা চাই। ছন্দঃ সহকৃত হইয়া এই মানদ সামর্থ্য আসিয়া থাকে। 'ছন্দঃ' বলিতে এস্থলে বিশেষভাবে তন্ত্র বা ক্রিয়ামান। স্বরের দ্বারাই নিখিল সৃষ্ট্যাদি সম্ভাবিত হয় বটে, কিন্তু স্বরে যোগ্য ছন্দঃ অথবা

ক্রিয়ামান থাকা চাই। ক্রিয়ামান=efficiency factor; পূর্ব পূর্ব স্থলে যে 'সমর্থশব্দ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তার 'সামর্থ্য' নিরূপিত হয় মুখ্যতঃ ছন্দো দ্বারা। এইজন্য 'ছন্দসা' সৃষ্টি ইত্যাদি। জপব্যাহরণে স্বর 'ছন্দসা' প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

'ছন্দসা' না হইলে কোন শক্তিপিণ্ড (Energy mass or material) সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত হয় না; সুতরাং, 'সমর্থ'ও হয় না। জপব্যাহরণে বাক্ প্রাণ এবং চিত্ত—এ তিনেরি স্পন্দ বিন্যাস-উপযোগে আসা আবশ্যক। এ তিনের অন্যোন্যভাবিত্বও (co-efficiency) মনে রাখিতে হয়। তাই সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে বলা হইতেছে—

ছন্দঃকে চতুষ্পাৎ বুঝিতে ও পাইতে হইবে :—মাত্রা, তান, লয়, স্বর। এগুলি সঙ্গীতের 'অঙ্গ' হইলেও, সার্বভূমিক—সর্বভূমিতেই প্রযোজ্য। যেমন, গায়ত্রী জপে। এখানে স্বর=নাদ (এটিও আবার বৈখরী প্রভৃতি ভেদে চাতুর্ভূমিক); লয়=পাঁচটি শূন্য স্থলে স্পর্শলয়, এবং বিন্দুস্থলে সংস্পর্শলয়; তান='ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ইত্যাকার চারিপাদে অক্ষরকলা বিতান; মাত্রা=উদয়-বিলয় প্রণব-দ্বয়সহ ছয়টি পাদে চারিটি (অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট) মাত্রা। 'কালী', 'তারা', 'গোবিন্দ', 'রাম'—যে মহানামই গ্রহণ করি, তাতে ঐ চতুষ্পাৎ ছন্দঃকে মিলাইয়া লইতে হয়। চতুষ্পাৎ ছন্দঃ সহকৃত না হইলে স্পন্দধর্মী কোন কিছুরই 'স্ব+ভা+ব+ন' যোগটি ঘটে না। যেটি 'ভাবয়িতা' (producing factor), সেটি, ছন্দঃ সহায় না পাইলে অভাবের দিকে গড়াইয়া যায়। এই নিমিত্ত মন্ত্রাদির যথার্থ 'উদ্ধার' (এবং 'চৈতন্য') সংসাধিত হয় না।

এই কথাটি একটি শ্লোকে বলা হইতেছে:—

স্বরাদুদেতি হি স্বত্বং ভাতি তানাদ্ বিশেষতঃ।
মাত্রায়া বিন্দতে মানং লয়াদ্ ভবতি নিষ্ঠিতম্॥ ৫৪

যেটি 'স্ব', সেটি স্বরে উদিত হয়; তানে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়; মাত্রায় তার মান-মর্যাদা এবং সামর্থ্য লাভ করে; আর, লয়ে সেটি 'নিষ্ঠিত' হয়। (এই শ্লোকে স্ব+ভা+ব+ন, এইগুলি যথাক্রমে আহরণ কর, এবং বুঝিয়া লও।)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, 'আনন্দ' নিখিল বস্তুর 'হৃৎ'। সুতরাং, ছন্দঃ আনন্দের আকলন। আনন্দ আর প্রাণের সম্বন্ধও ভাবিয়া দেখিও, কেননা, পূর্বে আবার

ছন্দঃকে প্রাণের 'ব্যাকরণ' বলা হইয়াছে। অস্তি-ভাতি আপনার 'হৃৎ' অথবা রস-স্বরূপে 'অভিমুখীন' হইলে, 'আনন্দজাগৃতি' বা 'আনন্দ-সংবিৎ' হয়; এবং আনন্দের এই নিজ-সংবেদনই প্রাণ। প্রাণস্বরূপেই আনন্দ বলে—'এই যে আমি অস্তি-ভাতিতায় রহিয়াছি; এই দেখ, আমি কেবল, যুগল হইব, যূথ হইব; লীলারসিক হইব; আর, যুগল-যূথাদিরূপে আমার যে আত্ম-আকলন, তাহাই হউক ছন্দঃ।'

যেমন, বীণায় একটি তার পরাইয়া একতারা; তারপরে, তাতে দুই, তিন ইত্যাদি তার পরাইলাম; পরদা, ঘাট—এসব বাঁধিলাম। এতে স্বর বা সুরবস্তু স্বর, তান, মান, লয়—এই চতুরঙ্গে নিজেকে বহুধা-বিচিত্র আকলন করিল। জপাদি সাধনেও নিজ 'যন্ত্রটিকে ঐ বীণার মত সুরসম্বিতে এবং আলাপন মূর্চ্ছনায় বাঁধিয়া সাধিয়া লওয়ার যত্ন করিতে হইবে। আনন্দ বা রসবস্তুই 'সুর'; প্রাণরূপে 'সুর' হয় 'স্বর'; আর, ছন্দে 'স্বর' হয় 'তান, মান, লয়'। তাই পরের সূত্রে 'আনন্দ' তার অক্ষরমাত্রায় প্রদর্শিত হইতেছে:—

**২৯॥ আনন্দাক্ষরমাত্রাভিঃ**

'আনন্দের' অক্ষরমাত্রার অনুগ্রহে স্বর (ছন্দঃসহকৃত) 'সবিতা' হইয়া থাকে॥

সপ্তস্বরাদয়ো বস্তু মাত্রা দধতি কালিকম্।
তানাস্তু দৈশিকং ব্যাপ্তের্লয়াশ্ছন্দঃ সমঞ্জসম্॥
আনন্দ ইতি শব্দেন ততির্যতির্দ্রুতিঃ ক্রমাৎ।
সংহতিশ্চ ভৃতং সর্ব্বমানন্দমাত্রয়া খলু॥ ৫৫-৫৬

(সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে) ষড়জাদি সপ্তস্বর কি করে? মূল স্বরবস্তু যে নাদ, সেটিকে 'আহিত' করে (দধতি)। মাত্রা? উদিত নাদের আকলন এবং বিলীন নাদের সঙ্কলন—এ দুয়ের কালিক ক্রম এবং অনুপাতাদি সম্বন্ধ নিরূপিত করে। মাত্রা order in sequence relations ব্যবস্থিত করে। ইহা ব্যতীত শুধু সঙ্গীত বলিয়া নয়, জপাদি কোন ক্রিয়া অথবা সাধন তার সামর্থ্যমান লাভ করতঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না। (কালকে 'লোকক্ষয়কৃৎ' রূপেই দেখিলে তো হয় না; কালই যে সৃষ্ট্যাদি

সব কিছুর 'প্রতিষ্ঠা', তা মহাকাল মহাকালীর নৃত্যমঞ্চরূপে আপন বুকটি পাতিয়া দেখাইয়াছেন।)

তারপর, 'দৈশিক ব্যাপ্তি'—বিতান বা বিততি—order in co-existence patterns—নিরূপিত হয় যদ্‌দ্বারা, তাকে বলে 'তান'।

শেষে, 'লয়' কি করে? ছন্দঃকে সমঞ্জসতায় আনিয়া দেয়। বস্তু, কাল এবং দেশ ('Space' বলিতে যা বুঝি তা নয়)—এ তিন পাদে ছন্দঃ, 'অসমঞ্জস' থাকে; তুরীয় যে লয়পাদ, তাতেই সেটি 'সমঞ্জস' হয়। 'লয়' বলিতে 'repose in concordance' বুঝিতে পার। এটি কেবলমাত্র 'শেষ' বা 'অবসান' নয়; এটি 'বিরতি'। ইহাই ত্রিবেণীসঙ্গাম। এখানে 'অবগাহন' না করিলে কোন ধারারই যথার্থ উপরম নেই, সম্পূরণও নেই। (সরস্বতী = স্ফোটস্বর বা অব্যক্ত নিত্য নাদ, সেটি মধ্যমায় ব্যক্ত, যদি মনে কর, তবে গঙ্গা = সে স্বরের 'তান', যমুনা = মাত্রা, মনে কর। যমুনা = কালিন্দী, কালনন্দিনী)।

গায়ত্রী ইত্যাদি জপে 'অবম' শূন্য কয়টিতে স্পর্শলয়, এবং 'চরম' শূন্যস্থলে—বিন্দুতে—সংস্পর্শলয় সাধিত না হইলে, গায়ত্রী প্রভৃতির যে ছন্দঃ, সেটি অসমঞ্জস থাকিয়া যায়; আর, যৎকিঞ্চিৎ অসমঞ্জস, তদ্‌দ্বারা 'নামৃতং ফলমশ্নুতে'।

স্বর সব কিছুকে তার 'বস্তু' দিবে; মাত্রা দিবে তার ছান্দস যে কালক্রম, সেটি; তান দিবে তাকে দৈশিক সুষমবিততি (expanded, exhibited harmony pattern); লয় এ সমস্তকেই এক অনবদ্য পূর্ণ পরিণতিবিরতিতে মিলাইয়া লইবে।

'আনন্দ' (অ+নম্+দ্+অ)—এই শব্দে অক্ষর চতুষ্টয় পূর্বোক্ত ছান্দস-সমন্বয়টির নির্দেশ দিতেছে। আ = আততি, continuance, অস্তি-ভাতি 'যেন' প্রতিজ্ঞা করিল—'রহিব, সব ব্যাপিয়া রহিব।' 'নম্ = বেশ; তবে যতি-বিরতি (গানে যেমন তাল-ফাঁক) অঙ্গীকারটিও করে, সৃষ্ট্যাদি লীলা-প্রয়োজনে। 'দ্' = তল বা frame; নানা যূথচ্ছন্দে, বিচিত্র বীথিকায় নিজেকে সজ্জিত করিয়াও লইব। 'অ' = উত্তম; কিন্তু সব কিছু তোমার সুস্থির সংহতিতে, শান্ত সমন্বয়ে লইবে—এই প্রতিশ্রুতি দাও। সাগর যেন তার বুকে লহরীমালাকে বলে—'নাচিবে? নাচিয়া যাও। কিন্তু তোমার সকল নৃত্য সাগরের বুকেই, তার বিরামও সেখানে—এটি ভুলিও না।'

অতএব, 'আনন্দ' এই শব্দে, চতুষ্পাৎ ছন্দের দিক্ থেকে, আততি, যতি-বিরতি, দ্রুতি বা বিততি এবং সংহতি—এই চারিটির নির্দেশ রহিয়াছে। আততি আর বিততির ভেদটি অনুধাবন করিও। আততিতে ঋজু বিতান—as a homogeneous field. গানে যেমন 'আ' অথবা 'ই' স্বরকে সমভাবে 'টানিয়া' দেখান হয়। মার্গ ধ্রুপদগানে এই প্রকার ঋজুবিতানের মুখ্যতা থাকে। কোন স্বরকে ঋজুধ্রুব করিয়া দেখানই আসল কর্ম। অবশ্য কোন 'বাদী' স্বরের আধারে সপ্তস্বর, শ্রুতি এবং গ্রাম—এ সবেরও রাগাদি আকৃতিতে সাবকাশতা রহিয়াছে।

বিততিতে 'সুষমবক্র' বা 'বঙ্কিম'ও সাবকাশ। এইবার homogeneous field হইবে a system of harmonic waves; বীচি, কদম্বগোলক ইত্যাদি আকৃতির উদ্ভব। এইবার স্বর আপনাকে নানা সুষমভঙ্গিমায় 'খেলাইয়া' লইতেছে। সঙ্গীতে বিশেষ করিয়া এটি 'তান'।

জপব্যাহরণে নাদের আধারে ঋজুবিতানই (ধ্রুপদের মত) মুখ্য এবং প্রশস্ত কর্ম। উক্ত আধারে যে যে 'অক্ষর' আবির্ভূত হইবে, তাদের গমকাদিক্রমে 'খেলাইয়া' লওয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ, tremulous voice, modulation of voice সঙ্গত নয়। জপব্যাহরণে 'ভাব' (emotion), ও-ভাবে সাধক নয়, বাধক। নাদের এবং নামের শুদ্ধস্বভাব যেটি রক্ষা করে, সেই ক্ষেমদ ভাবই ওস্থলে ঠিক ভাব। সঙ্গীতে রাগবিশেষের শুদ্ধ আলাপনে যদ্রূপ। 'কড়ি'র স্থলে 'কোমল' হইলে কি সর্বনাশ! তানসেনের দীপকরাগে দগ্ধ হবার কাহিনীটি স্মরণ কর। বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সাহায্যে পরীক্ষার কথাও মনে রাখ। জপের সাধন বিজ্ঞানের পরীক্ষা।

ভাব তাই বলিয়া বাদ দেবার নয়। ভাব নহিলে যন্ত্রে 'সুরবাঁধা'ই হয় না। সুরে থাকেও না—'ছন্দোগ' হয় না। রাগে স্বরবিশেষের মত দেখিও যেন তোমার ভাবটি 'বাদী' অথবা 'সম্বাদী'ই রহে; বিবাদী, বিসম্বাদী না হয়। হইলে, সে 'বেয়াড়া' ভাবে 'অপরাধ'। শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব যেটি, সেটি সুরুতে প্রায়শঃ মেলে না; জপাদি স্বচ্ছন্দ এবং নিষ্ঠাসহকৃত হইয়া চলিলে 'আবির্ভূত' হয়। তখন, সত্যিকার 'প্রেমাশ্রু' ইত্যাদি। সেটির উদয়ের পূর্বেই 'শ্রীখোলে' চাঁটি পড়িবামাত্র 'ডুকরিয়া' উঠিয়া কি হইবে? "সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় তারা বলে"—সত্যি—জপে, নামে 'মাতাল'ই যদি না করে ত' হ'ল কি! কিন্তু, সে নামমদিরা (যাতে আমার নিতাইচাঁদ

নাচে যেন মাতা হাতী!) 'চোঁয়াইবে' কিরূপে! "মূল-মন্ত্র যন্ত্র-ভরা, শোধন করি ব'লে তারা—"। এই যে 'ব'লে তারা'—এটি কিন্তু শুদ্ধ সঙ্গত রীতিতেই হওয়া আবশ্যক। হইলে, 'চোখ কচ্‌লাইতে' হইবে না, আপনা থেকেই অন্তরের ভাবের উৎস খুলিয়া যাইবে; তখন—'আমার তারা ব'য়ে পড়বে ধারা!' নামের, বীজের নিজস্ব অমোঘশক্তি। তাতেই বিশ্বাস কর। তোমার নিজের দালালির দরকার নেই। 'স্বভাব' না খোলা পর্যন্ত 'ভাব-বিটেল' হওয়া দারুণ ঝকমারি!

তবে, হ্যাঁ, স্তবে, কীর্তনে, ভজনে ভাবমদিরার 'খোলাভাটী'! কলিজা শুকাইলেই তাতে 'চুমুক মার'। "আঁখি ঢুলু ঢুলু সদা রাত্রদিনে, কালীনামামৃত-মদিরা পানে"।

কথাগুলো একটুখানি হাল্কা করিয়া বলা হইল, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সব সাধনার মূলে যে ভাব, সেভাব 'স্বভাবে' না আসা পর্যন্ত, তাকে লইয়া 'ভাবিত' হইতেও হয়। কেননা, ভাবমাত্রেই উচ্ছ্বাসধর্মী, এবং উচ্ছ্বাসমাত্রেই তার অভাব এবং বৈপরীত্যপ্রবণ। যেটি এখন তরঙ্গচূড়ায়, সেটি পরমুহূর্তে তরঙ্গসানুতে গড়াইবে, এবং বিপরীত বিরোধী তরঙ্গাকর্তৃক বাধিত বিপর্যস্তও হইবে। উপায়? তোমার তরঙ্গাকে স্বভাবে, স্বচ্ছন্দে আন। দক্ষ বীণকর যেমনধারা বীণে আলাপন করেন, তেমনি কর তোমার প্রাণ, মন 'ধুন'—এই তিনটি তারের স্পন্দসমূহকে। এ তিনের মধ্যে আবার 'ধুন'কেই কর গোড়ায় 'জোয়ারী' তার। প্রাণের 'গতি' আর মনের 'মতি'—এ দুটিকেই ধুনের আনুগত্যে আন। ব্রজে 'মুরলীকি ধুন' যেমন করে। 'মতিগতি' আগে হউক বলিয়া বসিয়া, বৃথায় কাল 'গোঙাইয়া' কি হইবে!

"আনন্দঘন তুমি শ্যাম!"—তোমার আনন্দের যে চারিটি অক্ষর, তাদের দ্বারা যথাক্রমে প্রাণ পাক্ তার গতি (আততি), মন পাক্ তার মতি (মাত্রা), ধুন পাক্ তার দ্রুতি (ছন্দোগ বিততি), আর, এ সবে মিলিয়া (সংহতিতে) পাক্ অনির্বচনীয় রস-নিবিড়তায় বিলয়সঙ্গতি!

(অন্তিম 'অ'কারে মূর্চ্ছনায়—আরোহ-অবরোহক্রমে—প্রাণ-মন-ধুন এ তিনের আনন্দঘনতায় সমীকরণ বা সঙ্গতি বুঝিবে।)

সূত্রের কারিকায় উপসংহারে বলা হইয়াছে—'ভূতংসর্ব্বং আনন্দমাত্রয়া খলু'।

আনন্দের মাত্রাই নিখিল পদার্থকে 'ভরণ' করিতেছে। এ স্থলে 'মাত্রা' পদটিকে করণ-কারণ দুই অর্থেই লইবে। 'মাতৃ' শব্দের তৃতীয়ায় 'মাত্রা' পদ হয়। সুতরাং, আনন্দরূপিণী 'মা' এ সমস্তই ভরণ করিতেছেন—এ অর্থও আসে। 'ভরণ' বলিতে কি বা কিসের দ্বারা? সেটিও আসলে আনন্দ, বিশেষ করিয়া পূর্বোক্ত চতুষ্পাৎ ছন্দে লীলায়িত আনন্দ। 'ভরণ' মানে সব কিছুর গতিকে প্রাণরূপে, সব কিছুর কাম (রতি)-কে মতিরূপে, এবং সব কিছুর 'ধুন' (Expression)-কে 'তান'রূপে—এবং এদের তিনটিকেই লয়সঙ্গতিরূপে যোগক্ষেমে রাখিতেছেন।

### ৩০॥ রোধসি রোদসী॥

যৎকিঞ্চিৎ তটস্থ (রোধসি) অথবা প্রান্তভূমিগ (approximating to the End), তাদের 'ভূঃ' এবং 'অন্তরীক্ষ'—এ দুয়ের (রোদসী) শাসনমর্যাদায় অবস্থিতি।

রহস্যভাষায় এই সূত্রটির ভাব তলাইয়া বুঝিতে হইবে। যৎকিঞ্চিৎ 'এই'রূপে স্থিত এবং প্রতীত, তাহা 'ভূঃ' এই সংজ্ঞায় আসে—তা দেখিয়াছি। স্বঃ 'সেই'। Manifest and given, আর, Unmanifest to-be-and-become. এই দুয়ের মাঝে 'সেতু' (Becoming) হইল 'ভুবঃ'। এই মধ্যেরটি দুই রূপ—একটি সংঘটনত্বধর্মাবচ্ছিন্ন, অপরটি সংঘটিতধর্মাবচ্ছিন্ন। প্রথমটি, Process as determining; অপরটি, Field as determined. দুটো ম্যাগনেট্ অথবা তড়িতাধার লইয়া এই দুটি ভাব বুঝিতে যত্ন কর। মাঝের যে ব্যবধান (medium), তার ধর্ম-কর্ম কি চিন্তা কর। প্রাণিক এবং আধ্যাত্মিক যে কোন দুটি 'ভূঃ' এবং 'স্বঃ' স্থলে (যেমন, জপ আর তার 'ইষ্ট') ব্যবধানকে অনুরূপভাবে ভাবনা করিও। কেননা, কেবল 'বাহ্য' পদার্থসমূহ নয়, পরন্তু প্রাণের এবং চেতনার কেন্দ্রসমূহও বিভু (ব্যাপক) প্রাণ এবং চেতনার আধারেই বৃত্তিমান রহিয়াছে। তাদের আদান-প্রদান পরস্পরের মাঝে যে 'ভুবঃ', তদ্‌দ্বারা বিশেষভাবে নিরূপিত হইতেছে।

এখন, ভুবঃকে দ্বিতীয়ভাবে সঙ্কীর্ণ করিয়া (field as determined, medium with intrinsic relations) সাধারণতঃ সেটি 'অন্তরীক্ষ' বলা হয়। কিন্তু 'গ্রহণে' (in analysis, appreciation) সঙ্কীর্ণ হইলেও (limited, specified), আসলে সেটি সঙ্কীর্ণ হয় না; সমগ্রতত্ত্বই থাকে। সুতরাং, অন্তরীক্ষ সূত্র পুনশ্চ অনুধাবন কর।

এখন প্রশ্ন এই:—যাহা কিছু 'এই' রূপে ঘটিতেছে অথবা রহিয়াছে, সে সবই এক-একটা গতি-পরিণতির বর্ত্ম (lines of effectual becoming) ধরিয়া 'সেই' হইতে চলিয়াছে। এই গতিপরিণামবর্ত্মগুলি 'শূন্যে' নয়, পরন্তু কোন কোন 'নিরূপিত' (সংঘটিত) অথচ 'নিরূপক' (সংঘটক) মাধ্যমে তাদের সংস্থা (*ensemble*) পাইয়া তবে সংঘটনধর্মী (effectual) হয়। সে মাধ্যম অন্তরীক্ষ (কোথাও দীর্ঘ, কোথাও বা হ্রস্ব, যেমন পূর্বে আলোচিত)। কাজেই, 'ভূঃ' মাত্রেই 'ভুবঃ' (অন্তরীক্ষ) সহযোগেই তার অভীষ্ট যে 'স্বঃ' ('সেই'), সেটিকে পাইয়া থাকে। সে সহযোগ হইল বেদোক্ত 'রোদসী'। এই 'রোদসী' আকৃতি এবং সংস্থা না পাইলে আনন্দ তার আপন মাত্রাকে (ব্যাপক অর্থে) চতুষ্পাৎ ছন্দোরূপে অক্ষরাদি সমস্ত কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট এবং অনুব্যবসায়ী দেখে না। বীজ বলে—'এই তো একটি কণিকায় জমাট হইয়া আছি; ছন্দে ছন্দে ফুলটি হইয়া ফুটিয়া উঠিব যে, তার জন্য দাও আমাকে রোদসী।'

সৃষ্টির প্রতিটি 'এই' রেণু থেকে উঠছে এই রোদন! মায়ের কোলে শিশুটি হয়েই যেমন করে! তার পুষ্টি-পূর্ণতার যে পরিসীমা (স্বঃ 'সেই'), সে তাকে যেন ডাকিয়া বলে—'রোদিষি?'—কাঁদিতেছ? আচ্ছা, অন্তরীক্ষের যেটি ইকার বা ঈকার, সেটি তোমার সহযোগী হউক! তোমার-আমার মাঝখানে যাহা, সেটি তোমার 'পুষ্টি' বিধান করুক! মাঝেরটি শুধু সংস্থারূপ নয়, ধারারূপ। তুমি যে ধারার তটে (রোধসি) এস। তটে না এলে তো পারের খেয়া ভাসবে না। রোধসি আসিয়াই রোদসী মিলাইতে হয়। যেমন, দীক্ষায় শ্রদ্ধা-প্রপত্তি।

বর্তমান সূত্রের অধিকার সার্বভূমিক। দুটি দৃষ্টান্ত লইয়া তা দেখা যাইবে। ধর, কোন নির্দিষ্ট সরলরেখা। এটি 'এই' (ভূঃ)। এর উপরে এমন এক ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে হইবে, যার শীর্ষস্থ কোণটি সমকোণ। এটি 'সেই' (স্বঃ)। যার মাধ্যমে এটি সংঘটিত হইবে, তাহা 'ভুবঃ'। কোন এক স্কেলসাহায্যে নির্দিষ্ট সরলরেখাটির ঠিক মধ্যবিন্দুটি স্থির করিয়া লইলে। তারপর, ঐ মধ্যবিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া নির্দিষ্টরেখার্দ্ধকে ব্যাসার্দ্ধ করিয়া এক অর্দ্ধবৃত্ত অঙ্কন করিলে (কম্পাসের সাহায্যে)। ঐ অর্দ্ধবৃত্তের পরিধির যে কোন বিন্দু নির্দিষ্ট সরলরেখার দুই প্রান্তবিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত করিলেই অভীষ্ট সমকোণী ত্রিভুজ হইল। বৃত্তিপরিধিটি শীর্ষবিন্দুর 'লোকাস্'। এই দৃষ্টান্তে সংঘটক মাধ্যম যে ভুবঃ, সেটিকে মুখ্যতঃ তিনভাবে

পাইতেছি—কর্ম, করণ, অধিকরণ। কোন এক বিশেষ কর্ম হইতেছে; কোন বিশেষ করণ সাহায্যে হইতেছে; কোন নির্দিষ্ট আধারে হইতেছে। অন্যভাবে বলিলে, ঐ মাধ্যমটি ত্রিবিধ—যোজনা, যোজক, যোজিত। 'এই' আর 'সেই'—এ দুয়ের মধ্যে অন্তরীক্ষ 'ব্যবধান' হইয়াও ঐ যোজনাদিরূপেই 'এই'কে করে 'সেই', এবং 'সেই'কে করে 'এই'। নির্দিষ্ট সরলরেখাটি অভীষ্ট সমকোণী ত্রিভুজের 'বাহু' হইবার জন্য উপযুক্ত কোন ক্রিয়ায় 'যুজ্যমান' যখন হইল, তখন সে হইল 'তটস্থ' (রোধসি)। এবং উপযুক্ত যোজনা সহকারে হইল 'রোদসী'।

দুটি পদে সঙ্কেত নিহিত। প্রথমপদে যুজ্যমানতার আধার (যেমন ঐ নির্দিষ্ট সরলরেখা এবং তল) 'ধ' বর্ণে রহিয়াছে। শেষের হ্রস্ব ইকারে তদ্‌ভাবে 'বৃত্তি'—an object or theme just ready (or prone) to be treated so as to bring about an end. ঐভাবে বৃত্তিটি প্রবৃত্তি (effectual process) হয় কখন? উপযুক্ত মাধ্যমের যোজনাদি দ্বারা। দ্বিতীয়পদের (রোদসী) 'দ' বর্ণে দণ্ডবৃত্তি (upheaval) সূচিত। কোন তলবিশেষে ('ত' বর্ণে) কোন ক্রিয়া তার শক্তিমানকে 'ঊর্দ্ধে' উত্তোলন করিয়া প্রকট (kinetic) হইতে থাকিলে 'দ' বর্ণ। শেষের দীর্ঘ 'ঈ' কার, 'এই' র আকৃতি এবং 'সেই'র প্রপূর্তি—এই দুয়ের সম্মিলন সূচিত করে। দীক্ষায় যেমন আগ্রহ-অনুগ্রহ এ দুয়ের।

অপর দৃষ্টান্ত লও ককারাদি অক্ষর থেকে। ধর, 'ক' বর্ণ। এটি 'এই'। এ বর্ণে আনন্দ সম্ভাব্যরূপে রহিয়াছে, কিন্তু, ধর, এই বর্ণটিকে কেবল আনন্দহৃৎ এবং আনন্দমাত্রা নয়, পরন্তু আনন্দ পরিসীমায় ('সেই') লইবে। প্রথম সেটিকে ধ্যানাদি দ্বারা তদ্‌ভাবে যুজ্যমান-যুঞ্জানতায় আন। Make it aspiring to be as such, বাক্‌কে প্রাণ এবং চিত্তের যে নিগূঢ় সমর্থ বহমানতা (sub-or super-conscious currency or fluency) তার সঙ্গে যুড়িতে না পারিলে, উক্ত যুজ্যমানতা (সুতরাং তটস্থভাব) আসে না। সে 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত' পর্বেই আসে না।

আগে স্বরের যে সমাচার কথিত হইয়াছে, তাতে ইহা প্রতীত হইবে যে, 'ক' এর সঙ্গে কোন যোগ্য স্বর (যেটি অভীষ্ট তার অনুকূল এবং সাধক) যুক্ত হইলে পূর্বোক্ত যুজ্যমানতা আসিতে পারে। যেমন, 'কা' (কালীনামে), 'কৃ' (কৃষ্ণনামে), 'কে' (কেশব), ইত্যাদি স্থলে। বহুবর্ণস্থলে, 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম,' ইত্যাদি। স্বরগুলির বিচারে বিশেষ বিশেষ উপযোগ বিবেচিত হইয়াছে।

ব্যঞ্জনসংযোগ, যথা 'ক্র', 'ক্ল' ইত্যাদিও পরীক্ষণীয়। প্রথমটিতে বিশেষ করিয়া 'অগ্নি' (তেজঃশক্তি), দ্বিতীয়টিতে 'সোম' (শমনী, রঞ্জনী শক্তি) মুখ্যতায় আসে। প্রথমটিতে ভাস, অপরটিতে রস। ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য। অবশ্য, র এবং ল-এর অভেদবশতঃ একে অপরটি ওতপ্রোত থাকেই। কালী এবং কৃষ্ণ রূপ চিন্তা কর; নাম দুটি জপিয়াও দেখ।

এইবার 'ক' কার রূপ 'এই' 'সেই'-এর পানে যেন 'ফিরিল', তার শক্তিসম্পাত পাইল। এখন সেটিকে তার পানে 'অগ্রসর' হইতে হইবে, তদনুরূপতাদি ভাব পাইতে হইবে। উপায়? ঈ-কার যোগ হইল, অর্থাৎ, 'রোদসী' তার (রোধসির) সহায় হইল। শব্দ—ক্রী বা ক্লী। কিন্তু জ্যোতীরস অথবা রসজ্যোতিঃ যে পরিসীমা, সেটি মিলাইতে নাদবিন্দুকলাত্মিকা এবং তদতীতা যে অর্দ্ধমাত্রা, সেটি চন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি আকারে এবং কুলকুণ্ডলিনীর জাগৃতিরূপে পাইতে হয়। অর্থাৎ, ক্রীঁ অথবা ক্লীঁ।

ভিতরের দিক্ থেকে (psychologically), শ্রদ্ধা সব কিছুকে করে 'তটস্থ' (রোধসি); মতি-রতি আনে 'রোদসী'র অধিকারে।

বহির্জগতে সৌরাদি নক্ষত্রপুঞ্জের যে মহাবিপুল তৈজস-আণবশক্তি (thermo-nuclear energy), তার যেটি সৌম্য বা মিত্র 'মান', সেটি পৃথিব্যাদিতে প্রাণাদির অভিব্যক্তিটিকে যোগক্ষেম সংস্থায় রাখিয়া যাইতেছে। 'রোদসী' আকৃতিতে নব নব অভিব্যক্তির সহায়ও হইয়াছে। এটি Nature এর normal, healthy economy. মানুষ আজ তার বিজ্ঞান বিনিয়োগে এটমিক এবং থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তি, তাদের স্বাভাবিক যে যোগক্ষেম সংস্থা, তার বাহিরে বহিষ্কার করিতেছে। উপায় হইয়াছে fission, fusion ইত্যাদি। ফল হইয়াছে প্রধানতঃ এটম্ বম্ব, হাইড্রোজেন বম্ব প্রভৃতি। এটি 'রোদসী'র অভিচারক্রিয়া। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া নয়। অভিচারে 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই ব্যাহৃতিত্রয়ে 'স্বাচ্ছন্দ্য' ব্যাহত হয়। অর্দ্ধমাত্রার পরমাভিমুখীন সেতু সহায়টি বিধ্বস্ত হয়। রক্ষার উপায়—'শং নঃ' এবং 'স্বস্তি নঃ'—এ দুয়ের যে কল্যাণপন্থাঃ তার প্রবর্তন। সে পন্থাঃ ভিতর থেকে বাহিরে প্রসৃত।

# দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ

**১॥ মর্য্যাদাভিবিধী অপেক্ষ্য বৃত্তিত্বমাবৃত্বম্॥**

**সীমা এবং ব্যাপ্তি এতদুভয় অপেক্ষা উদ্দেশ করতঃ, (গতিস্থিতির) যে বৃত্তি, তাকে বলে আবৃত্তি॥**

সীমাব্যাপ্তী সমুদ্দিশ্য গতিস্থিত্যো র্হি বৃত্ততা।
সুষমা বিষমা বাপি সাঽবৃত্তিরিতি গৃহ্যতে॥
প্রত্যক্তয়া সমাবৃত্তি র্ব্যাবৃত্তিশ্চ পরাক্তয়া।
স্বাচ্ছন্দ্যমাদ্যয়া লভ্যং পরচ্ছন্দস্ত্বমন্ত্যয়া॥৫৭-৫৮

এইবার 'আবৃত্তি' কাকে বলে, তা চিন্তা কর। 'বৃত্তি' পূর্বে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তার আগে 'আ' এই উপসর্গ। এই উপসর্গের সীমা এবং ব্যাপ্তি (এই অবধি, এতটা)—এই দুই মনে রাখিয়া আবৃত্তি বুঝিতে হইবে। গতি অথবা স্থিতিরূপে কোন বৃত্তি হইতেছে। উভয়স্থলেই ব্যাপ্তি এবং সীমার প্রশ্ন থাকে। সীমাকে একান্তভাবে 'ন স্যাৎ' (negate) করিয়া যে বৃত্তি (বর্তমানতা), সেটি ব্রহ্মত্ব বা ভূমত্ব। সে অধিষ্ঠানে আবৃত্তি আদৌ নাই—'ন স পুনরাবর্ত্ততে'। ব্রহ্মসদ্ভাবের ন্যূন ভূমিকায় আবৃত্তি আছে। অণু থেকে বিরাট পর্যন্ত সকলেই বলিতেছে—'এই অবধি, এই সীমানায় আমি ব্যাপিয়া রহিয়াছি'। স্থিতিও তাই বলে, গতিও বলে। এরূপ আবৃত্তি অবশ্য ব্যবহারিক। তত্ত্বতঃ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্'। যে সব সিদ্ধান্তে জীবাদিকে 'অংশ', 'অণু' ইত্যাদি বলা হয়, সেখানেও অংশ, অণু ইত্যাদি জড়ীয় পরিচ্ছেদ নয়। ব্রহ্ম যেরূপ সৃষ্টি অনুরোধে 'বিন্দু' হন, এবং তাতে (পূর্ণ) অনুপ্রবিষ্ট রহেন, ভগবানও সেরূপ লীলানুরোধে জীবরূপ অংশ বা কণ হন। এরূপ 'হওয়া'ও ভগবানের নিত্যাভিব্যক্তি। চিন্ময় শুদ্ধবস্তুর অংশত্ব বা কণত্ব ক্ষুদ্রত্ব, এমন

কি ন্যূনত্বও নয়, লীলাসম্বন্ধবিশেষপ্রতিযোগিত্ব। ভগবান্ স্বয়ং লীলাপ্রয়োজনে শরীরিবৎ প্রতীয়মান হন। তাতে অবশ্যই তাঁর বিভুত্বাদির অপগম হয় না। জীবেরও নিত্যত্ব, বিভুত্ব স্বতঃসিদ্ধ। যেহেতু, সে 'চিৎকণ'। অগ্নির স্ফুলিঙ্গাদির সঙ্গে তুলনা জড়পরিচ্ছেদসংস্কারসঞ্জাত। আসলে ঐ ভেদাভেদ 'অচিন্ত্য'। ব্রহ্ম এবং বিন্দুর যেমন। লীলা সম্বন্ধ সাবকাশ হয় এইরূপ অচিন্ত্য-ভেদাভেদে। তবে ইহা 'মায়িক'? তা নয়। 'অপ্রাকৃত', 'অমায়িক' প্রভৃতি বিশেষণ বিচার্য। 'মহামায়া' এবং 'মায়া' সূত্রও অনুস্মরণ কর। অদ্বৈতবেদান্তীও সতর্ক হউন!

এ স্থলে নূতন করিয়া বিচারণা অনাবশ্যক। তবে ইহা স্পষ্ট যে, লীলাধিকরণে তত্ত্বতঃ নিত্যত্ব-বিভুত্বাদি রহিলেও, মর্যাদা এবং অভিবিধির অপেক্ষা সেখানে আছে; সুতরাং আবৃত্তিও। লীলাস্থলে আবৃত্তি সুষমা (ছন্দোলাস্যময়ী)। অন্যত্র বিষমা। একান্তভাবে বিষমা কুত্রাপি নয়। কেননা, আনন্দের যে লীলাচ্ছন্দঃ, তাইতেই নিখিল সৃষ্টির মূল প্রেরণা এবং যোজনা। বিষমা আভাসিকী। সৃষ্টিতে জড়ত্বও আভাসিক। বিষমায় 'পতিত' সব কিছুকে বিষমার 'পাক' (আবৃত্তি) কাটাইয়া সুষমায় চলিতে হয়। যে 'রাস্তায়' এটি সম্ভাবিত হয়, তার সাধারণ নাম 'সুষুম্না'। সুষমায় অথবা সুষুম্নায় যেটি লইয়া চলে, তার নাম প্রত্যগ্‌বৃত্তি; যাহা বিষমায় পাতিত রাখে, সেটি পরাগ্‌বৃত্তি। প্রথমটিতে সমাবৃত্তি দ্বিতীয়ে ব্যাবৃত্তি। সেই প্রথমখণ্ডে জপের লক্ষণ পুনশ্চ স্মরণ কর। সমাবৃত্তি সমারম্ভণে কি হয়? স্বাচ্ছন্দ্য। জপাদি সাধন স্বচ্ছন্দে, স্বভাবে, সহজে চলিতে থাকে। জড়ে 'প্রাণস্পন্দন' দেখা দিলে এটির সূচনা হয়—যাহা mechanical, cyclic ইত্যাদি, সেটি ভূয়ঃ ততোভূয়ঃ, spontaneous, rhythmic রূপ পাইতে থাকে। আর, ব্যাবৃত্তিতে (পরাগ্‌বৃত্তিতে—exteriorization -তে) 'পরচ্ছন্দস্ত্ব' (পরবশত্ব, বাধ্যত্ব ইত্যাদি) আপতিত হয়।

মন্ত্রে, যন্ত্রে এবং তন্ত্রে—তিন ক্ষেত্রেই 'আবৃত্তি' (কোন সীমা বা অবধি পর্যন্ত ব্যাপিয়া বৃত্তিমত্তা) লক্ষ্য এবং পরীক্ষা করিবে। প্রথমটিতে কালশক্তি (সুতরাং সংখ্যাসহ বৃত্তিমত্তা), দ্বিতীয়ে দেশশক্তি (সুতরাং পরিমাণসহ বৃত্তিমত্তা), এবং তৃতীয়ে ক্রিয়াশক্তি (সুতরাং অনুপাত-মাত্রাদিসহ বৃত্তিমত্তা) মুখ্যতায় রহিয়াছে। অন্যভাবে দেখিতে গেলে—মন্ত্রে জ্ঞান যন্ত্রে ভাব, এবং তন্ত্রে কর্ম প্রধান। এ তিনের অন্যোন্যসম্বন্ধ। কাজেই, আবৃত্তিতে এ তিনের সম্মেলন। যে কোন আবৃত্তি (জড়ের

ক্ষেত্রে স্পন্দ, ঊর্মি, আবর্তন ইত্যাদিও) ঐ তিন সূত্রাধারে (Co-ordinates এ) বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হয়। তন্মধ্যে 'দেশ' কে যদি ৩ ধরা যায়, তবে সূত্রাধার সংখ্যা হয় ৫। কালকেও যদি ৩, এবং ক্রিয়াকে যদি ৪ (পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা সম্পর্ক ধরিয়া) মনে কর, তবে সূত্রাধার সংখ্যা হইল ১০। আবার সেই 'দশধা'।

**২॥ উভয়ত্র পরমত্বাবমত্বে॥**

(মর্যাদা এবং অভিবিধি) উভয়স্থলেই পরমতা এবং অবমতা (Supreme, Absolute; Subordinate, Relative), এই দ্বিবিধ 'মান' রহিয়াছে॥

পাদমাত্রানুবন্ধাত্তু কাষ্ঠা প্রসজ্যতে হি যা।
তস্যাং পরমতা কুত্রাবমতা দৃশ্যতে ক্ব বা॥
যা তরতমতা-ধারা বিশ্ববৃত্তিষু দৃশ্যতে।
বিহায় ত্ববমাং তস্যাঃ পরমাং গতিমাশ্রয়॥ ৫৯-৬০

মর্যাদাভিবিধিসহকারে যে আবৃত্তি, তাতে 'কলার' (aspects, phases, elements) পরিমেয়তা হয় পাদে এবং মাত্রায় (যথা, সঙ্গীতে কোন স্বরবিশেষ অথবা স্বরসংযোগ-বিশেষের)। পাদমাত্রার অনুবন্ধ (context) হইলে কি হয়? কাষ্ঠা, সীমা (limit)—'এতটা, এই অবধি'—অবশ্যই আসিবে। খণ্ডকলা সম্বন্ধেও বটে, আবার কলা-সমষ্টি সম্বন্ধেও বটে। যেমন, গায়ত্রীজপে (ব্যাহরণে) ছয়টি পাদ, এবং তাদের মাত্রা সম্বন্ধে। প্রত্যেকটিরও কাষ্ঠামান ঠিক রাখিতে হইবে, আবার সমগ্র ব্যাহরণটিরও। সমগ্রের বেলাতে উদয় ওঙ্কারের আরম্ভকাষ্ঠা (starting limit), এবং বিলয় ওঙ্কারের বিন্দুলীনতা বা অবসানকাষ্ঠা (closing limit)।

এখন, কাষ্ঠামাত্রেই পরমাভিমুখীনা (tending to the Supreme, Absolute), অথবা অবমতাধিকৃতা (bound by the subordinate, relative) হইতে পারে। 'পরম' বলিতে এ স্থলে যেটি 'আদর্শ' (Prototype, Standard) সেটিও লইতে হইবে। কাজেই, 'যার পর আর নাই', 'যার বিকল্প; অথবা তুলনীয় কিছু নাই', এবং 'যাহা সর্ব-বিরূপ-প্রতিরূপের আদর্শরূপ';—এই তিন ভাবে পরমতা বুঝিতে

হইবে। যেমন, ওঙ্কারজপ। আমরা অনেকেই তা করি। কিন্তু পূর্ণ, বিকল্পরহিত, শুদ্ধ ওঙ্কার? যেটি স্বয়ং ব্রহ্মের পরা বাক্? বলিবে—'বহুদূর!' তাই বটে, তবু তল্লক্ষ্যেই তো সাধন! বিকল্পাদি দোষবাধিত হইলে অবম। 'অউম' আর 'অবম', এ দুয়ে 'উ' আর 'ব' ভেদ কি বলে, তা ভাবিয়া দেখিও। উকারে অগ্নির উদ্দীপন, প্রাণের উজ্জীবন, বাকের উদীরণ। 'ব' এটিকে 'বন্ধন' করিয়া রাখে। সঙ্গীতে স্বরসাধনা ইত্যাদিও এ বিচারে প্রাসঙ্গিক।

বিশ্বে নিখিলবৃত্তিসমূহে যে তরতমতা (comparability, gradation) দৃষ্ট হয়, যার ফলে বিশ্ববৃত্তিমাত্রেই ন্যূনাধিক অবমতার অধিকারে, তাদের মধ্যে এই ভেদটি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে—বৃত্তিবিশেষের প্রবণতা ('মুখ' বা 'ঝোঁক') কোন্ দিকে? পরাক্ না প্রত্যক্? বিশ্বভুবনের যেটি 'নাভি' তদভিমুখে, অথবা অন্যথা?

ধর, চিত্তবৃত্তি। ইহার প্রবণতাবিচার সর্ববিধ সাধনেই একান্ত আবশ্যক। নদীর যেমন 'গোণ' অথবা 'অগোণ' যাত্রার তরী ভাসাইবার পক্ষে। সামান্য নদীতে বহিঃস্রোতের বিপরীত অন্তঃস্রোতঃও কখন দেখা যায়। চিত্তনদীতে এটি প্রায়শঃ হইয়া থাকে। চিত্তের গঠন স্তরবিন্যাসাকৃতি। উপরি যখন কোন এক মুখে বৃত্তি হইতেছে, গভীরে তখন হয়ত' বা বিপরীত দিকে। আর, গভীরে সম্বেগমুখই (সংস্কারভূমিতে) চিত্তপরিকর্ম-ব্যাপারে মুখ্য। জপাদি সাধনের লক্ষ্যই হইবে গভীরে পরমপ্রবণতা চালু রাখা। বাহিরে 'পরাক্' (বাহ্য বিষয়, সম্বন্ধাদি) লইয়া রহিলেও চিত্ত গভীরে প্রত্যঙ্নিষ্ঠ রহিবে। 'বাহার্ প্রবৃত্তি, অন্তর্ নিবৃত্তি'—এই সূত্র। 'মুখে কাষ্ঠ, মনে কেষ্ট'। এইভাবে 'দো-মনা' হবার যে সাধন, তাহাই সাধন। 'হাতে করি কাজ, ভাবি মন মাঝ'—। মীরাদাসীর মত 'গহনগভীরা' ভাবটি কবে ভাগ্যে আসিবে? শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত এই পরমে অন্তর্মুখীনতাটি সহজে, স্বচ্ছন্দে হয় না। অন্তরে এইরূপ 'পরমে ভরপূর' ভাবটি অনেক সময় রসগাথায় ও গীতিতে 'পরকীয়া' ভাবের মতন করিয়া বলাও হয়। আবার কোথাও বা—ভিতরে কত না জ্বালা, তবু বাহিরে কত যেন ঠাণ্ডা! মুখে রা-টিও নেই! সেই যে অহল্যাবাই-এর স্বামী—মুখে একটিবারও রামনাম নেই! যেদিন স্বপ্নে মুখ থেকে নামটি বাহির হইল, সেদিন 'জান'ও বাহির হইল—'যিস্ ধনকো ইত্নে রোজ ম্যায় দিলমে ছিপায়া রখ্খা থা, ওহি ধন আজু মেরে নিক্ল আয়া!'

যখন ভিতরে পরমের 'বাঁশী'টি বাজিতে থাকিবে, তখন বাহিরের 'সাড়া'ও 'অবম' থাকিবে না। দেখায় যেন বাহিরটা তখনও 'বাজে কাজে' রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে যে সুর বাজে, আসলে সেই সুরেই সেও বাজে। মরমী ছাড়া আর কে এই দুই 'বাজে'র মাঝে মিতালীটি বুঝিবে!

পাদমাত্রা এবং কাষ্ঠার প্রসঙ্গ পূর্ব দুটি সূত্রে হইল। এইবার কলা। কলাও পরমা এবং অবমা—এই দুই দৃষ্টিতে অবলোকিত হইবে। 'অবমা' মানে যৎকিঞ্চিৎ বৈকল্পিক, ব্যূঢ়, অস্বতন্ত্র, পরতন্ত্র। সাধারণ ব্যবহারে কলা এবম্প্রকার 'অবমা'-পর্বেই আসে। যেমন, ঐ চন্দ্রকলা, ঊর্মিকলা, ইত্যাদি। এগুলিকে 'অবমা' বলা হইতেছে, বিশেষ কারণে। 'অপরা' বলাও যায়। এখন, অপরাকে পরমাপানে লই কি করিয়া—এই তো বিকাশ মাত্রের, এবং সাধনের মূল সমস্যা। যেটি aspect মাত্র, সেটি Absolute হয় কিসে, যেটি partial, সেটি পূর্ণ হয় কি উপায়ে—এই তো প্রশ্ন! যেমন, জীবের অপরা-প্রকৃতি এবং পরমের পরমা প্রকৃতি—এ দুয়ের মাঝে সেতুসন্ধিটি মিলাই কি করিয়া? মাঝখানে 'পরা' কে বসাও বা জাগাও। গীতায় পরাপ্রকৃতিকে স্মরণ কর।

জপাদি সাধন মাত্রেই পরমার উদ্দেশ্যে এই পরাকে জাগাবার এবং যোগাবার কাজ।

**৩॥ কলাসু পরমা যা সাঽর্দ্ধমাত্রা॥**

নিখিল কলার মাঝে যে কলা পরমা, সেটি অর্দ্ধমাত্রা॥

'সেতু র্যাঽপ্যর্দ্ধমাত্রা নয়তি চ পরমং ব্যক্তমব্যক্তভাবম্'।

গুরুস্তোত্রে ঐ চরণটি আবার স্মরণ মনন কর।

অর্দ্ধবৃগলমিত্যাদাবর্দ্ধনারীশ্বরাদিষু।
সোমার্দ্ধাদিষু বা হ্যর্দ্ধ একার্দ্ধত্বং ন সূচয়েৎ॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যাঽনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
বিন্দোর্নাদস্য সন্ধিস্থা সন্ধিনী ব্যানরূপিণী।
নীত্বাঽপরং পরং যাঽপি পরপারং নয়েৎ পুনঃ॥৬১-৬২

শ্রুতিতে যে 'অর্দ্ধবৃগল', তন্ত্রপুরাণাদিতে যে 'অর্দ্ধনারীশ্বর', 'সোমার্দ্ধ ইত্যাদি অর্দ্ধঘটিত শব্দসকল আছে, তাদের 'অর্দ্ধ' মানে একের 'অর্দ্ধ (আধা)—এভাবে সোজাসুজি বুঝিবে না।

পূর্ব (চতুর্থ) খণ্ডে 'অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্' নামে যে পরিশিষ্টটি প্রকাশিত হইয়াছে, সেটি বর্তমান সূত্র এবং কারিকা প্রসঙ্গে পুনশ্চ অনুধাবন করিতে বলি। 'ঋধ্' ধাতুর গূঢ় এবং ব্যাপক ভাবটি ঐ স্থলে বিবৃত করার যত্ন হইয়াছে।

যেটি 'কলিতা', অথবা যাহা 'কলনী', তাকে যদি বল 'কলা', তবে সে কলাকে, পূর্বোক্ত দুটি কাষ্ঠা বা সীমা সম্বন্ধে, দুই দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। পরম থেকে অবম, আবার, অবম থেকে পরম; পরাগ্-গতি, আর, প্রত্যগ্গতি। যেটি পরমবস্তু, সেটি তদ্রূপে রহিয়া অবমতায় 'অবতরণ' করে কি ভাবে; এবং পরমব্যাবৃত্তিরূপা এই যে অবমতা, তা থেকে আবার পরমে সমাবৃত্তিটি ঘটে কি করিয়া? এই উভয় দিকে যে অবতরণিকা আর উত্তরণিকা, সেটি পরম-ব্যতিরিক্ত অন্য কারণ দ্বারা অবশ্য সাধিত হয় না। হইলে, পরমতাহানি; অবতরণ এবং উত্তরণ উভয় স্থলেই পরমের পরতন্ত্রতাপত্তি ঘটে। কাজেই, মনে করিতে হয়—পরম স্বয়ংই 'কলনী' এবং 'কলিতা', এ দুটি ভূমিকা পরিগ্রহ করেন; অর্থাৎ, 'কলাসু পরমা' হন। ইহা অর্দ্ধমাত্রা।

অর্দ্ধমাত্রা ব্যতীত ঋজু-সুষম্-বিষম, এই তিন পর্বের কোন পর্বেই সৃষ্ট্যাদি সম্ভাবিত হয় না। মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র (ব্যাপক অথবা সবিশেষ অর্থে) প্রসজ্যমানও হয় না।

কারিকার দ্বিতীয় শ্লোকে, অর্দ্ধমাত্রাকে 'সন্ধিনী' এবং 'ব্যানরূপিণী' রূপে বিশেষিত করা হইয়াছে দেখিও। যাহা সব কিছুর সন্ধিবিধায়িনী, সেটি সন্ধিনী; এবং তদ্রূপ হইয়া যেটি ব্যাপিনী, সেটি ব্যানরূপিণী।

ব্যান এবং সন্ধির কথা অগ্রে ভূয়সী হইয়াছে। এইবার 'অর্দ্ধ' কাহাকে বলে, তার সূত্র—

**৪।। অর্দ্ধত্বং সমাত্রামাত্রয়োঃ সকলনিষ্কলয়োশ্চ সন্ধিসম্বন্ধাৎ।।**

অমাত্র এবং সমাত্র, নিষ্কল এবং সকল—এই দুই অন্যোন্যবিরহকোটির (logical contradictories) মধ্যে সন্ধিসম্বন্ধ (relatedness in fact) যদ্ দ্বারা হয়, সেটিকে বলে—'অর্দ্ধ'।

যে দুটিকে ব্যবহারতঃ সম্বন্ধে আনিতে হইবে, সে দুটির লক্ষণ প্রণিধান করিলে অবশ্যই বলিতে হয় যে—ওদের সন্ধিসম্বন্ধ কার্যতঃ ঘটিলেও বস্তুতঃ অনির্বাচ্য। কাজেই, 'অর্দ্ধ'ও বস্তুতঃ অনির্বাচ্য।

নিষ্কলমন্তরা চাপি সকলং সেতুরীক্ষ্যতে।
সমাত্রামাত্রয়োর্যেনানির্বাচ্যং সন্ধিবন্ধনম্॥
বিশেষেণ সমুচ্চার্য্যং নির্ব্বিশেষাক্ষরং যতঃ।
তদর্দ্ধং দোগ্ধৃ জানীত কামধুক্ষ্বক্ষরেষু হি॥ ৬৩-৬৪

যাহা নিষ্কল আর যাহা সকল, এ দুয়ের মাঝে (অন্তরা) সেতু (nexus) প্রতীত হয়; অমাত্র আর সমাত্রের মাঝেও তদ্রূপ; যার ফলে এরা এক অনির্বাচ্যসম্বন্ধভাক্ হয়। বাকের দিক্ থেকেও, যেটি পরম এবং নির্বিশেষ 'অক্ষর', সেটি পরা, পশ্যন্তী মধ্যমা, বৈখরী—এই চতুর্ধা নিজেকে বিবৃত করতঃ 'উচ্চার্য্য' হয় কিসে? যাহা 'অনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ', তাহা বিশেষ বিশেষ ভাবে উচ্চার্য হয় কিসে? এখানে, 'উচ্চার্য্য' মানে কেবল কণ্ঠে উচ্চারণযোগ্য নয়, পরন্তু যাহা নির্বিশেষ সমভাবে রহিয়াছে, সেটি 'সবিশেষ ব্যক্তিমাপন্ন' (differentiated and evolved as individual sound-elements) হয় কিরূপে—এইটির সূচনা দিতেছে। উৎ+চর—শান্ত সলিলবক্ষে যেমন তরঙ্গ। যেটি Absolute Constant, সেটি ঊর্দ্ধাধঃ কাষ্ঠায় variations এ আসিতেছে কিভাবে? কোন কিছু constant রহিলে তো তার *dy/dx* (true rate of change) লক্ষণমত শূন্য। সেটি বিবিধ বিচিত্রমানে (ধনে ঋণে) আসে কি প্রকারে? গণিতে incommensurable', 'imaginary' ইত্যাদি সব মান পরিণামের মূলেই বা কি? চিত্তে এবং প্রাণের ক্ষেত্রেও যে সব অশেষ সুষমা অথবা বিষমা বৃত্তি আকৃতি, সে সবই বা সম্ভাবিত হয় কিসে? এসব প্রশ্নের উত্তর এক কথায়—'অর্দ্ধ'। এটি স্বয়ং অনির্বাচ্য, অথচ সর্ববিধ মান-প্রত্যয়ে এবং ব্যবহারে মৌলিক এক সন্ধিসম্বন্ধ সংস্থাপক (the Radix of all that is relatable, measurable)। পরমাক্ষর থেকে যে সব 'পর' অক্ষরভূমি সমুদিত, এবং সে সব থেকে যে সমস্ত 'অপর', তাদের যদি কামদুঘা

'গো' (বাক্ অর্থেও) মনে করা যায়, তবে 'অর্দ্ধ'কে তাদের সম্বন্ধে 'দোগ্ধৃ' (দোহনকারী) জানিবে। যেমন, পরব্রহ্ম থেকে বিন্দুকে দোহন, বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে কলা এবং পুনশ্চ বিন্দু—এ সবই অর্দ্ধেরি কর্ম। গায়ত্রী ছন্দঃ দেবতাদের নিমিত্ত 'অমৃত' দোহন করেন। সে দোহনও অর্দ্ধ বা অর্দ্ধমাত্রার প্রসাদে। গায়ত্রীতে যে স্থলে নাদ-বিন্দু-কলা—এই ত্রিতয় সম্মিলিত (উদয়-বিলয়-প্রণবের সন্ধি), সেইটিই অমৃতধাম অথবা আকর। আগে বলা হইয়াছে যে, ঐটিই 'তজ্জলানি শান্ত উপাসীত' এর স্থল। ঐ সন্ধিতে (ব্যানবেদীতে) শান্ত না হইতে পারিলে ঊর্মিসঙ্ঘাত সুতরাং মৃত্যু থেকে মুক্ত হওয়া যায় না; কেবল 'গতাগতি পুনঃ পুনঃ'ই চলিতে থাকে।

অক্ষর কলাসমূহকে কামধুক্ বলা হইল কারিকায়। অ, আ, ই ইত্যাদি স্বর, ক, খ ইত্যাদি ব্যঞ্জন, প্রতিটি কামধুক্। প্রতিটি থেকেই (বিশেষ বিশেষ শক্যতা সত্ত্বেও) নিখিল ভাব এবং অভীষ্ট দোহন হইতে পারে। সুতরাং, শক্যতা সাধারণী এবং অসাধারণী। যেমন, আদিস্বর অ, এবং অন্ত্যব্যঞ্জন 'হ', এ দুয়ে 'অহম্'। এতে 'আমি' (ব্যক্তি) বুঝাইল। এই 'আমি' আত্মা অথবা ব্রহ্ম হয় কিরূপে? 'অর্দ্ধ'কে দোহনে লাগাও। মাঝের হকারই বিশেষভাবে দোহনযোগ্য, কেননা সকল বর্ণের নিজ নিজ শক্তি হকারে 'নিহিত', সঞ্চিত। হকার নিখিল বর্ণকলার 'সমূহমূর্ত্তি'। হকার থেকে 'অর্দ্ধ' দোহন করিল উকার। (দুহ্‌ধাতুটিও পরীক্ষা কর। দ=দণ্ড; উ=রজ্জু; হ=শক্তিপিণ্ড বা সামগ্রী।) ফলে, 'অউম'=ওঙ্কার। ইহা আত্মা এবং অমৃত উভয়ের সন্ধায়ক। 'আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্' পুনশ্চ ধ্যান কর। 'অহং'রূপ আত্মাকে অধরারণি কল্পনা করা হইল। এই অধরারণিকে 'অর্দ্ধ' প্রণবরূপ উত্তরারণিদ্বারা 'জ্ঞাননির্ম্মথন' করিল। অহমের শেষ 'ম্' অথবা অনুস্বারটি তার ব্যক্তিগ্রন্থি ('tie') বা 'পাশ'; প্রণবদ্বারা নির্মথনের ফলে পাশটি দগ্ধ হইল। ফলে, অহং হইল 'অউম'। অধরারণি এবং উত্তরারণির সমীকরণ সাধিত হইল। ভাবকে মাঝে রাখিয়া (উকার), ক্রিয়াশক্তি (অকার) জ্ঞানশক্তিতে (মকার) উদ্‌বর্তন এবং উদ্দীপন না করিলে এটি হবার নয়। 'জ্ঞাননির্ম্মথন' শব্দে যে 'জ্ঞান', সেটি 'উপনিষৎ'ও বটে, 'সংবিৎ'ও বটে।

সর্বস্থলে 'অর্দ্ধকে' যে কোন 'Given' অথবা 'Matrix' সম্বন্ধে উপযুক্ত

অভীষ্ট ফলের 'দোগ্ধৃ' জানিবে। এই 'অর্দ্ধ' (ঋধ্ধাতু) কলার যে পরমতা, তাতেই নিষ্ঠিত (intrinsic, inherent) রহিয়াছে। পরমার সম্পর্কে অপরসত্ত্বাকা এবং অবমবৃত্তিকা কোন কিছুর দ্বারা পরমা সন্ধিসম্বন্ধাদিভাক্ হয় না। যেমন, যাহা ক আর খকে সন্ধিতে লইবে, সেটি এ দুয়ের সম্বন্ধে বা তুলনায় ন্যূনতায় নামিলে হয় না। যদি বল গুরুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি কি ইষ্টের তুলনায় ন্যূন নয়? মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যবহারতঃ যে ভেদই করা হোক্ না কেন, তত্ত্বতঃ গুরুশক্তি পরমের যে অনুগ্রহশক্তি, তাঁর সঙ্গে অভিন্না, এবং মন্ত্রশক্তি বিশেষ করিয়া পরমের প্রতিগ্রহ-পরিগ্রহশক্তির সঙ্গে। যন্ত্রশক্তি বিশেষতঃ সংগ্রহ-বিগ্রহের সঙ্গে। গুরু-ইষ্ট-নাম (মন্ত্র)—এ তিনই অভেদভাবনায় গ্রথিত হয় পরমের যে শক্তিতে, সেটি 'অর্দ্ধা'। পরমবস্তু 'কেবল' রহিয়াও এই 'অর্দ্ধা'কে অঙ্গীকারকরতঃ 'যুগলাদি' হন।

অতঃপর, অবমকোটিতে অবতরণ।

৫॥ অবমাবৃত্তেঃ কোণত্বন্॥

পূর্বোক্ত মর্যাদাভিবিধিসহকারে যে বৃত্তি, সেটি অবম পর্বে নামিলে হয় কোণ (Angularity)

ত্র্যক্ষরাবমমধ্যস্থবকারসম্প্রসারণাৎ।
উকারো গৃহ্যতে তস্মাদোঙ্কারাক্ষরনিশ্চয়ঃ॥
কঞ্চুকেন বকারত্বমাবৃত্তেঃ কোণরূপতা।
সম্ভাবয়তি কোণত্বং নাদে কঞ্চুকপঞ্চকম্॥ ৬৫-৬৬

তিন অক্ষর 'অবম'; এর মধ্যস্থিত যে 'ব', তার সম্প্রসারণে হয় 'উ'। এই উকার হইলে ওঙ্কারাক্ষরনিশ্চয় হইল। অক্ষরের যেটি অবাধিত, অখণ্ডিত বিতান (unrestricted, unbroken continuity), তার সাধারণ সংজ্ঞা যদি হয় 'নাদ', তবে সৃষ্টিধারার অবমপর্বে সমস্ত কিছুতে ওই বিতানের আকুঞ্চন (কুঞ্চিতভাবে) হইয়াছে। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুতেই কোন কোন রকমের 'বাধক' (constraining, contracting factor) রহিয়াছে। ওই বাধক আবার 'আড়ষ্ট অনড়' হইয়া নেই। অর্থাৎ, ঐ factorটি rigid নয়। ফলে, সমস্ত কিছুই 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ'। ক্ষুদ্র অণু থেকে বিরাট্ বিশ্বও তাই। প্রাণ মনের সঙ্ঘাতগুলিও তাই।

উক্ত বাধকটির সাধারণ নাম দাও—'কঞ্চুক'। তন্ত্রাদিতে কঞ্চুকপ্রসঙ্গা বিস্তারিত হইয়াছে। এখানে, মায়াকে মূল কঞ্চুক ধরিয়া, দেশ-কাল-বস্তু-সম্বন্ধ (বা ছন্দঃ)—এই চারিটির বিশেষ বিশেষ সংস্থা এবং সংস্কার (assemblage and predisposition)—এই চারি রকমের কঞ্চুক বিবেচিত হইতে পারে। অর্থাৎ, মায়াকে উপাদানকারণরূপে পাইয়া দেশ-কালাদি ঐ চারিটি, সৃষ্টির অবমপর্বে, সমস্ত কিছুর অবাধিত স্বরূপ-স্বভাব-স্বচ্ছন্দাবস্থানের বাধক হইয়া থাকে। সব কিছুকেই কালাদি কঞ্চুক বলে— 'তুমি এখন আছ, তখন নেই; এখানে আছ, ওখানে নেই; এ রূপে বা ভাবে আছ, ও রূপে ভাবে নেই; এ সম্বন্ধে আছ, ও সম্বন্ধে নেই।'

কিন্তু যেহেতু কঞ্চুকের সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ—এ দুটি ভাবে বৃত্তি (যার ফলে, আবৃত্তি amplitude of oscillation, এই বিশেষ আকৃতিটি পায়), ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, অবমপর্বে আবৃত্তি দুই পরিসীমাভিমুখে হইতেছে। 'নিজেকে আরো আরো মেলিয়া যাও'—এই একটা; 'নিজেকে আরো আরো গুটাইয়া লও'—এই অপরটা। একটা মহানের দিকে; অপরটা অণুর। এ দুয়ের পরাকাষ্ঠা নাদ ও বিন্দু।

তবে এটি অবমপর্ব, কাজেই, সব কিছুর নাদবিন্দু চরম পরিসীমা বা পরাকাষ্ঠা হইলেও, কোন কিছুই তার ব্যবহার ব্যাপারে ঐ দুই পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতেছে না। অন্তরালে (in the intervening positions এ) কঞ্চুকবাধায় ঠেকিয়া যেন 'ঠিকরাইয়া' আসিতেছে; নিরন্তর অবমপর্বেই সঙ্কুচৎপ্রসরৎ হইতেছে। দেশকালাদি চতুষ্টয়ের interval ইত্যাদি সম্বন্ধবন্ধজালে পতিত রহিয়াছে। সঙ্কোচ-প্রসার, দুই দিকেই পর পর সেতুসন্ধি এবং মেরু (critical points and phases) রহিয়াছে।

যেমন ধর, সঙ্কোচের দিক্। কিছু দূর অবধি দেখা যায় যে, বস্তুটা ক্ষুদ্র, হ্রস্ব হইয়া চলিয়াছে। এইবার এক 'মেরু' মিলিল। তখন কি হইবে? বস্তুটা আয়তনে (space measure) ছোটর মতন দেখাইতেছে বটে (যেমন, এটম্), কিন্তু শক্তিক্রমে

বিশেষতঃ মহান্, মহত্তর হইতেছে। এ যাত্রার 'শেষ' ঘাঁটি (মেরু) পেরুলে বিন্দু। এখানে সঙ্কোচ-প্রসার দুই-ই নিরতিশয় হইয়া (শূন্য ও পূর্ণ) মিলিল।

এখন দেখ, জপাদি সাধনমাত্রেরি লক্ষ্য হইল—অবমা যে সঙ্কুচৎ প্রসরৎ 'আবৃত্তি', সেটিকে পরাকাষ্ঠায় আনিয়া পরমে স্থিত কর। উপায়? 'অবম'-এর মধ্যের বর্ণের সম্প্রসারণ, অর্থাৎ, অউম।

এইবার, অবমাবৃত্তিতে যে কোণত্ব বা কৌণিকত্ব, সেটি বুঝিয়া লও। পরমের যে অবতরণ (descent) অবমে অউমের মাধ্যমে, তাহাই সৃষ্টি; এইটির বিপরীত হইলে লয়। অবতরণে 'এই' যে 'প্রত্যয়', তাতে 'আসিলাম'; উত্তরণে 'সেই' যে 'প্রকৃতি', তাতে 'ফিরিলাম'। তত্ত্বমসি।

'প্রকৃতি' অপরা, পরা, পরমা—এই তিন ভাবেই ভাবনা করিও। সৃষ্টি এবং লয়ও ঐ ভাবনায় ত্রিবিধ। ধর, জপ। এতে সামান্যতঃ বৈখরী এবং পশ্যন্তী হইল সৃষ্টি অথবা অভিব্যক্তির ভূমি; আর, মধ্যমা এবং পরা লয়ের ভূমি। সৃষ্টির ঐ দুই ভূমির মধ্যে বৈখরী অবমা, পশ্যন্তী উত্তমা।। লয়ে, মধ্যমাকে 'মধ্যমা'ই বলিবে; কেননা, মধ্যমা ধূঃস্থানীয়া। আর, পরাকে পরমাপ্রান্তগা বলিবে। গায়ত্রী প্রভৃতি জপে এই সূক্ষ্ম ভেদগুলি কার্যতঃ মনেও রাখিতে হয়। কণ্ঠাদিপ্রযত্নসংস্কারসহকৃত জপ বৈখরীজপ। 'মানস' জপও এতে আসে, কেননা, তাতে সচরাচর কণ্ঠাদির সূক্ষ্মপ্রযত্নাদি থাকে। পশ্যন্তী জপ এসব 'কঞ্চুক' থেকে মুমুক্ষু অথবা মুক্ত। মধ্যমায় বাকের (সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের এবং চিত্তের) প্রত্যয় লয়; পরায় প্রকৃতি লয়। উক্ত প্রকৃতি কলা-নাদ-বিন্দুর সমানাধিকরণতা (একত্রাবস্থান)। পরমা এ তিনেরই অধিষ্ঠান রহিয়া 'অতীতা', তুরীয়া।

এখন, অবতরণ উত্তরণের যে ভূমিগুলি দেখা যাইতেছে, সে সকলে একটি সাধারণবৃত্তিব্যাপার লক্ষ্য কর। সেটা কি? সেটা হইল সোজা কথায় 'মোড় ফেরা'। যেভাবে, যেদিকে, যে ছন্দে গতি চলিতেছিল, সেটা যেন 'ঘুরিয়া' গেল—turn, re-orientation ঘটিল। এই ব্যাপারেই সেতু, সন্ধি, মেরু।

এই যে 'মোড়-ফেরা' অথবা 'ঘুরিয়া-যাওয়া'—এটা সৃষ্টিতে এবং সৃষ্টিপ্রত্যয়ে এক মৌলিক ব্যাপার। পূর্বসূত্রালোচিতা 'অর্দ্ধা' এই ব্যাপারের নির্বাহয়িত্রী। এর ফলে অক্ষরপরম (Absolute Unchanging Reality) গতি এবং

ঋদ্ধি (Movement and Evolution), এই দুই ভাবে নিজেকে 'কল্পন' করেন এবং 'দেখেন'। পরমবস্তু 'উত্তম' রূপে (ভগবত্তা) ক্ষরাক্ষরধারা প্রবাহিত করেন। ক্ষরাক্ষর—এই দ্বন্দ্বের প্রথমটির সম্পর্কে 'অতীত', আর, দ্বিতীয়টির সম্পর্কে 'উত্তম' রহিয়া ভগবত্তার প্রশাসন। এই যে পরস্পর প্রতিযোগী এবং দ্বন্দ্বস্থিত (opposed and polarised) ক্ষরাক্ষর, সেটি পরম এবং উত্তম, এতদুভয়ের অপেক্ষায় অবম। এই অবমপর্বে পূর্বোক্ত ঐ যে 'মোড়ফেরা', সেটি 'আবৃত্তি' আকৃতিপ্রাপ্ত হইলে হয় 'কোণ'। ধর, কোন ধ্রুব অক্ষ (axis) কোন নির্দিষ্ট তলে (plane এ) রহিয়াছে। এখন, তার একপ্রান্তবিন্দু স্থির (অক্ষর) রাখিয়া তাকে অন্যতলে লইতে গেলাম (ক্ষর)। এখানে, 'তল' বলিতে সাধারণতঃ দেশসংস্থা (position)। এইবার, এই যে অক্ষরাক্ষর সম্বন্ধ, সেটিকে যদি মাপে (এই এতটা, এই অবধি—আ+বৃত্তি) দেখিতে চাই, তবে পাই কোণ (circular measure ইত্যাদি)। কোন এক ধ্রুব অক্ষ কোণে ('cone' এ) পরিণত হয় কিরূপে, তাও দেখ। এই যে 'কোণ', এটিকে ক্ষরাক্ষরপ্রপঞ্চের সব তাতেই বিবিধ আকৃতিতে চিনিয়া লইবে। কেবল জড়পরিচ্ছেদে 'intrinsic geometry' ইত্যাদিতে নয়, পরন্তু মন্ত্রযন্ত্রাদিতেও বটে। যন্ত্রে সরল, সম, বিষমাদি কোণ তো স্পষ্ট; মন্ত্রে—ধর, হ্রীঁ বীজ। এখানে 'ঈ' স্বরে যে লম্বগা ঋজু বাগ্‌বিতান (straight, upright, continuous sound), সেটি চন্দ্রবিন্দু যোগে কি হয়? হ, র, ইত্যাদি কলাগুলিকে আদৌ নাদে 'আহরণ' করতঃ, সে নাদকে আবার বিন্দুমুখীন, এবং অন্তে বিন্দুলীন করে ঐ শীর্ষে চন্দ্রবিন্দু। (শুধু অনুস্বারে বিন্দুপ্রবণতা আসে, কিন্তু চন্দ্রবিন্দুতে পূর্বোক্ত আহরণ এবং আনয়ন ঘটে, অর্থাৎ, পূরা আবৃত্তি। অনুস্বার দিলে যেন কোণের সাধারণ ডিগ্রী মাপটা দেওয়া হইল; চন্দ্রবিন্দুতে circular measure, amplitude ইত্যাদি। প্রথমটা স্থূল, মোটামুটি; দ্বিতীয় সূক্ষ্ম।)

শুদ্ধ অখণ্ড নাদে কোণ নেই; শুদ্ধ বিন্দুতেও নেই। অথবা, যদি 'আছে' বলিবে তো বল—নাদে 'অসীম', বিন্দুতে 'শূন্য'। এতদুভয় পরাকাষ্ঠার মধ্যে যে কলা (evolving and evolved), সে সম্বন্ধে কোণ আছে। উদয়ে আছে, বিলয়ে আছে, বিতানে আছে। আধার-অধিষ্ঠানে নেই; নিষ্ঠিত সংশ্রয়েও নেই।

লক্ষ্য কর যে, 'অন্যথা', অন্যরূপ হওয়াটাকেই, 'কোণ' সংজ্ঞায় আনা হইল

না। অবমে, কিম্বা দ্বন্দ্বস্থ যে ক্ষরাক্ষর প্রপঞ্চ তাতে, আবৃত্তিসহকৃত যে অন্যথাত্ব (দেশ-কালে, বস্তুতে এবং আকৃতিতে), সেইটিকে কোণ বলা হইল।

এই মূললক্ষণ মনে রাখিয়া কোণকে পঞ্চধা বিবেচনা করা যায় :—ঋজু, সম, সুষম, বিষম, সঙ্কীর্ণ। ধর, কোন নির্দিষ্ট সংস্থা (given condition of being)। এটি যাবৎ একান্ত অক্ষর-ধ্রুব (absolute constant), তাবৎ এর সম্পর্কে কোণ নেই। এর অন্যথাভাব (change) ঘটিল (যেমন, উহা গতিরূপ লইল); তথাপি, গতি যাবৎ একান্ত অখণ্ড এবং ধ্রুব রহে (absolutely continuous and constant), তাবৎ তার সম্পর্কে কোণ নেই। (গণিত ব্যবহারে $dy/dx$ শূন্য না হইয়া অন্য কোন পরিমাণ লইলে, কোণত্ব সাবকাশ হইবে।)

এখন ধর, ঐ নির্দিষ্ট 'অনড়' সংস্থাটিকে এক বিন্দু এবং তার গতিরূপটিকে এক সরল রেখা মনে করিলাম। সরল রেখা সঙ্কল্প করিল—"আমি আবৃত্তিমান্ হইব। কিন্তু এক সর্তে—আমি আমার মূলগোত্র যে বিন্দু, তার পূর্ণত্ব এবং শূন্যত্ব বজায় রাখিয়া আবৃত্তি স্বীকার করিব। অর্থাৎ, আবৃত্তি পূরাই হইবে, যার ফলে কার্যতঃ আমি যে সংস্থায় আছি, তার কোন চ্যুতি ঘটিল না (শূন্য)।" এইপ্রকার আবৃত্তিতে যে কোণ জন্মে, তাকে বল ঋজুকোণ। ইহা কেবল রেখা-বিজ্ঞানের কথা নয়। জপে বিন্দুস্থিততা, নাদবাহিতা এবং কলাকলিততা—এই তিন লইয়া ঋজুকোণকে পরীক্ষা কর। প্রথম দুটিতে জপজন্য যৎকিঞ্চিৎ আবৃত্তি, যেটি (পূর্বনির্দেশানুরূপ) 'পূরা এবং শূন্য' হইয়া বিন্দুনাদকে ঠিক অনন্যথাত্বেই রাখিবে, সুতরাং, প্রসজ্যমান 'কোণ', লক্ষণমতে, ঋজু হইবে। তৃতীয়ে, কিনা কলাকলনে, সম-সুষমাদি প্রসজ্যমান।

এইবার ধর, প্রথম দুটির যে সরলরেখা (এবং তন্নিষ্ঠ ঋজুকোণ), তাতে, পূর্বসূত্রালোচিত 'অর্দ্ধ' আবির্ভূত হইয়া বলিল—'তুমি দিঙ্মান স্বীকার কর, যেমন, একদিকে ধন, অপরে ঋণ।' রেখা বলিল—'বেশ। কিন্তু করি কিরূপে তা তো বলিলে না?' অর্দ্ধ—'বলিতেছি। বিন্দুকে মাঝে রাখিয়া দুদিকে গতিমান্ হও।' রেখা—'চলিব তো, কিন্তু বেঁকিয়া যাইব না তো?' অর্দ্ধ—'তার ব্যবস্থা করিতেছি। মাঝের বিন্দু থেকে ঠিক সোজা উপরের দিকে উঠিতে পারিবে? উঠিয়াছ, বেশ।' এইটি হইল লম্ব—তৃতীয় আর এক দিঙ্মান, যেটি স্বয়ং 'উদাসীন' এবং 'সাক্ষী' রহিয়া দুইদিকের (ধনে ঋণে, উদয়ে বিলয়ে) গতিকে ঠিক ঋজু বা সুষম হবার 'প্রতিশ্রুতি' (sanction) দেয়। বলে—'তুমি দুদিকে সমানদূর রাখিয়া যতদূরই চল, আমা থেকে যেন সমান দূর হইয়া চলিও।'

গতিসংস্থায় এইপ্রকার সমতার প্রতিশ্রুতি যেটি দেয়, সেটি সমকোণ। স্বয়ং ঋজু, উদাসীন, সাক্ষী না হইয়া এ প্রতিশ্রুতি কেহ দিতে পারে না। এ সকল শুধু জ্যামিতির কথা হইতেছে কি? জপে আর্জব এবং ভাবে আর্জব লক্ষ্য হওয়া উচিত। উভয়েই আবৃত্তি (ওঠা-নামা ইত্যাকারে) ঘটিতেছে। কোনটাই তো সাধারণতঃ even, homogeneous, continuous process নয়। তথাপি কোন কোন ধ্রুব আধারে (যথা, জপে নাদ) এদের ঋজুস্থিতি হওয়া আবশ্যক। সেটির জন্য কোন কিছুকে, পূর্ববিবৃতিমত, 'সম' পাওয়া এবং রাখা আবশ্যক—যেমন, গানে কোন আস্থায়ী স্বর বা স্বরসংহতি। তালে তাল-ফাঁক ক্রমে গতি হইয়া থাকে, কিন্তু যেটি 'সম', সেইটিই তালের 'key point'—ছন্দের সমতাবিধায়ক।

অশেষপ্রকারের চিত্তবৃত্তি। তাদের মধ্যে 'অধ্যবসায়' অথবা নিশ্চয়াত্মিকা ধী 'সমকোণী' সম্বন্ধটি রক্ষা করে। একদিকে ঋজু, অন্যদিকে সুষম, এ দুয়ের মধ্যে যোগক্ষেম রক্ষা করে সম। এই নিমিত্ত সমস্ত কিছু ঋজু অথবা সুষম বৃত্তিব্যাপার সমীকরণসূত্রে সহজে আসে।

ঋজু আর সুষমের মধ্যে ভেদ আগে দেখান হইয়াছে। রৈখিকব্যবহারে বৃত্ত, বৃত্তাভাস, ঊর্মি ইত্যাদি ঋজু গোষ্ঠীতে আসে না বটে, কিন্তু সুষমগোষ্ঠীতে আসে। এদের সব সমীকরণসূত্রও (Equations) আছে। জপে, ভাবে, জ্ঞানে—সর্ববিধ সাধনে—সমকে অক্ষর উদাসীন (এবং 'Norm') রূপে রাখিয়া ঋজু-সুষম—এই দ্বিবিধ অন্যোন্যের উপকারক আকৃতিতে কর্ম করিতে হয়। এই সূত্র সম্মুখে রাখিয়া আবার সেই গায়ত্রী-লেখ প্রভৃতি পরীক্ষা কর। সে আকৃতির আধারনিরূপকগুলি (Basic Co-ordinates) আবারও 'ছকিয়া' এটি বুঝিয়া লও।

সুষমকোণ স্থূলতঃ বুঝিতে একটা পদ্ম থেকে সমদলের দুটি পাঁপড়ি নাও, এবং তাদের ঊর্দ্ধাধঃ কোণ দুটি লক্ষ্য কর। যে কোন সুষম তরঙ্গশ্রেণির কলা (phases) পরীক্ষা কর। বিশ্লেষণে 'পাই', 'সাইন্', 'কো-সাইন' ইত্যাদি সমতারক্ষক পরিমাপ এবং অনুপাতের 'প্রশাসন' রহিয়াছে। যে কোন সুষমস্পন্দ (প্রাণে এবং চিত্তেও) এবম্প্রকার ছন্দঃ-প্রশাসনে আসিবে।

এবম্প্রকার সমতারক্ষক (সমীকরণসূত্রে সংযোজক) ছন্দঃ-প্রশাসন অভাবে (অন্যথায় কিংবা অন্যথাভাবে) বিষমকোণ। এটিকেও শুধু জ্যামিতির দৃষ্টিতে দেখিও না। বাক্, কায়, চিত্ত, প্রাণ—সব কিছুতে বৃত্তি অথবা সংস্কারের 'গাঁঠ বাঁধিয়া' abnormality, morbid complex ইত্যাদি সৃষ্টি হয় বিষমকোণবশতঃ। এই 'বিষম' স্থল এবং অনুপাতগুলিকে সুষম-ঋজুতায় আনয়নই শুদ্ধিসাধন।

সঙ্কীর্ণ সঙ্কর অসম (অসমীকরণীয়) হইলে হয়। মিলন, মিশ্রণমাত্রেই সঙ্কর নয়। মিলনে মিশ্রণে যেটি সমন্বয়-সঙ্গতিসূত্র (Principle of Harmonic Relation, Congruity, Compatibility), সেটি সাবকাশ না হইলে সঙ্কীর্ণ। সুষমে সুষমেও, অসঙ্গতিস্থলে, সঙ্কীর্ণতাপত্তি হইতে পারে (যেমন, মধু আর ঘৃত অসঙ্গত মাত্রায়)। সঙ্গীতে, জপে, ভাবে ইত্যাদি সব কিছুতেই, সময় সময়, দুই সুষমকে নিয়ে বিষমে পড়িতে হয়। যেমন, এ-মন্ত্র ও মন্ত্র, এ-গুরু সে-গুরু, এ-ভাব সে-ভাব ইত্যাদি। সুষমে বিষমে, বিষমে বিষমে সঙ্কর তো আছেই। সে সব স্থলে অভীষ্টগুলিকে জটলা থেকে মুক্ত কর, বাছিয়া লও। পচা-পোকা বাদ দিয়ে ভালো আমটি খাও। আমটাই টান মেরে ফেলে দিলে তো পস্তাতে হয়! একগাদা আলুতে দুটো একটা পচতে লাগলে, সেই দুটো একটা সরাও, নৈলে দুদিন বাদে বস্তাকে বস্তাই পচা মাল! 'সঙ্করো নরকায়ৈব'—সঙ্কর বড়ো সঙ্গীন চীজ!

'সঙ্কর'কে 'শঙ্কর' করাই তো জপাদিজন্য শুদ্ধিসাধন। ব্যাহরণে বাকে যে পরিমাণে সমতা-সুষমতা সাধিত হইবে, প্রাণে এবং চিত্তেও সে পরিমাণে তার সঙ্গতি-সাহিত্য সম্পাদিত হইবে। মনের যে শ্রদ্ধাভাব, সেটি এই সম্পাদনে সম্পাদ্যও বটে, সম্পাদকও বটে।

পরবর্তী অপর এক সূত্রে (১০) কোণের প্রকারভেদ অন্যভাবেও প্রদর্শিত হইবে। মাঝের কয়টি সূত্রে কাষ্ঠার প্রসঙ্গ হইতেছে।

**৬॥ মর্য্যাদাসমতায়াং সোমার্দ্ধকলা॥**

মর্যাদার সমতা ঘটিলে কলার যে রূপ, সেটিকে সোমার্দ্ধকলা জানিবে।

বৃত্তনেমিস্তদংশো বা বিশিনষ্টি গতিং স্থিতিম্।
নেমিমুদ্দিশ্য মর্য্যাদা-সাম্যে সোমকলার্দ্ধকম্॥

সোমার্দ্ধকলয়া বিশ্বে সৌষমেণ হি বৃত্ততা।
অমাং রাকামভিপ্রেত্য সৌষুম্নং যচ্চ বর্ত্তনম্॥ ৬৭-৬৮

যাহা কিছু ‘বর্ত্তিল’, তাকে বল ‘বৃত্ত’। রেখাবিজ্ঞানে যাকে বৃত্ত বলা হয়, সেটি এই সামান্যের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত। কিছু বর্তিলে (when happens, becomes, exists) পূর্বোক্ত মর্যাদা এবং অভিবিধির প্রশ্ন আসে। যে কোন বৃত্তি অথবা বৃত্তের যেটি সীমা (‘এই অবধি’) দান করে, তাকে বল ‘মর্য্যাদা’। আর, ‘এই দেখ এতটা ব্যাপিয়া সে বৃত্তি রহিয়াছে, অথবা হইতেছে’—এই প্রকার ‘অভিতঃ বিধান’ যেটি দেয়, তাকে বল ‘অভিবিধি’। রেখা-বিজ্ঞানে যথাক্রমে পরিধি (নেমি) অথবা যেটি curve of specification; আর, তার ব্যাস (অর), অথবা, ঐ curve-এর যেটি ‘matrix’, ‘general conditions of the covering equation.’ Curve টির যাহা ‘নিরূপিত’ রূপ এবং সীমা, সেটি এই যে ‘নিরূপক’ অভিবিধি, তার অপেক্ষায় ‘অধ্রুব’ (variable)। কিন্তু নিরূপক বিধিটি সে সম্পর্কে ধ্রুব (constant)। যেমন, কোন বৃত্তের যেটি ‘সূত্র’ (equation), সেটি ব্যবস্থিতই আছে; কিন্তু বৃত্ত বিশেষের রূপ (নেমি) যে কি সীমায় হইবে, সেটি অধ্রুব। সুতরাং বৃত্তমাত্রেই ক্ষরাক্ষর সম্মিলিত।

অভিবিধির কথা ৯-এর সূত্রে আসিতেছে। এখন দেখ যে, মর্যাদাভিবিধিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা যায় না বটে (যেমন, নিরূপিত আর নিরূপক), এ দুটিকে আলাদা আলাদা করিয়া কাষ্ঠাপ্রসঙ্গে (as regards limit) বিবেচনা করা যায়। যেমন ধর, কোন কার্ভ। তার নেমিটি বিষম, না সুষম? একান্ত সুষম (perfectly symmetrical) হইলে কিরূপ হইবে? বলা বাহুল্য, ইহা শুধু জ্যামিতি এবং বহির্বিজ্ঞানের সমস্যা নয়। ধর, ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ জপিতেছ। ব্যাহরণের যেটি মর্যাদা, সেটি ঠিক ঠিক সুষমা হয় কখন, কিরূপে? ব্যাহরণের সমগ্রধ্বনিরূপকে যদি লেখচিত্রে (graphএ) লই, তবে সে ‘গ্রাফ্’ ঠিক মর্যাদাসম্পন্ন (harmonic, symmetrical) হইতেছে তো? উদয়-বিলয়ের সন্ধিস্থলকে যদি ভাব কোন কুসুমকোরকের বৃন্ত (stem), তা হইলে, ওঁ+নমঃ+শিবায়—এই তিন ধ্বন্যবয়ব (phonetic phases), ঠিক সুষম-সুঠাম তিনটি অঙ্গ হইয়াছে কি তার? যথা, ত্রিদল বিল্বপত্র?

কেবল বাহিরের যন্ত্রাদিতে নয়, মন্ত্রাদিতেও এই প্রকার ধ্বনি, ভাবের মর্যাদা-

সমতার (evenness, simplicity, purity) দিকে অভিনিবেশ রাখিতেই হয়। নতুবা ব্যাহরণ 'বিষমে' পতিত রহিয়া তার যথার্থ সমর্থ মর্যাদা পাইবে না।

এ স্থলে 'সম' মানে শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণ, অব্যাজবিদ্ধ। যেমন কোন গ্রহ সূর্যের চারিধারে ঘুরিতে ঠিক তার স্বচ্ছন্দ গতিবর্ত্মে রহে তো, তার মর্যাদা 'সম' হইল। অন্যথায় বিষম।

যে কোন পদার্থের গতি-স্থিতি যে কিরূপ (কি আকৃতিতে এবং ছন্দে), সেটি বিশেষিত (specified) হয় কিসের দ্বারা? তার যেটি বৃত্তিলেখ (curve চিত্র), সেটি পূরা, কিংবা অভাবে তদংশ দ্বারা। এখন, সেই বৃত্তনেমি কিম্বা অংশ পরীক্ষা করতঃ যদি দেখা যায় যে, তাতে মর্যাদাসমতা ধর্মটি ঠিক বর্তমান, তবে বুঝিলে যে, সেই বৃত্তিরূপা কলা সোমার্দ্ধকলার স্বাধিকারে। যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তিকলা তার মর্যাদাসমতা, সুতরাং সোমার্দ্ধকলাধিকরণ থেকে চ্যুত, তাকে সমতাশোধনে আনয়নই সাধন। প্রণবে এবং হ্রীমাদি বীজে শীর্ষে যে সোমার্দ্ধ (চন্দ্রবিন্দু), সেটি এই সোমার্দ্ধকলার স্বাধিকারসূচক এবং সংরক্ষক। ঐটিকে 'ভজনা' করিলে বিশ্বে (বাকে, কায়ে, চিত্তে) সর্ববিধ বৃত্তিকলা সৌষম-সমতায় আসিয়া থাকে।

'সোমার্দ্ধ' বলা হইতেছে এই জন্য যে, 'অমা' এবং 'রাকা' (পূর্ণিমা) এই দুটি পূর্বব্যাখ্যাত পরিসীমার মাঝে ('অর্দ্ধে') রহিয়া, এটি সব কিছুর যে 'সৌষুম্ন' (পূর্ব ব্যাখ্যাত) বৃত্তি, সেটি নিয়মন করে। 'সৌষুম্ন' বলিতে সেই পন্থাঃ অথবা ঋতম্, যেটি 'সৌষম' (ছন্দোগ)-কে ঠিক ধামগ করে। অমা এবং রাকা—এই দুই মেরুর সন্ধিরূপ এই সোমার্দ্ধ। এক দিকে পূর্ণবিলয়, অপরদিকে পূর্ণোদয়। গায়ত্রী প্রভৃতির 'লেখ' পুনশ্চ অনুধাবন কর। শুক্লাষ্টমী এবং কৃষ্ণাষ্টমীর ভেদও ভাবনা কর এই অনুবন্ধে। দুটিতেই সোমার্দ্ধ, তথাপি—

'সুষুম্না' শব্দে যে উকারদ্বয়, তাদের বৃত্তি উবর্ণ-শক্তিদীপে দেখিয়া লইও। স্থূলে অথবা বাহিরে যে ছন্দঃক্রিয়া, সেটিকে 'বেধবৃত্তিতে'—সূক্ষ্মে, কারণে লইয়া একেবারে ধামগ করে যে সমর্থশক্তিবর্ত্ম, সেইটি সামান্যতঃ সুষুম্না। স্পষ্ট দেখা যায় যে, এবম্বিধ সমর্থ, উচ্চ, উচ্চতর কেন্দ্রবেধনক্ষম শক্তির ধামাভিমুখীন 'আরোহে' কুণ্ডলিনীর সবিশেষ জাগৃতি আবশ্যক হয়। 'জাগৃতি' মানে সূক্ষ্ম-কারণশক্তিকূটের অভীষ্ট প্রয়োগানুবন্ধে অনুবর্তন।

উকারের প্রসঙ্গে ‘সম’ এবং ‘সোম’ শব্দ দুটিও ভাবিয়া দেখ। স্থূলের ক্ষেত্রেও ‘সম’, শুদ্ধ না হইলেও ‘প্রায়িক’ভাবে মিলিতেছে বটে, এবং সে ভাবে, অনেক কিছুর মর্যাদা (নেম্যাদিবৃত্তি) ঠিক সম না হইলেও সমকল্প দেখাইতেছে। কিন্তু ‘সোম’ এবং ‘সোমার্দ্ধ’? প্রায়িক বা আভাসিক মর্যাদাদির ‘সম’কে সূক্ষ্মে এবং কারণে লইয়া তাকে ধামপরিসীমানুবর্তী করা যায় কিরূপে? বাইরে যারা সমান বা সুষমের ‘মতন’, তারা আসলে (তত্ত্বে) তাহা হয় কিরূপে? Democracy এবং Communism দুই-ই তো ‘মানুষ’কে ‘সমান’ করিতে চায়, কিন্তু আসলে সমান হয় কিসে, কি উপায়ে? ওয়াশিংটন আর মস্কোর প্ল্যানে তো সর্বনাশা সংঘর্ষ! নৈমিষারণ্যের প্ল্যান কি বলে?

সে প্ল্যান বলে—তোমাদের ঐ সব ‘বাহ্যিক’ মর্যাদাসমতাসংরক্ষণে ‘আসল’ সংরক্ষিত হইবে না। ‘সম’ এর মাঝে প্রণবের ‘উ’কে বসাইয়া সমকে কর ‘সোম’। অর্থাৎ, তোমার ‘আত্মিক’ গভীর উৎসগুলির আসুরী গ্রন্থিমোচন করতঃ, তাদের ধাম-পরিসীমাসমন্বয়ি যে সুরছন্দঃ, তাতে আন। ব্যষ্টি, সমষ্টি—উভয়তঃ। সোমার্দ্ধ এইরূপ সোমসংক্রমণের ‘অর্দ্ধে’ স্থিত হইয়া, তোমার জীবন ও সাধনকে, পূর্ণ-শুদ্ধ সমতানুবর্তিনী যে সুষমতা (Harmony leading progressively to Pure and Perfect Oneness), তাতেই আকলন করুক!

স্থূলতঃ, ধর যে কোন এক তল। একে এক নির্দিষ্ট সরলরেখা মনে কর। এর কোন প্রান্তবিন্দু যদি বলে— ‘আমি গতিমান্ হইব; কিন্তু আমার গতি এমনধারা হইবে যে, আমার গতিপথের যে কোন বিন্দু নির্দিষ্ট সরলরেখার দুটি প্রান্তবিন্দুর সম্পর্কে সর্বদা সমকোণিক সম্বন্ধেই রহিবে’, তবে তার গতিপথটি কিরূপ হয়? ঐ সরলরেখার উপর অঙ্কিত অদ্ধবৃত্তের (সোমার্দ্ধ) পরিধি। এইরূপ প্যারাবোলা প্রভৃতি সুষমান্বয়ও বিচার্য।

এইবার দেখ, ঐ অর্দ্ধবৃত্তের যে পরিধি (নেমি), তার মর্যাদাসমতা রক্ষা করে কে? নির্দিষ্ট সরলরেখার মধ্যবিন্দু, যেটিকে কেন্দ্র করিয়া অরের (ব্যাসার্দ্ধের) অভিবিধি। এখন ঐ কেন্দ্রবিন্দুটিকে স্থির রাখ; কিন্তু নির্দিষ্ট সরলরেখাটি মুছিয়া ফেল; নেম্যর্দ্ধটিকে (উপরে অথবা নিম্নে) থাকিতে দাও। কি মিলিল? দুইরূপে চন্দ্রবিন্দু। একরূপে কাষ্ঠা অমা—যাতে সোমার্দ্ধকলা বিন্দুতেই অবসান হয়। অন্যরূপে কাষ্ঠা রাকা—যাতে বিন্দু হয় সোমপূর্ণকলা। একে কলার বিন্দুপরিসীমা, অন্যে

নাদপরিসীমা। নির্দ্দিষ্ট সরলরেখাটিকে 'মুছিয়া ফেলা' মানে, পূর্বোক্ত 'অর্দ্ধ'-সমুদ্ভূত ব্যাপারকে কোন নির্দ্দিষ্ট (particular, specific) তল অথবা সংস্থার 'বন্ধন' থেকে মুক্তি দিয়া সেটিকে সার্বভূমিকতায় লওয়া। ধর, বৈখরীর ভূমিতে প্রণবজপ চলিতেছে। যাবৎ তাই, তাবৎ সরলরেখাটি ভূমিনিরূপকরূপে আছে। কিন্তু জপকে মধ্যমাদিতে লইতে গেলে ঐ ভূমিতে আবন্ধ থাকি কিরূপে? প্রণবাদি বীজের শীর্ষে যে চন্দ্রবিন্দু, সেটি এবং-প্রকার অভ্যারোহের সূচনা এবং সঙ্কেত দুই-ই দিতেছে। সুতরাং, ছন্দোগা যে মর্যাদাসমতা (সুষমতা), সেটিকে ধামগা (leading to its purity and perfection) হবার উপায় দিতেছে।

পরের সূত্রে সেই ধামের কথা—

**৭॥ তদ্ধামনিত্যত্বে কৈলাসঃ॥**

উক্ত সোমার্দ্ধকলার যেটি 'ধাম' (সংস্থান এবং প্রকাশ), সেটি যদি নিত্য হয়, তবে তার সংজ্ঞা 'কৈলাস'॥

ধাম্নি ধাম্নি সুপর্ব্বাসৌ সোমার্দ্ধো বৃত্তিমান্ যদি।
ভূরাদয়োঽসনাদ্‌বৃত্তেঃ স কৈলাসঃ স্বয়ং সনাৎ॥
মর্য্যাদাসুষমঃ সোমো মর্য্যাদাবিষমং বিষম্।
কিলাসেন হি বিজ্ঞেয়ং সমত্বং বিষসোময়োঃ॥ ৬৯-৭০

ধামের (অভ্যারোহের ভূমির) পরম্পরা, সুতরাং অধিরোহণী (সোপান) আছে। এখন, ধামে ধামে (যথা, চক্রে চক্রে, অথবা বৈখরী-মধ্যমাদিতে) অধিরোহণে যদি সোমার্দ্ধ 'সুপর্ব্বা' থাকে তো, তবে তার অনিত্যবৃত্তি (অসনাদ্‌বৃত্তি) এবং নিত্যবৃত্তি, এই দুই রকমের বৃত্তিমত্তা সম্ভাবিত হয়। যেমন বাহিরে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় ঘটিতেছে; অথবা, সাধারণ জপে বিন্দুমেরুস্থিতিতে এবং নাদমেরুস্থিতিতে হয়। নিত্য অমা, নিত্য রাকাও কৈ বাহিরে দেখি না। এগুলি এক 'ধাম' বা কলাকাষ্ঠা যদিও বটে; কলার উদয় বিলয় আকৃতি এবং ছন্দে 'সুপর্ব্ব' (symmetry) যদিও আছে। এবং প্রকার অসনাদ্‌বৃত্তি বিশেষিত ধামগুলি 'কৈলাস' সংজ্ঞায় আসিবে না।

ধর, তোমার গায়ত্রী জপে নাদরূপী বিহগ বেশ 'সুপর্ব্বা' হইয়াই ভূরাদি উদয় বা বিকাশের ধামগুলি উত্তীর্ণ হইয়া, 'বরেণ্যং' ধামে নাদচূড়া স্পর্শ করতঃ, 'ধীমহি' পর্যন্ত তদ্ধামধ্যাতা হওতঃ, 'ধিয়ো যোনঃ' ইত্যাদিতে পূর্ববৎ সুপর্বা রহিয়াই বিলয়নাদে বিন্দুশয়ান হইল। সুপর্বা হইলে এটি লক্ষণমত, সোমার্দ্ধ-কলারূপিকা মর্যাদাসমতা, সন্দেহ নেই। তথাপি, এ সবে অনিত্যবৃত্তিতা রহিয়াছে বলিয়া, কৈলাসধাম অধিগত হইল না।

যদি সামান্যতঃ ধামসমূহকে ভূঃ, ভুবঃ, স্ব—এই শ্রেণিতে নাও, তবে তত্তৎ-অনুবন্ধে কৈলাসসংজ্ঞার এক এক গৌণীবৃত্তিও মানিতে পার—ভূঃকৈলাস, ভুবঃ-কৈলাস, স্বঃকৈলাস। এ গৌণীবৃত্তিতে 'সনাৎ', কিনা, নিত্যত্ব নেই। যাতে আছে, তাকে, মুখ্যাবৃত্তিতে, বল 'স্বয়ং কৈলাস'। প্রথম তিনটি relative, approximate; তুরীয়টি final and absolute. প্রথম তিনের অনিত্য ও আপেক্ষিক হবার হেতু—ঐ তিনেই পক্ষদ্বয়ের অপেক্ষা বর্তমান। তুরীয়ে সে অপেক্ষা কাটাইয়া নিরপেক্ষ-অনপেক্ষ হইতে হয়। যেমন ধর, সোম (অমৃত) আর বিষ।

যাহা মর্যাদাসুষম তাকে সোম (অমৃত), এবং যেটি মর্যাদাবিষম তাকে বিষ, এই সংজ্ঞা যদি দেয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, অস্মদ্ব্যবহারে সকল ভূমিতেই (ধামে), এতদুভয়ের অনুপাতবৈষম্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। দেবাসুরের সাগর মন্থনে এটি রূপকে প্রদর্শিত। কিন্তু দুটিতে অবিরোধ সমতায় মিলিত হবারও এক তুরীয় ধাম রহিয়াছে। যেমন, শিবশঙ্করের ভালে সোমার্দ্ধ (অমৃত), কণ্ঠে কালকূট। জপে বৈখরীতে (কণ্ঠে) সমুদ্ভূত যে বিষমাত্রা, সেটি মধ্যমার (হৃদয়) মাধ্যমে পশ্যন্তী-পরায় (ভালে এবং শিরসি) 'সমুদ্ধৃত' (sublimated) হইয়া সোমমাত্রা এবং অমৃতমাত্রায় সামরস্য লাভ করে। যেমন আবার, আমাদের জীবনে বেদনা ও পুলক। এ দুটি বিরুদ্ধরস বটে; কিন্তু এমন এক গভীরভাব চেতনার ধাম আছে, সেখানে এরা উভয়ে সম্মিলিত, সমরস। সাগরের বক্ষে কখনও দোলা, কখনও বা তার কিছুটা বিরাম; কিন্তু সাগরের গভীরতায়?

বর্তমান সূত্রে ঐ সমরস সমতার ধামটিকে 'কৈলাস' সংজ্ঞা দেয়া হইল। শঙ্করের ধ্যানে মহাহিভূষণ, সোমার্দ্ধধারী, গঙ্গাধর ইত্যাদি ভাবে ঐ কৈলাসধামটির সন্ধান লও। 'কৈলাস' অবশ্য এ লক্ষণে শুধু পর্বতবিশেষ নয়।

'ক' আদি ব্যঞ্জন—আনন্দ ব্রহ্মের আদিমা অভিব্যক্তি। 'ই' যোগে গতিরূপা বৃত্তি। সৃষ্টি-স্থিতিতে এটি দ্বন্দ্বভাক্ (in polarity, opposition) হইয়াছে। ফলে, সুষম-বিষম, সোম-বিষ বিরোধ। দ্বন্দ্বে, বিরোধে রস অলসিতবৎ হয়। এই অলসিত 'বিষম' সুষমের অভিমুখে উন্মুখ হইলে হয় উল্লসিত; তাতে বিরাজিত হইলে বিলসিত। কিন্তু স্বলসিত (অখণ্ড সমরসে সমীকৃত) না হওয়া পর্যন্ত পর্যবসান নেই। 'কি+লাস' শব্দটিকে এইরূপে স্বলসিত-সমরস-সমাবৃত্তি-ধাম সূচকরূপে দেখিবে।

**৮॥ তদ্ধামভূয়স্ত্বে মানসসরঃ॥**

(সোমার্দ্ধকলার যেটি ধাম, তার নিত্যত্ব বিবক্ষায় যদি কৈলাস সংজ্ঞা হয় তবে) ঐ ধামের 'ভূয়স্ত্ব' বুঝাইতে 'মানসসরঃ' এই সংজ্ঞা হইবে॥

মানসং সর ইত্যেব সর্ব্বধামসু ভাবয়।
মর্য্যাদামধ্যগা যত্র হংসস্বচ্ছন্দবৃত্তিতা॥
রাবণং দৌর্ম্মনস্যং স্যাৎ সৌমনস্যঞ্চ মানসম্।
মানসযোনিসংবাদে ততোভূয়স্ত্বমীরিতম্॥ ৭১-৭২

ছান্দোগ্যে নারদ-সনৎকুমার (মানসযোনি) সংবাদে ভূমার অন্বেষণে 'ততোভূয়ঃ' (আরো এগিয়ে চলো) 'দেখান' হইয়াছে। নিত্যধামের অন্বেষণে এইটি ভূয়ঃক্রম।

নিত্যের লক্ষণ ব্যাপকতর করিয়া লইলে, তুরীয় স্বলসিত আনন্দের মত বিলসিত আনন্দেরও নিত্যতা আসে। এটি লীলা। এবং লীলাকে মাধুর্য-পরিসীমায় লইলে ব্রজধাম।

কৈলাসধাম অথবা ব্রজধাম—যে ভাবেই ধাম-পরিসীমাটিকে নেয়া যাক, সে ধামে উপনীত হবার যে ক্রম, তাতে 'ততোভূয়স্ত্ব' ধর্মটি থাকিবে। যে কোন অভীষ্টধামে যে মর্যাদা পরিপূর্ণতা, সেটি সাধনে মিলিয়া থাকে কি ভাবে? তৎসম্বন্ধী যে সাধনক্রম, তার অভিবিধি সৌষ্ঠবদ্ধারা। অভিবিধিই যে কোন প্রকার ক্রমকে তার উপক্রমানুক্রমাদিরূপে উত্তরোত্তর লইয়া গিয়া, তাকে তার মর্যাদা পরিসীমায় পৌঁছাইয়া দেয়। ক্রমের আভিমুখ্য বা অভিমুখীনতাটিকে 'ততোভূয়ঃ' রূপে যাহা চরম মর্যাদায় লইয়া যাবার 'বিধি' বা বিধান দেয়, তাহাই অভিবিধি।

জপের মর্যাদাই বা কি, আর অভিবিধিই বা কি—তা ভাবিয়া দেখ। অভিবিধি = Law or Rule of progressive realization of an End. একটা সরলরেখা আর এক ধ্রুব বিন্দু রহিয়াছে। অপর এক বিন্দু যদি মনে করে—'আমি এমন পথে চলিব, যাতে আমার গতি পথটা ঠিক প্যারাবোলার মর্যাদা পাইবে', তবে তাকে এক নির্দিষ্ট অভিবিধি (Equation) অনুসরণ করিয়া চলিতেই হয়। জপাদি সাধনেও এইরূপ। ও সাধন কি? বারংবার 'ততোভূয়ঃ' ভাবে সাধন করিয়া আদৌ পরায় (বিন্দুতে) অভিসম্পন্ন, এবং অন্তে, পরাপারীণ পরমে অভিনিষ্পন্ন হওয়া। এ সাধনে ঐ 'অভি' দুইটি অভিবিধির নির্দেশ দেয়।

অভিবিধিই ঠিক করিয়া দেয়—কোন ক্রমগতি মর্যাদানুগা এবং মর্যাদামধ্যগা। অনুগা হইয়া তবে সব কিছুকে 'সংবাদে' এবং সঙ্গতিতে আসিতে হয়। 'সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্'। এর প্রসাদে আকূতিচয়ও 'সমান' হইলে তবে 'মধ্যগা' (অন্তরঙ্গা, যেমন রাস-মণ্ডলে)। বৈখরী-জপক্রিয়া মধ্যমায় যাইয়া স্বচ্ছন্দ ('Heart's Prayer') হইলে মধ্যগা। যে কোন ধাম মর্যাদা সম্বন্ধে এই অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা বৃত্তি দুটি বুঝিয়া লইবে। গুরুধাম, ইষ্টধাম প্রভৃতিতেও। "মজল' আমার মন ভোমরা শ্যামাপদ নীল কমলে"! এইরূপ 'মধ্যগা' ভাবটির সংজ্ঞা হইল 'মানসসরঃ'। 'মানসগঙ্গা' ইহার প্রকার ভেদ। 'সরঃ' উদয়মুখ্য; গঙ্গায় বিলয় মুখ্যতা। কার? নাদের।

সরোবরে কমল বিকশিত হয়; হংসও স্বচ্ছন্দ-বিচারী হয়। কমল ভাবধ্যান মনে কর, আর, হংস=প্রাণ। মানসসরঃ ভূয়ঃক্রমের এমন এক ভূমি (মর্যাদামধ্যগা), যেখানে কমলও স্বচ্ছন্দে ফোটে, হংসও স্বচ্ছন্দে খেলে। জপে নাদশেখর হইল কমলের পূর্ণ বিকাশস্থল; আর, উদয়ে, বিলয়ে, সেতুতে নাদের স্বচ্ছন্দগতিই হংসের স্বচ্ছন্দ বৃত্তি।

রাবণহ্রদ=দৌর্মনস্য, ব্যাধিস্ত্যান প্রভৃতি যোগের অন্তরায়গুলির মধ্যে মুখ্য। আর, মানসসরঃ=সৌমনস্য। 'সুমনাঃ' শব্দে সাধারণতঃ পুষ্প বোঝায়। অতএব, কমলও বটে। কমল যদি ধ্যানকমল হয়তো, সৌমনস্য শব্দের ব্যঞ্জনা সেভাবে বুঝিয়া লও।

পুরাণী কথায় রাবণ অভিমানবশে কৈলাসধামের মর্যাদাহানি করিতে উদ্যত হয়। মহাদেবের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাপে সেটি হয় নাই। দক্ষিণ পদের পাঁচ অঙ্গুলি=দক্ষিণায় (অগ্নিতে) বৃত্তিমান্ পঞ্চ প্রাণ; বামপদের=বামায় (সোমে)

বৃত্তিমান। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ=ব্যান=ব্যাপক এবং সন্ধিসংস্থাপক। এই সঙ্কেতে রহস্যটি বুঝিতে যত্ন কর। ধর, তোমার জপ অধিক অগ্নিমাত্রায় চলিতেছে। ফলে, দৌর্মনস্য। জপের বিলয়সন্ধিতে বিশেষ করিয়া সোমসবন কর। করিলে, দৌর্মনস্য কাটিয়া হইবে সৌমনস্য—মানসসরঃ—সেখানে প্রাণও স্বচ্ছন্দ, ধ্যানও স্বচ্ছন্দ।

'পদ' শব্দটি একটুখানি অন্য অর্থে নাও। ধর, রাবণের মত তুমিও জপিতেছ—'ওঁ নমঃ শিবায়'। ওঙ্কারে (বামপদে) অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু—এই পঞ্চ 'অঙ্গুলি'। বিন্দু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। জপে যদি নাদকে বিন্দুলীন না করিয়াই 'উদ্যত' রাখ, তবে তোমার জপটি 'উগ্র' জপ হইল। এরূপ উগ্র, উদ্ধত জপে তাঁতে প্রপত্তি এবং সমর্পণ ঘটে না। ঐ মন্ত্রের যেটি যথার্থ, পূর্ণ মর্যাদা সেটি লাভ হয় না। তোমার 'ঔদ্ধত্যে' কৈলাসধাম 'টলিয়া' যায়। মন্ত্রশক্তি আর ইষ্টশক্তিতে সাহিত্য না হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে। সাধারণতঃ অসুরাদির তপঃ শক্তিতে যেটি হইয়া থাকে।

এরূপে স্থলে প্রতীকার? বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপটি দাও—অর্থাৎ, ওঁকারে পঞ্চম যে বিন্দু, তাতে নাদকে 'লুটাইয়া' মিলাইয়া দাও। দক্ষিণের পঞ্চমেও (য়) অনুদ্ধত হইবে। অর্থাৎ, অন্তিম 'অ' প্লুত করিয়া তাকে বিন্দুমুখীন করিবে। দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ=নমঃ।

বামপদের না হইয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের 'চাপ' মানে কি তাও ভাবিও। মদোদ্ধত সুরহস্তী ঐরাবতের মত 'নমঃ' এর বিসর্গটি 'শুঁড় তুলিয়া' থাকিলে হইবে না। এ যেন সেকেলে যাত্রাদলে ভীমের গদা ঘুরিয়ে, গালপাট্টা ফুলিয়ে, দাঁত কিড়মিড় ক'রে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম—"দাদা, প্রণাম হই!" 'নমঃ' এর অন্তে যে বিসর্গ, সেটি আস্ফালনসূচক নয়, সমর্পণসূচক।

অতঃপর, অভিবিধিকে উদ্দেশ করত:—

**৯॥ অভিবিধিকাষ্ঠায়াং সৌদর্শনম্॥**

(পূর্ব কথিত) অভিবিধি কাষ্ঠায় আসিলে, তার সংজ্ঞা সৌদর্শন॥

নেমিমুদ্দিশ্য মর্য্যাদাঽভিবিধির্নাভিমীহতে।
নাভাবরস্থিতিক্রান্তী যাভ্যাং ব্যাপ্নোতি বিশ্বরাট্॥

বাধাবিরহকাষ্ঠায়াং চক্রং সৌদর্শনং পরম্।
অবমেঽপ্সু বায়্বাদৌ প্রতিরূপাণি চিন্তয়॥ ৭৩-৭৪

ভুবনচক্রের (অণু অথবা মহানে; ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিতে) দুটি 'কলা' (aspect) বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট—এক, নেমি (path of movement), অন্য, নাভি (origin or centre of movement)। এতদুভয়ের সম্বন্ধসংঘটক হইল 'অর'। নাভি বা কেন্দ্রকে ধরিয়া (তাতে স্থিত হইয়া এবং তার শক্তিতে, ছন্দে) যথাযোগ্য অরযোজনা করে যেটি, সেটি অভিবিধি। নাভিতে স্থিতি, এবং নাভিশক্তিতে এবং ছন্দে ক্রান্তি—এ দুটির দ্বারাই বিশ্বে সমস্ত কিছু, আ+বৃত্তির ব্যাপ্তি (scope, sphere, field) ভরণ করিয়াছেন বিশ্বরাট্ (মহাবিষ্ণু)। বাহিরে আণবমণ্ডল, সৌরমণ্ডল, বিশ্বমণ্ডল—এবং অধ্যাত্মে প্রাণচিত্তাহঙ্কারাদির ব্যষ্টি-সমষ্টি আপন আপন মণ্ডল—বিশেষ বিশেষ অভিবিধি (relational scheme and functional pattern) দ্বারা নিরূপিত এবং বিধৃত রহিয়াছে। কিন্তু অভিবিধিকে কোথাও পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না। বাধা বা কঞ্চুক সর্বস্থলেই তার মর্যাদাসঙ্কর-সঙ্কোচাদি ঘটাইতেছে। ফলে, সব কিছুর আকৃতি হইতেছে কুণ্ঠিত। তাদের বৃত্তিসত্তার ধামটি হইয়াছে অবম। মহাবিষ্ণুর যেটি একান্ত অপগতকুণ্ঠধাম (where, LtR=O), সেটি যদি হয় 'বৈকুণ্ঠ', তবে সে বৈকুণ্ঠের অভিবিধিকাষ্ঠা যাহা সূচিত করে, তার সংজ্ঞা সৌদর্শন। সুতরাং, অভিবিধির ঐকান্তিক বাধাবিরহরূপ যে পরিসীমা (perfection), তাই সৌদর্শন।

ধর, বৃত্ত বা চক্রের একটা শুদ্ধ লক্ষণ এবং তার সূত্র (Equation) করিলাম। কিন্তু 'বাস্তবে' তা ঠিক মেলে কৈ? যে 'ধামে' সেটি শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণভাবে আছে বা থাকিতে পারে, সেটি সুদর্শনের ধাম (Realm of Archetypal rhythmicity)।

ওঙ্কারজপ হইতেছে। বিন্দু থেকে নাদ উদিত হইয়া অ, উ, ম কলা বিতান পূর্বক আবার বিন্দুতে বিলীন হইল। অর্দ্ধমাত্রার সেতুসন্ধিদ্বয় সহ এ আবৃত্তি অষ্টকলায় কলিতা। সৌদর্শনব্যতীত এটি শুদ্ধ, সমর্থ এবং পূর্ণ ছন্দে এবং আকৃতিতে আসিবে না। জপে 'ততোভূয়ঃ' প্রণালীতে ঐ অভিবিধিকাষ্ঠায় আসিতে হয়। অভিবিধিকাষ্ঠা বাধাবিরহকাষ্ঠা (Lt. R=O), ইহা মনে রাখিতে হইবে।

প্রতীতির অবমন্তরগুলিতেও সুদর্শন ‘পরোবরীয়ান্’ ক্রমে অন্বেষণ করিতে হইবে। ‘অপ্‌সু বায়্‌বাদৌ’—অধিভূত পর্বেও। পূর্বশতকে অবিনশ্বর এটমের উদ্ভবে ঈথারে (as Perfect Fluid) এক প্রকার ‘সৌদর্শনী চক্রাবৃত্তি’ কেহ কেহ মানিয়াছিলেন। জীব কি, অহং কি, জার্মপ্ল্যাজম কি—ইত্যাদিতেও আবৃত্তির একটা নিয়ত আকৃতি (enduring pattern) পাইতে হয়। একাক্ষরী ইত্যাদি মন্ত্রজপেও বটে। মন্ত্রযন্ত্রের বিশেষ আকৃতির মত এক ‘সাধারণ’ এবং ‘মৌলিক’ আকৃতি আছে। সেটি আছে বলিয়া সব সাধনই সৌদর্শনছন্দঃ প্রশাসনে আসিতে চায়। আসিলে তবে বৈকুণ্ঠধাম।

অতএব, অবহিত হইয়া অবমের ‘প্রতিরূপ’ গুলি পরীক্ষা করিবে। তাদের বৈরূপ্য কাটাইয়া অনুরূপ প্রতিরূপাদি করার সাধনই সাধন। জপে বৈখরী থেকে মধ্যমামাধ্যমে পশ্যন্তী-পরা।

**১০॥ কোণস্য জিহ্মত্বাহজিহ্মত্বে॥**

কোণের জিহ্ম এবং অজিহ্ম—দুইরূপ॥

জপে স্যাদ্ বৈখরী নেমিররঃ স্যান্ মধ্যমা ততঃ।
মণিবজ্রে চ পশ্যন্তী যন্নাভৌ বিশ্বমর্পিতম্।
বাধিতাঃ সর্ব্ববাধাঃ স্যুর্যয়া সান্নায়তে পরা॥
বাধাভির্বাধিতত্বে তু বৃত্তং কোণত্বমৃচ্ছতি।
জিহ্মাজিহ্মত্বমায়াতি মণিবর্জ্জং ভিদেলিমম্॥ ৭৫-৭৬

জপের দৃষ্টান্তে নেমি প্রভৃতি দেখান হইতেছে। জপের আবৃত্তিতে (চক্রে) বৈখরী হইল নেমি। মধ্যমা হইল ধূঃ, যাহা অরবিস্তারের আধান ও আশ্রয়। ঐ ধুরকে ‘ঘেরিয়া’ একটি অভেদ্য অন্তশ্চক্র (Inner Impregnable Ring) অবস্থিত। এ রহস্যচক্রটিকে ‘মণিবজ্র’ সংজ্ঞা দেওয়া হইতেছে। বহিশ্চক্র (নেমি এবং তাতে সংলগ্ন অরসমূহ) যে সব বাধা (অভিঘাত, অপঘাত ইত্যাদি) দ্বারা নিরন্তর বাধিত হয় (subject to strains and stresses), সেগুলি প্রতিষেধপূর্বক চক্রনাভি, ধূঃ এবং অরসংস্থাকে ‘স্থির’ রাখার ভার

ঐ অন্তশ্চক্রের। বাহ্য উপমর্দাদি ব্যাজ এবং বিঘ্নসমূহকে এক দুর্ভেদ্যবর্মের মত 'ঠেকাইবার' (hold out and neutralize) করার 'যন্ত্র' ঐ অন্তশ্চক্র। এ চক্রেরও মাত্রাদিভেদ থাকা নিবন্ধন, এর এক কাষ্ঠাও থাকিবে—যেখানে পূরাপূরি বাহ্যবাধাসমূহের ক্রিয়া নিবারিত, নিরস্ত হইবে! ঐ কাষ্ঠা মণিবজ্র। সাধারণ চক্রের উপমা লওয়া হইল, কিন্তু সর্বভূমিতেই ইহার অনুসন্ধান করিবে। অধিভূতাদি অবমস্থলগুলিতেও। জপে ধ্যানে সাধারণতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়, আবরণাদি সংস্কার, প্রাণাপানের বিষম বৃত্তি—এই সকল, বহিশ্চক্রের, কিনা, দৃষ্টপ্রত্যয়ের (actual experience -এর) বৈরূপ্যাদি ঘটাইয়া থাকে; মর্যাদার হানি এবং অভিবিধির গ্লানি ঘটায়। যেটি ফলিত হইল, সেটি ঠিক ফলিল না, আর তার ফলন বিধিটিও কুণ্ঠিত হইল। এইরূপেই তো হামেশা হইতেছে। উপায়? মধ্যমারূপিণী ধুরকে ধর। সেই সেতু সমাশ্রয় কর, যাহা তোমাকে এক ধ্রুব, নিরাপদ্, সমর্থ-সাধিষ্ঠ স্থলে আনিয়া দিবে। সেটি স্বয়ং 'ভিদেলিম' (বহিরাঘাতে ভেদযোগ্য) নয়, অথচ, সর্ববাধাভেদনক্ষম। এই নিমিত্ত 'বজ্র' সংজ্ঞা। স্পর্শ (impact, impression) মাত্রকে ('ম') ইহা মূর্দ্ধন্য ধামে ('ণ') লইতে সমর্থ ('ই'), এই নিমিত্ত ইহা 'মণি'। যৎকিঞ্চিৎ শক্ত্যাদিতে অধম, অবম, সেটিকে উত্তমে উন্নীত এবং পরমে পারীণ করার সামর্থ্য হইল 'মণি'। মন্ত্রের মত মণিকেও পাতঞ্জলাদিতে যোগসিদ্ধির উপায় বলা হইয়াছে ঐ কারণে। গ্রহতুষ্টি শান্তি প্রভৃতিতেও মণি। মণি = Commutator and transformer of Energy-to higher and higher levels. কতকগুলিতে যোগক্ষেম (storing up) মুখ্যতঃ দেখি; আবার কতকগুলিতে বিশেষ করিয়া, বিচ্ছুরণ (যথা, radio-active পদার্থগুলি)। সৃষ্টি বা উদয় ওঙ্কারে বিচ্ছুরণী বৃত্তি প্রধান। গায়ত্রী জপে ইহা 'ভর্গো দেবস্য'কে সন্ধান করে। 'বরেণ্যম্' স্থলে সমুজ্জ্বল মণি হইয়া ইহা ভর্গের পানে আপনাকে 'মেলিয়া ধরে'। এ স্থলে তার সংজ্ঞা কর—'মণিপদ্ম' (ওঁ মণিপদ্মে হুঁ)। বিলয় ওঙ্কারে সংবরণী বৃত্তি (যোগক্ষেম) প্রধান। এ বৃত্তির পরিসীমা স্থল হইল বিন্দু। সুতরাং, মণিকে, গায়ত্রী ইত্যাদি জপে 'পদ্ম' এবং 'বজ্র', এই দুইরূপেই মিলাইতে হয়। বিন্দুলীনতায় বজ্রের নিরতিশয় সাধিষ্ঠ রূপটি পাই। সেখানে 'স্ব' (আপন সত্তা), অপর বা ইতর কোন কিছুর দ্বারাই আর বেধযোগ্য নয়। 'পদ্মে' অন্যের অপেক্ষা রহিয়াছে, অথচ স্বমর্যাদা পরিসীমার পূর্ণসম্ভাব্যতাও আছে। বজ্রে (বিন্দুস্থলে) অন্যাপেক্ষা শূন্য হইয়াও সামর্থ্য পরিসীমা (পূর্ণতা)।

বজ্রাদির প্রসঙ্গ পরে আবার আসিবে। এখানে বলা হইতেছে যে, আবৃত্তিচক্রের যেটি মণিবজ্র, সেটি পশ্যন্তী ভূমি। চক্রের মণিবজ্রস্থলটি আবারও ভালমতে দেখিয়া লও। বিশ্বে প্রতিটি পদার্থের (এমন কি, অণুরও) সত্তাশক্তি এবং সম্বন্ধ 'আধারে' অপরিসীম বটে, কিন্তু সেটি সংস্থান-অবস্থান সম্পর্কে একটা সীমা (মর্যাদা, নেমি) ও অঙ্গীকার করিয়াছে। এর ফলে তার স্থিতি, গতি এবং আবৃত্তির একটা বিশেষ 'আকৃতি'ও পরিলক্ষিত হয়। এই বিশেষ আকৃতিটি (Particular Pattern) আবার তার 'হৃদ্দেশে' বা কেন্দ্রে পদার্থের সত্তাশক্তিকে একান্ত ঘনীভাবে (in utmost concentration) রক্ষা করে। যেমন, এটমে অথবা প্রাণিকোষে তার নিউক্লিয়াস্। এটি তার সত্তাশক্তির 'অক্ষয়' ভান্ডার, তার মূল ছন্দঃ আর সম্বন্ধের আকর। এই মর্মকেন্দ্রকে সে বজ্রের মতই অভেদ্য বা দুর্ভেদ্যভাবেই রক্ষা করে। এটির রক্ষণই তার স্বধর্মসংরক্ষণ। তার জাতি, তার কুলধর্ম, তার মর্যাদা ঐটিকে আশ্রয় করিয়াই বজায় থাকে। শক্তি ব্রহ্মের পরম ঘনীভাব=বিন্দু।

অন্তঃকরণ অথবা বুদ্ধিরও ঐরূপ একটা 'মণিকোঠা' আছে—বজ্রের দেউল। যোগে বা জপে 'প্রত্যাহার' দ্বারা বিক্ষেপকগুলিকে (scattering and dissipating momenta) বজ্রবর্মে ঠেকাইয়া তবে অন্তর্মানসের মণিকোঠায় প্রবিষ্ট হইতে হয়। উপায়—'সংযম' (ধারণা-ধ্যান-সমাধি)। জপসৌষ্ঠবে এবং সামর্থ্যেও এটি লভ্য। সংযমের প্রসাদে অন্তশ্চেতনার মণিপুরদ্বার অপাবৃত, হইলে—পশ্যন্তী। মধ্যমাজপে 'হৃজ্জপ' (Heart's Prayer) অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে প্রাণজাপক-কর্তৃক 'নিরন্তর' চলে বটে, কিন্তু পশ্যন্তীতে অকুণ্ঠ চিজ্জ্যোতিতে মন্ত্র-মন্ত্রী প্রভৃতি সবই পূর্ণ মর্যাদায় এবং অবাধ অভিবিধিতে উদ্ভাসিত হয়।

এইজন্য, মণিবজ্রস্থলটি পশ্যন্তীর জন্য বলা হইল।

এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, আমাদের সাধারণ সঙ্কল্পী বিকল্পী মন (পৃথু,) মধ্যমার অবরসন্ধিতে গিয়া 'তনু' হয়, এবং বরসন্ধিতে 'অণু' হয়। অণু হইলে তা থেকে আবির্ভূত হয় (যথা, এটমে) মহামানস (Supermind) এবং মহদ্‌বুদ্ধি। পশ্যন্তী এবং পরা এদের সন্ধেয় এবং বিজ্ঞেয়। সাধারণ জপের বিলয়পর্বেও প্রথমে স্থূলবাক্, পরে স্থূল সঙ্কল্পী মনকে 'বিদায়' দিতে হয়। এতদুভয়ের 'অণু'কে প্রাণ লইয়া যাইবেন বিন্দুতে। সর্ব অণুত্বের পর্যবসান বিন্দু।

আচ্ছা, ঐ যে নিখিলের মর্মস্থল (মণিবজ্র), তার সংগঠন কিরূপ? একরূপ (homogeneous) কি? তা নয়। ওটিকে যদি বল 'হৃদ্দেশ', তবে তার মাঝে 'হৃদয়', এবং তারও মাঝে 'হৃৎ'। লক্ষণগুলো মনে আছে তো? যেমন, অ-উ-মের 'অ' হৃদ্দেশ, 'উ' হৃদয়, 'ম' (কলা-নাদ-বিন্দুসহ) হৃৎ। অন্যভাবে বলিলে—পদার্থের মর্মস্থলে মণিবজ্র, তারও মাঝে 'নাভি' (মণিপুর), তার আবার অন্তঃস্থলে মণিকেন্দ্র, এবং অন্তরতমস্থলে মণিবিন্দু। 'মণি' কেন, তা আবার স্মরণ কর। ঐটিকে লইয়াই সবকিছুর সত্তা শক্তি সম্বন্ধ অবম থেকে উত্তমে এবং পরমে উন্নীত (sublimated) হইতে পারে। শ্রীগুরুর ধ্যানে 'মণিপাদুকা', দেবীর ধ্যানে 'রত্নপীঠ', 'মণিমণ্ডপ' ইত্যাদিই বা কেন, তাও বুঝিয়া লইও। মণি এবং কাঞ্চনের অন্তর্জ্যোতিঃ প্রকাশের ভূমিকাতেও (in Inner Illumination) ব্যঞ্জনা আছে। সেই 'হিরণ্য' আবার চিন্তা কর।

যে নাভির কথা বলা হইল, তাতেই বিশ্বব্যষ্টির সকল অর সমর্পিত। ঐ নাভিকে আদিত্যরূপে দেখিলে, উহাতে বিশ্বসমষ্টির অরও সমর্পিত। 'অর' বিশেষ করিয়া ছন্দঃ আর সম্বন্ধের নির্দেশ দেয়। কিন্তু শক্তি বিশেষতঃ কোথায় আহিত? মণিকেন্দ্রে—মণিপুরের অভ্যন্তরে মণিসংশ্রয়ে। আর, এ সবই সহকারে সত্তা কোথায় সমর্পিত? মণিবিন্দুতে। যাবৎ বহিরন্তঃ প্রসঙ্গ, তাবৎ বাধার 'অবশেষ' কিছু না কিছু থাকেই। যদি এমত কোন স্থল থাকে, যেটি বলিতে পারে—'আমি যুগপৎ শূন্য এবং পূর্ণ', তবে সেই স্থলেই বাধার শেষ। সর্ববাধা যেখানে বাধিত, সেইটি 'পরা'—বিন্দুরূপিণী। এখানে বাধার শেষ বটে, তবে সে শেষেও একটুখানি 'লেশ' থাকে। সেটি 'অভিসম্পন্নতা'—ব্রহ্মের 'এই বিন্দুরূপে অভিসম্পন্ন হইলাম'—এই 'কাম'। এটি থেকে পরম বা পরমা। তখন 'অভিনিষ্পন্ন'।

এই ভূমিকা পর্যালোচনের পর আবার সেই কোণের কথা।

কোণের লক্ষণ পুনশ্চ প্রণিধান কর। বিশ্বে আকৃতি এবং আবৃত্তি (ছন্দঃ)—এ দুয়েতেই কোণ আবশ্যক বলিয়াই রহিয়াছে। তার মধ্যে সুষম (harmonic) আকৃতি এবং আবৃত্তির নিমিত্ত কৌণিক-সম্বন্ধগুলিরও সুষমতা আবশ্যক হয়। যেমন ধর—দুইটি ঊর্মিকলা (যথা গায়ত্রী জপে)। একটির চূড়াবিন্দু এবং ভূমির (base - এর) দুটি প্রান্তবিন্দু যোগ করিয়া তিনটি কোণ মিলিল। এখন, অপর ঊর্মিকলারও

ঐভাবে পাওয়া তিনটি কোণ কি আগেরটার তিন কোণের সাথে সম অথবা সুষম অনুপাতে আছে, অথবা নেই? যদি থাকে তো ঐ ঊর্মিকলা দুইটি সুষম। উভয়ের 'সাইন', 'কোসাইন' ইত্যাদি 'রেশিও' পরীক্ষা করিয়া, গতির 'এঙ্গুলার মোমেন্টাম্' ইত্যাদি হিসাব করিয়াও, ঐ সুষমতাবিচার হইতে পারে। ধর গায়ত্রীজপে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' নাদোর্মি অথবা কলাটি যেভাবে হইল, 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্'টি সেভাবে হইল না; ঊর্মির অযথা স্ফীতি (bulging out), অথবা 'অবনতি' (bulging in) ঘটিল; 'বরেণ্যম্' স্থলে একটি মাত্রা হ্রাস হইল; নাদ 'কম্পিত' হইয়া—অযথা 'ঝোঁক' (jerking প্রভৃতি) ইত্যাদিতে 'বিষম' কোণ সম্বন্ধ সৃষ্টি করিল। এরূপ হইলে, জপের ঐ দুটি ঊর্মিকলায় সুষমতা রহিল না। সঙ্গীতাদিতে এ সম্বন্ধে অবহিত রহিতে হয়। তানে, মীড় গমকাদিতে স্বরলহরীকে 'খেলাইতে' হয় বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত কৌণিক সম্বন্ধ সুষমতার আনুগত্যে। জপব্যাহরণ গান নয়, 'উদ্‌গান'। 'উৎ' বলিতে অব্যক্তা পরা বাক্, এবং মধ্যমারূপী নিত্য স্ফোট থেকে 'উদয়', এবং সুষম কলাবিতানপূর্বক সেই অব্যক্তপরায় পুনশ্চ বিলয়। উদয়টি বৈখরী পর্বেই সচরাচর (বাচিক, উপাংশু, মানস ত্রিধা) সাধিতে হয় বটে, কিন্তু তার লক্ষ্য, গন্তব্য—সেতুপারে যে পশ্যন্তী, তাহাই।

সুতরাং, কোণ, এ বিচারে, দুই প্রকারের—অজিহ্ম এবং জিহ্ম। অজিহ্ম এবং জিহ্ম—এ দুয়ের ব্যাপ্তি পূর্বালোচনার আধারে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, কোণবিশেষ সরল বা সম, মাত্র এই দৃষ্টি নয়; দুটি কোণ অথবা কোণসংহতির মধ্যে সমতা অথবা সুষমতা আছে কি নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য।

বিষম অনুপাতাদি সম্বন্ধ, সুতরাং বৈরূপ্য এবং অছন্দোগত্ব সৃষ্টি করে যে কোণ অথবা কোণগুলি, তারা 'জিহ্ম'। জড়ে, প্রাণে, বাকে, চিত্তে এই জিহ্মাসুর 'ঘাটি' বাঁধে। যৎকিঞ্চিৎ সুরে ছন্দে চলিবে—সরল, সম, সুষম হইতে চাহিবে—তাদের এই জিহ্মাসুর বাধা দেয়। মনের সহজ, সুস্থ, স্বাভাবিক ভাবটিকে 'বেঁকাইয়া', নানারূপ 'বিষমে' বন্ধ করিয়া 'আধি'র সৃষ্টি করে।

অবশ্য, বাধা না পাইলে যাহা স্বভাবে ঋজু, সেটি কোণ হয় না। কিন্তু বাধায় এক প্রকারের 'সাধক' বাধাও আছে—যে সরলকে বঙ্কিম করিল, আবার, সঙ্গো সঙ্গো সুষম-সুন্দরও করিল। এরূপ নহিলে 'পুরাণ কবির' এই অপরূপ নিসর্গরচনা

এবং অপূর্ব ছন্দোলাস্যময়ী লীলাও সম্ভাবিত হয় না। কিন্তু 'বাধক' বাধাও আছে। সে সুষম ঊর্মিগুচ্ছকে বলে—'তোমরা জটলা পাকাও, পরস্পরকে ভেঙ্গে চুরমার কর।' এর ফলে, সত্তাশক্তির যেটি 'মণিবজ্র', সেটি ছাড়া আর সমস্তই 'ভিদেলিম'—ভঙ্গুর, ভাঙ্গিতেছে।

উপায়? বাক্-প্রাণাদির সাধনে 'মণিবজ্র'ও সাধিয়া লও। সে তো আছেই, তাকে আবার সাধিব কি?—যদি বল। আছে, কিন্তু তোমার ব্যবহার-ব্যাপারে সেটি তোমা-সম্বন্ধে অজিহ্ম কোণে নেই, জিহ্ম কোণে এবং বৃত্তিতে আছে; সেইজন্য সহজে, স্বচ্ছন্দে তোমার আপন 'মণিপুরে' তোমার গতিস্থিতি নেই।

এই নিমিত্ত তোমার কাজ হইল—তোমার কায়, বাক্, প্রাণমনকে নিষ্ঠায় জপাদিদ্বারা এমন এক সুষমস্পন্দমন্ডলীতে ঘিরিয়া রাখা, যেটি তোমাকে ঐ পূর্বোক্ত জিহ্মাসুর থেকে মণিবজ্রের মতই নিরন্তর ঠেকাইয়া রাখিবে। আসল মণিবজ্র মিলাইতে আপনাকে মণিবজ্রের 'মতন' কর। সদৃশ না হ'লে তো সমান হওয়া যায় না! সব সময় নিজেকে একটা 'protective barrage of harmonic vibrations' দ্বারা ঘিরিতে যত্ন কর। সেই কিরাতবেশী শিবের ভজনা কর। কোন শরই যাতে না বেঁধে। অভিমানে নয়, শ্রীগুরু এবং ইষ্টনাম শরণে, সমর্পণে।

এ যুগের যে আসন্ন মহতী বিনষ্টি—এটম, হাইড্রোজেন বম্ব ইত্যাদির দাপটে—তা থেকেও রক্ষা ঐ এক উপায়ে। একটা দুর্ভেদ্য shield of supersonic, superzoic, superpsychic vibrations সৃষ্টি কর—ব্যষ্টিতে এবং গোষ্ঠীতে।

ব্যাপক, অব্যাপক রোগের বিষ-বীজাণু ঠেকাইবার মত 'দেহদুর্গ' গড়িতে তো সবাই পরামর্শ দেয়। কিন্তু অন্তর্দুর্গ? 'উৎপাত পাকজনিত যে সব মহোপসর্গ' তাদের 'শম' কি উপায়ে? এমন কি শোন নাই—কোন মহাত্মা গভীর বনে আসন পাতিয়া রহিয়াছেন; চারিধারে দাবানলে সব জ্বলিয়া গেল, কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করিল না! ঝড়ে শিলাবৃষ্টিতে সব বিধ্বস্ত হইল, কিন্তু তাঁর নিজ 'মণ্ডলে' কোন উপদ্রব হইল না! পদ্মার ভাঙ্গনে গ্রামনগর সব নামিয়া গেল, কিন্তু তাঁর পুণ্য আশ্রমটির পদপ্রান্তে প্রণমিয়াই সে ফিরিল! জপাদি সাধনের উদ্দেশ্য হইল—অধিভূতাদি তিন ক্ষেত্রেই নিজস্ব এক 'মণ্ডল' তৈরি করা, যাহা ঠিক পুরাপুরি মণিবজ্র না হইলেও তার 'মতন' হইতে থাকিবে। আজকাল Strontium 90 প্রভৃতি যে সব fatal radiations, তাদের

সমর্থ প্রতিষেধ তোমার আপন 'ল্যাবরেটারিতে'-ই উদ্‌ভাবন করিতে হইবে। তাও কি হয়? বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখ।

সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, জিহ্মে জিহ্মেই 'জোট' পাকায়; অজিহ্মে জিহ্মে সহজে পাকায় না। ভুজগ (সাপ) না মরিলে সোজা হয় না।

পরের দুটি সূত্রে মর্যাদাকাষ্ঠার কথা হইতেছে। সোমার্দ্ধসূত্রে মর্যাদাসমতা বিবেচিত হইয়াছে। 'সমতা' বলিতে বিসদৃশ, বিরূপ, বিষম না-হওয়া বোঝায়। 'Identical' এবং 'Similar' দুটো মানেই সমতায় আছে। 'Homologous' শব্দটা ব্যাপক করিয়া লইলে ('logos' এর ভাব ধরিয়া), ইহাও সমপরিবারে আসে। যেমন, হ্রী আর ঐ—দুটো ধ্বনি। দুয়েই ইধ্বনি থাকিলেও বিষম। কিছু দুটিতেই সোমার্দ্ধ (চন্দ্রবিন্দু) লাগাও। সমতায় আসিল—homologous sounds এইরূপ না হইলে অনেকাক্ষরী মন্ত্র হয় না। কাষ্ঠা—সীমা বা পূর্ণতার সংবাদ দেয়। অভিবিধি এবং মর্যাদা—এ দুয়ের বিচারে কাষ্ঠা দ্বিবিধ। মর্যাদাকাষ্ঠা কি, তা সূত্রিত হইতেছে।

### ১১।। মর্য্যাদাকাষ্ঠায়াং পূর্ণকলা পৌর্ণমাসী।।

(সমতায় সোমার্দ্ধকলা, ইহা স্মরণ করতঃ বলা হইতেছে) মর্যাদাকাষ্ঠায় কলা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং তার সংজ্ঞা হয় পৌর্ণমাসী।

পূর্বে গায়ত্রী প্রভৃতির আকৃতিবিচারে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অষ্টমী ইত্যাদি তিথিস্থলগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। কোন মন্ত্রাকৃতিকে দিন, পক্ষ, মাস, সংবৎসরাদি ভিন্ন ভিন্ন, অথচ অন্যোন্যাপেক্ষ, দৃষ্টি পরিমাপে দেখা যায়। হইয়াছেও।

জপে উদয় আর বিলয় দুটি পক্ষই থাকে। তথাপি প্রতি জপকেই অভিবিধিপ্রধান আর মর্যাদাপ্রধান—এই দুই রকমে ভাবা যায় এবং দেখান' যায়। মনে রাখ যে, অভিবিধি নেমি (মর্যাদা) সম্পর্কে 'অর' বিস্তার করিয়াছে বটে, তবু সেটি নাভিমুখ্য ('নাভিমুখো')। আর, মর্যাদা অরের দ্বারা নাভিতে বিধৃত ও সংযুক্ত বটে, তবু সে নেমি বা সীমামুখ্য ('নেমিমুখো')। এখন, জপকে তার সকল কলায় পূর্ণতায় দেখান' এক রকম; আর তাকে নাভিতেই (বিন্দুস্থলে) উদয়ে-বিতানে-বিলয়ে সংশ্রিত—এটি দেখান' আর একরূপ। দুয়ে আকৃতিগত ভেদ না থাকিলেও, দৃষ্টিভেদ আছে। একটি উন্মীলনদৃষ্টি—সকল কলাই পুরা দেখিব, এই দৃষ্টি। অপরটি নিমীলন দৃষ্টি—দেখ

না, সকল কলাই কেমন বিন্দু থেকে উদিত হইয়া আবার তাতেই মিলিয়া যাইতেছে। প্রথম দেখে সকলের পরিসীমা; দ্বিতীয়, নিষ্কলের স্বগরিমা।

এ সূত্রে সাকল্যপরিসীমা যে পৌর্ণমাসী, সেটি বিবেচিত হইতেছে। আচ্ছা, চন্দ্রের নমুনায় পনেরটি কলা আছে তো? পনের নয়, আর একটি 'নিত্যা' ধরিয়া ষোল। 'ষোড়লকলঃ পুরুষঃ' শ্রুতি বলেন। এ 'ষোল' কি সমস্ত কিছুতেই? ধর, ওঙ্কারে। ওঙ্কারে বিন্দু, উদয়সেতু, উদিতনাদ, অ, উ, ম, বিলয়নাদ, বিলয়সেতু—এই অষ্টকলা (phases of function) পূর্বে লক্ষিত হইয়াছে। এখন, বিন্দু তত্ত্বতঃ যাহাই হোক্, তোমার ভাবনায় এবং চর্যায় (ব্যবহারতঃ) 'কোথায়' তার অবস্থান? মধ্যমায় না পরায়? 'হৃদয়ে' না 'মূলে'? মধ্যমাকে 'ধুর' করিয়া যেমন এক 'আবর্ত্তে' বৈখরী জপ, তেমনি অন্য আবর্তে পশ্যন্তী। 'আবর্ত্ত' বদ্‌লায় জপধ্যানের জিহ্মকোণগুলিকে অজিহ্ম করিলে। পশ্যন্তী বিশেষ করিয়া সুষমের ভূমি; পরা সমের। যেটি Harmonic সেটি Homogeneous হইতে চলে। এখন, বিন্দুর তত্ত্বতঃ অবস্থান পরা বটে, তবে কার্যতঃ, বৈখরীজপে মধ্যমায়ও বিন্দু আসেন। কাজেই, জপের এই দ্বিবিধ অবস্থান বিচারে, ওঙ্কারের অষ্টকলা ষোড়শকলা হইল।

ঐ ষোড়শকলত্ব অন্য অন্য দৃষ্টিতেও মিলিবে। ধর, গায়ত্রী জপ। বিন্দু থেকে উদয়-বিলয়ে দুটি সেতুসমেত, এবং উদয়-বিলয়ে দুটি ওঙ্কারসহ, গায়ত্রীর (সব্যাহৃতি) চারিপাদে, সর্বসমেত অষ্টকলা হইল। এইবার দেখ, সেতুর দুটি সন্ধি থাকে। কাজেই, সেতুদুটির দ্বিগুণে চার। বাকি ছয়টি ঊর্মি আকৃতিতে লইলে প্রতিটির চূড়াবিন্দু এবং সানুবিন্দু বুঝিতে এবং ধরিতে হয়। কাজেই, ছয় দুগুণে বার। সবশুদ্ধ, ষোল। আবার ধর, ওঁ নমঃ শিবায়। মন্ত্র ষড়ক্ষরী (ষড়ক্ষর)। কিন্তু জপ ব্যাহরণে প্রণব এবং অপর দুটি 'পাদ', প্রতিটিই পঞ্চকলায় ব্যাহৃত হওয়া উচিত। পঞ্চকলা বলিতে কেবল পঞ্চমাত্রা নয়। ওঙ্কারে যেমন অ, উ, ম, এই তিন কলা ছাড়া নাদ-বিন্দু অবশ্যই থাকিবে, 'নমঃ' পাদে ন, ম, বিসর্গ, এ তিন ছাড়া ঐ নাদ-বিন্দু থাকা উচিত; 'শিবায়' পাদেও তদ্রূপ। তা হইলে, তিন পাঁচে পনের হইল। এ পনের ছাড়া (যেমন চাঁদের বেলা) এক 'অমা' বা নিত্যকলা থাকে—সেটি জপে মূল বা পর বিন্দু। মন্ত্রের ঐ তিনটি পাদের ব্যাহরণে যে তিন বিন্দু, সে তিন 'যৌগিক' বা 'অপর' বিন্দু ভাবে মিলিয়া থাকে—বৈখরী বাক্‌কে মধ্যমার অব্যক্ত স্ফোটে 'স্পর্শ' দিয়া লয়। কিন্তু মূলে, আরও

গভীরে—পরাব্যক্তে সংশ্রয় পাইতে যত্ন করিতে হয়। প্রয়াসযত্নের অবসান প্রপত্তি-সমর্পণে—এও মনে রাখিতে হয়। নতুবা নিজমানস-সঙ্কল্পই মূলসংশ্রয়ে অন্তরায় হয়।

এইবার কারিকা—

অমেত্যভিবিধেঃ কাষ্ঠা ক্বাপি যাহি ন বাধ্যতে।
অদর্শনং পরাগ্‌দৃষ্ট্যা সম্যগ্‌দৃষ্ট্যা সুদর্শনম্॥
মর্য্যাদায়াস্তু যা কাষ্ঠা তয়া নেমিঃ প্রপূর্য্যতে।
সকলাকৃতিপূর্ণত্বং রাকেতি গ্লৌঃ সমঞ্জসঃ॥ ৭৭-৭৮

অভিবিধি (অর বা সূত্রযোজনা পূর্বক) মর্যাদানিয়ন্ত্রণ করিলেও 'নাভিমুখ'—মূলসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতায় মুখ্যতঃ ব্যবস্থিত। Intrinsic relatedness. এখন দেখ, ধর্মটির পরিসীমা কোথায়? একটা প্রাণীর বীজ লও। বীজ বলে—'ওই প্রাণীর বিকাশ-পরিণতির যেটি অভিবিধি, সেটি আমাতে আছে'। কিন্তু এই 'অবস্থিতি' পারিপার্শ্বিক 'পরিস্থিতি' সম্পর্কে উদাসীন অথবা অনপেক্ষ নয়। একটা বৃত্ত বা ত্রিভুজ। এদের নিজ নিজ 'ধর্ম্ম' সমূহ ভাবতঃ (ideally) বাহ্যপরিস্থিতিনিরপেক্ষ মনে হয় বটে, কিন্তু দেশ-কালাদিসম্বন্ধাধারে সেরূপ নয়। কোন ত্রিভুজের দুটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয়টি থেকে বড়ো, অথবা তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ—এ ধর্ম ইউক্লিডিয়ান্ জ্যামিতিক আধারে ঠিক, কিন্তু অন্যরূপ আধারে?

ইহাতে প্রশ্ন ওঠে—আচ্ছা, এমন কোন অবস্থান (সংস্থা) আছে কি, যেখানে সত্তাশক্তি আপন সকল অভিবিধি (ছন্দঃ এবং সম্বন্ধসূত্র) আপনাতে লইয়া পর্যাপ্ত? যেখানে 'স্বগত' বলিতে পারে—'আমি স্বতন্ত্র'? পরিস্থিতিকে 'ছাঁটিয়া ফেলিয়া' নয়, পরন্তু পরিস্থিতিকে 'আত্মস্থ' করিয়াই এইরূপ স্বগত-স্বতন্ত্র কাষ্ঠা সম্ভাবিত হয়। 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ'—শ্রুতি ব্রহ্মের সঙ্কল্পসৃষ্টির উপমা দেন।

দেশকালাদি সম্বন্ধে নিখিল পরিস্থিতি, যে অবস্থানে না থাকিয়াও পূরা আছে, থাকা না-থাকা এই দুই বিরুদ্ধভাব যেখানে একত্র মিলিয়াছে, সেইটি অভিবিধিকাষ্ঠা—'অমা' (অমাবস্যা তিথি নয়)। পরাকাষ্ঠারূপে এটি বিন্দু (শূন্য-পূর্ণ)। এই 'অমা' কুত্রাপি বাধিত হয় না—স্বাধিকারে। 'স্বধা' এবং 'স্বতন্ত্র' বলাতে

সেটি সূচিত হইতেছে। অমা 'অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং' এর সংস্থা। অথচ এই আধারেই বিশ্বসঙ্কল্পসৃষ্টি—সর্বসাকল্যসম্ভব। অমা মহাকাল-মহাকালীর সামরস্যসংস্থিতি। 'অ+মা' তে এ সামরস্যের ব্যঞ্জনাও আছে। সম সুষম-বিষমাদিতে আসিলেই তো সৃষ্টি। শুধু 'কেবল' কলাটি বাদে আর সব কলা 'অস্তমিত' হইলে কৃষ্ণা চতুর্দশী। 'সোঽহং' অথবা 'শিবোঽহং'। অমায় কলা 'অস্তমিত'—মানে?

পরাগ্‌দৃষ্টি আর সম্যগ্‌দৃষ্টি। কোন কিছুকে বাহির হইতে, অথবা বাহিরে ফেলিয়া যে দৃষ্টি, সেটি পরাক্। সে রকম দেখায় অমাতে 'সকল'-অদর্শন। কিন্তু তাতেই সম্যক্ নিবিষ্ট হইলে (ধারণাধ্যানাদিতে), অমাতে পূর্বকথিত 'সৌদর্শন'। — A compact, completed fullness.

অন্ধকারে একটা বৃত্ত। তার কিছুই তো দেখি না। আলো ফেল'—সবই দেখিতেছি। প্রজ্ঞার আলো ফেলিতে পারিলে শুধু বৃত্তের নিজস্ব ধর্ম-সম্বন্ধগুলো নয়, পরন্তু বিশ্বভুবনই তাতে দেখি।

অভিবিধি উদ্দেশকরতঃ এই 'অমা'র প্রসঙ্গ হইল। এইবার মর্যাদার উদ্দেশে দেখ। যে অবস্থানে 'নেমি' তার পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইটি মর্যাদাকাষ্ঠা। সকলাকৃতির পূর্ণত্ব (completed fullness of pattern) এইটি। এটিকে 'রাকা' বা 'পৌর্ণমাসী' বল। এ অবস্থানে 'গ্লৌঃ' (চন্দ্রমাঃ) সমঞ্জস হইয়া থাকে।

গায়ত্রী প্রভৃতি যে কোন জপে 'গ্লৌঃ' সমঞ্জস হইল কিনা বুঝিয়া লইবে। উদয়সেতু থেকে বিলয়সেতু পর্যন্ত সমগ্র নাদপরিক্রমা (সুষমকলাবিতানপূর্বক) ঠিক সমঞ্জস (perfectly in tone and form) হইয়াছে কি? পরার স্থল বিন্দু স্বয়ং 'অমা'। জপপরিক্রমার যে 'লেখ', তাতে কোথাও জিহ্মতা-বিষমতা ঘটিয়া সেটিকে অসমঞ্জস করিলে, তার মর্যাদা পরিসীমায় গতিটি হইল না।

পরের সূত্রেও পৌর্ণমাসী অন্যভাবে নিরূপিত হইতেছে।

### ১২॥ ব্যস্তকলাসমাসাত্তত্র॥

(সর্বত্র) পৌর্ণমাসী এরূপ এক সংস্থা যাতে ব্যস্ত কলা সকলের 'সমাস' হইয়া থাকে। ('ব্যাস' বলিতে এখানে, বিশেষভাবে, গণিতের differentiation—*dy/dx*— বুঝিতে হইবে; আর, 'সমাস' বলিতে তৎসম্পর্কে integration).

যং সমপেক্ষ্য কস্যাপি পরিণামঃ প্রবর্ত্ততে।
তমপেক্ষ্য দ্বিতীয়স্য ব্যাসঃ স্যাদ্ বৃত্তিতান্বয়ঃ॥
অনয়া ব্যস্ততাপন্নকলানাং যা সমস্যতা।
তস্যা যা সীমবিশ্রান্তিঃ পৌর্ণমাসী মতা হি সা॥ ৭৯-৮০

ধর, ক আর খ দুটি পদার্থ। ক-এর গত্যাদিরূপে পরিণাম হইতেছে। এখন, পরিণামটি নিয়ত (constant) অথবা 'অনিয়ত' (variable) হইতে পারে। অনিয়ত স্থলে প্রশ্ন ওঠে, গতির তো পরিবর্তন (acceleration) হইতেছে, তথাপি সে পরিবর্তন ধারায় কোন 'সূক্ষ্ম অন্বয়' নিহিত আছে অথবা নেই? থাকিলে সেরূপ পরিবর্তন (গত্যাদির) কে অন্বয়সূত্রে আনা যাইবে। তার 'ব্যাস' থাকিবে (যেমন, বৃত্তসম্বন্ধে তার ব্যাস, পরিধিবিন্দুর গতিটিকে ঠিক অন্বয়ে রাখে কেন্দ্রসম্পর্কে)।

'ব্যাস' এবং 'ব্যস্ত' শব্দ এখানে পারিভাষিক। 'বি' বিশেষেণ, 'আস্' (থাকা) অথবা 'অস্' (হওয়া)। গতি অর্থও আছে (অস্যতি)। 'বিশেষেণ' বলিতে কার বিশেষে? অর্থাৎ, ক-এর বৃত্তির অন্বয় অপর কিছুর (খ-এর) অপেক্ষায় হইতেছে। খ নিজে স্থির আছে, অথবা নিজেও চলিতেছে। ধর, খ=সময় ($t$), ক=দেশ ($s$)। তা হইলে সচল কোন বিন্দুর সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে—ঐ বিন্দুর গতিবেগের ঠিক 'মান'টি কি? বেগটি অনিয়ত (variable)। তথাপি এই অনিয়ত গতিটিকে কোন সূক্ষ্ম অন্বয়ে লইয়া বলা যাবে কি—ইহাই এর ঠিক গতিমান? ব্যাস সমাধানে (differentiation) ইহা পাইতে হয় ($ds/\mathrm{d}t$).

কেবল গতি বলিয়া কেন, যে কোন অনিয়ত পরিণতি সম্বন্ধেই, সামান্যভাবে, ঐ 'ঠিক মান' পাইবার চেষ্টা হইতে পারে। বৃত্তি বা পরিণামের সাধারণ নাম যদি দাও 'কলা', তবে সে কলা সম্বন্ধে 'ব্যাস', অর্থাৎ, 'ব্যস্তকলা' বলিতে কি বুঝিবে সেটি বুঝিয়া লও। ব্যস্ত=differentiated (গণিতে differential co-efficient-এর লক্ষণটি ভাবিয়া লও।) অনুপাত বিশেষকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে লইয়া এটি পাইতে হয়।

যে কোন বৃত্তিপরিণামের অভিবিধি মেলে এবম্বিধ ব্যস্ত কলার বিকলনে (সমাধানে)।

ঐ বিকলন বা সমাধানটিকে যদি আংশিক বা প্রায়িক (partial and approximate) রূপে না পাইয়া পূর্ণ এবং নির্ব্যূঢ় রূপে পাওয়া যায়, তবে ঐ কলাসম্বন্ধে মিলিল অভিবিধিকাষ্ঠা। 'পরা' অথবা বিন্দু পর্যন্ত কোন বিকলনকে লইতে না পারিলে ঐটি মেলে না।

আর, ব্যস্তকলাকে সমস্যতা বা সমাসে (integration-এ) পাই যাহাতে, সেটি মর্যাদা। এবং এই সমাসটি পূর্ণ এবং নিব্যূঢ়ভাবে হইলে মর্যাদাকাষ্ঠা (পৌর্ণমাসী)।

গণিত ব্যবহারের কথা খুব মোটামুটি বলা হইল। যে কোন বৃত্তিপরিণামের অভিবিধিটি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে, পূর্বোক্ত লক্ষণমত তার ঠিক ব্যস্তকলামানটি জানিতে হয়। পরিণামপরম্পরায় যে অনুপাত (ratio), সেটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে না আসা পর্যন্ত, উহা সম্ভাবিত হয় না। অনিয়ত প্রবাহে সূক্ষ্মে যাইয়াই তবে কোন নিয়তকে মিলাইতে হয়। দুইটি ঊর্মিকলা। বাহ্যতঃ মিল নেই। দুটিরই সূক্ষ্ম ব্যস্তকলায় তাদের অন্বয়ী অনুপাত মিলিবে। স্থূলে হয়ত' তারা ব্যতিরেকী।

মর্যাদা সম্বন্ধেও সেই কথা। কোন পরিণামের কিছুটা সমাসে, কোন 'সমঞ্জস' ছন্দঃ বা আকৃতি ফুটিল না। পূরা কাষ্ঠা পর্যন্ত চল। অসমঞ্জস সমঞ্জস হইবে। এখন বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জপাদিতে এভাবে 'গাণিতিক' ব্যাস-সমাস-বিচার আদৌ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

গায়ত্রী অথবা যে কোন জপে বিন্দু থেকে নাদ উদিত হইয়া সুষম কলাবিতান-পূর্বক পুনশ্চ বিন্দুতে বিলীন হয়। এটি যে সাধারণ আকৃতি তা বার বার কথিত হইয়াছে। এখন বিন্দু থেকে উদয়-বিলয় উভয় স্থলেই অর্দ্ধমাত্রা 'সেতু' রূপা রহিয়াছেন। ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে এবং অব্যক্ত থেকে ব্যক্তে এই যে সেতু, সেটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা। রহিয়াছে, কিন্তু কোন সসীম স্বল্প পরিমাপে (finite small measure এ) আসে না। Infinitesimal. এটি আশ্রয় করতঃ যে বৃত্তি পরিণাম (becoming or functioning), সেটি অর্দ্ধমাত্রার সাক্ষাৎসম্ভবা কলা—পূর্বালোচিত 'ব্যস্ত কলা'। সূক্ষ্ম গণিতেরও সম্ভব এখানে। $d/dx$ বা differential co-efficient 'অর্দ্ধা'র গর্ভসম্ভূত। জপে, বিন্দু থেকে নাদ 'প্রাণ' রূপে উদিত, অথচ, সঙ্কল্পী মন এবং বৈখরী বাক্ এখনও উদিত নয়। বিলয়ে বৈখরী বাক্ এবং সঙ্কল্প, দুই-ই 'পতিত' হইয়াছে, অথচ, প্রাণ এখনও বিন্দুবিশ্রান্ত নয়। এই দুটি সূক্ষ্ম ব্যক্তাব্যক্ত ব্যস্তকলাই

সমগ্র জপধারায় বা পরিক্রমায় মূল অভিবিধি নির্দেশ করে। এ দুটি ব্যতীত জপকলাসমূহ (aspects of the function) তাদের পাদমাত্রায় ঠিক ঠিক মর্যাদা পাইবে না, এবং সমাসে (in integration) তাদের 'অমা' এবং 'পূর্ণিমা' এ দুয়ের কোন কাষ্ঠাতেই উপনীত হইবে না। ঠিক 'মান'টি না মিলিলে তো মর্যাদা হয় না। ঠিক মান মেলে ঐ অর্দ্ধার সেতুতে। বিন্দুতে সমাসের শূন্য-পূর্ণ দুটি কাষ্ঠাই আছে। অর্দ্ধার সেতু কাষ্ঠাকে ধনে-ঋণেও দেখায়।

যে কোন বৃত্তিপরিণামের তিনটি মূল অভিবিধি অর্দ্ধার ঐ সেতুতেই সূত্রিত হইয়া থাকে। প্রথম—পরিণামের যে ঋধ্যমানতা (acceleration), তার পূর্বোক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুপাতটি; এই অনুপাতটি (*d/dx*) না মেলা পর্যন্ত বিন্দু থেকে প্রাণ 'উদিত' হয় না, তাতে আবার 'শয়িত'ও হয় না। ছন্দোগ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মূলে এই সূক্ষ্মানুপাতিত্ব বীজটি রহিবেই। দ্বিতীয়—ঐ সেতুস্থলেই ঠিক হয়, অনুপাতের প্রতিযোগী বা সম্বন্ধী কি বা কারা (*y, z*) হইবে। যেমন জপে—বিন্দু থেকে প্রাণ উদিত হইয়া যেন বলে—"এই তো আমি চলিয়াছি; এস কে আমার ছন্দোগা প্রবৃত্তিতে 'জুটি' (সহগ, সম্বন্ধী) হইবে?" নাদ বলিল—"এই যে আমি আছি।" মন বলিল— "এই যে আমিও সঙ্কল্প ভাবনাদিরূপে আছি।" কলা বলিল—"এই যে আমিও অক্ষর, পদ ইত্যাদি রূপে আছি।" প্রাণ 'তথাস্তু' বলিয়া এদের সাহিত্য স্বীকার করিল। তৃতীয়—এ সকলেরই পাদে-মাত্রায়, ভাবে-অনুভাবে, উদয়-বিলয় কাষ্ঠায় ব্যাসসমীকরণ এবং সমাসসমীকরণ ছন্দঃ বা সূত্র ঠিক থাকিবে, এই কড়ারে। জপে বিলয়ের বেলা ক্রমটি 'বামে' বা বিলোমে।

বৃত্তিপরিণাম ঋজু, সুষম, বিষম—এই তিন রকমেরি হয়। অংশকলা হিসাবে (in segments or partials) বিষম পরিণামও ঋজু-সুষমের সমষ্টি বটে, তবে সমাসসমতা বা সামঞ্জস্য (মর্যাদাকাষ্ঠা) তাতে হয় নাই।

এই নিমিত্ত, বর্তমান সূত্রে, সমঞ্জস হবার জন্য কলার ব্যাস-সমাস, দুয়েরি নির্দেশ হইল। সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে (টুক্‌রো টুক্‌রো সুর, এবং সমগ্র তান-মান-লয়) এটি বোঝ।

অতঃপর কারিকার দ্বিতীয় শ্লোকটি (বিশেষ করিয়া 'সীমবিশ্রান্তি') বুঝিয়া লও। Tentative, partial, approximate সমাধান হইলে তো সেটিকে মর্যাদাকাষ্ঠা অবশ্যই বলা যাইবে না।

**১৩॥ ব্যাসসমাসয়োরভ্যাসোঽপি॥**

(পূর্বলক্ষিত) ব্যাস-সমাসের অভ্যাসও ধরিতে হইবে॥

জপের লক্ষণে যে 'অভ্যারোহ' আছে, সেটি 'অভ্যাস' ব্যতীত সাধিত হয় না। ব্যাস-সমাসকে ঠিক তার মর্যাদাকাষ্ঠায় যাইতে গেলে পুনঃ পুনঃ, ধারাবাহিক, নিরন্তর ভাবে সেটি হওয়া আবশ্যক। Continuity of application চাই। জপে বলিয়া কেন, সর্ব কর্মে, ব্যবহারেই চাই।

ব্যাসসমাসয়োর্বৃত্তিঃ পৌনঃপুন্যেন ছন্দসা।
যত্র চাবর্ত্ততে তত্রাভ্যাসঃ স্যাদানুপূর্ব্বিকঃ॥
পূর্ব্বে যুগে যথাপূর্ব্বমিত্যাদিষু শ্রুতঞ্চ যৎ।
অনভ্যাসোঽপি সন্ধেয়ঃ সর্ব্বাভ্যাসে বিপশ্চিতা॥৮১-৮২

পূর্বকথিত ব্যাস-সমাসের বৃত্তি পুনঃপুনঃ ছন্দঃ সহকারে চলিতে থাকিলে, সেই প্রকার আবৃত্তিকে 'আনুপূর্ব্বিক' অভ্যাস বলে। যে কোন বৃত্তিপরিণামকে বিভাগের সূক্ষ্ম কাষ্ঠায় লইলাম; এবং সেই সূক্ষ্মপরিণামগত অনুপাতটি পাইলাম। এতে ঐ পরিণামের ঠিক ঋচ্ছতিক্রমটি মেলে। এটিকে উক্ত পরিণামসম্পর্কে 'ব্যাস' বলা হইয়াছে। সমাসে পরিণামটিকে সমগ্রভাবে, আকৃতিতে তার মর্যাদাকাষ্ঠায় পাইতে হয়।

এ দুটি আদর্শ লক্ষণ। কার্যতঃ, জপাদি সকল ক্রিয়াতেই বারংবার ছন্দঃসহকারে আবৃত্তি (অভিবিধি এবং মর্যাদা এতদুভয় সম্বন্ধে বৃত্তি) করিয়া তবে ঐ আদর্শের অনুবৃত্তি করিতে হয়। এবম্প্রকার অনুবৃত্তিই অভ্যাসযোগ। 'যোগে' অভ্যাস আনুপূর্বিক। এখানে 'পূর্ব্ব' মানে নির্দ্ধারিত আদর্শ—the End or Standard as laid down. ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিতে যেখানেই কোন সংহত প্রয়াস চলে, সেখানেই সেটি 'পরিকল্পনা'-পূর্বক হয়। সে স্থলে সে পরিকল্পনাই তার 'পূর্ব্ব'। এ 'পূর্ব্বে' কালক্রম না থাকিতেও পারে। A logical preconception বা premise 'পূর্ব্ব'। বেদে 'পূর্ব্বে যুগে' 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ'—ইত্যাদি এই সূত্রে প্রণিধান করিও। সুতরাং, 'আনুপূর্ব্বিক' মানে পূর্বের সঙ্গে অন্বয়, আনুগত্য যাতে রহিয়াছে। শ্রীগুরু দীক্ষাদানকরতঃ এই প্রকার অভ্যাসের আনুপূর্বিকতা ধরাইয়া

দেন। দীক্ষা ব্যতীত জপাদির আবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ এবং 'ছন্দসা' করার চেষ্টা হইলেও, সেটি আনুপূর্বিক অভ্যাস হয় না। দীক্ষা কি করে? 'পূর্ব্ব' সম্বন্ধে পরাক্ যে তুমি, তোমাকে সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ করিয়া দেয়। তোমার ক্রিয়ার ব্যাস-সমাসকাষ্ঠা সম্বন্ধে যে ঋতচ্ছন্দঃ, সেটি তোমাকে ধরাইয়া দেয়। তোমাকে বলে—'তুমি আনুপূর্বিক হও। সঙ্গচ্ছধ্বং সম্বদধ্বং সমানা ব আকূতয়ঃ।'

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—এ আনুপূর্বিক অভ্যাস কেন? অনভ্যাসভূমিতে আরূঢ় এবং প্রতিষ্ঠিত হবার নিমিত্তই। 'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে'। 'ন স পুনরাবর্ত্ততে'। জপে বারংবার বিন্দুশয়ান হইতেছে কি জন্য? বিপশ্চিতেরা ইহা জানেন।

**১৪।। আবৃত্তাবভ্যাসাচ্চন্দ্রমাঃ।।**

(অভিবিধি এবং মর্যাদা, এতদুভয় কাষ্ঠাভিমুখে) আবৃত্তিতে (পূর্বোক্ত আনুপূর্বিক) অভ্যাস হইলে, সেটির (অস্‌ভাগান্ত) 'চন্দ্রমাঃ' সংজ্ঞা হয়॥

চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির দুটি কাষ্ঠা দৃষ্টিতে রাখিয়া এই অভ্যাসের উপলক্ষণ করা হইতেছে। (গণিত ব্যবহারে Continued differentiation and integration এই চন্দ্রমাঃ উপলক্ষণে আসে।)

সকলোঽসকলশ্চাপি দ্বিবিধো বৃত্তিতান্বয়ঃ।
ব্যাসসমাসয়ো র্যত্রাভ্যাসঃ স্যাদানুপূর্ব্বিকঃ।
তত্র চান্দ্রমসং তত্ত্বং সর্ব্বসংস্থাসু ভাবয়॥ ৮৩

বৃত্তিতা বলিতে বৃত্তিমত্তা—বৃত্তিমান্ হওয়া। কোন এক রকমের বৃত্তি নয়, বৃত্তিজাতি। তাতে অন্বয়—সত্তা, শক্তি, সম্বন্ধ, আকৃতি—এই চতুষ্টয়ের অনুবৃত্তি সামান্যভাবে কতটা, এটি সন্ধানের বিষয়। ধর, কোন এক বিশেষ মন্ত্র লইয়া বিশেষভাবে জপ হইতেছে। এটি জপবৃত্তি বিশেষ। কিন্তু জপবৃত্তিকে এভাবে না দেখিয়া জাতি বা সামান্যভাবেও দেখা যাইতে পারে। জপবিজ্ঞানে দেখিতেও হয়—as a generic function; সেরূপে লইয়া বিচার করিতে হয়, তাতে বাক্ প্রভৃতির সত্তাদির অন্বয় বা অনুবৃত্তি কিভাবে হইতেছে। যেমন, আকৃতি সম্পর্কে—স্থূল জপেও তার

সমগ্র 'লেখ'টিই কি বৈখরীতে? যদি মধ্যমাদির আধার থাকে তো কোথায়, কিভাবে আছে? জপের সবটা অঙ্গাই কি 'কলা' (অ, উ, ম, ইত্যাদি), না, নাদবিন্দুও অবশ্য আছে? এ প্রশ্নগুলি কোন বৃত্তিবিশেষসম্বন্ধেই নয়। সামান্যের প্রশ্ন।

কলার কথা বিশেষভাবে ধরিয়া, ঐ যে বৃত্তিসামান্যগত অন্বয়, সেটি দ্বিবিধ—সকল এবং অসকল। 'সকলে' কলা অংশপাদাদিতে গৃহীত এবং বিবেচিত হয় (in aspects, partials)। অসকলে তদ্রূপে নয়—সমগ্র এবং অখণ্ডভাবে। প্রথমটা বিশ্লেষণী দৃষ্টি (analytic, differential); দ্বিতীয়টা সামগ্রী দৃষ্টি (integral), দ্বিতীয়ে কলাগুলি হয়তো 'অনুদিত' (শান্ত জলপ্রবাহে যেমন) অথবা, উদিত রহিয়াও অগৃহীত, অনাদৃত। যেমন, শানাই-এর আলাপে স্বরগুলিতে মন নেই, শুধু 'পোঁ'তে আছে। সর্বভূমিতেই এর দৃষ্টান্ত। আকাশের অসীমত্ব, না, বৈচিত্র্য?

এইরূপ সকল-অসকল দৃষ্টিভেদ জপাদিসাধনে এবং গণিতাদিবিজ্ঞান ব্যবহারে একান্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথমটিকে চান্দ্রমসী দৃষ্টি (Lunar principle), দ্বিতীয়টিকে আদিত্যদৃষ্টি বলা হইল (পরের সূত্রে)। প্রথমটিতে, অর্থাৎ 'সকলে', ব্যাস-সমাসের অভ্যাসটি পূর্বালোচনানুরূপ 'আনুপূর্বিক' হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, সেরূপ হওয়াই সকলাদৃষ্টির আদর্শ, কাষ্ঠা।—The ideal of Analytical Review. গণিতের Analysis এর এত 'মর্য্যাদা' এই হেতুতেই। আগের 'চন্দ্রমা' সূত্র আবারও স্মরণ কর। 'অস্' ভাগান্ত যে চন্দ্রমাঃ, সেটি আনুপূর্বিক অভ্যাসমাত্রের 'দেবতা'। চন্দ্র মনের, চন্দ্রমা 'মানের'। গণিতে Continued differertiation, integration এই অভ্যাসপর্বে বুঝিও।

বর্তমান সূত্রে সর্বসংস্থাতেই চন্দ্রমাস্তত্ব ভাবিয়া দেখিতে বলা হইল। যেখানেই কলাসহকারে (in aspects, partials, elements) কোন ব্যাপার অথবা বৃত্তিমত্তা 'ভাঙ্গিয়া' দেখিতেছি, সেখানেই প্রশ্ন হয়—ঐ কলাসমূহের ব্যাসে এবং সমাসে 'আনুপূর্ব্বিকত্ব' আছে অথবা নেই? যদি থাকে তো তারা চন্দ্রমাঃ অধিকারে। চন্দ্র এবং চন্দ্রমা যদি দেয় মন এবং মান (Mind and Measure), তা হইলে চন্দ্রমাঃ থেকে পাই—তদুভয়ের ব্যাস-সমাসগত অভ্যাসের ছন্দঃ। তরঙ্গের দৃষ্টান্তে মন যদি দেয় তরঙ্গ, আর চন্দ্রমা ঊর্মিমান (wave length), তবে চন্দ্রমাঃ দেয় ঊর্মিছন্দঃ (wave frequency etc)। জপে (যথা গায়ত্রীতে), সঙ্কল্পী মন বলিবে—'এইগুলো

তোমার কলা'। 'মানী' মন বলিবে—'কলাগুলো এইরূপ সুষম পাদে মাত্রায় লইলাম।' গুণীমন (চন্দ্রমাঃ) বলিবে—'বেশতো, কিন্তু সবই অমাপৌর্ণমাসী, এই দুই কাষ্ঠায়, অর্দ্ধমাত্রার ঋদ্ধিক্রমে সাজাইয়া লও।'

১৫॥ আবৃত্তাবনভ্যাসাদাদিত্যঃ॥

আবৃত্তি থাকিলেও তাতে যদি (পূর্বোক্ত রীতিতে) অনভ্যাস থাকে, তবে হয় আদিত্য॥

অতঃপর আবৃত্তিতে অসকল, অখণ্ড, সমগ্র ভানটিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা হইতেছে। 'অদিতি' মানে ছেদহীন, ইহা মনে রাখিও। Integral Experience (intuition, perception প্রভৃতি) এই আদিত্য লক্ষণে আসে। পূর্ব পূর্ব খণ্ডে ব্যাখ্যাত ভান এবং ভাসের ভেদ, মর্শপঞ্চকাদি মনে আছে তো? 'Fact' আর 'fact-section' এর তফাৎ?

জ্ঞান বা অনুভব মাত্রেই ঐ 'ভান' রূপেই হইয়া থাকে; সর্বদা, সর্বস্থলেই। কিন্তু প্রায়শঃ ভানে বা ভানসামগ্রীতে কার্যতঃ মনোযোগ থাকে না। ব্যবহার নির্বহণের নিমিত্ত মর্শপঞ্চক। ফলে, ভাসাদি। তথাপি, সমগ্রভানের আধার থাকেই, আর, সেটিকে অস্বীকার করাও চলে না। যেমন, বাহ্যে আদিত্যের প্রকাশাদির আধারেই চন্দ্রমাদির প্রকাশাদি।

এইটি খুলিয়া বলা হইতেছে—

সাকল্যে চন্দ্রমাস্তত্ত্বমসাকল্যে তু ভাস্করঃ।
সর্ব্বত্রাদ্যেন জ্ঞায়েতে বৃত্তনেমেঃ ক্ষয়োদয়ৌ॥
আদিত্যেন হ্যখণ্ডত্ত্বং নাভের্বজ্রত্বমিষ্যতে।
দেশস্য চাবিভাজ্যত্বং কালাক্রমিকতাপি চ॥
রূপাদিচ্ছন্দসাং যোনেরদ্বয়ত্বং প্রসজ্যতে।
বনস্পতিঃ স্বয়ং সূর্য্য ওষধিভৃচ্চ চন্দ্রমাঃ॥৮৪-৮৬

পূর্বসূত্রদ্বয়ে বলা হইল যে—সাকল্যে চন্দ্রমাঃ এবং অসাকল্যে আদিত্য। 'সাকল্য' বলিতে যাহা কিছু অংশাদিতে বিশ্লেষণীয় (analysable into aspects, partials)। 'অসাকল্য' বলিতে সংশ্লেষণীয় (integrable as Continuity and Unity)। এখন, সর্বস্থলেই মর্যাদাকলার (বৃত্তনেমির) ক্ষয়োদয় ছন্দঃ চন্দ্রমাস্তত্ব ভরণ করে। আদিত্য সর্বস্থলেই অখণ্ডত্বের আধার। জপের কলা-উর্মিবিতানে যেমনধারা অখণ্ডনাদ। সুতরাং, জপে ছন্দোগা কলোর্মিবিততিতে চন্দ্রমাঃ, এবং তার আধার অখণ্ডনাদবাহিতায় আদিত্য 'দৈবত'। তারপর, বৃত্তিমর্যাদা (বৃত্তনেমি) এবং অরসমূহ বিস্তার কোথা থেকে হয়, এবং তারা বিধৃতই বা থাকে কোথায়?—নাভিতে। এই 'নাভি'র মণিবজ্ররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই যে অভেদ্য, অক্ষয্য বজ্রসত্ত্বের স্থল, এটিও আদিত্য। এই নিমিত্ত শ্রুতি আদিত্যকে 'ভুবনস্য নাভিঃ' বলিয়াছেন। জড়ে, প্রাণে, মনে—ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে—সর্বত্র এই বজ্রসত্ত্বস্থলটি মেলান'ই আদিত্যোপাসনা। এবং নিখিল সঙ্কীর্ণ, বিদীর্ণ, বিশীর্ণ যে মুখ্যপ্রাণে যাইয়া অসঙ্কীর্ণ, অবিশীর্ণ, অবিদীর্ণ রূপে নিষ্ঠিত-নিরূপদ্রব হয়, সেটিকে বলে 'আদিত্য-হৃদয়'। জপে এটি বিশেষতঃ অর্দ্ধমাত্রা (বিন্দুগর্ভা)।

পুনশ্চ, দেশে যে অবিভাজ্যত্ব, এবং কালে যে অক্রমিকতা,—এতদুভয় এবং এতদুভয়ের 'ভান' আদিত্যপর্বে। অখণ্ড মহাকাশ এবং অখণ্ড মহাকাল (ভূত-ভবিষ্যৎ ইত্যাদিরূপে ক্রমলক্ষণাবচ্ছিন্ন নয়)—এ দুটি আমাদের সকল খণ্ডিত দৈশিক-কালিক 'ভাসের' আধার 'ভান' রূপে থাকে, ইহা বলা হইল (Space Time Continuum)। এই 'আদিত্য' মহানের কাষ্ঠাতেও থাকে, আবার সূক্ষ্মের কাষ্ঠাতেও থাকে। অর্থাৎ, এই দুটিতে আদিত্য অনপিহিত (unveiled)। মাধ্যমী সংস্থাসমূহে 'পিহিত' হইয়াও সংস্থিত। কেননা, আদিত্যব্যতীত বিশ্বে সত্তা-শক্তি-আকৃতি-ছন্দঃ, এ চতুষ্টয়ের কোনটারই সামান্যাধার নেই, 'সামগ্রীসংস্থান' (co-existence and correlation in integration and continuity) নেই। বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান উভয় দৃষ্টিতেই এই চন্দ্রমা-আদিত্য সম্বন্ধ রহস্যটি ভাবনা করিও। জপে নাদের বিন্দুবিলয়ে বাক্, চিত্ত এবং প্রাণের, এবং তাদের বিচিত্র উদিতানুদিত বৃত্তির যেটি সামান্যাধার (আদিত্যহৃদয়), সেটি মিলাইতে হয়। 'আদিত্যো বৈ প্রাণঃ'। বাক্ এবং চিত্ত, দুটিকেই আত্মসাৎ করতঃ প্রাণ আপন পরমঘনীভাবে, বিন্দুতে, মিলিতে যান।

ছন্দের প্রসঙ্গে ঐ অদ্বয় সামান্যাধারটি বলা হইতেছে—'রূপাদিচ্ছন্দসাং যোনেঃ'

ইত্যাদি। রূপচ্ছন্দঃ (light and colour rhythms), শব্দচ্ছন্দঃ ইত্যাদি অস্মৎপ্রতীতিতে যে সকল ছন্দঃ (uniformities, laws) রহিয়াছে, জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত, তাদের 'অদ্বয়যোনি' (common origin) যে আছে, তার নির্দেশ এবং প্রতিশ্রুতি দেয় ঐ আদিত্যতত্ত্ব (Principle of universal continuity, uniformity, unity)। অখণ্ড ভূমা যে ব্রহ্ম তার সৃষ্ট্যাদিতে যে গতিমত্ত্ব এবং ব্যাপারবত্ত্ব (kineticity), তার সাধারণ নাম যদি দাও 'প্রাণ', তবে সে প্রাণ আদিত্য। বিন্দু-নাদ-কলাদিরূপে 'সবিশেষ' হইয়াও সে প্রাণ (Creative *elan*) অবিভক্ত, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। যে কোন বিশেষের মূলে এবং আধারে সেটি সামান্য, অখণ্ডাধার ভাবে থাকেই। যে কোন বিশেষ (particularized) ক্রিয়মাণতা (kinetic event) ঐ সামান্য, অখণ্ড এবং (ঐ বিশেষের অপেক্ষায়) 'সঞ্চিত' এবং 'ধ্রুব' আধারে ঘটিতেছে। 'স্' 'হ্' কে আপন ভাণ্ডার এবং আধাররূপে রাখে ('হ্ সৌ' ফরমূলা)। বিশ্বে 'কুণ্ডলিনী শক্তি' এই সূত্রান্বয়েই সর্বত্র 'সঞ্চিত' রহিয়াছে। চন্দ্রমাঃ সর্বত্র ক্রিয়াশক্তিকে ছন্দোগা করুন; আদিত্য সর্বত্র কারকশক্তিকে (বিশেষতঃ আধারশক্তি) উদ্‌বুদ্ধ করুন। আদিত্য থেকে আসুক তেজঃ, প্রাণ, সংজ্ঞান; চন্দ্রমাঃ সেটিকে রসে, ভাবে, কলায়, ছন্দে আকলিত, সঙ্কলিত করুন!

সূর্যরূপী আদিত্য স্বয়ং 'বনস্পতি' (রহস্য নাম)। আর চন্দ্রমাঃ তো লোকে বেদে সর্বত্র 'ওষধিভৃৎ' রূপে প্রসিদ্ধ আছেন। 'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ'। সাধারণ বনস্পতিতে (বটাদিবৃক্ষে) একটা অখণ্ড অব্যয় ভাব দেখি। বৃক্ষে পত্র-পুষ্প-ফল সময়ে উদ্‌গত হয়, সময়ে অপগতও হয়; কিন্তু বৃক্ষটি স্বয়ং অব্যয় আধাররূপে ঠিক থাকে। এ সব কলার উদ্‌গম-অপগমে বৃক্ষত্বের স্থিতি বা নাশ তেমন 'বাধ্য' নয়। কিন্তু ওষধির বেলায় কি দেখি? কলাকলনপ্রয়োজনমুখ্যতা। ঐ প্রয়োজনটি মিটিলে ওষধিটিও 'শেষ' হইল।

এই দৃষ্টান্তে অন্তর্নিহিত 'বৈলক্ষণ্য'টি বুঝিতে হইবে। পত্র-পুষ্প-ফলাদি কলা সময়ে আসে, সময়ে যায়; কিন্তু মূল এবং কাণ্ডবৃক্ষটি 'নিধানং বীজমব্যয়ং' রূপে রহিয়া যায়। ওষধির বেলায় কলাসমূহের অপগমে বীজটিই প্রাণের 'নাভি' রূপে থাকিয়া যায়। সাধারণ বৃক্ষ দৃষ্টান্তে লই; 'বনস্পতি' এ লক্ষণের কাষ্ঠা। 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্'। 'অ+শ্ব+ত্থ' বলিতে যাহা (পত্রপুষ্পফলাদি)

'কল্য' (শ্বঃ) থাকিবে না; কিন্তু তথাপি 'অব্যয়'। 'ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি'—'ছন্দাংসি' বলিতে বেদ? তবে বেদ অনিত্য? 'পত্রাণি' না বলিয়া 'পর্ণানি' বলা হইল, এটি লক্ষ্য করিও। 'পত্র' বলিতে 'পাতা'—যেটি জন্মে, ঝরিয়া পড়ে। 'পর্ণ' বলিতে তা নয়। স্পর্শবর্ণগুলির পাঁচটি বর্গকে যদি পাঁচটি মূলপর্বস্পর্শে ভাবনা কর, তবে, 'পর্ণ' এই শব্দের 'রসায়নে' যে ভাব মেলে, সেটি 'পরিণামি-নিত্য' যে ব্রহ্মচ্ছন্দঃ, তাহাই বুঝায়। 'পরিণামি' বলিতে বীজাঙ্কুর বিকাশাদিরূপে যার কলা-পরিণাম-আবৃত্তি আছে। এ সব থাকা সত্ত্বেও যেটি অব্যয়, ধ্রুব থাকে, তাকে 'নিত্য'ও বলা যায়। 'প' বর্ণ ওষ্ঠ পর্ব। 'ওষ্ঠ্য' মানে? যাহা প্রাণের বেগ এবং গতিপথকে প্রণালিবিশেষে নিয়ন্ত্রিত (canalize) করে।

'ণ' এবং 'রেফ' দুটি মূর্দ্ধন্য পর্ব। এ পর্বে কি হয়? আদি (কণ্ঠ্য অথবা জিহ্বামূলীয়) পর্বে যে সত্তাশক্তি 'ব্যক্ত' (first manifested) হইল, 'উদ্যোগ' (তালব্যে) পর্বে যাহা ছন্দসা 'অভিযুক্ত' হইল, 'উর্জ্জিত' (মূর্দ্ধন্যে) পর্বে, তাহা 'উত্তমৌজাঃ' (highest energey level) হবার প্রবণতা পাইল। 'সিঞ্চিত ও সজ্জিত' পর্বে (দন্ত্যে), তাহা বিভিন্ন তলে ও স্তরে নিজেকে 'ছড়াইয়া' এবং সাজাইয়া লইল। শেষ, সংযমন (বা 'যন্ত্র') পর্বে (ওষ্ঠ্যে), তার সমুচ্চয়ে অন্বয়-অনুপাতাদি 'সংহত' রূপটি পাইল। এই পঞ্চমবর্গের বা পর্বের পঞ্চম বর্ণে ('ম'-এ) সংহতিকাষ্ঠা। বিন্দুতে সমুচ্চয়-সমন্বয় না হইলে জপাদি কোন কিছুই তো তার সংহতিসীমায় আসে না। 'ম' (এবং অনুস্বার) ইহা সংঘটন করে। এই নিমিত্ত 'অ, উ, ম'।

এখন, সংহতি সীমার (organisational limit এর) প্রথম পাদে ('প'-এ) যাহা রহিয়াছে, সেটিকে উর্জিত পর্বের যেটি পরিসীমা (highest efficiency value), তার সঙ্গে তাদাত্ম্য-সাহিত্য (correlation tending to identicality) তুলিয়া ধরে যেটি, সেটি হইল 'পর্ণ'।

ধর, ঘরে একটা পঞ্চাশ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ইলেক্‌ট্রিক 'বাল্ব' আছে। সুইচ্ টিপিলাম। আলো জ্বলিল। কিন্তু ঐ পঞ্চাশ পাওয়ারে। এটি কি 'ফরমূলায়' আসে? 'পত্র'। কোন নির্দিষ্ট 'তলে' (level-এ এবং measure-এ) শক্তি তার ক্রিয়ায় বাঁধা রহিয়াছে। 'পর্ণ' তার বন্ধনমুক্তি দেয়। বলে—'তুমি স্বচ্ছন্দে ঐ সীমা অবধি বেড়ে চল।' সরিৎ যেমনধারা সাগরের দিকে। কাজেই, 'পত্র' static, 'পর্ণ' dynamic.

'পত্র' matter and form; 'পর্ণ' spirit and expression. 'পত্র' যন্ত্র, পর্ণ 'যন্ত্রম্' (মন্ত্রমন্ত্রিত, তন্ত্রতায়িত যন্ত্র)।

আচ্ছা, আজকাল যে এটম্, হাইড্রোজেন ইত্যাদি বোমা সৃষ্টি হইতেছে, এ সকল ঐ 'পর্ণ' ফরমূলায় আসে তো? আসে, কিন্তু ব্যাজে বৈগুণ্যে। 'সুপর্ণ' নয়, 'কুপর্ণ' বা 'বিপর্ণ'।

সুপর্ণ হইতে গেলে এ অব্যয় অশ্বত্থের 'পর্ণানি' 'ছন্দাংসি' (বেদ=way of realizing Highest Experience) হওয়া উচিত।

সুতরাং, 'বনস্পতি' লক্ষণ হইতে গেলে (১) মূল অব্যয়, (২) কাণ্ড সাধিষ্ঠ, (৩) শাখা সুষমা এবং সুপর্ণা হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এ সব কেবল বৃক্ষাবয়বের বর্ণনা নয়। এটি সর্বত্র মূল শক্ত্যাধান এবং শক্তিবিন্যাস সংস্থা (Basic Power Deposit and Distribution Scheme)। ঐ প্রত্যক্ষ সূর্য এবং সৌরজগৎ এ আকৃতির দৃষ্টান্ত। শুধু বিরাটে নয়, অনুতেও তদ্রূপ। প্রাণসংস্থা ও চিত্তসংস্থাতেও তদ্রূপ। এ সব সংস্থাতে 'বনস্পতি'কে চিনিয়া লও।—A universal Radiation Supply (Production) and Distribution Scheme. বিভিন্ন রকমের Cosmic Radiations 'পর্ণ' সংজ্ঞায় আসে। বনস্পতি=সূর্য=হ্রীঁ, এ সমীকরণটিও ভাবিও।

'পর্ণ' শব্দের 'প'কারেও ঊর্জিত সীমাসূচক 'ঊ'কার দিলে হয় 'পূর্ণ'। ভগবতীর 'অপর্ণা' নাম পূর্বে কোনস্থলে একভাবে বোঝা হইয়াছে। এখানে (অ+প)+র্ণা, এই আকৃতিতেও বুঝিয়া লইও। অর্থাৎ, যে আদ্যাশক্তি 'ওষ্ঠ্যবৃত্তি' বা Valve Principle দ্বারা প্রণালি-প্রবাহিত (canalized) নয়। 'অপ+ঋণ' আকৃতিটিও ভাবিও। যে মহাশক্তিকে কোন 'তল' হইতে 'মূর্দ্ধায়' তুলিয়া ('ঋ'কার), সেই পরিসীমায় ধারণ ('ণ'কার) করিতে হয় না। এক কথায়, 'অপর্ণা' নামে Absoluteness এর দ্যোতনা আছে।

'বনস্পতি' শব্দসমীক্ষায় শক্তির অপরিমেয় সঞ্চয় এবং সিঞ্চন বা বণ্টন, এ দুটি ভাব থাকিলেও, প্রথমটির মুখ্যতা থাকে। 'সূর্য্য' বা 'সবিতা' নামে এটি বিশদ। সাধারণভাবেও বনস্পতিকে সমগ্র প্রাণব্যবহারের (total vital economy র) আধারে পরীক্ষা করিও।

'ওষধি'তে সিঞ্চিতাদির মুখ্যতা। প্রথমটিতে 'সূ' ধাতু (সূর্য, সবিতা), দ্বিতীয়ে

'সু' (সোম, সবন)। দীর্ঘ 'ঊ' হ্রস্ব 'উ'-এর ভেদটি ভাবনা করিও। বনস্পতি সূবর্গ; ওষধি সু-বর্গ। সমগ্র বিশ্বের ভোগে 'অন্ন' (শক্তি) সুষমমানে-মর্যাদায় রাখে ওষধি। ইহাকে ভরণ করেন কে? চন্দ্রমাঃ।

জপাদিতে বিন্দু-নাদ-কলা বনস্পতি সংজ্ঞায় আসে; আর, কলা-নাদ-বিন্দু ওষধিতে। গায়ত্রী প্রভৃতির জপে 'উদয়' সূর্যমুখ্য; 'বিলয়' সোমমুখ্য। 'বিশ্বেদেবাঃ' বিশ্বে সর্বত্র বনস্পতি-ওষধির স্বচ্ছন্দ পরিণয়টি রক্ষা করুন! নতুবা, বিনষ্টির আতঙ্ক, যেমন বর্তমান যুগসঙ্কটে। বনস্পতি বৃহস্পতিদীক্ষিত হইয়া বিশ্বে সর্ববিধ আধি, এবং ওষধি 'সোমসুৎ' হইয়া 'ঔষধি'রূপে সর্ববিধ ব্যাধি দূরীকৃত করুন! বনস্পতি মন্ত্ররূপে হউন—ওঁ হ্রীঁ ঐঁ। ওষধি হউন—শ্রীঁ। উভয়ের পরিণয়পূর্ণতায় (in consummation) ক্লীঁ অথবা ক্রীঁ॥ প্রাণসংজ্ঞায় সব কিছুর অব্যয় উৎস (মূল)-কে যদি বল 'প্রাণ এবং বিভাজন বিস্তারকে বল 'অপান', তবে এই প্রাণাপানের সমতারক্ষক অপর কিছুও (সমান) থাকা চাই —Balancing, Equalizing Factor, ঐটি বনস্পতির 'কাণ্ড'।

এইবার, 'অমা'।

### ১৬॥ অপাস্তব্যস্তত্বেঽমা॥

(পূর্বব্যাখ্যাত) ব্যস্তকলা (differential co-efficient) অপাস্ত (negatived) হইলে হয় 'অমা'॥

অর্থাৎ, গণিতের পরিভাষায়, কোন function-এর *d/dx* যদি শূন্য হয়, তবে হয় অমা। 'ন+মা'=দুটি নিষেধে 'বিধি'ই স্থির রহিল। দুটি নিষেধের প্রথমটি দন্ত্যবর্গে, অর্থাৎ, কোন পরিণাম বিশেষ যে 'তলে' চলিতেছিল, সেটি আর সে তলে নাই (ন), ইহা বলিল। কিন্তু যেখানে 'শেষ স্পর্শ' (ম), সেখানেও যদি 'নাই' হয়, তবেই তো নিত্যা, ধ্রুবা স্থিতি। ধনুতে জ্যা টানিয়া বাণ ছুড়িলে। বাণ বাহির হইলে, ধনুতে অথবা জ্যাতে আর কোন চাপাদি (stress and strain) নেই। কিন্তু যে বাণ ছুটিয়াছে? যে লক্ষ্যে সে বাণ পতিত হইবে? এখানেও কি সম্বেগাদি নিবৃত্ত হইয়াছে? ধনু-জ্যার বেলায় বলিলে, 'না'; এখানে কি বলিতে পার, 'মা'? যদি পার তা হইলে তুমি অমাকোটিতে আসিয়াছ; তুমি প্রারব্ধকর্মের ফলপ্রবৃত্তিসত্ত্বেও 'জীবণ্মুক্ত'। যদি

শরসম্বেগাদিও নিবৃত্ত হয় তো ‘প্রপঞ্চোপশম’, আর যদি তাহা নিবৃত্ত না হইয়াও তার লক্ষ্য (তোমার প্রত্যভিজ্ঞান) সম্বন্ধে নিবৃত্ত হয় তো ‘লক্ষ্যোপরম’।

নির্ব্যূঢ়ত্বেন যো ভাবোঽভাবান্যোন্যখণ্ডনাৎ।
ব্যস্তবৃত্তেরপায়াচ্চ সম্যক্তয়া হ্যমা ততঃ॥
অমায়াং গৃহ্যতে সূর্য্যো রাকায়াং গৃহ্যতে শশী।
কলাতিগত্বমাদিত্যে ষোড়শকলতান্যতঃ॥৮৭-৮৮

তমের অভাব আলোক, আলোকের অভাব তমঃ, এইভাবে দ্বন্দ্বস্থিত অন্যোন্য অভাব,—এটি এ স্থলে মুখ্যতঃ বিবক্ষিত নয়, যদিও লক্ষণায় সেটিও আসিবে। এ স্থলে ‘অভাবের অভাব’ বা ‘নিষেধের নিষেধ’ উদ্দেশ করা হইতেছে। এভাবে অভাব অভাবকে বাধিত করিলে ‘ভাব’ (থাকা) নির্ব্যূঢ়ত্ব (uncontradicted affirmability) লাভ করে. ব্যূঢ়=conditional, কাজেই যেটি বাধিত (contradicted) হইতে পারে।

নির্ব্যূঢ়ে ‘বৌদ্ধনিশ্চয়’ (logical certainty) থাকা চাই। এটি থাকিলেই কি ‘অমা’ সংজ্ঞা আসিবে? ধ্রুব অধ্যবসায় বা নিশ্চয়ের সঙ্গে আর একটি গুণও থাকা আবশ্যক। বৃত্তি পরিণামের যে ‘ব্যস্তকলা’, তারও অপায় (অপগম) হওয়া চাই। এবং সে অপায় ‘সম্যক্তয়া’, সম্যক্‌রূপে (অর্থাৎ, approximately অথবা conditionally হইলে হইবে না) হওয়া চাই। যে ‘ধ্রুব’ (constant) আসিল, তার সম্বন্ধে কি Logic কি Mathematics কেহই আর ‘জেরা’ তুলিবে না, ‘কিন্তু’ করিবে না। নেতিমুখে, শূন্যপর্বে ব্যাস বা ব্যস্ত কলাকে সবিবেশষ উদ্দেশ করতঃ যে ধ্রুবসংস্থা, সেটি ‘অমা’। লক্ষণমত, এটি জপে বিন্দুবিলয়স্থল। নেতিমুখে শূন্যপর্বে (as the limit of Negation) দেখিতেছ। অ, উ আদি ব্যক্তকলা এখানে আছে?—না। কলাপরিণামগত সূক্ষ্ম অনুপাত (infinitesimal ratio of acceleration)?—না, তাও নাই। যেহেতু, acceleration (পরিণাম)-ই আর নাই। এখানে বুদ্ধি বলিবে, ‘আমি নিশ্চিত’; মন ও বাক্ বলিবে—‘আমরা শান্ত’; চিত্ত (সূক্ষ্ম-অনুপাতিত্বের ভূমি) বলিবে—‘আমি নিবৃত্ত’; প্রাণ বলিবে—‘আমি সংশ্রিত’।

'অপায়' এবং 'সম্যক্তয়া' শব্দ দুটিতে ধ্যান দিও। 'প্রায়স্ত্ব' বা approximation স্থল বারণের জন্য 'অপায়', আর 'ব্যূঢ়ত্ব' বা conditionality বারণে 'সম্যক্'। বর্তমান বিজ্ঞান ব্যবহারেও যাবৎ 'এরূপ' ধ্রুবস্থল না মিলিতেছে, তাবৎ স্বস্তি নাই, শান্তি নাই।

দ্বিতীয় শ্লোকে 'অমা' এবং 'রাকা' পৃথক্ করিয়া দেখান হইতেছে। অমায় সূর্য 'গৃহীত' হন; পূর্ণিমাতে শশী। এই 'গ্রহণের' অর্থ নানাদৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে এবং হইতেছে। এখানে, সামান্যভাবে, অমাদির তত্ত্বলক্ষণ সম্বন্ধে মুখ্যভাবে উপযোগ। 'সকলের' আবৃত্তি-অভ্যাসের কাষ্ঠা একদিকে; 'অসকলের' অনাবৃত্তি-অনভ্যাসকাষ্ঠা অন্যদিকে। পরেরটি আদিত্যকাষ্ঠা (Limit of the 'Solar Principle')। 'কলাতিগ' ধ্রুব এর স্থিতি। উত্তরায়ণে, শুক্লাগতিতে, অর্চিরাদি মার্গে এই কাষ্ঠায় উপনীত হইতে হয়। জপে কলানাদ, এ দুয়ের বিন্দুসমতায়। চন্দ্রমাঃ কাষ্ঠা বা রাকায় 'ষোড়শকলতা'। এই 'ষোড়শ'টি গভীরে বুঝিতে হইবে। পরের সূত্রগুলিতে।

ঠিক পরের সূত্রে 'সমা' লক্ষিত হইতেছে।

### ১৭॥ অপান্তসমস্তত্বে সমা॥

সমাস বা সমস্তকলা অপান্ত হইলে সমা॥

'সমাস' মানে সূক্ষ্মব্যস্তকলার অনুপাতটি লইয়া ঊর্দ্ধাধঃ কাষ্ঠায় যে কোন বৃত্তিপরিণামের সমাহার (Integration)। একের দৃষ্টি 'অণুমানে'; অন্যের 'উরুমানে'। এক প্রশ্ন করে—'বিভাজনের শেষ অনুপাত সম্বন্ধটি কি পাইলাম? অপর—'সংযোজনের শেষ সংহতিটি কি হইল? জপাদির আকৃতিতেও এই দুটি মূল প্রশ্ন।

জপব্যাহরণে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর পাইতে হয় (অভ্যাসযোগে) জপ্যমন্ত্রের ঊর্মিকলাসমূহের সানুবিন্দুস্পর্শস্থলগুলিতে, এবং বিশেষতঃ, বিন্দুবিলয়-সেতু-সহকৃত সংস্পর্শ স্থলে। আর, দ্বিতীয় প্রশ্নের,—নাদমেরু এবং বিন্দুমেরু সংযোজক 'অক্ষ' সমাশ্রয়ে ঊর্মিচূড়া সমূহের সংহতি-সমঞ্জসতায় (Are the wave phases in harmonic alliance with respect to the Axis of the function of the system?)

সর্ব্বসমাসনিঃশেষাৎ সাকল্যসমতাগতৌ।
সমেতি স্থিতিরায়াতা সমীকরণপূরণাৎ॥
সমাকৃতসপক্ষাণাং সম্পাতে নিরপেক্ষতা।
পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্তা সমেতি পরিগণ্যতে॥
ব্যাসস্য শূন্যতাঽমা স্যাৎ সমাসশূন্যতা (পূর্ণতা) সমা॥৮৯-৯১

এই সমাসূত্রে 'সমীকরণপূরণ' কাষ্ঠাটি প্রদর্শিত হইতেছে। Principle of Equation এর পরীক্ষা। সমীকরণ মাত্রেই 'সপক্ষ' (with 'terms' that vary subject to conditions) আকারেই প্রবৃত্ত হয়। এরূপ পক্ষপাতবাধ্য যে সমীকরণ, সেটি ব্যূঢ় এবং অধ্রুব। পক্ষপাতমুক্ত (not bound by the special values and conditions of the terms) যে সামান্য এবং ব্যাপক সমীকরণ (general equation), সেইটি পাবার লক্ষ্য থাকে। (যেমন, General Equation of the Second Degree, অথবা সামান্য Quadratic Equation)। Taylor's Theorem ইত্যাদিও এইরূপ নির্ব্যূঢ়, ধ্রুব সমীকরণ মিলাইবার উদ্দেশে। তাতে অবশ্য মিলে নাই একান্তভাবে। নির্দোষ, নির্ব্যূঢ় সমতা (Absolute Identity) কোথায়, এবং কি ভাবে সেটি লভ্য? সমীকরণ প্রয়াস শোধন-পুরণের কোন্ ভূমিতে গেলে তবে ঐটি সিদ্ধ হয়? জড় বিশ্বে এ পর্যন্ত সে কাষ্ঠা সম্যক্ মিলে নাই। প্রাণাদি 'অন্তরঙ্গা' বস্তু তো এখনো তার 'বাহ্য'। অন্তরঙ্গা আর বহিরঙ্গা যেখানে 'একান্ত সম' আছে এবং হইবে, সেটি "আত্মা"। এই আত্মাতেই সর্বসাকল্য সমীকরণের শোধন-পূরণের কাষ্ঠাবিশ্রান্তি। আত্মায় কিঞ্চিৎ দোষলেশপক্ষপাত থাকা পর্যন্ত তোমার কোন সমীকরণেই নির্দোষ সমতা নেই।

উপায়? বিশ্বে যত কিছু সাকল্যসংস্থা (aspectual and functional diversity), তাদের, তত্ত্বতঃ, সমতায় স্থিতি আছে বটে, এবং, ব্যবহারে ও প্রত্যয়ে, সমতার অভিমুখে 'গতি'ও পাই বটে (যথা, বিজ্ঞান ততোভূয়ঃ রূপে পাইতেছে), কিন্তু শেষ 'পরায়ণ' (ধ্রুবা স্থিতি এবং গতি) কোথায়, তা এখনও জানিতেছি না। প্রজ্ঞান—'আত্মা' এবং 'প্রাণ', এই দুটি শব্দ শোনান। ও-তে ঠিক কি জানিব, কি বুঝিব?

জানিতে গেলে কি চাই? সর্বসমাসশূন্যতা এবং পূর্ণতা—যতকিছু আমাদের 'সমাস' (synthetic, integral approach) যে স্থলে যাইয়া বলিবে—"আর না, আর আমাদের কোন ব্যাপার নেই; আমরা পূর্ণ হইয়াছি; আর, হানোপাদানের অপেক্ষা নেই; তত্ত্ব হইলাম'—সেই স্থলেই এ অভিযান সমাপ্ত। "সমীকৃত-সপক্ষাণাং সম্পাতে নিরপেক্ষতা"—গণিতব্যবহারে এবং জীবনব্যবহারে ভালমতে বুঝিয়া লইও। গণিতে অথবা জীবনব্যবহারে কতকগুলি 'সপক্ষ' (specific conditional) সমীকরণ সাধিলে, "যদি এই এই থাকে তো এই এই হয়"—এইভাবে। জপক্রিয়াটি এই এইভাবে করিলে শেষ বিন্দুবিলয়টি ঠিক হয় বা হয় না। এগুলি বহুবার করিয়া দেখিলে। তখন নিজেকে প্রশ্ন করিলে—এই এইভাবে সপক্ষসমীকরণ তো হইতেছে, কিন্তু তাদের 'সম্পাতে' (by induction or by deduction) কোনও মূল সামান্য ছন্দঃ এবং আকৃতি (general principle and pattern) মেলে কি, যাহা ঐ ঐ সপক্ষগুলির 'বিশেষ' (condition) সম্পর্কে নিরপেক্ষ? ধর, এ প্রশ্নের উত্তর হইল—'হ্যাঁ, জপে অগ্নিমাত্রা এবং সোমমাত্রা এ দুয়ের সমতাটি সাধিত না হইলে সুষ্ঠুভাবে বিন্দুবিলয় হইবে না। এ দুয়ের অনুপাতবৈষম্যে উহা সাধিত হইবে না। যেমন, গায়ত্রীতে 'বরেণ্যং' অবধি অগ্নি মুখ্যাধিকারী যদি থাকে তো পরের পাদত্রয়ে সোম এতটা মুখ্য হওয়া চাই, যাতে উভয়ের অধিকারতুল্যতা এবং অনুপাতসমতা সাধিত হয়। একটা even balancing of 'outward' and 'inward' functioning আবশ্যক। এ সমতা নহিলে সপক্ষসমূহ সম্পর্কে 'নিরপেক্ষ' (independent) হওয়া যায় না; কাজেই কলাসহ নাদকে 'শূন্যপূর্ণৈক' বিন্দুতে একীভূত করা যায় না।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, 'সমা' এক কাষ্ঠা বা আদর্শ। 'অমা' অপরটি। নিখিল ভবপ্রত্যয়কে এক দিকে 'সমা' অন্যদিকে 'অমা', এতদুভয় অক্ষরকাষ্ঠা-প্রশাসনে যাহা বিধারণ করে, এবং যথোপযুক্ত ছন্দোবৈভবে সব কিছুকে এতদুভয়ে উপনীত করে, সেটি 'উমা'। এ অভ্যুদয় দক্ষিণাবর্তে হইলে 'রমা', বামাবর্তে হইলে 'বামা'। প্রণবাদি জপে 'উমা' (বিশেষতঃ উবর্ণদ্বারা) আদৌ কি করেন? বাগর্থ-ভাবাদির কলাসমূহকে সুষমা দক্ষিণাবৃত্তিতে নাদের আধারে ফোটাইয়া তোলেন। তখন ইনি 'রমা'। সেতুতে যাইয়া, উদয়ে বিলয়ে, ইনি হন 'অর্দ্ধমাত্রা'। বিলয়সেতুতে

(বামাগতিতে) নাদশক্তিকে বিন্দুতে 'বিপরীতরতা' করতঃ হন 'বামা'। এবং অন্তে, কলা-নাদ-বিন্দু এ ত্রিতয়ের সামরস্যে হন 'মা'।

সাধনাদিতে সর্ববিধ সপক্ষসমীকরণ কী পরিমাণে পক্ষপাতমুক্ত হইয়া সমতা-সমীকরণে আসিতেছে—conditional solutions কতটা independent of conditions হইতেছে—ইহাই লক্ষ্য। এটি সাকল্যসমাসসমাপ্তির ধারা, process of integral approach and attainment. লক্ষ্যে শূন্যতা এবং পূর্ণতা (মহানাদ অথবা ভূমৈকপ্রত্যয়রূপে) যুগপৎ আছে। ইহা সমা।

পক্ষান্তরে, ব্যাসপূর্বক নৈষ্কল্যপরিসমাপ্তির লক্ষ্য আদৌ পরাব্যক্ত (অমা) মহাবিন্দু, এবং অন্তে পরমে পরাপারীণতায়। এ ধারার পরিসমাপ্তিতেও ('Limit' of infinitesimal approach) মেলে (অলক্ষণ, অপ্রমেয় পরাপারীণতার উপক্রমে) এক, শূন্য এবং পূর্ণ। কলাসমূহ এখানে আসিয়া বলে—'আমরা আর বহু নহি, এক'। নাদ এখানে বলে—'আমি এখানে পূর্ণ, আর উদয়বিলয়ের অপেক্ষা নেই।' বিন্দু নিজে বলে—"বেশ; তোমাদের দুটিকে আপনাতে মিলাইয়াও আমি শূন্য—a unique point of perfect potency where all possibility is 'full', and all actuality is 'nil'."

সমা এবং অমার উপেয়গত সৌসাদৃশ্য অথচ উপায়গত বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিবে সমাস এবং ব্যাসের লক্ষণ ঠিক ঠিক ধারণা করতঃ। মহাসিন্ধুর বিন্দুসমূহকে সমাসপূর্ণতায় এবং সমতায় লইয়া পাইলাম মহাসিন্ধু। আবার, বিন্দুকে সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ব্যাসে লইয়াও পাইলাম সেই মহাসিন্ধু।

অসংখ্যজলবিন্দুনাং সমাসে যো মহাম্বুধিঃ।
বিন্দুব্যাসে ত্বণিষ্ঠেঽপি স সিন্ধুরনুদৃশ্যতাম্॥
প্রাণাণুর্ব্যাপ্নুবন্ বিশ্বং ভবেদ্ বিশ্বমহীরুহঃ।
মহীরুহেঽপি সঞ্জাতে বিশ্ববীজাণুতা ফলে॥ ৯২-৯৩

১৮॥ তথাহ্যনাবৃত্তিসমাবৃত্তী॥

(পূর্বে যে অমা ও সমা কাষ্ঠাদ্বয় আলোচিত হইল) তারা যথাক্রমে অনাবৃত্তি ও সমাবৃত্তি সূচনা করে॥

জপাদিনা সমাবৃত্তৌ সমেতীতি বিচিন্ত্যতাম্।
পৌর্ণমাসীপ্রতিষ্ঠায়াং স্বারাজ্যসিদ্ধিমৃচ্ছতি।
পৌর্ণমাস্যা অধিষ্ঠাত্রীং মহালক্ষ্মীং সমাশ্রিতঃ॥
অনাবৃত্তিরমা খ্যাতা জপাজপাসমাপনাৎ।
মহকালীতি বিজ্ঞেয়া পরকৈবল্যদায়িনী।
শুক্লত্বে মূলপঞ্চানামৈং যা মহাসরস্বতী॥ ৯৪-৯৫

জপাদিদ্বারা যে ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি সাধিত হইবে, সে সাধনে আসলে হয় কি—তা বলা হইতেছে। 'সমেতি'—সমাগত হয়। কোথায়? আগে যে 'সমা'র আলোচনা হইল, তথায়। সেখানে সাকল্যপূর্ণতারূপা যে পৌর্ণমাসী, তার প্রতিষ্ঠা। ফলে—বেদাদিপ্রসিদ্ধ স্বারাজ্যসিদ্ধি। এ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়? পৌর্ণমাসীর অধিষ্ঠাত্রী যে মহালক্ষ্মী (এবং তাঁর বীজ শ্রীঁ), তাঁর সমাশ্রয়।

জপ এবং অজপা, এ দুয়ের সমাপনে যে অনাবৃত্তি,—আবৃত্তিচক্রের একান্ত-বিরাম,—সেটি পূর্বলক্ষণমত 'অমা'। অমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরকৈবল্যদায়িনী মহাকালী। বীজ ক্রীঁ। মূলা যে শক্তি, তার বীজ যদি বল হ্রীঁ, তবে, হ্ র্ ঈ, নাদ বিন্দু—এই কয়টি 'মূলপঞ্চ'। এ মূলপঞ্চের কৃষ্ণাবৃত্তিতে নিখিলের আবরণ, লয়, উপরম-উপশম। শুক্লাবৃত্তিতে উন্মেষ-বিকাশাদি পূর্ণতা অবধি। কৃষ্ণাশুক্লা দুটি গতি আদিতে বিপরীত, মধ্যে প্রতিযোগী, অন্তে সহযোগী এবং অভিন্ন হইতে চলে। কৃষ্ণা আর শুক্লার মধ্যে বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া মূলপঞ্চের যে শুক্লমুখ্যা প্রকাশপ্রধানা বৃত্তি, সেটি বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা অধিকৃত। ঐঁ বীজ; অধিষ্ঠাত্রী, মহাসরস্বতী।

সমা এবং অমা—এ দুটিকে কাষ্ঠা করিয়া সমাবৃত্তি এবং অনাবৃত্তি, সাকল্যপূর্ণতা এবং নৈষ্কল্যোপশম,—এই দুইটি 'প্রস্থানভেদের' কথা বর্তমানসূত্রে সংক্ষেপে বলা হইল। অন্য অন্য স্থলে ইহার সবিস্তার প্রসঙ্গ হইয়াছে। প্রস্থানের 'ভেদ' রহিলেও, বিরোধ নেই, বরঞ্চ ক্রমশঃ সাহিত্য এবং অন্তে অভেদই আছে,—এইটি নির্দেশের নিমিত্ত মহাসরস্বতী এবং ঐঁ বীজের উল্লেখ হইল। বীজাদি সকল জপেই সকল-নিষ্কল, পূর্ণ-শূন্য, সমা-অমা, উত্তম-পরম অন্তে মিলাইয়া লইতে হয়।

যেমন গায়ত্রীজপে, 'বরেণ্যং' অবধি সমা এবং সমাবৃত্তিকে মুখ্যাঙ্গভাবে সাধিতে হয়; 'ধিয়োয়োনঃ' থেকে বিলয় ওঙ্কারে অমা এবং অনাবৃত্তিকে। 'ভর্গোদেবস্য ধীমহি' এ দুয়ের সন্ধি। অর্থাৎ 'ধীমহি'তে যাইয়াই অমা এবং অনাবৃত্তির দিকে 'ঝোঁক' ফিরিবে। শুদ্ধ এবং সমগ্রভাবে সমাবৃত্তি এবং অনাবৃত্তি হওয়া বিশেষ সাধনসাধ্য।

অতঃপর, দক্ষিণা এবং বামার লক্ষণ—

**১৯ ॥ অনুলোমাবৃত্তির্দক্ষিণা ॥**

আবৃত্তি অনুলোমা হইলে তাকে দক্ষিণা বলে॥

অনুলোমবিলোমাভ্যামাবৃত্তির্দক্ষিণেতরা।
প্রথমা নেম্যরাণাং স্যান্নাভিমুদ্দিশ্য যাহভিতঃ॥
দেশকালাদিষু শ্রেণি-ধারাবাহিকতাস্থিতিঃ।
স্বযোনি-মনতিক্রম্য বিতন্যতে সমন্ততঃ॥ ৯৬-৯৭

বলাবাহুল্য, 'দক্ষিণাবৃত্তি' শব্দে কেবল 'ডাইনে ঘোরা' বুঝিলে হয় না। 'দক্ষিণ' শব্দে যেমন দিক্ বুঝায়, তেমনি গুণবিশেষও (যথা, দয়া-দাক্ষিণ্য) বুঝায়। এ স্থলে মৌলিক লক্ষণ করা হইতেছে। তন্নিমিত্ত 'অনুলোম' শব্দটি রহিয়াছে সূত্রে। অতএব, 'অনু' কাকে বলে বোঝা দরকার। যেখানে কোনরূপ আবৃত্তি বা আবর্তন হয়, সেখানে বিশ্লেষণে তিনটি 'অঙ্গ' কোন না কোন ভাবে পাই—নাভি (বা কেন্দ্র), অর এবং নেমি। আবৃত্তিমাত্রের যে 'নেমি' (actual path of functioning) তার সম্পর্কে নাভি হইল 'যোনি', আর, অর হইল 'যোজনী'।

এখন, কূর্ম যেরূপ তার আপনা থেকেই অঙ্গ বিস্তার করে, আবার তাতেই, আপনাতে, সব গুটাইয়া লয়, সেইরূপ নাভি বা কেন্দ্র সম্বন্ধেও মনে করা যায়। গণিতে যেমন Root বা Radix, Matrix ইত্যাদি। ইহা নাভি। Equation এর সম্পর্কে অর। যেমন, Quadratic equation বলিয়া দেয়, তার Root-দ্বয়ের কি সম্বন্ধ থাকিবে। শেষকালে, ঐ equation দ্বারা নিরূপিত গতিলেখ বা Curve নিরূপক equation এর বিশেষ বিশেষ রূপ হইয়া থাকে।

এইবার নাভি বা মূল থেকে অরের উদয় এবং অর দ্বারা নেমির প্রবৃত্তি নিরূপণ—এই একভাবে দৃষ্টি। ইহা অনুলোমা। যা কিছুর উদয় বা প্রবৃত্তি হইতেছে, সে উদয়ে মূলের সঙ্গো অন্বয় দেখা যাইতেছে। Centre অথবা Origin এ reference ঠিক রহিয়াছে। যেমন, গ্রহাদির গতি নাভি সূর্য সম্বন্ধে। প্রাণিজগতে কোন নির্দিষ্ট জাতিবীজ (germplasm) সম্পর্কে নানা সজাতীয় প্রাণীর জন্মে যেমন। অনুলোমে উদয়, উদ্‌গম, প্রবৃত্তি দেখবার বস্তু থাকে। 'প্রথমা নেম্যরাণাং স্যান্নাভিমুদ্দিশ্য যাঽভিতঃ'—অনুলোমা এইভাবে কথিত হইল। নাভির অভিতঃ উদ্দেশকরতঃ (congruent with respect to the origin) অরনেমির প্রবৃত্তি (expansive movement)।

ধর, একটা বটাদি বৃক্ষের বীজকণিকা। এ থেকে অঙ্কুর-প্ররোহাদিক্রমে বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফল পর্যন্ত অনুলোমা বৃত্তি পূর্বোক্ত লক্ষণমত। কিন্তু ফলে আবার বীজাকারে বিলোমা। অন্তর্বহির্বিশ্বে চক্রনেমি আবর্তনে এই অনুলোমা-বিলোমার সহক্রম এবং পালাক্রম অনুধাবন কর। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি; জন্ম-বাল্য-যৌবন-জরা-মৃত্যু; ব্যক্ত-অব্যক্ত, কর্ম-সংস্কারাদি সমস্ত ব্যষ্টি-সমষ্টি ব্যাপারেই। সৃষ্টিতে ব্যক্তক্রিয়া (kinetic action) মাত্রেই দেশকালাদির বাধাসংস্কারবশতঃ (due to intrinsic retarding factor), ঠিক তার শুদ্ধ, সমগ্র সাফল্যে আসে না; অর্থাৎ নির্বাধে সেটা যা করিত, তা সেটা করিতে পারে না। অথচ, এ অসম্যক্ সফলতা প্রয়াসে তার ব্যক্ত সম্বেগমান (momentum) সে ফুরাইয়া ফেলে। মনে হয়, সে যেন 'নিঃশেষ' হইয়াই গেল। কিন্তু শক্তি 'অব্যয়া'। নিঃশেষপ্রায় ব্যক্তক্রিয়াটিকে তাই তার অব্যয় অব্যক্ত ভাণ্ডারে (reserve of potential-এ) 'মোড়' ফিরিতে হয়। তার 'মুখ' বা senseটিকে reverse করিতে হয়। এটি না হইলে বিশ্বে, ভিতরে বাইরে, সব কারবার বন্ধ হইয়া যাইত। অনুলোমা-বিলোমাকে এইভাবে বুঝিয়া লইবে। নাভি অরনেমি দুটিকেই পুনঃপুনঃ আপনাতে 'আত্মস্থ' না করিলে, তারা ক্ষীণ এবং বিশীর্ণ হইয়া যায়।

শুধু তাই নয়। নাভি কেন্দ্রে অবস্থিত রহিয়াও, আপন সত্তাশক্তিমণ্ডলে অরনেমি দুটিকেই বিধারণ-ভরণ করিয়া রাখা চাই। এই অন্বয়-আধারেই সব কিছুর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির চক্র অনুলোমে-বিলোমে (প্রসরৎ-সঙ্কুচৎ) চলিতেছে। যেমন, নাসায়

শ্বাসপ্রশ্বাস; হৃদয়ে আকুঞ্চন প্রসারণ। প্রবৃত্তির সাথে প্রত্যাবৃত্তি (reversibility) না থাকিলে কোন 'যন্ত্র'ই চলে না।

তবে মুস্কিলের কথা (সঙ্গে সঙ্গে মুস্কিল আসানের কথাও) এই যে—ক্রিয়ার সোজারূপের মত তার উল্টা রূপটাও বাধাদ্বারা অল্পবিস্তর বাধিত হয়। অর্থাৎ, যেমন শুদ্ধ সমগ্র ফলের দৃষ্টিতে কোন ক্রিয়ারই 'সম্যক্তা' নেই, তেমনি আবার তার অব্যয়নিধানে যোগে (প্রত্যাবৃত্তিতে) এবং ক্ষেমে (অবস্থানে)ও সেটি নেই। দেশকালাদিতে শ্রেণি-ধারাবাহিকতা ইত্যাকার যে সমস্ত স্থিতি এবং গতি পরিদৃষ্ট হয়, তারা সমন্তাৎ হইয়াও 'স্বযোনি' (their origin) অতিক্রম করে না বটে, (যেমন, বহির্বিশ্বে পরার্দ্ধ যোজন দূরের কোন নীহারিকা), তথাপি 'শুদ্ধসম্যক্তা' ধর্মটি কুত্রাপি কার্যতঃ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং, বিশ্বচক্রনেমির আবর্তনের অন্ত নেই; জীবসংসৃতিরও শেষ নেই। The Universe continues by its imperfection or limitation. সাধন এই সম্বেগ (drag) কাটাইবার নিমিত্তই। সর্বত্র যে Limiting Principle, সেটি মায়ার লক্ষণে আসে। জপে 'বিন্দুমভিতঃ' অনুলোমা-বিলোমাদ্বয়কে ক্রমে শুদ্ধি পূর্ণতায় আনার প্রয়াস হয়। বিন্দু বা নাভি থেকে প্রবৃত্তিতে 'প্রয়াস'; তাতেই নিবৃত্তিতে 'প্রপত্তি'। অনুলোমা প্রবৃত্তি-প্রয়াস মুখ্যা; বিলোমা নিবৃত্তি-প্রপত্তিমুখ্যা।

**২০॥ বিলোমা তু বামা॥**

বামা হইলে বৃত্তিকে বিলোমা বলিতে হইবে॥

বিলোমচ্ছন্দসা নাভিমুদ্দিশ্যাবর্ত্তনং পুনঃ।
লিঙ্গস্যালিঙ্গতা বামাঽযোনৌ যোনিসমর্পণম্॥
দক্ষিণাবৃত্তিমাশ্রিত্য লভ্যোমা যা সমা রমা।
বামাবৃত্ত্যা ভবেদম্বাঽমাঽ বাঙমনসগোচরা॥ ৯৮-৯৯

বিশ্বপ্রতীতিতে দুইটি পরস্পরানুপাতী ভাব লক্ষিত হয়—যোগ এবং ক্ষেম। একটি সব কিছুকে তার সমগ্রসত্তাশক্তি এবং আকৃতি মিলাইতেছে; অপরটি, এই

'যোগে' বিবিধপ্রকারের বাধাজন্য যা কিছু 'বিয়োগ' সেটি হইতে তাকে বাঁচাইতেছে। প্রথমটি, বস্তুমাত্রের জাতিধর্ম (its 'kind' function)। অপরটি, বস্তুমাত্রের লজ্জাধর্ম (its self-conserving function)। মহামায়া 'জাতিরূপেণ' এবং 'লজ্জারূপেণ' সর্বত্র 'সংস্থিতা'। 'সর্ব্বভূতেষু'। এ দুটি ধর্মের অনুপাতনিবন্ধন বিশ্বে, ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে, স্থিতিস্থাপকতা (consmic elasticity)।

সৃষ্টিধারাটি স্বচ্ছন্দে চলিতে ঐ অনুপাতটিও স্বচ্ছন্দে থাকা চাই। অর্থাৎ, পূর্বোক্ত অনুলোমা-বিলোমা নাভি সম্পর্কে সব কিছুর অরনেমিকে স্বচ্ছন্দ যোগক্ষেমে রাখা চাই। অনুলোমা সমস্ত কিছুকে তার জাতিধর্মের সমগ্রতায় লইবে; বিলোমা তার নাভিনিষ্ঠ অব্যয় সত্তাশক্তি তার জন্য 'মুক্ত' রাখিয়া তার ক্ষেম বজায় রাখিবে। বিলোমা ব্যতীত কুলকুণ্ডলীর জাগৃতি ঘটাবে কে?

এইজন্য বলা হইতেছে—বিলোমছন্দসা নাভিকে উদ্দেশকরতঃ সব কিছু পুনশ্চ 'আবর্ত্তন' করে। অর্থাৎ, অরবিস্তার পূর্বক যে নেমি (গতিস্থিতিলেখ) প্রসারিত হইতেছে, সেটি অরসঙ্কোচপূর্বক বামাগতিতে নাভিতে 'স্বধাশক্তি' দোহনের নিমিত্ত ফিরিতেছে। অনুলোমায় স্বাহা, বিলোমায় (মৌলিক অর্থে) স্বধা। ফলে, বস্তুমাত্রে যেটি 'লিঙ্গ' (determinate, specified, conditional), সেটি 'অলিঙ্গে' ('প্রধানে', 'মূলে'—indeterminate, unspecified, unconditional) ফিরিতেছে; না ফিরিলে তো তার স্বাভাবিক যোগক্ষেমই রক্ষিত হয় না। সাধনে তো এটি চাই-ই। পুনশ্চ, 'যোনি' (কারণ)-কে সে 'অযোনি'-তে First Cause, or Without Cause-এ 'সমর্পণ' করিতেছে। সব কিছু কারণ পরমকারণে লয় পাইব, এই ইচ্ছা যেন করিতেছে।

কেবল নৈসর্গিকে নয়, অধ্যাত্মসাধনেও এই বামাগতিটিকে ভালমতে বুঝিয়া লও। 'হংস' কেন হইবে 'সোঽহং'? তারা যদি ওঙ্কাররূপিণী হন তো, তিনি 'প্রত্যালীঢ়পদা' কেন? তারা, বিশেষতঃ বিলয়-ওঙ্কাররূপা। দক্ষিণাকালিকায়, বিশেষতঃ উদয়মুখ্যতা।

দক্ষিণায় উমা, রমা, সমা; বামায় অম্বা, অমা—যিনি অবাঙ্মনসগোচরা। এ রহস্যগুলি তলাইয়া বুঝিও। যেমন, গায়ত্রীজপে উদয়সেতুতে উমা; অনুলোমে চূড়ামণি যে 'বরেণ্যং', সে স্থলে রমা; অনুলোম-বিলোমের (দক্ষিণা-বামার) সন্ধিতে সমা; বিলোমে বা বামায় অম্বা, অম্বালা, অমা—এই ত্রিতয়কে বিশেষাধিকরণে ভাবনা

করিবে। সামান্যাধিকরণে এইরূপ অবচ্ছেদ নেই জানিবে। অর্থাৎ, উমা, রমা প্রভৃতি সামান্যতঃ সর্বস্থলেই বিদ্যমানা। বলা বাহুল্য, এরূপ সামান্যবিশেষাধিকরণ যদৃচ্ছাকল্পিত নয়। প্রতিটিতে তত্ত্বনিরূপিত উপযোগ রহিয়াছে।—Relevancy determined by Principle, যেমন, বামায় প্রথমে অম্বা কেন? উদয়ে যে ওঙ্কাররূপী নাদ, তিনি এইবার বিলোমে বিন্দুবিলয় রূপ লইবেন। 'অউম' এর উকার বলিল—'আমি আর মধ্যে থাকিয়া নাদকে অনুলোমে (বিতানে) লইব না; এইবার বিলোমে (নাভি বা কেন্দ্রীণাবৃত্তিতে) আমি শেষে যাইতেছি, এবং আমার সঙ্কোচরূপ যে বকার, সেই রূপ লইতেছি; অর্থাৎ, হইলাম—অম্ব (মায়ের সম্বোধন; এতক্ষণ 'আমি' হইয়াছিলে—ধীমহি; এইবার, আমি ছেড়ে ডাকো মাকে)। বেশ; কিন্তু এইখানেই কি সব চুপ! বিন্দুবাসিনীর আকর্ষণ এইখান থেকে; মা আমার ডাকে হাত বাড়ালেন যে! ঐ আ-কার। এতক্ষণ লোহার ছিল চুম্বকের পানে কৃচ্ছ্রযাত্রার পালা; এইবার সুরু হ'ল চুম্বকের লোহাকে টানার পালা। 'অম্বা'—এইভাবে অধিকারে আসিল। এর পর অম্বালা। শেষের 'লা'তে প্রণিধান দিও। বৈখরী বাক্ এবং সঙ্কল্পী মন এবং প্রাণের গৌণীবৃত্তি, এ তিনকেই লয়ে লইতে হইবে, অথবা যাইতে হইবে, ঐ অম্বালায়. 'লা'-তে নিজের সব কিছুকে লুটিয়ে মিলিয়ে দেবার শক্তি আছে। অন্তে, অমা। এখানে কেবল যে বিন্দুবিলয় এমন নয়, পরমবিলয়ও বিবক্ষিত। 'অবাঙ্মনসগোচরা' বুঝিয়া লইও, উভয়পক্ষেই।

খেচরী প্রভৃতি মুদ্রাসহায়ে ক্রিয়াযোগে, জ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' এবং ভাবে 'বিবর্ত্ত' ইত্যাদিতেও, বামার অনুসন্ধান করিও। 'সব উলট দেনা'—উল্টোকে না ওল্টালেতো সোজা হয় না।

শেষে, আর একটি কারিকা—

বামা চ দক্ষিণা বৃত্তী দৃশ্যেতে সর্ব্ববৃত্তিষু।
তয়োরুদ্‌বৃত্তমেতাসু সমীকরণমুচ্যতে॥ ১০০

এই কারিকায় সমীকরণমাত্রের লক্ষণ করা হইল। বিশ্বে যত না সমীকরণ হয়, সে সবই দক্ষিণা এবং বামাবৃত্তির মধ্যে যে উদ্‌বৃত্ত (Remainder), সেইটি বলিয়া দেয়।

বিশ্ব ব্যাপারে কুত্রাপি এতদ্‌বৃত্তিদ্বয়ের একান্ত সমতা নেই—অর্থাৎ, কোন functionই perfectly reversible নয়। জপাদি সাধন সমতার সাধন। কেননা, 'জের' যতক্ষণ 'ফের'-ও ততক্ষণ। জের মুছিয়া শূন্য করিতে পারিলেই 'জিরেন'।

ধর, প্রসিদ্ধ Heisenberg Equation. বামে *pq-qp* রহিয়াছে। *pq* বলিতে এক রকমের ক্রিয়া (matrics function), *qp* বলিতে তার বিলোম (reverse)। সাধারণ বীজগণিতে একটা থেকে অপরটা বিয়োগ করিলে তো শূন্য হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণ বীজগণিতে সংখ্যার হিসাব; এখানে ক্রিয়ার (function-এর)। ক্রিয়া বলিতে তার 'sense'ও ধরিতে হয়, অর্থাৎ, কোন্ দিকে, কিভাবে? শুধু সংখ্যা, পরিমাণ দেখিলেই হয় না। যেমন, জপ এক ক্রিয়া। প্রত্যেকবার আবৃত্তিতে ঐ (*pq-qp*) 'জের' (বাক্-প্রাণ-মনের বৃত্তির) রহিয়াই যাইতেছে। কাজেই, আবৃত্তির বিরাম নেই। বিরাম-উপরম-উপশম সমতাসাধনের কাষ্ঠায় (পূর্ণ-শূন্যাবস্থানে এবং-তদতীতে) হইবে।

২১ ॥ দক্ষিণাদক্ষিণত্বেঽনপায়ঃ ॥

পূর্বোক্ত দক্ষিণা দক্ষিণ (অনুলোমা অনুকুল) হইলে অনপায়॥

'অনপায়' শব্দটিকে কাষ্ঠা এবং কাষ্ঠাভিমুখে গতি, এই উভয় অর্থে লওয়া যায়। এ স্থলে দ্বিতীয়টি বিশেষভাবে বিচার্য। অর্থাৎ, ধাম বা লক্ষ্যাভিমুখে এমন গতি (অভ্যুদয়), যাতে বাধানিমিত্ত চ্যুতি বা স্খলনের সম্ভাবনা শূন্য হইতে চলে—uninterrupted progression. অর্থাৎ, গতির যে বর্ত্মে চলিয়া ঠিক লক্ষ্যে যাইব, তা থেকে স্খলন (অপায়) নেই। ইহা গতিশুদ্ধি বা শুদ্ধগতি। স্থিতিশুদ্ধি বা অনপায়ধাম এর সাথে ভাবিয়া লইও।

মর্য্যাদাভিবিধী প্রাপ্য বৃত্তিরাবৃত্তিরিষ্যতে।
সমারাকানুলোম্যেন দক্ষিণা সা নিরূপিতা॥
দাক্ষিণ্যং যদ্ দক্ষিণায়াঃ স্বচ্ছন্দবাহিতাভবম্।
নৈরন্তর্য্যেণ তস্মাচ্চানপায়োঽভ্যুদয়ো মতঃ॥ ১০১-১০২

মর্যাদা এবং অভিবিধি—এই দুটি ('আ'র অর্থ) পাইয়া বৃত্তি হইতে চায়

আবৃত্তি। অর্থাৎ, চক্রের আকৃতিতে, নেমি এবং অর—এই দুটিকে পাইয়া। যে বৃত্তি স্থিতি অথবা গতিমাত্র ছিল, তাহা নাভি-অর-নেমি আকৃতি লাভ করতঃ হয় আবৃত্তি। এই আবৃত্তি যদ্যপি পূর্বোক্ত সমা এবং রাকার আনুলোম্যে ঘটে, তবে সেটি দক্ষিণা বলিয়া নিরূপিতা।

এখন, দক্ষিণাবৃত্তির (আনুলোম্য) অথবা স্বচ্ছন্দবাহিতাজন্য যে দাক্ষিণ্য, তাতে যদি নৈরন্তর্য (uninterrupted continuity) ধর্মটি থাকে, তবে তাকে বলে অভ্যুদয়। এই অভ্যুদয় লক্ষ্য অভিমুখে যে গতি, তার (১) স্বচ্ছন্দবহা, (২) নিরন্তরা, (৩) সমাসন্ধিনী, (৪) অনপেতা আকৃতি। জপাদি সর্ববিধ সাধনে দক্ষিণাদাক্ষিণ্য, সুতরাং যথার্থ অভ্যুদয় ঘটিতেছে কিনা, তাহা ঐ চারিটি ধর্মের সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাব, ন্যূনতাতিরেক দ্বারা ঠিক করিয়া লইবে। অভীষ্টলক্ষ্যে যে কোন উপযোগিনী ক্রিয়ার সাধন হইল এই প্রকার অভ্যুদয় সাধন। যাহা দ্বারা অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স অধিগত হয়, তাকে ধর্ম বলা হয়। ক্রিয়া (ভাবজ্ঞানসহ ব্যাপক অর্থে) মাত্রের আপন 'স্বধর্ম্ম' আছে। তার সেই স্বধর্মে অনপায় গতিস্থিতিতে অভ্যুদয়। 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' পরধর্ম পরিহারে সঙ্করশুদ্ধি; স্বধর্ম প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধিপরিসীমায় শঙ্কর।

**২২।। দক্ষিণাবামত্বেঽপায়ঃ ।।**

দক্ষিণা 'বাম' হইলে অপায় বা চ্যুতি॥

'বাম' মানে পূর্বোক্ত 'বামা' নয়। কোন desired movement যদি retarded and reversed by cross or contrary current হয়তো তার বামত্ব (contra-indicatedness), এবং তজ্জন্য অপায় ঘটে।

অদাক্ষিণ্যং হি বামত্বং সন্ধির্বিগৃহ্যতে যতঃ।
ব্যাহতা দক্ষিণাধারা প্রতিপক্ষেণ কেনচিৎ॥
ব্যাজবিঘ্নাবন্তরায়োপদ্রবাবিতি বামতঃ।
দক্ষিণায়া হি জায়েরন্ যেঽপ্যপায়াশ্চতুর্বিধাঃ॥
দৈশিকং কালিকং রিষ্টং বাস্তবং ছান্দসং তথা।
স্কন্দৈকদন্তশর্ব্বাণী-শ্রীপতিভির্নিবার্য্যতে॥ ১০৩-১০৫

অদাক্ষিণ্যকে বামত্ব বুঝিতে হইবে এস্থলে। এতে কি ঘটে? সৃষ্টিধারায় অথবা সাধনজীবনে যে স্থলে 'সন্ধি' (alliance, congruence) রহিয়াছে অথবা থাকা উচিত, সে স্থলে 'বিগ্রহ' (বিরুদ্ধ বা বিপরীতভাবে গ্রহণ) দেখা দেয়। এ বিগ্রহের রূপটি কি? যে দক্ষিণা বা অনুকূলা ধারা অন্তর্বহির্বিশ্বে চলিতেছে বা চলিতে চায়, সে ধারা কোনপ্রকার প্রতিপক্ষ (cross or contrary current) দ্বারা ব্যাহতা হয়। সুতরাং, দক্ষিণা বা অনুলোমা ধারা আর শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণ থাকে না; সঙ্কর উপস্থিত হয়। ব্যাজবিঘ্ন রূপ যে অন্তরায়, সেটি বামতাবশতঃ 'উপদ্রব' আকার ধারণ করে। 'অন্তরায়' বলিতে যেটি 'অন্তরা' বা মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অবাধ গতিকে বাধা দেয়। An obstruction in the path. 'উপদ্রব' বলিতে যেটি কেবল পথে 'পড়িয়া থাকিয়া' বাধা দেয় না, পরন্তু যেটি বলাৎ পথ হইতে ভ্রষ্ট করে (a major distraction)। 'উপসর্গ' বলিতে—শুধু যে বলাৎ অন্যত্র নীত হয় এমন নয়, পরন্তু অন্য আর একটা হইয়াই পড়ে (সর্গ)। এখন, অন্তরায়-রূপ ব্যাজ-বিঘ্ন (বৈরূপ্য-বৈগুণ্য) সৃষ্টিতে গতিমাত্রেই অল্পবিস্তর থাকে। প্রাকৃতসৃষ্টিতে (বিশেষ, বিষমপর্বে—in the Third Emergence) শুদ্ধ, ঋজু, সমগ্র ব্যাজবিঘ্নে কথঞ্চিৎ 'কবলিত' হইলেও, তার মাত্রা এবং মুখ সম্বন্ধে অবহিত রহিতে হয়—বৈরূপ্যাদি কতটা, এবং তার 'মুখ' (sense of acceleration) কোন দিকে, সঙ্কর, না শঙ্কর? যেটি বিরূপ-বিগুণ হইয়াছে, সেটি কি স্বভাব স্বরূপে (শুদ্ধিতে) ফেরার দিকে মুখ নিয়াছে, অথবা নেয় নেই? 'রোগ' কি সারার দিকে, না বাড়ার দিকে? এইভাবে, দোষের মাত্রা এবং মুখ, দুদিকেই নজর রাখিতে হয়। জপাদি সাধনে এর অন্যথা নয়।

যদি দেখ যে, দোষের মাত্রা এবং মুখ এতটাই বেশী (pronounced) যে, সেটাকে আর সাধারণ অন্তরায় বলা চলে না, উপদ্রব অথবা উপসর্গ বলিতে হয়, তবে বুঝিলে—দক্ষিণার অদাক্ষিণ্যে এইবার জীবন-সাধনাদি 'অপায়ে' (frustration-এ) যাবার আশঙ্কা আছে। তখন আর কালবিলম্ব নয়, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। রোগের বাড়, রিপুর বাড় যেমন বরদাস্ত করতে নেই, তেমনি আবার এদের শেষও রাখতে নেই।

অপায় চতুর্বিধ—রূপাপায়, গুণাপায়, মানাপায়, সম্বন্ধাপায়। এদের কথা পরের সূত্রে হইতেছে। প্রাকৃতিক অপায় স্থলে (unfulfilled or frustrated natural happenings)। এবং জপাদি সাধনেও এই চারি প্রকারের অপায় (infructuousness) নিবারণ করিতে হয়। যেমন, বেজায় গুমোট গরম চলিতেছে। মৌসুমী বর্ষণ হইতে গিয়াও হইতেছে না। (ক) মৌসুমী বৃষ্টির নিমিত্ত যে 'আকৃতি'র মেঘ সঞ্চার হওয়া আবশ্যক, সেটি হইতেছে না; (খ) বর্ষণ নিমিত্ত যে সব 'গুণ' থাকা আবশ্যক, সেগুলির যোগ (combination) ঘটিতেছে না; (গ) যে 'মানে' (মাত্রাদিতে) থাকা আবশ্যক, সে মানটি হইতেছে না; (ঘ) বায়ুর গতি, পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থানবিশেষ ইত্যাদির সঙ্গে যে সম্বন্ধে থাকা আবশ্যক, সে সম্বন্ধ মিলিতেছে না। এটি সাধারণ বিশ্লেষণ। তলাইয়া দেখিলে, ঐ বিষমতাটিকে এক সামান্যলক্ষণে আনা যায়—প্রকৃতিতে অগ্নীষোমীয় অনুপাত বৈষম্য। এবম্বিধ অনুপাত বৈষম্যের নৈসর্গিক হেতু সাধারণ-অসাধারণ দুই প্রকারের আছে। অসাধারণ—'Solar spots' সমূহের মাত্রা, Cosmic Rays-এর মাত্রা ইত্যাদিও অসাধারণ। মনুষ্যকৃত মহোপসর্গ হেতু—H. Bomb ইত্যাদির বিস্ফোরণ যেমন। অরণ্যধ্বংস, বিরাট্ বিরাট্ Power Plant প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদিও বটে। এসবের ফলে, নৈসর্গিক অগ্নীষোমীয় ছন্দের ব্যতিক্রম ঘটে। ব্যতিক্রম যে কারণেই ঘটুক, তার নিবারণের জন্য পূর্বে সমর্থভাবে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান তার 'আপন পাপের' প্রায়শ্চিত্তের কথা যে না ভাবিতেছে এমন নয়; তবে, কার্যতঃ 'পাপের ভার' দ্রুতগতিতে বাড়ার দিকেই। ধরিত্রী রসাতলে মজ্জমানা হবার উপক্রম। এ সঙ্কটে বিশেষতঃ বারাহীশক্তির জাগৃতির প্রয়োজন আসিয়াছে। এঁর প্রসাদে আণবিক তাপাদি শক্তির প্রাণিক এবং 'আত্মিক' শক্তিরূপে উদ্বর্তন (levelling up) সাধিত হইয়া থাকে।

ধর, কোন প্রকারের রেডিও-এক্টিভ্ এটম। এর কেন্দ্রে (nucleus-এ) কেবল 'জড়' শক্তি নয়, প্রাণ এবং চৈতন্য শক্তিরও মহাভাণ্ডার নিহিত আছে। প্রকৃতির ব্যাপার ছন্দে (in natural economy) যেভাবে যে পরিমাণে ঐ মজুদী শক্তির (হ্) বিকিরণ হয়, তাতে, সৃষ্টির স্থিতি এবং পুষ্টির নিমিত্ত যে অগ্নীষোমীয় স্বচ্ছন্দ অনুপাতটি আবশ্যক হয়, সেটি মোটামুটি রক্ষিতই হয়। অর্থাৎ, 'হ্সৌ' আকৃতি দক্ষিণাদাক্ষিণ্যের দিকেই থাকে, বামত্বে সহসা যায় না। বৃহদ্বিশ্বে Cosmic Rays ইত্যাদিতেও দাক্ষিণ্য বজায় রহিয়াছে। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে যে সব ionosphere-এর স্তর বিদ্যমান, তারা আমাদের 'radio roof' অথবা screen-এর মতন রহিয়া আন্তর

এবং বাহ্য রেডিএশনস্ সৃষ্টিক্ষেমকল্পেই রক্ষা করিতেছে। কিন্তু ভয়হিংসা ইত্যাদি প্রচোদিত হইয়া আমাদের বুদ্ধি যদি আণবিক স্বচ্ছন্দ (দক্ষিণ) হ্সৌ আকৃতিটি ভাঙ্গিয়া ফেলে (by fission or fusion), তবে, তার ফলে, হকারে নিহিত যে মহাপ্রাণ, সেটি ক্ষুব্ধ উপদ্রুত, বিপ্লুত হইয়া ওঠে।

হ্সৌ আকৃতিতে জড়াণুর মধ্যে যে প্রাণশক্তি সুপ্ত এবং অব্যক্ত, সেটি জাগ্রৎ এবং ব্যক্ত হইলে তার আকৃতি হয় 'হংসঃ'। এতে বিন্দু থেকে সোম (অনুস্বাররূপে) নিঃসৃত হইয়া আণব-অগ্নিকে যেন বলেন—'তুমি শুধু বাহিরে তাপাদিরূপে নিজেকে ছড়াইবে কেন? তোমার বাহ্যতাপ এইবার আন্তরযাগে পরিকল্পিত হৌক্; তাতে আমি সোমসুৎ হইব; জড়ধর্মকে প্রাণের ধর্মে তুলিয়া লইব।' অগ্নি বলেন—'বেশ, তাহাই হৌক্। তবে আমাকে অগ্রে—অগ্নীষোমযুগ্মের প্রথমে ঠাঁই দাও। আমিই সবাইকার মুখ। আমি হই অন্নাদ, তুমি হও অন্ন।' সোম বলেন—'তথাস্তু।' ফলে— 'অহংসঃ'। সোম আবারও বলেন—"বিন্দুমুখীন, অন্তর্মুখ (subjective) হইলে, এখন আর বাহিরে আপনাকে কত ছুড়িয়া ফেলিবে? 'সঃ' কে একটু সম্বরণ কর, নিজের দিকে অভিনিবেশ দাও।" ফলে, অহংসংবিৎ—consciousness of self-এটি অহং আকৃতি। এর বামাবৃত্তিতে (বামত্বে নয়) রসায়নে হয়— 'সোঽহং' (আত্মসংবিৎ)। 'সঃ' কে সম্বরণ করিয়াছিলে, নয়? আবার সে আসিল কোথা থেকে? অহং এবং সঃ—আমি এবং সে—এ দুয়েরি আধার-অধিষ্ঠান না মিলিলে আত্মা মেলে না। আত্মাই অগ্নীষোমীয় একান্ত সমতার স্থল।

জপের সাধন এই সমতার সাধন। জপে ঐ চারি রকমের অপায়াশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত অবহিত থাকিতে হইবে। অর্থাৎ জপস্থলে আকৃতি (ধ্বন্যাকৃতি এবং রূপাকৃতি), গুণ, মান এবং সম্বন্ধ—এ চারিটি সম্পর্কেই দাক্ষিণ্য রাখিতে হইবে; বামত্বে যাইলে হইবে না। জপের সংখ্যাদি পরিমাণ (quantity) মুখ্যতঃ লক্ষ্য নয়, জপের গুণ (quality) সবিশেষ লক্ষ্য। যে জপে গুণবত্তা আছে, তার স্বল্পেও ভূয়সী ঋদ্ধি-সিদ্ধি। গুণ বলিলে বাক্, মন এবং প্রাণ, এ তিনেরি উৎকর্ষ-প্রকর্ষ বুঝিতে হইবে।

এইবার, রূপাপায় (deformity) কে বিশেষতঃ দৈশিক, মানাপায়কে কালিক, গুণাপায়কে বাস্তব এবং সম্বন্ধাপায়কে ছান্দস, এই সব পূর্বালোচিত পর্বে যদি লও, তবে কারিকার শেষ শ্লোকে বলা হইতেছে যে—এই চতুর্বিধ ব্যত্যয়বারণকল্পে

যথাক্রমে স্কন্দ, একদন্ত, শর্বাণী এবং শ্রীপতি—এই দৈবচতুষ্টয় মন্ত্রাদিরূপে সমাশ্রয় কর। অর্থাৎ স্কন্দাদি দৈবচতুষ্টয় আমাদের নিমিত্ত দেশদাক্ষিণ্যাদি বিধানপূর্বক সর্বতঃকুশল হউন। বিশেষ স্থলে বিশেষ উপযোগ ভাবিয়া দেখিবে। কলা, নাদ, বিন্দু, সেতু-সন্ধি—এই চারিটিকে দৈশিকাদি এবং স্কন্দাদি চতুষ্টয়ের সঙ্গে অন্বিত করিয়া দেখিবে। তা হইলে, স্কন্দ তোমায় কলাকুশল, একদন্ত নাদকুশল, শর্বাণী (বিন্দুবাসিনী) বিন্দুকুশল, এবং শ্রীপতি সন্ধিকুশল করুন। এই চারিটির সঙ্গে যথাক্রমে হ্রীঁ ঐঁ ক্রীঁ শ্রীঁ—এই বীজচতুষ্টয়কেও ভাবনা করিবে। Space, Time, Power, Correlation—সৃষ্টির এই চারিটি মূল ‘co-ordinates’.

## ২৩॥ তত্রোদারবিচ্ছিন্নতনুতাদিপ্রসঙ্গঃ॥

দক্ষিণার অদাক্ষিণ্যবশতঃ ‘অপায়’ সম্ভাবিত হইলে, লক্ষ্য করিতে হইবে—দক্ষিণা বা অনুকূলা (অনুলোমা) বৃত্তিটি কি তথাপি উদার, অথবা বিচ্ছিন্ন, অথবা তনু, অথবা অবলুপ্ত-বিলুপ্তাদি হইল?

অপায়স্থলে (লক্ষ্যে গতিস্থিতির অসম্ভাবনায়), অনুকূলা বা অনুলোমা বৃত্তি অথবা ক্রিয়া ঠিক কি অবস্থায় রহিয়াছে, সেটি সবিশেষ না জানিলে প্রতিবিধান সম্ভবপর নয়। যেমন, দেহের অসুস্থতায় (রোগে), ঠিক জানা আবশ্যক দেহের স্বাভাবিক রোগরক্ষণী শক্তি (পূর্বোক্ত দক্ষিণা) কতটা কিভাবে দাক্ষিণ্যে বজায় আছে অথবা নেই। ইহাই নিদান। ভেষজের কাজ হইল—ঐ দক্ষিণাকে সমীক্ষা-পরীক্ষা করতঃ তার দাক্ষিণ্য স্বাচ্ছন্দ্যে আনয়ন করা। চিকিৎসা হইল সুষ্ঠুভাবে দক্ষিণার সমীক্ষাপরীক্ষাপুরঃসর দাক্ষিণ্যযোগক্ষেমনিমিত্ত অন্বীক্ষা। দেহে স্বাভাবিক ‘হংসঃ’ (শ্বাস, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি ক্রিয়া যার ‘লিঙ্গ’) বিবেচনপূর্বক এই অন্বীক্ষা (অভীষ্টানুকূল বুদ্ধিযোগ) সাধন করিতে হয়। কেবল শারীর ব্যাধি নয়, মানস আধি সম্বন্ধেও নিদানাদি এইভাবেই করিতে হয়।

ধর, রোগে কোন বৈদ্য আসিয়া নাড়ী দেখিতেছেন। যদি নাড়ীর গতিস্থিতি ‘উদার’ থাকে তো রোগ সহজ, ‘বিচ্ছিন্ন’ হইলে চিন্তার কারণ আছে। অবহিত হইয়া বিচ্ছেদের সময়, মাত্রাদি পরীক্ষা করিতে হয়। ‘তনু’ বা ক্ষীণ হইলে প্রাণ বা ওজঃশক্তির দুর্বলতা। অবলুপ্তাদি স্থলে সঙ্কট।

মানসিক শুভাশুভ সংস্কার-সম্বেগাদি স্থলেও ঐ ঐ অবস্থাগুলি প্রণিধানযোগ্য। প্রণিধানব্যতীত প্রতিবিধান হয় না। জপাদি সাধনে, ধর নাদ। সমগ্র জপে নাদ কি উদার, অথবা বিচ্ছিন্ন, অথবা তনু, বিলুপ্ত? নদীর স্রোতের বিপরীতে নৌকা 'গুণে' চলিতেছে। নদী চওড়া নয়; মাস্তুলে গুণ বাঁধিয়া দুপাড়ে দুজন টানিতেছে। নৌকা চলিতেছে এদিকেও না, ওদিকেও না, মাঝামাঝি (parallelogram of acceleration)। এস্থলে নৌকার গতি প্রতিকূলতাসত্ত্বেও উদার। শূন্যে একটা রকেট্ ছুড়িলে। রকেট্ শূন্যে কিছুদূর উঠিয়া প্যারাবোলা 'আঁকিয়া' আবার ভূতলে পড়িল। এখানেও গতি উদার।

উদারস্থলে দাক্ষিণ্য অথবা গতিস্থিতির আনুকূল্য অবাধ এবং ঋজু না থাকিলেও, ঋতানুগ এবং ছন্দানুগ হবার দিকেই থাকে। যেটি বাধক ও 'বাম', সেটি উদার এবং 'সাম' (সহজে সমতায় আনা যায় যাকে) হইলে, সাধক হইতে পারে।

প্রতিপক্ষেণ বামত্বে দক্ষিণায়াং সমর্পিতে।
আকৃতিগুণসম্বন্ধ-সংখ্যানাং (মানানাং) হি বিপর্য্যয়াৎ।
অপায়স্য প্রকারাঃ স্যুর্গুণসম্বন্ধাদিভেদতঃ॥
রূপাপায়গুণাপায়ৌ মানসম্বন্ধভাবিনৌ।
চেতি চত্বার ঈক্ষ্যন্ত উদারাদিবিশেষণৈঃ॥ ১০৬-১০৭

দক্ষিণা (অনুলোমা, অনুকূলা) কোন বৃত্তি (গতি বা স্থিতি) চলিয়াছে। কোন প্রতিপক্ষ (পক্ষ বা সপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী) কিছু উপস্থিত হইয়া দক্ষিণাতে বামত্ব (untowardness) ঘটাইল। পূর্বসূত্রব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে—ঐ বামত্ব আকৃতি (রূপ), গুণ, সংখ্যা (মান) এবং সম্বন্ধ, এই চারিটির বিপর্যয়লক্ষণ। (যেমন, বিরাট্ বিশ্বে কোন জ্যোতিষ্কের নির্দিষ্ট গতি বিপর্যয়, অথবা আণববিশ্বে কোন ইলেক্‌ট্রণের।) এর ফলে, নির্দিষ্ট অথবা অভীষ্টগতিস্থিতির যে 'অপায়' ঘটে (deviation ইত্যাদি ঋতগতিস্থিতির ব্যতিক্রম), সে অপায় রূপাদি ভেদে চতুর্বিধ। এর মধ্যে, গুণ-মান-সম্বন্ধের তাদৃশ বিপর্যয় না হইয়া যদি রূপ বা আকৃতি (form) গত বিপর্যয় হয়, তবে অনুমান করিবে যে—ঐ বিপর্যয়টি এখনও

উদারকোটিতে রহিয়াছে। এটি 'সাধ্য' বিপর্যয়; 'সাধক'ও হইতে পারে। কোন বস্তু অথবা বৃত্তি যদি তার রূপটা বদ্‌লায়, কিন্তু গুণে মানে সম্বন্ধে ঠিক থাকে, তবে তাতে তাদৃশ অনর্থাপত্তি নেই, বরং তাতে ইষ্টাপত্তিও হইতে পারে। ভাল মিষ্টান্ন রকমারি ছাঁচে রকমারি হোক্, তাতে দেখিতে ভালই হয়। কিন্তু গুণেমানে আস্বাদে জিনিষটা ভাল তো? প্রাণীর জীবকোষে chromosome গুলিতে 'gene' নামক যে আণবজীবমূলটি আছে, তাতে কোন উপায়ে পরিবর্তন (mutation) ঘটিল। এখন, এ পরিবর্তনে কি কেবল কৌলাকৃতিই বদ্‌লাইবে, না, কৌলগুণমানাদিও? বর্তমানে H. Bomb ইত্যাদির পরীক্ষাবিস্ফোরণে যে সব তৈজসপ্রক্ষেপ (radioactive fall-out) হইতেছে, তারা স্থূলভাবে প্রাণিমণ্ডলে কিছু না কিছু বিপর্যয় ঘটাইতেছে; অন্নাদির 'বাহনে' ঐ প্রাণাণুসমূহকেও কতটা বিপর্যস্ত করিতেছে বা ভবিষ্যতে করিবে, এবং করিলে, সে বিপর্যয়ের গতি কতদূর অবধি—শুধু চেহারা, না, গুণ-মান-সম্বন্ধও—ইহা সবিশেষ ভাবনার বিষয়। ধর, মানুষ। বিভিন্ন চেহারার মানুষ তো আছেই। ভবিষ্যতে যদি চেহারার আরও রকমারি হয়তো তাতে চিন্তার তত কারণ নেই (যদি অবশ্য বানরগোষ্ঠীতে ফেরার, reversion ঝোঁকটা না দেখা যায়!) কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ, সামাজিক-নৈতিক-আধ্যাত্মিক মান, এবং আপন সত্তা, জীব এবং জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ—এইগুলি যদি অবাঞ্ছনীয়রূপে বদ্‌লাইয়া যায়, তবে মহান্ অনর্থ। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সব 'অবনত' মানুষগোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায়, তাদের অবনতি কেন, কিসে ঘটিয়াছে, তাও ভাবিয়া দেখিতে হয় এইপ্রসঙ্গে।

গুণগত অপায়ে দক্ষিণার দাক্ষিণ্য 'বিচ্ছিন্ন' হয়; মানগতে 'তনু' বা ক্ষীণ হয়; এবং মূল সম্বন্ধ বা ছন্দের অপায়ে অবলুপ্তাদি হয়।

জপে বা সাধনে এই চতুর্বিধ অপায় সম্বন্ধে সতর্ক রহিতে হইবে। রূপ বা আকৃতির অপায়স্থলে বিশেষতঃ কলাকুশল হইবে; মানে-গুণে নাদবিন্দুকুশল; এবং সম্বন্ধে সন্ধিরূপা যে অর্দ্ধমাত্রা, তাতে কুশল হইবে।

**২৪॥ বামাদক্ষিণত্বে নিসর্গঃ॥**

পূর্বলক্ষণ নিরূপিত বামার দক্ষিণত্ব বা দাক্ষিণ্যে যাহা হয় তাকে বলে নিসর্গ॥

এই সূত্রে 'নিসর্গ' শব্দটি শুধু অভিধানিক দৃষ্টিতে দেখিলে হইবে না। 'নি' (নিতরাং নিশ্চয়েন বা) আধীয়তে সর্গঃ অস্মিন্—সর্বতোভাবে অথবা নিশ্চিতরূপে সৃষ্টি যাতে আহিত হয়, তাই নিসর্গ—the Basic Background of all creation. পাশ্চাত্য দর্শনের *Natura Naturata* এবং *Natura Naturans* এতৎ প্রসঙ্গে তুলনীয়। গীতায় প্রসিদ্ধ 'নিধানং বীজমব্যয়ম্'—এতে 'নিধানং' বলিতে ঠিক কি বুঝিব? ওর আগে আছে 'স্থানং'। এটিই বা কি? সেই 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' মহাব্যাহৃতিত্রয়ের (the "three grand categories") কথা স্মরণ কর। 'এই' (ব্যক্ত) 'সেই' (অব্যক্ত), আর 'না-এই না-সেই'। সমস্ত কিছু 'কার্য্য' বা ফলরূপে এই দেখ আমাতেই রহিয়াছে—'স্থানং' বলাতে এটি আসিল। যেমন, প্রকারান্তরে, অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনে। 'বীজমব্যয়ং' বলাতে সেই পরমকারণে সমস্ত কিছু অব্যাকৃতরূপে রহিয়াছে। আর, 'নিধানং' বলাতে কার্যসমষ্টি থেকে পরমকারণে এবং পরমকারণ থেকে কার্যসমষ্টিতে গতিসন্ধিটিও বলা হইল। যেমন ধর, আমার ব্যাঙ্কের তহবিল আর ঘরের তহবিল। ব্যাঙ্ক থেকে ঘরে আসিতেছে, আবার ঘর থেকে ব্যাঙ্কে যাইতেছে। মাঝে লেন-দেনের একটা বন্দোবস্তও আছে।

এখন, 'নিসর্গ' বলিতে মাঝের এই ব্যবস্থাটাই বোঝায় বটে, তবু 'মুখটা' মূল বা বীজমব্যয়ের পানে। 'সবই আসিতেছে যেখান হইতে, সেখানেই সব জমা হইতেছে'—কাজেই বীজকে, বিন্দুকে খোঁজ। ইহাই নিসর্গবার্তা।

সুতরাং নিসর্গে বিন্দু বা বীজমুখীনতা থাকে। সব কিছু বলে—'দেখ, ঐ বীজে, ঐ বিন্দুতেই আমরা নিহিত রহিয়াছি'। জপে বিন্দুবিলয়ে এই নিসর্গবৃত্তিটি সাধন করিতে হয়। বর্ণমালায় অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু, অনুনাসিক সামান্যতঃ উক্ত নিসর্গবৃত্তির সাধক। ইহাও লক্ষ্য কর যে, নিসর্গবৃত্তির মাঝে সর্গটি না থাকিলেই নিবৃত্তি। নিসর্গবৃত্তি বিলয়সেতুসন্ধি-সন্ধিনী। সর্গ দ্বিবিধঃ—স্থূল বা ব্যক্তবর্গ; সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত বর্গ—kinetic and potential (static)। প্রথমটি স্থগিত হইলে সাপেক্ষনিবৃত্তি, উভয়ের অভাবে নিরপেক্ষনিবৃত্তি।

বিলোমা যা ভবেদ্বামা দক্ষিণা সা সমন্বয়াৎ।
নিসর্গমূলবিন্দুত্বং সংগচ্ছমানবৃত্তিতা॥

অমাত্রশ্চাতিমাত্রশ্চাধিমাত্রশ্চার্ধমাত্রকঃ।
সমাত্রশ্চেতি তত্রাপি জানীত সর্গপঞ্চকম্।
যুক্তিখ্যাতী বিধাসংখ্যে সত্তেতি বর্গপঞ্চকম্॥ ১০৮-১০৯

পূর্বে যে বিলোমার বামাসংজ্ঞা করা হইয়াছে, সে বামার দক্ষিণতা (দাক্ষিণ্য) হয় কিসে তা বলা হইতেছে। অবশ্য এ স্থলে 'দক্ষিণা' হওয়া মানে এ নয় যে, বামা (বিলোমা) আর সেরূপ রহিল না, 'মুখ' ফিরাইয়া লইল। বামার দক্ষিণা হবার মানে এস্থলে এই যে, বামা তদ্রূপেই (বিলোমাই) রহিল কিন্তু তার তদ্রূপ গতিতে এবং ছন্দে অনুকূলতা আসিল। বামার গতি এবং ছন্দে সঙ্গাতি এবং সমন্বয় এই দুটি গুণ বিশেষ ভাবে বর্তিল। এ দুটির মধ্যে 'সঙ্গাতি' বিশেষতঃ গতির অনুকূলতা, আর 'সমন্বয়' বিশেষতঃ ছন্দের অনুকূলতা নির্দেশ করে। গতিচ্ছন্দের এই যে দাক্ষিণ্য বা অনুকূলতা, সেটি কার উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে? 'নিসর্গ-মূলবিন্দুত্বং সংগচ্ছমানবৃত্তিতা' —নিসর্গের যে মূলবিন্দু বা বীজ, সেটি উদ্দেশকরতঃ যদি কোন বিলোমাবৃত্তি (যেমন, জপে বিলয়ে) সঙ্গাতিতে এবং সমন্বয়ে চলে, তবেই সে স্থলে, বামার দাক্ষিণ্য হইল বুঝিবে। অর্থাৎ, এরূপ স্থলেই নিসর্গ গীতোক্ত ঐ 'নিধানং' আকৃতিটি পায়। দক্ষিণা অথবা বামা উভয়স্থলেই সমর্থগতিকে যদি বল 'তন্ত্র', তবে তাতে সঙ্গাতি দেখায় তার যথার্থরূপটি ('যন্ত্র' বা correct pattern), আর, সমন্বয় দেখায় তার ঠিক ছন্দটি ('মন্ত্র' বা correct principle)।

ধর, 'ওঁ শিবায় নমঃ' মন্ত্র জপিতেছ। শেষের পদে (নমঃ) বিলোমা বামাগতিতে যদি বিন্দুলয়ই তোমার অভীষ্ট হয় তো শেষের ঐ বিসর্গটিকে ধ্বনিপ্রক্ষেপের মত উচ্চারণ করিলে চলিবে না (as an abrupt 'throw' of sound); 'নমহ্' এইভাবে ধ্বনি না নাদকে বিন্দুলয়ের অভিমুখে সূক্ষ্মতায় (সমন্বয়ে ও সঙ্গাতিতে) 'গড়াইয়া' লইতে হইবে। সঙ্গীতের আলাপনে বাদ্যের লয়ে—এই phonetic congruence—ধ্বনিগত সমন্বয় ও সংগচ্ছমানবৃত্তিতা বিশেষ করিয়া সাধিতে হয়। ধর, কোন রাগে চৌতালে গাহিতেছ 'শম্ভুশিব' ইত্যাদি। তালের 'সমে' আসিয়া 'শম্' করিয়া ছাড়িয়া দিলে; কিন্তু সেটি বলাৎ ধ্বনিপ্রক্ষেপ নয়; তালের 'ধা' বা 'ধুম্' এর সাথে যে 'শম্', তার স্বচ্ছন্দ লয়টি দেখানই উদ্দেশ্য। জপে যেমন বিন্দুবিলয়ে আসিয়া একটু

লয়বিরাম পাইতে হয়, মার্গসঙ্গীতেও তদ্রূপ। সঙ্গীতে গীতবাদ্যের কলাকলাপ নাদে সমাহারপূর্বক, সে নাদকে আবার বিন্দুতে 'শয়ান' দেখাইতে হয়। এটি হইলেই তবে 'সমে' ছাড়া হবে প্রকৃত 'শম্' (কল্যাণ)। এর প্রসাদে শিবশক্তি সামরস্যের রসভুক হইবে তুমি। স্থূলে গীতকে (স্বর) বল শিব, আর, তালমাত্রাকে (স্বন বা বোল্) বল শক্তি। শুদ্ধ আলাপনে শিবশক্তি অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে মিলিতবপুঃ রহেন; গানে বাজনায় তাঁরা যেন 'আলাদা' হন; লয়ে পুনশ্চ মিলিত হন।

অতঃপর কারিকায় সর্গপঞ্চক এবং বর্গপঞ্চক কথিত হইতেছে। অমাত্র, অতিমাত্র, অধিমাত্র, অর্দ্ধমাত্র, সমাত্র—এই পাঁচপ্রকারের সর্গঃ যাহা হইতে অথবা যাতে সৃষ্টি হইয়াছে; অথবা যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, এই দুই রকমে কথাটা নাও। দুই অর্থের সর্গের (মহান্ এবং অণু দুইরূপেই) একটা 'অমাত্র' (unmeasured) রূপ আছে। ব্রহ্ম বা আত্মাকে যেভাবে অমাত্র বলা হয়, তার সঙ্গে বিলক্ষণতা আছে। তবে ব্রহ্ম সর্গের অধিষ্ঠানরূপে, এবং ব্রহ্মশক্তি সর্গের মূল আধার ও ভাণ্ডার রূপে আছেনই, কাজেই; ব্রহ্মের অমাত্রতা সর্গের অধিষ্ঠানে ও আধারে আছে। সৃষ্টপদার্থমাত্রেই মাত্রায় রহিয়াও সমগ্রতঃ এবং তত্ত্বতঃ অমাত্র। একদিকে এই তত্ত্বতঃ অমাত্ররূপ, অন্যদিকে ব্যবহারতঃ সমাত্ররূপ, এ দুয়ের মাঝে আরও তিনটি রূপ আছে। ব্যবহার প্রয়োজনে সেটিকে যে কোন মাত্রায় লই না কেন, সে সব সময়ই বলে—'আমার সবটা, আসলটা তোমার মাত্রায় গেল না—a margin of indeterminacy রহিয়াই যায় সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই। সেই 'অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্'! ইহাকে বল—অতিমাত্র। তারপর, প্রত্যেক ব্যবহারাধিকারে তত্তদধিকার নিরূপিত তার মাত্রা বা মান থাকে। এটাকে বল—অধিমাত্র। এই মাত্রাটিও দেশকালাদি সংস্থায় একরূপেই ব্যবস্থিত থাকে না। এই নিমিত্ত এটিকে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কাষ্ঠায় দেখিতে হয় যথা—maximum and minimum temperature ইত্যাদি। শেষকালে, অর্দ্ধমাত্র। এর ফলে কাষ্ঠাভিমুখে সকল কিছুর মাত্রা ছন্দে বাড়ে কমে—'ঋধ্যমান' হয়।

মান-মাত্রা দৃষ্টিতে এই সর্গপঞ্চক ভাবনা করিবে। এরূপ সর্গভাবনায় সর্গ আর মায়ার 'উপসর্গ' থাকে না, মায়াতীত যিনি, তাঁতে 'উৎসর্গ' হইয়া যায়।

ধর, জপ। বিন্দুতে সর্গমাত্রা একত্র শূন্য, পূর্ণ, এবং এক। নাদে অতিমাত্র। অর্থাৎ, উদয়ে মধ্যে এবং বিলয়ে—সর্বস্থলেই নাদ অখণ্ড (entire, indivisible)

রহিয়া পাদকলাদির সকল মাত্রা 'অতিক্রম' করিয়া রহেন। পাদে (প্রত্যেক 'জপোর্ম্মি'-তে) অধিমাত্র। এবং সর্বত্রই, বিশেষতঃ মেরুস্থলে, সেতু-সন্ধিতে অর্দ্ধমাত্র।

পুনশ্চ, এই সূত্রকারিকায় বর্গপঞ্চক (the Five Fundamental Categories) কথিত হইতেছে। সত্তা, যুক্তি (যাহা যোজনা করে, সম্বন্ধ,) খ্যাতি (গুণ), বিধা (আকৃতি, প্রকারতা) এবং সংখ্যা—এই পাঁচটি বর্গ। সত্তা—Substance; যুক্তি—Relation; খ্যাতি—Quality; সংখ্যা—Quantity; বিধা—Modality. এদেশে বৈশেষিক, পশ্চিমে ক্যাণ্ট প্রভৃতির বিভাগের সঙ্গে এটি তুলনা করিবে।

ধর, ওঙ্কার। বিন্দু-নাদ সত্তা; অর্দ্ধমাত্রায় উদয়-বিলয় যুক্তি বা সম্বন্ধ; বৈখরী-মধ্যমাদি খ্যাতি; পূর্বালোচিত অষ্টকলা সংখ্যা; উদয়-ব্যক্ত-বিলয়াদি বিধা (অথবা, স্থূলতঃ বাচিকাদি)।

### ২৫॥ বামাবামত্বে বিসর্গঃ॥

বামার বামত্বে বিসর্গ সংজ্ঞা হয়॥

এই সূত্রে বামার বামত্ব সাবধানে বুঝিতে হইবে। ধর, বামা বা বিলোমা গতি বিন্দু অভিমুখে চলিতেছে। কোন 'অন্তরায়' (any thing that crosses or intervenes) যদি না পায় তো বিন্দুই হইবে। যদি অন্তরায় আসে তো তাতে 'প্রহত' হইয়া দ্বিত্ব এবং দ্বন্দ্ব-ভাক্ হইবে (reflected, bi-polarised)। এক বিন্দুতে পর্যবসান না ঘটিয়া 'দুটি বিন্দু' রূপ পাইল; এবং একের যে মুখে ও তলে গতি, অপরটির তার 'ছেদমুখে' (crosswise) হইল। অর্থাৎ, বিন্দু দুটি পাশাপাশি না থাকিয়া উপরে নীচে (ঃ) হইল। ফল—বিসর্গ।

যেটি নিসর্গ, তার বিসৃষ্টিরূপ পাইতে হইলে, এবংপ্রকার 'বিন্দু-বিসর্গ' অবশ্যই চাই। এর বিন্দু-বিসর্গও বুঝি না বলিলে মূলে সেই নাসদীয়সূক্তের 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ'! বস্তুতঃ, বিন্দুর বিসর্গরূপতাপত্তি সর্গের এক গোড়াকার রহস্য। অনুলোমে অথবা বিলোমে কোন ঋজু, সরল গতিতে 'কেউ' বা 'কিছু' আসিয়া পড়িয়া সেটিকে তলকোণাদি সম্বন্ধে অন্যপ্রকার না করিলে তো 'সুষম' পর্বের সৃষ্টিবিকাশই সম্ভাবিত হয় না। 'একোঽহং বহু স্যাম্' কামটিই চরিতার্থ হয় না।

একের 'মিথুন' হওয়া এই বিসর্গপ্রয়োজনে। মহাব্যাহৃতিত্রয়ে (রজাত) বিসর্গ ঐ একি উদ্দেশ্যে। জীববীজের দ্বিত্ব-বহুত্বাদি (division and multiplication) এই বিসর্গাধিকারে আসে। অহমের দ্বিত্ব-বহুত্বাদিও আলোচ্য। জড়ের ক্ষেত্রেও স্থূলে সূক্ষ্মে সকল শক্তিবিকিরণই চায় (এবং পায়) তার সম্পাতের এমন 'মুকুর', যেখানে পড়িয়া প্রতিবিম্বাদিরূপে নিজেকে দুই, বহু, দ্বন্দ্বস্থ (polarised) ইত্যাদিরূপে পাইবে। মহামায়া আলোকাদি নিখিল শক্তিবর্গে 'মুকুরমালা' (reflecting, retracting etc. media) সাজাইয়া দেন। যার ফলে, বিম্ব পায় নিজেকে প্রতিবিম্বে; ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে ইত্যাদি। চিত্তে বৃত্তি হয় স্মৃতি। প্রাণে জাতি হয় ব্যক্তি। ধরার পরিমণ্ডলে ionosphere আদি 'radio roof' থাকাতে ধরার সূক্ষ্ম তাড়িতাদি শক্তি প্রতিফলন-আবর্তনের সুযোগ পাইয়াছে যেমন, তেমনি আণবদেশেও, সম্ভবতঃ, কোন রকম 'এটম রুফ্' পাইয়া কেন্দ্রীণ 'যুগ্ম' তাড়িত শক্তি নিজেকে ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন দ্বৈধ-দ্বন্দ্বে সাজাইয়া এটমের চলতি ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেছে। আণব 'মুকুরমালা' আণব রক্ষাকবচ। এই মুকুরমালার কল্যাণেই হাইড্রোজেনাদি এটমে এক, চারি ইত্যাদি 'এটমিক নম্বারে' ইলেক্‌ট্রন কক্ষে স্বচ্ছন্দে আবর্তন করিতেছে। 'Fission' অথবা 'fusion'-এ ঐ মুকুরমালা বিধ্বস্ত। সৌরমণ্ডলের মহাপ্রচণ্ড কেন্দ্রীণ তাপে ও চাপে চারিটি H এটম্ মিলিয়া এক হিলিয়াম্ এটম্ হইল। ফলে, কিঞ্চিৎ বস্তুমান (mass) শক্তিমানে (as energy) পরিণত হইল। ইহা প্রচণ্ডপরিণতি। এটি fusion এর দৃষ্টান্ত। তথাপি এবম্বিধ বিসর্গে সৌরজগতে স্বচ্ছন্দশক্তি সংস্থা রক্ষিতই হইতেছে। সূর্যের আপন তাপাদির ভাণ্ডার 'জমা'তেই রহিতেছে; 'ফাজিলের' দিকে তাদৃশ যাইতেছে না। কিন্তু তোমার thermo-nuclear bomb এ বিসর্গটি হইতেছে 'মহোপসর্গ'।

উপায়? বিসর্গ মাত্রকেই বিন্দুনাদপ্রশাসনে অগ্নীষোমীয় সমতায় রাখ। তোমার মনন হোক্ মন্ত্রম্; তোমার যমন (control) হোক যন্ত্রম্; তোমার তায়ন ('aggression') হোক্ তন্ত্রম্। মনে রাখ যে, তোমার বর্তমান 'fusion' প্রক্রিয়ায় তুমি সূর্যের মহাবিরাট্ যন্ত্রের অনুকৃতি করিতে চাহিতেছ বটে, কিন্তু ভুলিও না যে, সূর্য কেবল যন্ত্র নয়, পরন্তু 'যন্ত্রম্'; অর্থাৎ, সূর্যে এবং সূর্য-শাসিত পৃথিব্যাদি গ্রহাদিতে তাড়িত-চৌম্বকাদি (electro-magnetic) মুকুরমালা এমনভাবে বিন্যস্ত যে, তার ফলে, সূর্য সংহার চাইতে

রক্ষণ এবং পোষণেই তাঁর প্রচণ্ডশক্তি বিনিয়োগ করিতেছেন। যন্ত্রমে 'যমন' (conrol) মুখ্যাধিকারে থাকিবে। তোমার পরিকল্পিত stellarator প্রভৃতিতে এই 'যমন' মুখ্যাধিকারী করিতে না পারিলে মহোপসর্গের শমন সম্ভাবিত হইবে না। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ জানিতেন, কিন্তু প্রতিসংহার জানিতেন না।

বিসর্গের নিমিত্ত যে মুকুরমালা আবশ্যক হয়, তারা বিভিন্ন প্রকারের। এর মধ্যে কতকগুলি সর্গের ছন্দ-সুষমতা এবং অগ্নীষোমীয় সমতার দিকে। মহোপসর্গবারণের নিমিত্ত সেইগুলি বিশেষ করিয়া 'বাছিয়া' লইতে হইবে। জড়ীয়, প্রাণিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন ভাগে তাদের ফেলা যায়। যে প্রচণ্ড আণবশক্তি উদ্ভূত হইল, সেটিকে ম্যাগ্নেটিক ইত্যাদি কোন প্রকারের সমর্থ ব্যূহে আবন্ধ করিতে পারে এমন উপায়বিশেষ জড়ীয়ের (physical) দৃষ্টান্ত। ভিতরে কালাগ্নি, কিন্তু বাহিরে স্নিগ্ধ-শীতল—এ দ্বন্দ্বের সমাধান প্রকৃতিতে হইয়াছে। তোমাকেও সেটি করিতে হইবে। তবে—প্রাণিক এবং আধ্যাত্মিক রক্ষাব্যূহ রচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক—a system of 'inner' nature defences. প্রণবাদি আশ্রয়ে নাদসাধন এবং ধ্যানধারণাদি দ্বারা 'সংযম' সাধন, মহোপসর্গস্থলে, 'আশু' রক্ষাকল্পে যতটা গোচরফল হৌক্ বা না হৌক্ (সমর্থ হইলে অবশ্যম্ভাবী), 'স্থায়ী' রক্ষাকল্পে একান্তই আশ্বাস-অভয় আনিয়া দিবে।

বাজ যার মাথায় পড়িল, তার রক্ষা পাইতে গেলে নিজের 'বজ্রসত্ত্ব' আবশ্যক, এবং সেটি 'মরলোকে' দুর্লভ; কিন্তু তার নিকট অথবা দূর অনিষ্ট প্রতিক্রিয়া থেকে 'বাঁচিতে' পারা উচিত, এবং তার উপায়ও থাকা আবশ্যক।

বিন্দুর্মূলং নিসর্গস্য স দ্বন্দ্বভাগ্ ভবেদ্ যতঃ।
নাদক্ষোভানুরোধিত্বাৎ সংগচ্ছমানতাচ্যুতেঃ॥
নির্ব্যূঢ়ঘনতাপায়াদ্ ব্রজেদুচ্ছূনতাং স্বতঃ।
সপ্তব্যাহৃতিভির্ব্যস্তো বিসর্গঃ স উদীরিতঃ॥
বিন্দুঃ শক্তের্ঘনত্বস্য নিরতিশয়তালয়ঃ।
ভূমত্বঞ্চ তথাত্বেঽপি বিন্দোর্হি নাদরূপতা।
নাদক্ষোভো ভবেদ্রেতো বিন্দুক্ষোভো ভবেদ্রজঃ॥ ১১০-১১২

নিসর্গমূল যে বিন্দু (এক), সেটি দ্বন্দ্বভাক্ (dual and polar) হয় বিসর্গ উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, বিসর্গই প্রয়োজন এইরূপ দ্বন্দ্ব-মিথুনীভাবের। কলা এবং নাদ, উভয়েই এক, পূর্ণ-শূন্য বিন্দুতে 'সঙ্গত' (coalesced) রহিয়াছে। এখন নাদ যদি বলে—'আমি আর এবম্ভূত একীকৃত সঙ্গাতিতে রহিব না, উহা হইতে পৃথক্ সত্তা এবং বৃত্তিতে যাইব,' তবে, এটিকে বল 'নাদক্ষোভ'—the Stress of Nada to become. এর 'অনুরোধে' যাহা 'এক' এবং 'সঙ্গাত' ছিল, সেটি বিন্দু-নাদ, এই দ্বন্দ্ব-মিথুন ভাব হইল। উদ্দেশ্য? নাদ আপনাকে কলাকলিত করিবে। অখণ্ড যে নাদব্রহ্ম, তাহা হইতে অকারাদি বর্ণকলা এবং শব্দকলা অতঃপর 'বিসৃষ্ট' হইবে। বর্ণকলা এবং শব্দকলা যে সর্গকলা থেকে অভিন্ন, তা বারবার বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, sound elements are basically creative elements.

কলাকলন উদ্দেশ্যে যে নাদক্ষোভ, তার আদিম রূপটি কি? ব্রহ্মশক্তির নির্ব্যূঢ়ঘনতারূপ যে বিন্দুত্ব, তার সে রূপটির (তত্ত্বতঃ নয়, কিন্তু ব্যবহারতঃ) 'অপায়' ঘটে, এবং বিন্দুব্রহ্মে এক 'স্বতঃ উচ্ছূনতা' (self-swelling) আবির্ভূত হয়। (যেমন, সাধারণ বীজাদিতে অঙ্কুর হবার আগে অথবা দুই, বহু হবার আগে হয়।) নাদক্ষোভপুরঃসর যে সর্গকলা বিসৃষ্টি হইবে, তার পূর্বসূচনা এটি। সর্গের এই যে বিসর্গরূপ (বিবিধ কলাশক্তিতে অভিব্যক্তরূপ), সেটি পূর্বোক্ত 'ব্যাসবৃত্তি' (differentiation) জন্য। অর্থাৎ, নাদক্ষোভ-পুরঃসর নিখিল সর্গকলা অতঃপর 'ব্যস্ত' হইবে। এই মূলব্যাসব্যাপারের তিন অথবা সপ্ত ব্যাহৃতি আকৃতি। অর্থাৎ, যাহা কিছু বিসৃষ্ট (ejected or projected) হয়, তারা মূল বিন্দু-নাদ-সন্ধিতে 'আহৃত'ই থাকে—hold on to the Basic Origin, Frame and Co-ordinates. এই 'আহরণ' তিন বা সাত প্রকারে পূর্বে (ব্যাহৃতি-সূত্রগুলিতে) দেখান হইয়াছে।

বিন্দু এবং নাদকে পুনশ্চ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। বিন্দুকে শক্তিঘনতার যে নিরতিশয়তা, তার 'আলয়' ভাবনা করিবে; আর, নাদ সে নিরতিশয়তা রক্ষা করতঃ (তথাত্বে), বিন্দুর যে 'ভূমত্ব', তাই। একই শক্তিব্রহ্মের ঘনত্ব (বা অণুত্ব) এবং ভূমত্ব—এই দুটি ভাব। ঘনত্বে একের দিকে, ভূমত্বে বহুর দিকে যেন 'মুখ ফেরান'। শুদ্ধ নির্বিশেষ ভূমা, এ দ্বৈতের অতীত—সেটি একও নয়, বহুও নয়। সে সম্বন্ধে

কোন লক্ষণই (যথা, 'একরস') স্বরূপাবধি যায় না। সেটি সেভাবে অলক্ষ্য, অক্ষোভ্য। কিন্তু বিন্দু-নাদের তত্তদবচ্ছিন্নরূপে ক্ষোভ আছে। তার মধ্যে, নাদক্ষোভের সংজ্ঞা 'রেতঃ', বিন্দুক্ষোভের 'রজঃ'।

নাদক্ষোভে বিন্দু—এ ভাবনায় যদি যাও তো, নাদকে 'পর' (অর্থাৎ ব্রহ্ম) রূপে ভাবনা করিও। 'ক্ষোভ' মানে, সে স্থলে, কাম বা সিসৃক্ষা। 'নাদ থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে নাদ'—এভাবে পারস্পরিক জন্যজনকতা সম্পর্কে যখন বলা হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, উভয়কে 'পরপর্ব্ব' থেকে নামাইয়াছি। কেননা, পরত্বে কেহই অন্যজন্যত্বধর্মাবচ্ছিন্ন নয়। তদ্রূপ অবচ্ছিন্ন হইলে অপরত্ব আসে। অপরের জনকত্বাদি অপেক্ষা থাকে।

অধিষ্ঠিত এবং অধিষ্ঠান, শক্তি ও শক্তিমান্ যাবৎ তাদাত্ম্যসামরস্যে অবস্থিত, তাবৎ ক্ষোভ্য-ক্ষোভক, অপর-পর ইত্যাদি দ্বৈত-দ্বন্দ্ব নেই। তাবৎ নাদ-বিন্দু পরস্পরকে 'অন্য' রূপে (জন্য-জনকাদি সম্বন্ধে) পায় না।

এখন ধর, পরব্রহ্ম (শিব অথবা মহামায়া) নিজেকে পরমকারণরূপে দেখাইবেন। ইহা পরব্রহ্মের 'অতিরিক্ত' কোন তত্ত্ব নয়। পরব্রহ্ম অথবা শিবই আপনাকে 'জগদ্‌যোনিরযোনিঃ' রূপে দেখিলেন। এটি তাঁর সৃষ্ট্যাদিকল্পে স্ব-ঈক্ষণ। ইহা পরনাদ। এইবার, পরমকারণতাকে নিখিলসর্গবীজরূপে পাইতে গেলে, ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণটিকে, 'স্ব-কাম' (Will to become) হইতে হয়, এবং নিখিলবীজটিকে একাধারে শূন্য-পূর্ণরূপে গর্ভিত করিতে হয়। ইহাই (রূপকে) অযোনি জগদ্‌যোনিতে শিবের 'বিন্দু' নিধান। এটি সৃষ্টির অনিদান মূলরহস্য। এ মূলবিন্দু থেকে পুনশ্চ নাদের, এবং তাহা হইতে কলার (অপরা) উদ্ভব, বিকাশ, বিলয়। বীজবিন্দুর স্বভাবই এই—এতে যেটি 'সমাপ্ত' হয়, এ থেকে সেটি আবার ব্যাপ্ত (ব্যাকৃত) হয়।

কারিকায় বলা হইয়াছে—নাদক্ষোভ রেতঃ, আর বিন্দুক্ষোভ রজঃ। এ দুটি সংজ্ঞাদ্বারা পূর্বোক্ত 'সমাপ্তি' এবং 'ব্যাপ্তি' (ব্যাকৃতি), বিশেষ করিয়া, ধরিতে হইবে। 'রেতঃ' বলে—আমি অগ্নি, সর্গকে রূপ দিতে দিতে বহিয়া যাইতেছি, কিন্তু এইবার তোমাতে (বীজাধারে) আসিয়া আমি সমাপন করিলাম; তুমি আমাকে (অগ্নি='র') ধারণ কর। এবং আবার জনির ('জ') নিমিত্ত নিজেকে ব্যাপ্ত ও ব্যাকৃত (স্) কর।" 'রজঃ' বলে—"তাহাই হৌক্; তুমি আমাতে এস।" ব্যাপ্তি-ব্যাকৃতির সূচনা বিন্দুর (বীজের) 'স্বতঃ উচ্ছূনতা'।

জপে নাদকে 'রেতোধা' রূপে ভাবনা কর; 'ধা' অবশ্য কর্তৃবাচ্যে। বিন্দুবিলয়ে এর 'অন্তর্ভাব' (interiorization)। কর্তা যেন তার কর্ম সম্প্রদান (সমাপন) করতঃ করণসহ অপাদান-অধিকরণে 'শয়ন' করিল। বিন্দুতে এইভাবে কর্তৃকর্মাদি ষট্‌কারকের একত্রাবস্থান হয়। সম্বন্ধ (ষষ্ঠী) বিন্দুসম্বন্ধী হইয়া হয় সেতু-সন্ধি। বিন্দু স্বয়ং হয় নিখিলকলনকারণতা। নাদ রেতোরূপে এতে 'প্রবিষ্ট' আছে বলিয়া, বিন্দুর জনিকল্পে স্বয়ং উচ্ছূনতারূপ যে ক্ষোভ, সেটি 'রজঃ' সংজ্ঞা পায়।

**২৬॥ বামো দেবো দেবনাৎ॥**

যাহা 'বাম', তাহা দেবনগুণবশতঃ 'দেব' সংজ্ঞা পাইয়া থাকে।

যে বৃত্তি ঋজু এবং 'দক্ষিণ' ভাবে থাকিতে থাকিতে তার বিপরীতে 'মুখ' ফিরাইয়া স্তব্ধ-স্তিমিত অথবা চল-চঞ্চলাদি হইয়া পড়ে (dead, dull monotony or troubled, distracted movement) তাতে (সে প্রকার বামে) যদি 'দেবন' ধর্মটি আনা যায়,—অর্থাৎ সেটিতে যদি মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বচ্ছ সাবলীল হবার প্রবণতাটি আনা যায়,—তবে, সে বামও দেব। যে মহাদেবতা সৃষ্টির সর্বক্ষেত্রে বামকে এ প্রকারে দেবনে যাবার প্রেরণা এবং পন্থা দেন, তিনি বামদেব। পূর্বে 'দ্যৌঃ' সূত্রে এবং অন্য নানা প্রসঙ্গে 'দিব্' 'দেব' প্রভৃতি শব্দ আলোচিত হইয়াছে। এসব এখানে পুনঃস্মরণীয়।

ক্ষোভ্যক্ষোভকবৈষম্যাৎ সঙ্গচ্ছেরন্ ন বৈ যদা।
বিসৃষ্টা যে তদা বাধাঃ প্রসজ্যন্তে পৃথগ্‌বিধাঃ॥
বামস্য বামতাপত্তে দীপনদেবনদ্বয়ম্।
আদ্যোঽর্চ্চিরন্যতো বর্চ্চ উভয়ত সমীহতে।
আর্জ্জবে দীপনং জ্ঞেয়ং বীচিত্বাদিষু দেবনম্॥ ১১৩-১১৪

ধর, কোন এক বিসৃষ্ট পদার্থ (what has been ejected or projected from a central source of Power)। ('Eject' বলিতে subjective or original এর মুখ্যতা থাকে; 'Projection' এ কোন না কোন objective plane of incidence এর

reference মুখ্য হয়.) বিসৃষ্ট মাত্রেই কোন কিছু 'ক্ষোভ্য' (ক্ষোভযোগ্য—subject to stress-and-strain), এবং কোন কিছু 'ক্ষোভক' (operative factor) এবং এ দুয়ের কোন অনুপাত বিশেষ থাকে। ঐ অনুপাতটি হয় 'সুষম', নয় তো 'বিষম'। সুষম বলিতে লক্ষণায় ঋজু বা সরলও আসে। ধর, এক সুস্থির জলরাশি। এতে এক ঋজুধারা প্রবর্তিত হইতে পারে, অথবা এক সুষম তরঙ্গগুচ্ছ। এ দুই রকমের না হইয়া বক্র, বিষমও সৃষ্ট হইতে পারে। গানে অথবা ব্যাহরণে 'আ' বা 'ঈ' কোন স্বর ঋজু এবং সুষম বিতানে নেয়া যায়, অথবা অন্যথা। এ দুটি দৃষ্টান্তে জল এবং স্বর হইল ক্ষোভ্য, আর বায়ু, প্রাণপ্রযত্ন ইত্যাদি হইল ক্ষোভক। এ দুয়ের ক্রিয়াকারক অনুপাতের উপর নির্ভর করে এদের ফলানুপাত (effectual ratio)। সর্বত্র এইরূপ। সৃষ্টিতে পদার্থমাত্রের ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক স্থিতি-স্থাপকতা (natural ratio of elasticity) থাকে। সেইটি বিশ্ব ব্যবহারে তার 'আপন' সংস্থা। এটি দ্বারা ব্যবস্থিত থাকে তার জাতি, তার ধর্ম, তার লজ্জা। ঋজু বা সুষম ফলানুপাতে বস্তুর ধর্মাদির যোগক্ষেম সাধিত ও রক্ষিত হয়। বক্রবিষমে অনর্থাপত্তি। সে স্থলে বস্তুর সত্তাশক্তিছন্দঃ আকৃতি,—এ সকলের সুসঙ্গতি থাকে না—'আপন' সম্বন্ধে অথবা বিশ্বসম্বন্ধে।

এ ক্ষেত্রে বামতাপত্তি এবং বিবিধ বাধার সম্ভাবনা। 'বাম' মানে, এক কথায়, 'what is not according' —যাহা 'অভিমুখে' নেই, সুরে-ছন্দে নেই। এ স্থলে উপায়—বামকে তার নিজের সম্বন্ধেই বাম কর (বামস্য বামতাপত্তেঃ)। যে বিষ (রোগাদিরও বটে) বাম হইয়া অনিষ্ট ঘটাইবে, সেটিকে উপায়বিশেষে 'মুখ ফিরাইয়া' 'ইষ্ট' (ভেষজাদি) করিয়া লও। বামদেব (নীলকণ্ঠ) কণ্ঠে হলাহল ধারণ করিয়া এই উপায় সঙ্কেতটি দেখাইয়াছেন। তুমি জপে বাক্, প্রাণ এবং চিত্তের যত না বিষ, ব্যাহরণে কণ্ঠে আহরণ করতঃ তার শোধনজারণাদিকরতঃ 'অমৃতায়ন' কর। এ কর্মে (হবনে) নাদ হউন অগ্নি, অকারাদি কলা (মনপ্রাণেরও) তাতে আহুতি, এবং বিন্দুবিলয় তাতে সোম (অমৃত) সবন। জপাদি সর্ব ক্ষেত্রেই যেটি বাম, তাকেই আবার বাম (ফলে, 'according') করিয়া লইতে হয়।

এই ইষ্টফলটির সাধারণ সংজ্ঞা 'দেবন' হইলেও, দীপন এবং দেবন—এই দুটি তার আকৃতি। প্রথমটিতে ঋজু-মুখ্যতা, এবং সেটি 'অর্চিঃ'। দ্বিতীয়ে সুষমবীচ্যাদি

ছন্দের মুখ্যতা, এবং সেটি 'বর্চ্চঃ'। যেমন গায়ত্রীজপে শুদ্ধনাদবাহিতায় অর্চ্চিঃ, এবং ভূর্ভুবঃ স্বরাদি কলাবিতানে বর্চ্চঃ। নাদে দীপন, কলাবিতানে দেবন। বিশ্বব্যবহারে সর্বত্র এই সূত্রগুলি প্রযোজ্য জানিবে। যেমন, বর্তমান বিজ্ঞান-ব্যবহারে আণবশক্তির বিষম বামতানিবন্ধন মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এ বামকেই আবার বাম করিতে পারিলে, তবে সৃষ্টি, পুষ্টি, ঋদ্ধি, সিদ্ধি। বামমাত্রের 'মৃত্যুবাণ' তার আপনাতেই দেয়া থাকে। সেইটার 'সন্ধি পাকড়াও'।

### ২৭।। বামো রামো রমণাৎ।।

'রমণ' এই ধর্মটি আসিলে, বাম হয় রাম॥

'রমণ' শব্দরসায়নে এই কারিকা—

রমিতি বহ্নিবীজং স্যাদণিত্যাদ্যক্ষরত্রয়ম্।
অন্তে হ্যকারযোগেন লভ্যতে রমণাক্ষরম্॥ ১১৫

'রম্', ইহা বহ্নিবীজ; 'অণ্'=অ, ই, উণ্—এই আদি স্বরত্রয়। শেষে আবার অকার। সংযোগে 'রমণ'। 'অরণি' এবং 'মন্থন'—এ দুটি শব্দের অক্ষরসমাহার 'রমণ' এই শব্দে হইয়াছে, ইহা দেখিও। 'ম' মধ্যে আসিয়াছে। বেদ-উপাখ্যানে অরণিদ্বয় মন্থনে অগ্নি উৎপাদনকে উর্বশী পুরূরবার 'রমণ' রূপে বলা হইয়াছে, এটিও স্মরণ করিও। রমণে পূর্বব্যাখ্যাত নাদক্ষোভজন্য রেতঃ এবং বিন্দুক্ষোভজন্য রজঃ—এ দুটি শাক্তমিথুনের সামান্যাধিকরণতা এবং সঙ্গাতি (co-existence and co-functioning) ঘটে। ফলে, উভয়ের 'হৃৎ' যে 'রস' বা আনন্দ, সেটির 'মধু' রূপে কাষ্ঠায় গতি ('ণ') হইয়া থাকে। 'রস' এবং 'মধু'—এ দুটিকে আলাদা করিয়া বলা হইল কেন, তা ভাবিয়া দেখিও। রস স্বরূপে আস্বাদ্য-আস্বাদন সম্পর্ক ব্যতীতও রহে। যেমন, নিগূঢ় রস ইত্যাদি। ফুলের সর্বাবয়বেই রস আছে, কিন্তু মধু রহে তার মধুকোষে। রস ভূমা—সর্বব্যাপী, নিখিলে ওতপ্রোত নিখিল-হৃদ্‌বস্তু (all-pervasive core substance)। মধুরূপে সেটি ঘনীভূত, আস্বাদ্য। ব্রহ্ম, দুইভাবে, রস এবং মধু, দুই-ই।

ব্রহ্ম, স্বলসিত রস, স্পন্দমান বা স্পন্দরূপ হইলে হয় উল্লসিত, বিলসিত। ইহা

রসের 'মধুলুভা', মধু-লালসায়, আত্ম-লীলায়ন। রসের এইভাবে মাধ্বী-লীলায়নকে 'রমণ' রূপে বুঝিতে হইবে। অলসিত (জড়ীয়) এবং প্রাণস্পন্দবিকাশে যে উল্লসিত, এ দুয়ের সন্ধিতে রমণ যে ইচ্ছাকৃতিটি গ্রহণ করে, সেটি হইল রিরংসা। রসের মাধুর্যপরিসীমা যে রাসলীলা, তাতে রসের 'রন্তুকাম' হবার পরম আলেখ্যটি ফুটিয়াছে।

ক্ষোভক্ষেত্রে নাদবিন্দ্বোররণিদ্বয়লিঙ্গিতে।
পঞ্চধা মথনং তস্য চৈকধা প্রণবাক্ষরৈঃ ॥ ১১৬

দুটি অরণির পরস্পর আলিঙ্গ্যমানতায় (অথবা অরণিদ্বয়দ্বারা সূচিত এবং নিরূপিত যে ক্ষোভক্ষেত্র, তাতে), পঞ্চধা এবং একধা মন্থন হইয়া থাকে। অরণিদ্বয় কিভাবে ভাবনা করিবে? একটি সামান্যতঃ নাদ, অপরটি বিন্দু (উভয়কেই ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্বন্ধে লইয়া)। 'আত্মানমরণিং কৃত্বা'—ইত্যাদিতে আত্মা বিন্দুস্থানীয়, এবং প্রণব নাদ। জপমাত্রেই বিন্দুকে ভাবনা কর যেন অধরারণি, এবং নাদকে উত্তরারণি। ছন্দঃ এবং আকৃতিসহ কলা অরণিদ্বয়মন্থনে সঞ্জাতা। পৃথিবী এবং পর্জন্য, দুটিকেও যথানুরূপভাবে অরণিদ্বয় ভাবনা করিও। বুদ্ধি এবং চিত্ত, এ দুটিকেও। প্রাণের ক্ষেত্রে স্ত্রীপুংমিলন তো সাধারণ দৃষ্টান্ত। জড়ে রাসায়নিক সংযোগ, এটমিক ফিউশন্ ইত্যাদিও উপমেয়। একটা নাদরূপ, অপরটি বিন্দুরূপ বলা হইল এই জন্য যে—ক্ষোভ্যক্ষোভকস্থলমাত্রেই একে 'প্রসরৎ'-মুখ্যতা (Expansive Co-efficient), অপরটিতে 'সঙ্কুচৎ'-মুখ্যতা (Intensive Co-efficient) থাকে। এক সবই (রূপে) বিচিত্র রেখায় বা লেখে ফুটাইতে চায়; অপর, সবটাকে এক কেন্দ্রীণ-ঘনতায় জড়ো করিয়া রাখিতে চায়। এ দুয়ের অনুপাত (actual ratio) নিরূপিত করে, পদার্থের বৃত্তি বিশেষ কি আকারের হইবে।

একধা এবং পঞ্চধা মন্থন? অরণিদ্বয় (যোগ্য অনুবন্ধে) মন্থনে যে অগ্নি আবীরূপতায় আসিল, সে অগ্নিকে মুখ্যপ্রাণ (অপঞ্চীকৃত) এবং প্রাণাপানাদিরূপে পঞ্চীকৃত প্রাণ—এই দুইরূপেই ভাবনা করিবে। তন্মধ্যে মুখ্যই আদি, নিধান এবং নিলয়। জপে শুদ্ধ নাদ মুখ্যস্থানীয়। পাদ, মাত্রা, ছন্দঃ, আকৃতি এবং কাষ্ঠা—এই

পঞ্চবিধায় নাদাধারে কলাভিব্যক্তি। বোধে এক সামান্য প্রত্যয়াধারে রূপরসাদি পঞ্চ তন্মাত্রের 'ব্যাস' (differentiation)। সৃষ্টিতে ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণ আদিম অরণিমন্থন। এ থেকে আকাশাদি পঞ্চভূতসূক্ষ্ম; এ পঞ্চেরও পঞ্চীকরণে স্থূলসৃষ্টি। নিসর্গসংবাদে ব্রহ্ম (অখণ্ডসত্তাসামগ্রী), বিন্দু, নাদ, কলা (পরা বা পরমা এবং অপরা)—এই 'পাঁচ'কে পাইতেই হয়। না যদি পাও তো, তোমাকেই 'পেঁচোয় পাইবে।' অর্থাৎ, পাঁচের পাল্লায় ফাঁসিয়া যাইতে হইবে। পাঁচকে জান, তা হ'লে পাঁচ আর প্যাঁচে ফেলবে না, একে পৌঁছে দেবে। অতএব, একধা, পঞ্চধা—এ দুটিতে ভালমতে সাধিয়া লও। একাক্ষর বীজ জপে, গায়ত্র্যাদি জপেও, কি করিতে হয়?—পাঁচকে (বিন্দু, উ-নাদ, কলা, বি-নাদ, বিন্দু) একে (পরাব্যক্ত বিন্দুতে) মিলাইতে হয়, এবং সে এক-ও একাধারে পূর্ণ-শূন্য। গায়ত্রীতে (ব্যাহৃতিত্রয় বাদে) উদয়-বিলয় ওঙ্কারসমেত পাঁচটি কলা। দুর্গা, নৃসিংহাদি গায়ত্রীতেও প্রণব-হ্রীমাদি দ্বারা পুটিত করিলে ঐ পাঁচ সংখ্যা।

হিরণ্যবহ্নিসোমাখ্য-রেতাংসি সন্তি মন্থনাৎ।
বামো রামো ভবেদেবং হৌংসাক্ষরসমুচ্চয়াৎ॥ ১১৭

মিথুনমন্থনে (bipolar interaction-এ), বিশেষ করিয়া প্রাণ এবং চেতনার ভূমিতে, হিরণ্য, বহ্নি এবং সোম (চন্দ্রমাঃ)—এই ত্রিবিধ 'রেতঃ' সমুদ্ভূত হয়; এবং কামকলা, সোমকলা এবং অর্দ্ধকলা—এই ত্রিবিদ রজঃও বটে। তার মধ্যে কামকলাকে ব্রহ্মের স্বকামরূপে সকলের গোড়ায় লইলে (অর্থাৎ, রেতঃ এবং রজঃ, এ দুয়েরি অভিন্নমূল ভাবনা করিলে), মন্থন-উদ্ভূত সংখ্যা পাঁচই হয়। গণনায় সোম দুইবার আছে। দুইস্থলে দুইভাবে লইবে। রেতস্‌স্থলে চন্দ্রমাঃ, রজস্ স্থলে চন্দ্রমা। পূর্ব সূত্র স্মরণ কর।

প্রথমটিতে প্রসরৎ (বিসর্গ)-মুখ্যতা; দ্বিতীয়ে, সঙ্কুচৎ (বিন্দু)-মুখ্যতা। একটি বলে—বিতান, বিস্তার; অপরটি, ঘনন, সমাহার।

রমণের বিচিত্র প্রসঙ্গ হইল। এইবার দেখ—'বাম' হয় 'রাম' কিসে? সেটি কারিকার শেষে রহস্যভাষায় বলা হইল—'হৌংসাক্ষরসমুচ্চয়াৎ'। ধর, পূর্বালোচিত

সেই 'হ্সৌ' আকৃতি (formula)। 'হ' (সঞ্চিত) এবং 'স' (সিঞ্চিত)—potential and kinetic—এ দুটি অরণিদ্বয়ের মত মন্থনে সম্মিলিত। ঔ-কার এই মিথুনীকৃত সংস্থা নির্দেশ করিতেছে। মন্থনের উপক্রমে রণন—oscillatory movement. অরণিদ্বয়কে কি ভাবে ঘর্ষণ করিতে হয়, ভাবিয়া দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদয়ের স্পন্দন ইত্যাদি এর নমুনা। সূক্ষ্মেও এটি আছে। কিছু যেন সঙ্কোচে (ঘনীভাবে) আছে; সে বলে—'আমি প্রসারিত হইব।' 'বেশ। কিন্তু আবার ঘনীভাবে ফিরিয়া আইস।' এইপ্রকার রণনী বৃত্তি আসিলে 'হ্সৌ' কি আকৃতি ধরে?—'হংসঃ'। এখন, এই হংসঃ দক্ষিণ (according to rhythm or pattern) অথবা বাম (not according) হইতে পারে। ইহা দক্ষিণ-বামের এ প্রসঙ্গে বিশেষার্থ। দক্ষিণা এবং বামার সঙ্গে গুলাইও না। 'বাম' মানে বামদিকে, ঋণমুখে, বিপরীতভাবে, অন্যথারূপে—এ সব হইতে পারে। 'বাম' মানে শোভনাদিও হয়! এসবের মধ্যে বৈপরীত্য বা অন্যথাপত্তিলক্ষণাবচ্ছিন্নকে বর্তমানে বিশেষভাবে লওয়া হইতেছে। এখন দেখ যে, হংসঃ এই অর্থে বাম হয় কখন, কি ভাবে? ধর, শ্বাসপ্রশ্বাস অথবা হৃৎস্পন্দন। স্বাস্থ্য অথবা জপধ্যানাদি সাধন প্রসঙ্গে (অনুবন্ধে), এ দুয়ের দাক্ষিণ্য আছে, অথবা নেই? বামনাসায় (ইড়ায়) শ্বাস বহিতেছে কি না—এ প্রশ্ন নয়। দাক্ষিণ্য মানে এক কথায় ছন্দোগত্ব—rhythmicity প্রভৃতি ইষ্টসাধনতানুকূল গুণ। বামত্ব এর অভাব অথবা বিরোধ। অরণিদ্বয় ঘর্ষণ চলিতেছে (অর্থাৎ রণন আছে—molecular oscillation), কিন্তু ঘর্ষণ ঠিক ছন্দোমত (দীর্ঘকাল-নিরন্তর-সৎকারাসেবিত) না হইলে, তা থেকে অভীষ্ট অগ্নিমন্থন হয় না। Irregular, interrupted, retarded ইত্যাদি ব্যাজবিঘ্নসঙ্কুল ক্রিয়াদ্বারা সেটি হইবে না।

এর নিমিত্ত 'রণন'কে 'রমণ' রূপে মেলান চাই। 'ণ' মধ্যে ছিল, সেটি অন্তে গেল; শেষের 'ন' মাঝে আসিয়া 'ম' হইল। ফলে, বাম হইল রাম (যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রহিয়া, তাদের হৃদ্‌বস্তু রসকে, পূর্বনিরূপিত মধুরূপে মন্থন করেন)। হংসে যে রণনীবৃত্তি, সেটিকে এভাবে রমণীবৃত্তিতে লইতে গেলে, কি চাই বলত'? ব্রহ্মের বাচক যে ওঙ্কার, সেটির ঠিক 'মধ্যে' আসা চাই। অর্থাৎ, ওঙ্কারই নাভিতে রহিয়া হকারের বিন্দুমুখীনতা (হং—intensive potential moment) এবং সকারের বিসর্গপ্রবণতা (সঃ—expansive, radiating moment), এ দুটিকেই ব্রহ্মের

স্ব-ঈক্ষণ, স্ব-কাম, স্ব-সঙ্কল্প এবং স্ব-তপঃ—এ চারিটি 'পাদে' কুশলক্রান্তি করিবে। ব্রহ্মবাচক ওঙ্কারে ঐ চারিটি পাদ সম্পদ্যমান (বিন্দু=কাম; নাদ=ঈক্ষণ; কলা=সঙ্কল্প; সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা=তপঃ)। ওঙ্কারের অন্তর্ভাবে হংসঃ হইল হৌংসঃ। এবং এর প্রসাদে বাম হইল রাম। (কুশলক্রান্তি কথাটাতেও ধ্যান দিও—পরে বামন সূত্রে সেটি আসিতেছে।)

**২৮।। বামো বামনো বিক্রমাৎ।।**

বিক্রমধর্মটি রহিলে বাম হয় বামন॥

ক্রমধর্মটি পূর্বে একাধিক সূত্রে এবং অনেক প্রসঙ্গে বিবেচিত হইয়াছে। ক্রমের কতিপয় ভেদ, যথা,—অনুক্রম, উপক্রম, পরিক্রম, পরাক্রম, অতিক্রম—আগে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে কোন অভীষ্ট লক্ষ্য (end of pursuit) সম্পর্কে আমাদের (সৃষ্টপদার্থের) ক্রম বা ক্রান্তি অনুক্রম এবং উপক্রম, এ দুটি ভূমি অধিকার করতঃ পরিক্রমের 'অর্দ্ধ' পর্যন্ত যায়। অর্থাৎ, সার্দ্ধদ্বিপাদ তার সাধারণ গতি বলা যায়। —Tends, approximates, conditionally and partially applies or holds. এইখানে সাধারণ সৃষ্টক্রমের এক সেতুসন্ধি ('efficiency bar')। এটি পার না হইলে উত্তরসার্দ্ধদ্বিপাদ অধিকারে আসে না। সাধনে পূর্বটি কৃতির স্থল; উত্তরটি কৃপার (ভাগবতী শক্তির জাগৃতি, আবেশ, সঞ্চার ইত্যাদি রূপে)। প্রাণের ক্ষেত্রে emergence, mutation প্রভৃতি। বয়ঃসন্ধিও বিবেচ্য। অধ্যাত্মস্থলে বিশেষতঃ দীক্ষা মন্ত্রচৈতন্য প্রভৃতি। মাঝের ঐ সেতুসন্ধিটিকে বল 'বিক্রম' (বিশেষেণ ক্রমঃ)। ক্রিয়ার পূর্বার্দ্ধে গতিস্থিতি লক্ষ্যের সবখানি ব্যাপিয়া হইতে বাধা পাইতেছে; অনুক্রম (tending to) এবং উপক্রম (approximating to) হওয়া সত্ত্বেও বাধা নিবন্ধন পরিক্রম (বা পরিক্রমা) সর্বতোভাবে ঘটিতেছে না। যেমন, গায়ত্রীজপে বিলয় ওঙ্কারে নাদ তার বৈখরীবৃত্তি এবং চিত্ত তার সঙ্কল্পবৃত্তি পূরা ত্যাগ করিল না; সুতরাং, বাক্ এবং মন দুটিকেই আহরণ এবং আত্মস্থ করতঃ প্রাণ একাই অর্দ্ধমাত্রা সেতু সমাশ্রয় করিতে পারিল না (যেটি আবশ্যক)। ফল—জপ পরিক্রমার ব্যাঘাত। উদয়েও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এবম্বিধ ব্যাঘাতাপত্তি বামতা। অর্থাৎ, এরূপ হইলে বুঝিবে যে তোমার সাধন 'বাম'।

ধর আবার, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রেডিওগ্রাম করিবে। পৃথিবীর ঊর্দ্ধপরিমন্ডলে যে ionosphere স্তর রহিয়াছে, সেটির দ্বারা প্রতিফলন স্বচ্ছন্দে না হইলে উক্ত রেডিওপরিক্রমার ব্যতিক্রম ঘটিবে। সৌরমণ্ডলে কোন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ অথবা পার্থিব Bomb-testing ইত্যাদির ফলে ঐ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে পৃথিবীর electro-magnetic সংস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটাইয়া। ইহাও বামতার দৃষ্টান্ত। পূর্ববিবৃতিমত এই বাম হয় 'বামন'।

এতাবানিতি যা ব্যাপ্তির্ভূমেরব্যাপ্তিবারণাৎ।
অমৃতং দিবি নির্দ্দেশাদতিব্যাপ্তিশ্চ বিক্রমঃ॥
কশ্যপাদিতিপক্ষাভ্যাং সৃষ্টিকৃদ্ যজ্ঞ ইজ্যতে।
কালোঽগ্নিশ্চ সমিধ্ বস্তু হবিশ্ছন্দো মনোঃ স্বয়ম্।
ভূমির্বেদীতি কল্পধ্বমুরুক্রমত্রিবিক্রমৌ॥
বামনো যঃ সমাসীনো মধ্যেঽধ্বরেঽপি সর্ব্বভৃৎ।
দ্বিধা বিক্রমণাত্তস্য বামো হি বামনায়তে॥ ১১৮-১২০

শেষ শ্লোকটি আরম্ভ কর। 'মধ্যে বামনমাসীনং'—ক্রমক্রান্তি (graded or gradual progression) বিশ্লেষণকরতঃ তাতে অনুক্রমাদি (tending and conforming) পঞ্চপর্ব পাইয়াছি। এও দেখিয়াছি যে, এ ক্রান্তির ঠিক সন্ধিস্থলে (আড়াই পাদে) বিক্রমণী শক্তি সূক্ষ্মভাবে (সম্ভাবনীরূপে) রহিয়াছে। ইহা বামন। ক্রমক্রান্তিকে 'অধ্বর' বলা হইল এই জন্য যে 'অধ্বনি', কিনা, ক্রমণে (in moving, which traces a path), ইহা অগ্নিকে ('র'=রত্নধাতম, পুরোহিত) অগ্রে উদ্দীপিত করিয়া রাখে (a continued function that keeps the 'fire' en-kindled, ever renewing and forging ahead)। ইহা যজ্ঞের এক বিশেষ নাম। কেন, তা ভাবিয়া দেখ। এর আদিবর্ণ 'অ'-এর ভাব পূর্বের অকারসূত্রদীপে দেখিয়া লও। 'অ-আ' সূত্রে 'বলি'র ব্যাখ্যানও আছে। বলির যজ্ঞ—সৃষ্টির মূল যজ্ঞ—পুরুষসূক্তাদিতে যার বাণী রহিয়াছে। এ যজ্ঞের সমাধা হয় নাই, চলিতেছে সর্বত্র। কাজেই, সার্বভূমিক যজ্ঞে পূর্ব এবং উত্তর সার্দ্ধদ্বিপাদদ্বয়ের 'মধ্যে' (সন্ধিতে) বামন রহিয়াছেন বিক্রমণরূপে। বিক্রমণীবৃত্তি

(covering, conquering and surpassing Power) ব্যতীত কোন গতিস্থিতিই সর্বাঙ্গীণ (পরিক্রম) হয় না; সর্বরাট্ (পরাক্রম) হয় না; সর্বাতিগও (অতিক্রম) হয় না। সুতরাং, বামন মধ্যে সমাসীন রহিয়া 'সর্ব্ব' এই ত্রিধা 'ভরণ' করেন। যেমন, কোন নদী। তাকে কূলে কূলে জলে ভরিতে দাও; তাকে সকল বর্ত্মবাধা পরাজয় করতঃ চলিতে দাও; তাকে যাত্রা শেষে অসীম নদীনাথে মিলিতে দাও। জপাদির অনুবন্ধেও এই বামনবিক্রমণ ভাবনা কর। বামন এই 'ত্রিপাৎ' ভূমি 'ভিক্ষা' করেন। অনু আর উপকে পূর্বে রাখিয়া, পরির মাঝখান থেকেই অধ্বরপূর্ণকৃৎ এই বামনবিক্রমণটি সুরু হওয়া চাই। নতুবা সর্বকর্মের সন্ধিতে যে ভূয়িষ্ঠ বামতাকে (maximum non-according factor) মাথা খুলিতে দেখা যায়, সেটির অপগম (resolution) এবং বামনায়ন (transformation as conquering and surpassing factor) ঘটিবে না।

ঐ বিক্রমণটি যে দ্বিধা—ত্রিবিক্রম এবং উরুক্রম—তাহা এই খণ্ডেরি পূর্ব দুটি সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। যাবৎ ক্রমের অনুরোধ, তাবৎ প্রথমটি; অতিক্রমে পরেরটি। পুরুষসূক্তে 'এতাবানস্য মহিমা' বলিয়া ভূমির যে অব্যাপ্তি (incomprehensiveness), সেটির বারণ হইয়াছে। আর 'অমৃতং দিবি' বলিয়া 'পরম' যে, সকল মেয়তাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তির অতীত হইয়া আছেন, সেটি বলা হইল। এই অভীষ্ট অতিব্যাপ্তি সম্বন্ধে 'ত্রিপাৎ' বলা হইয়াছে এ কারণে নয় যে, তাতে (অমৃতংদিবি) এক, দুই, তিন প্রভৃতি কোন 'পাদ' তত্ত্বতঃ আছে বা থাকিতে পারে; (তৎসামীপ্য বা উপ-লক্ষণায়, অথবা তটস্থভাবনায় বিন্দু-নাদ-কলা প্রভৃতি তিন পাদ তথায় সাবকাশ হইলেও); পরন্তু এই কারণে বলা হইয়াছে যে, ঐ 'অমৃতং' রূপ পরম লক্ষ্যে বা উপেয়ে উপনীত হইতে হইলে পরিক্রমাদি ত্রিপাৎ (অথবা সন্ধিতে ধরিয়া সার্দ্ধদ্বিপাৎ) বিক্রমণই হইল উপায়। উপায়ের ধর্ম উপেয়ে আরোপ হয়। যেমন, নয় লাখ খরচে যদি কোন মন্দির বানাও তো, তার নাম কেহ দিতে পারে 'নও লাখিয়া'।

পুরুষ সূক্তে 'স ভূমিং...' ইত্যাদি বলিয়া ব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি, এ দুয়েরি স্পষ্টতঃ নির্দেশ আছে।

পুনশ্চ, 'অমৃতংদিবি'—এটিকে পরমার্থে লইয়া যেমন উপলক্ষণায় (তটস্থ-ভাবনায়) তাতে 'ত্রিপাৎ' পদটি যোজনা করিলে, তেমনি আবার 'দিবি' (এবং সেই

সঙ্গো 'অমৃতং) পদটিকে পদ্যমানতায় (in the sense of process) লইয়া, অর্থাৎ, দুটিকেই ক্রমধর্মী ধরিয়া, তাদের সম্বন্ধে 'ত্রিপাৎ' ভাবনা করিতে পার। পরমে ক্রমের বিরাম। কাজেই, সেখানে পাদমাত্রাদি তত্ত্বতঃ 'সংলগ্ন' নয়; তটস্থভাবনায়, অধ্যারোপাদি দ্বারা লাগাইতে হয়। যেমন, 'পরমং পদং' যেখানে সাক্ষাৎকারে আসিবে, সেখানে 'দিবীব চক্ষুরাততং' বাকের কোনটিকেই ক্রমিক করিয়া লওয়া যায় না। অথচ, পরম সাক্ষাৎকারের আগে এক ক্রমও থাকে, যথা—'আত্মা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদিতে। 'দিবি'কে ক্রমে এবং অক্রমে, দুইভাবেই বুঝিতে আগেকার দ্যৌঃ-সূত্রাদি স্মরণ কর। ক্রমে লইলে তাতে ত্রিবিক্রমের অধিকার এবং ত্রিপাৎ বিক্রমণ প্রসজ্যমান হইবে। ত্রিপাৎ সামান্যভাবে এই—"আমি সব ব্যাপিলাম; আমি সার্বভৌমরূপে সব অধিকৃত করিলাম; এই দেখ—সব ব্যাপিয়া এবং সব জয় করিয়াও আমি তার অতীত হইলাম, সব থেকে মুক্ত হইলাম" এই প্রকার 'ত্রিধা নিদধে পদং' না হইলে পরমপদ অধিগত হয় না। পরমপদটি তুরীয় অথবা তুরীয়াতীত। তুরীয় বলিতে ক্রমের সূক্ষ্ম (implied) অপেক্ষাটি যেন থাকিয়া গেল; তুরীয়াতীত নির্ব্যূঢ় অনপেক্ষ।

আচ্ছা, এইবার সৃষ্টিকৃৎ যজ্ঞটি ভাবনা করতঃ এই বামন-সূত্রটি শেষ কর। যজ্ঞে ফলটিকে 'ভাবী' ভাবনাকরতঃ দুটি 'পক্ষে' লওয়া যায়। সে দুটি হইল—কারক এবং ক্রিয়া। এখন, ক্রিয়াকে শক্তিরূপে নাও, আর, কারককে শক্তিমান্। শক্তি আসলে অখণ্ডা, অচ্ছেদনীয়া (অদিতি)। কারক সেটিকে ঈক্ষণ, কাম, সঙ্কল্পন এবং মন্থন (তপঃ) রূপে কলন করে। কারক (শক্তিমান্) শক্তিকে বলে—"এই তো তোমায় দেখিলাম; তোমাকে লইব (ভোগ) ইচ্ছা করি; তার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলাম; এবং সেটির চরিতার্থতার নিমিত্ত তোমায় এই দেখ মন্থন করিলাম।" সৃষ্টিতে এই মূলপর্বটি চলিতেছে। ধর, সূর্য কশ্যপ (কারক), সাগর অদিতি (ক্রিয়মানা শক্তিসামগ্রী)। সূর্য সমুদ্রকে বলিলেন—"এই তো উদিত হইয়া তোমায় দেখিলাম। আমি বর্ষণকৃৎ পর্জন্য হইব; সেজন্য তোমাকে চাই।" অন্তরীক্ষকে বলিলেন—'তুমি আমার সঙ্কল্প রূপটি ধর, অর্থাৎ, আমার তেজঃ রেডিয়েশন্ রূপে লক্ষ্যাভিমুখে লও।" তাতে মেঘ বাষ্পাকারে সমুদ্রের মন্থনটি হইল। আধ্যাত্মিকক্ষেত্রেও এর অন্যথা নয়। জপযজ্ঞের অনুবন্ধেও এটি বুঝিয়া লইও।

গণিত বিশ্লেষণে কোন অভীষ্ট নিরূপকসংস্থা (Co-ordinate system) ঐ

অন্তরীক্ষের ভূমিকাটি গ্রহণ করে। কোন ক্রিয়মাণা শক্তি (‘এই’ বা ভূঃ রূপে) সে সম্পর্কে অদিতি; এবং অভীষ্ট (‘সেই’ বা স্বঃ)—মন্থনকৃৎ কোন কারক সে সম্বন্ধে কশ্যপ।

এই সৃষ্টিকৃৎ যজ্ঞে কাল হইল অগ্নি; বস্তু তার সমিধ্; ভূমি (অথবা দেশ) হইল তার বেদী; মনুচ্ছন্দঃ (বাকের ছন্দঃ) হইল তাতে হবিঃ। ফল—সোম বা অমৃত। এখন, অমৃতের পর এবং অবর দুটি রূপ। পররূপে অমৃত অক্ষর। ইহা উরুক্রমাধিকরণে। অবররূপে অমৃতে অক্ষরক্ষর, ক্ষরাক্ষর এবং ক্ষর, এই তিন ভেদ ভাবনা হয়। প্রথম দুটিতে যেটি অগ্রে, সেটি মুখ্যাধিকারে। এ তিনই ক্রমান্বয়ের পর্বে পড়ে। যোগের, ভাবের, জ্ঞানের ভূমিগুলি লইয়া এই ‘ত্রেধা নিদধে পদম্’ বুঝিয়া লও। বাকের বৈখরী প্রভৃতি চারিটি ভূমিতে ক্ষর, ক্ষরাক্ষর, অক্ষরক্ষর, এবং অক্ষর—এই চারটিকে চিনিয়া লও। যতক্ষণ শুধু কলায় (ক্ষরে) জপ চলিতেছে, ততক্ষণ বৈখরী মধ্যমাদির সেতুসন্ধান পায় নাই। নাদের সন্ধানে মধ্যমা মেলে। সেতুর যথার্থ এবং পূর্ণসন্ধানে পশ্যন্তীও অপাবৃতা হয়। আর, এ সব সহ পরাব্যক্ত বিন্দুসন্ধানে পরাও মেলে। এ পর্যন্ত ত্রিবিক্রমের বিক্রমণ। পরাপারীণ হইতে গেলে উরুক্রম।

এ সব অভিক্রমণে বামতা কোথায় সর্বাধিক ভূয়সী হইতে পারে, সুতরাং কোথায় যে ত্রিবিক্রম-উরুক্রম বামনাবতারের সাতিশয় প্রয়োজন (যজ্ঞভরণার্থ), তাও আগে বলা হইয়াছে। যজ্ঞ (সামান্যার্থে)=Cosmic Metabolism (অগ্নীষোমীয় অনুপাত-ছন্দোগত্ব)।

## ২৯।। দক্ষিণয়া বাজম্।।

দক্ষিণা দ্বারা ‘বাজং’ (ঘৃত, অন্ন, যজ্ঞ, বারি, ইত্যাদি) আসিয়া থাকে॥

‘দক্ষিণা’ এবং ‘বামা’ লক্ষণ দুটি আবার স্মরণ কর। ‘দক্ষিণ’ এবং ‘বাম’ (আকার বাদ)—শব্দ দুটি অনুরূপ (অনুকূল) এবং বিরূপ (প্রতিকূল) অর্থে নেয়া যাইতে পারে, এবং নেওয়া হইয়াছে পূর্ব পূর্ব সূত্রে। ‘বামে’ অপকর্ষ আসিতে পারে; ‘বামা’-য় সে অপকর্ষ নেই। বরং, বামা সব কিছু বৃত্তির ‘মুখ’ উল্‌টাইয়া সেটিকে নাভি, বিন্দু, মূল (পর এবং পরম) এর দিকে নেয় বলিয়া বামা বিশেষভাবে

ভজনীয়া। 'দক্ষিণা' বলিতেও কেবল দক্ষিণ বা দাক্ষিণ্য নয়। অন্তে ঐ 'আ'-স্বরটি তাকে অবাধে, স্বচ্ছন্দে পরিসীমায় লইবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। বলে—"তুমি এখন তো 'দক্ষিণ' আছ, কিন্তু 'বাম' হতেই বা কতক্ষণ! কিন্তু দেখ—আমি তোমাকে ঐ একমুখেই স্বচ্ছন্দে চালাব; তুমি ভেব' না।" এই যে অভীষ্টাভিমুখে একতান বৃত্তিমত্তা (one-directional congruence) বা বহমানতা, সেটি দক্ষিণাধিকারে। সবের মূলে যে ভাগবতী শক্তি, সে শক্তি 'দক্ষিণা' না হইলে এটি হয় না। শ্রীগুরুশক্তিকে দক্ষিণামূর্তি, ইষ্টশক্তিকে দক্ষিণা কালিকা ইত্যাদিরূপে ভজনা করিতে হয় এর নিমিত্ত। এর নিমিত্ত যে সাধন তারও সাধারণ নাম 'দক্ষিণাচার'। এতে যে সোজা পথে ইষ্ট অভিমুখে চলিতেছি, সে পথটি সহজ ও নিরঙ্কুশ পাইতে হয়। যেটি শ্রেয়ঃ, তার পানে স্বচ্ছন্দ অভ্যুদয় (undeflected, un-impeded progression), 'দক্ষিণা'র প্রসাদে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বেদপুরাণতন্ত্রাদির কর্ম এবং উপাসনা কাণ্ডে এ 'দক্ষিণা'-মার্গটি প্রদর্শিত হইয়াছে। এতে রজস্তমের বিক্ষেপ এবং আবরণ কারক (factors) দুটিকে 'অপেত' (remove or reduce) করার দিকে 'জোর' (বেগ, বীর্য) লাগাইতে হয়। এই জন্য এটি 'বাজ' সংজ্ঞায় আসে। সামান্যতঃ, বাজ=desired accelerating 'moment' or efficiency factor. 'ব'=যে কোন শক্তির কেন্দ্র ঘন রূপ ('গুহা'), 'আ'= সেটির আততি বা বিস্তার; 'জ'=তদ্দ্বারা কোন অভীষ্ট ফলের জাত হওয়া। সে ফলের প্রসবে ক্রিয়াকারকশক্তির একাগ্রতা, একমুখীনতা রহে বলিয়া 'বাজম্'।

পরের (বামা) সূত্রে দেখিব যে—তাতে ঐ 'অপেত'টি 'মুখ' ফিরাইয়া 'উপেত' হইতে চলে। ফলে, যাহা যাহা removed অথবা reduced হবার দিকে ছিল, তারা (যথা, রজস্তমঃ) reformed, transformed হইতে চলে। বিষমপি অমৃতায়তে। সব কিছু বৃত্তি তার নাভিতে, বিন্দুতে, আত্মায় 'ফিরিলে'-ই এই অঘটনটি ঘটে।

ঘৃতং বারি চ যজ্ঞশ্চ কারকশ্চ ফলক্রিয়ে।
ত্রিতয়ং বাজবাচ্যং যদ্ দক্ষিণয়া তদন্বয়ঃ॥
ক্রিয়াকারকফলানাং হি সর্ব্বভূমিষু সর্ব্বথা।
দক্ষিণা নাম সোহঙ্গানাং পারম্পরিকতান্বয়ঃ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিরিত্যাদ্যৌ দক্ষিণাকালিকাদিযু।
নিরঙ্কুশো হি দাক্ষিণ্যং ধারাগ্রন্থিসমন্বয়ঃ॥ ১২১-১২৩

যজ্ঞ ঘৃত এবং বারি; ক্রিয়াকারকফল;—ইত্যাদি যাহা কিছু 'ত্রিতয়' বাজবাচ্য হইবে, তাদের সেরূপ হইতে গেলে কি আবশ্যক হয়? 'দক্ষিণয়া তদন্বয়ঃ'। 'দক্ষিণা' নাম যে শক্তি, সেটি তাদের গতি, বেগ এবং ছন্দ—এ তিনের অন্বয় সাধিত করিয়া দিবে। বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে, ক্রিয়াকারক ফল—এ তিনের সর্বভূমিতে সর্বপ্রকারে সর্বঅঙ্গের যে পারস্পরিক অন্বয়, সেইটি 'দক্ষিণা' সংজ্ঞায় আসিবে। ক্রিয়া, কারক, ফল—একভূমিতেই (plane এ) অবস্থান যে করিবে, এমনও নয়, তারা যে একরূপ বৃত্তিমান্ হইবে, এমনও নয়; এবং তাদের নানা অঙ্গ যে একরূপই রহিবে, এবং পরস্পরে সম্বন্ধ রাখিবে, এমনও নয়। যজ্ঞাদি (অন্তরে অথবা বহিঃ) যাহা কিছুই অনুষ্ঠান করিবে, তাতে ভূমি, অবস্থা এবং অঙ্গসমূহ—এ সকলে অন্বয় অথবা সঙ্গতি না থাকার সম্ভাবনা অল্পাধিক থাকেই। এ সম্ভাবনাই ক্রিয়ায়, কারকে, ফলে ব্যাজ-বিঘ্ন সম্ভাবনা। Actionটি uniform, one-directed, convergent হইতেছে না ঐ সম্ভাবনা থাকায়। জপক্রিয়ায় এ সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে, এবং সেটি অপনোদন (resolve) করিয়া 'দক্ষিণা' অনুবন্ধে সেটি পাইতে হয়। ক্রিয়ার ভূমি, অবস্থান এবং অঙ্গ—এগুলি স্ব-স্ব বিরোধে যেমন থাকিবে না, পরস্পর বিরোধেও তেমনি না। এদের intrinsic এবং inter-relational congruity আসা আবশ্যক। যজ্ঞে 'দক্ষিণা' এর এবংবিধ 'আঙ্গিক' পরিপূর্তির 'প্রতীক'। সম্মতি (sanction) -ও বটে। ক্রিয়ার এক ভূমিতে যাহা 'গড়িলে', অন্যভূমিতে সেটি 'ভাঙ্গিলে'; এক অবস্থানে যেটি 'পক্ব' হইল, অন্যে সেটি 'কাঁচিয়া' গেল; এক অঙ্গে যেটি 'পুষ্ট' হইল, অন্যে সেটি 'ক্লিষ্ট';—এরূপ হইলে দক্ষিণাদাক্ষিণ্য হইল না। ক্রিয়াটিও 'বাজ' সংজ্ঞায় আসিল না। ভূয়িষ্ঠ এবং সাধিষ্ঠ ফল লাভ করিতে হইলে বাজ আবশ্যক। ভূমিতে সব কিছু 'ব্যবস্থিত', অবস্থায় 'অবস্থিত', এবং স্বাঙ্গে সব কিছু 'সংস্থিত'—এইভাবে দেখিয়া লইও। মধ্যমায় বিন্দুকে স্থিত ধরিয়া, উদয়ে-বিলয়ে, গায়ত্রীর বৈখরী জপ চলিতেছে। এ দৃষ্টান্তে ভূম্যাদি ঐ ত্রিতয়কে বুঝিয়া লও। 'দক্ষিণা' এবং 'বাজ'কেও মিলাইয়া লও।

কোন ফলের অভিমুখে ক্রিয়ার যে একমুখীনা বেগবতী গতি, সেটিকে বল—'ধারা'। এ ধারায় 'গ্রন্থি' সম্ভাবিত হয়। বেশ চলিতে চলিতে 'গাঁঠ পাকাইয়া' যায়। এর নানান্ আকৃতি। এই ধারাগ্রন্থিসমন্বয়পূর্বক যাহা ধারাকে (progressing process কে) অবাধসম্বেগবতী করিয়া দেয়, সেটিকে বলে 'দাক্ষিণ্য'। দক্ষিণামূর্তি, দক্ষিণাকলিকাদিতে এই দক্ষিণাদাক্ষিণ্যের নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রপন্ন হইবে।

**৩০।। বাময়া বাজঃ।।**

বামাদ্বারা 'বাজঃ' (শব্দ, বেগ, ইত্যাদি) আসিয়া থাকে॥

বৈপরীত্যেন ধারায়া গ্রন্থিত্রয়বিমোচনাৎ।
গ্রন্থিনিষ্ঠা হি যা শক্তিঃ স্তব্ধা স্যাচ্ছন্দবেগভাক্॥
বামাবৃত্ত্যা গতে রোধাদ্ গতেঃ স্যাদ্ বীর্যরূপতা।
অনুলোমা হি যা ধারা রাধায়তে বিলোমা সা॥ ১২৪-১২৫
বীর্য্যযোনিং সমুদ্দিশ্য বামং বীরঃ সমাশ্রয়েৎ।
দক্ষিণয়া চ দাক্ষিণ্যমন্যোযামিতি নিশ্চয়ঃ॥
মন্ত্রযন্ত্রসাধনানি সম্বেগং দধতে যয়া।
সম্বেগাৎ পরনৈর্গুণ্যং বামা বাজপ্রসূর্হি সা॥ ১২৬-২৭

পূর্বসূত্রে গতির ধারারূপ এবং তাতে গ্রন্থিত্রয়ের কথা বলা হইয়াছে। দক্ষিণা ধারা এই গ্রন্থিগুলি মোচন করতঃ সেটিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে (ফলে) পৌছাইয়া দেন। ধর, অনাবৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত যজ্ঞবিশেষ করিবে। বারিবর্ষণ তাতে অভীষ্ট ফল। যজ্ঞবিশেষ তার সম্বন্ধে ক্রিয়া। আর মন্ত্রাদি সহকারে যে ঘৃত আহুতি, সেটি হইল কারক। বারি এবং অন্ন (বাজং) তাতে ফলিবে, যদি ক্রিয়াঙ্গাদির ঠিক সমন্বয় (congruence) থাকে। সমন্বয়ের বাধক 'গ্রন্থি'। এখন, ধারাবাহিকতায় যে শক্তিসামগ্রী, সেটি অভীষ্টলক্ষ্যপানে সম্যক্ স্বচ্ছন্দে চলিলেই সমন্বয়। গ্রন্থি সে ধারাশক্তির অবষ্টম্ভ, জিহ্মতাদি ঘটায়। এর ফলে ধারার শক্তিসামগ্রীর খানিকটা, আবদ্ধাদি রূপ ধরিয়া তার লক্ষ্যাভিমুখীন স্বচ্ছন্দগতির

বাধা সৃষ্টি করে। সেটা 'কাজে' না লাগিয়া 'কাজপণ্ড' হবার হেতু হইয়া দাঁড়ায়। এই যে arrested and antagonised energy, এটি স্তব্ধবৎ রহিয়াও বৈরী। যে সাধক দক্ষিণাচারে অমৃত অভিলাষী, দক্ষিণা তার নিমিত্ত এই 'বিষগ্রন্থি' (morbid complex ইত্যাদি) গুলি 'সরাইয়া' দেন। So that they become innocuous, un-operative.

কিন্তু 'সরাইয়া দেওয়া' মানে তো 'সারাইয়া দেওয়া' সব সময়ে নয়। বৈরী হটিয়া গিয়া তো আবারও জোট্ পাকাবে! 'মারিলেও' নাহি মরে—সেই রক্তবীজের ঝাড়! উপায়? তার শক্তিটাই 'আত্মনীন' (sublimated and allied) করিয়া লও। Alien কে Ally কর। গ্রন্থিনিষ্ঠ যে শক্তিকূট (the power entangled), তাকে বল— "তোমাকে মুক্তি দিলাম; তুমি আর বিপক্ষ রহিও না, আমার আপন সপক্ষ হও।" এই প্রকার বিপক্ষশক্তির যে 'বৈপরীত্য' সাধন, উল্টাকে উল্টাইয়া সোজা করিয়া নেয়া, সেটি 'বামাবৃত্তি'। এভাবে ধারাগ্রন্থির শক্তি ধারার পুষ্টিতে মিলাইতে পারিলে, ধারা সাতিশয় বীর্যবতী হয়, এবং তার যে সম্বেগ, সেটি 'বাজঃ' সংজ্ঞায় আসে। 'শব্দবেগভাক্'—সৃষ্টির মূলীভূত সে ক্রিয়া (Causal Stress), তার আপন যে বেগ (Creative *elan*), সে বেগ, তোমার ধারা ভজনা করে।—The irresistible Urge of Divine Creation, 'শব্দ' শব্দের মূলের ভাবটি আবারও ভাবিয়া লও।

কিন্তু ধারাগ্রন্থির সন্ধিনীরূপে এই পরিবর্তনটি আসে কি করিয়া? নিখিলের যাহা মূলগ্রন্থি বা নাভি, সেখানে ধারাকে 'ফিরাইতে না পারিলে, উহা সম্ভাবিত হয় না। সব কিছু উল্টাইয়া লইবার চরম এবং একান্ত 'সন্ধি'টি রহিয়াছে ঐ নাভিতে। চাকা যে পাকে ঘুরিতেছে, তার উল্টা পাকে ঘুরিবে ঐ নাভির নিয়ন্ত্রণে। 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ'। দক্ষিণায় তোমার গতি ছিল অধ্বনীন (অধ্বনি সাধু), বামায় সেটি হয় আত্মনীন। গতি তার গ্রন্থিপরম্পরা মোচন করতঃ লক্ষ্যপানে সফলযাত্রা করিতেছে বটে, দক্ষিণাদাক্ষিণ্যে; এ যাত্রায় গ্রন্থিশক্তিসমূহের আবারও নূতন নূতন গ্রন্থিবন্ধনের সম্ভাবনা তো যাইতেছে না। বরং নূতন গ্রন্থিগুলো যেন আরও 'জবর' মনে হয়। দেবীমাহাত্ম্যে গ্রন্থিত্রয়ের কথা ভাবিয়া দেখ। নিজের জীবনে, সাধনেও মিলাইয়া লও। আর, যে সাফল্যে (সিদ্ধিতে) তুমি দক্ষিণাবৃত্তিতে আসিলে, সে সাফল্যও কৈ তো প্রতিশ্রুতি দেয় না—'এই তো আমি নির্ব্যূঢ় হইলাম—an unconditional attainment.' এইজন্য কেবল অধ্বনীন হওয়াতে পরমকুশলতা নেই। আত্মনীন হওয়া চাই। সব কিছু ব্যাপারকে তার গোড়ায়, মূলে (নাভিতে, বিন্দুতে) ফিরাইয়া আনা চাই। জপে বারংবার বিন্দুবিলয় তো এই জন্যই। কুলকুণ্ডলিনীর জাগৃতি (মূলে) এবং চক্রভেদপূর্বক 'হংসঃ' বৃত্তিকে 'সোঽহম্' করার হেতু তো ইহাই। সৃষ্টির সর্বস্থলেই, স্পন্দন, আকুঞ্চন-প্রসারণ, ঊর্মি ইত্যাদিতে গতির একমুখে বৃত্তিকে বিপরীতমুখে নেয়ার প্রবৃত্তি দেয়া রহিয়াছে। নচেৎ, অর্থাৎ আপনাতে ফিরিতে না পাইলে, সৃষ্টি 'দেউলিয়া' হইত! যেমন, সুষুপ্তিতে, ধ্যানে আমরা আপনাতে ফিরিয়া আসি।

এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল—'বামাবৃত্ত্যা ইত্যাদি।' যে মুখে গতিটি হইতেছে, তাকে যদি সে মুখে রোধ করতঃ বামায় লও, তবে (এরূপ turning round এর ফলে), সে গতি সমধিক বীর্যবতী হয়। কোন মুখে? যে বিপরীতমুখে তাকে ফিরাইলে, সেমুখে। রোধিকাশক্তি এবং বামাশক্তি—এ দুয়ে মিলিয়া গতির শক্তিমান (অন্যমুখে) খুব বাড়াইয়া দেয়। অর্থাৎ, ব্যাপারটা শুধু যে sense বদ্‌লান' এমন নয়; potencyর মানও বদ্‌লান'। ইহা 'বাজঃ'। এই নিমিত্ত, জীবাদির যে অভ্যাসাদিরূপে সাধারণ প্রবৃত্তি, সেটির 'মোড় ফেরান' শক্তিসাধনের মুখ্য কর্ম। চা খাওয়া, কি সিগারেট টানা, কি জাস্তি বকরবকর করা—যে কোন অভ্যাস-প্রবৃত্তিকে রাশ্ টেনে রাখ, সে শুধু যে কমিল বা বন্ধ হইল এমন না; সে তোমার ভেতরে পূর্বলক্ষণমত 'বাজঃ' সৃষ্টি করিল। তোমার আপন অব্যয় শক্তিকেন্দ্রে সেটি তোমাকে যুড়িয়া দিল। চলার পথে তুমি পরবশ; ফেরার পথে তুমি আত্মবশ। 'রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙালি'—তাকে ঠেকায় কে?

অনুলোমায় যেটি ছিল ধারা, বিলোমায় সেটি হল 'রাধা'। এ রাধার প্রেষ্ঠ-অভিসারে যমুনাও উজান বয়। গীতার প্রসিদ্ধ সেই—'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদিও এই সূত্রে ধ্যান কর। কারিকায় পরে বলা হইতেছে—'বীর্য্যযোনিং সমুদ্দিশ্য' ইত্যাদি।

'বীর্য্যযোনি' শব্দটিকে তলাইয়া বুঝিও। বামাচারে ক্রিয়াঙ্গবিশেষ এই শ্লোকের একান্ত অথবা মুখ্য লক্ষ্যার্থ নয়। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ সব ক্রিয়াঙ্গ (যেমন 'পঞ্চ মকার') কেবল অথবা মুখ্যতঃ বাহ্য অনুষ্ঠান ভাবনায় ভাবিত হয় নাই। সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম ভাবনাই সকল ভাবনার প্রাণ। এখানে সূত্রগুলিতে বিশেষভাবে তত্ত্বভাবনা

হইতেছে। এবং সেই ভাবনানুবন্ধেই 'বীর', 'বামা', 'বীর্য্যযোনি' প্রভৃতি শব্দের অর্থভাবনা করিতে হইবে। বীরের যেটি ভূয়িষ্ঠ বীর্য, সে বীর্যের 'যোনি' (নিধান এবং প্রভব) উদ্দেশ করতঃ বীর পূর্বলক্ষিত 'বামা' আশ্রয় করিবে। বামাচার = বামা + আচার, এভাবে নেয়াই সঙ্গত। 'বামা' এস্থলে সংজ্ঞা (a Category or Concept)।

এবম্বিধ বীর ব্যতীত অন্যে 'দক্ষিণা' সমাশ্রয়ে দাক্ষিণ্য লাভ করে, ইহাও নিশ্চয় জানিও। এ আম্নায়ের সূত্রও পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে। 'বামা' ও 'দক্ষিণা'কে Leftist-Rightist মনে করিও না সরাসরি।

মন্ত্রযন্ত্রাদি সম্যক্‌রূপে বেগবত্তা (Limit of Efficiency) লাভ করে যদ্দ্বারা, এবং যাহা গুণের অতীত যে নৈর্গুণ্য, তাতেও লইতে সমর্থ, সেটিকে বাজপ্রসূ বামা জানিবে।

যে কোন বস্তুর নাভিগ্রন্থি হইল তার মূলগ্রন্থি, এবং ইহা গুণগ্রন্থি। বস্তুবিশেষের সত্তা, শক্তি, সম্বন্ধ এবং আকৃতি—এ চতুষ্টয় তার গুণগ্রন্থিতেই 'গ্রথিত' থাকে। এ গুণগ্রন্থি ভেদ না হওয়া অবধি তার গুণের বাঁধন যায় না; সুতরাং নৈর্গুণ্যসমাপত্তিও ঘটে না। বামা বাজপ্রসূরূপে সমস্ত বৃত্তিকে তার মূলগুণগ্রন্থিতে লইতে, এবং তদন্তে সেটিকে নৈর্গুণ্যে অবসান দিতেও সমর্থা। গায়ত্রী ইত্যাদি জপে আদৌ দক্ষিণাশক্তির অনুগ্রহ থাকা চাই, যাতে উদয় এবং পরিক্রমটি সৌষ্ঠবে হয়। অন্তে বিলোমে বিন্দুবিলয়টি অর্দ্ধমাত্রায় ঘটাইতে বামার প্রসন্নতা চাই। উক্ত গুণগ্রন্থিকে নানাবিধায় বিশ্লেষণ করা যায়। তার মধ্যে এক রকমের হইল—স্থিতিগ্রন্থি, গতিগ্রন্থি, লয়গ্রন্থি। 'গ্রন্থি' মানে, এস্থলে, যেটি গ্রন্থন করে, গাঁথিয়া রাখে। যেমন, জপের মালা। ধর, তাতে ১০৮ সংখ্যা রুদ্রাক্ষ কি তুলসী আছে। যেখানে মূলগ্রন্থি (মেরু), সেখানেই এ সংখ্যার স্থিতি। জপক্রিয়ার গতি সেখান হইতে; লয়ও সেখানে। মেরুতে গ্রন্থিত্রয় সম্মিলিত। মেরু লঙ্ঘন না করার অন্যবিধ (সূক্ষ্ম) যুক্তির আভাষ আগে দেয়া হইয়াছে। এখানে ইহাও লক্ষ্য কর যে, লঙ্ঘনে ঐ স্থিত্যাদি ভাবত্রয় শুদ্ধ না রহিয়া সঙ্করে (confusion এ) যাইতে পারে। দক্ষিণা-বামা—দুই শক্তিকেই সহায় পাইতেও হয়।

অর্থাৎ, যে কোন গতিক্রিয়াকে তার 'একমুখে' বরাবর হইতে দিলে, সেই মুখে তার যে সম্বেগ, সে সম্বেগই তাকে অধিক, অধিকতর 'বাধ্য' করে; সেটা একটা

drag of inertia হইয়া দাঁড়ায়। এ এক বাঁধন। শুভ অনুষ্ঠানও একাবৃত্তিতে বহুশঃ চলিতে চলিতে হয় 'বন্ধপাশ'। যদি সেটিকে বিলোমে (অন্যমুখে) লইয়া তার মূলে লইতে পারি তো, তার বন্ধপাশ থেকে আমার মুক্তি। ক্রিয়া বা গতিবশ্য আমি আর রহিলাম না; স্বরাট্, আত্মরাট্ হইলাম। ক্রিয়া বা গতিই হইল আমার বশ। ইহা বামায় বীরের সাধন। ক্রিয়ামাত্রকে reverse (বামা) করিয়া, তার যেটি একত্র শূন্যপূর্ণ স্থল (বিন্দু), সেখানে আনিতে পারা চাই।—যেখানে যাইয়া ক্রিয়া বলিবে—'এই দেখ, আমি শেষও হইলাম; পূর্ণও হইলাম।' শুধু একমুখে চলিয়া এটি মিলে কৈ? চলার শেষই বা কৈ, সীমাই বা কৈ? মালাজপে (এবং মন্ত্রব্যাহরণেও) এই সূত্র মনে রাখিয়া মেরু লঙ্ঘন করিতে নেই। একমুখে মালা জপিতে জপিতে যেই মেরুতে আসিলে, সেই কেহ যেন 'ঝাঁকা দিয়া' তোমাকে মালার একমুখো গতি থেকে (drag of inertia) সামলাইয়া লইল; বলিল—'ওঠ—গতির বেগ সামলাইয়া ওঠ; উজান বাও। বীর হও। বলো যে—তুমিই গতিকে চালাও, গতি তোমাকে চালায় না।'

ইতি জপসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দক্ষিণাবামাদিনিরূপণং নাম তৃতীয়ঃ পাদঃ॥

# দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

**১॥ ককারোঽভিব্যঞ্জকঃ॥**

'ক'-কারে অভিব্যঞ্জক বুঝিতে হইবে;

সাক্ষাৎ পরমাব্যক্তে যা ব্যক্তাভিমুখীনতা।
প্রাগিব বীচিবিক্ষোভাৎ সিন্ধোরুচ্ছূনতা বহিঃ॥
সুপ্তিজাগরয়োঃ সন্ধিরক্ষরাক্ষরয়োঃ পুনঃ।
অভীদ্ধাত্তপসশ্চাবিরিত্যাদিভিঃ শ্রুতা হি সা॥
ইচ্ছাসঙ্কল্পকামাদৌ ককারো যোঽপি গৃহ্যতে।
সুখং বা সলিলং বা স্যাদ্ ভূমাভিব্যঞ্জকো হি সঃ॥ ১২৮-৩০

শান্ত সিন্ধু। বীচিবিক্ষোভ নেই। সিন্ধু বাতপ্রহত হইয়া এইবার বীচিভঙ্গে চঞ্চল হইবে। কিন্তু এটি হবার ঠিক আগে সিন্ধুবক্ষে একটা উচ্ছূনতা বা উচ্ছ্বাস ('heaving') সামান্যভাবে উদিত হয়, নয় কি? বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্‌গমের আগেও এটি হয়। সুষুপ্তি এবং জাগরণের ঠিক সন্ধিতেও ইহা স্মরণ করিও। সুষুপ্তিতে 'নিমগ্ন' আমার অহমাদি সত্তা যেন জাগরোন্মুখ হইয়া প্রথমে সামান্যভাবে 'ভাসিয়া' ওঠে। মগ্ন 'আমি'-টাকে 'এই যে আমি' বলিয়া 'আবিষ্কার' করার সন্ধি এটা। কেবল এইসব দৃষ্টান্তে নয়, অক্ষরবস্তু (Being at rest) -মাত্র ক্ষরভাবে (গতিপরিণতিতে) আসিতে গেলেই এই সন্ধিসম্মুখীন হইতে হয়। অর্থাৎ, অভিব্যক্তির একটা বিশেষবিরহিত (undifferentiated) সামান্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। যেমন আবার, মনুষ্যাদি জাতকের ভ্রূণ (embryo) বিবর্তনে এটি লক্ষ্য করিতে হয়। সামান্য বা পরজাতিই আদিম অভিব্যক্তি। বিবর্তনবাদের (Evolution Theory-র) এটি মূল স্বীকার্য (First Premise)।

শ্রুতিতে 'অভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত' ইত্যাদি বলিয়া ব্রহ্মের যে আবীরূপতা (যাহা পূর্বে সবিস্তার আলোচিত), তাতেও এই প্রকার বিশেষবিরহবিশিষ্ট সামান্যাভিব্যক্তিমাত্রতা, 'তপসঃ' এবং 'অভীদ্ধাৎ'—এই পদ দুটিতে সূচিত হয়। তন্ত্রাদিতে 'কামকলা'র উচ্ছূনতায় নিখিলোদ্ভব, স্পষ্ট করিয়াই বলা হয়। ইহাও নানা অনুবন্ধে বুঝিতে যত্ন করা হইয়াছে। একটা বিন্দু রহিয়াছে। বিন্দুটি বৃত্ত, ত্রিকোণ, প্যারাবোলা ইত্যাদি আকৃতিতে যাবার আগে তাকে তার স্থিরভাব ('জড়সমাধি') থেকে প্রবৃত্ত্যুন্মুখতায় যাইতে হয়। এটি বিন্দুর ব্যুত্থান সামান্য। যে অগ্নি বিন্দুগর্ভে সোমের সাথে সমতাস্থৈর্যে ছিল, সেটি এবার 'উদ্যত'রূপে নিখিলাকৃতির 'অঙ্কক' হইবে। অগ্নির এই 'আদ্য উদ্যম' তপঃ। সোমও বলেন— "বেশ। আমিও সাথে রহিয়া, সর্বাকৃতির 'রঞ্জক' হইব।" এই 'অঙ্কক' এবং 'রঞ্জক' হবার আদি এবং সামান্য সূচকটি হইল আদিম ব্যঞ্জন বর্ণ—ককার।

ব্রহ্মের সঙ্কল্প, কাম, ঈক্ষণ থেকে সৃষ্টি। এদের প্রতিটিতেই 'ক' আছে। এতে কি বুঝায়?

'ক'তে সুখ, সলিল (পূর্বনিরূপিতার্থে) ইত্যাদি যাই তত্ত্ব ভাবনা কর, ইহা 'ধ্রুব' যে, 'ক' ভূমার (সৎ, চিৎ, আনন্দ বা রসরূপে ব্রহ্মের যে অখণ্ডত্ব ও অনন্তত্ব), আদি ও সামান্য অভিব্যঞ্জক। 'অভি' বলিতে আবিরভিমুখে। অ-স্বর অক্ষর-সামান্য। এই 'অ' 'ক'-রূপে অভিব্যঞ্জক সামান্য।

ব্রহ্ম 'ভূমা'-রূপে পরমাব্যক্ত। এই পরমাব্যক্তের 'সাক্ষাৎ' বাগাদিরূপে যে আবীরূপ, অথবা অভিব্যক্তিমুখীনতা, সেটি ক-কার। অকারাদি স্বর 'সবিতার' যেটি অক্ষরাধার (সত্তায়, শক্তিতে এবং ছন্দে), সেটি 'পাতিল'। পাতিয়া সে 'ক'-কে ডাকিয়া বলিল—"বাগাদিরূপে তোমার পটভূমি তো প্রস্তুত; এইবার তুমি এই পটে অঙ্কক ও রঞ্জকের তুলি হাতে তুলিয়া লও।" আরও বলিল—"সবুর কর; যা যা আঁকিবে, তাদের সামান্য ভাবটা, অঙ্কন-রঞ্জনের গোড়ার কথাটা, ভাবিয়া লও।" ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝ। যেমন, কোন মহাপুরুষের ছবি আঁকিবে। তার আগে সামান্য মনুষ্যাকৃতি তোমার ধ্যানমুকুরে ফলিতে দাও। ক-কার মুখ্যপ্রাণসমাশ্রিত। পরে তৃতীয়সূত্রে পাইব যে—হকার মুখ্যপ্রাণের মহাপ্রাণতা। 'মুখ্য' আর 'মহা'তে ভেদ আছে, তাও দেখিব। মুখ্যে আর মহা-তে পরস্পর আকাঙ্ক্ষাও থাকে। এই নিমিত্ত

'কু চু টু তু পু' এই পঞ্চবর্গেই মহাপ্রাণ কোথাও কোথাও (বিশেষতঃ চতুর্থে) অধিষ্ঠিত আছে। 'মুখ্য' এবং 'মহা' কাদি হাদি আম্নায়েরও মূল কথা। 'কৃষ্ণ' নাম ঋকারাদি সহকারে সব কিছুকে মুখ্যপরিসীমায় নেবার নাম। 'হরে' মহাপরিসীমায়।

ক-কারে Prime Patency, আর হ-কারে Prime Potency—এভাবে ভেদটি ভাবনা করিও।

**২।। কণ্ঠকোণাভ্যাং কৃৎস্নভাবিত্বাৎ।।**

(হেতু বলা হইতেছে) 'কণ্ঠ' এবং 'কোণ'—এ দুটির সাহায্যে 'ক' কৃৎস্নভাবী—বিশেষ বিশেষ সকল অভিব্যক্তি জন্মায় বলিয়া (ক-কারকে সামান্য অভিব্যঞ্জক বলা হইল)॥

জিহ্বামূলেন কণ্ঠেন মূলযন্ত্রঞ্চ সূচ্যতে।
ব্যাপারবান্ যদাশ্রিত্য মূলস্পন্দঃ স্ববৃত্তিষু॥
ব্যাপারবদদিগ্‌যন্ত্রং দিশ আশ্রয়তে যতঃ।
কোণত্বেন হি তজ্‌জ্ঞেয়ং বৃত্তবীচ্যাদিবেগবৎ॥
সমুদ্রোঽর্ণব ইত্যাদৌ স্পন্দসামান্যবিবৃতিঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চেতি দিগ্‌দেশাদিনিরূপণম্॥ ১৩১-৩৩

কণ্ঠ (+জিহ্বামূল) এ প্রসঙ্গে কেবল শারীরস্থান বা যন্ত্র বিশেষ (vocal organ) ভাবিলে হইবে না। ইহা দ্বারা অভিব্যক্তিমাত্রের যেটি মূলযন্ত্র (Basic Apparatus), সেটি লক্ষণায় বুঝিতে হইবে। যেমন, বীজের অঙ্কুরাদিক্রমে অভিব্যক্তি হইবে; সে স্থলে মূলযন্ত্রটি কি? চিত্তে কোন সঙ্কল্প ক্রিয়াপরম্পরায় আপনাকে চরিতার্থ করিবে; এখানেই বা কি? জপে বিন্দু (অব্যক্ত) থেকে নাদ (ব্যক্ত) উদিত হইবে, এখানেই বা কি? মূলযন্ত্র সেইটি, যদ্‌দ্বারা, অথবা যেটিকে আশ্রয় করতঃ, মূলস্পন্দ (পরশব্দ) আপন বৃত্তিসমূহে বৃত্তিমান্ ও ব্যাপারবান্ হয়। মূলস্পন্দ = Causal Stress, Basic Commotion—এ ভাবে বহুধা ভাবিত হইয়াছে। যাহা অব্যক্ত (যথা বীজে), সেটি আবীরূপ পাইতে 'কারণ' এবং 'করণ' এ দুটিকে মিলাইয়া লয়। এ

দুটি, বিশেষভাবে, কারক। তার মধ্যে কারণটিকে, অত্র প্রসঙ্গে, বল 'মূলস্পন্দ', আর করণকে 'মূলযন্ত্র'। এ দুয়ে মিলিয়া কি করে? কোন শক্তিধারা বা স্পন্দকে (স্) কোন এক নির্দিষ্ট তল (level or plane) দেখাইয়া বলে—'তুমি এই তল লক্ষ্য কর, এবং তার পানে আপনাকে লও (canalize কর)।' এই দুটি 'ত' এবং 'প' বর্ণ। তিনে মিলিয়া হইল 'তপস্'।

দেখ যে (উচ্চারণ করিয়াও), ত কারে যে তলবৃত্তিতা, তাতে (অন্য তল তুলনা বাদ দিয়া) দিগ্‌ধর্ম (directedness) সাবকাশ হয় নাই। কোন তলে যে শক্তিস্পন্দ রহিয়াছে, সেটি এখনও দিক্ বা 'মুখ' পায় নাই। গণিতের ভাষায়, Energy সেখানে 'Scalar'; 'প' (ওষ্ঠ্যবর্ণ) সেটিকে Velocity, Momentum ইত্যাকারে 'Vector' (directed) করে। ('প'-কেও উচ্চারণ করিয়া দেখ)।

এখন, বলা হইতেছে যে, মূলযন্ত্রে (যেটিকে আশ্রয় করতঃ মূলস্পন্দ আপন বৃত্তিতে ব্যাপারবান্ হয়), 'কণ্ঠ' (+জিহ্বামূল) নির্দেশ দেয় ঐ 'অ-দিক্' রূপটির, এবং 'কোণ' দেয় 'দিক্'-রূপের। কণ্ঠ বলে—'এই তো শক্তিস্পন্দ জাগিল।' কোন বলে— 'বেশ। এদিকে, এ পথে এস।' তপসে অদিক্-দিক্ দুটিই সম্ভাব্যরূপে মিলিত আছে, তা দেখিয়াছি। একেবারে গোড়ায় যে তপঃ, যা থেকে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টির অভিব্যক্তি, সেখানে অবশ্য 'অদিক্' ভাবটি মুখ্য থাকে; তথাপি সেটিকে বলিতে হয়—'আমি রাত্রি হইলাম'; 'সমুদ্রোহর্ণবঃ' হইলাম, ইত্যাদি। লক্ষ্য বা 'মুখ' তাতে এভাবে (সূক্ষ্ম বা implicit) রহিলেও, ঐ (পূর্বব্যাখ্যাত) 'সমুদ্রোহর্ণবঃ' অবধি সৃষ্টিক্রমে (logical descent এ) কাল এবং দিক্, এ দুই-ই 'পুটিত' (enfolded) থাকে, 'ব্যাসে' (differentiation) নয়। অর্থাৎ, দিক্-কাল এখন অবধিও a frame of co-ordinate system রূপে স্পন্দ বা গতিকে ডাকিয়া বলিতেছে না— 'এই যে, আমাতে তোমার লেখটি আঁকিয়া তুমি বৃত্তিমান্ হও।' পূর্ব-লক্ষণানুযায়ী 'কোণত্ব' ধর্মটি না আসা পর্যন্ত এই রেখাঙ্কন কর্মটি সম্ভবে না। এই জন্য বলা হইল যে, ব্যাপারবৎ (activating) অদিগ্‌যন্ত্র ('scalar' apparatus) দিঙ্‌মান পরিগ্রহ করে এবং বৃত্ত, বীচি ইত্যাদি বেগরূপতা লাভ করে যদ্‌দ্বারা, সেটিকে 'কোণ' জানিবে।

পূর্বগ্রন্থে আলোচিত 'সমুদ্রোহর্ণবঃ' সূচনা করে 'সামান্য-স্পন্দবিবৃতিঃ'। সামান্যস্পন্দ বিশেষরূপতায় আসে আদৌ দিক্-কাল-কোণ—এই ত্রয়ীসহকারে। এ

তিনের 'বিবৃতি' না ঘটা পর্যন্ত মূলস্পন্দের সামান্য আকারেই বিবৃতি থাকে। যেমন, বিন্দু থেকে সমুদিতমাত্র নাদের, অথবা বিন্দুতে বিলয়ৈকবৃত্তিমান্ নাদের। এ দুটির প্রথমটি বিশেষ করিয়া 'সমুদ্র', দ্বিতীয়টি 'অর্ণব' সংজ্ঞায় আসিবে। বিন্দুতেই ব্রহ্মকাম 'অতপ্যত'—তার আদিম তপঃ করে। ফল—অর্দ্ধমাত্রা। এই অর্দ্ধমাত্রা নাদকে প্রেরণ করেন কলা (দেশে, কালে ও কোণে) বিতানে। এটি 'ঋতঞ্চ'। বীজাদি জপে এই ঋতাধ্বগ হইতে হয়। পুনশ্চ, কলাসমেত নাদকে বিলোমে আপন পূর্ণতা-শূন্যতায় 'সম্বরণ' করেন। এটি 'সত্যঞ্চ'। কোন গতি বা ক্রিয়াকে তার পূর্ণ-শূন্য দুটি কাষ্ঠায় না মিলাইতে পারিলে, সেটিকে 'সত্য' রূপে মিলান' হইল না। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শোধনে সেটিই করিতে হয়, নয় কি? অলসিত রসকে উল্লসিত-বিলসিতের মাঝ দিয়া স্বলসিতে সমাপনেও তাই করিতে হয়। 'রাত্রি'কেও এই অনুবন্ধে বুঝিয়া লইবে। কোন 'ব্যক্তি'-ই অব্যক্তকে (unmanifest, potential কে) আধার এবং ভাণ্ডাররূপে না রাখিয়া হয় না—এটি মনে রাখিতে হইবে। বীচি ইত্যাদি রূপে নিখিল জাগতিক স্পন্দবিতানকে কেবল মূলে নয়, পরন্তু তার সংসরণের প্রতিটি ছান্দসপাদে অব্যক্তকোটিতে (সুতরাং রাত্রিতে) ফিরিতে হয়। গায়ত্রী ইত্যাদি ব্যাহরণে এই শেষের গুলি কি? এক এক পাদের লয়স্পর্শস্থলগুলি। বিন্দুবিলয়টি 'সংস্পর্শের' স্থল বলা হইয়াছে।

কারিকায় শেষে আছে—'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' ইত্যাদি। দিগ্‌দেশাদি বিশিষ্টরূপে পদার্থের যে নিরূপণ, সেটি হয় মুখ্যতঃ সূর্য এবং চন্দ্রমাঃ এই দুটির অধ্যক্ষতায়। এ দুটিকে চিনিয়া রাখিয়াছ তো? ঐ সূর্য আর ঐ চন্দ্র—মাত্র ইহাই নয়।

**৩।। উষ্মা ঘোষবান্ মহাপ্রাণো হকারঃ।।**

হকার উষ্মবর্ণ, ঘোষবান্ ও মহাপ্রাণ॥

উষ্মেতি বায়ুসত্তাকো ঘোষবানিতি চেরিতঃ।
মুখ্যত্বেন মহাপ্রাণো হকারো হংস উচ্যতে॥
হৌংসো হ্‌সৌ হ্রীঁ মনুশ্চেতি হূমাদাবপি সর্ব্বতঃ।
নাদশক্তে র্ঘনীভাব আবিন্দু যেন লভ্যতে॥

কলাভিঃ কলনাদ্ যেন বিন্দুর্নাদায়তে পুনঃ।
বিশ্বকুণ্ডলিনীনিদ্রা যেনাপি চ নিবার্য্যতে।
বজ্রসত্ত্বো হকারঃ স সৌষুম্নার্গলপাটনঃ॥ ১৩৪-৩৬

উচ্চারণ যন্ত্র কণ্ঠ। তথাপি হকারকে নিখিলশক্তিসামগ্রীর বাগ্‌বিগ্রহরূপে দেখা হইয়াছে। 'স' এর সাথে মিথুন (polar) হইলে (যথা, হ্‌সৌ আকৃতিতে), 'হ' বিশেষ করিয়া সঞ্চিত (massed) শক্তি, আর, 'স' সিঞ্চিত শক্তি (radiated) নির্দেশ করে। উচ্চারণে 'কণ্ঠ' যে মূলযন্ত্রের (Basic Apparatus এর) সূচক, তাও পূর্বসূত্রে ব্যাখ্যাত। ক=ব্যঞ্জনমুখ; ং=ঐ ব্যঞ্জনমুখকে বিন্দুপ্রতিযোগী করিলে, কিনা, তাকে বিন্দুঘনতার পানে লইলে;—the Basic Manifesting *elan* tends to become condensed or nucleated so as to evolve. কবর্গে যে মুখ্য নাদপ্রতিযোগিতা, সেটি অনুস্বার যোগে নাদবিন্দু, এতদুভয় বা মিথুন প্রতিযোগিতায় (প্রতি+যোগে) আসিল; আর, এই মিথুনব্যতীত কোন ব্যক্তকলার (evolved aspects) কলন হয় না। শেষে যে 'ঠ', সেটি? চন্দ্রবীজের বর্ণ, সুতরাং, কলার নির্দেশ দেয়। 'কণ্ঠ' শব্দের প্রাণরসায়নে পাইলে তবে কি? —A power beginning to manifest (ক), condenses itself as a source or centre (ং), so as to evolve into multiple lines and phases of manifestation (ঠ)। এখন দেখ যন্ত্রসামান্যের মূল আকৃতিটি এ তিনে পাইলে কিনা। হকার এই মূলযন্ত্রসমাশ্রয় করে তার 'উচ্চারণে' (এটিকেও কেবল vocal sound ভাবিও না)। উৎ+চারণ=কোন এক অভিব্যক্তি সীমা বা target রূপে রহিয়াছে, যেন তার top or ceiling 'reach'; সেইটিকে বলা হইল উচ্চারণ। যেমন ধর, অর্জুনের লক্ষ্যবেধ; গানে ঊর্দ্ধাধ কোন 'key' অবধি গতি; গায়ত্রীতে 'বরেণ্যং' টিকে ঠিক চূড়ায় সানুতে দেখাইয়া এর সাথে বিশেষ কোন 'কেন্দ্র' সম্পর্কে সুষম উদয়-বিলয় ছন্দে সকল স্পন্দগুচ্ছকে 'আহরণ'-টি থাকিলে হয়, 'ব্যাহরণ'। শুধু উচ্চারণে যেটি (শক্তিধারা) ঊর্দ্ধে বা নিম্নে লম্বরেখায় চলে, ব্যাহরণে সেটি এক ধ্রুব অক্ষ সহকারে শঙ্খাবৃত্তি (spiraline movement) ও লাভ করে। কাজেই, তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকল্পে শক্তিবীর্য এবং শক্তি পাটব, দুই-ই লাভ হয়। শঙ্খ সে নিমিত্ত ব্যাহরণ সম্বাদী। শ্রীভগবানের করে শঙ্খ।

এখন, সকারের দ্বন্দ্বে রহিয়া হকার সঞ্চিত ভূমিকাটি বিশেষভাবে লয় বটে, কিন্তু 'দ্বন্দ্বাতীত' রূপে হকারে নিখিল শক্তিসামগ্রীই সর্বথা বিদ্যমান। ককার বলে— "আমি অভিব্যঞ্জনার 'মুখ' হইলাম।' হকার বলে—"আমি হইলাম তোমার 'মুখ্য' বা পূর্ণ হবন।" 'মুখ' এর সঙ্গে বায়ুবীজ যে 'য', সেটি যোগ হইল। বায়ু? আদিমকারণে যে আদিম সঞ্চারী প্রসারী গতিস্পন্দরূপ। 'বিয়ৎ' বা আকাশের সঙ্গে এর 'একপর্ব্ব' ভেদ আছে,—তা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ। আকাশে Continuum ভাবটি প্রধান (যেমন আবার পরাবাকে); বায়ুতে এটি রেণুরূপতাতেও (as corpuscles, quanta) আসিয়াছে (পশ্যন্তী প্রভৃতির সূচনা)। লক্ষ্য কর যে, হকার, বিশেষ করিয়া, আকাশবীজের অক্ষরপীঠ। তার মানে, 'আকাশ' বলিতে সত্তাশক্তির যে সামান্য, সমগ্র এবং অসীম—এই তিনটি ভাব আসে, হকার স্বয়ং সে ভাবত্রয়নিষ্ঠিত। 'নিষ্ঠিত' বলিতে এখানে 'inherently given' বুঝিও। অর্থাৎ, উক্ত ভাবত্রয় হকারের 'নিজস্ব', আর কোথা থেকে 'অধ্যস্ত' নয়।

এতদ্রূপ হইয়াও হকার উষ্মা, ঘোষবান্, মহাপ্রাণ—বিশেষতঃ এই তিনরূপে সূত্রে লক্ষিত। আগের তিন, আর এই তিন; হইল ছয়। শিব এবং শক্তি, দুয়েই 'হ' কে আপন বীজরূপে বরণকরতঃ তা থেকে ষড়াম্নায়, ষট্‌কোণযন্ত্রাদি বিশ্বমৌলিক 'ষট্‌কে'র জনয়িতৃ-যুগল রহিয়াছেন।

এইবার, 'উষ্মা বায়ুসত্তাকঃ' কথাটার মানে বোঝ। আকাশের ঈক্ষণে হইল বায়ু—শ্রুতি বলেন। আকাশের ঈক্ষণ মানে? ব্রহ্মের ঈক্ষণ?—ঠিক। তথাপি উপলক্ষণায় আকাশেরও নিজস্ব এক ঈক্ষণ আছে। জড়ের? আকাশ 'জড়' কে বলিল? তবু 'ভূত' তো? ভূতনাথ, ভূতেশ্বরই হন ভূত! আচ্ছা, এ বিচার ছাড়। আকাশের নিজস্ব ঈক্ষণটি কি পদার্থ, তাই বল। ঐ 'উষ্মন্' শব্দটিতে তার সঙ্কেত আছে। উ+ষ্+মন্—ব্যাপারটা আসলে কি? হকার আকাশরূপতায় সামান্য, সমগ্র, সর্বতঃ—এই তিনভাবে নিষ্ঠিত বলা হইয়াছে। শব্দ (পরশব্দ অর্থে) যে আকাশের গুণ, তা প্রথম খণ্ডাদিতে বিশেষ করিয়া দেখান' হইয়াছে। এইবার শব্দের সঙ্গে স্পর্শ (মূল অর্থে, Prime Stimulus Factor, 'আদিম উত্তেজক') আসিবে। মূল স্পন্দের সঙ্গে মূল স্পর্শ (ঐ অর্থে) যুক্ত হইলে হয় 'বায়ু'। মহাসাগরের বক্ষে সামান্য, সমগ্র এবং সর্বতোভাবে কোন উচ্ছ্বাস (heaving) হইতে সাগর রেণু বা কণ সমষ্টি-

রূপ না হইলেও চলে, মনে হয়; কিছু তরঙ্গ প্রবাহাদি রূপে পরস্পরস্পর্শধর্মী কোন সংস্থায় সাগরকে আসিতে গেলে তাকে কণসমষ্টিরূপে না ভাবিয়া উপায় নেই। প্রাণ এবং চেতনার দৃষ্টান্ত লইয়াও এই মূল শব্দ এবং স্পর্শ তত্ত্ব ভাবিয়া দেখিবে। প্রাণকে as plenum (বিভু) ভাবে লইলে, তাতে প্রথমটি (as causal stress) থাকিতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয়টি (stimulate, excite, irritate) আসিতে গেলে প্রাণসামগ্রীকে নানা 'প্রাণকেন্দ্র' রূপটি পাইতে হয়। চেতনার (Feeling, Consciousness) বেলাতেও তদ্রূপ।

এখন, সামান্য সমগ্র পদার্থে (আকাশে, ঈথার ইত্যাদিতে) স্পর্শধর্মানুরোধে ঐ প্রকার বিশেষ ব্যষ্টিরূপতা (কণ, কেন্দ্রপ্রভৃতি) যদ্দ্বারা সাধিত হয়, সেটির 'বায়ু' সংজ্ঞা (Prime differentiating and denoting Factor)। আকাশে বা পরশব্দে যে Connotation সমষ্টি বা Integral Significance ছিল, সেটি বায়ুতে বা পরস্পর্শের ভূমিতে হইল বিশেষ বিশেষ connotation-and-denotation, General and universal special and particular এ 'অবতরণ' করার 'সেতু' (ঐ স্পর্শটি) পাইল। 'স্পর্শ' বলিতে পরস্পরের 'আকাঙ্ক্ষা' (affinity)। বায়ুতেই মূল রজোরূপতা (যেটি রাগদ্বেষের-ও বীজ)। এই নিমিত্ত জপাদিদ্বারা বায়ুকে প্রথমে সুষম, অন্তে স্থির করাই (অর্থাৎ, বিরজাঃ হওয়াই) মহাব্যোমতত্ত্বে নিষ্ঠিত হবার সাধন।

আকাশকে এভাবে মূলরজোরূপতায় লইবে যেটি, সেইটি হইল উষ্মধর্ম। "উষ্মাণঃ শষসহাঃ"। উ=ওষ্ঠ্যবর্ণ। উকার সূত্রে এটিকে বেধবৃত্তিমুখ্য উদিত, ঊর্জিত স্বর বলা হইয়াছে। হ্রস্বে উদিত, দীর্ঘে ঊর্জিত। আকাশ বা মূলসামান্যস্পন্দ যেন আপনাকে স্পর্শধর্মী আকৃতিতে উদয়নের নিমিত্ত আপনাকেই 'বেধ' করিতেছে। আপন সামান্য সত্তাশক্তিস্পন্দের অধিকরণে—'এই যে বিশেষ' বলিয়া আপনাকে নিরূপিত (denote) করিতেছে। (উ-স্বর উচ্চারণ করিয়া আমরা বায়ুকে যেমনধারা শরাকৃতি—canalized, piercing pattern— দিয়া থাকি; 'ফুঁ' দেওয়াতে যেমন)। 'ষ' (নিজেও উষ্মবর্ণ) সে ক্রিয়াকে topmost potency তে (মূর্দ্ধন্যে) আনে। 'ম' সেটিকে অন্তিম স্পর্শ (to the last point of 'touchability') অবধি নেয়। অর্থাৎ, 'উ' এর উদিত-ঊর্জিতত্ব যেমনধারা শেষ কাষ্ঠা অবধি, তার স্পর্শবৃত্তি (affecting factor) -ও তেমনিধারা যায় চরম অবধি। কিন্তু 'ম'-এ (অন্ত্যস্পর্শবর্ণে) বিন্দুতে

স্পর্শটি দিয়া থামিয়া বা থম্‌কিয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে (যেমন, ওম্ উচ্চারণে)। শেষে, 'ন্' এটির নিষেধ করিতেছে। শুধু 'ন'তে নিষেধ তার অন্যতমা বৃত্তি বটে, কি 'ন্'-এ যেন বলা হয়—'তুমি থেম' না, লক্ষ্যে চল।' পুনশ্চ, 'ম'-এর ওষ্ঠ্যবৃত্তি আর 'ন্'-এর দন্ত্য-বৃত্তি—এ দুয়ের 'সমাহার' (composition) হইল। দন্ত্যবৃত্তি = Principle, of 'cutting up' and distribution. ধর, সম্মিলিত 'সাত-রঙা' সূর্যরশ্মি। একটা গাছের পাতায় বা ফুলে তার অন্তিমস্পর্শ ('ম') দিল। গাছের পাতা বলিল—"তোমার সাতের একটা—সবুজ—আমি 'কেটে' নিলাম; ফুল বলে—"না, সবুজ আমি নেব না, লাল নেব।" বিশ্বস্পন্দ তার শেষ স্পর্শ ('terminal touch') দিতে এলে, সব কিছুই আপনটি আপনার মতন করে 'কেটে' রাখে। এইটি তার মূল reactive index. হকার বায়ুসত্তাক 'উষ্মা' হইয়া এর সম্ভাবনা ঘটাইয়া দেয়। 'সম্ভাবনা' বলিলাম এই জন্য যে—বায়ু বিশেষতঃ সম্ভাব্য—সমুত্থান-সংস্থা (the realm of probability function and "waves")। পরে তার সূত্র আসিতেছে।

'ম'কে সব কিছু স্পন্দবিকিরণের 'শেষস্পর্শ' বলা হইল। কিন্তু কোন আধারে (যথা, ফলকে) স্পর্শ হইয়া (on incidence), তার সেখানে গ্রস্ত (absorbed) কিংবা প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনাই অধিক থাকে। আধারটি এক বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট (যথা, convex) না হইলে, তার কেন্দ্রীয়তায় আসা সহজে ঘটে না। বায়ুতে জলীয় বাষ্প; তার জলবিন্দুরূপে কেন্দ্রীয়তায় আসিতেও বটে। শৈত্যস্পর্শ? শুধু সেটি নয়; জলবিন্দুর জমাট হইতে কোন কিছু (যথা, charged particle) তার কেন্দ্র বা nucleus হওয়া আবশ্যকও হয়। নানা দৃষ্টান্তে এই ভেদটি (বাহ্যস্পর্শ আর—কেন্দ্রীভাবানুভাবিত স্পর্শ) ভাবনা করিবে। 'ম' এর জায়গায় সেই অনুস্বার (বিন্দুপ্রতিযোগী) আন। অনুনাসিক 'ম্' তোমার বিন্দু-নাদ বীণাটিতে 'পরশ' দিয়া গেল; অনুস্বার বীণায় তার সুরে বাঁধিয়াও দিল। প্রথমটিকে বল—অনুবাদী, দ্বিতীয়টিকে বাদী। কিন্তু কলায়—, তানে, লয়ে মূর্চ্ছনায়—আলাপন? অর্থাৎ, স্বরব্রহ্মের বিন্দু-নাদ-কলা—এই পূর্ণ আকৃতিটি দেখাইতে সেই নাদ-বিন্দুসমাহাররূপা অর্দ্ধমাত্রাপ্রতিরূপা চন্দ্রবিন্দু ( ँ )—কলা চাই। চন্দ্রবিন্দুকে তাই বল সম্বাদী। 'উষ্মাণে' যে 'ম', তার প্রসঙ্গে এই ভেদগুলি বিভাবনীয়।

পুনশ্চ, এই প্রসঙ্গে 'উষ্মা' এবং 'উষ্ণ' শব্দ দুটিকেও পরীক্ষা করিবে। প্রথমটিতে তেজঃ বা অগ্নি এখনও প্রচ্ছন্ন (latent); দ্বিতীয়ে অগ্নির প্রাকট্য। যেমন, ভিতরে ভিতরে 'রাগ' হইতেছে, কিন্তু ভিতরে কিংবা বাহিরে রাগের কোন স্পষ্ট লক্ষণ এখনও হয় নাই।—A latent commotion tending to generate heat. এটি 'উষ্মা' সংজ্ঞায়, বায়ুর অধিকরণে আসিবে। 'রাগ' হইলে তেজঃ বা অগ্নির অধিকারে। এটি উষ্ণ। এতে শেষে যে 'ণ', তাতে 'রং' এই অগ্নিবীজটি উচ্চারণেও ব্যক্ত হয়।

তারপর, 'ঘোষবান্'। এর দ্বারা কি বলা হইল? হকার ঈরয়িতা এবং ঈরিত—The prime Impulsion Agent and Patient—এই দুইভাবেই সমগ্র সর্বধারার মূলে রহিয়াছে। হ-ছাড়া ভিতরে বা বাহিরে কোন Basic Urge, Impulse ইত্যাদি নেই। Aspiration (আস্পৃহা)-তে হ-এর মূল ঈরণা আছে। গায়ত্রীর 'ধীমহি'তে 'হ' ঈরিত; 'ধিয়োয়োনঃ' ইত্যাদিতে 'হ' ব্যক্ত না হইয়াও ঈরয়িতা রূপে বৃত্তিমান্। 'উষ্মা'—তে ছিল স্পর্শ (Impact) বৃত্তির মুখ্যতা; এখানে 'ঘোষ'-এর। কবর্গের মহাপ্রাণ, ঘোষবৎ সেই চতুর্থবর্ণ ('ঘ'); তার সাথে আমাদের পূর্বভাবিত 'উষ' যুক্ত হইয়া ঘুষ্ বা ঘোষ হইল। 'ঘ' ছাড়া 'ঘাড় ধ'রে' চালাবার আর কে আছে? ঘটনাও যেন 'ঘাড়ধ'রেই' চালায়! আগে আগে ঘটকেরাও কুলমেল ইত্যাদির ফাঁস লাগিয়ে এক রকম ঘাড় ধরেই সাদী দিত, নয় কি? আর এক জন কেউ (তাকে কেউ কোনদিন সনাক্ত করে নাই) ঘাড় ধ'রেই সব্বাইকে ঘাটে নেয়! এ সব শুধু রগড়ের দৃষ্টান্ত নয়। এ তিনে 'ঘ'-এর ত্রিবিধা বৃত্তি বলা হইল। ঘটনা বলে— 'চলতে হবে, চলো।' ঘটনা বলে—'মিলতে হবে, মেলো।' ঘাট বলে—'থামতে হবে, থামো।' ঘটক ঠেলে নিয়ে যায়; ঘটক যুড়ে দিয়ে যায়; ঘাট গড়া জিনিষ ভেঙ্গেও দেয়। মূল Impulse এর এই তিনটিই মৌলিক বৃত্তি—to push or pull; to join consort, to disjoin and part. কবর্গের তৃতীয় বর্ণ যে 'গ' (গতিরূপ), সেটি 'হকারগর্ভ' ('ঘ') হইয়াই ঐ ত্রিবিধ মৌলিকবৃত্তি প্রবর্তন করে।

বাহ্যবিশ্বে ঘোষবানের ভাস্বান্ মূর্তবিগ্রহ সূর্যের রহস্য নাম 'ঘৃণি'—ইহাও পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে বলা হইয়াছে। বীজে -ওঁ হ্রীঁ—স্মরণ কর।

তারপর, হকার মুখ্যভাবে 'মহাপ্রাণ'। অর্থাৎ, সব কিছুই (বর্ণও) 'হকারগর্ভিত' হইয়া, হকারের অনুগ্রহে, মহাপ্রাণ হয়। সেই যেমন 'অগ্নিগর্ভা শমী'।

মহাপ্রাণের মূল মহাজন হকার। 'মহা' বলিতে শক্তির (প্রাণের) মহদ্ (অব্যক্ত এবং ব্যক্ত) রূপ।—the Plenum and Unlimited Reserve of Power. অর্থাৎ, অন্য অন্য স্থলে প্রাণ বলে—'এই দেখ, আমি এতটা বা এতটুকু হইয়াছি', কিন্তু হকারে বলে—'এই দেখ, আমি তার বাহিরেও সমগ্ররূপে, অব্যয় ভাণ্ডাররূপে আছি।' এই নিমিত্ত হকারের বিশেষভাবে 'হংসঃ' সংজ্ঞা। অর্থাৎ, সঙ্কুচৎ (ং) এবং প্রসরৎ (ঃ), শক্তিবিক্ষেপ (স) মাত্রকেই হকার আপন আধারে ও ভাণ্ডারে রাখে। এই লক্ষণটি হংসঃ (=অজপা) এবং হংসঃ (=সূর্য)—এ দুটি স্থলেই মিলাইয়া লও। দুয়েরি 'আয়ুষ্কাল' আছে। অজপাস্থলে আয়ুঃ নির্ভর করে কিসের উপর? ঐ যে সকারের (শ্বাস, হৃৎস্পন্দ, vital metabolism ইত্যাদির) যে দুটি 'পক্ষ' (অনুস্বার ও বিসর্গ—intake and output), তাদের বৃত্তি (functioning), ঐ মূল মহাজন এবং ভাণ্ডারীর (হ-এর) কাছ থেকে কার্যতঃ কতটা মঞ্জুরি (credit) পাইয়াছে? 'হ' অবশ্য শেষ হবার নয়। তবু, তুমি তাকে তোমার কারবারে খাটাবার কতটা credit পাইয়াছ? যেমন আবার ধর—পাওয়ার হাউসে (বিশেষ, আজকালকার এটমিক পাওয়ার হাউসে), শক্তি তো মহাপ্রচুর; কিন্তু তুমি মিটার ইত্যাদির সাহায্যে তোমার ঘরে অথবা কারখানায় সে মহাপ্রচুরের কতটা অংশের সংস্থা করিয়াছ? বলা বাহুল্য, এই সংস্থাটি একান্ত 'অনড়' নয়। হ-কে 'তুষ্ট' করিতে পারিলে, তোমার credit বাড়ানও যায়। হ-কারের তুষ্টি এবং স-কারের পক্ষদ্বয়ের পুষ্টি বিধায়ক যে যোগ, তাই 'হংসযোগ' সামান্যভাবে। সূর্যের দৃষ্টান্তেও 'হ' আর 'স' কে অনুরূপভাবে ভাবনা কর। সমগ্র সৌরতেজঃ=হকার। এর কিছুটা ব্যক্ত, বেশীটা আণবীশক্তিরূপে পিণ্ডীকৃত (massed)। সূর্যের তেজঃ তো কোটি কোটি বর্ষমানে প্রচণ্ড বিকিরণে ব্যয়িত হইতেছে। তবু সূর্যের আয়ুঃ ফুরায় না কেন? ঐ আভ্যন্তরীণ আণবমহাভাণ্ডার থেকে প্রচুর 'যোগানের' ব্যবস্থা অর্থাৎ, হকারতোষণের ব্যবস্থা থাকায় সূর্যে সকারপোষণও চলিতেছে। বিশ্বে প্রতিটি 'হ্সৌ' আকৃতিতেই এই সমস্যা। অর্থাৎ, যাবতীয় Intake-Output Ratio তেই (Exchange Position)।

নাদ-বিন্দু-কলা প্রসঙ্গে হকারকে এইভাবে দেখান হইতেছে :—নাদশক্তি (Power as Perfect Potency) যাহা দ্বারা বিন্দু অবধি (আবিন্দু) ঘনীভাবে (Power as Perfect Potency) আসিয়া থাকে; পুনশ্চ বিন্দুও যদ্ দ্বারা কলাসমূহে

আকলিত হয় বলিয়া নাদভাব প্রাপ্ত হয় (নাদায়তে); বিশ্বকুণ্ডলিনী (Cosmic Power Potential) -র 'নিদ্রা' যদ্-দ্বারা নিবারিত হইয়া তার জাগৃতি সাধিত হয়; যদ্দ্বারা আবার পূর্ব-পূর্ব আলোচিত 'সৌষুম্নার্গল'টির পাটন ঘটে;—তাহা কি?—তাহা হইল (বর্তমান সূত্রের) বজ্রসত্ত্ব হকার। 'হংসঃ' আকৃতিতে এর পরীক্ষা আগেই করা হইল। 'হৌংসঃ', 'হ্রীঁ'—ইত্যাদিতেও পূর্ব পূর্ব স্থলে হইয়াছে।

লক্ষ্য কর যে, সূত্রের ঐ হকারকে সপ্ত বিশেষণে বিশেষিত করা হইল। উষ্মা; ঘোষবান্; মহাপ্রাণ; বজ্রসত্ত্ব; বিশ্বকুণ্ডলী জাগৃতিকল্পে সুষুম্নার্গলপাটন; নিষ্কল অথবা সকল নাদের বিন্দুভাবে আনয়নক্ষম; বিন্দুকে নিষ্কল অথবা সকল নাদভাবেও আনয়নদক্ষ। এ সাতের প্রায় সবগুলিই বিবেচিত হইয়াছে। 'বজ্রসত্ত্ব' বলিতে কি বুঝিবে? যেটির সত্ত্ব অপর কিছুদ্বারা বেধযোগ্য নয়, পরন্তু মন্ত্রাদি 'আয়ুধ' রূপে প্রযুক্ত হইলে যাহা অপর সব বেধসমর্থ। বিশ্বভূত মাত্রেই তো বেধ্য (penetrable)। স্থূলে Matter কে (Atom) Impenetrable ভাবা হইত আগেকার দিনে। বর্তমানে তা নয়। তবু প্রশ্ন হয়—বস্তুর এমন কোন 'নাভি' ('hard core') নাই কি, যেটি অভেদ্য? যদি থাকে তো, সেখানে সেটি বজ্রসত্ত্ব; এবং হকার সেই বজ্রসত্ত্বের স্বাভাবিকী বাক্। প্রাণ এবং অন্তঃকরণের দিক্ থেকেও ঐ বজ্রনাভি এবং বজ্রসত্ত্বের সন্ধান চলিবে। শ্রুতি প্রভৃতিতে 'মুখ্যপ্রাণ'কে (যেটি অসুরবিদ্ধ হয় নাই) এই বজ্রসত্ত্বসংজ্ঞায় আনা হইয়াছে কিনা, দেখ। 'বজ্রহস্তা কল্যাণশোভনা'র কাছে প্রাণরক্ষার প্রার্থনাও হইয়াছে। 'হস্তা' বলিতে সেই শক্তি, যেটি কোন কিছুকে এক স্থল থেকে তুলিয়া অন্যস্থলে রাখিয়া দেয়। যেটি ভঙ্গুর, ভেদ্য স্থলে আছে, তাকে অভঙ্গুর (imperishable), অভেদ্য (impregnable) স্থলে রাখিতে পারে যে শক্তি, তাহা 'বজ্রহস্তা'। সে বলে—'এমন যায়গায় তোমাকে তুলিয়া রাখিলাম, যেখানে আর তোমার মা'র নেই।' সেটি অবশ্য অমৃতকল্যাণশোভনা কোন এক সংস্থা। জপে যেমন নাদ-কলা-বিন্দু—এ তিনের সমানাধিকরণ-সামরস্য স্থল।

চিত্তে সাধারণতঃ (অহং নয়, কিন্তু) 'ধী'-ই করে বজ্রসত্ত্বের ভূমিকা গ্রহণ। তথাপি ধীকেও স্থিতধী ইত্যাদি হবার নিমিত্ত যুঞ্জান ইত্যাদিও হইতে হয়। যুক্ত,

যুক্ততর, যুক্ততম হইলে তবে খাঁটি বজ্রসত্ত্ব। 'অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্ মে ধর্ম্মধারিণী'। যে ধর্ম নিখিলকে ধরিয়া আছে, সে ধর্মকেও যিনি ধারণ করেন (the Ultimate Principle of Cohesion etc.), তিনি ধর্মধারিণী। ইনি অবশ্য বজ্রসত্ত্বা। বজ্রসত্ত্বা, বজ্রেশী, বজ্রেশ্বরী, মহাবজ্রা ইত্যাদি বহু নামে ও ভাবে এই বজ্রশক্তি আখ্যাতা ও ভাবিতা হইয়াছেন। দেখিয়াছি যে, নিখিলসত্তা তার 'নাভিতে' ("core" এ) তার শক্তিসামগ্রীভাণ্ডারটিকে বজ্রশক্তির মতই জড়ো করিয়া রাখে। ফলে, সেটি হয় নিজে অভেদ্য অথবা দুর্ভেদ্য; এবং যদি কোন অসামান্য উপায়ে তার শক্তিসামগ্রী 'মুক্ত' ও বিকীর্ণ হয় (যেমন, ফিশন্ অথবা ফিউশন্ বম্ব্), তবে সেটি হয় বজ্রেরি মত সর্বপাটনক্ষম। বলা হইয়াছে যে—হকার সেই শক্তিসামগ্রী, 'স্তব্ধ' অথবা 'উদ্যত', উভয়রূপেই। সুতরাং, সে শক্তিসাধনা হ্রীঁ হুমাদি বীজের সাধনা। হবনে 'স্বাহা'-তে হকার মর্যাদাভিবিধি, এতদুভয়ের সীমায় লইতে প্রতিজ্ঞা করে।

সাধারণতঃ ধ্বনি স্থূলগ্রামগুলিতেই জাত, বিতত এবং নিবৃত্ত হইতে চায়। অর্থাৎ, সচরাচর (পূর্বব্যাখ্যাত) অবমপর্বেই তার 'লীলা' (ক্রিয়া) সারিয়া লয়। তার মর্যাদা ও অভিবিধি (Limit of Amplitude) অবমেই আবদ্ধ। হকার ব্যতীত ইহা 'উত্তমে' (Supersonic এ) এবং 'পরমে' (Transcendental এ) যাবার মঞ্জুরি পায় না। হকারকে 'প্রাণেশ' অথবা 'মহাপ্রাণবর' বলার মানে তাই। যে ক্রিয়াকারকশক্তি সঙ্কীর্ণপাদে, স্বল্পমানে বাঁধা পড়িয়া আছে, সেটিকে মহীয়সী, ভূয়সী রূপে উত্তম এবং পরমকাষ্ঠায় লইতে ঐ মহাপ্রাণবর।

## ৪॥ অণ্‌কহৈরভিব্যক্তিপঞ্চকম্॥

অ, ই, উণ্—এ তিন আদ্যস্বর, এবং ক, হ—এ দুই আদ্যন্ত ব্যঞ্জনদ্বারা অভিব্যক্তি পঞ্চধা॥

প্রাণস্য প্রাণনং জ্ঞেয়ং পঞ্চধা মূলবৃত্তিভিঃ।
আদ্যৈঃ স্বরৈস্ত্রিভিস্ত্রিত্বং কহাভ্যাং দ্বিত্বমেব চ॥
পঞ্চপ্রাণনমূলত্বাৎ সমস্তব্যস্তকল্পিতম্।
বাঙ্ময়াদ্যখিলং বিশ্বং পঞ্চত্বেন প্রপঞ্চিতম্॥ ১৩৭-৩৮

হকার প্রাণেশ। ইহা নাভি এবং ধৃঃ-রূপে নিখিল বিশ্বচক্রের যে আবর্তন, তার ভরণ-বিধারণ করে। ইহা যেন আদ্যস্বর অকারকে বলে—'এস, তুমি-আমি দুটি 'প্রান্ত' বা কাষ্ঠারূপে বিশ্বচক্রাবৃত্তির অক্ষ কল্পনা করি।'

তন্ত্রে 'ক্ষ' শেষ ব্যঞ্জনরূপেও কখনো গণ্য হয়। তা হইলে, 'হ' নিজেকে যুগ্মকরতঃ—being polarised—একপ্রান্তে অক্ষরসামান্য 'অ', অন্যপ্রান্তে অক্ষর-সমূর্দ্ধ্বগ 'ক্ষ', এই দুটি বর্ণে বিবর্তিত—evolved—হয়। 'ক্ষ' কে (ক্+ষ) ভাবিলে, ক=কণ্ঠ, মূল; ষ=মূর্দ্ধা; সুতরাং, ক্+ষ তে মূল থেকে মূর্দ্ধা (top limit) অবধি শক্তির বৃত্তিমত্তা সূচিত হয়। কাজেই, ক্ষ=অক্ষরসমূর্দ্ধ্বগ। আবার, অক্ষর শব্দে অ আর র-এর মাঝে ক্ষ-বসিয়াছে; এরই বা কি মানে, তাও ভাবিও। যদি বলি—ক্ষ মাঝে রহিয়া বিশ্বচক্রের প্রতিটি অরকে বলে, 'তুমি মূলে রহিয়া কাষ্ঠা অবধি যাও; সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তোমার গতি হউক'—তবে (অর্থাৎ এ কথা বলিলে), 'বাকের বাজীগরি' বলিবে না তো? সত্যিই, বাক্ই বিশ্ববাজীকর!

'ক্ষ'কে এখন ছাড়। 'অ-হ'—এ যুগলে বিশ্বচক্রাবৃত্তির, অথবা বিশ্বশক্তিসামগ্রী মন্থনের, অক্ষ হইল। কিন্তু অক্ষ এখনও কোন দিঙ্মান লয় নাই। কোন্ দিকে (ধনে বা ঋণে ইত্যাদিতে) চালাইব বা মন্থন করিব—এ প্রশ্ন এখনও আসে নাই। এটি অক্ষের দিঙ্-নিরপেক্ষ ভাব। 'দিক্' বলিতে লক্ষণায় ছন্দঃ আসে, পাদ-মাত্রা, আকৃতিও আসে। এই 'অহ' অক্ষটিকে বিন্দু-'মুখে' নাও তো—'অহং'। নাদ-'মুখে' নাও তো 'অহঃ'। দুটিকে দুটি সীমা ধরিলে, মধ্যে অশেষ কলার পাদে, মাত্রায়, ছন্দে কলন। এই কলনের আদিম অভিব্যঞ্জক 'ক'। আর, আবর্তন বা মন্থন ক্রিয়ার অপর দুইটি মৌলিক 'মুখ' (sense) থাকে; সে দুটি আমাদের পূর্ব সূত্রিত ই ও উ। অতএব, পাঁচটি—'অ ই উ ক হ'।

ধর, বীজ থেকে বৃক্ষ হইবে, আর, তাতে ফল এবং সে ফলে আবার বীজ। বীজটি লক্ষণমত 'হ', কিন্তু অব্যক্ত (potency or potential)। বীজ থেকে অভিব্যক্তির সূচনা অঙ্কুরোদ্গম—এটি অ-স্বর। অঙ্কুরটি লম্ববৃত্তিতে বাড়িতে থাকে (ই-স্বর); বেধবৃত্তিতে কাণ্ড-শাখাদিতে ত্বক্-শিরা-মজ্জাদি অবয়বসজ্ঘাত গ্রহণ করে; রস, তাপ-আলোকাদি আপন সূক্ষ্ম, নিগূঢ় প্রাণকোষে শোষণ করে; ইত্যাদি। ইহা-উ-স্বর। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্পফলাদি অবয়ব কলন করে—ক-বর্ণ। শেষে

ফলে বা পুষ্পে আবার বীজ হয়—হ। এখানে 'হ' সমগ্রব্যক্তিমাপন্ন হইয়াও অব্যক্ত হইল। সমগ্র Patency cycle ঘুরিয়া আবার Potency তে ফিরিল। এই সমগ্র ব্যাপারে অ-এর অগ্রে যে 'হ', সেটি যেন নেপথ্যে নীরব—মূক, এখনও কোন কথা বলে নাই। শেষের 'হ' পালা সাঙ্গা করিয়া, সব বলিয়া কহিয়া, যেন আবার নেপথ্যের যবনিকা সরাইয়া বলিল—'এই দেখ, আমি ক্ষান্ত হইলাম।' মাটিতে পোঁতা বীজ, আর ফলফুলের মধ্যে বীজ—এ দুটিকে এভাবে ভাবিয়া লও। প্রথমটি বলে—'আমি কিসের বীজ, তা পুঁতেই দেখ না!' শেষেরটি বলে—'এই দেখছ' তো আমি কার বীজ!' এই ভেদটি দেখাবার নিমিত্ত 'অইউকহ'—এই মূল পঞ্চকের শেষে 'হ' আসিল। যাহা মূলে, তাহাই ফলে, শীর্ষে! মূলে যাকে চেন'নি, ফলে তাকে চেন'। চিনে? আবার মূলে চলো—বীজ পোঁত'।

ধর আবার গায়ত্রী জপ। অর্দ্ধমাত্রার উদয় সেতুতে 'হ' অব্যক্ত থেকে ব্যক্তিমাপন্ন হইবে। কিন্তু উদয়োপক্রমে তাকে যেন 'চিনি' না—বুঝিতে পারি না। শেষে, বিলয় সেতুতে 'হ'কে চেনাই তো আসল কাজ! সেখানে স্থূল বাক্ আর সঙ্কল্পী-বিকল্পী মন—এ দুই-ই ছেড়ে প্রাণ তার প্রাণেশের ('হ')-পানেই চল্‌বে যে! নইলে, সত্যকার বিলয়টিই যে হবে না! এতক্ষণ স্থূলের (বাকের ও সঙ্কল্পের) ভার বইতে বইতে প্রাণ চ'লেছিল যেন তার অয়স্কান্তমণি-হারা লৌহখণ্ডের মতো! ভারের ভর যতক্ষণ, ভাঙ্গার ডরও ততক্ষণ! ভর গেছে কি ডরও গেছে! তখন লোহা চুম্বকের আপন field-এ এসে পড়ল। 'স'-এর সহ যতক্ষণ, ততক্ষণ ঘুরতেই হচ্ছে, যিনি 'হৃদিস্থিত', তাতে স্থিত হওয়া হচ্ছে না। জপবিলয়ে এই কথাগুলো মিলিয়ে নিও।

তারপর দেখ, গায়ত্রী প্রভৃতিতে উদিত নাদ অ+ই—এই আকৃতি; বিলয় নাদ অ+উ—এই আকৃতি। গায়ত্রীতে ই-স্বর 'বরেণীয়ম্' স্থলে চূড়ায় আসে; 'ধীমহি'-তে সানুতে নামিতে যায়; তৎপরে 'উ' বারত্রয় গুণে (ও-স্বরে) যাইয়া (as a triad of converging waves) ধী, প্রাণ এবং বাক্—এ ত্রিতয়কে 'ব্যাহরণ' পূর্বক প্রাণেশ যে হকার, তাতেই সমাবৃত্ত হয়। কলাসহিত জপে কলা='ক'। কলারহিতে ব্যক্তনাদই='ক'। অ=সেটির এবং সমস্ত কিছুর অনুক্রম। 'অনুক্রম' বলিতে যাহা সূচনায় সামান্যাধিকরণরূপে থাকে, এবং ক্রমণেও অন্বয়রূপে চলে। উদিত ওঙ্কারে

বাহ্যতঃ ই-স্বর নেই মনে হয়; কিন্তু মনে রাখ যে, 'ই' বলিতে সমস্তকিছু বৃত্তির 'ইদ্ধ' ও 'অভীদ্ধ' আকৃতি (going up, leaping up ইত্যাদি) আসে। 'আমি বাহির হইব, চলিব, আরও চলিব'—এইটি ই-স্বরে। 'উ' আসিয়া বলে—'আমি চলার ছন্দকে এমন করিয়া লইব, যাতে ফুটিতে, ফলিতে পারি, আবারও মূলে ফিরিতে পারি।' চলাটি (গতি) কোন কোন সন্ধিমেরুতে না আসা পর্যন্ত, এই যে ফোটা, ফলা ও ফেরা, তা সম্ভব হয় না। প্রণবে উ-কার কি করে, তা আবারও ভাবিয়া দেখ। সেইরকম, ঐঁ বা হ্রীঁ বীজে বাহ্যতঃ উ-কার নেই, কিন্তু স্বীয় যে মূলাবৃত্তি (basic functioning), তাতে অবশ্যই আছে বা থাকিবে।

'অইউকহ'—এ পাঁচটিকে প্রপঞ্চিত বিশ্বের সমস্ত ব্যস্ত-সমস্ত কিছুতেই মৌলিকভাবনায় ভাবিয়া লইবে। বস্তুতঃ ঐ কয়টি হইল প্রাণব্রয়ের মূলবৃত্তিতে পঞ্চধা 'প্রাণন'। এই পঞ্চধা প্রাণনের 'ত্রিত্ব' (তিনটি রূপ), আদি ঐ তিনটি স্বরের দ্বারা হয়; আর 'দ্বিত্ব' (দ্বিরূপতা) 'কহ'—এ দুয়ের দ্বারা। অর্থাৎ, ব্রয়ের যে 'মূলপ্রাণন', সেটি 'স্বরে' লইলে 'ত্রিপর্ব্বা', 'ব্যঞ্জনে' লইলে 'দ্বিপর্ব্বা'। অথবা, ত্রিকোটিক, দ্বিকোটিকও বলা যায়। বলা হইয়াছে যে, স্বর বিশেষতঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতির সংজ্ঞায় আসে। স্বর সবিতা। ব্যঞ্জন 'ভূঃ'—এই ব্যাহৃতিতে আসে। স্বর-ব্যঞ্জনের যোগ এবং বিয়োগ যদ্দ্বারা হয়, সেটি 'ভুবঃ'। এখন দেখ—স্বর বা স্বর্ অধিকারে যাহা আসে, তাতে তিনটি পর্ব ইত্যাদি থাকিবে। স্বরে 'স্+ব+র্'—এ তিন অক্ষরই তাদের নির্দেশ দেয়। 'স্' বলিতে প্রাণশক্তির সিঞ্চিত (radiated), বিনিযুক্ত (canalised)—এইসব রূপ। 'ব' (এতে হসন্ত নেই লক্ষ্য কর), 'আবদ্ধ', 'জমাট' (massed and concentrated) রূপ। 'র' বলিতে 'অগ্নি' (তেজের বিভিন্ন রূপ)—অর্থাৎ, তাড়িত-তাপাদিরূপে বিবর্তিত ব্যক্তরূপ জড়ের ক্ষেত্রে; প্রাণ (সঙ্কীর্ণ অর্থে) এবং মনের ক্ষেত্রেও ঐ তিন মূল 'প্রাণন'কে সহজেই চিনিয়া লইবে। সর্বত্রই মূলশক্তিসঞ্চিত হইতেছে (is being radiated); দিগ্‌দেশাদিমান স্বীকার করতঃ বিনিযুক্তও হইতেছে (is being directed); সেটি 'জমাট'ও হইতেছে (যেমন, অণুকেন্দ্রে, কোষকেন্দ্রে, অহমে); এবং সেটি নানা আকারে ব্যক্ত-বিবর্তিতও হইতেছে (is being transformed, transmuted)। বাহির হওয়া, ভিতরে ঢোকা, আর, নানা রকমে ভোল বদ্‌লান—এই তিনটি মূল 'ধরণ' নয় কি সর্বস্থলেই? জপক্রিয়াতেও তাই নয় কি?

সেখানে বিন্দু 'ব' হইয়া নাদকলাকে বলে—'তোমরা আমা থেকে বের হও, আবার আমাতে এসে 'ঢোক'।' নাদকলা দুয়ে মিলে, এ স্থলে, স্ আর র্—এ দুয়ের ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ, বহির্গত হয়, বিনিযুক্ত হয়, বিবর্তিত হয়। তার মধ্যে উদয়ে (অনুলোমে) বিনিয়োগ (ওঙ্কারাদির) বিবর্তন এক রকমের, বিলয়ে অন্যরকমের (বিলোম)। যন্ত্র (Apparatus) মাত্রেই এই ত্রিধা প্রাণনের ব্যবস্থা থাকা চাই। শেষেরটি—ঐ transformer, commutator ইত্যাদি—বিশেষ করিয়াই থাকা দরকার। Dynamo, Locomotive ইত্যাদিও পরীক্ষা কর। বীজমন্ত্রের শীর্ষে যে চন্দ্রবিন্দু, সেটি মুখ্যতঃ এই কর্ম করে (sonic-কে supersonic -এ লওয়া, redirect and converge করা ইত্যাদি)।

প্রাণনের এই গেল এক প্রকার বিভাজন। এটি ক্রিয়ামুখ্য (functional)। স্বরে এই ক্রিয়ামুখ্যতা (Functional predominance) থাকে। ব্যঞ্জনে থাকে কারকাধিকৃত ফলমুখ্যতা (predominance of Effect subject to Agency Factors)। উভয়ের সংযোগে থাকে ছন্দঃসম্বন্ধমুখ্যতা (predominance of 'Link' or Relation Factors)। এখন দেখ, 'কহাভ্যাং'—এ দুয়ের দ্বারা প্রাণনের মূলদ্বিরূপতা (Basic Double-Patternedness) কিভাবে ঘটিল? 'ক' (আদি ব্যঞ্জন) প্রাণনকে কলিত-ফলিত করিয়া দেয়; 'হ' প্রাণনের ঐপ্রকার কলন-ফলনের মূলকারক (Prime Motor Power) রূপে থাকেই; যদিও ফলে, কিনা অন্তে, আপনাকে 'ব্যক্ত' করে। হকার সব কিছুর ভূয়িষ্ঠশক্তিমানের (superchargeability) কারক (Factor) -ও বটে, আবার লিঙ্গ ও ফল (Index) -ও বটে।

এই পঞ্চধা প্রাণন (অইউকহ—সূত্রে অন্বিত) কথিত হইল, ইহা বাঙ্ময়, প্রাণময়, মনোময়াদি অখিল বিশ্বের—যেটি ব্যস্ত এবং সমস্তভাবে কল্পিত—মূলে রহিয়া তাকে 'পঞ্চ পঞ্চ' আকৃতি-পর্বাদিতে প্রপঞ্চিত করিয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্যস্ত-সমস্ত—সেই ব্যাস-সমাস প্রসঙ্গ স্মরণ আছে তো?

আচ্ছা, এই পঞ্চধা মূল প্রাণনই কি প্রাণাপানাদি বায়ু পঞ্চক? প্রাণপাদে এ প্রশ্নের জবাব মিলিবে হয়ত। আদ্য তিনটি স্বরে ত্রিবিধ, আর আদ্যন্ত দুটি ব্যঞ্জনে দ্বিবিধ—এই যে পঞ্চধা ভেদ—এ বিভাজনে বিভাজনসূত্র প্রাণপঞ্চকের বিভাজনসূত্র থেকে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, ইহা লক্ষ্য করিও। এখানে প্রাণনের (creative evolution-

এর) সম্পর্কে পাঁচটি মূল প্রশ্ন :—কোন্ সামান্য অধিকরণে সেটি হইবে? —'অ' এর উত্তর দেয় (অক্ষর-সামান্যরূপে)। কাহা বা কি হইতে (কর্তা ও অপাদানে) সেটি হইবে? —'হ' এর উত্তর। অর্থাৎ, হকার মূলভাণ্ডারী। কি কি এবং কার জন্য সেটি হইবে (কর্ম ও সম্প্রদান)?—এর উত্তর 'ক'। কোন্ দিকে, কোন্ মানে ও নিমিত্তে হইবে (করণে)?—এর উত্তর ই-উ। করণকে এস্থলে দিক্ ও মান (sense and measure) সহকৃত নিমিত্ত (হেতু) বলা হইতেছে।

ধর, কোন জনিকোষ (germcell) -থেকে কোন প্রাণীর উদ্ভব হইবে। এখানে ঐ কোষে যে 'প্রাণধাতু' (protoplasm), সেটি 'অ'। উহাতে যে প্রাণকেন্দ্র (nucleus), সেটি 'হ'। কেন্দ্র থেকে যে সব শিরা 'বহির্মুখ' (outgoing) তারা 'ই'। যে সব কেন্দ্রমুখী (ingoing), তারা 'উ'। যে সব আকৃতিকলা, শক্তিকলা, ইত্যাদি তাতে অভিব্যক্ত হইতেছে, সে সব 'ক'। এ পাঁচটি ছাড়িয়া বিশ্বে কোথাও (এমন কি জড়ে-ও) কোন প্রাণনব্যাপার নির্বাহ হইতেছে না।

আবার ধর, কোন বৃত্ত আঁকিবে। যে তলে আঁকিবে, সেটি 'অ'। যে কেন্দ্র ধরিয়া আঁকিবে, সেটি 'হ'। যে ব্যাসে বা ব্যাসার্দ্ধে আঁকিবে, সেটি 'নেমিমুখো' হইলে 'ই', 'কেন্দ্রবিন্দুমুখো' হইলে 'উ'। আর, নেমিসমেত অঙ্কিত বৃত্ত, অথবা বৃত্তের অঙ্কনে যে কোন কলা='ক'। 'ই', বিশেষ করিয়া, নেমি বা পরিধিকে চায়; 'উ' চায় কেন্দ্রকে। 'ই'-এর বিতানে ঝোঁক; 'উ'-এর ঘননে।

জপে, আবারও বলি, নাদস্বর 'অ'। গানে যেটি 'আ'। বিন্দু='হ'। নাদের উদয় এবং বিতান (যেমন, গায়ত্রীতে 'ধীমহি')='ই'। নাদের বিলয় = 'উ'। বিন্দুসংশ্রয়ে পুনশ্চ 'হ'।

ষট্‌কোণাদি যে কোন যন্ত্র আঁকিবে? যে কোন আধার বা অধিকরণ ভাবনা কর। ইহা 'অ'। তাতে এক মূল বিন্দু ভাবনা কর। ইহা 'হ'। তা থেকে নানা মুখে বহির্গতি (going out) ভাবনা কর। ইহা 'ই'। সব গতিকে ত্রিভুজ, বৃত্তাদি রূপে ঐ মূলকেন্দ্রে অন্বিত, সূত্রিত কর। ইহা 'উ'। আর, যৎকিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হইতেছে, তার সাধারণ সংজ্ঞা 'ক'। যেমন অধিকরণের সামান্য সংজ্ঞা 'অ', তেমনি অঙ্কিতের, কলিতের সাধারণ সংজ্ঞা 'ক'। আবার, 'সুষুম্না' শব্দে দুটি 'উ', আর, 'ইড়া' ও 'পিঙ্গালা'-তে দুটি 'ই' বিবেচনা করিও।

**৫॥ অযোগবাহাভ্যাং সপ্তকম্॥**

অযোগবাহ, কিনা, আশ্রয়স্থানভাগী, অনুস্বার এবং বিসর্গ–এ দুটিকে লইয়া সপ্তক।

অযোগেন স্বরৈর্যোগো যোগাভাবশ্চ বুধ্যতাম্।
আদ্যস্য মাতৃকা মাতা মাতৃকাণাং স্বয়ং পরে॥
অনুস্বারবিসর্গৌ যৌ বিন্দুনাদবিজৃম্ভিতৌ।
তাভ্যাং সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সপ্তপর্ব্বত্বমূর্জ্জিতম্॥ ১৩৯-৪০

'অযোগ' শব্দটি দুই রকমে বুঝিতে হইবে। অ+যোগ বলিতে অ, কিনা, স্বর সামান্যের যোগ, এবং, যোগের অভাব। আগে দেখিয়াছি যে, অনুস্বার ও বিসর্গ—এ দুটি যথাক্রমে বিন্দু ও নাদ 'প্রতিযোগী' (পূর্ব ব্যাখ্যাত অর্থে)। এ স্থলে এ দুটিকে 'বিন্দুনাদ-বিজৃম্ভিত' বলা হইল। অনুনাসিক বর্ণগুলিই বিন্দুর পানে টানে। এদের 'স্পর্শ' বিন্দুর 'বহিষ্কোটি' ('outer ring') স্পর্শ। অনুস্বার 'অন্তষ্কোটি'র স্পর্শও দেয়। অর্থাৎ, অনুস্বার বিন্দুর 'প্রতি' যুঞ্জান। কিন্তু স্বয়ং 'যুক্ত' নয়। যেটি বিন্দুর নিজ সত্তাশক্তিতে লয়, এবং 'সংশ্রিত' করে, সেটি 'যুক্ত'। ইহা চন্দ্রবিন্দু। দেখা হইয়াছে যে, অর্দ্ধমাত্রা ব্যতীত এই অন্তরঙ্গ যোগটি সংসাধিত হয় না। কাজেই, অর্দ্ধমাত্রাই যথার্থতঃ 'যোগবাহিনী'। বিন্দুনাদকলা অথবা কলানাদবিন্দু—এই পূরা প্রকৃতিটি প্রত্যয়ে না-আসা পর্যন্ত কোন বাক্-প্রাণ-চিত্তের যোগই সম্পূর্ণ এবং নির্ব্যূঢ়রূপে 'যোগবাহ' হয় না। বাহ্য দৃষ্টান্তে, অনুনাসিক কোন এক বীজকে যেন দেখাইয়া দেয়; অনুস্বার সে বীজের আবরণ ত্বকের অভ্যন্তরেও 'কিছু' দেখায়, তার নাভিকেন্দ্রের 'আভাষ'-ও দেয়। কিন্তু যাহা তার সত্তাশক্তির মূলবিন্দু থেকে তার উন্মেষ-বিকাশের এবং আবৃত্তির পূরা আকৃতিটিই দেখায়, তাহাই যথার্থতঃ যোগবাহ এবং যোগবাহী। ব্যাকরণাদিতে এর পরিভাষা যে ভাবেই কর, এই মূলের সমাচারটি লইয়া রাখিতেই হইবে। এই মূলের সমাচারে কি পাইতেছি? অনুস্বার এবং বিসর্গ (অআ, কবর্গ এবং হ-এর মতন যার উচ্চারণ কণ্ঠে), মূলের প্রতি 'যুঞ্জান' হইয়াও 'যুক্ত' নয়। কাজেই, উপরের ঐ লক্ষণ মত 'অযোগবাহ'। অথচ আবার, অকারাদি স্বরের যোগে ('অ'+যোগ), এরা

যোগবাহনে (in linking up with Root Principles) সাধকও হইতে পারে। অর্থাৎ, পূরা যোগবাহক যদ্যপি নয়, তথাপি যোগ্য স্বরযোগে সেরূপ হইতেও পারে। অনুস্বার-বিসর্গের এই তটস্থ বা মাধ্যম ভাবটি লক্ষ্য করিবে। 'ঠিক তা নয়, তবু উপায় বিশেষে তা হইতে পারে'। এদের প্রয়োগে এবং উচ্চারণে সবিশেষ সতর্কও হইতে হয় এই কারণে।

ধর, লং ও লঃ। প্রথমটি যদি এভাবে প্রযুক্ত ও উচ্চারিত হয়, যাতে বিন্দুর পানে 'ঝোঁক' (stress) সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, এবং উচ্চারণে অভিঘাতবৃত্তি (impact factor) মুখ্য না হইয়া সঙ্ঘাতবৃত্তি (impulse factor tending to converge) মুখ্য হয়, তবে কি হইল? লং পৃথিবীর বীজরূপতায় যাইতে চলিল। এর আগে চন্দ্রবিন্দুশীর্ষা ওঁ-কে আধার পাইলে তো, যথার্থই সেটি হইবে। পুনশ্চ, লঃ-ই কিভাবে লইতেছ? অভিঘাত-যেন জোর করিয়া স্বরকে ছুড়িয়া ফেলা—হইল কি? তা যদি হয় তো, বিন্দুর মত নাদও তাতে গররাজি। তারা উভয়েই নিত্য, অনাহত; কাজেই, অভিঘাত দৌরাত্ম্য কেহই পছন্দ করে না। যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' আছে, তাতে সতর্ক হইবে। হকার নাদের এক অখণ্ডরূপ। শেষের ঐ বিসর্গটিকে সেই নাদানুগ, নাদযুঞ্জান ভাবেই উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রাণে আক্ষেপ এবং চিত্তে বিক্ষেপ—এ দুটি 'অনর্থ' কাটাবার জন্যও বটে। মনে রাখ যে, জপাদিতে 'impact factor' গুলিকে ক্রমে জড়ো (accumulated) হইতে দিতে নেই। গতিকে হঠপূর্বক রোধ করিতেও নেই। উভয়থা, ঐ 'R' (Resistance) বলবত্তর হইতে থাকে, ফলে বাহ্যান্তর সন্তাপাদি। এঞ্জিনে যেমন 'cooling'-এর অভাবে। অনুস্বারে শলাকার মতো 'খোঁচা-মারা' থাকিবে না; বিসর্গেও 'খাঁড়ার কোপ' ভাবটি থাকিবে না। থাকিলে, অভিচার। স্বস্ত্যয়ন নয়।

কোন এক মহাবিদুষী রাজকন্যা মৌন বিচারসভায় তার (আকাট মূর্খ) ভাবী বরকে দেখাইল একটা আঙুল; সে ভাবিল—তার একটা চোখ গালিয়া দিবে। সে দেখাইল দুটো আঙুল। এখন ধর, এক আঙ্গুলে হইল বিন্দু (অনুস্বার, একটা ফোঁটা); দু-আঙ্গুলে বিসর্গ (দুটো ফোঁটা)। এ তো একেবারে গোড়ার কথা। এক, এক হইয়া রহিলে তো হয় না; তাকে দুই চার ইত্যাদি হইতে হয়। এরূপ হওয়াতে অবশ্য 'চোখ' (মূল এবং তত্ত্বদৃষ্টি) 'গালিয়া' গেলে চলিবে না। অযথা ব্যবহারে তার ভয় আছে। বিন্দুনাদবিজৃম্ভিত যে অনুস্বার বিসর্গ, তারা অইউকহ দ্বারা প্রপঞ্চিত

যে বিশ্ব, সেটিকে 'সপ্তপর্ব্ব' করে। অর্থাৎ, মূল পাঁচ সংখ্যাকে করে সাত। সব 'পঞ্চক' করে 'সপ্তক'। সপ্তস্বর কেবল স্বরেরই বিভাজন নয়। বর্ণালী, আণবগোষ্ঠী (family of elements) ইত্যাদিতেও সপ্তকের সন্ধান মেলে। পাঁচে যেটি প্রপঞ্চিত হইল, সেটা যেন 'এলাইয়া' থাকে, যতক্ষণ অপর দুটি (অনুস্বার বিসর্গ) তাকে ঠিক 'মুখীনতায়' (pointedness) না আনে। নিজেরা 'অযোগবাহ' হইয়াও এরা বিন্দুতে এবং নাদে স্বরাদি সব কিছুকে আদৌ মুখীন, পরে যুঞ্জান-যুক্তও করিয়া লয়। বিন্দু ও নাদ স্বভাবে স্বঃ; কলিত স্বরাদি ভূঃ। অনুস্বার-বিসর্গ এদের মাঝে ভুবঃ-এর ভূমিকা নেয়। এ নিমিত্ত এরা 'না-এই না-সেই'—অযোগবাহ। অনুস্বার-বিসর্গ দ্বারা স্বরাদি সব কিছু 'উর্জ্জিত' হয় বলা হয়। অন্যথা সব কিছু যেন 'ঢোঁড়া সাপ'—মাথা তুলছে না।

সাত সংখ্যাটি 'মৌলিক' হবার হেতু এভাবে ভাবিও।—এক থেকে সুরু। এক হইল দুই। দুই হইয়া দুই-কে যে কোনরকমে একে জুড়িয়া রাখিল (যেমন, দৃগ্-দৃশ্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, বিন্দু-নাদ ইত্যাদিতে) সেই 'যোজক'টি হইল ৩-এর সংখ্যা। যোজনা—অন্বয়, সম্বন্ধ (linking and relating) বিবিধ আকৃতি (forms) লইতে চলিল। তথাপি মূলে, আদিতে ঐ এক বলে—'আমি সব কিছুর অন্তেও রহিব।' বীজ থেকে গাছ, তা থেকে আবার বীজের নমুনা লও। কাজেই, অন্তেও এক। All divergences and differences in becoming tend to convergence and oneness। তা হইলে কি পাইলে বলত? ১+২+৩+১=৭।

ধর আবার, কাগজের ওপর একটা বৃত্ত আঁকিবে। কাগজ বলে—'আমি এক নম্বর।' কাগজে যে বিন্দু বসাইলে, সেটি দুই। তা থেকে যে ব্যাসার্দ্ধ রেখা টানিলে, সে তিন। সে রেখা বলে, 'আমাকে পাদ দেও, অর্থাৎ, কতটা পা বাড়াব তা বলে দাও।' এই পাদ হইল চার। তারপর তাকে ঘুরাইবে কোণে তো? সে কোণ হইল পাঁচ। তার একটা মাত্রা (measure) থাকিবে তো? সে মাত্রা হইল ছয়। শেষে পরিধি বা নেমিটি হইল সাত। এই সাতে দেখ এক আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

বীজাদি জপমাত্রেও ঐ সাত। ১। উদয়সেতু (অব্যক্ত নিঃসৃতা); ২। ব্যক্তাব্যক্ত উদিত নাদ; ৩। ব্যক্ত নাদ; ৪। কলা; ৫। বিলয়মুখ ব্যক্ত নাদ; ৬। অব্যক্তাব্যক্ত নাদ; ৭। বিলয়সেতু (অব্যক্তপ্রান্তগা)। ২ আর ৬-এর ভেদটি বিভাবনীয়। মুখ

কোনদিকে? —ব্যক্তের না অব্যক্তের? —এইটি প্রশ্ন। যেমন, ঘুম থেকে জাগা, আবার, জাগা থেকে ঘুম। অনুস্বার ও বিসর্গ (সূক্ষ্ম বৃত্তিতায়) এই দুই মুখের নির্দেশ দেয়। গায়ত্রীর ব্যাহৃতি পাদে বিসর্গবৃত্তিতা প্রাকট্যে আসিয়াছে।

শুধু বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে এই সাতের সন্ধান করিলে হইবে না। সৃষ্টি সপ্তপর্বারূপে ঊর্জিতা সর্বত্র। লক্ষ্য কর যে, এক, দুই, তিন হইয়া সব কিছুই আবার একে আসিতে চায় বলিয়া এই বিশ্বমৌলিক সপ্তপর্বত্ব। অথবা—এক দুই বা মিথুন হইল, মিথুনের প্রত্যেকটি আবার মিথুন হইল। অথচ গোড়ার সেই এক 'নস্যাৎ' হইল না, কোন প্রকারে (continuity of the germplasm ইত্যাদিতে) থাকিয়াও গেল। এতেও ১+২+৪=৭ পাই। মিথুন ভাবটিকে দুইবার লওয়ার উদ্দেশ্য মিথুনী ভাবের 'অভ্যাস' নির্দেশ করা। সৃষ্টির ধারায় যে সব G. P. Series গুলি দেখা যাইতেছে, তাদের মূল চেহারা পাই ঐ সপ্তকে। এইরূপে বিভিন্ন মননাধারে পঞ্চ, সপ্ত প্রভৃতি মৌলিক সংখ্যাগুলি ভাবিত হইতে পারে। বর্তমানসূত্রে অনুস্বার-বিসর্গ, এ দুয়ের দ্বারা (অ-ই-উ-ক-হ) প্রপঞ্চিত বিশ্ব যে সপ্তপর্বরূপে ঊর্জিত হইয়াছে, এই কথাটি বিশেষ করিয়া বলা হইল।

এইবার, মাতৃকার সাথে অনুস্বার-বিসর্গের সংযোগ বিয়োগ সম্বন্ধটি বলা হইতেছে। মাতৃকামাত্রের পাঁচটি 'মান'—আদ্যাকলনী বা কলন মান; বিন্দুমান; নাদমান; বিশেষকলন মান; কলিত মান। ধর, 'ক'। আদৌ পরমাক্ষর যে বস্তু, তার কাম' হইল—'কলন করিব'। আদিম এই যে কলনকাম, সেটি অবশ্য বাক্যে ব্যক্ত হবার নয়; কেননা, পরমমৌন (Absolute Unutterable) থেকে এইবার পরাবাক্ আবির্ভূত হইবে। তবে, বলিতে গেলে ঐ রকম করিয়াই বলিতে হয়। আদ্যা এবং অবিশেষ কলনী হইল বিন্দু এবং নাদ। এ তিনটি মূল 'আধার' কলনের পর আসে বিশেষ কলনের পালা। অর্থাৎ, কলনী বা কলা যেন বলে—'আচ্ছা, এইবার বল, কি বিশেষ বর্ণরূপাদি কলন করিব।' এই বিশেষাখ্যা কলনীবৃত্তি চতুর্থী। এরপর কলিত হইল 'ক', ইত্যাদি। যে আদ্যা কলনী (বৌদ্ধ পরিণামে—in the context of transcendental logic) এই সব প্রসব করে, সে কলা বা কলনী 'মাতৃ'-রূপা। এখন, এই 'মাতৃ' 'ক'-কে কলন করিয়াই যেন বলে—'দেখ, ক! তুমি তফাতে যেও না, আমার সঙ্গেই থাক'। 'ক'

বলে—'বেশ, আমি তো থাকবো, তুমি চ'লে যাবে না তো'! 'মাতৃ' বলে—'পাগল! তোমায় ফেলে যাব কোথা! তুমি আমার স্বভাবে অনুভাবিত হ'য়েই থাক'।' অর্থাৎ, স্বার্থে 'ক'। হইল—'মাতৃকা'। মা তার আপন 'আকারে' তাকে ঘিরিয়াও রাখিল, আকলিত করিল। এসব কি গল্প? তলিয়ে বোঝ।

মাতৃকামাত্রের এই যে পঞ্চমান, তাদের 'অ ই উ ক হ', এই মূলপঞ্চাক্ষরবৃত্তির সঙ্গে মিলাইয়াও লইও। কোন কিছুর গরমিলে যে নিজেরি গরমিল! যাতে যাতে আছি, অথবা যা যা নিয়ে আছি—সবই যতক্ষণ 'একে' মিলাইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ গরমিল গোড়াতেই রহিল। জপে বা অন্যবিধ সাধনে এই গোড়ার গরমিল সারিয়া একে মিলিতে চাই। কলা-নাদ-বিন্দু—এ তিনকেই সমানাধিকরণ সামরস্যে লইতে চাই কেন? বাক্, মন, প্রাণকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে?

এখন দেখ, ঐ অক্ষরপঞ্চকের আদি এবং অন্তে যে দুটি (অ হ), তারা কি করে? ঐ মাতৃকা পঞ্চমানের যেটি আদ্য মান—সামান্যাধাররূপতা এবং ভূয়িষ্ঠ মহাপ্রাণতা—Basic Background and Basic Fund of Power—সেইটি 'স্থাপন' করে। যেন বলে—'এই তো তোমাকে ভূমিও দিলাম, অফুরন্ত মূলধনও (সামর্থ্য) দিলাম; এখন যা গড়িবার গড়িয়া তোল।' বেশ। 'উ' দিল বিন্দুমান। 'ই' দিল নাদমান। 'ক' দিল কলিত, কলায়মান মান।

অনুস্বার আর বিসর্গ? আবার সেই 'অযোগ'টি ভাবনা কর। দেখা হইয়াছে যে, অর্দ্ধমাত্রাই সেতুরূপা হইয়া তত্ত্বতঃ 'যোগবাহিনী'। চন্দ্রবিন্দু শক্তি এ সম্পর্কে 'অন্তরঙ্গা'। অনুস্বার ও বিসর্গ 'বহিরঙ্গা' নয়, কিন্তু 'তটস্থা'। অন্য যে সব অর্দ্ধমাত্রার প্রান্তমাত্র অবধি স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসে, তারা 'বহিরঙ্গা'। দেবতার রত্নপীঠ দর্শনাভিলাষী কেহ যেন মন্দিরপ্রান্তস্পর্শ করিয়াই ফিরিল; কেহ বা মুক্ত দুয়ারের অবকাশে দূর হইতে দেখিল; আবার ক্বচিৎ কেহ রত্নপীঠ সান্নিধ্যে সমাগত হইয়া সেথায় শির লুঠাইল, সেটি প্রদক্ষিণও করিল। এই শেষেরটিই লক্ষ্য ও কাম্য। আবার, সেকালকার দিনে কেদারবদ্রী যাত্রার পথে 'লছমণ ঝোলা' মনে কর। এটি সব কিছু ইষ্টপরিক্রমার সেতু সন্ধিরূপা জানিও। সেতু (ঝোলা)-নিম্নে যে অস্ফুটনাদরূপা গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন, তিনি ওঙ্কাররূপিণী। তিনি ঐ 'ঝোলা' দেখাইয়া বলিতেছেন—'তুমি যদি বিন্দুকলানাদ—এ ত্রিপথগারূপে আমাকে পূরা

মিলাইতে চাও তো, ঐ সেতু—অর্দ্ধমাত্রা—সাবধানে সমাশ্রয় কর।' সেটি হইলেই ওঙ্কাররূপা গঙ্গা হন—যথার্থ অন্তরঙ্গা এবং যোগবহা।

ঝোলার উপরে এক রজ্জু, নীচে আর এক। উপরেরটা শক্ত মুঠোয় ধরিয়া নীচেরটায় পা বাড়াইয়া চলিতে হয়। নীচেরটা 'পাদ', উপরেরটা 'মাত্রা'—যেটি পাদের ছন্দ, তাল ঠিক রাখে। পাদ হইল নাদগোত্র, সুতরাং, বিসর্গস্থানীয়; মাত্রা হইল বিন্দুগোত্রা, কাজেই অনুস্বাররূপা। এই পাদমাত্রায়, অনুস্বারবিসর্গে মিতালী করাই হইল ঝোলা উত্তরণ।

এখন দেখ, এ ঝোলা পার হইতেছে যে যাত্রী, সেটি কে? তোমার শরীর? তা তো ঠিক নয়। তোমার বাক্, মন, প্রাণ? বটে; তবু সাটে, সংক্ষেপে সেটিকে বল—ঐ প্রথমটি, অর্থাৎ, বাক্। ঐ একেই তিন। যদি না থাকে তো ভূয়ো! যেমন, ওঙ্কারে অ, উ, ম। এ তিনের অ-এ পাদ ঠিক রাখা চাই (অর্থাৎ, অখণ্ড নাদ; দড়ি ছিঁড়িলে তো পতন!)। উ-এ মাত্রা রাখা চাই (অর্থাৎ, উদয়ে-বিলয়ে বিন্দুপ্রশাসন)। ম-এ এ দুয়ের সংহতি (co-ordination)। এই সংহতি বা 'যুক্তি'টি শুধু, এমন কি মুখ্যতঃ, (স্থূলা) বাকের? বাকের যুক্তির সাথে (অর্থাৎ, ম-কারে) মনের এবং প্রাণের যুক্তিও চাই। তিনে যুক্তি বা ত্রিগ্রন্থি (যজ্ঞোপবীতে যেমন)। মনের যুক্তিটি যোজনা করিতে চায় (যুঞ্জান) অনুস্বার (বিন্দুপ্রতিযোগী)। সংযম বা Concentration ই মানসযুক্তির মূল। আর, প্রাণের যুক্তিটি দেন কে? মহাপ্রাণবর হকারের 'আত্মজ' যে বিসর্গ। 'নমঃ'—এই মন্ত্রে বিশেষতঃ যেমন। মন স্বচ্ছন্দে জড়ো হইলে ধীর; প্রাণ স্বচ্ছন্দে বহিলে বীর। অনুস্বার ও বিসর্গে এই ধীরতাযুক্তিতে এবং বীরতাযুক্তিতে যুঞ্জান (prone) হইতে পারা যায়, এবং তাই হওয়া উচিত। বাকের যুক্তিতে কি হওয়া উচিত? স্থির। 'অউম' উচ্চারণে বাক্ যদি পরাগ্‌বৃত্তি না ছাড়িল, অস্থিরই রহিল, তবে 'বৃথায় লইনু—'। একদম বৃথা? তা হবার নয়। লইতে লইতেই 'বনিয়া' যাইতে হইবে। তবে গোড়া থেকেই স্থির, শান্ত হবার দিকে ঝোঁক রাখিতে হইবে। এই স্থির, শান্ত হওয়াটিও যে দুরকমের, তাও মনে রাখিতে হইবে। এক রকম—ঝিমিয়ে যাওয়া, জড়বৎ থেমে যাওয়া। এটা তামস। এটি বর্জনীয়। অপরটি সাত্ত্বিক। এতে জপাদিতে বাকের যেটি বিরামস্থল, সেটি হয় প্রসন্ন-উজ্জ্বল। সে জ্যোতিঃপ্রসাদ আর রসাস্বাদ থেকে আর যেন নড়িতে ইচ্ছা করে না। মধুপ এইবার

যেন আলোকপুলকভরা মধুকোষে বসার ভাগ্যটি পাইল! এটি তো ঝটিতি হবার নয়; তবু—'লগা রহো ভাই! বনত বনত বন যাই।' মধুকরের মাধুকরী পরিক্রমারই মত তোমার এই জপব্যাহরণ-অনুস্মরণের পরিক্রমা—ইহা ভুলিও না।

ত্রিযুক্তি না হইলে যথার্থ 'যোগবাহ' কোন কিছুই হয় না। ঐ তিনযুক্তির মধ্যে প্রাণযুক্তির কথা আরও একটুখানি ভাবিয়া দেখ। প্রাণের ব্যানরূপটিই বিশেষ করিয়া ধ্যানে রাখ। ব্যানবৃত্তি একাধারে ব্যাপিনী ও সন্ধিনী। এর মধ্যে বিসর্গ (হকার-অনুগৃহীত) দ্বারা ব্যাপিনীর যোজনা বা যুক্তি হয়। কিন্তু সন্ধিনী? সন্ধিনীর যোজনায় চন্দ্রবিন্দু আবশ্যক হয়। অর্থাৎ, চন্দ্রবিন্দু ব্যতিরেকে নাদকলাবিন্দু, এ ত্রিতয়ের যেটি মূলযোজনা (সমানাধিকরণ-সামরস্য) সেটি সাধিত হয় না। কাজেই, ওঙ্কার ওঁ-কাররূপেই লিখিত এবং উচ্চারিত হওয়া উচিত। নচেৎ, ত্রিযুক্তিতেও সন্ধিযোজনা হইল না। অর্দ্ধমাত্রার 'সেতু'টি পাতা হইল না।

আচ্ছা, আবার মাতৃকায় ফিরে এস। বাকে, এবং সেই সঙ্গে নিখিল প্রপঞ্চে, যেটি আদ্য মাতৃমানকে (Prime Matrix Measure Principle-কে) অভিব্যঞ্জনমুখ (First Manifest Principle বা Evolute) 'ক'-এর সঙ্গে 'স্বার্থে' (in cosignificance) যোজনা করে, সেটি 'মাতৃ+কা'। ধর, আবার সেই বীজ—মাতৃমানের প্রতিভূ। এতে 'অঙ্কুরায়ণ' হইল 'ক'। এখন, এ দুটিকে যাহা 'স্বার্থে' (in community of end and function) যুক্ত, অন্বিত করে, তাহাই এস্থলে মাতৃকা। এখন, বীজ থেকে অঙ্কুর-প্ররোহাদি উদ্‌গমে নাদপ্রতিযোগিতা (Emphasis) স্পষ্ট; কাজেই, বিসর্গ (বিসৃষ্টি)-এর অনুবন্ধাধিকার। তখন সে চারাগাছে কেউ ফুলফল প্রত্যাশা করিও না। কিসে বড়ো হবে সেই ভাবনা। কিন্তু বড়ো তৈরি গাছে ফুল যদি না ফোটে, ফল যদি না ফলে? সেখানে আর অযথা বা'ড় দেখিতে চাই না। অর্থাৎ সেখানে গতিটি বিন্দু বা বীজপ্রতিযোগী হওয়া চাই। কাজেই, অনুস্বার। গোড়ায় বীজং, তা থেকে অঙ্কুরঃ, শেষে আবার ফলং পুষ্পম্। সুতরাং, 'আশ্রয়স্থানভাগী' রূপে অনুস্বার-বিসর্গ মাতৃকার পঞ্চমানের মধ্যে বিন্দুমান ও নাদমান, এ দুটি মানের 'মাতা' (Index and Measure) হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে কোন মাতৃকায় অনুস্বার দিলে, তার 'মুখ' হয় বিন্দুর পানে; আর, বিসর্গ দিলে হয় নাদের পানে। যেমন, কং, কঃ। পরেরটি কর্তা, প্রথমটি কর্ম? বেশ; কর্তায় কর্ম সম্পর্কে নাদপ্রতিযোগিত্ব

—স্বপ্রসারণী বৃত্তি, আর কর্মের কর্তা সম্পর্কে বিন্দু-প্রতিযোগিত্ব—স্বসঙ্কোচনী বৃত্তি, ভাবিয়া দেখ। একে Agent, অন্যে Patient; একে ব্যাপ্ত করে, অধিকার করে, অন্যে ব্যাপ্ত ও অধিকৃত হয়। যে মালী গাছের বীজ পুঁতিয়া সেটিকে বড়োসড়ো করিল, সে কর্তা; যে ফুল, ফল, ফসল ফলিল, সেটি কর্ম।

এ দুটি অনুস্বার বিসর্গের স্বনিষ্ঠা বৃত্তি (intrinsic directives), অর্থাৎ তাতেই দেয়া আছে। অন্য কোন কিছুর 'যোগে' তারা একে পায় নাই। প্রতিটি পদার্থের কোন কোন বৃত্তি তার 'স্বভাবগা', অপর কতকগুলি 'অন্যভবীয়া'। কতকগুলি Innate, অন্য কতকগুলি Induced.

অনুস্বার-বিসর্গের স্বতন্ত্রাবৃত্তি (nature of the 'directives' considered by itself) বলা হইল। কি বলা হইল? অনুস্বার মাতৃকাকে বিন্দু-মুখী (directed), বিসর্গ নাদমুখী করতঃ, তার মানের 'মাতা' (as Index and Measure) হয়। যেমন, কোন সংখ্যার উপর বর্গাদির চিহ্ন বসাইলে প্রসারের দিকে, আর, বর্গমূলাদি চিহ্ন দিলে সঙ্কোচের দিকে সেটি যাইবে। একে Series-এর divergence, অন্যে convergence.

এ ছাড়া, অনুস্বার-বিসর্গের 'পরাধীনা'বৃত্তিও আছে। 'আদ্যস্য মাতৃকা মাতা'—কারিকায় বলা হইয়াছে দেখ। এ স্থলে ও-দুয়ের পূর্বকথিত বিন্দু-নাদ প্রতিযোগিত্ব (directiveness), যে 'ন স্যাৎ' হইল, এমন নয়। স্বভাব তো 'ঘোচে' না। তবে, তাদের যেন বলা হইল—'হ্যাঁ, তোমরা ঐ বিন্দু নাদ পানেই আঙ্গুল দেখাও, কিন্তু চল অন্যের ঘাড়ে চড়িয়া, তারই মেজাজমাফিক!' অর্থাৎ, তোমার 'বাহ' বা বাহনের ওপরে নির্ভর করিতে হইবে—you depend on carrier conditions. ব্যবহারতঃ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এ প্রকার নির্ভর না করিয়া উপায় নেই। আচ্ছা, এখানে 'বাহ'-টি কি?—মাতৃকাস্বর, এবং বিশেষতঃ, স্বরবর্ণসংযুক্ত মাতৃকা। ধর, 'ক্' একটা মৌলিক শব্দ (phonetic element)। এতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ প্রভৃতি যোগে সস্বর মাতৃকা হইল। অথবা, ব্যঞ্জনবর্ণ না লইয়া অ, ই, উ প্রভৃতি হ্রস্ব-দীর্ঘ কেবল স্বরগুলিকেও নেয়া যায়। এই যে দুই রকমের মাতৃকা ('Matrices')—স্বররূপা এবং সস্বরা—এদের সম্পর্কে অনুস্বার-বিসর্গ কি মান দান অথবা আদান করে? এ স্থলে 'মান' দুই প্রকারের ধরিতে হইবে। একটি সঙ্কেতমান

(Symbol, Index); অপরটি মেয়মান (Measure)। যেমন, কোনপ্রকার শক্তিচালিত যন্ত্র চলিতেছে। তাতে মিটার বসান আছে। মিটার বলিয়া দেয়—কতটা শক্তিমান কার্যতঃ খাটিতেছে; আবার এও বলিয়া দেয়—শক্তির কাজটি কোন্ মুখে (বাড়া অথবা কমা, ইত্যাদি) হইতেছে। সঙ্কেতমান ঐ আগেকার ভাষায় 'আঙ্গুল' দেখায়, বলিয়া দেয়—কোন্ মুখে শক্তিমানের পরিণাম ঘটিতেছে। এটা অতি আবশ্যক এক বিজ্ঞপ্তি সন্দেহ নেই; তবু, কার্যকরী অথবা মজুদী শক্তিমানের উপর এ বিজ্ঞপ্তির (Indicator-এর) সাক্ষাদ্‌ভাবে অধ্যক্ষতা নেই। সেটা থাকে রেগুলেটার অথবা ঐ জাতীয় কোন কন্‌ট্রোলের ওপর। বিজ্ঞপ্তির মতন এর এক নাম দিতে পার—প্রভুক্তি। (ভুজ্ ধাতুটিকে অবন বা পালন, শাসন অর্থে নেয়া গেল।)

এইবার চিন্তা কর—স্বরযোগে মাতৃকা, তার সম্পর্কে অনুস্বার-বিসর্গ ঐ দুইপ্রকার মানের কোন্‌টি দান বা আদান করে?—উত্তর, ঐ সঙ্কেতমান বিশেষতঃ। এটি তাদের দান। আর, স্বরের (কেবল অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত) কাছ থেকে তারা মেয়মান আদান করে। আবার মিটার বা ইন্‌ডিকেটরের দৃষ্টান্তে এই আদানটিও বুঝিয়া লও। কারেণ্ট বা পাওয়ার 'বন্ধ' হইলে ওরাও বন্ধ, আর কি দেখাইবে? অতএব আসিতেছে যে—স্বরের আশ্রয়ভাগী হইলে, এরা স্বরমাতৃকার উপর দেয় তাদের মেয়মান, নিজেরা রাখে ঐ সঙ্কেতমান।

ধর, হ্রী একটা শক্তিমাতৃকা 'যন্ত্র'। 'হ্' আর 'র্'—এ দুয়ে তার মজুদী ও কার্যকরী শক্তি। 'ঈ'—ঐ শক্তির পরিচালক—কন্‌ডক্‌টার এবং রেগুলেটার (ঈস্বরকে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, ঋজু, সুষম ইত্যাদি মাত্রাকৃতিতে লইয়া)। এখন ধর, হ্রীঃ বা হ্রীং। এতে ঐ ইন্‌ডিকেটার বসিল। অনুস্বার বলিল—শক্তিমান সঙ্কোচ বা ঘনীভাবের (condensation এর) 'মুখে'। যদি বিসর্গ থাকে তো, প্রসার বা ব্যাপ্তির দিকে। একটা আঙ্গুল দেখায়—Quantum-এর দিকে; অন্যটা, Wave-এর দিকে। আচ্ছা, এইবার লাগাও সেই সোমার্দ্ধ—চন্দ্রবিন্দু। আকৃতির দিক্ থেকে কি হইল? ং তার আঙুলটি ( ‸ ) গুটাইয়া লইল। বলিল—'আর আঙ্গুল দেখাইব কি! বিন্দু মিলিয়াছে. বিন্দুতে সংশ্রিত হও।' ঃ (বিসর্গ)-ও তার দ্বন্দ্বটি (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াদিরূপে opposition) ছাড়িল। উপরের বিন্দুটি যেন নীচেরটিকে বলিল—'দোহাই তোমার! আমি যেখানে যা সাধিব, তুমি তলায় থাকিয়া, (drag, সংস্কারাদিরূপে), সেটি বাধিবে,

—এমনটি আর হইও না! বরং, এক জোট করা যাক্ না কেন! আমি উপরেই ধ্রুববিন্দুটি হইয়া রহি, আর তুমি ⌣—এইভাবে নীচে খাসা সুষমদোলায় দোল খাইতে থাক। কেমন রাজি তো?' বিসর্গ বিন্দুকে দ্বন্দ্বভাক্ করতঃ অধ্রুব, ক্ষর করিতেছিল—নিখিল বিসর্গ বা বিসৃষ্টিতে যেটি হইয়াছে,—কিন্তু নাদকে সোমার্দ্ধকলায় লইয়া, ক্ষর-অধ্রুবকে ধ্রুব-অক্ষরে সমন্বয়ে লইল। ইহা চন্দ্রবিন্দু। হ্রীঁ—এই মহামনু। জপাদি সকল সাধনে অনুস্বার বিসর্গের এই 'ঔর্দ্ধ্য'-সামরস্য-সাধন (sublimation) সাধিতে হয়।

দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় যে মন্ত্র, তাতে স্বরমাতৃকাসমূহে অনুস্বার-বিসর্গকে এমন ছন্দ-আকৃতিতে লওয়া হইয়াছে, যাতে বাক্-কায়-মন—এ তিনের ঐ ঔর্দ্ধ্য-ভাবনীটি সংসাধিত হয়। বাক্=স্বর; কায়=বিসর্গ; মন=অনুস্বার। এ তিনই ঐ ঔর্দ্ধ্য-ভাবনীতে না আসিলে তো 'প্রাণ' অমৃতৌজাঃ, রূপে মেলে না। প্রাণ 'প্রতিষ্ঠিত' হইলে যে দিব্য অনুভূতি, সেটি—'অপাম সোমমমৃতা অভূম। অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।' ... ইত্যাদি।

'৫' সূত্রটিতে অনেক কথাই হইল। এইবার—

৬।। আবৃত্তিপরিবৃত্তিপরাবৃত্তিভিঃ কোণস্য।।

(প্রাণনবৃত্তিতে প্রসজ্যমান) যে 'কোণ', সে কোণের আবৃত্তি (পূর্বব্যাখ্যাত), পরিবৃত্তি এবং পরাবৃত্তি—এই ত্রিবিধা বৃত্তি হওয়া নিবন্ধন, কেবল পূর্বকথিত অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু নয়, পরে কথিত জাগ্রদাদি সব কিছুই মূল ত্রৈবিধ্যরূপ পাইয়াছে।

বহুধাবৃত্তিমাপন্নং প্রাণনং কোণতাশ্রয়াৎ।
আবৃত্ত্যাদিত্রিধারূপং ভজতে ভুবনান্বয়ম্॥ ১৪১

কৌণিকত্ব অঙ্গীকার করতঃ প্রাণের যে ব্যাপার, সেটি বিশ্ববিতানে অনন্তবৈচিত্র্যভাব হইয়াছে সন্দেহ নেই। প্রাণব্যাপারের, প্রাণনের, যেটি মূলরূপ, সেটিকে যদি স্পন্দাকৃতি ভাবা যায়, তার সে মূলস্পন্দ অশেষ-বিশেষ কোণে বা

কৌণিক সম্বন্ধে হইতেছে। অর্থাৎ, কোণই বলিয়া দেয়—প্রসজ্যমান অথবা বিবেচ্য স্পন্দ বা স্পন্দগুচ্ছ কি আকৃতির (of what nature and pattern)।

জপ এক প্রাণনবৃত্তি। সুতরাং, জপেও প্রশ্ন—কোন্ 'কোণে' (ঋজু, সম, সুষম, বিষম) জপ চলিতেছে? কোণপ্রসঙ্গে এ বিচার্য বিভেদগুলি দেখান হইয়াছে। এও বলা হইয়াছে যে, প্রাণস্পন্দের এই কৌণিকত্ব বাকে এবং মানসে প্রতিরূপিত (reproduced) হয়। প্রাণই মূলব্যাপারী। লক্ষ্য করিবে যে, জপের উদয়-বিলয় সন্ধিতে 'কোণ' 'ঋজু' হওয়া আবশ্যক; উদয়ে ও বিলয়ে 'সম'; এবং কলাবিতানে 'সুষম'। এ বিশেষ ছাড়া, ঋজু প্রভৃতিকে ব্যাপকভাবেও বিবেচনা করা হইয়াছে। জপগতিতে অভিবিধিছন্দঃ আর মর্যাদাছন্দঃ ঠিক সহজ (ঋজু) রহিল তো, ঠিক একি প্রকার (according) রহিল তো (সম)?—এ সবও ঋজু-সমের ব্যাপকব্যঞ্জনায় অবশ্য আসে।

বর্তমানসূত্রে কোণের আবৃত্তি, পরিবৃত্তি এবং পরাবৃত্তি—এই প্রকারের মূলাবৃত্তি নিরূপিত হইয়া নিখিলভুবনান্বয় তাতেই যোজনা করা হইতেছে। আগে আবৃত্তি (অভিবিধি এবং মর্যাদায়) একরূপভাবে ভাবিত হইয়াছে। সেটি আবৃত্তির সামান্য (generic) আকৃতি। তাতে বর্তমান সূত্রের পরিবৃত্তি পরাবৃত্তিরও অন্তর্ভাব (inclusion) হইবে। কিন্তু বিশ্লেষণের সূত্র ও আধার আলাদা করিলে ঐ তিন আলাদাভাবেও ভাবিত হইতে পারে। ধর, আবৃত্তির ভাব বা বৃত্তি সঙ্কোচ করিয়া বলিলাম—যেখানে দোলক, ঊর্মি, গোলক ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছন্দসা 'দোলন' রহিবে, সেখানে হইবে আবৃত্তি। দোলনেও 'এতটা, এই অবধি' (amplitude) -এর প্রশ্ন থাকিবে সন্দেহ নেই। যেমন, গায়ত্রী ইত্যাদি জপে কোন কলা অথবা কতিপয় কলাসমষ্টি ('phase packet') সম্বন্ধে থাকে। বলাবাহুল্য, 'এতটা, এই অবধি' বলিতে গেলেই দিগ্‌দেশ, কাল, বেগাখ্যাশক্তি (momentum) এবং ছন্দঃ—এ চতুষ্টয়েরই বিবক্ষা হয়। এখন, এই চারি 'নিরূপক' (co-ordinates) লইয়া যে কোন এক আধার পাতিলাম। এই চারিটির 'পরামর্শে' এবং অনুবন্ধে, দুটি কাষ্ঠাবিন্দু লইলাম, এবং বলিলাম—'ওহে গতিবৃত্তি! তুমি এই দুটি বিন্দু স্পর্শ করিয়া পুনঃপুনঃ হইতে থাক, যেমন দেখ না দোলকে।' যেমন আবার—গায়ত্রী প্রভৃতি জপে নাদমেরু আর বিন্দুমেরু; যে কোন কলা-ঊর্মিতে তার চূড়াবিন্দু আর সানুবিন্দু। এ দুটি দৃষ্টান্তের প্রথমটিতে পরিক্রমা

পূর্ণ হয়—পূরাটাই ঘুরিয়া আসা হয়, যদি নাদ অথবা বিন্দু—এ দুয়ের কোন মেরুতে সুরু করিয়া তাতেই আবার ফিরিয়া এস। কাজেই, এটাকে পরিবৃত্তি (পরিতঃ বৃত্তি) বল, বর্তমান সূত্রাধারে। দুটি নিরূপিত কাষ্ঠা (limit) স্পর্শ করিয়া পুনঃ পুনঃ ছন্দসা যে দোলন বা স্পন্দন, সেটিকেই এই বিশেষাধিকরণে 'আবৃত্তি' বলা হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিও। কেননা, জপাদি সাধন এবং যাবতীয় ছান্দসী ক্রিয়াতেই কেবল সাকল্যে সংবাদটি (review in sumtotal) লইলেই হয় না; কলাবিশেষকেও তার কুশল-সংবাদ শুধাইতে হয়। শুধু 'মোটের ওপর ঠিকই চলছে' বল্লে তো হয় না! যে পাকা ইমারৎ গ'ড়ে তুলবে, তার খিলেনগুলো কাঁচা হ'লে কি আর রক্ষে আছে! এই কারণে আবৃত্তি থেকে পরিবৃত্তিকে 'যেন' আলাদা করিয়াই দেখান হইতেছে এখানে। Analysis 'পোক্ত' না হইলে, Synthesis 'জব্দ' হইবে না।

ছন্দোভির্দোলনঞ্চৈব চক্রায়ণং সমগ্রতঃ।
দিগ্‌দেশকালবেগানামন্যথাত্বঞ্চ ছন্দসাম্॥
প্রত্যেকং তিসৃণাং পঞ্চ তথা সপ্ত ভবেৎ পুনঃ।
মনোবাগ্‌বস্তুবৈচিত্র্যং প্রাণনাদ্ধি প্রণীয়তে॥ ১৪২-১৪৩

ছন্দোভিঃ, কিনা, ছন্দঃসহকারে যে দোলন (দুটি নিরূপিত—assigned—কাষ্ঠার মধ্যে), সেটিকে যদি, বর্তমান অনুবন্ধে, 'আবৃত্তি' বল, তবে সমগ্রভাবে (completely) যে চক্রায়ণ (revolution), সেটিকে পরিবৃত্তি (অথবা পরিক্রম) বল। এখন, আবৃত্তি এবং পরিবৃত্তি, এ দুই স্থলেই দেখিয়াছি যে, দিগ্‌দেশ, কাল, বেগ (শক্তি) এবং ছন্দঃ—এই সহগচতুষ্টয় থাকে। অর্থাৎ, কোথায় কোন্ মুখে হইতেছে; কতক্ষণ বা কখন হইতেছে; কত বা কি বেগে হইতেছে; এবং কোন্ রীতিতে হইতেছে;—এই চারিটি প্রশ্ন থাকেই। এদের—ঐ চারিটি সহগের (factors)—যে কোনটি অথবা সব কয়টিরই যদি অন্যথাত্ব (changeover from one frame or system to another) ঘটে, তবে কি হইল?—পরাবৃত্তি। এই বিশেষাধিকরণে শব্দগুলিকে বিশেষ বিশেষ শক্যতাসম্বন্ধে লওয়া হইতেছে, ইহা ভুলিও না। যেমন, জপে উদয়কলায় এবং বিলয়কলায় তুলনা করিয়া বোঝ। যে বৃত্তিটি (+) ধনে

চলিতেছে, সেটি ঋণে (-) চলিলে, লক্ষণমত, পরাবৃত্তি হইল। উদয়মুখে প্রাণ একাই উদিত হয়, পরে মন এবং বাকের সঙ্গে 'যুক্ত' হয়। বিলয়ারম্ভে প্রাণ প্রথমে বাক্ (বৈখরী), পরে মন (সঙ্কল্প)—এ দুই থেকে 'বিযুক্ত' হয়, এবং অন্তে একাই সেতুসমাশ্রয় করে। আবার গায়ত্রী জপে 'ধীমহি' পর্যন্ত বেগাখ্যা শক্তির যে রূপ, সেটি 'প্রয়াস'; তৎপরে সেটি অন্যথা হইয়া হয় 'প্রপত্তি'। পুনশ্চ, 'বরেণ্য' অবধি নাদচূড়া থাকে গতির লক্ষ্য; 'ধীমহি' অবধি 'তাটস্থ্য'—যেন উচ্চচূড়া হইতে নামিয়া সানুদেশে ধ্যানবেদীতে সেই বরেণ্যমের ধ্যানে বসিলাম। তার পরে, প্রপত্তিযোগে বিন্দুবিলয়। এটি 'জপসমাধি'। এতেও যদি পুনশ্চ উদয়-বিলয়-বিকল্পবীজটি নিহিত থাকে, তবে 'জপসমুত্থান' ও জপব্যুত্থান। আবারও জপ আবৃত্তি-পরিবৃত্তিতে চলিল। কিন্তু পরাবৃত্তিতে যদি 'পরার' মুখটি সবিকল্প থেকে নির্বিকল্পে ফিরিয়া যায়, তবে সেই পরাপারীণ যে পরম, তাতে অভিনিষ্পন্ন হওয়া গেল। এইরূপ জপবৃত্তি বৈখরী থেকে মধ্যমাদি ভূমিতে যাইলেও পরাবৃত্তি। 'পরা' এই উপসর্গে অতীত্যবৃত্তিতা—transcendence in being, function, plane ইত্যাদি আসে, এটি স্মরণ রাখিও। তবে অবশ্য, পরা 'কাষ্ঠায়' গেল কিনা, এটি জিজ্ঞাস্য থাকে।

শেষকালে উপসংহার করা হইতেছে—মন, বাক্ এবং বস্তু, এ তিনের যত না বৈচিত্র্য, সে সবই প্রাণনের আবৃত্ত্যাদি ঐ ত্রিধা কৌণিক সম্বন্ধের দ্বারা 'প্রণীত' হইয়া থাকে। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত নাও। ধর, এক বৃত্ত আঁকিবে। কোন স্থির বিন্দু থেকে এক ব্যাসার্দ্ধ লইয়া যদি সেটিকে দোলকের মত ৩০ বা অন্য ডিগ্রীতে একবার এধারে, একবার ওধারে নাও, তবে হইল 'আবৃত্তি', ফলে একটা বৃত্তকলা। পূরা ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া আনতো, পরিবৃত্তি—ফলে পূরা বৃত্ত। পরিবৃত্তিতে পরিধি বা 'মর্য্যাদা' পূরা। অর্থাৎ, কাষ্ঠায়।

কিন্তু ধর, ব্যাস সঙ্কোচ কি প্রসার করিতে হইবে (যেমন, জপকে দ্রুতলয় কিংবা বিলম্বিত লয়ে), অথবা অন্য অন্য সম্বন্ধাধারে (অভিবিধিতে) লইয়া বৃত্তকে বৃত্তাভাস (Ellipse) কিংবা প্যারাবোলা ইত্যাদি করিতে হইবে। তা হইতে হইলে, যে 'কর্ম্ম' করিতে হয়, তাকে বলা হইল পরাবৃত্তি। এটি ব্যতীত কোন কিছুরই প্রারব্ধের 'পাশ' মোচন হয় না, সঞ্চিতের 'গাঁঠ' খোলে না—mutation, emergence, transformation, sublimation সাধিত হয় না। এটিই সকল তন্ত্র-যন্ত্রকে বলে—'কি গো,

তোমার মন্ত্রটি ঠিক আছে তো? যেটি বেঠিক, তাকে পাল্টে সঠিক করবে না?' তবে, সাবধান! পরাবৃত্তিটি যেন 'নিজে' পরা ও পরমার পানেই মুখটি রাখে! অপরার পানে ঝুঁকিলে তো 'অপরাধ'!

**৭।। আভির্জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদয়ঃ।।**

(বাক্, মন এবং বস্তু—এ তিন ক্ষেত্রেই প্রাণ-প্রণয়নকর্মটি দৃষ্টান্ত লইয়া বলা হইতেছে)—ঐ আবৃত্তি প্রভৃতি নিবন্ধন জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

সমস্তব্যস্তভেদেন জাগরাদিবিভাগভাক্।
বাঙ্মনোবস্তুসঙ্ঘাত আবৃত্ত্যাদিভিরন্বিতঃ॥ ১৪৪

সমাসে লও, কিংবা ব্যাসেই লও, জাগরাদিবিভাগবিশিষ্ট বাঙ্মন-বস্তুসঙ্ঘাতমাত্রেই আবৃত্তি প্রভৃতি ঐ তিনের অনুবৃত্তি বা অন্বয় আছে—ইহা ভাবিয়া দেখিও। যে কোন বস্তু; সেটি মনে কি ভাবে 'সাড়া' দেয় (react), এবং বাকেই কিভাবে 'ব্যক্ত' হয় (express)? প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, এই সঙ্ঘাত হইল শব্দ (বাক্)-অর্থ-(বস্তু)-প্রত্যয় (মন)—এই সঙ্ঘাত। এ তিনেই পূর্ববিচারিত আবৃত্তি, পরাবৃত্তি এবং পরিবৃত্তি অন্বিত আছে দেখিবে। এও লক্ষ্য কর যে, এখানে 'পরা'কে মাঝে রাখিয়া 'পরি'-কে শেষে নেয়া হইল। 'পরি' বলিতে 'পূরা' (সর্ব্বতোভাবেন)। এই 'পূরা' দুইরকমে নেয়া যায়—আকৃতিতে (as graph or picture) পূরা, এবং প্রকৃতি (in nature, being, function) -তে পূরা। প্রথমটিতে পূর্ণের 'ভাস', পরেরটিতে সম্পূর্ণের 'ভান'। এই শেষেরটাই কাষ্ঠা ও লক্ষ্য। জপাদি সাধনে শুধু 'ব্যাহরণে'র আকৃতিটি (graph) ঠিক আঁকিলেই হয় না; মূল সত্তাশক্তিছন্দের প্রকৃতিটিও তাতে সমন্বয়ে আসা চাই। এটি আসার নাম 'অনুস্মরণ'। পরাবৃত্তিটি সর্বতন্ত্রেই commutator বা transformer -এর কর্মটি করে। 'একরূপ সংস্থা থেকে অন্যরূপ সংস্থায় যেতে হবে?—আচ্ছা, আমি আছি'। —বলে পরাবৃত্তি। এটি 'ভুবঃ'—স্থানীয়া। গানে যেমন 'বাট' বদল, 'ঠাঠ' বদল, ছন্দ বদল, ইত্যাদি। যেমন, ইমন থেকে ইমনকল্যাণে ('পা'-কে ধরিয়া) যাইতে পরাবৃত্তি। ধ্রুবপদ

গানে—আস্থায়ী-আদি এক এক পাদে সুর এবং ছন্দের 'আবৃত্তি' (অভিবিধি এবং মর্যাদা সহকারে বৃত্তি); অন্তরাদি পাদান্তরে গতিতে 'পরাবৃত্তি'; এবং চারিটি পাদেরি পূর্ণ সমন্বয়ে 'পরিবৃত্তি'।

এই বার, গোড়াকার, বিরাট্, হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টি-ব্যষ্টি তত্ত্বে দৃষ্টি দাও।

বিশ্বে বিরাজি চাবৃত্তির্হিরণ্যে তৈজসে পরা।
প্রাজ্ঞেশ্বরপ্রকোষ্ঠে চ পরিবৃত্তিঃ প্রকল্প্যতাম্॥ ১৪৫

বেদান্ত শাস্ত্রের পরিভাষায় ব্যষ্টিচেতনায় জাগরে, স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে যথাক্রমে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ; এবং সমষ্টি-চেতনায় বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর। এখানে বলা হইতেছে যে, বিশ্বে এবং বিরাটে আবৃত্তিধর্মমুখ্যতা থাকে; তৈজসে ও হিরণ্যগর্ভে পরাবৃত্তি; এবং প্রাজ্ঞেশ্বরপ্রকোষ্ঠে পরিবৃত্তি। লক্ষ্য কর যে, বিশ্ব-বিরাটে 'ভূঃ', তৈজস-হিরণ্যগর্ভে 'ভুবঃ', এবং প্রাজ্ঞ-ঈশ্বরে 'স্বঃ'—এই ব্যাহৃতিত্রয় যথাক্রমে ভাবব্যঞ্জনায় সংলগ্ন হয়। এরা তিনটি 'যুগ্ম' যথাক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণের ভূমিও নির্দেশ করে। এখন, সূক্ষ্মই সব কিছু বৃত্তি ও ব্যাপারবত্তার সেতু-সন্ধির স্থল। বীজ (বাহ্যতঃ) স্থূল, অঙ্কুরও তাই। কিন্তু বীজ থেকে অঙ্কুর হইল কোথায়, কিরূপে? এই যে transition, switchover, orientation—এটি বড়ো সূক্ষ্ম ব্যাপার! ভিতর-বাহির সব কিছুতেই ভাবিয়া দেখিও। ব্যষ্টিচেতনায় স্বপ্ন (বৈজ্ঞানিক অর্থে), আর সমষ্টিচেতনায় মহাপ্রাণ এবং মহামানসের আধার—এই দুইটি হইল 'কোণ' পাল্টাইবার ভূমি। সুতরাং, পরাবৃত্তি লক্ষণে আসে। স্বপ্নে অব্যক্ত সংস্কারব্যূহ সক্রিয় হইয়া ঠিক বলিয়া দেয়—তোমার ব্যবহারিক চেতনা কোন্ আকৃতি, শক্তি, ছন্দাদির পানে 'মুখ' ফিরাইতেছে। শুধু, Psycho-Analysis-এ নয়, সাধনভজনেও 'স্বপ্নবিবেক' একান্ত আবশ্যক। স্বপ্নে যদি গুরু, ইষ্ট, নাম 'দেখা' দেন তো, তবে তুমি মধ্যমার মধ্যমাটি মিলাইলে বুঝিও। বিরাটের বেলাতেও, হিরণ্যগর্ভের আধার এবং অধ্যক্ষতা ব্যতীত প্রাণ এবং মানসের ক্ষেত্রে কোন 'কোণ' বদলান—'turning round a corner'—ইত্যাদি হয় না বুঝিও। যেমন, গায়ত্রীর 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' স্থলে। তৎপরে, প্রাজ্ঞ এবং ঈশ্বর। —যাঁরা নিখিলবৃত্তিকে কারণে উদিত

করতঃ কারণেই লয় করিবেন; এতে কার্যকারণের সমগ্র ব্যস্ত আবৃত্তি সমাসে আসিয়া একাধারে শূন্য (ব্যস্ত সম্পর্কে) ও পূর্ণ (সমাসে) হয়। এ সমগ্র ব্যাপারটি পরিবৃত্তি লক্ষণে আসে।

যাবৎ সব কিছু 'ব্যস্ত' (differentiated), ততক্ষণ তাদের 'আবৃত্তি' (দুটি নিরূপিত 'মেরু'-মধ্যে বারংবার গতিস্থিতি)। এটি 'কোণ' বদ্‌লাইলে 'পরাবৃত্তি'। এটি সমাস-সম্পূর্ণতায় আসিলে পরিবৃত্তি। এ তিন স্থলে 'ব্যস্ত', 'ন্যস্ত', 'সমস্ত'—এ তিন শব্দের সংক্ষেপ যোজনা হইতে পারে। লক্ষ্য করিও যে, সুষুপ্তিতে তোমার সর্ব ব্যস্তচেতনার আবৃত্তি-পরাবৃত্তি সম্বেগ 'শেষ' হয় বটে, কিন্তু 'নিঃশেষ' হয় না। হয় না, কেননা, তুমি ব্যষ্টি-উপাধিমুক্ত নও। ব্যষ্টিত্বমাত্রই একটা stress-and-strain-centre; সুতরাং, যে সব ব্যস্ত-ন্যস্ত বস্তু সমস্ত হইল, তারা 'সমাপ্ত' এবং 'নিরস্ত' হইল না। যেমন, কোন এক 'অসীম চাপে' যেন এতবড় গাছটা ফলে তার একটুকু 'বীজ' হইয়া আসে। যে ব্যষ্টি বা ব্যক্তি রসাশ্রয়ে ভগবানের লীলাপ্রতিযোগী হয়, সে ব্যষ্টি শুদ্ধ, অমায়িক, অপ্রাকৃত। তাহাই হউক। কিন্তু লক্ষ্য কর যে—সুষুপ্তির ভূমিকে ব্যবহারিক 'ব্যষ্টিবন্ধ' থেকে মুক্তি দিয়া তাকে সমাধিতে, মহাভাবে লইতে পারগ শুধু একেশ্বর তিনি—যিনি নিখিলকার্য-কারণের যেটি পরিবৃত্তি বা সমস্যমানতা, সেটি সমাপনও করেন, নিঃশেষও করেন। এই নিমিত্ত—'মাং শরণমন্বিচ্ছ'। ব্যষ্টিকে ভোগমায়ার হাতেই রাখ, অথবা যোগমায়ার হাতেই দাও, যিনি যোগেশ্বর, তিনি ছাড়া অপর কেহ পরা-মুক্তিদ-ও নয়, পরা-ভক্তিদ-ও নয়।

তারপর দেখ—

সর্ব্বকলাসু চাবৃত্তির্বিন্দুমাশ্রিত্য যা পরা।
স্বয়ং বিন্দৌ চ নাদে চ পরিবৃত্তিরসংশয়া॥ ১৪৬

জপাদিতে সকল ব্যস্তকলায় যে বৃত্তিমত্তা (functioning), সেটি আবৃত্তি; ধনে বা ঋণে (অনুলোমে বা বিলোমে) বিন্দুকে আশ্রয় (লক্ষ্য) করতঃ যে বৃত্তি, সেটি পরাবৃত্তি। আর, স্বয়ং বিন্দুনাদের সমানাধিকরণ সামরস্যে অভিসম্পন্ন হইলে পরিবৃত্তি—the dynamic cycle is complete without any lacunae. শেষকালে

এটিও লক্ষ্য কর যে, কেবল মন্ত্রে-তন্ত্রে নয়, পরন্তু যন্ত্রমাত্রেই আবৃত্ত্যাদি ঐ তিনটি যথাযোগ্য অন্বয়ে পাইতে হয়। যে কোন সমর্থযন্ত্রে (যথা, বয়নীতে) oscillator, rotator এবং commutator or transformer—এ তিনটি মুখ্য ক্রিয়াকারক 'অঙ্গ'। এঞ্জিনে পিস্‌টনের যেটি oscillatory movement, সেটি rotator তে পরিবর্তিত হয় কিরূপে?—এ সব স্থূল দৃষ্টান্তও বর্তমান সূত্রের ব্যাপ্তিতে আসিবে। গণিতব্যবহারেও ব্যাপ্তি লক্ষ্য করিবে।

যদি বল—অপ্রাসঙ্গিক স্থলগুলিতে জপসূত্রের 'ব্যাপ্তি' টানিয়া কি লাভ? তার উত্তর—কোন ব্যাপ্তিকে শুধু 'ব্যাপ্ত'তে (as contained) দেখিলে তো দেখাই হয় না, 'ব্যাপকে'ও (as container) দেখা চাই। নতুবা, কোন কিছুরই গ্রন্থি মুক্তিও হয় না, ভূয়িষ্ঠ যে আপ্তি, সেটিও হয় না। শুধু কোশাকুশির জল মাথায় ছিটাইলাম, কিন্তু 'আপো বৈ নারায়ণঃ', 'সর্ব্বদেবময়ী' যে আপঃ? আর, এটিও সর্বদা স্মরণযোগ্য যে, কোন বিশেষ সঙ্কীর্ণ অনুবন্ধানুরোধেই কোন বিষয় অথবা সম্বন্ধ হয়ত' অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর হইতেছে; নচেৎ, অখণ্ডবাস্তবাধারে বিষয় সম্বন্ধমাত্রেই যেন 'কম্‌লির দল'—যেখানটাতেই টান দাও, সবটাই আসিয়া পড়িবে। উচ্চ গণিতের আলোচনায়, বিশেষ করিয়া, বিষয়সম্বন্ধসূত্র-সমূহের অন্যোন্যাপেক্ষাভাবটি লক্ষ্য করি। Compartmental, segmental, cross-sectional treatment আবশ্যক বটে, কিন্তু বাস্তবাবগাহী নয়।

কোণের ত্রৈবিধ্য লইয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করতঃ এইবার তললম্বাদি ত্রৈবিধ্যের প্রসঙ্গ হইতেছে—

**৮॥ তললম্ববেধাকৃতিবৃত্তিত্বমভিব্যক্তস্য॥**

অভিব্যক্ত (manifested) -মাত্রের তল, লম্ব এবং বেধ—এই তিন আকৃতিতে বৃত্তিমত্তা আছে॥

তললম্ববেধ-কে কেবল যে রৈখিকবিজ্ঞানের পদার্থ মনে করিলে, হইবে না, তা পূর্ব পূর্ব আলোচনায় সুস্পষ্ট হইয়াছে। যেমন, অকারে তলবৃত্তিতাসামান্য, ইকারে লম্ববৃত্তিতা-সামান্য এবং উকারে বেধবৃত্তিতাসামান্য লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এ বৃত্তিগুলি কেবল বা মুখ্যতঃ দৈশিক (spatial) নয়। তবর্গের ত-বর্ণে ঐ তলসামান্য

বিশেষাধিকরণে আসে, এটিও লক্ষ্য করিও। অ-বর্ণ অক্ষরপদার্থকে নিখিল বর্ণাদি অভিব্যক্তির সামান্যাধার (বা 'তল') রূপে মেলিয়া দিল; ত-বর্ণ সেটিকে 'বিশেষ' (reference to 'given' plane or frame) লইল।

ঋতংসত্যং দেশকালাবভিব্যক্তং চতুর্বিধম্।
সর্ব্বস্য ত্রিপুটীভাবস্তলাদিভিঃ প্রসজ্যতে॥
বিশ্লেষণে তলাদীনাং ধনর্ণকোণতান্বয়ম্।
মুখ্যত্বঞ্চাতথাত্বঞ্চ জাগরাদিষু পশ্যত॥ ১৪৭-১৪৮

অভিব্যক্ত (what is manifested) মাত্রকে ঋতং, সত্যং, দেশ এবং কাল—এই চারিটি মূলপর্বে লওয়া যায়। পূর্বে বহুলব্যাখ্যাত 'ঋতঞ্চ' 'সত্যঞ্চ' আবারও স্মরণ কর। প্রথমটিতে 'ঋ', কিনা, গতি, দ্বিতীয়ে 'সৎ', কিনা অস্তিতার ভাব। গতি বলিতে গতিচ্ছন্দঃ আর, অস্তি বলিতে থাকা বা স্থিতিধর্মটি ভাবনার কেন্দ্রে আসে। অবশ্য, এই যে 'হওয়া' আর 'থাকা'—এ দুয়ের এক একটা নির্ব্যূঢ় (unconditional) কাষ্ঠাও থাকিবে। —যে কাষ্ঠায় দুটিই ধ্রুব। সেই কাষ্ঠাদ্বয় 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'। কাষ্ঠার নিম্নেও এদের 'প্রতিভূ' (প্রতিরূপ, অনুকল্পাদি) আছে। অভিব্যক্ত বলিতে সে সকলও ধরিতে হইবে। এই রকম ব্যাপক (elastic) বৃত্তিতে লইয়া 'ঋতং' কে সংক্ষেপে ছন্দঃ, আর, 'সত্যং'-কে 'বস্তু' (এর লক্ষণ দেখ) বলা যাইবে।

তা হইলে, অভিব্যক্তের চতুর্বিধা কি কি হইল?—বস্তু, ছন্দঃ, দেশ ও কাল। শেষের দুটি একত্র করিয়া—দেশ-কাল—লইলে ত্রিবিধ। দেশ-কাল কি বস্তু আর ছন্দের বাহ্য?—এ বিচার এখানে পাড়িয়া কাজ নেই। এ স্থলে তত্ত্ববিভাজন উদ্দেশ্য নয়, প্রয়োগ ব্যবহারনির্বহণই মুখ্য প্রয়োজন।

উক্ত প্রয়োজনে দেশ-কালকে এক স্বতন্ত্রপর্বেই রাখা ভাল। এখন, ভাবিয়া দেখ যে, শুধু 'দেশ' (Space অর্থে) বলিয়া নয়, সব কিছুরি (সুতরাং, কাল, ছন্দঃ এবং বস্তুরও) ত্রিপুটী ভাব (threefoldedness, tri-polarity) ঘটিয়াছে তললম্ববেধ—এই তিন আকৃতির সংহতিবশতঃ। এরূপ হবার হেতু—সব কিছুর মূলে ওঁকার, এবং সব কিছুই ওঁকারের অভিব্যক্ত রূপ। ওঁকারের যেটি অকার, সেটি সমস্ত কিছু অভিব্যক্তের

তলসামান্য পাতিয়া দেয়; উ-কার (পূর্ববিশ্লেষণ-মত) লম্ব-বেধ, এ দুই-ই সামান্যভাবে; এবং ম-কার এ তিনের সংহতি (congruence)। 'ম'-তে শেষ নয়। সুতরাং, তদতীত (transcendental) -ও ওঁকারে আসে। অর্থাৎ, শুধু যে three-dimensional pattern, এমন নয়; higher dimensions ও আসে। আসে বলিয়া, ওঁকার=তার বা তারক।

প্রকারান্তরে ব্রহ্মের যেটি আদিম 'তপঃ' ('তপসোঽধ্যজায়ত'), সেটি সমস্ত কিছু আবীরূপের নিমিত্ত 'তল' মেলিয়া দেয়; 'ঈক্ষণ' দেয় 'লম্ব'; 'কাম' দেয় 'বেধ'; এবং 'সঙ্কল্প' দেয় এ তিনের সংহতি (co-ordination)। আবার, সর্বতন্ত্রে থাকে লম্ববৃত্তির মুখ্যতা—যেটি সম্ভাব্য (potential) মাত্রকে বাস্তবে (kinetic, actual-এ) তুলিয়া লয়, তল বা plane মাত্রকে ঊর্ধ্বাধঃ ইত্যাদিরূপে বদলায়। সর্বযন্ত্রে তলবৃত্তি (ground, frame or plane principle) থাকে মুখ্যতায়। আর, সর্বমন্ত্রে থাকে বেধ এবং সংহতিবৃত্তির মুখ্যতা। সাধারণ বীজে যেটি নমুনায় দেখি—শক্তি গভীর, গাঢ় ও ঘন হইয়া অভিব্যক্তি বা বিকাশের সকল কলাকে নিবিড়সংহত (in compact coalescence and co-inherence) রাখিয়াছে।

তলবৃত্তিতে সমস্ত কিছু জাত-স্থিত হয়; লম্ববৃত্তিতে 'চলিত', সিঞ্চিত, বিকীর্ণ হয়; বেধবৃত্তিতে আবৃত্ত, সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়। তল সমস্ত কিছুর 'ভূঃ'; লম্ব 'ভুবঃ'; বেদ 'সুবঃ'। জপে, বৈখরী-মধ্যমাদি ভূমিতে তলবৃত্তিতা; নাদের উদয়ে এবং কলাবিতানে লম্ববৃত্তিতা; বিন্দুমুখীনতা ও বিন্দুবিলয়ে বেধবৃত্তিতা। পুনশ্চ, নিখিল অভিব্যক্তিতে যেটি 'সেতু' (transition principle), তার 'বহিঃ' বা অবরসন্ধিতে লম্বমুখ্যতা (kineticity), সেতুতে তল ('plane' principle) এবং 'অন্তঃ' বা বরসন্ধিতে বেধমুখ্যতা (predominance of potentiality) থাকে; সর্বক্ষেত্রে এটি ভাবিয়া দেখ। যেমন, স্থূলজপ মধ্যমায় চলিয়াছে; ভাবনা ধ্যানে গভীর হইতেছে; ভাব 'আবেশে' অথবা 'মগ্নতায়'। সাধনের সুরুতে চাই প্রয়াসবীর্য (লম্ববৃত্তি), মধ্যে আধার-স্থৈর্য (তল), এবং অন্তে প্রপত্তিসম্পন্নতা (বেধ)।

রেখাবিজ্ঞানের একটা ত্রিভুজ বা বৃত্ত অঙ্কনের দৃষ্টান্ত থেকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিভিন্নভূমিতে এই তললম্বাদিকে চিনিয়া লও। কাগজের উপর একটা বৃত্ত আঁকিবে। কাগজটা তল, এতে একটা স্থিরবিন্দুতে কম্পাসের একটা ভুজ লম্বরূপে ধরিলে;

অপর ভুজটিকে কোন কোণে রাখিয়া সেটিকে আবর্তন করিলে (এইটি বেধ)। আবার, 'অহংব্রহ্মাস্মি'—এই মহাবাক্যে, ব্রহ্ম স্বয়ং তল বা অধিষ্ঠান। 'অস্মি'—'হই'—এই পদটি লম্ব। 'অহং'টি বেধযোগ্য। বেধে অহং উপাধিনির্মুক্ত বা শুদ্ধ হইল। শুদ্ধ, নিরূপাধি ব্রহ্ম বেধযোগ্য নয়। 'ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে'—শ্রুতি আত্মাকে শর (প্রণবো ধনুঃ) এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলিয়াছেন, এবং আরও বলিয়াছেন, 'অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যঃ'। কিন্তু এ বাক্যে আত্মা এবং ব্রহ্ম, কেহই 'শুদ্ধ' সীমায় লক্ষিত নয়; শুদ্ধিসাধন বা শোধনের (যথা, 'তত্ত্বমসি'-তে) উপায়-উপেয় সম্বন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাগত্যাগ লক্ষণায় উপাধির বেধ এবং বাধ ঘটে।

তাই আবার বলা হইতেছে (কারিকায়)—বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তলাদিতে 'ঋণ' এবং 'ধন'—এ দুটি 'মুখীনতার' অন্বয়ও লক্ষ্য করিবে; মুখ্য এবং অমুখ্য—এ দুটিরও বটে। যেখানে দুই বা ততোধিক ভাব একসঙ্গে থাকে, সেখানেই কোন্‌টা মুখ্য, কোন্‌টা তা নয়—এ প্রসঙ্গ ও প্রশ্ন আসেই। মনে রাখিতে হয় যে, এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ বা কিছু 'একা' নেই। অন্যোন্যসম্বন্ধে রহিয়াছে সব কিছুই। সুতরাং, তল-লম্ব-বেধও বটে। শুধু তল বা লম্ব বা বেধ বলিয়া তো কিছু নেই। শুধু আবার তাই নয়। কোন ভূমি বা সংস্থাবিশেষে যেটি তল, অন্যে সেটি লম্ব বা বেধ হইতে পারে। অবশ্য, এই প্রকার ব্যবহারিক অদলবদলের মূলে বা কাষ্ঠায় ওদের কি 'রূপ' বা ভাব—সেটির সন্ধান করিতেও হয়। যেমন, কাষ্ঠার সন্ধানে তলটি মূল আধার, এমন কি, অধিষ্ঠান অবধিও হয়। মা কালীর পদতলে সদাশিব। মা নিজে শক্তির অভীদ্ধ এবং ঊর্জিত—এ দুয়েরই পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। অর্থাৎ, লম্বগা ও বেধগা, দুয়ের। কিন্তু এ দুই হইয়াও, মা কৈবল্যদায়িনী আমার, তাঁর বেধগাতেই বেশী 'ভর' দিয়াছেন। অর্থাৎ, লয়ের দিকে, নিখিলপ্রপঞ্চকে 'গুটাইবার' দিকে। এই বেধগার পরিসীমা কি?—শিবশক্তির সমানাধিকরণ-সামরস্য। বরাভয়মুদ্রা—এর সঙ্কেত। সমানাধিকরণ—co-extension. দুটি বৃত্ত যেন কাটাকাটি না করিয়া মিলিয়াই গেল। শিব-শক্তির—তললম্ববেধবৃত্তির—তফাৎ আর রহিল না; যেমন, জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, ভূর্ভুবঃস্বঃ—যেখানে তাদাত্ম্য সমীকরণে এক হইয়া গেল। ভাগবতের প্রথমেই তৃতীয় শ্লোকে নিগমকল্পতরুর ফল এবং 'গলিতং রসং' যেমন। 'রসবৎ' বা 'সরস' বলিলে কি হইত? ফল আর রসের যে তাদাত্ম্য সমানাধিকরণ্য, সেটি আসিত না।

ফলে তো রস (উপাদেয়) ছাড়াও আঁঠি, খোসা, আঁশ ইত্যাদি হেয় অংশও থাকিতে পারে। 'ফলটাই রস' হওয়াই যে চাই! কেননা, এ ফলের আস্বাদ ('পান') যিনি করেন, তিনি একসাথে 'রসিক' ও 'ভাবুক' (কিনা, 'রসবিশেষবিবেকচতুর')। গবাদির মত হেয় অংশও 'চোখ বুজিয়া' চিবাইতে রাজি নন।

আচ্ছা, ঐ শ্লোকে 'ভুবি' (ইহলোকে)-কে যদি বল তল, তা হইলে নিগমকল্পতরুটি হইল তৎসম্পর্কে লম্ব—ফলটিকে 'উর্দ্ধধামে' তুলিয়া রাখিয়াছে। ফলটি ঐ তরুরই পরমোপাদেয় রসঘনীভাব; সুতরাং, বেধসংজ্ঞায় আসে। ঐ ফলটি যখন 'শুকমুখাৎ' ভূতলে পতিত ('গলিত') হয়, তখন পূর্বোক্ত লম্বের অধোগা বা 'অনুলোমা' বৃত্তি। এটিকে বলিতে পার—'ধন'। সত্যই ফলটি যে 'পরমধন'! এর বিপরীতটি 'ঋণ'। ভুবি বা ভুবনের কাছে ঋণও বটে। এই ঋণ পরিশোধের নিমিত্তই শুকমুখাদি মাধ্যমে সেটিকে আর্তধরায় অবতীর্ণ হইতেই হয়! সে আসিয়া বলে—'তোমার ধার শুধব' বলেই তো এসেছি!' 'আমার ধার?' 'হ্যাঁগো, তুমি যে তোমাতেই বঞ্চিত! তুমি কবে হবে 'রসিক ভাবুক', সেই জন্যেই তো আমার এত আকুল দীঘল প্রতীক্ষা'—'সংসারসর্পদষ্ট' পরীক্ষিৎকে, দেখ না! ভাবুকে আবার বেধ-ব্যঞ্জনা। —Poignant intensity of aesthetic enjoyment.

শুধুই কি শ্রীমতীর প্রেমের ঋণ শুধিতেই এলেন গৌরসুন্দর—আমাদেরও ঋণ 'নাম' বিলায়ে শুধিবেন বলে নয়? এই যে ঋণের কথা হইতেছে, এ 'ঋণ' 'কৃষ্ণ' নামের মধ্যেই আছে। মাঝখানে 'ষ', দুই পাশে 'ঋ' আর 'ণ'। মাঝের ঐ 'ষ'-রূপী পরম বলেন—'এ ঋণ আমি মূর্দ্ধায় ধরিয়াছি!'—যে আমায় ভালবাসে, তার ঋণ! —Love's Eternal Pledge to the Lover and Beloved.

এইবার, আবার 'অরসিক অভাবুকের' 'প্লেনে' নামিয়া আসিয়া দেখ যে, 'ধন' ও 'ঋণ'—এ দুইটিকে 'নীরস' বৈজ্ঞানিক আধারে কিভাবে লইবে। এ দুটি শব্দ আমাদের বহুধা পরিচিত এবং বর্ণরসায়নেও বিশ্লেষিত। অনুলোম-বিলোমাদি-রূপেও এদের দেখা হইয়াছে। বিন্দু এবং নাদে, স্বরূপতঃ, কোন 'দিঙ্মান' নেই; কলাকলননিমিত্ত দিঙ্মান (sense or direction) অঙ্গীকার করিলে তবে আসে ধন-ঋণের প্রসজ্যতা।

জাগরাদি অবস্থা পরীক্ষায় দেখ যে, বাক্-চিত্তাদির কলাগুলি জাগরে আকলিত

হইয়া সঙ্কলনে যাইতে চায়—যে সব presented হয়, সে সব unified and appreciated হইতে চলে, অথচ সম্যক্ হয় না। জাগরে অনুভব (feeling) তলবৃত্তিতায় থাকে; সঙ্কল্পী মন থাকে লম্ববৃত্তিতায়; আর, অধ্যবসায় বা বুদ্ধি থাকে বেধবৃত্তিতায় (the End and Meaning Factor)।

স্বপ্নের বেলা? অনুভব তখনও, এবং সর্বস্থলেই, তল রূপে থাকে; কিন্তু মনের 'দিঙ্মান' বদল হয়—মনের মনন ও সঙ্কল্পের গৌণত্ব, আর, চিত্তের, কিনা, অব্যক্ত সংস্কারবৃত্তিসমূহের (subconscious mind -এর) হয় মুখ্যত্ব। মনের বহিস্তলাপেক্ষবৃত্তিতার বদলে মুখ্যতঃ হয় অন্তস্তলাপেক্ষবৃত্তিতা। এটাকে বলা যায়—বিকলন। 'বি' কেবল যে ব্যাজ অর্থেই লইতে হইবে, এমন নয়। 'বি' বিশিষ্ট, এমন কি, অভীষ্ট অর্থেও হইতে পারে, যেমন, স্বপ্নজপাদি স্থলে। আর, বুদ্ধি যা বেধবৃত্তি? এটি অহং অথবা ব্যষ্টিসম্বন্ধাবন্ধ (bound to Ego-centric factors or conditions) তাদৃশ থাকে না; মহদ্বুদ্ধির 'অধিকারে' চলিয়া যায়। —A Greater, Immenser Reson shapes, controls and guides. এই নিমিত্ত স্বপ্নবিবেকের জন্য স্বপ্নবিজ্ঞানের আধার আবশ্যক হয়। যেমন, পশুপক্ষীদের চিত্ত আমরা সামান্যই বুঝি, কিন্তু উপযুক্ত বিজ্ঞানে সেটি বোঝা যায়। শেষকালে, সুষুপ্তিতেও অনুভবই তল থাকে, কেননা, অনুভব-ই সাক্ষাদপরোক্ষরূপে ব্রহ্ম; ব্রহ্ম নাকচ হয় না। যেটি নাকচ হয়, সেটি ব্রহ্ম নয়। বেশ। লম্ব এবং বেধ (মন এবং বুদ্ধি)—কি হয় তখন? দুটিই তখন 'তলে' মিলাইয়া যায়। এর ফলে, একটা অব্যক্তসুখানুভূতি মাত্র থাকে। এটিকে বল—অকলন। নিষ্কলন বা নৈষ্কল্য থেকে এর ভেদ আছে। অকলনে কলাসমূহের 'কৌণিক' সম্বন্ধ এবং অনুপাতগুলি সূক্ষ্মতার এমন এক 'মেরু'-তে (cutical point-এ) আসিয়াছে, যেখানে কলার kineticity (লম্ববৃত্তি) বলে—'এইবার আমি বীজ বা কারণরূপতায়—as potency— নিজেকে জড়ো করিব—ক্রিয়া আর কারণের মাঝে যে লম্ববৃত্তি—যে interval ইত্যাদি—সেটি আর রাখিব না।' বীজ যখন অঙ্কুরিত হবার মতো হয়, তখন ঐ 'লম্ব' দেখা দেয়—the infinitesimal 'stepping-out' of interval, altitude and attribute.

তল ও বেধ—দুই-এ মিলিয়া 'এক' হইতেই চায়; লম্বই তাদের রাখে তফাতে,

কলার আকলন-সঙ্কলন-বিকলনের নিমিত্ত। দ্যেঃী এবং পৃথিবীকে যেমন অন্তরীক্ষ। প্রয়াস আর প্রপূর্তিকে যেমন সাধন। কোন কিছু দেখিলাম, শুনিলাম, পাইলাম। এটি তল। বেধ বলে—'এর পূরা মানে—significance—'তত্ত্ব'—কি তা জান?' লম্ব বলে—'আমি জানাচ্ছি, তবে হয়ত' ক্রমে ক্রমে।' তল দেয়—perception; লম্ব—process of understanding; বেধ—understanding itself. গীতায় সেই 'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং' পুনশ্চ প্রণিধান কর। 'দ্রষ্টুং' মানে the process or way of 'seeing'।

বাচ্যং বা বাচকং বাপি যদভিব্যক্তিমৃচ্ছতি।
পাদমাত্রাত্মকত্বেন তস্য তলাদিসংস্থিতিঃ॥ ১৪৯

বাচ্যরূপে অথবা বাচকরূপে যৎকিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হইতে চলে (ঋচ্ছতি), সেটি পাদ এবং মাত্রা ('plane' এবং 'measure')—এ দুটি ধর্ম পায়; সুতরাং সেটির সম্পর্কে তললম্ববেধবৃত্তিতা আছে। সেটির সম্পর্কে—(১) কোথায়, কতদূর অবধি? (২) কতখানি, কোন্ মুখে, কিভাবে? এবং (৩) কেন বা কোন্ লক্ষ্যে? —এই তিনটি জিজ্ঞাসা রহিবেই। অর্থাৎ, প্রতিটি বাচ্য-বাচকের আধার (স্থিতি), উদয় (গতি), কাষ্ঠাপরিণতি (লয়)—এই তিনটি জানিতে হয়। জপক্রিয়াতেও এর অন্যথা নয়। জপে সাধারণতঃ এই ক্রম—কলাকলিতজপ; এর বেধ-বৃত্তিতে (intensification-এ) নাদ; নাদের বেধবৃত্তিতে একদিকে যেমন বিন্দু, তেমনি আবার জ্যোতিঃ; জ্যোতির বেধবৃত্তিতে রস এবং 'অণুমানস'; ইত্যাদি।

৯॥ ত্রয়ত্বং বাহুল্যেঽপি পাদমাত্রয়োঃ॥

যদ্যপি নিখিল অভিব্যক্তে পাদমাত্রার 'বাহুল্য' পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি (যথা, পূর্বোক্ত-মননানুরোধে) পাদমাত্রাকে 'ত্রয়' (তিন) ভাবে দেখিতে হয়॥

পাদমাত্রানুসংখ্যানাং বাহুল্যং যদ্যপি স্থিতম্।
তথাপ্যোঙ্কারমাত্রাভিস্ত্রিধা নিরূপ্যমাণতা॥ ১৫০

ওঁকারের যে তিনমাত্রা (মাণ্ডূক্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধ), তদ্দ্বারা পাদ এবং মাত্রাও নিখিল অভিব্যক্তে 'ত্রয়' রূপে নিরূপণ যোগ্য হইয়াছে। 'ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি'—বেদের সেই প্রসিদ্ধ সূক্ত স্মরণ কর। 'অমৃতং দিবি' বস্তুটিকে যদি ওঙ্কার ভাবা যায়, তবে সে ভাবনা কি তত্ত্বভাবনাসংলগ্না হইবে না—ইহাও ভাবিয়া দেখ। বাচ্যবাচকাত্মক এই যে বিশ্বভূতজাত, এটি সেই অক্ষরামৃত পুরুষের 'একটি' পাদ—এবং এটি ক্ষরণ-মরণধর্মী। তাঁর অমৃতাক্ষর পাদ, ওঁকারের মাত্রাত্রয়ের অন্বয়ে ত্রিপাৎ। এ ত্রিপাৎ 'দিবি' (দ্যৌঃ-সূত্রাদি স্মরণ কর) স্থিত রহিয়াও 'ভুবি'—'এই' রূপে অস্মৎ-প্রতীতির লোকে—আপন 'প্রশাসন' রক্ষা করিয়াছে। ফলে, 'এখানেও' সমস্ত কিছু ঐ ত্রিপাদ্‌বিক্রমের অনুক্রমণ করিতেছে। 'এ' বিশ্বে যেটি 'অতিগ', সেটি এ বিশ্বে 'অনুগ'-ও হইয়াছে—the Transcendent implicating itself as Immanent in the Universe of Experience. দ্যুলোকের, ঊর্দ্ধ্বধামের প্রশাসনবাণী 'মরতের' প্রতি—'তোমরা সব 'তিন তিন' হইয়া 'সংগচ্ছধ্বং', 'সংবদধ্বং'—সংহতি-সংবাদে মিলিত হও। শুধু 'একল' বা 'কেবলে' কুলাইবে না, 'যুগ্মে'-ও দ্বন্দ্বভাক্; কাজেই, 'যুগলানুগত যূথ' হও।" এই শেষেরটিতে একান্তপক্ষে 'তিনটি' হওয়া চাই। এ শুধু ভাবরসিকের কথা নয়; জড়ে, প্রাণে, মানসে—যেখানে যত 'যূথান্বয়', তাদের ঐ এক কথা। তল বলে—'আমাকে লম্ব দাও, বেধ দাও; নইলে যে আমি 'অতলে তলাই'!" লম্ব বলে—"আমাকে তল ও বেধ (লক্ষ্য) দাও, নইলে যে আমি নিরাধার, নিরালম্ব!" (তল=আধার, বেধ=আলম্ব)। বাক্ বলে—'আমাকে অর্থ বা ভাব দাও!' অর্থ বলে—'আমাকে অন্বয় ও প্রত্যয় (লম্ব) দাও!' উদিত নাদ আধাররূপে আপনাকে পাতিয়া বলে—"কৈ গো, কলোর্মি! তুমি এই আধারে খেলিয়া যাও!" কলোর্মি=লম্ববৃত্তি। আর, আগেই বলা হইয়াছে—বিন্দু বেধকাষ্ঠা।

অথচ আবার স্মরণ রাখিও যে—'সহস্রপাৎ পুরুষঃ'। পুরুষের পাদ (এবং মাত্রা) 'সহস্র', কিনা, অসংখ্যেয়। অসংখ্যেয়কে যে কোন সংখ্যানে লইতে গেলেই তার অসংখ্যান এবং প্রসংখ্যান—এ দুইটি 'ভাব'-কেই 'কুণ্ঠিত' (limited, restricted) করিতে হয়। 'অসংখ্যান' বলে—'আমি কোন সংখ্যানেরি ধার ধারি না'। প্রসংখ্যান বলে—'পূর্ণসংখ্যান আমি, তোমার ব্যবহারগরজে খাটো হইতে রাজি নই।' 'খাটো' নইলে তো কারবারে 'খাটে' না। তাই অসংখ্যান-প্রসংখ্যানের

'আত্মবলি'—পরিসংখ্যান, প্রতিসংখ্যান, উপসংখ্যান—এই সব। প্রথমটি, converging or governing formula; দ্বিতীয়টি, homologous or 'similar' formula; তৃতীয়টি, formula of approximation. এখন দেখ— 'সহস্রপাৎ' বলিতে একসঙ্গো অসংখ্যান ও প্রসংখ্যান বিবক্ষিত হইল। ঐ মন্ত্রেই 'অত্যতিষ্ঠৎ' পদে অসংখ্যানের বিশেষ ব্যঞ্জনাও আছে।

প্রসংখ্যানের প্রশাসনে সংখ্যানের যে ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইল, সে ত্রৈবিধ্যও ওঁকারের অনুশাসনে। সাধারণতঃ, 'অউম' প্রণবের মাত্রাত্রয়। প্রকারান্তরে পাদত্রয়। পাদমাত্রা—দুটিকে সমাহারে লইয়া ঐ তিন হয়—নাদকলাবিন্দু অথবা কলানাদবিন্দু। (কলোদয়ের আগেই যদি নাদ আধাররূপে উদিত হয় তো, প্রথমটি; অন্যথায়—কলার বিলয়ে নাদ, এবং নাদবিলয়ে বিন্দু।) এখন, লক্ষ্য কর যে, কলায় প্রসংখ্যানরূপী যে পরাবাক্ (অব্যয়া), তার উপসংখ্যানমাত্র হয়। উদিত, ব্যক্ত নাদে প্রতিসংখ্যান। আর কলাসমেত নাদের বিন্দুবিলীনতায় পরিসংখ্যান। অর্থাৎ, এইস্থলে আসিয়া সর্ববাচ্যবাচকের ধ্রূপিণী মধ্যমার 'মর্ম্ম-কেন্দ্র'-টি সংস্পর্শ করিলে; ফলে, পরাব্যক্ত এবং পরমের—দুইটি 'দ্বারই' অপাবরণের সম্ভাবনা ঘটিল। বাক্, মন, প্রাণ তিনই এবার নিজ 'আলয়ে' ফিরিবে! যদি ওঁকারের অ, উ, ম—এ তিন মাত্রাই লও তো—অ-তে অনুসংখ্যান (অনুক্রম), উ-তে উপসংখ্যান (উপক্রম), ম-তে সমুপসংখ্যান (সংক্রম বা সংক্রমণ)—এইভাবে লইও। তা হইলে, আরও দুই-রকমের সংখ্যান বলা হইল—converging formula and connecting or communing formula. সর্ব সমেত পাঁচ। অসংখ্যান-প্রসংখ্যানকেও ধরিয়া সাত।

পাদমাত্রা, বিশ্লেষণে বিভক্ত হইলেও, অবিনাভাবে থাকে যেন শিবশক্তি। পুনশ্চ কালীরূপে ধ্যান দাও। পাদ=শিবাদ্বৈতাধিষ্ঠান; মাত্রা=মাতা বা 'মা' স্বয়ং। কলা (কলিতাদি অর্থে) এবং কাষ্ঠা—এ দুটি 'অনুষঙ্গো' (by logical implication) আসে। কেমনে? —প্রশ্নের উত্তর কলা; কদ্দূরে? প্রশ্নের উত্তর কাষ্ঠা। কলা এবং কাষ্ঠা, এ দুটিকে জড়াইয়া যদি বল 'অয়ন' (পরাকাষ্ঠা = পরায়ণ), তবে পাদমাত্রা এবং অয়ন এই ত্রৈবিধ্য মিলিল। 'কলা' বলিতে পূর্বসূত্রিত সেই 'অমা' এবং 'সমা' কাষ্ঠাদ্বয় প্রসজ্যমান হয়—অর্থাৎ, কলা কোন্ কাষ্ঠাভিমুখে চলিতেছে, এই প্রশ্ন। ওঁকারাদি জপে এই অয়ন দুইটি জানিতে ও মিলাইতে হয়। (পূর্ববিচারিত উত্তর-দক্ষিণ

অয়নের কথাও স্মরণ কর।) ওঁকারের 'অ' যদি বল পাদ, 'উ' যদি বল 'মাত্রা' তবে 'ম'-এ প্রবর্তিত হয় ঐ অয়নদ্বয়ের যেটি সেতুসন্ধি, সেইটি। যেমন, উদয় ওঁকারে 'ম'—এর অয়নী বৃত্তি একরকম (সমাভিমুখীনা), বিলয়ে অন্যরকম (অমাভিমুখীনা)। এ সেতুরও অবর-বর দুইটি সন্ধি আছে। উদয়ের বেলা, 'ম'-এর অবর-সন্ধিতে 'তনু' রূপে নাদ আবির্ভূত হইয়া বরসন্ধিতে উরুরূপ—উরুগায়ের উদ্গানরূপটি পায়। এ উদ্গানরূপতার কাষ্ঠা 'নাদমেরু'। তারপর, ব্যাহরণ-অনুস্মরণের পূরা আবৃত্তি পরিবৃত্তি সমাপন নিমিত্ত, অয়নের 'মুখ' অমাভিমুখীনতায় ঘুরিয়া যায়। এই যে 'ঘুরিয়া আসা' তাতেও অবশ্য সেতুসন্ধি (অবর-বর) রহিয়াছে। কাষ্ঠা—'বিন্দুমেরু'। এই অয়নদ্বয়ের সমঞ্জস সমাহারেই ওঁকারাদির পূর্ণজপ। ভাবের দিক্ থেকে, নাদমেরুতে জ্যোতির্বিশাল, আর বিন্দুমেরুতে নিবিড়রসঘনরূপ। এখানে জ্যোতীরসের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সামানাধিকরণ্য। এটি ভক্তের 'ভাব'। এর 'পারীণ' হইতে পারিলে পরমজ্যোতীরসাভিন্ন সুদুর্লভ 'মহাভাব'।

অতঃপর 'মূর্ত্ত' এবং 'অমূর্ত্তের' প্রসঙ্গা হইতেছে।

মূর্ত্তানাং দেশকালাভ্যাং চতুর্মানতয়া স্থিতিঃ।
অমূর্ত্তানাং ত্রিবৃত্তত্বং পূরকাধারলিঙ্গাকৈঃ।
মানানাং লাঘবান্মুর্ত্তমমূর্ত্তং গৌরবান্মতম্॥ ১৫১

'মূর্ত্ত' বলিতে কি বুঝিবে? পূর্বোক্ত পাদ-মাত্রা-অয়ন নিখিলবস্তুজাতের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থাপিত করিয়াছে। অন্তর্বহিঃ সর্বত্র। এখন, ঐ পাদাদি তিন মানের সহিত যদি 'দেশ-কাল'—এই 'চতুর্থ' মানটিও যোজিত হয়, তবে পদার্থের যে রূপ বা আকৃতি হইল, তাকে বলে 'মূর্ত্ত'। অর্থাৎ, ঐ যে পাদাদি 'ত্রিপাৎ' সর্বব্যাপি, সেটি দেশ-কাল (Space-Time) -রূপ অপর একটি পাদ অঙ্গীকারকরতঃ 'চতুষ্পাৎ' হইলে হয় 'মূর্ত্ত'। সুতরাং, ভগবত্তা দেশকালাদি সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়া বিগ্রহবতী হইলে, তাহা ভগবন্মূর্তি, এবং 'অবতরণ' করিলেও 'মূর্ত্ত'। কিন্তু এ মূর্তিতে অথবা মূর্তে অসামান্য বিশেষ রহিবে। কেননা, ভগবত্তার 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া' এ 'মূর্ত্তে' কুণ্ঠিত হয় না। কেননা, এটি-'কীলা'-জন্য নয়, লীলানিমিত্ত। 'মূর্ত্তের' যে লক্ষণ

করা হইল, তাতে, কেবল অথবা মুখ্যতঃ 'জড়ীয়ে বা প্রাকৃতে' (physical and natural plane-এ) আবন্ধ নয়। স্থূলপর্ব ছাড়িয়া সূক্ষ্ম-কারণের পর্বদ্বয় অবধি এর ব্যাপ্তি। যে ভূমিতে যাইয়া দেশকাল (Extension and Duration) দুই-ই বিদায় লয়, সেই 'বৌদ্ধ' বা বুদ্ধিপ্রত্যয়ৈকসার (Pure Logical) ভূমিতে যাইয়া, তবে হয় 'অমূর্ত্ত'। কাজেই, মনের ভাব, ধ্যান, কল্পনাদিও, দেশকাল-সম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন হইলে, 'মূর্ত্ত' সংজ্ঞায় আসিবে। অবশ্য, এমন সব পদার্থ আছে বা থাকিতে পারে, যারা এতদুভয়ের 'তটস্থ', কিনা, মূর্তামূর্ত। জপে ব্যক্ত কলাগুলি 'মূর্ত্ত'; উদিত কলিত লীয়মান নাদ মূর্তামূর্ত। বিন্দুবিলয়ে নাদ অমূর্ত। বিন্দু অমূর্তমূলা; এটিকে Alogical-logical এর সন্ধিও বলা হইয়াছে।

এই অমূর্ত—বিন্দুতত্ত্বের মূল আধারে অথবা সংশ্রয়ে, যেটি স্থিত এবং পাদমাত্রায় নাদরূপে প্রবর্তিত হয়—সেটির সম্বন্ধে 'ত্রিবৃত্তত্ব' প্রদর্শিত হইতেছে।—আধার (Base), পূরক (Co-efficient) এবং লিঙ্গাক (Index)। বর্তমান সূত্রে 'অমূর্ত্ত' বলিতে যেন সরাসরি নিরঞ্জন, নির্বিশেষ না ধরি—the Formless and Attributeless Absolute. দিগ্‌দেশ (perceptual or conceptual), কাল, এবং এ ত্রিতয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (conditioned) যে সম্বন্ধ (relation),—এ চারিটির দ্বারা ব্যবহারতঃ যাহা সীমিত (limited) এবং বাধ্য (determined) নয়, তাকে 'অমূর্ত্ত' বলা হইল। ইষ্টবিগ্রহ-অবতারা-দিকে মূর্ত-সংজ্ঞায় লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লোক ব্যবহার এবং প্রত্যয়ে তদ্রূপ 'ভাস' হইলেও, সমগ্র 'ভানে' সে সকল 'অমূর্ত্ত' পর্বেই পড়ে। 'ভান'-রূপে সৃষ্টির একটা রেণুও অবশ্য মূর্তমাত্র নয়। বিজ্ঞান অণুতমের অন্বেষণে পূর্ণভানের অপিধান ধীরে ধীরে উন্মোচিতও করিতেছে। তথাপি সাধারণ মূর্ত পদার্থের সঙ্গে বিগ্রহাবতারাদি মূর্তের বিপুলবিশেষ (immense difference) আছে, যেমন, বিজ্ঞানব্যবহারে একটা সাধারণ রেণুর আর একটা রেডিও-একটিভ্ রেণুর।

বিগ্রহ-অবতার-নাম-মন্ত্রাদির বেলা যে সীমিততা এবং বন্ধবাধ্যতা—সেটি স্বতন্ত্রেন, পরতন্ত্রেন নয়, লীলা নিমিত্ত, 'কীলা' নিমিত্ত নয়। অর্থাৎ, অমূর্ত যে সত্তাশক্তি, সেটি নিজেকে অনুবন্ধবিশেষানুরোধে 'যেন' মূর্ত করিয়া লোকব্যবহারে আসে। এই স্বতন্ত্র এবং লীলানিমিত্ততার জন্য, তাতে অমূর্তের মহত্ত্ব, অব্যয়ত্ব,

পূর্ণত্বের প্রতিষেধ হয় না। সাধারণ মূর্তপর্বে এই প্রতিষেধটি (negation) ব্যবহারতঃ ঘটিয়াছে। বিগ্রহ-মন্ত্র-নামাদিতে ভগবত্তাদি 'আরোপিত' নয়, স্বয়ং অধিকৃত, যদ্যপি, ভূতভৌতিকব্যবহারে তাহা সীমিতগুণ্ঠিতাদিবৎ হইয়াছে। যেমন, যিনি ত্রিবিক্রম-উরুক্রম, তিনি বলির যজ্ঞস্থলে আসিলেন বামনরূপে!

অমূর্ত 'ত্রিপাৎ', মূর্ত 'চতুষ্পাৎ'—এটি আগেই বলা হইয়াছে। মূর্তকে বিশ্লেষণে বুঝিতে ন্যূনপক্ষে চারিটি অবস্থাননিরূপক বা co-ordinates এর দরকার হয়; অমূর্তে দরকার হয় তিনটি। এই তিনটির নাম বলা হইয়াছে—আধার, পূরক, লিঙ্গাক। আধার-কে, এ স্থলে, ইচ্ছা হইলে 'স্থাপক' বলিতেও পার। (১) কোন সত্তাস্বরূপে সেটি 'স্থাপিত' থাকিবে; (২) কোন গুণধর্মাদির দ্বারা সেটি 'পূরিত' হইবে; এবং (৩) কোন লিঙ্গা বা লক্ষণাদি দ্বারা সেটি 'বিশেষিত' এবং 'লক্ষিত' হইবে। প্রথমটিতে বস্তুর সত্তা (substratum of beingness); দ্বিতীয়টিতে ঐ সত্তানিষ্ঠ এবং সত্তাভিন্ন শক্তি (power of being-becoming); তৃতীয়টিতে ঐ সত্তাশক্তির সম্বন্ধ—ছন্দঃ এবং আকৃতি;—এইগুলি বিশেষভাবে আসে। যেমন ধর, পরব্রহ্মের যে আদ্যা কলনী বা কলা। বিন্দু এবং নাদ—এ দুইরূপে এই আদ্যকলা পরস্পরের আধার ও পূরক; এবং কলিতকলারূপে লিঙ্গাক। ধর, ওঁকার—বৈখরীরূপে যাহা 'মূর্ত্ত' হয় নাই। নিত্যস্ফোটরূপ যে ওঁকার, তাঁর 'অ' আধার, 'উ' পূরক, এবং 'ম' লিঙ্গাক। অর্থাৎ, ম-এ আসিয়াই ওঁকারের উদয়-বিলয় ভেদ এবং সেতুসন্ধি-সন্ধিনী বৃত্তি অথবা তদন্যথার 'লিঙ্গা' বা পরিচয় পাই।

ধর আবার ভগবত্তা। সচ্চিদানন্দরূপত্ব তাঁতে 'আধার'; সর্বব্যাপিত্বাদি শক্তি তাঁতে 'পূরক'; নিখিল ঐশ্বর্যাদি অনুভাব বিভাব তাঁতে 'লিঙ্গাক'। ভগবত্তার বেলা 'বাহ্য' কোন কিছুর দ্বারা তাঁর 'পূরণ' হয় না; তিনি নিত্যপূর্ণই। অতএব, স্বয়ং পূরক। তন্ন্যূন যে সব অমূর্ত, তাতে বাহ্যাপেক্ষা থাকে। কাজেই, সে সব স্থলে, পূরক = co-efficient; ভগবত্তা self-efficient.

সাধারণ গণিতবিজ্ঞানাদি ব্যবহারেও ঐ তিনটি—Base, Co-efficient and Index—যথাযোগ্য মিলাইয়া লইবে। যেমন ধর, কোন বিশেষ-দেশকালসম্বন্ধে আসে নাই—আঁকা হয় নাই—এমন বৃত্তত্বমাত্র (idea of a circle)। যে সামান্যসূত্রাধারে (যথা, General Equation of the Second Degree) বৃত্তসজাতীয় 'লেখ'গুলি

স্থাপিত, সেটিকে বলা যায় বৃত্তমাত্রসম্বন্ধে 'আধার'। বৃত্তের নিজস্ব সূত্র (Equation of a Circle) হইল পূরক। এবং বৃত্তমাত্রের যে ধর্ম ও গুণাবলী (properties), তারা হইল 'লিঙ্গাক'। এ সমগ্র 'কাঠামো'ই conceptual and logical. জপমাত্রে নাদকে যদি বল আধার, তা হইলে বিন্দু সে সম্পর্কে স্বয়ম্পূরক, আর উদিত-অনুদিত কলাগুলি লিঙ্গাক। আবার, জ্যোতিঃ বা প্রকাশকে যদি বল আধার (রসকেও বলিতে পার), তবে রস তার সম্পূরক, এবং সাত্ত্বিকভাবাদি লিঙ্গাক। এই প্রকারে নানা অনুবন্ধে বিচার করিও।

এইবার, একটা কাজ কর। পূরক (ধর্মগুণাদি)-কে কর শূন্য। গণিতব্যবহারে সবই শূন্য হইয়া যায়। কিন্তু যদি আধার সদ্‌রূপ (অস্তিতা)-ই হয়, তবে অবশ্য সেটির অন্যথাত্ব হয় না। প্রপঞ্চোপশম শুদ্ধ অধিষ্ঠান মাত্র হইল আধার। লিঙ্গাকও সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হইয়াছে। ফল হইল—চরম বা শেষ অমূর্ত। 'পরম' নামটিও কেহ বা দিবেন। আবার, পূরককে শূন্য না করিয়া লিঙ্গাকে যদি শূন্য কর, অর্থাৎ যদি বল, 'এইবার আর লিঙ্গ বা পরিচয়টুকুও নেই, যার দ্বারা একে কোন ইতরসম্বন্ধে আনিব'—তবে, ঐ গণিতের ব্যবহার দৃষ্টান্তে, মিলিল 'একান্ত' অমূর্ত—'একমেব'। —কেবলাদ্বৈত। Index-কে zero করিলে সংখ্যাটি হয় এক। 'একোঽহং বহুস্যাম্'—এভাবে অলিঙ্গের লিঙ্গতাপত্তি। সাংখ্যাদির পরিভাষায়, প্রধান (অলিঙ্গ)-কে যদি বল আধার, তবে গুণের ক্ষোভ্যমাণতা অথবা অন্যথা হইল তৎসম্বন্ধে পূরক; এবং মহদাদি তত্ত্বের উদয়-বিলয় লিঙ্গাক।

মূর্তামূর্তপ্রসঙ্গে এ যাবৎ পাদ বা পদ্যমানতাকে সামনে রাখা হইয়াছে। এবার 'মানের' দিক্ থেকে ভেদটা ভাবিয়া দেখ। মানসম্বন্ধে কারিকায় 'লাঘব' ও 'গৌরব' কথা দুটি রহিয়াছে। এ স্থলে তাদের মানে?

অমূর্তের অপেক্ষায় মূর্তে 'পাদগৌরব' (যেমন, চতুষ্পাত্ত্ব), ব্যবহারিক যে আপেক্ষিক দৃষ্টি, তাতে, পাই বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হয় যে, সে দৃষ্টি সীমিত ব্যবহারসাপেক্ষ; সমগ্রতঃ এবং তত্ত্বতঃ দৃষ্টিতে, ভানাধিকরণে অথবা তৎসামীপ্যে, অমূর্তেই পাদগৌরব। যেন 'সহস্রপাৎ সহস্রশীর্ষা' (of infinite বা *n* dimension) পুরুষ, তদ্‌ভাবে অমূর্ত হইয়াও, দ্বিপাৎ, ত্রিপাৎ, চতুষ্পাৎ ইত্যাদিরূপে (of finite dimensions), অস্মদাদির ব্যবহারে অবতরণ করিতেছেন। অমূর্ত কূর্মভগবানের

কয়েকটি 'পদ' মাত্র ব্যবহার্যব্যক্ততায় যেন আসিয়াছে। সম্ভাব্যতারূপে যাহা অনন্ত, সম্ভূতরূপে তাহা সান্ত-পরিমিত হইল। —Limitation of infinite possibility to restricted realms of cognisable actuality. যেমন, পূর্ণ-শূন্যৈক বিন্দু উদয়-বিলয় নাদে এবং কলায় হয়।

পাদের বেলা মূর্তামূর্তের এই সম্বন্ধটির বৈপরীত্যে আভাস (apparent inverse relation) দৃষ্ট হইলেও, 'মানে' 'যথাতথ' ভাবটি ঠিকই থাকে। অর্থাৎ, মানদৃষ্টিতে মূর্ত অপেক্ষায় অমূর্তে মানগৌরব আভাসিক নয়, যথার্থ। মান বলিতে সত্তামান, শক্তিমান, ছন্দোমান, আকৃতিমান—এই চারিটিই লইতে হইবে। এ চারিটিতেই অমূর্তের মূর্তাপেক্ষায় গৌরব, লাঘব নয়। অমূর্তেরই মর্যাদাভিবিধির অতিশয়, মূর্তে তার সঙ্কোচ।

গুরু, ইষ্টমূর্তিতে, নামাদিতে অমূর্তের 'মূর্ত্তি'-রূপে যে সঙ্কোচ, সে সঙ্কোচ স্বানুভাববিভাবাদির বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধানুরোধে। গণিতবিজ্ঞানাদি ব্যবহারে-ও এর অনুকল্পন (sketching according to the same Model) আছে, ইহা লক্ষ্য করিও। যেমন, বর্তমান বিজ্ঞানের যাহা Mathematical and Statistical Universe, তাহা logical হইলেও picturable or imaginable ভাবে conceptual নয়। বিশ্বের মানগৌরব বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে 'মূর্ত্তিলাঘব'-ও ঘটিয়াছে। গতশতকের এটম্‌কে 'এতটা, এইরূপ' করিয়া চিনিয়াছিলাম, মনে হইত। বর্তমানে ইলেক্‌ট্রণাদিকে 'গুণেমানে' যত চিনিতেছি, রূপাদির 'প্রতিমায়' এবং 'উপমায়' সেই পরিমাণে হারাইতেছি। বিরাটের বেলাতেও তাই। এইটি বুঝিতে পরের সূত্র—

১০॥ সম্ভাব্যবৃত্তিতয়া সর্ব্বস্য॥

সম্ভাব্যরূপে বৃত্তি (থাকা অথবা হওয়া)—এই ধর্মের ব্যাপ্তি সব কিছুতেই আছে॥

'হইলে হইতে পারে', 'হইতেছে', এবং 'হইয়াছে'—এই তিনটি 'ভাব'-কে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হয়। প্রথমটি সম্ভাব্য (possible and probable) দ্বিতীয়টি সম্ভূয়মান (becoming actual), তৃতীয়টি সম্ভূত (actual)। সেই ব্যাহৃতির পরিভাষামত, স্বঃ, ভুবঃ এবং ভূঃ—যথাক্রমে। সর্গের সব কিছুর গোড়ায় স্বঃ বলে—"তুমি হইতে পার; তবে, হওয়া-না-হওয়ায় তুমি 'মুক্ত', আর, এ-ভাবে হওয়া কি

ও-ভাবে হওয়া,—এতেও তুমি 'উদার'।" ভুবঃ বলে—'বেশ; তবু এস, তোমায়-আমায় দুয়ে মিলিয়া হওয়ার একটা গতিলেখ ছকিয়া লই।' ভূঃ বলে—'এইভাবে, এইটি তুমি হইলে।' তিনের পরামর্শের ফলে এই হইল যে, সর্গের সব কিছুই 'এভাবে এইটি' হইয়াও, তার গোড়াকার স্বরাধিকার এবং স্বৈরভাব (freedom to choose)-টি বস্তুতঃ খোয়ায় নাই। মোটামুটি এবং 'গড়পড়তায়' সে 'এই, এতটুকু'-তে বন্ধ হইয়াছে মাত্র। যে স্বচ্ছন্দ ঊর্মিশ্রেণি, সেটি মাঝের ঐ ভুবঃ টিকে মাধ্যম (medium) করতঃ হয় ঊর্মিগুচ্ছ ('wave-packet'), আর সেটিও ব্যবহার-সঙ্কোচে হয় রেণু (electron ইত্যাদি)।

সম্ভাব্যতার ঊর্মি, যাহা আদৌ স্বচ্ছন্দ এবং উদার, তাহা ভুবঃ থেকে 'কঞ্চুক' পরিয়া, হয় জমাট (condensed) আদি আকারে ক্ষোভপ্রাপ্ত (stressed and strained); তার ফলে হয় গুচ্ছ, সঙ্ঘাত, রেণু—এই সব। স্বরের মুক্ত, উদার অধিকার থেকে 'কাটিয়া' লইয়া দেখিলে, সেটি হয় 'ভূত' বা 'সম্ভূত'। (দ্বিতীয়ে, আদি যে স্বর্ভাব বা স্বর্ধাম, তার দিকে মুখটি, দ্বারটি, তখনও খোলা থাকে।) ভূতি, সম্ভূতিতে ইকারযোগে স্বর্ধামের মুক্ত উদার সত্তাশক্তিছন্দে অন্বিত হয়। ভূতে এবং ভৌতিকে 'যেন' সুইচ্‌টি 'অফ্' করা। সুইচ্‌টি 'অন্' করিতে হইলে গোড়ায় বা মূলের দিকে (স্বঃ-এর পানে) ফিরিতে হইবে। তার মানে, ঐ ভূতি-সম্ভূতির আকৃতি এবং ছন্দে আসিতে হইবে।

বিস্তারে গেলাম না, তবে, এই সূত্রদীপে বিজ্ঞানের Probability Function, Statistical Universe প্রভৃতির 'গোড়া' দেখিয়া লও।

সম্ভাব্যবৃত্তিতানন্তা পরমামূর্ত্তবস্তুনি।
সম্ভূয়মানভূতত্বমানন্ত্যস্য বিকুণ্ঠনাৎ॥
দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
অমূর্ত্তস্য হি নাদস্য বিন্দুনা মূলমূর্ত্ততা॥ ১৫২-১৫৩

শেষের শ্লোকটি আগে। শ্রুতি ব্রহ্মের মূর্ত এবং অমূর্ত, দুটি রূপ বা ভাবের কথাই বলেন। পূর্বসূত্রালোচনায় মূর্ত এবং অমূর্তকে যেভাবে লক্ষিত করা হইয়াছে,

তাতে, উভয়ের এক এক ক্রমোন্নতা ধারা বা শ্রেণী (ascending seriality) থাকিবে—এটি সহজেই অনুমেয়। সেরূপ হইলে কাষ্ঠার প্রসঙ্গ হয়—পরম অমূর্ত এবং পরম মূর্ত। শুদ্ধ এবং নিরঞ্জন চিন্মাত্র অধিষ্ঠানকে পরম অমূর্ত বল। নাদকে পরম পর্যায়ে তুলিয়া, উহাকে 'নাদ' বলিতে পার। 'কলা' শব্দটিকে নিখিল কলনীশক্তি এবং নিখিলকলিত—দুইভাবে লইলে, ভগবত্তা অথবা মহামায়া পরমাকলারূপে 'পরমমূর্ত্ত'। আর, বিন্দু? এটিকে 'মূলমূর্ত্ত' (Primordial 'Informing' of the Formless) বলা হইতেছে। অর্থাৎ, বিন্দুরূপ বিশ্ববীজ থেকেই নিখিল মূর্তের উদ্‌গম এবং অপগম। পরম মূর্ত এবং অমূর্তের সন্ধিতে থাকে বলিয়া বিন্দুকে পরম-মূর্তামূর্তও বলা যাইবে। অমূর্ত = (চরমে, Alogical); মূর্ত = (চরমে, Perfect Logical);—এ দুটি-ও ভাবনায় রাখিও।

এইবার, প্রথম শ্লোক।

পরম অমূর্ত অধিষ্ঠান। কিন্তু সে অধিষ্ঠানকে 'বস্তু' হইতে গেলে, ঐ পরমামূর্তমূর্ত বিন্দু মাধ্যমে (by the Absolute and Inscrutable Link Principle), পরমমূর্তের সাথে এক অচিন্ত্য, অনির্বচনীয় সাহিত্যে আসিতে হয়। নয় কি? এটিকে অচিন্ত্যা শক্তি, অনির্বচনীয়া মায়া, ইত্যাদি যাই নাম দাও। অর্থাৎ, পরমামূর্ত এবং পরমমূর্তে এক অসন্ধেয় সন্ধি। ভগবত্তা বা মহামায়ায় এ সন্ধি স্বতঃসংসিদ্ধ। 'বিগ্রহে' অখণ্ডবস্তুপক্ষৈক—পক্ষপাত। অধিষ্ঠানই আছে, বস্তু নাই; অথবা, বস্তুই আছে, অধিষ্ঠান নাই;—এ দুই বিগ্রহ পক্ষ 'মহামায়া' ইত্যাদি সূত্রে বহুধা বিবেচিত হইয়াছে। শুদ্ধ অধিষ্ঠান শুদ্ধ অস্তিতা-ভাতিতা রূপে আছেই, এবং তাহা শুদ্ধজ্ঞানাভিন্ন। এর 'অপবাদ' (gainsaying) নেই। পক্ষান্তরে, পরমবস্তু—পরম-অমূর্ত, পরমমূর্ত, এবং পরমমূর্তামূর্ত, এই তিনের অদ্বয় সামান্যাধিকরণ্যে-ও—আছে। এতেও অপবাদ নেই। ঠিক-ঠিক থাকা আর না-থাকার এক একটা লক্ষণ-পরিভাষা করিয়া, তবে, 'অপবাদ' অধিষ্ঠানে লাগাইতে হয়, অথবা বস্তুতে। কিন্তু তত্ত্ব 'অলক্ষণম-প্রমেয়ম্'। এতৎপ্রসঙ্গে শুদ্ধ অধিষ্ঠান এবং তদধিষ্ঠিত বস্তুশক্তি বা সত্তাশক্তি সম্বন্ধে সেই কালিকাষোড়শীর 'সা কালী নিরূপাধিশুদ্ধনিলয়ে শান্তে নরীনৃত্যতে' ইত্যাদি আবারও ধ্যান কর।

এইভাবে (এস্থলে সংক্ষিপ্ত) তত্ত্বভূমিকা করিয়া যদি বলা হয়—পরম অমূর্ত বস্তুতে অনন্ত সম্ভাব্যবৃত্তিতা (infinite Potency of Being and Becoming) আছে,

তবে সে কথা অসঙ্গত, অসংলগ্ন হয় কি? প্রকৃত প্রস্তাবে, এই অসীম সৃষ্টিবিকাশে কোথাও এক অনন্ত, অব্যয়, অপরিমেয় সম্ভাব্যতামান থাকা আবশ্যক—যেটিকে উদ্দেশকরতঃ গীতা বলেন—'নিধানং বীজমব্যয়ম্'। এই পরম সম্ভাব্যমানে যদি সম্ভূয়মান এবং সম্ভূতমান, এ দুটি 'অনুদিত' থাকে তবে হয় বিন্দু। এর সাথে সম্ভূয়টি যদি যুক্ত হয়, তবে হয় নাদ (যেটি 'পর' মূর্তামূর্ত)। আর, সম্ভূতমানও যুক্ত হইলে হয় কলা (আদ্যা কলনী অর্থে নয়)।

অতঃপর লক্ষ্য কর যে, ঐ পরমমানের শূন্য-পূর্ণৈক কাষ্ঠা অবধি 'অতায়ন' হয় বিন্দুতে; অখণ্ড-মহানৈক কাষ্ঠা অবধি 'আতায়ন' হয় নাদে; এবং 'অমা-পৌর্ণমাসী' কাষ্ঠা অবধি 'বিতায়ন' হয় কলায়। এখানে 'অতায়ন' শব্দটি এক বিশেষ পরিভাষায় লওয়া হইল। তায়ন বা Expanding, Evolving Function এই 'অতায়ন' বিন্দুতে আসিয়া শুধু শেষ নয়, পরন্তু পূর্ণও হয়। ধর, কোন আধার সংখ্যা (Base)। তার লিঙ্গাকটি (Index or Power) শূন্য করিলে; হইল এক। তার পূরকটি (Co-efficient)-ও শূন্য করিলে, সবই শূন্য। কিন্তু ধর, পূরকটিকে বিলোমে (inverse এ) লইলে, অর্থাৎ, সেটি হইল 'হর' (denominator)। এইবার এটিকে কর শূন্য। উপরে এক, নীচে শূন্য। ফল কি হয়? যে কোন মানকে যদি শূন্য দিয়া ভাগ কর, তবে সে মান বলে—'আমি অনন্ত; তোমার ও ভাগ কখনই হবে না শেষ!'

পূর্বোক্ত তিনটি কাষ্ঠায় 'আনন্ত্য' বজায় থাকে। কিন্তু, ঐ আনন্ত্যের বিকুঞ্চন (contraction by reduction) হইলে কি হয়? 'সম্ভূয়' এবং 'সম্ভূত'—এই রকমের পূর্বালোচিত মান। এই বিকুঞ্চন (enfolding or straining of the Continuum, the 'Homogenous Field') থেকে জড়াদি সম্ভূয়-সম্ভূত গোত্রের সমুদ্ভব। বিকুঞ্চন হইতে গেলে ঐ মূলবিন্দুর ভিন্ন ভিন্ন সংস্থাধারে ('Frame'-এ) ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্ররূপতায় (stress and strain centres) নামিতে হয়। এইগুলি লইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চ জালের বুনন। সম্ভূয়-সম্ভূত গোত্র নামাই এ বিশ্বজালে জড়িত। কাটাইবার উপায়—বাঙ্মন-প্রাণাদির মূলবিন্দুসংশ্রয়—অখণ্ডনাদ এবং স্বচ্ছন্দাতত কলা সহযোগে।

অতঃপর, অকার, ইকার এবং উকার—এই তিন মূল স্বরের সঙ্গে তল-লম্ব-বেধ সম্বন্ধ (যাহা পূর্বেও বহুধা আলোচিত), সূত্রাকারে কথিত হইতেছে।—

**১১ ॥ অকারেকারোকারাঃ ॥**

অকার, ইকার এবং উকার—এ তিনের (তল-লম্ব-বেধ—এ তিনে যথাক্রমে অন্বয় আছে॥

অকারস্য তলত্বং স্যাদিকারস্য চ লম্বতা।
উকারো বেধপর্য্যায় ইতি সর্ব্বত্র ভাবয়॥
ওঁকারে য উকারোঽস্তি তস্য দ্বিরূপতা মতা।
অমেপেক্ষ্য হি লম্বত্বং মমপেক্ষ্য চ বেধতা॥
উর্দ্ধ্বং নয়তি গম্ভীরণ্চার্দ্ধমাত্রাদিরূপতঃ।
পক্ষাভ্যাং লম্ববেধাভ্যামোঙ্কারমধ্যগাক্ষরম্॥ ১৫৪-১৫৬

(পূর্বে যেমন নানা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে) অকার অক্ষর সামান্য অধিকরণরূপে ব্যক্তাব্যক্ত সকলের হয় 'তল'। ইকার নিখিলে মূলা ইদ্ধবৃত্তিরূপে হয় 'লম্ব'। আর, উকার মূলা উর্জিতবৃত্তিরূপে হয় 'বেধ'। কেবল বাকে নয়, পরন্তু সর্বস্থলেই এ তিনের অন্বয় যথোপযোগ চিনিয়া লইবে। ব্যাপক মানে, সর্ব মন্ত্রে, যন্ত্রে এবং তন্ত্রে। যদি বল—সবই তো ওঁকারে জাতস্থিতাদি, ওঁকারই 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং', কিন্তু সে ওঙ্কারে ইকার তো কৈ নেই! উকার সহগভাবে যে আছে, তা আগে দেখান হইয়াছে। এখানে বিস্পষ্টরূপে বলা হইতেছে যে—ওঁকারে যে 'উ', তার দুটি রূপ।

অগ্রে তলরূপী যে অকার, সে অকারের অপেক্ষায় উকারের লম্ববৃত্তি, সুতরাং, ইকারে আকাঙ্ক্ষা (affinity) এবং সংহতি (alliance)। আর, পরে যে 'ম', তার অপেক্ষায় উকারের বেধমুখ্যতা। অভিব্যক্ত অথবা অভিব্যক্ত্যুন্মুখ নাদকে যেটি (ধনে বা ঋণে) ব্যক্ত মানোৎকর্ষ বা মানাপকর্ষের কাষ্ঠার দিকে লয়, সেইটি 'লম্ব' সংজ্ঞায় আসে।—Straight, direct ascent or descent of acceleration. ব্যাহরণেও দেখ যে, ওঁকারের উকারে এ বৃত্তিটি থাকেই। আবার, যেহেতু ওঁকার নিসর্গ-নিধানমূল, অতএব ইহাতে, উদিত, ব্যক্ত নাদের, অব্যক্ত যে 'বীজমব্যয়ং' (বিন্দু), তার পানে মুখ্যরূপেই 'মুখ'টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, বেধবৃত্তিতা। ইকারে অনুলোমার মুখ্যতা, উকারে বিলোমার। প্রণবের উকারে এ দুটি মুখ্যতাই (যথাক্রমে 'অ' ও 'ম'-কে

উদ্দেশকরতঃ) একতনুতে সম্মিলিতা। শ্রুতির উপমায় যদি 'ধনুঃ' বলতো, 'উ' ইকাররূপে সে ধনুতে জ্যারোপণ করে, আর উকাররূপে জ্যাকর্ষণ ও শরসন্ধান করে।

এই নিমিত্ত, শেষের শ্লোকে বলা হইল—ওঁকারে মধ্যগ যে অক্ষর (উ), সেটি যেন এক সুপর্ণপক্ষী। তার দুটি পক্ষ—'লম্ব' এবং 'বেধ'। এ পক্ষী আমাদের বাগাদিকে উর্দ্ধে যে জ্যোতির্বিশাল, রসনিবিড় ধাম, সেখানে লইয়া চলে। সে ধামটি আবার দুর্গমগম্ভীর; কেননা, অর্দ্ধমাত্রাদির প্রসাদব্যতীত সে ধামে উপনীত হওয়া যায় না। প্রণবের 'ম' যেখানে শেষ স্পর্শটি দিল, সেখান হইতেই ঐ দুর্গমগম্ভীরের সেতু সন্ধিটি মিলাইতে হয়। সেইখানেই পর অথবা পরম যে লক্ষ্য, সেটিকে 'অপ্রমত্ত' হইয়া 'বেধ' করিতে হয়—প্রণবধনুতে উকারাকৃষ্ট জ্যায়ে, আত্মার শরে।

অতঃপর নাদবিন্দুকলাকে উপাদান, ব্যাপারবত্তা (functioning)-এর মূল (prototype) রূপে বলা হইতেছে। ধর, ব্রহ্ম। উপাদান, নিমিত্ত এবং নামরূপাদি কার্য—এ তিনেরই 'মূল' রূপে ব্রহ্ম ভাবিত হইতে পারেন।

১২।। নাদোপাদানত্বং বিন্দুসব্যাপারত্বঞ্চ ।।

ব্রহ্মবস্তু পরনাদরূপে মূল উপাদান, আর পরবিন্দুরূপে মূল ব্যাপারনিমিত্ত অথবা 'বীজ' হন॥

মূলাধারো হ্যুপাদানং নাদ ইত্যভিধীয়তে।
সর্ব্বব্যাপারবত্ত্বস্য যোনির্বীজং হি বিন্দুতা॥
নাদাক্ষরমহাসিন্ধৌ বিন্দুনা বিশ্বমন্থনম্।
মন্থনাচ্চ সমুৎপত্তিঃ কলানাং নামরূপয়োঃ॥ ১৫৭-১৫৮

পূর্ব পূর্ব অনেক প্রসঙ্গে বিন্দুকেই আদিম মূলরূপে বসাইয়া, তাহা হইতেই নাদকলাদির উদয়, বিতান, বিলয় দেখান হইয়াছে। তার হেতু—ব্যাপার দৃষ্টিতে দেখা হইতেছে; আর, সে দৃষ্টিতে দেখিলে, প্রথম জিজ্ঞাসা ইহাই হয়—আচ্ছা, ব্যাপারের মূল নিমিত্ত (Radix of the Function)—যোনি বা বীজটি কি এবং কোথায়? সেই 'কুতঃ' এর কথা। এটি বিশ্বের মূল নিমিত্ত দৃষ্টি। এ দৃষ্টিতে উদিত-বিতত-বিলীন

নাদ 'যেন' জন্য বা জাতরূপে পরের ভূমিকাটি গ্রহণ করে। এই 'যেন'-টি ব্যাপার বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই আসে। তত্ত্বতঃ এবং ভানতঃ (in complete cognition), নাদবিন্দুকলা—এ তিনই একই অবিভাজ্য তাদাত্ম্যে সংগৃহীত। ব্যাপার বিশ্লেষণে আসিয়াই একটি হয় উপাদান বা আধার, আর একটি হয় নিমিত্ত বা বীজ, আর শেষেরটি হয় কার্য। তাদাত্ম্যে যাহা 'অলক্ষণং', সেটি ব্যবহারব্যাপারানুরোধে স্ব-স্বেতরবিশ্লেষভাক্ হইয়া এক এক সংজ্ঞায় ও লক্ষণে আসিতেছে। আর, সংজ্ঞা করিতে গেলেই প্রশ্ন হয়—কোন্ অনুবন্ধে (context or reference—এ) সংজ্ঞা করিতেছ? এই গোড়ার কথা মনে রাখিয়া লক্ষণে যাইলে গোলে পড়িতে হইবে না। নইলে জেরা তুলিবে—একবার বিন্দুকে, একবার নাদকে, একবার কলাকে 'সবার বড়' করিতেছ, এ কেমন ধারা!

এখন, এই সূত্রে ব্রহ্মের উপাদানত্বকে মূলাধার (Continuity as the 'Material Matrix') রূপে লইয়া, তাকে বল নাদ অথবা পরনাদ (যেটি জন্যজনকত্বাদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নয়)। আর, ব্রহ্মের সর্বব্যাপারবত্তার, কিনা, নিমিত্ত রূপতার, যাহা অযোনি-যোনি, অমূলবীজ (মূল), ব্রহ্মের আদিম 'কাম'—সেটি বিন্দু বা পরবিন্দু। এটি Primal Radix of all Becoming. (পরনাদকে ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ'-ও বলা হইয়াছে।) নাদ ব্রহ্মের যে স্বপ্রকাশ, তার আবীরূপতা; বিন্দু ব্রহ্মের যে স্ববিমর্শ ('কাম'রূপ), তার 'রাত্রি' (পরাব্যক্ত)-রূপ। নাদ শিব, বিন্দু শক্তি। ব্রহ্ম স্ববিমর্শরূপ বিন্দুকে 'মায়া' বলিও না; কেননা, মহামায়া বিন্দুবাসিনী। মহামায়া বিন্দুতে আদৌ 'কামকলা' হইয়া তবে মায়াদিকলাকে কলন করেন। (পুনশ্চ, 'মহামায়া' আর 'মায়া' সূত্রগুলি দেখ)। পরিভাষা-পরিভাষণকুশল হইও। নচেৎ, শুধুই বিতর্ক আর বিতণ্ডা! দার্শনিকবিচারে গাণিতিক পরিভাষার এত নজির দিতে হয় তো এই কারণে!

পূর্বোক্ত উপাদানাদি সম্বন্ধ একটা উপমা দিয়া বলা হইতেছে শেষের শ্লোকে। নাদ যেন অক্ষররূপ মহাসিন্ধু। বিন্দু (পূর্ব ব্যাখ্যাত) 'অর্দ্ধ' রূপ অক্ষদ্বারা এর মন্থনকৃৎ। [নাদের যেটি 'অক্ষর', তা থেকে 'র'-কে যেন তফাৎ করে বিন্দু। 'র' = অগ্নিবীজ = শক্তি। অর্থাৎ, 'অক্ষরে' শিবশক্তি তাদাত্ম্য। সুতরাং, কেবল, শান্ত Being-Power. 'র' আলাদা হইলে হইল Becoming Power. কাজেই, অক্ষ = মূল Power Axis. নির্ব্যাপার উপাদানশক্তিকে—Creative Matrix-কে—

সব্যাপারনিমিত্তশক্তিতে বা বীজশক্তিতে—Creative Radix-এ—আনাই 'আদিমমন্থন' (the First Act of 'Churning')।]

'মন্থনে' যারা সমুদ্ভূত হইল, তারা নামরূপাদি কলা। 'সম্ভূয়' কলাকলনে সেই সর্গপঞ্চক (অমেয়াদি) আর বর্গপঞ্চক (সত্ত্বাদি) ভাবনা কর। 'সম্ভূত'=নামরূপাদি।

**১৩॥ কলাসহগত্বমপি॥**

নাদবিন্দুর সঙ্গে কলার সহগত্বও (পূর্ব মন্থন ফলে প্রসজ্যমান হয়!)

কলাকে আদ্যাকলনী, কলয়মানা এবং কলিতা—সম্ভাব্যতা, সম্ভূয়মানতা এবং সম্ভূতা—এই তিন দৃষ্টিতে পূর্বাপর দেখা হইতেছে। অনুবন্ধবিশেষে এ তিনের একে, দুয়ে, অথবা তিনেই অভিনিবেশ করিতে হয়। এ তিনের সব কয়টিই কি 'সহগ' বিশেষণে আসিবে? 'সহগ' বলিতে নিয়ত, অবিনাভাবে, যেটি সঙ্গে থাকেই, তাই কি?—A necessary component or constituent? যদি তাই হয় তো, সে 'সহগ'-এর মর্যাদা কোন্ অবধি? নিষ্কল নাদ, নিষ্কল বিন্দুও কি হইতে পারে?—A Pure, undifferentiated, aspectless Power-to-Be and Power-to-Become?

প্রকৃতপ্রস্তাবে, বর্তমান সূত্রান্বয়ে 'সহগ' শব্দটির ব্যাপ্তি যথোপযোগ উদার বা বড় করিয়াই লইতে হইবে। অর্থাৎ, কলা কেবল যে সহগামিনী—attendant factor or complement—এমন নয়। 'কলা হইয়াছে সহগা যার' (operative co-efficient)—এই এক মানে; এবং 'কলার সহগ' (incidental to *Kala* as functioning); —এই আর এক মানে। পরেরটি ব্যাপক, এবং মূলা বা আদ্যা যে কলা (কলনী), তার সঙ্গে অন্বয় রাখে।

ধর, আদ্যা এই কলনী, হ্রীঁ—এই বীজরূপে স্বকলন করিলেন। স্বকলিত সব কিছুর মধ্যেই আদ্যা কলনী কলা-নাদ-বিন্দু—এই ত্রয়ীরূপে অনুপ্রবিষ্টা হন। কেননা, ইহা ব্রহ্মেরি কলন। ব্রহ্ম যদি স্বকল্পিত পদার্থে বলেন—'আমি তোমাকে কল্পনা করিলাম, কিন্তু আমি তোমাতে নেই, সরিয়া রহিলাম'—তবে, ব্রহ্ম আর ব্রহ্মই রহিলেন না। অনুপ্রবেশে ব্রহ্ম অবশ্য আপনাকে তত্ত্বতঃ খণ্ডিত, অংশাদিও করেন না। তদ্রূপ করিলেও পুনশ্চ ব্রহ্মত্বের অপায়। যদি বল—জীব তো 'চিৎকণ'? কিন্তু দেখিয়াছি যে,

সে 'কণ' মানে খণ্ড বা অংশের নিরতিশয় ক্ষুদ্রত্ব নয়। কণভাবের কাষ্ঠা বিন্দু—শূন্য-পূর্ণ-এক। সুতরাং, 'অনুপ্রবেশ' বলিতে—(১) অখণ্ড, অসীম অধিষ্ঠান এবং আধাররূপতা; (২) পূর্ণশূন্যৈক বীজরূপতা; এবং (৩) অশেষ-বিশেষ বিকাশরূপতা—এই তিনটি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, যথাক্রমে নাদ, বিন্দু, কলা। আদ্যা কলনী, যে আদি সেতুরূপা হইয়া, ঐ ত্রয়ী আপনাতে উদিত (ব্যক্ত) এবং সঙ্কুচিত (অব্যক্ত) করেন, সেটি অর্দ্ধমাত্রা বা 'অর্দ্ধা'।

হ্রীমিতি বীজমন্বিষ্য মহাপ্রাণস্য পীঠতাম্।
ঈমিত্যনেন চাভীদ্ধাং বীজশক্তিং বিলোকয়॥
মধ্যমস্য রকারস্য রণনবৃত্তিতাশ্রয়াৎ।
সহগপূরকত্বঞ্চ সর্ব্বত্রৈবং বিচিন্তয়॥ ১৫৯-১৬০

হ্রীঁ—এই মহাবীজে অন্বেষণ কর। কি? প্রথমেই দেখ—মহাপ্রাণ যে হকার, সেটি নাদাধার (Operative Base) -রূপে নিজেকে 'পীঠ' কল্পনা করিয়াছে। ঈঁ—এইরূপে সেই আধারভূত মহাপ্রাণ নিজেকে অভীদ্ধোর্জিতা বীজশক্তি (Upsurging Maximum Power) রূপে লইয়াছে। এটি পরলিঙ্গাখ্যা বিন্দুশক্তি—যেটি ঐ অভীদ্ধাশক্তিকে পরম কেন্দ্রীণতায় লইয়া সেটিকে বাক্, মন এবং প্রাণ—এই ত্রিবর্গেই সৃষ্ট্যাদিসামর্থ্য দেয়।—The Principle of Utmost Operative Index. আর, মধ্যে যে রকার, সেটি কি করে? তার রণনবৃত্তিতা (Resonance, Reverberation Principle)-দ্বারা পূর্বোক্ত দুটির (অর্থাৎ, হীঁ-এর) সহগপূরক (Operative Accelerating Co-efficient) হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—'হীঁ', এ আকৃতিতে এমন কি 'ঘাটতি' ছিল, যেটি পূরণের নিমিত্ত, এই সহগপূরক 'র'-কে মাঝে বসিতে হইল? উত্তর—সম্ভাব্যতার যে পূর্ণমান, তাতে কোন ঘাটতিই নেই; তথাপি, সম্ভূয়-সম্ভূত মানে সেটিকে আসিতে গেলে, ব্যবহারতঃ 'লাঘব' (ঘাটতি) মানিয়া লইতে হয়। পরমা-পরা থেকে অপরায় সৃষ্টির অবতরণ (descent) মানেই তাই। অবতরণে যা, উত্তরণেও তাই—'মুখ' বদল মাত্র। তাই, রণনবৃত্তিমান্ রকারকে

মাঝে বসাইতে হয় সৃষ্টিলয়াদি সর্বব্যাপারেই।—An Echo Reflex, Resonance Factor must come and operate between a given state of becoming and its emergence as the Final End or Pattern. এ সূত্রের প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রেই পরীক্ষা করিও। 'রণন' মানে যাহা'র' বা Basic Energy কে, ণ বা কোন Maximum Efficiency and Value তে তুলিয়া পুনশ্চ সেটিকে কোন অভীষ্ট 'তলে' 'ফল' রূপে ('ন') দেখায়। জপাক্ষরের আবৃত্তিতে এই রণনবৃত্তিতা সঞ্জাত, উপচিত এবং সংহত হইয়া, জপক্রিয়াকে আদৌ নাদাধারে, মধ্যে কলাসুষমতায়, এবং অন্তে অর্দ্ধা-সমাশ্রয়ে বিন্দুলয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। তবে, 'রণনের' (অগ্নির) সাথে 'রমণের' (সোমের) মিলটি হওয়া আবশ্যক। 'বামো রামো রমণাৎ' সূত্রটি পুনশ্চ ভাবিয়া লও। হ্রীঁ আর হ্রীঁ—এ দুটি ব্যাহরণকরতঃ-ও ভেদটি বুঝিয়া লও। পূর্বেরটি যে latency বা staticity র ভাব, সেটি পরেরটিতে patent, kinetic, dynamic.

অতঃপর 'ব্যক্তি' আর 'অভিব্যক্তি' সূত্রদ্বয়।

**১৪ ।। ব্যক্তিত্বমিতরব্যাবৃত্তিবিরহপ্রতিযোগিত্বেন বৃত্তিত্বম্ ।।**

'ইতর' বলিতে অন্য বা অপর ('other')। 'ব্যাবৃত্তি' বলিতে নিষেধ বা পরিহার (negation or exclusion)। 'বিরহ' বলিতে তদ্‌রহিতত্ব বা অভাব। কাজেই, 'ইতরব্যাবৃত্তিবিরহ'=অন্যের বা অপরের নিষেধ অথবা পরিহারের অভাব। এ অভাবের (যেমন, ঘটাভাবের) প্রতিযোগী কি?—ঐ নিষেধ অথবা পরিহারই (ব্যাবৃত্তি)। সুতরাং ইতর বা অপরের পরিহাররূপেই বৃত্তিমত্ত্ব ব্যক্তিত্ব—ইহাই সূত্রবাক্যার্থরূপিত ব্যক্তিত্ব লক্ষণ।

ব্যক্তিত্বের এই বৃত্তিকে যদি একটা 'বৃত্ত' ভাবনা কর, এবং যে কোন ইতর বা অপরকে অপর এক বৃত্ত, তবে, বিচার কর—ঐ বৃত্তদ্বয়ের পরিহার-অপরিহার সম্পর্ক কয় রকমের হইতে পারে। বৃত্ত দুটির নাম দাও ক, খ। (১) ক এক বড় বৃত্ত, তার মধ্যে খ-এর সম্পূর্ণ অন্তর্ভাব হইয়াছে; এতে, খ-তে ক-এর আংশিক পরিহার হইল বা পরিত্যক্ত হইল। খ-ই বৃহত্তর বৃত্ত হইলেও ঐরূপ ভাগত্যাগ। এমতস্থলে, ক বা খ কেহই বর্তমান ব্যক্তি লক্ষণেই আসিল না।

(২) ক আর খ পরস্পরকে আংশিক ছেদ (intersect) করিল; এটিও, অর্থাৎ ক এবং খ-এর 'সঙ্কীর্ণ'-ভাবও লক্ষণে আসিল না। (৩) ক আর খ দুয়ে সমানাধিকরণ (identical) বা সমব্যাপ্তিক হইল; এ স্থলে পরিহার বা ব্যাবৃত্তি অনবকাশ। অর্থাৎ, পরিহারের কথাই নেই। (৪) ক আর খ দুটি বৃত্ত পূরাপূরি পরস্পরের বাহিরে। এই শেষোক্ত স্থলেই লক্ষণানুযায়ী যে ইতরব্যাবৃত্তি, সুতরাং ব্যক্তিত্ব, সে আছে।

যে কোন বৃত্তিকে একটা বৃত্তভাবে আঁকিয়া, তাতে ঐ বৃত্তিটি আছে,—শুধু (অন্বয়মুখে) ইহা বলিলে তো সে বৃত্তি বা অবস্থানের ব্যক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। এ বৃত্তের বাইরে সে বৃত্তি নাই, অন্য বা অপরের বৃত্তি এর একান্ত বাইরে—এভাবে (ব্যতিরেকমুখে) জানাও আবশ্যক হয়। নচেৎ, কোন ব্যক্তির (individuality-র) শুদ্ধত্ব (uniqueness), একত্ব বা নিজত্ব (singularity) এবং বিশেষত্ব (speciality) সিদ্ধ হয় না। শুধু Method of Agreement দ্বারা প্রমাণ ব্যবস্থিত হয় না; সম্ভাব্য Joint Method of Agreement and Difference সে নিমিত্ত আবশ্যক। এ দেশে অন্বয়ব্যতিরেক মুখে প্রমাণ। 'অন্বয়াদিতরতঃ'। এই পূরা রূপটি প্রদর্শনের নিমিত্ত সূত্রে 'বিরহপ্রতিযোগিত্বম্'।

অসম্যগ্-দৃষ্টবৈশিষ্ট্যং বৈখরীতি বিচিন্ত্যতাম্।
সম্যগ্দৃষ্টে নিজত্বে তু পশ্যন্তীত্যবগম্যতাম্॥ ১৬১

ব্যক্তির শুদ্ধত্বাদি যে তিনটি ধর্মের কথা বলা হইল, ঐ গুণ বা ধর্মগুলি অসম্যগ্-দৃষ্ট অথবা গৃহীত হইলে, বাক্-পরিভাষায়, সেটি বৈখরী। বৈখরীতে নাদ-কলা-বিন্দু, এবং এ তিনের আকৃতি-ছন্দঃ-সন্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধ, কোনটাই (ক) শুদ্ধ, (খ) নিজ, এবং (গ) বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট এবং গৃহীত হয় না। এই নিমিত্ত বৈখরী, বিশেষতঃ সঙ্কর বা সাঙ্কর্যের ভূমি। পক্ষান্তরে, শুদ্ধত্ব-নিজত্ব-বৈশিষ্ট্য—এই তিনটিই—বাচ্য-বাচক-প্রত্যয়, এ তিনের সম্বন্ধেই—যাতে সম্যগ্ দৃষ্ট এবং গৃহীত হয়, তাহা পশ্যন্তী। কাজেই, ওঁকারাদি সব কিছুই পশ্যন্তীতে শুদ্ধ নিজরূপে আবির্ভূত।

অন্যব্যাবৃত্ত্যভাবেন সঙ্কীর্ণাং বিদ্ধি বৈখরীম্।
অনন্যত্বেন যত্তত্ত্বং পশ্যন্ত্যা (বিদ্ধি) তৎ সমগ্রতঃ॥ ১৬২

অন্য বা অপরের সাথে জটলা পরিহার হয় না বলিয়া বৈখরী সঙ্কীর্ণা। আর, ঐ জটলামুক্ত 'অনন্য' (শুদ্ধনিজ-বিশিষ্ট)-রূপে যে 'তত্ত্ব' (হানোপাদানরহিত) রহিয়াছে, সেটিকে সমগ্রতঃ জান পশ্যন্তীতে। কোন কিছুই তার নাভি (core) এবং বিন্দু সংহতিতে দৃষ্ট না হইলে, সেটির সম্যক্, শুদ্ধ, নিজ দর্শন হয় না। আর, আবিন্দু যে দর্শন, তাহাই সমগ্র দর্শন।

অন্যত্বঞ্চাপ্যনন্যত্বমুভে কেবলতামিতঃ।
অব্যক্তবৃত্তিতাভাগ্ যা সেতুরূপা শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৬৩

কিন্তু ব্যক্তি বা ব্যক্ত (as fully, uniquely manifest) দৃষ্টিই কি শেষ?—না। এর অতীত 'অব্যক্ত', পর এবং পরমরূপে, কেবল এবং কেবলাতীত রূপে, 'দ্রষ্টব্য'। তাই—অন্যত্ব আর অনন্যত্ব, (otherness and non-otherness), দুটিই তাদের দ্বন্দ্ব (opposition) পরিহারকরতঃ কেবলতায় যায় ('মিতঃ')—যেমন, পরাব্যক্ত বিন্দুতে, পরাবাকে, অহং-ইরমেদ ও দৃগ্দৃশ্যের কৈবল্যসমাপত্তিতে। এ কেবলেরও অতীত 'পরম'। এ পরমে ভক্তেরও যে 'মহাভাব', তার পরমালয়।

ব্যক্ত বা ব্যক্তির এই অব্যক্তবৃত্তিতা হইতে হইলে (the logically cognisable being absorbed into the Alogical) মাঝে 'সেতুরূপা' (as 'Link' Principle) 'কেহ' শনৈঃ শনৈঃ (imperceptibly and inscrutably) বৃত্তিমতী হওয়া আবশ্যক।

নিজত্বং নয়তে সম্যঙ্ মধ্যমা সাঽপি গীয়তে॥ ১৬৪

(পূর্বশ্লোকের অনুবৃত্তি)—ঐ সেতুরূপা অচিন্ত্যাশক্তি কেবল যে ব্যক্তকে তার পর-পরম পর্বে তুলিয়া লন, এমন নয়; ব্যক্তমাত্রকেই (whatever is actual, manifest), তার শুদ্ধ-অবিদ্ধ নিজত্বেও 'সাধিয়া' লন। অর্থাৎ, বৈখরীকে নেন পশ্যন্তীতে।

তখন, বিশেষতঃ এঁর সংজ্ঞা হয় মধ্যমা। এটি পূর্বভূমিকা। উত্তরভূমিকায় ইনিই অর্দ্ধা বা অর্দ্ধমাত্রা।

নাদ এবানুসন্ধেয় যথালাপে স্বরাদিভিঃ।
স্ফুটাস্ফুটসমারম্ভো মহাস্ফোটপরায়ণঃ।
আস্ফোটমধ্যমঃ স্ফোটস্তস্মৈ নাদাত্মনে নমঃ॥ ১৬৫

অতঃপর, ব্যক্তকে স্ফোটসম্বন্ধে লইয়া বলা হইতেছে:—সঙ্গীতের আলাপনে যেমন ধারা, সপ্তস্বর, বাইশ শ্রুতি এবং তিনগ্রামে নাদকেই অনুসন্ধান করিতে হয়, তেমনি ব্যক্তি বা ব্যক্তিমাত্রেই অনুসন্ধান করিতে হয় মহাস্ফোট (ব্যক্ত)-রূপ নাদব্রহ্মকে। এই নাদ অখণ্ড, অব্যয়, নিত্য; নিখিল স্ফুট এবং স্ফুটাস্ফুট (ব্যক্তাব্যক্ত) প্রপঞ্চের আধার এবং পরিসীমা। এই নাদাত্মাকে নমঃ। এই স্ফোটরূপ ব্রহ্মের চারিটি পাদে বিক্রমণ। সমারম্ভপাদ স্ফুটাস্ফুট। যেটিকে বৈখরী বাগ্‌বাচ্যাদি বলা যায়, সেইটি হইল সমারম্ভপাদ। সৃষ্টজাত 'ব্যক্তি' মাত্রেই স্ফুটাস্ফুট—কিয়দংশে স্ফুট, কিছু ভূয়িষ্ঠভাগে অস্ফুট (যেমন, জলেভাসা বরফ, অথবা সংস্কারব্যূহ-উত্থিত কোন মনোবৃত্তি)। পশ্যন্তীতে এটি সমগ্র শুদ্ধ স্ফুটরূপতায় আসিতে চায়। পরায় ইহা হয় মহাস্ফোট। অর্থাৎ, পরায় (যথা, বিন্দুতে) মহাস্ফোট (পূর্ণ) এবং মহা-অস্ফোট (শূন্য), দুই-ই 'একত্র' হয়। আবিঃ আর রাত্রি, দুই-ই মিলিত। মধ্যে যে মধ্যমা, সেটি মুখ্যতঃ, ধ্রুঃ এবং সেতুরূপা বলিয়া, 'আস্ফোট' সংজ্ঞা পায়। 'আ' উপসর্গে সেতুভাব রহিয়াছে—'এতটা ব্যাপিয়া, এই অবধি'। আভিধানিক অর্থ অন্যরূপ হইতেও পারে।

বিশেষভাবে পদার্থের যেটি আপন নাভি (স্ব) অথবা কেন্দ্র, সেটিতে দৃষ্টি রাখিয়া 'ব্যক্তি'-কে দেখা হইল। প্রতিটি পদার্থকে যেন প্রশ্ন করা হইতেছে—'বল, তোমার শুদ্ধ নিজত্ব (individual uniqueness)-টি কি, তোমার অন্য নিরপেক্ষ স্বরূপ, স্বভাব, স্বচ্ছন্দটি কি?'

বলা বাহুল্য, কোন কিছুরি 'বজ্রনাভি' (hard, imperishable core) এবং 'হৃল্লেখা' ('heart picture') পর্যন্ত গতি না হইতে পরিলে, এই শুদ্ধ (অসঙ্কীর্ণ) ব্যক্তিটি মেলে না। প্রত্যেকের কোন একটা basic ownness and uniqueness

আছে, অথবা নেই—এই অনুসন্ধান। বিন্দুতত্ত্বকে সকল প্রকার অভিব্যক্তির (নাদকলাত্মক) মূলে যাখার যুক্তি থাকিলে, বস্তুমাত্রের এই 'স্বত্ব'-সপক্ষেও যুক্তি আছে।

ব্যবহারতঃ, তথাপি, বস্তুমাত্রেই অভিব্যক্তিমুখীন—having reference to an assemblage of objective conditions. এই অন্য এবং অন্যোন্য সম্পর্ক সম্বন্ধতা (relatedness to every and any 'other') পরের অভিব্যক্তিসূত্রে বলা হইতেছে। 'সবাইকে বাদ দিয়াও, এই দেখ—কেবল বা নিজরূপে আমি আছি'—এই একরূপ; 'আবার, এই দেখ—বিশ্বের নগণ্য একটা রেণুকে ছেড়েও আমি নেই'—এই আর একরূপ। অভিতঃ ব্যক্তি=অভিব্যক্তি।

**১৫।। স্বেতরসম্বন্ধত্বাবচ্ছিন্নতাবিরহপ্রতিযোগিত্বেন বৃত্তিত্বমভিব্যক্তিত্বম্।।**

'স্ব' বলিতে 'নিজ'—যেটি পূর্বসূত্রোপপাদিত শুদ্ধব্যক্তি (pure individuality)। 'ইতর'=ঐ নিজ থেকে অন্য। নিজের যদি ঐ অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ (correlation) থাকে, তবে হইল—স্বেতরসম্বন্ধ; এইটি কোন বিশেষস্থলে না লইয়া, যদি সামান্য বা সাধারণভাবে লই, তবে হয় স্বেতরসম্বন্ধত্ব। অর্থাৎ, অন্যের সাথে সম্বন্ধ রাখা, এই-ধর্মটি। এ ধর্মের অভাব—নিষেধ বা পরিহার—পূর্ব সূত্রালোচনানুযায়ী —'বিরহ'। এর আগে আছে—'অবচ্ছিন্নতা'; অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট হওয়া রূপ ধর্ম। ফলে হইল—অন্যের সাথে সম্বন্ধ রাখা, এই ধর্মটি থাকারূপ ধর্ম। ধর, 'ক' একটা 'স্ব' বা ব্যক্তি। অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা ধর্মটি তাতে থাকিতে পারে, কিম্বা না থাকিতে পারে। যদি থাকে তো—'স্বেতরসম্বন্ধত্বাবচ্ছিন্নতা' এই ধর্মটি তাতে বর্তিল। অন্যথা, অনবচ্ছিন্নতা। অনবচ্ছিন্নতা হইলে ঐ 'বিরহ' বা অভাব। ধর, অন্যের সাথে সম্বন্ধ রাখা, এই গুণটিকে এক বৃত্ত ভাবিলাম। যৎকিঞ্চিৎ এ সম্বন্ধ রাখে না, তারা বা সেটি এ বৃত্তের বাইরে। এ বৃত্তের দ্বারা তারা বা সেটি 'অবচ্ছিন্ন' হইল না। কাজেই, সে সে স্থলে এ বৃত্তের বিরহ বা পরিহার (exclusion) আছে। এই যে বিরহ বা পরিহার; তার প্রতিযোগী কে?—যার বিরহ বা পরিহার, সেইটি; অর্থাৎ, অন্যের সাথে সম্বন্ধ রাখা, এই ধর্মবত্তা—relatedness or the attribute of being related to every and any 'other'.

এ ধর্মের যেটি বিরহ, তার প্রতিযোগী—এমনধারা 'ঘুরাইয়া' বলা কেন—তা

পূর্বসূত্রে প্রণিধান কর। 'এই বৃত্তটার মধ্যে আমি আছি', মাত্র এটুকু বলিলে হয় না; 'এর বাইরে কোথাও আমি নেই'—এ বলাও দরকার হয়। নইলে, কোন লক্ষণের ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

অন্যব্যাবৃত্তিমাত্রত্বে ব্যক্তিত্বং পদ্যতে যদি।
অন্যসাকল্যসম্বন্ধ-বিশিষ্টত্বস্য পরিগ্রহাৎ।
সর্ব্বসমন্বিতালেখ্যমভিব্যক্তিত্বমশ্নুতে॥
সর্ব্বসমন্বয়ালেখ্যমপেক্ষ্যবৃত্তিতাভিতঃ।
তত্র স্যান্ নাদমুখ্যত্বং ব্যক্তিত্বে বিন্দুমুখ্যতা॥ ১৬৬-১৬৭

অন্যের (other-এর) ব্যাবৃত্তি বা পরিহার ধর্মটি ঠিকভাবে ('মাত্র'-রূপে) থাকিলে যদি বল, 'ব্যক্তি', তবে, অন্য সকলের সম্বন্ধবিশিষ্ট যে ভাব—যে ভাবটি থাকিলে ('পরিগ্রহাৎ'), কোন পদার্থের সর্বসমন্বিত 'আলেখ্য' (Total Unified Field Picture) মেলে, তাকে কি বলিবে?—অভিব্যক্তি। 'অভি' বা 'অভিতঃ' এই শব্দটি আগে থাকায় এই গুণটি সূচিত হইতেছে—সর্বসমন্বয়ালেখ্য (Complete Unified Picture)-টিকে 'আদর্শ'-রূপে অপেক্ষাকরতঃ বৃত্তিমান্ হওয়া। অর্থাৎ, অভিব্যক্তি সংজ্ঞায় সব কিছু বলিতেছে—"এই দেখ, আমি যে শুধু স্বকেন্দ্রী বা নিজকেন্দ্রী ব্যক্তি, এমন নয়; পরন্তু, অন্য সকলের সাথেই আমার সর্বসমন্বয়ী সম্বন্ধ আছে, আর, সেইটি আমি সাধিতে, পাইতে চাই।" —"আমি শুধু যে বিশিষ্ট একটা তান বা সুর, এমন নয়; কিন্তু, বিশ্বের ঐকতানে আমি আছি, এবং কার্যতঃ হইব, সুসঙ্গতি-সম্পন্ন।'

নাদবিতানে (বিবিধ কলাসহ) এই অভিব্যক্তিমুখ্যতা থাকে। আর বিন্দুবিলয়ে থাকে ব্যক্তিমুখ্যতা। এই যে Continuum-reference আর Point-reference—এ দুটিকে প্রথমে সমতায়, মধ্যে একতায় এবং পরিপূর্ণতায়, আর, অন্তে পরমতায় লওয়াই সর্ববিধ সাধন। ব্যক্তি তার অভিব্যক্তিকে খুঁজিতেছে; অভিব্যক্তিও খোঁজে ব্যক্তিকে। প্রথমে, এই খোঁজাকে সমন্বয়ে মিলাও। অর্থাৎ, 'one at the cost of the other' হইবে না। তার পর, দুটিকেই পরিপূর্ণ (completed) হইয়া একতায় (consummation-এ) আসিতে দাও। অন্তে, এই completion and consummationকে

এমন এক পরমভূমিতে লও, যেটি তার ধ্রুবা একান্ত পরিসীমা। সেটি কি সত্যই আছে—Is it a realizable End? —এ জেরা তুলিও না। 'ঋতমের' যেটি অধ্ব, 'সত্যমের' সেইটিই সাধন ও সিদ্ধি। লোকসমাজব্যবহারে এবং জপাদি সাধনে এই সূত্র দুটি মিলাইয়া লও।

**১৬॥ অভিব্যঞ্জকং পাংক্তকর্ম্ম॥**

অভিব্যঞ্জক হইল 'পাংক্তকর্ম্ম'॥

('পাংক্তকর্ম্ম' একটি বিশেষ সংজ্ঞা। বৃহদারণ্যকাদিতে এর প্রসঙ্গ আছে।)

'পংক্তি' ('Pattern') শব্দ থেকে 'পাংক্ত'। পংক্তিধর্মাবচ্ছিন্নভাবে যে কর্ম, সেটি পাংক্ত কর্ম—Action conforming to any Basic Pattern.

পাংক্তকর্ম্ম যদাম্নাতং সর্ব্বাভিব্যঞ্জকং হি তৎ।
কশ্চ কেন চ কস্মৈ চ কস্মাৎ কস্মিংশ্চ পরস্পরম্॥
ক্রিয়ান্বয়ানি বৈ পঞ্চ পাংক্তত্বং ব্যূহরূপতা।
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তেত্যাদৌ চ স্মর্য্যতে পুনঃ॥
পাংক্তেন কর্ম্মণা বিন্দুঃ সূতে বিশ্বং প্রপঞ্চিতম্।
পাংক্তেয়মখিলং বিদ্যাদপাংক্তেয়ং তু কেবলম্॥ ১৬৮–১৭০

পাংক্তকর্ম বলিয়া যেটি শ্রুতিতে আম্নাত, সেটি সর্ব অভিব্যঞ্জককেই বিষয় করে। অভিব্যঞ্জক মাত্রেই পাংক্তনামা। পূর্ব এক সূত্রে 'ক'-কে অভিব্যঞ্জকমূল বলা হইয়াছে। এই 'ক'-কে লইয়াই-কঃ, কেন, কস্মৈ, কস্মাৎ, কস্মিন্—এই পাঁচটি পাংক্ত। যে কোন কর্ম হউক, তার সঙ্গে ঐ কর্তাদি পাঁচের অন্বয় থাকে। এবং এ পাঁচ পরস্পরের সঙ্গে 'ব্যূঢ়' (organically related)। গীতার 'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা...' ইত্যাদি শ্লোকে এই পাঁচের প্রকারান্তরে কথনও আছে। অধিষ্ঠানং=কস্মিন্; কর্ত্তা=কঃ; করণঞ্চ=কেন; পৃথক্‌চেষ্টাঃ=কস্মাৎ; দৈবং=কস্মৈ ('কস্মৈ দেবায় হবিষা যজেম')। বাক্‌চিত্তপ্রাণাদির যে কোন কর্ম কৃত হউক না কেন—'পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ'—এই পাঁচটি তার হেতু। —Fivefold exponent of any action. গীতার শ্লোকে 'দৈবং' পদটিতে বিশেষ ধ্যান দিও। দৈব এবং পুরুষকার—এ দুটি দ্বন্দ্বরূপে কথিত হয়। 'দৈব' শব্দটি 'দেব' এবং 'দ্যৌঃ'—এ দুয়ের অন্বয়ে না বুঝিলে এ দ্বন্দ্বের সমাধান হয় না। এই অন্বয়ে আনিয়াই দৈবকে 'দক্ষিণ' রূপে পাইতে হয়; অন্যথা, প্রায়শঃ, দৈব রহে 'বাম'। দৈব বাম হইলে, কর্তার যেটি কর্ম (পুরুষকার), সেটাকে দৈব বাধা দেয়। দৈব বামে রহিলে, অপর চারিটি হেতুর সদ্‌ভাব সত্ত্বেও, কর্ম 'পাংক্তেয়' হয় না—not conforming to the Basic Norm. কর্ম ঠিক ঠিক 'normal' হয় না। অতএব, দৈবকে দক্ষিণ করিতে হয়। এটিকে দৈবানুগ্রহ, দৈববল ইত্যাদিও বলা হয়। দ্যৌঃ এবং দৈব, সামান্যতঃ, ঐ আকাশের মত মুক্ত, উদার এক আধার, সন্দেহ নেই। কিন্তু, জীবশস্যাদির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে সে আকাশকে কখনও মুক্ত, কখনও বা পর্জন্যসমাচ্ছন্ন পাইতে হয়। কাজেই, যে স্বরূপে মুক্ত-উদাসীন, তারও বামতা অথবা দাক্ষিণ্য হইতে পারে ক্রিয়া-কারক-ফলের বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধে। সূর্যকিরণাদির দৃষ্টান্তও লইও। যেটি (ভাণ্ডার) অবাধ, উদার, মুক্ত ভাবে আছে, তার সম্পর্কে তোমার আদায়ানুপাত (ratio of availability) কতটা, ইহাই তো কার্যতঃ প্রশ্ন। সেই নিমিত্ত, আমাদের যৎকিঞ্চিৎ কর্ম (যথা, জপ), তার সম্পর্কে ঐ প্রশ্নটাই করিতে হয়—'কস্মৈ দেবায়'। সেই দৈবভাণ্ডার বা দৈবীসম্পদের নিধানস্থান হইতে অভীপ্স-উর্জিতাদি রূপে শক্তি (বাজং এবং বাজঃ—দুই আকারেই) আদায়ের নিমিত্ত, তাতেই সর্ব অভিসন্ধান সমর্পণ (সম্প্রদান) করিতে হইবে। যে সরিৎ সাগরে আপনাকে সঁপিল, সাগর তাকেই পোষণ করিল সর্বতোভাবে। যে সরিতের সমর্পণ সাগরে নয়, সে সরিৎ আপন সঞ্চিতপঙ্কেই ভরিয়া উঠিবে যে! মেঘের বর্ষণ তার পুষ্টিকল্পে হইবে না যে! তাই, ঐ পাংক্তপঞ্চকের পঞ্চমটিতে (কস্মৈ) অবহিত হও—চলিতেছ তো, কিন্তু কার নিমিত্ত?—খানাডোবা, না, সাগরসিন্ধু? খানাডোবা তোমায় দিয়ে নিজেরা 'ভর্ত্তি' হ'তে চায়, কিন্তু, তোমার ভর্তি-পূর্তি?

পাংক্তপঞ্চকের ব্যূহরূপতায় ধ্যানও দিও। কোনটিকে আলাদা করায় কি হয়? অবাস্তবীকরণ—an abstract, unrealistic attempt. অতএব, কর্মে পংক্তিকুশল হও। যূথান্বয় কথাটা মনে আছে তো? জপে বিন্দু, উদয়সেতু, নাদ, কলা,

বিলয়সেতু—এই পাঁচে তোমার পংক্তি। অথবা, প্রকারান্তরে, প্রাণ, বাক, ভাব, ছন্দঃ, আকৃতি।

বলা হইতেছে যে, বিন্দু (ঐ পূর্বোক্ত) পাংক্তকর্মদ্বারা এই বিশ্ব প্রপঞ্চিত করে। এটি শুধু বাকে নয়। সুতরাং, অখিলই 'পাংক্তেয়' জানিবে। 'অপাংক্তেয়' যেটি, সেটি 'কেবল'। ধর, অখিলবিশ্ব (বাঙ্‌ময়াদি) =কিম্। বিন্দু এই কিম্ সম্বন্ধে মূল অধিষ্ঠান=কস্মিন্। উদয়সেতু=কস্মাৎ। কঃ=নাদ। কলা=কেন। বিলয়-সেতু=কস্মৈ। বিন্দুকে বিন্দুব্রহ্ম অবশ্যই ভাবনা করিবে। বিন্দুব্রহ্মের অধিষ্ঠান 'নিধানং বীজমব্যয়ম্'-রূপে অধিষ্ঠান। অর্দ্ধমাত্রার সেতু উদয়বিলয়াভিমুখ না হইয়া পরাপারীণাভিমুখ হইলে 'কেবল' (অপাংক্তেয়)। যেটি পরম, যেটি কেবলাতীত।

**১৭॥ অভিব্যক্তং সপ্তান্নানি॥**

(শ্রুত্যাদিতে প্রসিদ্ধ) সপ্ত 'অন্ন' অভিব্যক্তরূপ জানিবে॥

অন্নান্নাদবিভেদেঽপি হ্যন্নং ব্রহ্মেতি বুধ্যতাম্।
অত্তাঽপ্যোদনতামেতি সর্ব্বেষ্বত্তৃত্বমোদনম্॥
অন্নং নাদো ঘনো ভোক্তা কলনাদন্নতঃ কলাঃ।
অন্নত্বং স্বরবর্ণানাং ব্যঞ্জনমুপসেচনম্॥
অন্নময়াদি চান্নাতং সর্ব্বত্র কোষপঞ্চকম্।
বাচো জীবস্য চাধানাত্তস্যাপি সপ্তরূঢ়িতা।
চিন্ময়ঃ সন্ময়ো বাপি সপ্তসংখ্যানিবর্হণম্॥ ১৭১-১৭৩

অন্ন আর অন্নাদ (অত্তা), ভোগ্য আর ভোক্তা—এই দ্বন্দ্ববিভেদটি সর্বত্রই দেখা যায়। তথাপি, মূল বিভর্তা (ভরণী-পোষণী সত্তাশক্তিরূপে) ব্রহ্মকেই 'অন্ন' বুঝিতে হইবে। শ্রুত্যাদিও বহুধা এ কথা বলেন। নিখিল-ভরণরূপতাই ব্রহ্মের অন্নত্ব। বেদপরিভাষায়, অন্নরূপ ব্রহ্ম অদিতি; অত্তা রূপে ব্রহ্ম কশ্যপ। পুনশ্চ, বাগ্‌রূপে অন্ন; অগ্নিরূপে অত্তা। অন্নের 'রস' সোম। অগ্নিতে হয় সোমের 'সবন'। এই সবনটি অধিভূত, অধিযজ্ঞাদি থেকে অধ্যাত্ম অবধি সর্ব অনুবন্ধেই ভাবনা করিও। যেমন,

সমুদ্রবারি অন্ন; সূর্যতেজঃ অন্নাদ (অগ্নি); বর্ষণকৃৎ পর্জন্য সোমসবন। জপাদির অনুবন্ধেও দৃষ্টান্ত পরে আসিতেছে।

এইবার ধ্যান কর—অন্ন (ওদন) এবং অত্তা কি তত্তৎসম্বন্ধে আসিয়াও ভিন্ন? দৃশ্য-ভোগ্য যে প্রপঞ্চ, সেটি কি দ্রষ্টৃ-ভোক্তৃ প্রমাতা থেকে বাস্তবে ভিন্ন? উত্তরে কারিকায় বলা হইতেছে—না; এটি ব্যাপার-ব্যবহারগত ভেদমাত্র। কোন এক বিশেষ অবচ্ছেদে (limiting convention এ) লইলে অত্তা এবং ওদন পৃথক্ মনে হয়। কিন্তু, অবচ্ছেদ রহিত সর্বাবস্থানে দেখিলে অত্তাওদনের ঐ ভেদটি চলিয়া যায়। সেখানে (in universal appreciation), অত্তা এবং ওদন এক অখণ্ড সমরসে মিলিত হয়। সমগ্রের কথা যদি নাই বা ভাবি, তবুও ভাবিয়া দেখ যে—প্রতিটি ব্যস্ত (differentiated) অন্ন-অত্তা স্থলেও, 'ভান'টি হয় এক অখণ্ড সামরস্যেরই—an undivided, nonpolarised whole of actual enjoyment. 'ভাসে', কিনা, বৌদ্ধ বিশ্লেষণে, ঐ সমরস 'যেন' ভাঙ্গিয়া হয়—অন্নরস এবং অত্তৃরস। চিনি খাবার কালে 'চিনিই' হইতে হয়। সর্বত্রই এইরূপ। ভানে ভাসে গুলাইও না। ভান নিজে এক বা দুই কোন সংখ্যা রাখে না। সংখ্যা রাখে সাংখ্য বুদ্ধি। ভাসে, ভানে নয়, ব্রহ্মৌদনং=অদিতি। এবং অদিতি দক্ষকশ্যপাদি থেকে অভিন্ন। প্রজাসৃষ্টিকল্পে এই অদিতি দ্বিধাবৎ হইয়া হন—অদিতি-কশ্যপ ইত্যাদি সর্গাদি-নির্বহণ দ্বন্দ্ব।

অতঃপর, ঐ মূল সামরস্য সূত্র স্মরণ রাখিয়া, নাদকে ভাবনা কর 'অন্ন', বিন্দুকে 'ভোক্তা', আর, নাদান্নের কলনজাত নিখিল কলা। যদি, নাদবিন্দুর ভূমিকা অদলবদল করিতে চাও, তাতেও (ঐ পূর্বসূত্র মনে রাখিলে) দোষ হইবে না। ঐ যে অন্নকলা জাত হইল, ওদের মধ্যে স্বরবর্ণ আবার 'অন্ন', আর ব্যঞ্জনবর্ণ সে অন্নের উপসেচন বা ব্যঞ্জন। নাদ, অন্ন হইল, ব্রহ্মৌদন বা অদিতিরূপে। স্বরব্যঞ্জন সে মূল অন্নের দ্বারা 'কল্পিত' অন্নব্যঞ্জন। বিশেষের 'আগে' (logically or otherwise) সামান্য আসে। বিন্দু (ঘন), এবম্বিধ বিশ্লেষণে, সেই পূর্বসূত্রের 'কস্মৈ'—the unique Point of reference—রূপে রহিলেন।

এইবার—সপ্ত অন্ন। শ্রুতিতে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের প্রসিদ্ধি আছে। এ কয়টি জীবাত্মার অথবা প্রত্যগাত্মার 'উপাধি'ও বটে। এ পাঁচের সাথে আর দুই যোগ কর—বাঙ্ময়, জীবময়। এ স্থলে 'জীব' বলিতে সঙ্ঘাতবিশেষকেন্দ্র—Centre

Principle of organised being—বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, ঐ বাকি ছয়টি (বাক্‌কে ধরিয়া) কোন্ সঙ্ঘাতবিশেষসূত্রে, দেহিদেহসম্পর্কনির্ণয়সূত্রে, বিধৃত রহিয়াছে?—এইটি প্রশ্ন। অন্য কথায়—ঐ ছয়টির নাভিগ্রন্থিটি কোথায়? দেহী বা জীবাত্মা এই 'সপ্ত অন্ন' অদন করেন। এবং ঐ সাতটিই 'অভিব্যক্ত'। প্রত্যগাত্মা সঙ্ঘাতে প্রবিষ্টবৎ রহিয়াও 'অনশ্নন্ অভিচাকশীতি'। 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।' প্রত্যগাত্মায় অন্ন-অত্তার অখণ্ড সমরসতা।

চিন্ময় এবং সন্ময় নামে আর দুটি কোষ (প্রকারান্তরে) বলিতে পার। তা হইলেও, সপ্তসংখ্যা। 'আনন্দময়' কোষে ময়ট্ প্রাচুর্য অর্থে লইলে শুদ্ধ ভূমানন্দ যে ব্রহ্ম, তদ্‌বাচক নয়; ব্রহ্মের এক 'কোষ' বা উপাধিমাত্র। কিন্তু 'ময়' 'এব' অর্থে লইলে উপাধি নয়। স্বরূপই হয় অদ্বৈতসিদ্ধান্তে। 'চিন্ময়', 'সন্ময়' শব্দদুটিকেও অনুরূপ ভাবনায় লইতে হইবে। অর্থাৎ, চিৎ এবং সতের ভূয়িষ্ঠভাববত্ত্ব স্থলেই এ দুটি 'সপ্ত অন্ন' পর্যায়ে আসিবে। যেমন, চিন্ময়ী তনু, সন্ময়ী সত্তা।

শুদ্ধনিরঞ্জন চিৎ অথবা শুদ্ধ নির্বিশেষ সৎ—এ দুই দৃষ্টিতে চিন্ময়ী তনু অথবা সন্ময়ী স্থিতি ইত্যাদি 'কল্পিত', 'অধ্যস্ত' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা ব্যবহারযোগ্য মনে হইতে পারে বটে, তবে, সেরূপক্ষেত্রেও, প্রশ্ন হইবে—আচ্ছা, চিচ্ছক্তি, চিতি—এসব কোন্ দৃষ্টির তত্ত্ব? 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ'—এ চিতি কিসের দ্বারা, কোথায় কল্পিত বা অধ্যস্ত? এ প্রশ্ন সহজে সমাধেয় নয়। 'মহামায়া', 'তত্ত্ব', 'বস্তু'—এই সূত্রগুলি পুনশ্চ অনুধাবনীয়। এখানে, 'কোষ' এবং সপ্তান্ন বিচারে, 'চিন্ময়'-এর মানে চিৎ বা প্রকাশধর্মের ভূয়স্ত্ব বলিলেই চলিবে। এ ভূয়স্ত্ব, পরিসীমায়, ভূমত্ব অবধিও হইতে পারে—যেমন, 'বিভ্রদ্ ভাগবতীং তনুং ইত্যাদি প্রসঙ্গে। দেবতা, দেবর্ষি, সিদ্ধাদির 'তনু'-ও ভাবনা কর। সামান্যভাবে, অন্ন-প্রাণ-মনঃ—এই তিন কোষ হইতে 'মুক্ত' বা 'ঊর্দ্ধমুখ' যে ঊর্দ্ধজ্যোতির্বিশাল বিজ্ঞানময়-আনন্দময়ী সংস্থা, সেটির 'চিন্ময়ী' সংজ্ঞা দিতে পার। এতে সঙ্ঘাত বা তনুরূপতা থাকিতেও বাধা নেই। তবে, সে তনু অধস্তন ঐ কোষত্রয়ে জড়িত, বাধ্য নয়; এবং প্রকাশবিশালতার কাষ্ঠা অবধি সেটি যাইতে পারে। এতে প্রকাশের সঙ্গে আনন্দও অচ্ছেদ্যভাবে রহে। 'ঊর্দ্ধমুখ' বলিতে অন্নময়াদি কোষত্রয়ে অথবা 'অপরায়' সংসক্তিরহিত, পরাপরমামুখীন বুঝিতে হইবে। 'সন্ময়ী'-তে স্বতন্ত্রস্থিত্যাদিধর্ম্মভূয়স্ত্ব।

অর্থাৎ, সত্তা বা সত্ত্ব যে সংস্থায় স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র। এতেও ক্রমিকতা এবং কাষ্ঠা আছে। যেমন, অপৌরুষেয় যে বেদ, তার সত্তাকে সন্ময়ী বলা যাইবে। কিন্তু অক্ষরনিত্য? সামান্যভাবে সঙ্ঘাতসংস্থানুরোধে এ দুয়ের দৃষ্টি করা হইল। সঙ্ঘাতমাত্রেই ভোগ্য, কাজেই 'অন্ন'। অতএব, অভিব্যক্ত যে ব্রহ্মবস্তু, সেটি নিজেকে 'সপ্ত-অন্ন' রূপেই অভিব্যক্ত করিয়াছে।

**১৮॥ দ্বে প্রত্যেকং শুক্লাশুক্লভেদাৎ॥**

(পূর্ব সূত্রে যে সপ্ত অন্ন কথিত হইল) তাদের প্রত্যেকটি শুক্ল, অশুক্লভেদে দুই প্রকারের॥

সার্দ্ধমেকেন চাদ্যেন দ্বিত্রিসংখ্যাভিপূরণাৎ।
একঃ সংশ্চ ততো দ্বন্দ্বঃ সোঽপি পুনস্ত্রিবৃৎকৃতঃ।
এতেন সপ্তরূঢ়িত্বং বর্ণলোকস্বরাদিষু॥ ১৭৪

এক আদ্য রহিয়াছে। সে আদ্য এক, এক রহিয়াও, যদি দ্বি আর ত্রি, এ দুটি সংখ্যা দ্বারা পরস্পর গুণিত (অভিপূরিত) হয়, তা হইলে, ১+২+৩=৭, এই সাত সংখ্যা মেলে। এক হইল দ্বন্দ্ব, আবার, সে দ্বন্দ্বেরও প্রতিটি হইল 'ত্রিবৃৎকৃত'—ত্রিপুটী। এই 'অভিকর্ম্ম' বা প্রক্রিয়ায় বর্ণ, লোক, স্বর (যথা, সঙ্গীতে)—প্রভৃতি নিখিল অভিব্যক্তই 'সপ্তরূঢ়ি' আকৃতি পাইয়াছে। যেমন, নাদকে যদি ধর আদ্য এক ('Basic One'), সে এক মিথুন হইল—নাদ-বিন্দু। (অবশ্য, বিন্দুকেই ঐ আদ্য এক ধরিতে পারিতে।) এদের প্রতিটি ত্রিবৃৎকৃত হয় কিভাবে? নাদ হয়—উদয় নাদ, ব্যক্ত (সকল বা অন্যথা) নাদ, এবং বিলয় নাদ। বিন্দুরও ত্রিবৃদ্ভাব ঐ অনুবন্ধত্রয়ে ভাবিয়া লও। বিন্দু উদয়-নাদকে বলে—'আমি তোমার নিধান—ভাণ্ডার-রূপে পূর্ণ রহিয়াছি; বীজরূপে এক ও অব্যয় আছি; আর, তোমার বিলয়ে অবসান এবং আধানরূপে শূন্যও আছি।' স্বরে, ধর, সা (মতান্তরে পা), সা-প কিংবা পা-সা—এই দুই 'সুরমিথুন' হইল। তারপর, প্রতিটি ত্রিবৃৎ হইয়া ঋ গা মা, এবং পা, নি, ধা হইল। এ দুয়ের সাথে আদ্য এক রহিল (সা)। স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণ লইয়াও সপ্তরূঢ়িত্ব পরীক্ষা করিও। ৭ × ৭ = ৪৯ হইল সপ্তরূঢ়িত্ব ঘটিত বর্ণসংখ্যা। এর সঙ্গে ১, ২, ৩ যোগও হইতে পারে। স্বরকে

যদি মূল বায়ুবৃত্তি বল তো, ঐ বৃত্তিদৃষ্টিতেও, বায়ু উনপঞ্চাশৎ। এ স্থলে বর্ণ (রং অথবা স্বর হিসাবে)—প্রসঙ্গ আর হইল না।

অকারাদিকলাস্ত্রিস্রো নাদবিন্দু যথাক্রমম্।
শান্তশ্চাতীত ইত্যেবং প্রণবস্যাপি সপ্ততা।
সপ্তচ্ছদো মনুর্জ্জেয়ো মন্যতে চাপি সপ্তধা॥ ১৭৫

প্রণবে অ, উ, ম—এই কলাত্রয়; নাদ ও বিন্দু; এবং শান্ত ও শান্তাতীত—যথাক্রমে এই 'সপ্ত'-কে বুঝিয়া ও সাধিয়া লইবে। পরাব্যক্ত যে বিন্দু, তাতে, উদয়বিলয়াদিব্যাপারবিরহিত স্থিতিতে 'শান্ত'; পরাপারীণতায় 'শান্তাতীত'।

মনু বা মন্ত্র মাত্রকে 'সপ্তচ্ছদ' জানিবে; আর, সে মনুমননও 'সপ্তধা'।

মনুমননটি কি? 'ক্‌প' ধাতু দ্বারা এটির নিরূপণ এই ভাবে কর। মনুর সামান্য কল্পন (fundamental ideation) -টি হইল। তারপর, এই ভিত্তি-কল্পনের আধারে কোন বিশেষ কল্পনের অনুবন্ধে (with respect to a given plan or design) অনুকল্পন হইল। এই অনুকল্পনটি নানা ভাবে হইতে পারে (সেগুলি বিকল্পন)। বিকল্পন পরিহারে কোন কল্পনকে পরিতঃ গ্রহণে হয় পরিকল্পন। এটি থেকে সঙ্কল্পন (determinate motivation)। ইহা সাধিষ্ঠকাষ্ঠায় আসিলে বজ্রসঙ্কল্পন। এর পরিণতি এবং প্রকৃষ্টরূপ হইল সত্যসঙ্কল্পন। বিকল্পনটি পরিহারযোগ্য হইলেও অবশ্য বিবেচ্য (the choosing between alternate ways and means)।

ধর, আদি মনু ওঁকার। এর সপ্তচ্ছদ কি কি? প্রথম 'ছদ'টি (the 'First Layer') অব্যক্ত। কেননা, সেটি ব্রহ্মকল্পনই। অনুকল্পন='অ'=দ্বিতীয় ছদ। 'উ'-তে নিহিত যে 'ই' এবং 'উ'—এ দুয়ের দ্বারা 'বিকল্পনং বিবিচ্য পরিকল্পনং' হয়। 'উ' অশেষবৃত্তিসম্ভাব্যতার মাঝে নাদবিন্দুমুখীনা বৃত্তিটিকে বাছিয়া লয়।—A basic valve to sort possibilities. উবর্ণে তৃতীয় এবং চতুর্থ ছদ। 'ম'-এ সঙ্কল্পনরূপ পঞ্চম ছদ। নাদ এবং বিন্দু, এতদুভয়ে ষষ্ঠ এবং সপ্তম ছদ। নাদবিন্দু অথবা বিন্দুনাদ—এই দুই রূপেই বজ্র ও সত্য ছদ দুটি ভাবনা করিও। মনুকে ষষ্ঠ ছদ পর্যন্ত লইতে পারিলে,

সেটি 'অমোঘ' হয়, এবং সপ্তমে, তাহা সত্যসমর্থ, এবং 'মন্ত্রী'র সঙ্গে একান্ত অভিন্ন হয়। তোমার প্রণবধনুতে আত্মাকে শর যোজনা করতঃ, এই সপ্তচ্ছদ যে ব্রহ্মলক্ষ্য, সেটি অপ্রমত্ত হইয়া বেধ কর। শ্রীরামচন্দ্র 'সপ্ততাল' ভেদ করিয়াছিলেন, না? তুমিও তাঁরি চরণে শরদীক্ষা লও।

জীবনে ও সাধনে এই যে 'সাততালে' পড়ে আছি, আর পাকিয়ে আছি—এ সাততালই বা ভেদ হয় কি করে?

এস্থলে, 'ছদ' বলিতে স্তর বা কোষাদি ব্যূঢ় অবস্থান বুঝিতে হইবে। পূর্ব সূত্রে সপ্তবূঢ়, এখানে সপ্তব্যূঢ়। ছদ্ আচ্ছাদন করা। ছন্দঃ ঐ থেকে।—A system of Layers and Levers, Keys and Covers, Envelopes and Escapes which conspire to evolve harmonies; যথা, পিয়ানো। কিন্তু দেখিয়াছি যে, ছদ্ ছন্দঃ না হইয়া ছন্দ বা ছদিও হয় (প্রথম খণ্ডে)। কল্পনাদি রূপ যে সপ্তচ্ছদ আগে বলা হইল, ঐগুলি সর্বসাধারণ আর মৌলিক। যেমন ধর, সাদা কাগজে একটা বৃত্ত আঁকিব। সাদা কাগজে বৃত্ত নেই। বৃত্ত আঁকিব—এই ইচ্ছায় আদৌ তাতে অব্যক্তকল্পন। একটা পেন্সিলে তাতে একটা রেখা আঁকিলাম—অনুকল্পন। রেখাটির একটা মাপ (দৈর্ঘ্য) ঠিক করিলাম—বিকল্পনবিবেচন। তার মধ্যবিন্দু ঠিক করিয়া ব্যাসার্দ্ধ স্থির করিলাম—পরিকল্পন। মধ্যবিন্দুতে কম্পাসের একটা বাহুবিন্দু স্থির করিয়া রাখিলাম—সঙ্কল্পন। কম্পাসের অন্য ভুজটি একটা নির্দিষ্ট কোণ করিয়া (ব্যাসার্দ্ধানুযায়ী) আঁটিলাম—বজ্রসঙ্কল্পন। ধীর অপ্রমত্ত করে বৃত্তটি আঁকিয়া ফেলিলাম—সত্যসঙ্কল্পন। এইরূপ সর্বত্র 'মনুমনন' বুঝিও।

জপে যে মনু (বীজাদি) জপিতেছ, সেটিও সপ্তচ্ছদী ভাবনা করিও। বিন্দু থেকে উদয়সেতুতে অব্যক্তকল্পন। উদয়ে অনুকল্পন। ব্যক্তনাদে বিকল্পন-বিবেচন এবং পরিকল্পন। কলাবিতানে সঙ্কল্পন। আসেতু বিলয়নাদে বজ্রসঙ্কল্পন। আর, নাদবিন্দু অভেদসামরস্যে সত্যসঙ্কল্পন। এ সবের মধ্যে ব্যক্ত নাদে সতর্ক রহিবে যাতে হৃদয়াদি স্থল (মধ্যমাদি)-থেকে ঠিক ঠিক নাদ ব্যক্তিমাপন্ন হন, আর, সে নাদের অখণ্ডাধাররূপে বহমানতা থাকে। বিলয়ে এবং তার সেতুতে নাদ মহাপ্রাণরূপ হইয়া অমোঘ বজ্রসত্ত্ব হওয়া চাই; কেননা, ও সেতুটি বড় 'কঠিন ঠাঁই'। সব সন্ধান করিলাম, ওটির সন্ধান আর যেন হতেই চায় না!

আদৌ কল্পনমাত্রত্বং (মব্যক্তং) ব্যনুপর্য্যাশ্রয়াত্ততঃ।
সঙ্কল্পো বজ্রসঙ্কল্পঃ সত্যসঙ্কল্প এব চ॥

'ব্যনুপর্য্যাশ্রয়াৎ'—বি, অনু, পরি, এই তিন উপসর্গযোগে।

শুক্লাশুক্লবিভেদেন সর্ব্বং কিঞ্চিদ্ দ্বিধাকৃতম্।
জ্যোতীরসান্বয়াচ্ছুক্লমশুক্লমতথাত্বতঃ
(মশুক্লং ব্যতিরেকতঃ)॥ ১৭৬

এই দুটি সূত্রে যে দুই রকমে অভিব্যক্তের (অন্নের) সপ্তধাত্ব প্রদর্শিত হইল, তারা প্রত্যেকটি আবার শুক্ল এবং অশুক্ল—এই দুই বিধায় আসে। (ধন ও ঋণ—বিভাগও পরে বলা হইতেছে।) জ্যোতীরসের অন্বয় যদি 'অন্নে' রহে, তবে সে অন্ন শুক্ল। অতথাত্বে, অন্যথায়, ব্যতিরেকে অন্ন অশুক্ল। যেমন, জপে ব্যক্ত-অব্যক্ত বাগাদির যে 'অন্ন' তুমি অদন করিলে, সে অন্ন কি স্বরস-উজ্জ্বল, না, কুরসমলিন?

**১৯॥ চতুর্দ্দশ ভোক্তৃভোগ্যে ভোগায়তনাদীনি চ॥**

(ঐরূপ দ্বিঃসপ্তকৃত্বঃ হবার দরুণ) ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগায়তনাদি সর্ব অভিব্যক্তই চতুর্দশ জানিবে॥

সপ্তধা কল্পিতং দ্বাভ্যাং ভবেৎ সর্ব্বং চতুর্দ্দশ।
সিতস্য ধনবৃত্তিত্বমৃণত্বমসিতস্য চ॥
কঃ কিং কেনাদিরূপেণ পাংক্তস্য সপ্তধা ততিঃ।
ধনর্ণদ্বন্দ্ববিন্যাসাৎ সাঽপি ভবেচ্চতুর্দ্দশ॥
ইত্থং মন্বন্তরাদীনি তনূনি ভুবনানি চ।
পৃথূনি ভোগ্যভোক্তৃণি সর্ব্বাণি স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥ ১৭৭-১৭৯

সাধারণভাবে (অন্যরূপও অন্য অনুবন্ধে হইতে পারে), যদি শুক্ল বা সিতকে বল 'ধন', অশুক্ল বা অসিতকে বল 'ঋণ', তবে, ভাবনা করিও যে, সর্ব সপ্তকই

সিতাসিত অথবা ধনর্ণ ভেদে চতুর্দশ প্রকারের। চতুর্দশ সংখ্যাটি ভোগ্য, ভোক্তা, ভোগায়তনাদি নিখিল অভিব্যক্তকে অধিকার করিয়াছে। স্বর ব্যাকৃত হইয়া ব্যাকরণ হইবে; এ ব্যাকরণের আধাররূপে চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্র। আগে পাংক্ত-সূত্রে 'কঃ কেন' ইত্যাদিরূপে যে পঞ্চধাকৃতি বিবেচিত হইয়াছে, সে পাঁচের সঙ্গে 'কিং' (কর্ম) আর 'কস্য' (সম্বন্ধ), এ দুটিও লইলে, পাংক্তেরও সপ্তধা আততি (extension)। ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় সাক্ষাদ্ভাবে তেমন থাকে না বলিয়া 'কস্য'টিকে কারকে ধরা হয় না বটে, কিন্তু, কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নধর্ম্মবত্ত্ব সকল কারকেই অবশ্য আছে, অর্থাৎ, কোন না কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া তো কোন কারকই নেই; কাজেই, সর্ব্বসম্বন্ধত্বাভাবপ্রতিযোগী যে 'কস্য', সেটিকে কারককোটি থেকে বহিষ্কার করিয়াছিলে বটে, কিন্তু, তাকে আবার 'সাধিয়া' আনিয়া বসাও। সুতরাং, পাংক্তেরও সপ্তধাত্ব হইল। এখন, এ সাতের প্রতিটিকে ধনে নিতে পার, অথবা ঋণে। যেমন, 'কঃ' জপ করিতেছে। অনুলোমে, না, বিলোমে—উদয়-মুখে, না, বিলয়মুখে? জপক্রিয়ায় শুক্লাগতি অথবা অশুক্লা? বাগাদি যে 'করণে' কাজ করিতেছে, সে করণ কি 'নিজের' (সহজ-স্বচ্ছন্দ), না 'ধার-করা'? মনে রাখ যে, বাগাদি মধ্যমাদিতে না যাইলে, 'নিজের' (স্বতঃ) হয় না; বৈখরীতে কণ্ঠাদি যন্ত্র, শ্বাস-বায়ু ইত্যাদির কাছে 'ধার' করিতে হয়। 'কস্মৈ'—দেবায়, না, অসুরায়? 'ইন্দ্রশত্রো প্রবর্দ্ধস্ব'—এ আহুতিতে 'ধন' না 'ঋণ' বৃত্রাসুরের ব্যাহরণে? এইরূপ, ধন ও ঋণকে সর্ব ক্রিয়াকারক-ফলেই বুঝিয়া লইবে। ঋণনামাই দোষের নয়, তা দেখিয়াছি। শ্রীমতীর প্রেমের ঋণ শুধিতে আসেন নাই গোরারায়? জপে বিলয়মুখে ঋণ বটে, কিন্তু সে ঋণে মিলায় যে পরমধন পরশরতন! 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

পূর্বপ্রদর্শিত দ্বিসপ্তকন্যায়ে, মন্বন্তর চতুর্দশ, ভুবন (তনু অথবা পৃথু) চতুর্দশ। ভোগ্য চতুর্দশ; ভোক্তাও চতুর্দশ। 'ভোগায়তন' বলিতে এ স্থলে, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, ভোক্তৃ-ভোগ্যসঙ্ঘাতসম্বন্ধঘটক অবস্থাকে বুঝিতে হইবে।—A system of conditions causing or helping the Enjoying and Enjoyed Factors organise and co-operate. এটি স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ। যেমন, পরীক্ষাগারে জৈবরসায়নে প্রোটোপ্ল্যাজম্-সদৃশ কোন পদার্থ তৈয়ারি করিতে পারিলে। প্রাণের অনেক 'সাড়া'-ও

তাতে পাওয়া গেল। কিন্তু স্বয়ং প্রাণ? সেটি সূক্ষ্ম যন্ত্র, এমন কি, জৈববস্তুর 'হৃল্লেখা' অধিগত না হওয়া পর্যন্ত হয় না।

জীবের যে ভোগায়তন, তাতে, ব্যক্ত অথবা ব্যক্তাব্যক্ত ভাবে, পূর্বব্যাখ্যাত ঐ সপ্তকোষ রহিবে। বস্তুমাত্রেই আছে, তবে, জীবে ব্যক্ত এবং ব্যক্তাব্যক্ত আকার পাইয়াছে। অতএব, 'জড়'-এরও জীব হইতে বস্তুগত্যা বাধা নেই। বিপরীত-ও বটে। অহল্যা পাষাণী, আবার, পাষাণী মানবী অথবা দেবী। এখন, এই কোষসপ্তকের প্রতিটির 'কোন্-মুখো'—ধনে অথবা ঋণে—এ দুই মুখীনতা আছে। তটস্থ যে জীব, তার মুখ কি অপরার পানে, না, পরার? জপাদি সর্বসাধনার উদ্দেশ্য—উপরিমুখ কোষ বা আয়তনগুলিকে সম্বন্ধ (linkup) করা। সপ্তরূঢ়ি বা সপ্তচ্ছদ লইয়াও এই চতুর্দশকে ভাবনা করিও। পরের সূত্রে বাগাদি কথা বিশেষতঃ হইতেছে—

২০॥ প্রাণমনোগিরামপি॥

ঐ চতুর্দশ প্রাণ, মন এবং বাকের সম্বন্ধেও বুঝিবে॥

একো নাদো হি বিন্দুত্বং ত্রিমাত্রত্বঞ্চ গচ্ছতি।
গচ্ছন্নপি ন স ব্যেতি সপ্তযোনিরতো হি সঃ॥
আবীরাত্রিশ্চ ভেদেন প্রত্যেকং দ্বিবিধং ভবেৎ।
আবীরূপেণ মাত্রাণামপাবৃত্য হি বৃত্ততা।
রাত্রিরূপেন তাসান্তু ভূয়স্তেনাবৃতির্ভবেৎ॥ ১৮০-১৮১

(পূর্বে যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে) এক পরনাদ আপনাকে দ্বিধা করিয়া বিন্দু-নাদ, এই যুগ্মকটি হইল। এদের প্রতিটি আবার 'ত্রিমাত্র' হইল। পর, অবর, পরাবর; অব্যক্ত (with respect to a given plane or viewpoint), ব্যক্ত, ব্যক্তাব্যক্ত; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (লক্ষণানুযায়ী অর্থে); উদয়সম্বন্ধী, বিলয়সম্বন্ধী, সেতুসম্বন্ধী;—এই প্রকার নানাভাবে ঐ ত্রিমাত্রত্ব গৃহীত হইতে পারে। মানব্যবহারের উপর নির্ভর করে মাত্রাকৃতি; অভিবিধিদ্বারা বিহিত হয় মর্যাদা। আচ্ছা, পরনাদ এই ছয়টি মানে যাইয়াও, স্বয়ং 'ন ব্যেতি'—অব্যয় এবং এক।

এই নিমিত্ত তাকে 'সপ্তযোনি' বলা হইল—Generator of Seven Matrices. আর, এই সপ্তযোনিতে নাদ আবির্ভূতও হয়।

এই সাতের প্রতিটি আবার আবিঃ এবং রাত্রি ভেদে দ্বিবিধ। আবীরূপে ঐ সপ্তকের অপাবৃত, কিনা, অপগতাবরণরূপে বৃত্তিমত্তা হয়। যদিও, সচরাচর, অভিব্যক্তিতে অপাবরণের কালক্রমিকতাদিও লক্ষিত হয়। সবই দেশকালকারণ-তাসম্বন্ধের সম্বন্ধী হইয়াই যেন 'ফুটিতে' থাকে। রাত্রিরূপেও ঐ মাত্রাকলাসমূহের ভূয়স্ত্বভাবেই আবরণ ঘটিতে থাকে। জপাদিতে আবীরাত্রিকে সন্ধিসহ সজাগে মিলাইয়া লইও। বিশেষ করিয়া সন্ধিস্থলে অবহিত হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু রাত্রির নয়, পরন্তু আবিরও আবরণ আছে। যেমন, দিবায় নক্ষত্রাদির আবরণ। পক্ষান্তরে, রাত্রিরও অপাবরণ আছে, যেমন আবারও ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ। দ্বন্দ্বস্থিত যতক্ষণ, মাখামাখি ভাগাভাগিও ততক্ষণ। কেহই ততক্ষণ পূরা ও খাঁটি হইয়া থাকে না। কেবল, সন্ধিতে এমন একটা উদাসীনস্থল মেলে, যেখানে দুয়েই বলে— 'আমরা এখন আর ভাগাভাগি মাখামাখিতে নেই; যে যার ভাগ বুঝিয়া লইয়া ক্ষান্ত হইলাম।' হানও নেই, উপাদানও নেই, এমন যে তত্ত্ব বা যথার্থরূপ, সেটিকে ঐ উদাসীনস্থলেই ধরিতে, চিনিতে হয়।

ধর, প্রণবজপ। অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত—এই সপ্তধা ব্রহ্ম, পরনাদরূপে, নিখিলের সপ্তযোনি হইলেন। এর মধ্যে প্রথম তিনটি 'কলিতা', ষষ্ঠটি 'কলনী' (আদ্যা)। শেষেরটি পরব্রহ্ম স্বয়ং। এখন, সন্ধিপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করিও যে, প্রথম তিনটির পর প্রথম সন্ধি; নাদ ও বিন্দুর মাঝে দ্বিতীয়; বিন্দু ও আদ্যা কলনীর মাঝে তৃতীয়; আর, কলনী-অকলনীর মাঝে তুরীয়। অর্দ্ধমাত্রাই সর্বসন্ধিসংস্থাপিকা বটে, তথাপি, ঐ তুরীয়টিই 'আদ্যার্দ্ধ' (the Prime Link-and-Lead Principle)। অতএব, সন্ধি হইল সার্দ্ধত্রিসংখ্যক ('সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা')।

সাতের অর্দ্ধেক এই সাড়ে তিন। ব্রহ্মস্বরূপতার প্রান্ত অবধি (অর্থাৎ, আদ্যাকলনীতে) যদি যাও, তবে, বিন্দু আর আদ্যার মাঝের সন্ধিটিকেই বল 'অর্দ্ধা', এবং, শেষেরটির সঙ্গে আলগ রাখার জন্য, এর নাম দাও 'সমর্দ্ধা' (কেননা, ঋজু ও সমগোত্রের ঋধ্যমানতা এইখান থেকেই সুরু)। আচ্ছা, সর্বসমেত সন্ধি হইল সার্দ্ধদ্বি—'আড়াই'—যার প্রসাদে বিশ্বাভিব্যক্তের 'পাংক্ত কর্ম'। বিন্দুকে 'পরা' সংজ্ঞা

দিলে, ঐ অর্দ্ধাকে 'পরার্দ্ধা' বলিতে পার। তা হইলে, নাদ (বিন্দুদিত এবং বিন্দুবিলীন) আর বিন্দুর সন্ধিকে বল 'পরাবর', আর, কলিত এবং নাদের সন্ধিকে 'অপর'। এই সন্ধিস্থলগুলিতেই আবরণঅপাবরণের অনুপাত ('ভাগাভাগি') যথাক্রমে লঘু, লঘীয়ান্, লঘিষ্ঠ এবং লীন হয়। V : P (Veiling and Presentation) অনুপাত। অনুপাত লীন হওয়া মানে—তা থেকে কোন কিছু (veiler) সরাইবারও নেই; তাতে কোন কিছু দেবারও (Presenter) নেই। অন্বয় ও ব্যতিরেক পূরা এক সাথে।—The Last Limit of both Affirmation and Denial, কাজেই, সন্ধিসন্ধানী জপই আসল জপ।

ত্রিবৃৎকৃতমিদং সর্ব্বং পঞ্চীকরণমৃচ্ছতি।
একবর্জ্জং ততঃ সর্ব্বং চতুর্দ্দশেতি গণ্যতাম্॥
মনশ্চতুর্দ্দশ খ্যাতে র্বাক্ চতুর্দ্দশ স্বরৈঃ।
চাতুর্বিধ্যেন মুখ্যস্য প্রাণা অপি চতুর্দ্দশ॥ ১৮২-১৮৩

গুণত্রয়াদি (অথবা, অ, উ, ম ইত্যাদি) ভেদে সর্ব বস্তু ত্রিবৃৎকৃত হয়। ওদের প্রত্যেকটি আবার পঞ্চধামূলবৃত্তিবশতঃ (যথা, পাংক্তে) পঞ্চীকৃত হইতে চায়। তা হইলে, ৩ × ৫ = ১৫ এই সংখ্যা হইল। কিন্তু এই 'পঞ্চদশী' বৃত্তিতে মূলের 'এক' অধিষ্ঠানাদিরূপে প্রযোজক হইয়াও নিজেকে 'বাদ' রাখেন ('একবর্জ্জং')। সর্বকৃৎ, সর্বভূৎ হইয়া অকর্তা, অভোক্তা। কাজেই, নিখিল অভিব্যক্তে ১৫-১=১৪, এই সংখ্যা। 'খ্যাতি' লইয়া মনের চতুর্দশ; স্বরে বাকের চতুর্দশ; আর, মুখ্যপ্রাণের চতুর্ধাত্ব ধরিয়া, প্রাণাপানাদি দশধা প্রাণেরও চতুর্দশ। এই বিভাগগুলি পরের সূত্রে আসিতেছে—

২১॥ **মুখ্যামুখ্যত্বেন প্রাণঃ॥**

প্রাণ, মুখ্য এবং অমুখ্য, এই দুই লক্ষণধর্মে লইতে হইবে॥

মূলং যঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং সর্ব্বপ্লবে য উত্থিতঃ।
বেবিষ্টে চ খবৎ সর্ব্বং যঃ স মুখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

হংসো যঃ শুচিষদ্ ব্যোমেত্যাদিভির্য ঈরিতঃ।
মুখ্যত্বং তস্য বোদ্ধব্যমৃতং বৃহদিতি শ্রুতম্॥
ক্ষপামপেক্ষ্য হংসঃ স সোঽহমাবিরপেক্ষ্য চ।
অনাহতবিভেদেন হংসতার্ক্ষ্যাদিরূপভাক্॥ ১৮৪-১৮৬

মুখ্যপ্রাণ যে আগ্নেয়, বৈদ্যুত, সৌর এবং চান্দ্রমস ভেদে চতুর্বিধ, আর, অমুখ্য প্রাণ যে দশবিধ, সুতরাং, প্রাণের সংখ্যা যে ঐ চতুর্দশ—এটি পরের সূত্রে সবিশেষ নিরূপিত হইবে। বর্তমান সূত্রে প্রাণের মুখ্যত্বই দেখান' হইতেছে। ব্রহ্ম সর্ববৃত্তিরূপ হইতে যে মূল 'অণন' আকারটি পরিগ্রহ করেন; যেটি সর্বসংপ্লবে (বিলয়ে)-ও 'উত্থিত', কিনা, জাগরিত থাকে; এবং যেটি 'খবৎ' (আকাশবৎ) নিখিল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সেটিকে মুখ্যপ্রাণ জানিবে। কাজেই, মুখ্যপ্রাণে (১) অণনত্ব, (২) অপ্লবত্ব, এবং (৩) অখণ্ডত্ব—এই তিনটি মূল ধর্ম থাকে। 'অণন' বলিতে কি? অণ্+অন। অণ্ ধাতুর গত্যাদি যে অর্থই লও, মূলবিশ্লেষণী দৃষ্টিতে, অণ্=অইউণ্, এটি কদাপি ভুলিবে না। 'অইউ' এই তিন আদ্য স্বর যে নিখিলের তিনটি মূলা বৃত্তি, তা আমরা পূর্ব এক সূত্রে বিশেষ করিয়াই দেখিয়াছি। চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রের এটি আদি। চতুর্দশটিও যাদৃচ্ছিক (arbitrary) নয়। শেষের ঐ ণ্-টিও নয়। 'অ' অক্ষর-সামান্যাধিকরণ—an unchanging, undifferentiating Prime Given. এটি ব্রহ্মাক্ষরের সর্বাধিকরণরূপতা। এতে 'ণ' যোগে কি হইল? ঐ অধিকরণে ইন্ধ এবং ঊর্জিত, এ দুটি ভাবের কাষ্ঠা দেখান' হইল। প্রথমটিতে বিকিরণবৃত্তিতা, দ্বিতীয়ে ঊহনবৃত্তিতার মুখ্যতা থাকে, তা দেখা হইয়াছে। ঊহ থেকে ব্যূহ ইত্যাদি। একটা Expanding Principle, অন্য Organising Principle. এ দুটিকে যদি কোন 'তল' বা plane সম্পর্কে লইয়া তার শেষ ফলটি কি তা দেখিতে যাও তো, হয় 'অন্'। ('ন' ত বর্গের শেষ বর্ণ)। কিন্তু, যদি ঐ দুটিকে (ই-উকে), কোন তলবিশেষে 'আবন্ধ' না করিয়া (লক্ষ্য কর যে দন্ত্য ন-এ তলবিশেষে এবং ফলবিশেষে আবন্ধ রাখার ভাব আছে। 'ন' বলে—'এই অবধি, আর না'), তাদিগকে বিশেষতল ফলমুক্ত করিতে চাও তো, মূর্দ্ধন্য যে ট-বর্গ, তার অন্তিম যে 'ণ', তাতে যাও। ট বর্গ 'টঙ্কার'-বর্গ। আড়ষ্ট ধনুতে এ বর্গ টঙ্কার দেয়। এ বর্গে ত-বর্গের

বিশেষতলাদিতে আবদ্ধবৃত্তিতা নেই।—It releases and raises to a maximum what is confined to, and contained in, a given plane, সুতরাং, ট বর্গে উদ্‌বৃত্তি, উন্মেষ ধর্মটি আছে—to grow, unfold. ত-বর্গে যাহা বদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ, ট-বর্গে তাহা মুক্ত-উদার হয়। এইটি, বিশেষ করিয়া, প্রাণের ধর্ম। ট-বর্গের কাষ্ঠা 'ণ'। প্রাণ এই মূর্দ্ধন্য ণ-কে প্রকৃষ্টভাবে লইয়াছেন। তার মানে, ণ-কে সব চাইতে ভাল করিয়া চিনিতে চাও তো প্রাণে চল। প্রাণই ণ-এর মূল ভাণ্ডারী। মুখ্য যে প্রাণ, সেটিকে এই অণ্-প্রতিযোগিতায় বুঝিতে হয়। অন্-প্রতিযোগী যে প্রাণ, সে প্রাণ, তলফলাদি সম্বন্ধবিশেষাবচ্ছিন্ন—limited to special plane-and-effect relations. অর্থাৎ, এতে মুখ্যপ্রাণ তার স্বতঃস্বাচ্ছন্দ্য ভাব কিছুটা 'বলি' দিয়াছে। প্রাণব্যতিরেকে লীলা হয় না। ব্রহ্মের যে নিজশক্তি ঐ অণ্-কে প্রকর্ষ পরিসীমায় যোজনা করেন, সে শক্তি, লীলাসম্বন্ধানুবন্ধে, যোগমায়া। আর, অণ্‌কে পূর্ব ব্যাখ্যাত 'বামায়' লও। ণ্+অ=ণ হইল। এর আগে নিখিল প্রকৃতিকে 'বামায়' যিনি আকর্ষণ করে, সেই 'কৃষ্' বসাও। কি হইল? কৃষ্ণ—প্রাণের পরমাকর্ষক।

প্রাণ শব্দে ঐ যে প্র+অ+ণ্+অ, এই চারিটি অক্ষর আছে, ঐ চারিটিই প্রাণের মুখ্যত্বের নিরূপক। 'প্র' দ্বারা সত্তাশক্তিছন্দাদিকে যেটি প্রকর্ষ মানে—higher and higher value এ—লইয়া চলে। প্রকর্ষ বলিতে কলার প্রসঙ্গ হয়। কাজেই প্রাণের 'প্র' দেয় মুখ্যপ্রাণের যে চান্দ্রমসরূপ, সেইটি। প্রাণ সব কিছুকে পূর্ণকলায় ফুটাইতে চায়, আর, বিলোমে, লয়-কলায় আনে। প্রথম 'অ' অগ্নি। অগ্নির অধিক্রমণেই সব কিছুর অঙ্কন (informing) হয়। এটিকে বল আগ্নেয়। 'ণ্' যে কোন তল-ফলসংস্থার যেটি অবষ্টম্ভ (inertia, boundedness), সেটিকে মুক্ত-উদারকরতঃ বলে—'এখানে বাঁধা প'ড়ে কেন? তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার উদ্‌বর্তন পরিসীমায় যাও।' 'প্র' informing, 'ণ' urging. 'প্র' দেয় পরিকল্পন; 'ণ' দেয় সঙ্কল্পন। এই Prime Dynamic Leverটি প্রাণের বৈদ্যুতরূপ। বিশেষরূপে দ্যুতিমৎ যে ভূমি, তাতে লয় যাহা, সে শক্তি বৈদ্যুতী। বিশেষেণ দ্যোততে। যথা, যে মুখ্যপ্রাণ ভর্গঃ-কে 'বরেণ্যম্' রূপে দেখায়। আর, ঐ ত্রিতয়কে সংহতমণ্ডল করিয়া লয় যে মুখ্যপ্রাণ, সেটি সৌর (অন্তিম 'অ')। সংহতমণ্ডল বলিতে এইটি বুঝিবে—মুখ্যপ্রাণ (আদিত্য=অবর্ণ) স্বয়ং নাভি হইয়া প্রাণিমাত্রেই অর-নেমি সংস্থা বিস্তার ও বিধারণ

করেন। এইরূপ সংহতমণ্ডল হইলে, প্রাণের ঐ যে মুখ্য চতুর্বিধরূপ, তারা যথাক্রমে নাভি (সৌর), অর (অগ্নিজ), নেমি (চান্দ্রমস), এবং সংহতি (বৈদ্যুত) অধিকার করে।

প্রথমেই মুখ্যপ্রাণের অণনত্ব, অপ্লবত্ব, অখণ্ডত্ব (খবং')—এই তিন মূল ধর্ম পাইয়াছি। তারপর, অণনত্ব ধর্মটির (প্রপূর্বক) বিশ্লেষণে পূর্বোক্ত চতুর্বিধা পাইলাম। সুতরাং, অণনকে এক (সামান্য) ধরিয়া, সর্বসমেত মুখ্যপ্রাণেরও সপ্তবিধা পাইলাম। এদের প্রতিটি আবার ধনে-ঋণে লইলে, সেই চতুর্দশ অভিব্যক্তি।

ধনকে বল সোম, ঋণকে অগ্নি। তা হইলে, মুখ্যপ্রাণের অগ্নিষোমীয় ভাবনা। আগে প্রাণকে যে সপ্তধর্মা বা 'সপ্তার্চ্চিঃ' দেখান হইল, তার প্রত্যেকটি অগ্নিষোমীয় ভাবনায় বিভাবনীয়। অগ্নি সম্পর্কে যদি অর্চ্চিঃ শব্দটি রাখ, তবে, সোম সম্পর্কে—সপ্তরোচিঃ বলিতে পার। একে প্রাণের জ্যোতিষ্ক্রম, অন্যে রোচিষ্ক্রম। মুখ্যপ্রাণে এই দ্বিবিধক্রমেরই অণনত্ব, অপ্লবত্ব, অখণ্ডত্ব রহিবে। অর্থাৎ, মুখ্যপ্রাণে জ্যোতিরোচিঃ উভয়েই বলিবে—'আমরা প্লবরহিত ও ছেদরহিত ভাবে সংবর্দ্ধমান—a fullness of the urge to grow and become, which is never submerged or interrupted. বলা বাহুল্য, সৃষ্টির মূলে ব্রহ্ম এইরূপ মুখ্যপ্রাণ না হইলে তো সৃষ্টির উৎপত্তি হয় না।

বেদে প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋকে এই মুখ্যপ্রাণ, বিশেষতঃ, 'ঋতং বৃহৎ' রূপে শ্রুত হইয়াছেন। এই 'ঋতংবৃহৎ'টিকে আগে বোঝার যত্নও হইয়াছে। প্রাণপ্রসঙ্গে এটিকে পুনশ্চ অনুধাবন করি।—The Urge to-be-and-become, unchallenged and unimpeded.

শেষে বলা হইতেছে যে, ক্ষপা বা রাত্রির অপেক্ষা রহিলে প্রাণের সংজ্ঞা হয় 'হংসঃ'। 'ক্ষপা' মানে, এস্থলে, আবৃতিভূয়স্ত্বেন বৃত্তিমত্তা—the dominance of veiling and inhibiting Factor. 'আবিঃ' মানে এস্থলে, অপাবৃতিভূয়স্ত্বেন বৃত্তিমত্তা—The dominance of unveiling and releasing Factor. এখানে, প্রাণ=সোঽহং। অমুখ্য-মুখ্যপ্রাণপ্রসঙ্গে এদের কথা আবার হইবে। 'আঘাত' এবং 'অনাঘাত', এ দুটির ভেদ মনে রাখাও চাই। ঐ ভেদটি স্মরণ পূর্বক পুনশ্চ আগেকার সেই 'হংস', তার্ক্ষ্যাদি সূত্র ভাবনা কর।

মুখ্যপ্রাণে কি হংস-সংজ্ঞা সঙ্গত? শ্রুতি তো 'হংসঃ শুচিষৎ' ইত্যাদিতে তাই

বলিয়াছেন, নয়? তবে আবার, ক্ষপার 'অপেক্ষা' হংসে কেন বলিতেছ? ব্যামিশ্রবচন হইতেছে না তো?

পরের সূত্রে 'হংস' এই ব্যামিশ্রগ্রন্থি মোচন করেন কিনা, তা দেখ।

**২২॥ অমুখ্যা দশ চত্বারো মুখ্যাঃ॥**

অমুখ্য প্রাণ দশ; মুখ্য চারি॥

হংসবতী ঋকে উদ্দিষ্ট 'ঋতংবৃহৎ'-রূপ হংসঃ ব্রহ্মেরি যে মুখ্যপ্রাণরূপতা, তাতে সংশয় নেই। কিন্তু আবার তদ্রূপ হইয়াও, নানা উপাধিতে এবং আকৃতিতে হংসরূপী ব্রহ্ম 'যেন' বহুধা নিষণ্ণ ও জাত হইতেছেন। সব কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তত্তৎ উপাধি-আকৃতিতে যেন জাতবৎ হইতেছেন। মন্ত্রের 'সৎ' শব্দগুলিতে হংসের Immanence, 'জা' শব্দগুলিতে Involution, এবং 'ঋতং বৃহং'-এ Transcendence—এই তিনটি ভাবই বলা হইয়াছে। হংস সর্বভূতে প্রবিষ্ট, সঞ্জাত হইয়াও, সর্ব অতিক্রমী হইয়া আছেন।

জীবের প্রাণনব্যাপারে যে হংস (অজপা), সেটি ঐ সঞ্জাতবৎ হংস। সঞ্জাত হইতে গেলে ব্যষ্টির (individual-এর) অন্নময়াদি সঙ্ঘাতের অপেক্ষা থাকে। সমষ্টিতে (cosmically 'সৎ' রূপে অনুপ্রবেশেও) সমষ্টি সঙ্ঘাতের অপেক্ষা থাকে। সঙ্ঘাতমাত্রেই 'ক্ষপা' (পূর্ববিবৃতিমত) আবরণী এবং রোধনী—এই বৃত্তিদ্বয়ের অল্পাধিক ভূয়স্ত্বভাব থাকেই। সুতরাং, ক্ষপার অপেক্ষা হইল হংসে প্রথম দুটি স্থলে। তবে 'সৎ' এবং 'জা'—এই দুয়ের মধ্যে ক্ষপাপেক্ষাগত ভেদও ভাবনীয়। যেমন, পৃথিবীমণ্ডল সঞ্চারী বায়ু, আর, জীবের নাসাভ্যন্তরচারী বায়ু। প্রথমটিতে ব্যষ্টিসম্পর্কমুক্ত উদ্‌ার ভাবটি। তথাপি ইহা 'ঋতংবৃহৎ' লক্ষণে আসে নাই।

ক্ষপার অপেক্ষাতেই হৌক্, আর আবির অপেক্ষাতেই হৌক্ 'ভূয়স্ত্ব' বলিলেই কাষ্ঠার কথা আসে। ভূয়ঃ তো বলিতেছ, ভূয়িষ্ঠটি কি তা বল? ক্ষপা যদি আবরণী ও রোধনী হয়, 'হংসঃ'-এর বিন্দুপ্রতিযোগী অনুস্বারকে পূরা আবরণ করুক; আর, নাদপ্রতিযোগী বিসর্গকেও পূরা রোধ করুক। ফলে—'হ্‌স্‌'। এটি উচ্চারণযোগ্য নয়, আর, গণিতের *i* এর মত 'imaginary' formula. হংস যেন ক্ষপার পূর্ণগ্রাসে। সৃষ্টিতে কোথাও বাস্তবে এটি নেই। নাদ-বিন্দু বাস্তবে কোথাও পূর্ণ রোধাবরণে যান

না। সৃষ্টিতে, ব্যবহারতঃ, যে ফর্‌মূলাটি মেলে, সেটি আমাদের পূর্বপরিচিত 'হ্‌সৌ'। জড়াণুকেন্দ্রাদি (material nuclei) প্রভৃতি যে সব স্থলে প্রাণ 'নেই' মনে হয় সে সব স্থলেও ঐ হ্‌সৌ-এর ব্যাপ্তি। তার মধ্যে, 'হ্'-টি nucleus বা 'inner ring' of mass energy বুঝিবে। Fission-এ অথবা Fusion-এ উক্ত হসৌর অনুপাতমান অসামান্যপর্যায়ে আসে বা আনিতে হয়।

পক্ষান্তরে, হংসে আবির অপেক্ষা হইলে প্রথমতঃ বৃত্তি বামা হইয়া হয় 'সোঽহং'। তার পর, মাঝে ওঁকার—'হৌংসঃ'। অন্তে, 'হ' ও 'স' দুটি পক্ষ ছাড়িয়া শুদ্ধ 'ওঁ'।

জীবসঙ্ঘাতে, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—এ তিনটি 'সংজ্ঞা' জানিও। 'নাড়ীতে' এ সংজ্ঞাত্রয় পরিচ্ছিন্নভাবে উদাহৃত। সংজ্ঞায়, দক্ষিণা=পিঙ্গলা। প্রাণ এতে রহিলে, দক্ষিণাবৃত্তি—যাতে, 'সঃ' (নাদের সিঞ্চিত, radiated, রূপের)-এর মুখ্যতা, out-going function-এর। বামা=ইড়া। প্রাণ এতে রহিলে, বামাবৃত্তি—যাতে, হং-এর মুখ্যতা, অর্থাৎ, বিন্দুমুখীনতার। জপধ্যানাদি শান্তিকর্মে এই বামাবৃত্তি পাইতে হয়। অথচ, এ দুটি 'নাড়ীতে' হংসের যেটি ক্ষপাপেক্ষাগ্রন্থি, সেটির মোচনত' হয় না। প্রাকৃত যে অজপা, সেটিই চলিতে থাকে। জীব পাশবদ্ধ। পিঙ্গলায় দক্ষিণার 'বামতা', ইড়ায় বামার 'বামতা' তখনও রহিয়াছে। সুষুম্নাসংজ্ঞায় আসিলে তবে, গ্রন্থিপাশমোচনানুক্রম। ত্রিপর্বে এই গ্রন্থিমোচনটি হয়—সোঽহং, হৌঁসঃ, শুদ্ধ ওঁ। সুষুম্নামূলে 'সোঽহং'রূপে হংসের যে বামা বৃত্তি, সেটি দ্বারা বামার 'বামত্ব' ('un-towardness') কাটে। অর্থাৎ, আগে ঐ ইড়ার মত, বামা আসিয়াও 'বাম' আর রহিলেন না।—The Return (journey) Current to start in right earnest now. কিন্তু বামানুক্রমটি যাতে বিক্রমে, কিনা, ছন্দোবীর্যাদির দাক্ষিণ্যে আসে, সে নিমিত্ত কি করিতে হয়? বামার যে বামতার বীজ এবং সম্বেগ, সেটিকে কাটাইয়া জয় করিবার নিমিত্ত, আবার সেটিকে হংসঃ—আকৃতিতে দক্ষিণ করিলে; you again reverse the reverse current. আবার সেই পুনর্মূষিক?—নাগো, না! মধ্যে ওঁকার বসিলেন—হৌঁসঃ।

আজ্ঞাচক্রে (at the Prime Control Centre in an Organism), স্বয়ং ওঁকার অক্ষরের স্বতঃপ্রশাসনরূপে রহিয়াছেন। সেই ওঁকার হ এবং স-এর মধ্যে বসিয়া

এতদুভয়ের দক্ষিণাবামা বৃত্তিদ্বয়কে, এবং এতদুভয়-অধিষ্ঠিত বিন্দু-নাদকে দ্বন্দ্বস্থভূয়স্ত্ব থেকে নির্দ্বন্দ্ব যে স্বতন্ত্ব, তাতে ধারণ করেন। অর্থাৎ, দক্ষিণাবামার অনুলোমবিলোমে যে ‘পালা’ চলিতেছিল, সেটি সাঙ্গ হয়; হংসঃ-সোঽহমের ‘টানাপ’ড়েন আর থাকে না। মুখ্যপ্রাণ ‘ঋতং বৃহৎ’ রূপে আসে; সঙ্গে সঙ্গে, অহম্-ও ‘সত্যং-মহৎ’-তে নিজেকে মিলায়। বৃহদৃতম্ আর মহানাত্মা মিলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে, নাদবিন্দু (অথবা শিবশক্তির) দ্বন্দ্বরূপে (as polar) যে ভূয়স্ত্ব (super-charging, as on the plates of an electric condenser) চলিতেছিল, সেটি দ্বন্দ্বপরিহারপূর্বক ভূয়িষ্ঠ স্বতন্ত্বে (Ultimate Ownness of Being-Power-এ) সম্মিলিত হয়। এই মহাসংঘটনটি ঘটে হৌঁসঃ মন্ত্রে।

সুষুম্নার যেটি ‘আ’-কার, সেটি এই আজ্ঞাস্থলে আসিয়া একটা যেন সীমা বা কাষ্ঠা দেখাইয়া দিতেছে। বলিতেছে—‘মুখ্যপ্রাণের দক্ষিণাবামা এস্থলে অভিন্না, কাজেই, সম্পূর্ণা। সঃ আর হং-এর অবিরাম দোলায় তুমি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্ব, দোল খাইতেছিলে, সে দোল (প্রাকৃত) এখানে ক্ষান্ত হইল।’ হৌঁসঃ বিন্দুনাদকলা, এ তিনেরি সমতা-পূর্ণতার স্থল। জপে বিন্দুবিলয়ে সমতায় আস’ বটে; কিন্তু সে সমতা যেন তার শূন্যতার পিঠটাই তোমার পানে ফিরায়, পূর্ণতার পিঠটা গোপন রাখে। হৌঁসঃ-এ পূর্ণতাসমাপন মন্ত্র।

কিন্তু শূন্যতা—যথা প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্? শূন্যতাকে সাকল্য-শূন্যতা এবং নৈষ্কল্যশূন্যতা—দুইভাবেই দেখা হইয়াছে। এ দুটির নিমিত্ত, হৌঁসঃ-এর ‘সঃ’-কে ছাড়িয়া দাও প্রথমে। পাইলে ‘হৌঁ। এটি সাকল্যলয়ের বীজ হইল। এতে ‘হ’রূপ সাকল্য লোপ পাইল না, পরবিন্দুতে লয় পাইল। ঔ-কার বিন্দুর (সঙ্গে সঙ্গে নাদকলারও) পরত্ব দেখাইতেছে। কলাকে বল ‘আ’, আর নাদকে বল ‘ও’; আ+ও=ঔ। তারপর, নৈষ্কল্যের নিমিত্ত ‘হ’-কেও ছাড়। অবশেষে, শুদ্ধ ওঁ। শুদ্ধ নিরঞ্জনসমাপত্তিতে এই শুদ্ধ ওঁ সাধন।

আজ্ঞায় ‘হ, ক্ষ’ দুই অক্ষর রহিয়াছে এই দ্বিবিধ পরাবৃত্তির সাধক ও লিঙ্গাক রূপে। এ দুটি অক্ষরে ওঁকার অধিষ্ঠিত হইলে হয়—হৌঁ ও ক্ষৌঁ। প্রথমটিতে সকল বিলয় শূন্যতা, দ্বিতীয়ে সকল পূর্ণতাবসান সূচিত হয়। একে মুখ্যপ্রাণের সকল বিধা মহাপ্রাণবর যে হকার, তাতেই কারণাকারে (as ‘Radices’) সমাহৃত।

অপরে, মুখ্যপ্রাণের সকলকলা পূর্ণতায় কলিত (as 'Evolvents' and 'Evolutes') হইয়া সমাপ্ত। দুটিতে Perfect Potency (হৌঁ) এবং Consummated Potency (ক্ষৌঁ)—অভিন্নমুখে (in one-pointedness) দেখায়। এ দুটির সাথে অগ্নিবীর্য 'র' মিলিলে, হ্রৌঁ এবং ক্ষ্রৌঁ। প্রথমটি সাকল্যলয়ের বীর্যরূপ, যথা, কালাগ্নিরুদ্র; দ্বিতীয়টি, সাকল্যসমাপ্তির 'উগ্রং বীরং' রূপ, যথা, নৃসিংহ ভগবান্।

মুখ্যপ্রাণের স্বতোবহা যে নাড়ী সুষুম্না, তার অন্তে যে 'আ', সে 'আ' যে আজ্ঞায় আনীত করে, সে আজ্ঞায় আজ্ঞাপন সংক্ষেপে হইল। মুখ্যপ্রাণের সংলয় আর সমাপ্তি—এই দুই 'মুখের' শেষ সন্ধিস্থল এই আজ্ঞা। 'সুষুম্না'-তে যে দুটি উকার, তাদের প্রথমটি মুখ্যপ্রাণ যে হংসঃ, তার জাতিগ্রন্থিটি বেধ করে; ফলে, হংস জাত বা জায়মান রহে না; হয় অজ, নিত্য। পরের উকার হংসের সত্তিগ্রন্থি বেধ করে; ফলে মুখ্যপ্রাণ কোন সংস্থাবিশেষে নিষণ্ণ প্রত্যাসন্নাদি আর রহে না; হয় তত্তৎসংস্থাসম্বন্ধমুক্ত; মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী জাগৃতিতে সুষুম্নার ঐ প্রথম উকারটি বৃত্তিমান্ হয়; আর পর পর কয়টি চক্রভেদে বৃত্তিমান্ হয় দ্বিতীয়টি। পৃথিবী, আপঃ প্রভৃতি কয়টি তত্ত্বই হইল সৃষ্টিতে মূল তত্তৎসংস্থা। এই কয়টি 'চক্রে' ব্যোমসৎ' ইত্যাদিরূপ যে 'হংসঃ', সেটিকে তত্তৎসংস্থামুক্ত 'ঋতংবৃহৎ' রূপে পাইতে হয়। নচেৎ, মুখ্যপ্রাণকে তার যথার্থ মুখ্যপরিসীমায় পাওয়া যায় না।

আগ্নেয়ো বৈদ্যুতশ্চান্দ্রঃ সৌরশ্চেতি চতুর্বিধঃ।
মুখ্যোঽয়মগ্নিহোত্রঞ্চ নিত্যমাগ্নেয় ইজ্যতে॥
মিথুনীকৃতবৃত্তিত্বং যেন স বৈদ্যুতো মতঃ।
ছন্দসা বৃত্তিমত্ত্বঞ্চ চান্দ্রমসেন কল্পিতম্॥
সূতে সরতি চাধ্যক্ষঃ সৌরঃ স বিশ্বনাভিভৃৎ॥ ১৮৭-৮৮

আগ্নেয়, সৌর, চান্দ্রমস এবং বৈদ্যুত—এই চতুর্বিধ মুখ্যপ্রাণ পূর্বসূত্রেই বিবৃত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ, প্রাণ অগ্নিরূপে সমস্ত কিছুর অর অঙ্কন ও বিস্তার করে; সৌররূপে নাভি এবং চান্দ্রমসরূপে নেমি ভরণ এবং কল্পন করে। আর,

সর্বমিথুনীভাব কল্পনকরতঃ যাহা তাদের সংহতি রক্ষা করে, সেটি বৈদ্যুত। একাধারে Principle of polar dissociation and association : thesis, antithesis, synthesis.

সৃষ্টিরূপে এই যে নিত্য অগ্নিহোত্র, ইহাতে আগ্নেয় মুখ্যপ্রাণের যজন হইতেছে। এই বিশ্বাগ্নিহোত্র জড়াদি সকল পর্বেই ভাবনা করিবে। দেহে প্রাণাগ্নিহোত্র তো প্রসিদ্ধ। ইড়া অথবা পিঙ্গলার 'স্রুবায়' নিত্য অগ্নিহোত্র শরীরে চলিতেছে। অন্তরে, মনঃ আর অহমের স্রুবায়। কিন্তু ঐ 'যজন' যেখানে যেভাবেই হোক্ উহাতে কোন না কোন আকৃতিতে মিথুনীভাব থাকিবে। যথা, ক্রিয়া আর কারক। অথবা, ক্রিয়া আর তার ফল। জড়ে, 'কেন্দ্রীণ' আর 'চক্রীণ'—ধনশক্তি-ঋণশক্তি। এ মিথুনের সংহতবৃত্তিতায় যোগ না হইলে, সৃষ্টিতে কোথাও কোন 'সঙ্ঘাত' হয় না। এর সংঘটক মুখ্যপ্রাণের বৈদ্যুতরূপ। মননে অন্বয়, ব্যতিরেক, নিগমন।

ছন্দসা, অভিবিধিপূর্বক, যে বৃত্তিমান্ হওয়া, সেটিকে চান্দ্রমসরূপ বলা হইল। মুখ্যপ্রাণ এর দ্বারা নিখিল সর্গকলার মর্যাদা ভরণ এবং রক্ষণ করে। আর, বিশ্ব (নিখিলের) নাভিতে সবিতা, অধ্যক্ষ এবং 'সরণ'রূপে যে মুখ্যপ্রাণ বিদ্যমান, সেটি সৌর। 'সরণ' বলিতে, ধনে ও ঋণে যে বহমানতা (outflow and inflow), সেটি বুঝিবে।

এই স্থূলবিশ্বটাকে যদি একটা বিরাট্ আণবযন্ত্র ভাব, তবে এ যন্ত্রের কেন্দ্রীণ (nuclear) পাওয়ার ম্যাগাজিনের ভাণ্ডারী সৌর মুখ্যপ্রাণ। এর সমগ্রশক্তিবিকিরণের ক্ষেত্রপাল ('ফিল্ড মার্শাল') আগ্নেয় মুখ্যপ্রাণ। সর্বক্ষেত্রেই যেটি 'ক্ষেত্র'-কে পোষণ ('fertile') এবং ভরণ ('breeder') করে, সেটি চান্দ্রমস। আর, সর্বস্থলেই যেটি ধন-ঋণাদি দ্বন্দ্ব (polarity) সম্ভাবিত করতঃ সে দ্বন্দ্বের সংহতিতে নব নব 'সঙ্ঘাত' সৃষ্টি করে, সেটি বৈদ্যুত। সৃষ্টিতে সমস্ত কিছু 'put up' করে সৌর; 'burn up' করে আগ্নেয়; 'make up and keep up' করে চান্দ্রমস; এবং 'link up and set up' করে বৈদ্যুত।

কেবল, স্থূলবিশ্বে নয়, পরন্তু, জপাদি বাচিক-আধ্যাত্মিক অনুবন্ধেও মুখ্যপ্রাণকে ঐ চারিটি রূপে মিলাইয়া লইও। কেননা, প্রাণ এবেদং সর্ব্বম্। জপে ব্যক্ত নাদ আগ্নেয়; মর্যাদাসহকৃত কলাবিতানে চান্দ্রমস; উদয়-বিলয় উভয় বিন্দুসন্ধিতে

সৌর; এবং সেতু-সন্ধি-মেরু—এই ত্রিতয়সংস্থাপক রূপে বৈদ্যুত। কাজেই, অর্দ্ধমাত্রা বিশেষভাবে 'বৈদ্যুতী'। স্বয়ং বিন্দুতে, আদ্যাশক্তির কূর্মরূপতায়, এ চতুষ্টয় সাকল্যতাদাত্ম্যসংবৃত। সাকল্যতাদাত্ম্যে কলিতবিশেষগুলি অপাস্ত (equilibrated) বটে, কিন্তু নিরস্ত (negated, reduced to zero) নয়।

অতঃপর, আগ্নেয়াদির বিভেদ বলা হইতেছে—

দাহকঃ পাচকশ্চাদ্যো বৈশ্বানর ইতীরিতঃ।
দহ্রদহরভেদেন সোঽপি দ্বিধা প্রকল্পিতঃ॥ ১৮৯

সর্বক্ষেত্রেই আগ্নেয় দাহক এবং পাচক—'Burner' and 'Transmuter.' যেমন, minerals-এর বেলা coal, petrol প্রভৃতি metastable পদার্থকে পোড়াইয়া অপেক্ষাকৃত stable পদার্থে পরিণত করে আগ্নেয়; রেডিওএক্‌টিভেও অনুরূপ। প্রাণীদেহেও আগ্নেয় তো প্রসিদ্ধ। বিশ্বে (মানসকেও ধরিয়া) এই দাহক-পাচকের নাম বৈশ্বানর। 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা' স্মরণ কর। এটি দহ্র এবং দহর ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটি বৈশ্বানরের যেন বীজরূপ; দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম অঙ্কুররূপ। বীজে অব্যক্ত কারণতায় 'পিণ্ডীকৃত' ('untreated'); অঙ্কুরে সূক্ষ্মকার্যরূপতায় 'পুঞ্জীকৃত'। এই ভেদটি বহিরন্তঃ সর্বক্ষেত্রেই সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিও। 'দহ্রে' মাঝের অকারটি নেই। দহ (দহন)-কে সরাসরি (immediately) -'র' (অগ্নি) রূপে রাখে যাহা, সেটি দহ্র।—A power mass without reference to an intervening medium. দহরে ঐ মাধ্যমটি সূক্ষ্মরূপে বর্তিয়াছে। সুতরাং, (বহিঃক্ষেত্রে) continuum-এর স্থলে corpuscularity and quarta-ও প্রসজ্যমান হয় দহরে। দহরে মুখ্যপ্রাণ প্রাণাণুত্বও যেন অঙ্গীকার করে। মহানাত্মা এবং হিরণ্যগর্ভের কথাও ভাব।

ধনর্ণদ্বন্দ্বভাগ্ যস্তু চাকর্ষতি বিকর্ষতি।
বৈদ্যুতঃ সোঽসবঃপ্রাণা অস্যতেরুৎসমন্বয়াৎ॥
অস্রানস্রবিভেদেন বৈদ্যুতোঽপি দ্বিধা মতঃ।
অস্রভেদেন সৌষুম্নোঽন্যথেড়াদিষু বৃত্তিমান্॥ ১৯০-৯১

যে মুখ্যপ্রাণ ধন-ঋণ—এই দ্বন্দ্ব ভজনা করতঃ আকর্ষণ বিকর্ষণ—এই দুইভাবে বৃত্তিমান হয়, সেটি 'অসু' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রাণ জানিবে। অস্+উ—এই ফর্‌মূলায় সেটি আসে। 'অসে' বিক্ষেপণ, 'উ'-তে সঙ্কুচন—এ দুটির সংহতিসমন্বয় বৈদ্যুতে। বিক্ষেপণদ্বারা সমস্তকিছু নাভি-অর-নেমি ইত্যাকারে ব্যস্ত ও দ্বন্দ্বস্থ (polar) হয়; সঙ্কুচনে তারা পুনঃ সম্মিলিত ও সংহত হয়। আমাদের দেহে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে এবং হৃৎস্পন্দনে এই 'অসু' আকৃতিটি প্রদর্শিত হইতেছে নিরন্তর।

অস্র এবং অনস্র ভেদে বৈদ্যুতও দ্বিবিধ। অসু বা অস্ যদি অগ্নিকে ('র'-কে) ডাকিয়া বলে—'তুমি আমার বৃত্তিলেখটি পদ্ম বা অন্য পুষ্পের মতন করিয়া পাঁপড়িভঙ্গীতে আঁকিয়া দাও', তবে, কি হইল? 'অস্র' আকৃতি আসিল। যেমন, সাধারণবৃত্তে একটাই পরিধি। এতে সমান সমান দূরে চারটি বিন্দু নিয়ে, দুটি-দুটি সুষম (symmetrical) বক্ররেখায় যদি তাদিগকে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তবে ঐ বৃত্তটি হইল এক চতুরস্র, চতুর্দল। (চারিটি সুষমদলের অক্ষরেখাচারিটিকে বিশেষ করিয়া বল 'অস্র'।)

এখন দেখ—বৈদ্যুতপ্রাণ 'সৌষুম্ন' নাম পাইবে কি হইলে? যদি সে ঐ অস্রভেদকর্মা হয়। অর্থাৎ, মূলাধারে চতুরস্র, স্বাধিষ্ঠানে ষড়স্র ইত্যাদি বাগাদির সংস্থাব্যূহভেদকর্মে সে যদি প্রবৃত্ত হয়। এবং এই কর্মেই সেটি বিশেষেণ দ্যোততে। অন্যথায়, ইড়াপিঙ্গালায় যে প্রাণন চলিতেছে, সেই অনস্রবৃত্তিতায়, বৈদ্যুতকে সন্ধান করিবে। প্রাণায়ামে, শ্বাসজপাদিতে এই সন্ধানটি করিতে হয়। সন্ধান কিসের?—কে এই সূর্য-চন্দ্র নাড়ী দুটিকে দ্বন্দ্বস্থ করিয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ অথবা প্রাণাপানবৃত্তিদ্বারা, শারীর যে প্রাণন 'সমূহ', সেটির নির্বহণ করিতেছে? 'সমূহ' মানে সম্মিলিতভাবে, সংহতিতে, যে উহন। যেমন আবার ধর, হ্রীঁ বীজ। এতে, মুখ্যপ্রাণ হকারে সৌর, রকারে আগ্নেয়, ঈ-কারে চান্দ্রমস, এবং চন্দ্রবিন্দুতে বৈদ্যুতরূপে রহিয়াছে। এতে দেখ যে, ঈকার বা চান্দ্রমসই চন্দ্রবিন্দু বা বৈদ্যুতকে শীর্ষে ধারণ করিয়াছে।

ছন্দোভির্বৃত্তিমান্ যোঽপি সর্ব্বস্বচ্ছন্দতাজনিঃ।
হংসঃ সোঽহমিতি দ্বন্দ্বস্তস্মিংশ্চান্দ্রমসে স্থিতঃ॥ ১৯২

যাহা ছন্দোরূপে বৃত্তিমান্, এবং যাহা আবার সর্বত্র স্বচ্ছন্দতার আধান, সেটি চান্দ্রমস প্রাণ। হংসঃ, কিনা, নাদ, আর, সোঽহং, কিনা, বিন্দু—এ দুয়ের সর্বব্যাপারে যে দ্বন্দ্ব (polar dissociation) দেখা যাইতেছে, এবং যে দ্বন্দ্বের সমাধান (resolution) হয় চন্দ্রবিন্দুতে (পূর্বকথিত বৈদ্যুতে), সে দ্বন্দ্ব কোন্ অধিকারে—pertains to what? উত্তর—চান্দ্রমসে, যেটি সর্বক্ষেত্রে ছন্দোগমূর্তি —কলাসুষমতান্বয়াকৃতি। যেমন ধর, ঐ 'ঈ'। এটি কলার ছন্দোগত্ব দেখাইয়া বলে—'আমি নাদে যাইব, না, বিন্দুতে, 'ঈঃ', না, 'ঈং'?' বৈদ্যুত যে চন্দ্রবিন্দু, সেটি এই গতিসন্ধিতে আসিয়া বলে—'দ্বন্দ্বস্থ এটিতে বা ও-টিতেও যেও না। সংহতিতে এস; অর্দ্ধমাত্রায় অন্বিত হও।' যে কোন ছন্দোগা গতি (uniform or harmonic process) একটা মেরুতে আসিয়া আপন স্বগত যে দ্বন্দ্ব (inner antithesis or opposition), সেটি 'আবিষ্কার' করে। ফলে, গতিসঙ্কট। জপাদি সাধনেও বটে। তখন দরকার হয়—অধিকতর ব্যাপক ও মৌলিক অন্বয়ে (synthesis-এ) তাদের দুটিকে মেলান। জড়বিজ্ঞানে স্থূল (mechanical) আর সূক্ষ্ম (chemical) পর্বের যে সব দ্বন্দ্ব, সে সব দ্বন্দ্ব সমাধানের নিমিত্ত অণিষ্ঠ বৈদ্যুতমণ্ডলে (Nuclear Physics-এ) যাইতেছে। সাধারণতঃ বাকে আগ্নেয় মুখ্যপ্রাণ, মানসে চান্দ্রমস, বুদ্ধিতে ও বোধে সৌর, এবং অস্মিতায় বৈদ্যুত প্রাণকে দেখিও। অস্মিতা—the Root Principle of Polarity (অহং-ইদং প্রভৃতি), and of Affiliation. অস্মিতা ইদন্তাকে 'ন্যস্ত' করে, এবং সে 'অপর' বা 'ইতর' আবার 'আপন' করে।

বিশ্বনেম্যর-সংযোগনাভিতা সৌরমাশ্রিতা।
হিরণ্যগর্ভ আদিত্যো যদ্‌বেধেঽত্যেতি চক্রতাম্॥ ১৯৩

অতঃপর, সৌর মুখ্যপ্রাণ। বিশ্বেনেমির অরসমূহ যে নাভিতে সমর্পিত, সে নাভিধর্ম সৌরকে আশ্রয় করে। আর্ষপ্রজ্ঞানে এই সৌর মুখ্যপ্রাণ 'হিরণ্যগর্ভ', 'আদিত্য' আখ্যা পাইয়াছে। মুখ্যপ্রাণ কদাপি 'অসুরবিদ্ধ' হয় না। তথাপি বিন্দুমুখ স্বর (নাদ) এবং 'অগ্র্যাবুদ্ধি'-দ্বারা বিশ্বচক্রনাভি সৌর যদি বিদ্ধ হয়, তবে, এই ভুবনচক্রের অতীত হওয়া যায়। 'অগ্র্যাবুদ্ধি' বলিতে সেই বুদ্ধি, যেটি

ব্রহ্মৈকলক্ষ্যনিশ্চয়া হইয়া নিজ অধ্যবসায়কে তদেকলক্ষ্যবেধযোগ্যতায় লইয়াছে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদে যেমন।

প্রদ্যুম্নাকার আগ্নেয় উৎসঙ্কর্ষণবৈদ্যুতঃ।
মেত্যনিরুদ্ধচান্দ্রত্বং মহাসঙ্কর্ষণঃ পরঃ॥ ১৯৪

প্রণবের অ, উ, ম এবং ‘পর’—এই চারিটিতে আগ্নেয়াদিকে সন্ধান কর। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের চতুর্ব্যূহও। অকার=আগ্নেয়=প্রদ্যুম্ন; ‘উৎ’ (উকার) = বৈদ্যুত = সঙ্কর্ষণ; মকার = চান্দ্র = অনিরুদ্ধ। ‘পর’ বলিতে নাদ-বিন্দু-অর্দ্ধমাত্র, এই তিন। এ ‘পর’ স্বয়ং পরতত্ত্ব বাসুদেব। ইনি নাদ-বিন্দুরূপে সৌরমুখ্যপ্রাণ। এবং, ‘অর্দ্ধমাত্র’ রূপে, আপনা থেকে অভিন্ন মহাসঙ্কর্ষণ (অনন্ত)। তা হইলে, সঙ্কর্ষণ ‘উৎ’ এবং ‘মহা’—এ দুটিকে লইয়া অবর এবং পর, এ দুই বিধা অঙ্গীকার করেন। সুতরাং, বৈদ্যুত মুখ্যপ্রাণও ‘উ’ এবং ‘অর্দ্ধমাত্র’—এই দুই সন্ধিতেই সঙ্কর্ষণের ভূমিকাটি লইয়াছে। প্রদ্যুম্নাদির অর্থব্যঞ্জনা পূর্ব পূর্ব গ্রন্থ হইতে পুনশ্চ স্মরণ কর।

অর্থলক্ষণ হইতেছে পরের সূত্রে—

**২৩॥ প্রাণেন যঃ প্রণীয়তে সোঽর্থঃ॥**

প্রাণের দ্বারা যেটির প্রণয়ন হয়, সেটিকে অর্থ বলে॥

তেজীয়ঃ সর্ব্বমাগ্নেয়ং সর্ব্বং কর্ষতি বৈদ্যুতম্।
সর্ব্বং সমঞ্জসং চান্দ্রং সৌরং সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বভৃৎ॥
প্রাণেন হি প্রণীতত্ত্বং সর্ব্বস্যার্থস্য সর্ব্বথা।
বাগর্থপ্রত্যয়ানাঞ্চ প্রাণনবৃত্তিরূপতা॥ ১৯৫-৯৬

যাহা কিছু তেজীয়ঃ, তেজোরূপ অথবা তেজোবহুল, তাহা আগ্নেয় অধিকারে; যৎকিঞ্চিৎ ‘কর্ষক’ (আকর্ষক-বিকর্ষকরূপে বৃত্তিমান্), সেটি বৈদ্যুত অধিকারে; যেটি সুষম-সমঞ্জস, সেটি চান্দ্রে; এবং, ভরণ ও ধারণ করে যে সর্ব সে সর্ব সৌর অধিকারে

আসে। বাক্ বল, অর্থ বল, প্রত্যয় বল—সব কিছুই, ঐ চতুর্ধা যে মুখ্যপ্রাণ, তার প্রাণনবৃত্তিরূপ ধর্মে ব্যাপ্ত বুঝিবে। ঐ তিনের মধ্যে, অর্থকে মাঝে রাখিলে, অর্থের একরূপ হইল 'পদ' (বাক্যের) অন্যরূপ হইল 'প্রত্যয়' (মানসের)। একটা অর্থের word or sound 'body', অপরটা 'mind body' (impression or idea)। এই যে অর্থ ('object'), এটি সর্বভাবেই মুখ্যপ্রাণ দ্বারা 'প্রণীত' জানিবে। 'প্রণীত' বলিতে, তত্তৎ-রূপ-ধর্ম-সম্বন্ধ সঙ্ঘাত ভাবে বৃত্তিমত্তা। —সেই সেই রূপ বা আকৃতি, ধর্ম এবং সম্বন্ধের সঙ্ঘাত (a specific unified or organised being and functioning)-হওয়া। 'অর্থ' শব্দে সৌরমুখ্যপ্রাণ 'অর্' রূপে আগ্নেয়; 'থ'-রূপে চান্দ্র; এবং শেষ অকারে বৈদ্যুত।—কেন, তা একটুখানি ভাবিয়া দেখ। 'থ' অর্থটিকে স্থিতি (মর্যাদা) দেয়; শেষের 'অ' অর্থটির নিজ রূপধর্মাদিকে যেমন 'কর্ষণ' (hold together) করিয়া রাখে, তেমনি আবার সেটি 'ইতর' বা অন্য অন্য অর্থ ব্যাবর্তনও করে। অর্থাৎ, শেষ 'অ' অর্থের অভিবিধি বা ব্যাপ্তি ঠিক করিয়া রাখে।

অরিত্যরস্য সংযোগাৎ থকার ইতি সংস্থিতিঃ।
ঔর্ণ্যনাভোপমপ্রাণো হ্যরবিস্তারসার্থকঃ॥ ১৯৭

'অর্থ' শব্দে ঐ 'অর্' এবং 'থ'-কে পূর্বোক্তভাবে এই শ্লোকে বলা হইতেছে। 'অরে'র দ্বারা অরসংযোগ, এবং 'থ'-দ্বারা সংস্থিতি। বিশেষ রূপ-ধর্ম-সম্বন্ধাদি অরস্থানীয়; 'থ' নেমিরূপে তাদের মর্যাদাসংস্থিতি দেয়। (শেষের 'অ' সংস্থাকে অন্বয়-ব্যতিরেক, দুইভাবেই দেখাইয়া দেয়। বলে—'তুমি এতটা, এর বাইরে অন্য'।) মুখ্যপ্রাণ ঊর্ণনাভির মত এইভাবে অরবিস্তার করতঃ হয় 'সার্থক'। পুনশ্চ দেখ—

মূলান্ মূর্দ্ধা ততো দন্তস্তস্মাচ্চ মূলবিভূতিঃ।
প্রাণনেন ত্রিকোণত্বমর্থমাত্রস্য রূপকম্॥ ১৯৮

প্রাণনের এক রহস্য 'ত্রিকোণ' (triangular polarity) ঐ 'অর্থ' শব্দে লক্ষ্য কর। অ=জিহ্বামূল বা মূল; র্=মূর্দ্ধা; থ্=দন্ত; অ=আবার সেই মূল। মূল থেকে

মূর্দ্ধা একটি রেখায় যোগ করিয়া মিলিল অর্—মূল বা নাভি থেকে কোন শক্তিবৃত্তি অনিরূপিত কাষ্ঠাভিমুখে (with respect to an undefined limit) হইল। মূর্দ্ধা থেকে (র্-থেকে) দন্তে (থ্-এ) আসা মানে? যে শক্তিবৃত্তি ('lines of force'), অনিরূপিতরূপে বাড়িয়াই চলিতেছে, তাকে, কোন এক নির্দ্দিষ্টনিরূপণে ছেদ করা—restrict it to a given measure, dimension and relation, এই মর্যাদাসংস্থিতি দেয় থ-কার। (অর্-এ র্-তে যে হসন্ত, সেটি, মূর্দ্ধন্যগতির অনিরূপণীয়তার লিঙ্গ)। থ-তে অর্ হইল determined and defined. অর্থাৎ, পদার্থ তার denotation, connotation পাইল। শেষে, দন্ত্য থ-কে আবার মূলে (অ-তে) যোগ কর। কেন? মূল (শেষ অবর্ণ) অর্থের যেটি ব্যাপ্তি, সেটি ঠিক হবার পর তাকে বলে—'তোমার এই মানে, ও মানে নয়, বটে; তবু, দেখ, তোমাতে আমি আর আর সব মানেও, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে, ভরিয়া রাখিলাম। তুমি সাধারণ ব্যবহারে যতটুকুই হও না কেন, বস্তুতঃ তুমি সর্বভৃৎ—সবই আছে তোমাতে।' ইহা মূলবিভৃতি। মূলের সঙ্গে যোগ রেখে ডালপাতা, যা কিছু বেরোয়, মূল তাকে এই সর্বভরণী প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখে। তবে হ্যাঁ, মূলে যোগটি থাকা চাই। সুতরাং, প্রাণপ্রণয়নের এই রহস্য ত্রিকোণ সিদ্ধ হইল—মূল থেকে মূর্দ্ধা; মূর্দ্ধা থেকে দন্ত; দন্ত থেকে আবার মূল। দন্ত ছেদ করে; মূল তাকে আবার মুড়িয়া গাঁথিয়া লয়—মায়ের গলায় মুণ্ডমালা যেমন।

অর্থের এই লক্ষণ মনে রাখিয়া ব্যঞ্জন যে কাকে বলে, তা বুঝিতে চল।

**২৪ ॥ স্বরাশ্রয়েণার্থাভিব্যঞ্জকত্বং ব্যঞ্জনত্বম্॥**

স্বরকে আশ্রয় করিয়া অর্থের অভিব্যঞ্জক হইলে হয় ব্যঞ্জন॥

প্রত্যেকং প্রাণবৃত্তীনাং ধত্তে বাগাদিবিগ্রহম্।
সামর্থ্যঘনতাকাষ্ঠা তস্যৈব বীজরূপতা॥
অরাণাং সন্নিবেশো যঃ সম্যক্ সোঽপি সমর্থতা।
সামর্থ্যেন হি বাগর্থৌ প্রণীয়েতেঽবিনাভবৌ॥
উদাত্তাদিস্বরৈণৈব ছন্দসা পরিনিষ্ঠিতম্।
ব্যঞ্জকত্বং হি বোদ্ধব্যং সামর্থ্যং স্বরনির্ভরম্॥ ১৯৯-২০১

পূর্বসূত্রদ্বয়ে মুখ্যপ্রাণের যে সৌরাদিরূপ মুখ্য চাতুর্বিধ্য বর্ণিত হইল, সেগুলি, অমুখ্য প্রাণাপানাদি দশধা বৃত্তিসহকৃত হইয়া, বাগাদি 'বিগ্রহ' ধারণ করে। বিশেষরূপে গৃহীত যেটি, সেটি বিগ্রহ। অর্থাৎ, মুখ্য চারি এবং অমুখ্য দশ, এই চতুর্দশ প্রাণ, প্রত্যেকে, ধনেঋণে যাইয়া, হয় অষ্টাবিংশতি। এদের প্রত্যেকটি আবার স্বল্প এবং ভূয়ান্—এই দুটি বিধা পাইয়া হয় ৫৬। এদের প্রতিটিতে বিন্দুপ্রতিযোগিতা (অনুস্বার) এবং নাদপ্রতিযোগিতা (বিসর্গ) থাকিলে হয় ১১২। এই ১১২ থেকে মুখ্য ৪ বাদ দিলে ১০৮ এই অষ্টোত্তরকলাভাক্ প্রাণ, সৃষ্টিতে বাক্, অর্থ, প্রত্যয়ের যে সমস্ত বিগ্রহ (specific assemblage, formulation or formula) দৃষ্ট হইতেছে, সে সকলের 'মৌলিক' (elements)। বিগ্রহমাত্রই এ সম্বন্ধে 'যৌগিক'।

উক্ত প্রাণমৌলিক সংযোগবশতঃ বাগাদি নিখিল বিগ্রহের প্রণয়ন। এই প্রকার সংযোগে 'সামর্থ্য' যদি ঘনতার কাষ্ঠায় আসে, তবে বিগ্রহ হয় 'বীজ'। 'সমর্থ' মানে সম্যক্‌রূপে অর্থবৎ হওয়া। এটি পূর্ব পূর্ব আলোচনায় বোঝা হইয়াছে। বাক্, অর্থ, প্রত্যয়—এ ত্রিপুটীর অর্থকে যদি নাভিতে বসাই, আর প্রত্যয় যদি হয় নেমি, তবে, বাক্ (অগ্নি) সে সম্পর্কে অর। তা যদি হয় তো, সহজেই বোঝা যাবে যে, সমর্থ মানে, বিশেষতঃ, অরের সম্যক্ সন্নিবেশ—proper and perfect disposition of the 'links' of correlation. এক দিকে অর্থ (Object), অন্যদিকে প্রত্যয় (Subject's reaction); এ দুয়ের মধ্যে সম্যক্ সন্নিবেশ ঘটায় যাহা, তাহা সমর্থ। অর বা বাক্ সম্বন্ধেই এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

এখন, 'সম্যক্' কথাটায় ধ্যান দাও। সন্নিবেশ দুই রকমের—ঘন আর আতত। একটা গাছ, আর বীজ যেমন। স্মৃতি আর সংস্কার যেমন। রীলে জড়ানো ছবি, আর পটে ফেলান' ছবি যেমন। একটা macroscopie, অপরটা microscopic presentation. এই যে ঘনতা, এটি যেখানে কাষ্ঠায় আসে, সেইটি বীজ (যথা, বীজমন্ত্র)। আততিতে বিগ্রহ (বিশেষভাবে)।

এই সামর্থ্য ধর্মটি রহিলে, বাক্ এবং অর্থ (সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয়), অবিনাভাবে (এককে ছাড়িয়া অন্য থাকে না, এমনভাবে) প্রণীত হয়। পূর্বে দেখা হইয়াছে যে, সমর্থ বাকের এইটিই লক্ষণ। বাগর্থৌ নিত্য-অবিচ্ছেদে সংপৃক্তৌ। নাম ও নামীর অভেদ। বীজে এই সামর্থ্যের কাষ্ঠা। প্রণবে শুদ্ধ কাষ্ঠা।

এই নিমিত্ত বীজমাত্রকেই প্রণবপ্রশাসনে পাইতে হয়। 'গোবিন্দ', 'হরিবোল' ইত্যাদি নামেও।

উদাত্তাদি স্বর দ্বারা পরিবৃংহিত, এবং গায়ত্র্যাদি ছন্দো দ্বারা পরিনিষ্ঠিত হইলেই ব্যঞ্জনের ব্যঞ্জকত্ব নিরূপিত হয়, ইহা বুঝিতে হইবে; কেননা, পূর্বোক্ত সামর্থ্য বিশেষতঃ স্বরনির্ভর, কিনা, স্বরের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং, কেবল সঙ্গীতাদিতে নয়, জপকীর্তনাদিতেও স্বর-সামর্থ্যের সাধনা কর। বলা বাহুল্য, এ সাধনা, মুখ্যতঃ, 'প্রাকৃত' (অপরার) নয়। জীবযন্ত্রের 'নিজ' প্রকৃতি যে পরা, সে পরাকে পরমানুগৃহীতা না করা পর্যন্ত, এ সাধনা সম্যক্ হয় না। তবে, যাতেই হউক, স্বরবীর্য এবং স্বরসামর্থ্য আনা চাই। অজামিল অন্তিমকালে পুত্রচ্ছলে 'নারায়ণ' বলিয়া যমভয় তরিয়া গেল। সে বলায়, তার অনুষ্ঠিত অশেষ দুষ্কৃতসত্ত্বেও, 'স্বরবীর্য্য' ছিল, সন্দেহ নেই। এরূপ স্বরবীর্যের অতর্কিত-অভাবনীয় সংঘটন দেখিয়া মনে হয়—ইহা আকস্মিক। বস্তুতঃ তা নয়। আকস্মিকতার আড়াল দিয়া অনেক 'অঘটন' ঘটিয়া থাকে। তবে অবশ্য, সাধারণস্থলে, উদাত্তাদি স্বর আর গায়ত্র্যাদি ছন্দের উপযোগটি মিলাইয়া লইতে হয়। যেমন ধর, লীলাকীর্তন। এখানে নিগূঢ় রসসংবেদনই মুখ্য। তথাপি সে রসসংবেদনে সুরচ্ছন্দাদির কি অপূর্ব উপযোগ! আসলে, সুরচ্ছন্দঃ তো বহিরঙ্গ, অবান্তর নয়। মুরলীমোহন নওলকিশোরটি কি বলে? সুরতালের যেটি 'ভাব', সে ভাববিহনে, ভাবভঙ্গিমা 'ভ্যাঙ্গাচানি'-তে যাবারও ভয় নেই কি? অন্তর্দশাতেও সুরচ্ছন্দঃ সাথে করিয়াই ভাব যান তাঁর অন্তঃপুরে। সেখানে সুরচ্ছন্দঃ এক নিবিড় 'উজ্জ্বলমধুর' ভূমিকা নেয়। আর, তা যদি না নেয় তো, আমার এ 'দশা' দশদশার ওপর এগারদশা বই আর বেশী কিছু নয়!

ব্যঞ্জন তো, মূলে, প্রাণের, এবং স্বরূপে, যে আমার প্রাণের প্রাণ, তারিরই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনা! 'ক' প্রভৃতি প্রতিটি অক্ষর যদি গোড়াকার সেই ব্যঞ্জনাই না দিল (প্রহ্লাদকে যেমন দিল), তবে ব্যঞ্জনা হয় একসাথে বঞ্চনা ও গঞ্জনা! কুটিলা আর জটিলা। শ্রীমতী রাধা পরিপূর্ণ-ব্যঞ্জনা-পরিসীমা। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী নিরতিশয়-স্বরসামর্থ্য-পরিসীমা।

শেষের কথাগুলো ভাবুক রসিকের তরফ থেকে বলা হইল বটে, কিন্তু বিশ্বে বাগর্থপ্রত্যয়ের নিখিল অনুবন্ধে এ ব্যঞ্জনসূত্র পরখ করিয়া লইও।

তাই বলা হইতেছে—

**২৫॥ ভূর্ভুবঃ সুবরপি চ তে॥**

‘তে’ (ব্যঞ্জনসমূহকে) ভূঃ, ভুবঃ এবং সুবঃ—এই তিন ভাবেও দেখিবে॥

ভূঃ স্পর্শা ভুবরন্তঃস্থা উষ্মাণশ্চ স্বরিত্যপি।
স্পর্শাদিবৃত্তিভেদেন ত্রিলোকী বৃত্তিমশ্নুতে॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তীনামেবমেব বিচারণা।
প্রাণপ্রজ্ঞাঘনত্বশ্চোষ্ণত্বেনাত্র প্রসজ্যতে।
এতত্ত্রিতয়সংগ্রাহ্যং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্॥
মন্ত্রাণাং স্বরসামর্থ্যং ব্যঞ্জনৈর্ব্যক্তিরূপতা।
লয়ো যত্র কুতস্তত্র স্বরো বা বাপি ব্যঞ্জনম্॥ ২০২-২০৪

বর্তমানসূত্রে স্বলসিত যে রস এবং স্বপ্রকাশ যে সংবিৎ,—সেই স্বেতরসম্বন্ধবত্ত্বাভাবের ‘অপ্রতিযোগী’ যে জ্যোতীরস, সেই জ্যোতীরসবিলয়প্রান্ত অবধি স্বরব্যঞ্জনের সন্ধান হইতেছে।

‘ক’ থেকে ‘ম’ অবধি বর্ণ ‘স্পর্শ’। এরা নিরূপিত এক এক আকৃতিতে স্পর্শ দেয়; কাজেই, স্পর্শবর্ণগুলি ‘ভূঃ’—‘এই’ সংজ্ঞায় আসে। ‘এই’ রূপে নিরূপণীয়তাই ভূঃ। ‘শষসহ’—এ চারিটি ‘উষ্মাণঃ’ (উষ্মসূত্র দেখ)। এ কয়টি ‘সুবঃ’ বা ‘সেই’ লক্ষণে আসে। এরা মহাপ্রাণগোষ্ঠী। এদের উচ্চারণ স্থান যদিও তালু প্রভৃতি, তবু এ কয়েকটিতে, বিশেষভাবে, প্রাণের সবিতৃধর্ম (Creative *elan*) নিহিত। তন্মধ্যে, ষ-এ বীজভাব, শ-এ অস্ফুট-অঙ্কুরভাব, স-এ স্ফুটকাণ্ডাদিভাব। প্রথমে অব্যক্ত (বেধ), দ্বিতীয়ে ব্যক্তাব্যক্ত (তল), তৃতীয়ে ব্যক্ত (লম্ব) মুখ্যতায় থাকে। যথাক্রমে, ব্যঞ্জনের সুষুপ্তি, শয়ন এবং জাগরণ। ‘হ’ পূর্বে বহুশঃ আলোচিত। সৃষ্টিতে সব কিছু ত্রিলোকী (ব্যঞ্জনাখ্যা ত্রিপুটী সংস্থিতি), স্পর্শাদি ঐ তিন বৃত্তিকে ভজনা করে। ‘য র ল ব’ এই ‘অন্তঃস্থ’ চতুষ্টয় এই বিশ্বব্যঞ্জনায় ভুবঃ বা অন্তরীক্ষস্থানীয় জানিবে। এ অন্তরীক্ষের চতুর্ধা ভেদ ভাবনা করিবে। ‘য’ এ ‘বায়ু’, ‘র’-এ তেজঃ,

'ল'-এ ক্ষিতি, এবং 'ব'-এ বরুণ বা অপ্ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তা হইলে, অন্তরীক্ষেরও এই চারিরূপে ব্যাপারবত্তা। অন্তরীক্ষ কোন কিছুকে (ব্যঞ্জন) ব্যাপ্ত হইতে দেয়; সেটিকে ধনে অথবা ঋণে তেজীয়স্ত্বে আসিতে দেয়; সেটিকে শ্রান্তিলয় (relative rest or equilibrium) পাইতে দেয়; এবং সেটিকে রেণু বা ঊর্মি আকারে অধ্বগ হইয়া বহিতে দেয়। এই চারিটিই মাধ্যম বা অন্তঃস্থ মাত্রের মূল কাজ। তেজঃ ছড়াইয়া গিয়া ক্রান্তিলয় পায়; নিগূঢ় হইয়া শ্রান্তিলয় (as 'rest-energy') পায়। এই কারণে 'র ল'-এর অভেদ। যেমন, 'ক্র' বর্ণে ক্রান্তিলয়, 'ক্ল'-তে শ্রান্তিলয়। 'কৃ' এবং 'ক৯'-ও পরীক্ষা করিও। 'কৃ'-তে ক্রিয়ান্বয়ের ব্যঞ্জনা থাকে; 'ক৯'তে ক৯প্তি বা ফলান্বয়ের।

ত্রিলোকীর দৃষ্টান্তরূপে বলা হইতেছে যে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এ সকলও ঐ স্পর্শাদি সংজ্ঞায় (category তে) আসে। সুতরাং, ভূর্ভুবঃস্বঃ সংজ্ঞাতেও বটে। জাগ্রৎ ব্যঞ্জনের স্পর্শভূমি; স্বপ্ন অন্তঃস্থ ভূমি; সুষুপ্তি উষ্মভূমি। এটি গোড়াতেই বলা হইয়াছে। 'উষ্মত্ব' বলিতে, প্রাণপ্রসঙ্গো, কি বুঝিতে হইবে?—প্রজ্ঞাঘনত্ব। এর মানে? 'প্রজ্ঞা' শব্দে যে 'প্র', সেটি প্রাণ স্বয়ং। 'জ্ঞা'=জ্ঞান। প্রাণের আপন জ্ঞান (ব্যাপ্তি এবং সীমা, দুই সহ)। জাগরে মাত্রাস্পর্শের জ্ঞান থাকে; স্বপ্নে যেটি 'অন্তঃস্থ' (what comes between 'this' and 'that'), তার জ্ঞান। সুষুপ্তিতে এ দুটিরই 'ত্যাগ' হয়; প্রাণ (স্পর্শাদিব্যাপারবিরহিত) একাই থাকে, আর, তদ্রূপে আপনাকে জানে। শারীর উপমায় স্পর্শ peripheral consciousness. এটির রোধ বা inhibition-এ সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর যে রণনী প্রতিক্রিয়া (reverberatory reaction), সেটি স্বপ্ন (অন্তঃস্থ)। এতে (রণনে) সচরাচর 'য' (বায়ু) আর 'র' (তেজঃ) এই দুই প্রকারের 'কোয়ান্টার' মুখ্যতা থাকে। ফলে, স্বপ্নের অল্পবিস্তর উগ্রচঞ্চল রূপ। জমাট ও সঙ্গাতি বিশেষ থাকে না। 'ব'-তে স্নিগ্ধভাব আনে; উগ্রতা কাটে। 'ল'-তে স্থৈর্যও আনে; চঞ্চলতা এবং অসংহততা (lack of cohesive coordination) যায়. 'র-ল' কে সাহিত্যে এবং অভেদে আনিলে—'ল'-এর আধারপটে 'র' অঙ্কন করে অপূর্ব সুঠাম রূপায়ণ। সে স্বপ্ন 'দিব্য' হয়, 'সত্য'-ও হইতে পারে। ফলতঃ, স্বপ্ন ঐ চারিটি 'অন্তঃস্থ মৌলিকের' ('য র ল ব')' বিচিত্র যোগাযোগ। এ যোগাযোগে স্পর্শ (সংস্কাররূপে) নেপথ্যসহগ হয়। আর,

‘শষসহ’—উষ্মাণঃ ? এরা মুখ্যপ্রাণের যে ভূমিকাটি নেয়, সেটাকে বলে ‘মহা’। সকল স্বল্প আর মধ্যমকে যাহা ভরণপূরণ করে, সেটি ‘মহা’। ঢেউ-এর সম্পর্কে যেমন জলাশয় এবং বায়ু।

এবার ধর, ‘য র ল ব’—এই চারিটি নিজ নিজ বৃত্তিসহ ‘ল’-তেই লয় পাইল। যেমন জপে, উদয়ে ‘য’, নাদমেরুতে (যথা, বরেণ্যং) ‘র’, বিলয় বা বিলোমগতিতে ‘ব’, এবং বিন্দুলয়ে ‘ল’। এবং ‘ল’ আপনাকে ঘনতার কাষ্ঠায় আনিল—The system’s reverberatory reactions reach a focal point of equilibration; ফলে, vibrations বা স্পন্দ সমূহের সঙ্ঘাতফল (resultant) হইল একসঙ্গে শূন্য ও পূর্ণ। যে কোন বিশেষ স্পন্দ বা স্পন্দগুচ্ছ সম্পর্কে সেটি শূন্য। তাদের একত্র-শক্তিসমুচ্চয়রূপে পূর্ণ। (প্র+অজ্ঞ=প্রাজ্ঞ; আবার, প্রজ্ঞা যাতে আছে সেটি প্রাজ্ঞ।)

এরূপ সংস্থা উপস্থিত হইলে স্বপ্নবিরহিত সুষুপ্তি। তখন, ‘এষ প্রাণো জাগর্ত্তি’। আর জুটি নেই তখন। এ প্রাণ তথাপি ব্রহ্মস্বরূপে ‘অভিনিষ্পন্ন’ নয়, যদিও ‘অভিসম্পন্ন’। কেননা, মহাপ্রাণবর ‘হ’কার তখনও ‘শষস’ এই মূলত্রিপুটী বীজটি লইয়া বর্তমান। এর উপশম (resolution) এখনও হয় নাই। কাজেই, ‘ব্রহ্মপুর’ মিলিল, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ নয়।

পূর্বে স্পর্শাদিরূপে যে ত্রিতয় ব্যাখ্যাত হইল, সে ত্রিতয়ে স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ, এ তিনই সংগ্রহণীয় বুঝিও। যেমন ব্যষ্টি-সমষ্টি ভুবনচক্রের নেমিমাত্রেই ব্যঞ্জন স্পর্শরূপে, অরে অন্তঃস্থরূপে, এবং নাভিতে উষ্মরূপে রহিয়াছে। যেমন আবার, গণিতব্যবহারে, পদার্থের basic formulation বা formula-তে উষ্মা, equaton-এ অন্তঃস্থ, এবং application-এ (graph ইত্যাদিতে) স্পর্শ অধিকারে রহিয়াছে।

অতঃপর উপসংহার করিয়া বলা হইতেছে—মন্ত্রের যেটি সামর্থ্য, সেটি স্বরনির্ভর; এবং তার যেটি ‘ব্যক্তি’, ব্যঞ্জনা, ভাব, সেটি ব্যঞ্জননির্ভর। সামর্থ্য এবং ব্যঞ্জনা দুয়ে মিলাইয়া হয় ‘ব্যাহরণ’।

কিন্তু লয়ে—সুষুপ্তিলয়ে, সমাধিলয়ে, উভয়ত্র—স্বরই বা সবিতৃরূপে কি প্রসব করিবে, ব্যঞ্জনই বা ব্যঞ্জকরূপে কি ব্যক্ত করিবে, বল? জপে, নাদে, কলায়, বিন্দুতে—তিনেই লয়, সম্ভাবিত, অর্থাৎ, হইতে পারে। নাদে লয়কে জাগরলয়,

কলালয়কে স্বপ্নলয়, বিন্দুলয়কে সুপ্তিলয় লক্ষণায় বলা যায় বটে। তথাপি, নাদে লয়টি ঠিক ঠিক হইলে জ্যোতিঃ, কলায় লয় ঠিকঠিক হইলে রস; বিন্দুলয়ে এ দুয়ের সামরস্য। সুতরাং, বিন্দুলয় (জ্যোতিরও পূর্ণতা থাকে বলিয়া) সুষুপ্তিজাতীয় নয়; বিন্দু সমাধি। নাদরূপ ঠিক ঠিক জাগরলয়েও বাহ্যান্তরস্পর্শ থাকিবে না। চেতনায় কেবল নাদজ্যোতিঃ পরিস্পর্শ। কলালয়েও চেতনায় কলারস-প্রত্যক্স্পর্শ। যেন একটা রসনিবিড় মধুনিষ্ণাত স্বপ্নঘোর! এ ত্রিবিধ লয়ের পারে পরমলয়। লয়=সমাধি যদি বল তো জাগরসমাধি, স্বপ্নসমাধি, সুষুপ্তিসমাধি এবং তুরীয় সমাধি।

**২৬॥ মুখ্যানুগ্রাহকত্বেন মুখ্যানুবৃত্তত্বং সর্ব্বেষাম্॥**

মুখ্য অনুগ্রাহক থাকে, তাই সমস্ত কিছু (গৌণ বা অমুখ্যভাবে) মুখ্যের অনুবৃত্তি করে॥

মুখ্যপ্রাণের সম্বন্ধানুরোধে স্বর-ব্যঞ্জন প্রসঙ্গ করা হইল। অতঃপর, বিশ্বব্যবহারে দেখ সব কিছুই মুখ্যের অনুবৃত্তি করে। এর হেতু কি? আর, অনুবৃত্তি বলিতেই বা কি বুঝিব?—এ দুটি প্রশ্নের উত্তর বর্তমান সূত্রে আসিতেছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—মুখ্যের 'অনুগ্রহ' থাকে, তাই। 'অনুগ্রহ' অথবা 'অনুগ্রাহক' মানে? আর, মুখ্যেরই বা লক্ষণ কি?

গ্রাহকব্যাপ্তিবৃত্তিত্বং মুখ্যত্বমিতি ভাবয়।
গ্রাহ্যব্যাপ্যঞ্চ বৃত্তত্বমমুখ্যমিতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ২০৫

যেটি গ্রহণ করে, সেটি গ্রাহক। যেটি গৃহীত হইতে পারে, সেটি গ্রাহ্য। এখন ধর, গ্রাহকটিকে একটা বৃত্ত দিয়া দেখাইলাম; গ্রাহ্যও, ধর, আর এক বৃত্ত। দুটি বৃত্তের গ্রাহক—গ্রাহ্য সম্বন্ধ হইতে গেলে, প্রথম বৃত্তটিতে দ্বিতীয়টি আসা চাই। কিন্তু কতটা? যদি পুরোটাই আসে, তবে, প্রথমটি দ্বিতীয়ের সম্পর্কে ব্যাপক, আর, দ্বিতীয় প্রথমের সম্পর্কে ব্যাপ্য। যদি, দুটো বৃত্তই একান্ত মিলিয়া যায় তো, সমব্যাপ্তি। এমতস্থলে মুখ্যামুখ্যের ভেদ হইল না। দুটো বৃত্ত পরস্পরের বাহিরে থাকিলে, তৎসংস্থায়, কোন ব্যাপ্তি নেই। দ্বিতীয়ে প্রথম প্রবিষ্ট হইলে, মুখ্যামুখ্য উল্টাইল। কাজেই, প্রথমটিতে দ্বিতীয়ের, পূরাপূরি অন্তর্ভাবই

এ প্রসঙ্গে আবশ্যক। যদি তাই হয় তো, প্রথমটির গ্রাহকব্যাপ্তিবৃত্তিত্ব হইল; অর্থাৎ, গ্রাহকরূপে তার যে ব্যাপ্তি (ব্যাপকতা) থাকা আবশ্যক, সে ব্যাপ্তি তাতে বর্তিল। আর, যেটি এতাদৃশব্যাপ্তিরূপে বৃত্তিমান্ হয়, সেটি মুখ্য। গ্রাহকের আগে 'অনু' উপসর্গে এইরূপ ব্যাপ্তির অনুবন্ধ সূচিত হয়; অর্থাৎ, গ্রাহ্যের ব্যাপ্তি গ্রাহকের ব্যাপ্তির সর্বথা অন্বয়ে আসে। 'অনু'টি থাকায় দুটো বৃত্তের কাটাকাটি ইত্যাদি স্থলগুলি পরিত্যক্ত হইল। অতএব, 'অনুগ্রহ' মানে এমন এক 'ক্রিয়াকারকত্ব', যেটি তার 'কর্ম'-কে পূরা ব্যাপিয়া, অধিকারকরতঃ, রহিয়াছে। যে স্থলে কর্ম বলে—'আমার এই কিছুটা তোমার অধিকারে নাও, বাকিটায় রফা, নয়তো নারাজ', সে স্থলে 'অনুগ্রহ' নেই। কর্মের 'surrender' চাই অনুগ্রহসম্বন্ধে তাকে আসিতে গেলে। কর্মপ্রবৃত্তির দিক্ থেকে এই অনুবৃত্তি, আনুগত্য, সমর্পণের নাম—'আগ্রহ'। অতএব, গ্রাহকের অনুগ্রহ, গ্রাহ্যের আগ্রহ 'সমে' থাকা চাই, বিষমে নয়।

আবার বৃত্ত দুইটি। অনু-বা-গ্রাহ্য বৃত্ত যেটি, সে বৃত্তিদ্বারা ব্যাপ্য (coverable) হয় যা কিছু, অর্থাৎ, যা কিছু তার বাইরে পড়ে না, ভিতরেই আসে, এমনকি, তার সঙ্গে সমবৃত্ত (co-extensive) হইয়াও আসে, সে সব 'অমুখ্য' বা গৌণ লক্ষণে আসে। মনে রাখ যে, মুখ্যপ্রাণপ্রসঙ্গেই এইভাবে মুখ্যামুখ্যের কড়াকড় লক্ষণ করা হইল। অন্য অনুবন্ধে লক্ষণের এতটা কড়াকড় না থাকিতে পারে। যেমন, 'গাং দুগ্ধং দোগ্ধি' ইত্যাদি স্থলে।

প্রাণস্যামুখ্যবৃত্তিত্বং প্রাণনমিতি গ্রাহকম্।
অনুপ্রাণনমিত্যেবান্যদ্ গ্রাহ্যংযদ্ব্যাপ্যবৃত্তিমৎ॥
গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধ-নিরূপ্যমাণতা যতঃ।
সোঽপ্যনুগ্রহসংজ্ঞঃ স্যাৎ সর্ব্বানুবৃত্তিষু বশী॥
দৈশিকঃ কালিকঃ সোঽপি ছান্দসো বাস্তবস্তথা।
চতুর্বিধোঽনুগো বাপ্য-তিগ ইতি দ্বিরূপভাক্॥ ২০৬-২০৮

প্রাণের মুখ্যভাবে বৃত্তিমান্ হওয়া 'প্রাণন'। ইহা পূর্ব নির্দেশমত 'গ্রাহক'। 'অন্যৎ' বা অন্য এক প্রকারে বৃত্তিমান্ হওয়াকে বলে 'অনুপ্রাণন'। ইহা 'গ্রাহ্য'-

রূপে ব্যাপ্যবৃত্তিমৎ। (গ্রাহকটি ব্যাপকবৃত্তিমৎ)। গণিতে Taylor's Theorem, General Equation of the Second Degree ইত্যাদি যেমন এদের দ্বারা ব্যাপ্য (subsumed) অন্য অন্য Theorems এবং Equations সম্পর্কে ব্যাপক এবং গ্রাহক। গ্রাহকটি Super Function; গ্রাহ্য Sub Function.

'অনুগ্রহ' কাকে বলে? পূর্বোক্ত গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধটি যদ্দ্বারা নিরূপ্যমাণ হয় এবং সর্ববিধ অনুবৃত্তিতে যেটি 'বশী', কিনা, স্বতন্ত্রনিয়ন্তা রহে, সেটিকে বলে 'অনুগ্রহ'। লক্ষণটি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। (১) গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধ কে নিরূপণ করে? (২) নিরূপিতস্থলে গ্রাহ্যরূপে যারা গ্রাহকের অনুবৃত্তি করিল, তাদের সেরূপ অনুবৃত্তি কার স্বতন্ত্রপ্রশাসনে? যদি গ্রাহ্য বলে, 'আমিও অনুবৃত্তিটির শাসন করিব, অথবা ইতর 'অন্য কিছু'ও, তা হইলে, গ্রাহকের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইল না, এবং অনুগ্রহ লক্ষণও বর্তিল না। গুরুর সমীপে শিষ্যের দীক্ষায়, শিষ্যের আগ্রহ (শ্রদ্ধাদিরূপে) আবশ্যক বটে, কিন্তু দীক্ষায় শিষ্যের (গ্রাহ্যের) গুরু (গ্রাহক)-সম্বন্ধে অনুবৃত্তি স্থিত হইলে, গুরু-অনুগ্রহের অন্যাপেক্ষা-বিরহিত স্বতন্ত্র নিয়ন্তৃত্ব। শিষ্যের আগ্রহপরিসীমা আত্মসমর্পণে। এটি পূরা না-হওয়া পর্যন্ত অনুবৃত্তিও সম্যক্ হয় না; এবং গুরুর অনুগ্রহও শুদ্ধ-স্বতন্ত্ররূপে 'প্রত্যয়ে' আসে না। সুতরাং, দীক্ষার পরও শিষ্যের আগ্রহ তার 'প্রকৃতি' পূরণ করিতে থাকিবে, এবং গুরু-অনুগ্রহসম্বন্ধেও আপন 'প্রত্যয়' শোধন করিয়া লইবে। (পরে দীক্ষাসূত্র আসিবে।)

দৈশিক, কালিক, ছান্দস এবং বাস্তব—এই চারি রকমের প্রত্যয় বিভাজন অঙ্গীকার করতঃ অনুগ্রহ হয় চতুর্বিধ। অর্থাৎ, সংক্ষেপতঃ—(১) কাকে অনুগ্রহ (বাস্তব), (২) কিভাবে অনুগ্রহ (ছান্দস), (৩) কখন অনুগ্রহ (কালিক), (৪) কোথায় অনুগ্রহ (দৈশিক)। আধ্যাত্মিক এবং গণিতাদি সর্বব্যবহারেই এই চারি রকমের অনুগ্রহ (subsuming)। এ চারের বিস্তার পরের প্রসঙ্গক্রমে হইবে।

এস্থলে অনুগ্রহের অনুগ (immanent) এবং অতিগ (transcendent) এ দুটি রূপও লক্ষ্য করিয়া রাখ। 'অনুগ' বলিতে, বশ্য বা বাধ্য নয়। তাতে, বশী যে অনুগ্রহ, তার স্বলক্ষণ হানি। 'তোমার অন্বয়ে আমি সূত্রাত্মারূপে রহিলাম'—এই অঙ্গীকার। 'তোমার সব কিছুতে আমি আছি'—এই মহাশ্বাস।

**২৭।। পরমত্বেনানুগ্রাহকত্বমীক্ষণম্।।**

পরমভাবে যে অনুগ্রাহকরূপতা, সেটি ‘ঈক্ষণ’॥

পূর্বসূত্রে আগ্রহ-অনুগ্রহ বিচারে পূরণ-শোধনের প্রসঙ্গ আসিয়াছে। দেখিয়াছি যে, আগ্রহের ‘প্রকৃতি’ পূরণের অপেক্ষা যাবৎ থাকে, অনুগ্রহেরও ‘প্রত্যয়’ শোধনের অপেক্ষা তাবৎ থাকে। ‘তুমি তো অনুগ-অতিগ দুইরূপে আছই; কিন্তু, আমি তা প্রত্যয়ে আনিতে পারিলাম না যে!’ অর্থাৎ, সেই ‘একের কৃপা’ হইল না যে! অতএব, আপন প্রকৃতিপূরণ হওয়া চাই। ইহাই সাধন। বাহ্যে সৌরকিরণাদিতে নিখিলসামর্থ্য আছে মনে হয়; কিন্তু আমার ‘যন্ত্রে’ তার কার্যতঃ প্রত্যয় কতটুকু?

কাজেই, ঐ প্রকৃতিপূরণ আর প্রত্যয়শোধনকে অপেক্ষা করিয়া চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা হয়—আচ্ছা, এমন কোন ঠাঁই নেই কি, যেখানে প্রকৃতি বলিবে ‘আমার সকল ভাব পূর্ণ’, আর, প্রত্যয় বলিবে—‘আমার সকল অভাব শূন্য’? সেই ঠাঁই হইল পরম। এই পরমভাবে যে অনুগ্রাহকত্ব, সেটিকে বলে ‘ঈক্ষণ’। এ ঈক্ষণ ‘জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ’ এবং ‘রসানাং রসতমঃ’—এই দুইভাবেই লইবে।

গ্রাহ্যং ব্যাপ্নোতি গৃহ্ণাতি পাদমাত্রাক্রমৈরিহ।
গ্রাহকং পরমত্বেন কাষ্ঠায়াং তু তদীক্ষণম্॥
অকাময়ত সদ্‌ব্রহ্মাকল্পয়তাপ্যতপ্যত।
অজায়তেতি চত্বারি রূপাণি সন্তি চৈক্ষতঃ॥
গ্রাহ্যেষু পরমত্বেন হীক্ষণং পঞ্চপাৎ ভবেৎ।
ওঁকারমীক্ষণং বিদ্যাদকারাদ্যক্ষরান্বয়াৎ॥ ২০৯-২১১

গ্রাহক গ্রাহ্যকে, বিশ্বব্যবহারে (ইহ), পাদ এবং মাত্রা—এই দুটির ক্রমসম্বন্ধে ব্যাপিয়া থাকে, এবং সেটিকে অধিকৃতও করে। পাদ বা ব্যাপ্তিগৌরবে ব্যাপিয়া থাকে; আর, মাত্রা বা মানগৌরবে অধিকার করে। এ গৌরব সংখ্যা দ্বারা সর্বস্থলে নিরূপ্য নয়; পরন্তু ক্রমদ্বারা। ‘ক্রম’ বলিতে, order, grade; গ্রাহকগৌরব কেবলমাত্র

সমপর্যায় যে বহুলত্ব বা ভূয়স্ত্ব, তদ্‌দ্বারা বিচার্য নয়; পরন্তু, ক্রমোন্নত পর্যায়ের যে মহত্ত্ব বা মহীয়স্ত্ব, তদ্‌দ্বারা বিশেষভাবে গ্রাহ্য ইহা ভাবিবে না—'আমি যে স্তরে বা ভূমিতে, পদে মানে রহিয়াছি, আমার গ্রাহক (যথা, গুরু, নাম); সেই স্তরে, ভূমিতেই আমার ব্যাপক ও অধিকারী।' সেটি হইতে বাধা নেই; তবে, আসলে, গ্রাহক, লক্ষণমত উন্নতগ্রামাদিতে গুরু হইবে গ্রাহ্যের অপেক্ষায়।—A higher dimension of covering extension; a finer grade of controlling measure, সর্বক্ষেত্রেই, অধিভূতাদি স্থলেও, এমন কি, গণিতব্যবহারেও, এই গ্রাহকগৌরবটি বুঝিয়া লইও। অত্র দৃষ্টান্তে যাইলাম না।

এখন, এই গ্রাহকগৌরব ক্রম, সুতরাং কলার, অপেক্ষা রাখিতে রাখিতে পরমের পানে চলিয়াছে। যখন কাষ্ঠায় আসিল, অর্থাৎ গৌরব যখন ক্রমসম্বন্ধ ছাড়িয়া পরিসীমায় আসিল, তখন তার সংজ্ঞা 'তদীক্ষণম্'। 'তৎ', কিনা, ব্রহ্মের আপনাকে প্রাণব্রহ্ম রূপে ঈক্ষণ। 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ'। ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণেই 'জন্ম'।

শ্রুতিতে ব্রহ্ম 'তদৈক্ষত' রূপে শ্রুত আছেন। সদ্রূপ ব্রহ্ম (যিনি কদাপি অসৎ অথবা সদসৎ হন না), 'অকাময়ত', 'অকল্পয়ত', 'অতপ্যত', এবং 'অজায়ত'—এই চারি রকমে নিজেকে ঈক্ষণ করেন, ইহাও শুনি। মূল ঈক্ষণেরি এ চারিটি বিধা। কাজেই, মূল ঈক্ষণকে মূলে রাখিয়া, নিখিল গ্রাহ্যে পরমগ্রহীতার যে 'গ্রহণ', সেটি পঞ্চপাৎ। এ পঞ্চপাৎ, প্রকারান্তরে, আমরা সংগ্রহ-প্রতিগ্রহাদিরূপে আগে বহুধা ভাবনা করিয়াছি। পরের (২৮) 'পঞ্চগজ্ঞাম্' সূত্রে সেটি আবার সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

এখানে, ওঁকারকে, অর্থাৎ, সদ্‌ব্রহ্মের আদিম প্রাণনকে, উদ্দেশ করতঃ ঐ শ্রৌত ঈক্ষণাদি পঞ্চবিধা (পঞ্চপাত্ত্ব) বলা হইল। অবশ্য, যাহা ওঁকারকে উদ্দেশ করে, তাহা সার্বভূমিক; কেননা, 'ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্'। ওঁকারের অক্ষরাবয়বের সঙ্গে ঐ পঞ্চপাদের অন্বয় আছে। এ অন্বয়ও পরের সূত্রে বলা হইতেছে।

ধর বিশ্বসৃষ্টি। অসৎ বা অব্যক্ত রূপটি (inscrutable) এর আদি। 'ঈক্ষণ' দ্বারা অব্যক্তের আদিম যবনিকা (Prim ordial Veiling) 'উত্তোলিত' হইল। 'দেখিলাম' সেটিকে 'বিন্দু', বিশ্ববীজ রূপে। 'কাম' এ বিশ্ববীজের সম্বিৎ (জাগৃতি) আনিল। 'তপঃ' বীজের উচ্ছূনতাদি উন্মেষধর্ম আনিল; 'কল্পন' থেকে 'অঙ্কুরাদি'। তৎপরে, বিশ্বপাদপরূপে সেটি 'জাত' হইল। ব্যষ্টিসৃষ্টিতেও এইরূপ। যেমন, একটা শ্লোক বা

কবিতা লিখিব। প্রণবের অক্ষরাবয়বে গোড়ায় (অকারে) শেষ, অর্থাৎ, অ=অজায়ত। এইবার পরের সূত্রে চল—

**২৮॥ তস্যৈব পঞ্চস্রোতোভিঃ পঞ্চগঙ্গম্॥**

(এতস্য) প্রাণব্রহ্মের পাঁচটি স্রোতঃ 'পঞ্চগঙ্গা'॥ ('পঞ্চগঙ্গং' একটি সংজ্ঞা।)

ওঁকার প্রাণব্রহ্মের 'স্বাভাবিক নাম'। সুতরাং, ওঁকারের নিজ অবয়বের সঙ্গে পঞ্চগঙ্গমের সমন্বয় সূচিত হইতেছে।

অজায়তেত্যকারেণ চাতপ্যতেত্যুকারতঃ।
অকল্পয়ত মেনেতিত্যকাময়ত বিন্দুনা।
ঐক্ষতেতি চ নাদেন পঞ্চ প্রণববেধসঃ॥
স্রোতোভিঃ পঞ্চভিস্তস্য সর্ব্বগ্রাহ্যেষু সর্ব্বতঃ।
বেবিষ্টে পরমাশ্চর্য্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥২১২-২১৩

প্রণববেধসঃ=প্রণবাক্ষররূপী বিধাতৃবর্গ (First Creative Factors)। এ আদিমবিধাতৃবর্গের প্রথম যে 'অ', সেটি দ্বারা সব কিছু সামান্যাধিকরণতায় জাত হয়। এই সামান্যভাবে জনন বা জাতিটিই সব কিছু সম্ভবের বা হওয়ার আদি অধিকরণ (Fundamental Frame)। জাতি বা জন্ম—এই 'Idea'টাই সব কিছু হওয়ার প্রসূতি-আগার। এই সামান্য ভাবে হওয়া-ভাবটাই (সম্ভূয়মানতা) সকল বিশেষ বিশেষ ভাবে হওয়ার গোড়ায়।—Logically first prior antecedent. একটা বৃত্ত আঁকিবে, তাতে 'অঙ্কন' এই ভাবটা যেমন।

তারপর, যাহা সামান্যভাবে 'জাত' এই ভাবটি মাত্র, তাতে কোন বিশেষ ছন্দঃ, আকৃতি, পাদ, মাত্রায় জাত হইতে গেলে কি চাই? অ-তে পাইয়াছি সত্তাসামান্য। এইবার সে আধারে আবশ্যক শক্তিসামান্য। অর্থাৎ, শক্তির সামান্যভাবে উচ্ছূনভাব বা জাগৃতি। এটি 'অতপ্যত'—ওঁকারের মাঝে যে উকার। তার পরে, সত্তাসামান্য বা জাতি বলে 'আমায় আকৃতি দাও'; শক্তিসামান্য বলে—'আমাকে পাদ-মাত্রা-ছন্দঃ দাও'। এটি 'অকল্পয়ত'—ওঁকারের অন্তস্পর্শ মকার। এ তিনের সংহতিতে, যাহা

সাধারণভাবে জাতমাত্র, তাহা, পাদমাত্রাদিসহকৃত হইয়া, ‘সঞ্জাত’ হইল। এটি হইল জাতপদার্থের বৌদ্ধ-অনুপ্রত্যয় (logical appreciation)। কিন্তু ‘হওয়া’-তো পূরাপূরি, এমন কি, বস্তুতঃ-ও, বৌদ্ধপ্রত্যয়গ্রাহ্য নয়—not completely or basically a logical process. অনিরুক্তমলক্ষণ্‌ম তো পেছনে আছেই। কাজেই, নিরুক্ত-সলক্ষণের আর অনিরুক্ত-অলক্ষণের মাঝে ‘সেতু’-টিও চাই। ‘নৈরুক্তে’ উকারকে এক সেতুরূপে পাইয়াছি। অনৈরুক্তে (Alogicality-তে) সেতু সেই ‘অর্দ্ধা’। একে চেন তো? চেন না? তবু, চাই-ই। বেশ। এই অর্দ্ধার ‘সেতুসন্ধিতে’ ওঁকারের আর দুটি ভাব—‘ঐক্ষত’ (৭), আর, ‘অকাময়ত’। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে—এ নিয়ে গোল ক’রে লাভ নেই। ঐ পরাবৃত্তি দুটি ধারণাতে, যতটা পারা যায়, আনাই দরকার। ঐ দুটি নাদ এবং বিন্দু। এরা নৈরুক্ত-অনৈরুক্তের মধ্যস্থ।

এইভাবে দেখিলে যে, ‘তদ্‌বিষ্ণোঃ’ পরমাশ্চর্য যে ‘পরমপদ’, পরাবাকের মাধ্যমে, তিনি পঞ্চস্রোতোরূপ হইয়া সর্বপ্রকার গ্রাহ্যপদার্থে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছেন (বেবিষ্টে)।

ঐ পঞ্চধারার (বিষ্ণুপদোদ্ভবার) সংজ্ঞা—‘পঞ্চগঙ্গাম্’। ইহা পূর্ব পূর্ব খণ্ডে সংগ্রহাখ্যা, প্রতিগ্রহাখ্যা, বিগ্রহাখ্যা, পরিগ্রহাখ্যা এবং অনুগ্রহাখ্যা, রূপে বিবেচিত। ওঁকারের পঞ্চ ‘অক্ষরের’ সঙ্গে এ কয়টির সম্বন্ধ অনুধাবনীয়। ওঁকারের অ-তে তুমি গ্রহণের সম্পর্কে আসিলে (সংগ্রহ); উকারে প্রতিরূপতায় তত্তদ্রূপে রূপিত হবার যোগ্যতায় এবং প্রবণতায় (প্রতিগ্রহ); ম-কারে তদ্রূপ হবার সমন্বয়ে (বিগ্রহ)। পরিগ্রহ আর অনুগ্রহকে নাদ-বিন্দু এই মূলসম্বন্ধে ভাবনা করিবে। একটিতে ‘পরিতঃ’, অপরে, ‘অন্বয়তঃ’ গ্রহণ। যেমন, একটা মালা। সূত্রে ‘পরিতঃ’ ভাব; মূল বা মেরুগ্রন্থিতে ‘অন্বিত’ ভাব মুখ্য। মুখ্যপ্রাণ ‘ব্যান’ রূপে এ দুটিই।

সপ্তগোদাবরং বাপি সপ্ত ব্যাহৃতয়স্তথা।
পঞ্চভ্যঃ সপ্তধা বৃত্তির্যথা বা সপ্ত সিন্ধবঃ॥ ২১৪

পঞ্চধা থেকে সপ্তধার উদ্ভব (logically or factually), অগ্রে বহুশঃ বিবেচিত। ‘সপ্তব্যাহৃতি’, ‘সপ্তার্চ্চিঃ’—এগুলি পূর্বে আলোচিত। বর্তমানস্থলে, ‘সপ্তগোদাবরং’

(পঞ্চগঙ্গাং এর মত), এবং 'সপ্তসিন্ধবঃ' বিশেষতঃ উল্লিখিত। গো=বাক্; দা=দান ও আদান; অবর এবং বর এবং বরাবর, এই তিন ভাবেই। সুতরাং, গোদাবরী=বাক্‌ব্রহ্মের বা ওঁকারের পূর্ণরূপস্বরূপা। বাক্=এক। দান-আদান (যথা, উদয়-বিলয়) দ্বারা এক হয় দুই। প্রতিটি অবরাদিভেদে তিন। কাজেই, ১+২×৩=৭। বাক্ পরাভাবে এক থাকেই। 'সিন্ধু' মানে সিঞ্চিতশক্তিধারা-সমূহকে যাহা ধারণ এবং বিলীন করে। ইহা নাদবিন্দুসমানাধিকরণতা। এতে চর্তুধা নাদ এবং ত্রিধা বিন্দু সম্মিলিত। চতুর্ধা (এই একভাবে)—অব্যক্তব্যক্ত, ব্যক্ত, অভিব্যক্ত (কলাসহ), ব্যক্তাব্যক্ত। অন্যভাবেও চতুর্ধাত্ব ভাবিত হইতে পারে। বিন্দুর ত্রিধা—উদয়ক্রমসম্বন্ধ, বিলয়ক্রমসম্বন্ধ, এবং পরমনিষ্পন্নতাসম্বন্ধ। এই 'সপ্তসিন্ধু' দেশে যিনি বাস করেন, তিনি 'আর্য্য'। এবং বাগ্‌ব্রহ্মে যাঁর অনাকুল দৃষ্টি, তিনি ব্রহ্মর্ষি ('ঋতং বৃহৎ')। আর, 'সত্যমার্জ্জবমে' যিনি সুপ্রতিষ্ঠ, তিনি মহর্ষি ('সত্যং মহৎ')।

অতঃপর, এই 'পঞ্চগঙ্গাম্' সূত্রের যেটি বর্ণবিনিয়োগ, সেটি প্রদর্শিত হইতেছে—

২৯॥ স্বরাশ্চ স্পর্শানুনাসিকান্তঃস্থোষ্মাণঃ॥

স্বর, স্পর্শ, অনুনাসিক, অন্তঃস্থ ('অন্ত্যস্থ') এবং উষ্ম—এই পাঁচটি বর্ণবিভাজন।

স্বরানুগ্রাহকত্বং স্যাৎ স্পর্শাঃ প্রতিগ্রহাশ্রয়াঃ।
বিগ্রাহকত্বমন্তঃস্থৈঃ সংগ্রহশ্চানুনাসিকৈঃ।
পঞ্চগঙ্গাশ্রয়া বর্ণা উষ্মভিঃ পরিগৃহ্যতে॥
ক্ষরন্তো যেঽক্ষরৈঃ কামং পঞ্চগঙ্গাম্বুবিন্দবঃ।
মনুভির্মাতৃকান্যাসৈস্তেষাং কামায় দোহনম্।
তনুন্যাসো মনুন্যাসো ধনুষ ইব কামধুক্॥ ২১৫-২১৬

বর্ণমালায় স্বরকে অনুগ্রাহক, স্পর্শবর্ণকে প্রতিগ্রাহক, অন্তঃস্থকে বিগ্রাহক এবং (বিশেষতঃ) অনুনাসিককে সংগ্রাহক জানিবে। শেষ, উষ্মবর্ণ পরিগ্রাহকের রূপ। এভাবে বর্ণের পাঁচটি বিভাজনে 'পঞ্চগঙ্গাম্' আশ্রয় হইয়াছে।

বিন্দু, নাদ, কলা, সেতু-সন্ধি এবং ক্রম (অনুলোম-বিলোম) এই পাঁচটি মূল পদার্থ (categories) যদি মনে কর, অত্র প্রসঙ্গে, তবে দেখ—বিন্দুতে সব কিছুকে সংগ্রহ, নাদে পরিগ্রহ, কলায় প্রতিগ্রহ ('taking up'), সেতু-সন্ধিতে অনুগ্রহ, এবং ক্রমে (অবর-বর কাষ্ঠাসম্পর্কে) বিগ্রহ—এই ভাবপঞ্চক মুখ্যভাবে রহিয়াছে। ক্রম ছাড়া আর কে বলিবে—'ওগো, তোমার এইটি বিশিষ্ট রূপ, গুণ, ছন্দঃ ইত্যাদি'? সেতুসন্ধি বই আর কেবা 'পারীণ' হইবে? ক-কারাদি স্পর্শবর্ণ বিন্দুদিত নাদকে এক এক প্রতিরূপে লয়, নয় কি? মহাপ্রাণ উষ্মবর্ণে বিশেষভাবে নাদপ্রতিযোগিতা। আভাষে সম্পর্কগুলি দেখান হইল। সাবধানে পরীক্ষা করিয়া লইবে। 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' এই পঞ্চপর্ব বর্ণমালায় সংগ্রহাখ্যাদি পঞ্চগঙ্গারূপে অবতীর্ণ আছেন। সুতরাং, সংগ্রহাদি ঐ পঞ্চ-অমৃতধারা বর্ণমালারূপা কামদুঘা গো থেকে দোহন কর। তাই—

পঞ্চগঙ্গার অমৃতাম্বুবিন্দুসমূহ স্বরাদি অক্ষরের দ্বারা যথাকাম (কামং) ক্ষরিত হইতেছে। মাতৃকান্যাসপূর্বক (অর্থাৎ, বর্ণসমূহকে তাদের মাতৃকায়—Matrix-এ—ঠিক ঠিকভাবে সংযোজনা করতঃ) 'মনু', কিনা, মন্ত্রবীর্যদ্বারা একাধারে প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ যে 'অমৃতস্য ধারা', তার দোহন হউক!

উক্ত ন্যাসকর্মটি এমন হওয়া আবশ্যক, যাতে, তনু এবং মনু—এ দুয়েই সামর্থ্যরূপ বীর্যাধান ঘটে। 'তনু' বলিতে, বিশেষ করিয়া, তোমার জপাদি ক্রিয়ার যেটি সূক্ষ্ম যন্ত্র (Inner Apparatus), সেটি বুঝিতে হইবে। 'মনু' বলিতে, বিশেষতঃ, সেতুসন্ধিরূপা অর্দ্ধমাত্রানুগৃহীত যে মন্ত্র। 'ন্যাস' বলিতে যথাযোগ্য তন্ত্র। এরূপ সম্মেলন ঘটিলে, সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'প্রণবো ধনুঃ' ইত্যাদিতে যেমন, তোমার দোহন যথার্থ ইষ্টকামধুক্ হইবে, সন্দেহ নাই।

অতঃপর, এই সামর্থ্য ('প্রৌঢ়ি' সংজ্ঞায়) বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে—

**৩০॥ ঈক্ষতের্দক্ষঃ সর্ব্বতঃ প্রোতাত্বৎ প্রৌঢ়েঃ ॥**

ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মময়ী ঈক্ষণপূর্বক সৃষ্ট্যাদি করেন। তাঁর প্রৌঢ়ি (প্রতিভা, সামর্থ্য) সর্বত্র অবাধে প্রোত (অনুপ্রবিষ্ট, অনুস্যূত, ব্যাপ্ত) হয় বলিয়া, তাঁর ঈক্ষণ নিরতিশয় দক্ষ (সমর্থ)॥

তদৈক্ষতেতি দক্ষত্বং বিশ্ববপুষি সর্ব্বতঃ।
প্রোতং যৎ স্থূলসূক্ষ্মেষু পূর্ণপ্রাতিভমেব তৎ॥
মানমেয়াদিবৈদগ্ধ্যে বৈদগ্ধ্যং যৎ প্রমাতরি।
প্রৌঢ়ত্বং তদ্ বিনা প্রৌঢ়িং রচনা নোপপদ্যতে॥
ছন্দসা তায়তে যজ্ঞো যজ্ঞকৃচ্ ছন্দসোর্জ্জিতঃ।
ছন্দো ধনুঃ শরশ্ছন্দশ্ছন্দোঽপি লক্ষ্যমুচ্যতে।
সম্যক্ত্বং ছন্দসি প্রৌঢ়ি র্মহৎ সত্যমৃতং বৃহৎ॥
আনুরূপ্যাদিভাবৈশ্চ তন্মহচ্চ বৃহৎ ব্রজেৎ।
বাক্প্রাণবুদ্ধিযোগেন সমচ্ছন্দস্তয়া গতিঃ॥ ২১৭-২২০

কোন ক্রিয়া দক্ষকুশলতায় এবং সামর্থ্যে আসিতে হইলে, সেটিকে, স্থূল-সূক্ষ্ম নিখিল বিশ্বহৃদয়ে বা অন্তরাত্মায় যে প্রৌঢ়ি বা পূর্ণপ্রতিভা 'প্রোত' (immanent) রহিয়াছে, সেই প্রৌঢ়ির সঙ্গে সংযোজনায় (যুঞ্জান-যুক্তাদিরূপে) আসিতেই হয়। ক্রিয়ামাত্রের যেটি উহ বা উহন, সেটিকে, নিখিলহৃদিস্থিতের অনুগ্রহসম্বন্ধে আসিতে হয়—'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞান-মপোহনঞ্চ'। কূপ কাটিতেছি; সেটিকে যেমন অন্তঃস্তলে নিরবচ্ছিন্ন ফল্গুপ্রবাহের সাথে মিলিতেই হয়। নচেৎ, ভেকগর্ত! জপে যেমন আবার ক্ষরকলিতবৃত্তিগুলিকে অখণ্ডৈকনাদে, নাদকে জ্যোতিতে, জ্যোতিকে রসে। রস অবধি যাওয়া চাই, কেননা, রসই নিখিলের 'হৃৎ'। প্রৌঢ়ির অনুগ্রহ ব্যতীত সবই রহে 'তরুণ', 'অবিপক্ব', 'অসমৃদ্ধ'। প্রৌঢ়ির 'ঈক্ষতী' এবং 'দক্ষা'—এ দুটিতে প্রপন্ন হইবে। প্রথমটি 'সর্ব্বদৃক্', অপরটি 'সর্ব্বভৃৎ'।

প্রৌঢ়ি ঠিক কাকে বলে? মান-মেয়-মাতা—এ ব্যবহার চলিতেছে। মাতা বা প্রমাতা একদিকে; মান-মেয়-এবং তৎসম্বন্ধাদি অন্যদিকে। এ দুটিপক্ষের বৈদগ্ধ্যপরিসীমা যেখানে সমতায় আসে, তাকে বলে প্রৌঢ়ি। ধর, অগ্নির মত কাষ্ঠাদি ইন্ধন 'গ্রহণ' করিতেছি; কিন্তু, ইন্ধন পূরাপূরি গৃহীত হইতেছে না। এ স্থলে, ইন্ধন 'বিদগ্ধ' হইল না; কাষ্ঠ-ধূম-ভস্মাদিরূপে ত্যক্তও হইল। Complete 'burn up' হইল না। অতএব, আংশিক-অসম্যক্ গ্রহণস্থলে বৈদগ্ধ্য নেই। পাদ-মাত্রা এবং সম্বন্ধ—এ তিনেরি সম্যক্ গ্রহণ যোগ্যতা মান ও মেয় সম্পর্কে হইলে, তবে, গ্রাহ্য

যে 'ইন্ধন', সেটির বৈদগ্ধ্য। যিনি প্রমাতা বা গ্রাহক, তাঁর ঐ গ্রাহ্য ইন্ধন সম্পর্কে সম্যক্ গ্রাহকযোগ্যতা রহিবে। Fuel fully combustible হয়তো বটে, কিন্তু Fire সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ দহনসমর্থ বটে তো? প্রমাতায় মানমেয়াদি সম্বন্ধে যে প্রতিযোগী বৈদগ্ধ্য, সেটির প্রৌঢ়ি সংজ্ঞা করা হইল। অসমগ্র, অসম্যক্ রূপে গ্রাহ্য যে মানমেয়াদি (partial, relative measures and relations), তাতে অসম্যগ্‌বুদ্ধি প্রমাতা গ্রাহক (knower and treater) হইতে পারে। সে বুদ্ধি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ততা (Principle of Sufficient Reason) এবং লঘিষ্ঠ ভ্রমসম্ভবতা (Principle of least Probability of Error), —এই দুটি সূত্র লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। এবং ইহাই তার 'বিজ্ঞান'। কিন্তু এতে সমগ্র বিশ্বরচনা কেন, একটা ধূলিরেণুরও পূরা উপপত্তি হয় না। প্রৌঢ়ি, পূর্ণ প্রাতিভজ্ঞান (Perfect Reason residing and ruling at the heart of things) যদি মানিব না বল, তবে বল—সৃষ্টির মূলের খবর Unreason—অন্ধতামিস্র। তা বলিলে, যে রচনা বাস্তব, তাকে আপন অপ্রৌঢ়িগৌরবে লঘু করিলে।

রচনার গোড়াতেই ছন্দঃ। কাজেই, নিরতিশয় ছান্দসী যে কুশলতা, তাই প্রৌঢ়ি। তাই—যজ্ঞ (সৃষ্টি)-এর তায়ন করে ছন্দঃ, এবং যে যজ্ঞকৃৎ, সে স্বয়ং ছন্দোদ্বারা উর্জিত হয়। যজ্ঞের ক্রিয়াদিরূপে বিতান ছন্দসা; যে যজমান, তারও কারকাদিরূপে সামর্থ্যাদিতে অভ্যুদয় ছন্দসা। লক্ষণায়, ক্রিয়াকারক দুটি ছাড়া ফলও ফলে ছন্দসা। কাজেই, সম্পূর্ণতা, সামর্থ্য এবং সাফল্য—এ তিনের নিমিত্তই আবশ্যক প্রৌঢ়িপ্রশাসন। পুনশ্চ, ভাবিয়া দেখ যে—ছন্দঃই ধনুঃ, ছন্দঃই শর, এবং ছন্দঃই লক্ষ্য। আর, ছন্দে যে সম্যক্তা (Perfectness), তাহাই প্রৌঢ়ি। প্রৌঢ়ির দুটি রূপ—সত্যং মহৎ এবং ঋতং বৃহৎ। বাক্, প্রাণ এবং বুদ্ধি—এ তিনই 'সমচ্ছন্দস্তা' (in the same tune or concordance) আসে কিরূপে—ইহাই সাধন। কার সঙ্গে সমচ্ছন্দস্তায়?—সত্যং মহৎ এবং ঋতং বৃহৎরূপা যে প্রৌঢ়ি। পূর্ব পূর্ব খণ্ডে আলোচিত অনুরূপ-প্রতিরূপাদি শুদ্ধিসাধন সমাশ্রয় করিতে হয়। ইহা ক্রমসাধন। জপধ্যানাদি প্রৌঢ়িসমরূপতায় আসিলে হয় 'সমর্থ'। 'সম' বলিতে সদৃশ (similar)। 'তদ্ ভিন্নত্বে সতি তন্নিষ্ঠভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্'। আর, একরূপতায় 'দক্ষ'। এর সূত্র পরের অধ্যায়ে।

ইতি জপসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ে মুখ্যপ্রাণ-প্রৌঢ়িত্ব-নিরূপণং নাম চতুর্থঃ পাদঃ।

# তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

## (প্রথমঃ পাদঃ)

**১॥ অক্ষরত্বমদিতেঃ॥**
**অদিতিকে অক্ষর জানিবে॥**

অদিত্যক্ষরসামান্যং ক্ষোভবিরহবৃত্তিতা।
ইতীতিগতিবীজত্বং বিমর্শশক্তিসম্ভবম্॥ ২২১

অৎ+ইতি=অদিতি, এইভাবে লও। 'অৎ' বলিতে অক্ষর-সামান্য—এভাবে থাকা, যাতে, কোনরূপ 'ক্ষোভ' নেই। যেমন, নিঃস্পন্দ মহাকাশ, নিস্তরঙ্গ মহোদধি। তবে কি শুদ্ধ অধিষ্ঠান মাত্র? অদিতির ব্যাপ্তি তৎসম্পর্কেও ন্যূন নয়; তথাপি, অদিতিকে 'আদিমাতা' রূপেই এখানে পাইতে চাই। তাই, 'ইতি', কিনা, বিমর্শশক্তিবৃত্তির সম্ভব হয় যাতে, সেই গতিবীজটিও অদিতিতে আছে। অর্থাৎ, অদিতি বিমর্শমূলাও বটে। বিমর্শের পুনর্ভাবনা করিয়া লও।

প্রকাশস্য বিমর্শস্য সম্পরিষ্বক্তগাঢ়তা।
রোধিকাঽপি ক্ষরক্ষোভে হ্যদিতির্ব্যাপিকা পরা॥ ২২২

প্রকাশ এবং বিমর্শ—এ দুটি এখনও 'পৃথক্' হয় নাই; পূরা অপৃথক্ও নয়। দৃগ্‌দৃশ্যাদি দ্বন্দ্বস্থিত হয় নাই। অথচ, চণকের ত্বকে দুটি 'দানা'র মত গাঢ় 'সম্পরিষ্বক্ত' আছে—in neutral coalescence, 'Neutral' বলিতে অদ্বন্দ্বস্থমিথুনী-ভাব। They do not yet 'face' and accost each other.

এই যে 'সম্পরিষ্বক্তগাঢ়তা', এটি ব্রহ্মের আদিমরাত্রিরূপতা অথবা রোধিকা-

শক্তিতে আসে। এইটি সেতুরূপা—যেটি মধ্যে রহিয়া অক্ষরসামান্যকে ক্ষরক্ষোভে বিবর্তিত করে। It is the Inscrutable Link Principle between Being as given and Becoming. সেতুটিরও দুই সন্ধি—বর ও অবর। বরসন্ধিতে বিমর্শ আপনাকে পরমঘনীভাবে (বিন্দুতে) আনে। অবরে, ঐ সম্পরিষ্বক্তগাঢ়তা—বিমর্শ দ্বৈতত্ব লইয়াছে, তথাপি দ্বন্দ্বস্থ হয় নাই। 'মিথুন', অথচ, 'স্ত্রী চ পুমাংশ্চ'—এ ভেদ অনুদিত। বিমর্শের বিন্দুত্বে 'স্বতঃ' কোন বিমর্শবিশেষবিশিষ্টতা নেই। মর্শপঞ্চকের বীজ বা মূলরূপে তাতে পূর্ণত্ব, শূন্যত্ব, একত্ব ভাবনা করিতে হয়—the Root Pre-condition of all Logical Becoming.

উক্ত দুই সন্ধিতেই রোধিকা (বা রাত্রি)—at both ends of the 'Link' leading the Alogical into the Logical. দুটি সন্ধির মধ্যে ভেদটি অনুধাবনযোগ্য। একটি বিমর্শবীজ বা মূল—যার সম্পর্কে স্বতঃ কোন বিমৃশ্যবৃত্তিতা নেই। বিমর্শও আপন বীজে যাইয়া বলে—'এখানে তো কোন কিছু বলার নেই; আপন গোড়ার গোড়ায় যাই কি করে!' অপরটি ঐ বিমর্শবীজের আদিম 'তপঃ'—যার ফলে বীজটি উচ্ছুন হয়, আর, 'নিজের' পানে 'নিজেই' ফেরে—যেমন, সুষুপ্তির আর জাগৃতির ঠিক সন্ধিতে। এখনও স্ববিমর্শটি ('I'—discovery) কিন্তু পূরা হয়নি। স্ববিমর্শটি পূরা হইতে গেলে ঐ 'সম্পরিষ্বক্ত গাঢ়তা' থেকে উত্থিত হওয়া চাই। রোধিকা বা রাত্রি বিমর্শবীজটিকে অঙ্কুরাভাস, অঙ্কুর—ইত্যাদি ক্রমে মর্শপঞ্চক রূপ ধরিতে 'মুক্ত' (release) করিবেন। তার মানে, রোধিকা নেবেন ব্যাপিকার ভূমিকা; রাত্রি নেবেন আবির।

এ দুটিই পরা যে অদিতি, তাঁর ভূমিকা। পরমা অদিতি সর্ববিধ ভূমিকার (সুতরাং, মর্শপঞ্চকের) উর্দ্ধে। যাহা অপরা ও পরা, তাদের পরমায় ব্যাপিকা হবার যো নেই।

স্বরস্পর্শাদি-পঞ্চত্বং পঞ্চত্বং পদমাত্রয়োঃ।
বিমর্শবৃত্তিতাজন্যস্তত্বসংখ্যেয়তান্বয়ঃ॥ ২২৩

অক্ষরসামান্যে বিমর্শবৃত্তিবশতঃ (owing to 'Fundamental Stress') পূর্বালোচিত স্বরস্পর্শাদি স্বরব্যঞ্জনাকৃতি ক্ষরক্ষোভ (Basic Strain Conditions)

ঘটে। পরন্তু, সেই নিমিত্তই আবার 'পদ' এবং 'মাত্রা' পঞ্চ পঞ্চ আকৃতি পায়। শুধু 'পদ্যমান হই'—এই ভাব থাকিলে 'পদ' (যেমন, ব্যাকরণে প্রত্যয়যোগে প্রকৃতি)। এই 'পদে' কোন সীমাসমুদ্দেশে ব্যাপ্তি উপলক্ষিত হইলে 'পাদ' (যেমন, গায়ত্রীর)। উপপদ, প্রতিপদ, অনুপদ, অধিপদ এবং অতিপদ—এই কয়টি পদের মূল পঞ্চ বিভাজন। পদ্=পদ্যমান হওয়া। (১) এর 'সমীপে' যাওয়া (approximating); (২) এর 'মতন' হওয়া (being similar to); (৩) এর অন্বয়ে বা অনুবন্ধে আসা (being 'linked up' with); (৪) এর অধিকারে বা ব্যাপ্তিতে আসা বা আনা (being 'covered' by it or 'covering' it); এবং (৫) তাকে অতিক্রম করা (going beyond it as transcendent or as both immanent-transcendent)। মাত্রার বিভাজন 'দেশ' সম্পর্কে দেখা হইবে।

এখন, লক্ষ্য কর যে—তত্ত্বমাত্রের (যথা, দেশ, কাল, পদ, মাত্রা) সংখ্যেয়তা (সংখ্যারূপে গৃহীত হবার যোগ্যতা) বিমর্শবৃত্তির অন্বয়ে বা অনুবন্ধেই সম্ভব হয়। অর্থাৎ, যাবৎ বিমর্শ নেই, তাবৎ তত্ত্ব সংখ্যাসম্বন্ধাদিতে নিরুত্তর—চুপ। বিমর্শ হইলে সংখ্যাসম্বন্ধাদির সাবকাশতা। বিমর্শবশতঃই ভান হয় ভাস।

এইবার, কাল।

মহাকালোহ্যকালশ্চাক্রমিকক্রমিকৌ ততঃ।
ক্রমমাত্রিক ইত্যেবং কালোঽপি পঞ্চতাং গতঃ॥ ২২৪

মহাকাল, অকাল, অক্রমিককাল, ক্রমিককাল, এবং ক্রমমাত্রিক কাল—কালও এই পঞ্চরূপ। এদের বিস্তার পরে প্রসঙ্গতঃ হইবে। সংক্ষেপে, কালের 'ভূমা' এবং পরিপূর্ণরূপ মহাকাল। ইনি ব্রহ্ম—নির্বিশেষ-সবিশেষ, উভয়থা। বিশেষকে যদি একান্তশূন্যতায় লও তো, ইনি 'অকাল'। বিশেষের মধ্যে, কলাকাষ্ঠামাত্রাপাদ, এই চারিটির, পাদ ও কাষ্ঠা, এ দুটিকে রাখিয়া, কলা ও মাত্রা, এ দুটিকে যদি ছাড়, তবে কাল হয় অক্রমিক—Time as homogeneous infinite extension. এ কাল 'সূত্রাত্মা' সর্ব্বভূতানাম্। তার পর, কলা (aspects, phases) বাদ রাখিয়া 'মাত্রা' (measure) লইলে। হইল ক্রমিককাল। গণিত ব্যবহার এইবার হইবে। শেষ, কলাও

যোগ কর; পাইলে ক্রমমাত্রিক। সাধারণ কালব্যবহারও এতে নিষ্পন্ন হইবে। মহাকাল বিমর্শবীজের 'আধান'।

তার পর, 'দেশ' (বাহ্য Space মাত্র নয়)।

ভূমা চাকাশ ইত্যেবামাত্রিকমাত্রিকৌ পুনঃ।
পদমাত্রিক ইত্যেবং দেশস্যাপি বিভাজনম্॥ ২২৫

দেশ-ও ভূমা, আকাশ, অমাত্রিক, মাত্রিক, পদমাত্রিক—এই ভাবে পঞ্চ। কাল, বিমৃশ্যবৃত্তিতার জন্য, বিশেষ করিয়া 'ক্রম'-কে, দেশ বিশেষ করিয়া 'মাত্রা'-কে গ্রহণ করে। কাল হইতে সংখ্যান; দেশ হইতে পরিমাণ। সংখ্যা এবং মান—এ দুটিকে লইয়া পদার্থের সংখ্যেয়ত্ব। সংখ্যেয় পদার্থ predicable, measurable, thinkable.

২॥ বর্ণত্বং কশ্যপস্য॥

কশ্যপকে 'বর্ণ' রূপ জানিবে।

অক্ষরের মত বর্ণও এক রহস্য সংজ্ঞা।

অর্ণো যদক্ষরত্বেনার্ণবস্তদন্তবগ্রহাৎ।
আদৌ সম্প্রসরদ্‌বাচ্চ হ্যর্ণো বর্ণায়তেঽঞ্জসা॥ ২২৬

'অর্ণ' অক্ষরের এক নাম। এর শেষে 'ব' বসাইলে অর্ণ হয় অর্ণব। ঐ অন্ত্য 'ব'-টির সম্প্রসার করতঃ (অর্থাৎ, উ) যদি অর্ণের আদিতে বসাও তো, উ+অর্ণ=বর্ণ (অর্ণো বর্ণায়তেঽঞ্জসা), এইটি কৌশলে সাধিত হইল। কৌশলটি খেয়াল কর—অন্ত্য 'ব' আদিতে 'উ' হইয়া সন্ধিতে আসিল।

এর ভাব?

উচ্ছূনত্বমুকারেণার্ণেন চ ক্ষরদক্ষরম্।
এবং বর্ণেন বিজ্ঞেয়ঃ স্বোভাবো যোঽক্ষরাদিতেঃ॥ ২২৭

'অর্ণ' বলিতে 'ক্ষরদক্ষর', কিনা, ক্ষররূপে আসিয়াছে, এবং পূর্ণকাষ্ঠা পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য পাইয়াছে অক্ষর পদার্থ—এইটি সূচিত হয়। 'ঋ'=মূৰ্দ্ধন্য গতি; সে গতি 'গুণিত' হইল—Motion multiplies itself (যথা, রণনাদিতে হয়)। 'ঋ' হইল 'অর্'। যে কোন তল বা plane সম্বন্ধে একে এক সীমা দেখাইয়া বল—'দেখ, এই অবধি'। এটি 'ন'। কাজেই, অর্+ন=অর্ণ। এটি 'ক্ষরৎ অক্ষরের' পূর্ণ ব্যক্ত আকৃতি (full kinetic pattern)। অন্তে 'ব' বসাইলে সেটি অব্যক্ত (potential) আকৃতিতেও পাইলে। অর্থাৎ, গতিলেখটি পূরাই হইল। কিন্তু 'মুখটি' কোন্ দিকে বলত? Kinetic হইতে Potential-এর দিকে, যেমন, জাগ্রৎ থেকে সুষুপ্তির বেলা। 'মুখ' পাল্টাও। কোন কিছুকে পাল্টাইতে গেলে তাকে 'সম্প্রসরৎ' ভাবে লইয়া, তবে পাল্টাইতে হয়। যেমন, রীলে ছবি জড়ানো আছে; সে ছবি খুলিয়া, তবে আবার উল্টাপাকে জড়াইতে হয়। কোন চিত্তবৃত্তির সংস্কার রহিয়াছে; সে চিত্তবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, এবং তার মোড় ফিরাইয়া, তবে তার সংস্কার বদল করিতে হয়—Psycho—Analysis-এর ইহা এক মূল সূত্র।) সুতরাং, 'অর্ণব'-এর 'ব' 'উ' হইয়া 'অর্ণে'-র আদিতে আসায় এই প্রকার বামাত্ব বা শক্তিবৈপ্রতীপ্য ঘটিল। 'অর্ণব' সব কাটতি শক্তিমান লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্গে আমানৎ করে; 'বর্ণ' বলে—'আমিই তো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক; আমা থেকেই সব শক্তিমান বের ক'রে নাও।' অতএব, 'বর্ণ' বলিতে বুঝিবে—অক্ষররূপা অদিতির উচ্ছূন ভাব; অদিতি আর যেন শুধু শক্তিসামান্যরূপা রহিলেন না; হইলেন অসামান্য শক্তিগর্ভা। অক্ষরের এইরূপটি বর্ণ।

ক্ষরক্ষোভস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বতো মৌলিকাকৃতিঃ।
বর্ণাভিধা হি হৃল্লেখা শব্দার্থপ্রত্যয়াদিষু॥ ২২৮

বর্ণয়তি অথবা বর্ণ্যতে অনেন ইতি বর্ণঃ—এই ভাবনায় প্রতীয়মান হয় যে, নিখিল ক্ষরক্ষোভের (stressing and straining of the Basic Continuum) সর্বতোভাবে মৌলিক আকৃতিটি সেটি হইল 'হৃল্লেখা' (পূর্ব আলোচিত), এবং সেটি, ঐ মৌলিক অর্থে, বর্ণাভিধা।—The Primary Dynamic Definitive. শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়াদি সর্ব স্থলেই। এই নিমিত্ত, জপসূত্রমে বর্ণরসায়ন (যথা, বর্ণ=উ+অর্ণ; অর্ণ=ঋ (অর্)+ন;

ইত্যাদি), প্রাণরসায়ন, এবং ভাবরসায়ন—এ তিনই অবিচ্ছেদে অন্বয় করা হইতেছে। শব্দবর্ণ, রূপবর্ণাদিকেও মূল প্রাণস্পন্দনাধারে অন্বিত করিয়া দেখিও। যোগ্যস্থলে Chromo-therapyর মত Phono-therapy ও প্রযোজ্য।

এইবার 'কশ্যম' শব্দের বর্ণাদি রসায়ন।

ভূঃস্পর্শত্বং কপাভ্যাঞ্চ ভুবরন্তঃস্থতা হি যঃ।
শেন স্বরুষ্মতা চাহি বর্ণ অধ্যাত্মকশ্যপঃ॥ ২২৯

'কশ্যপ' শব্দের আদি ও অন্তে ক, প। এ দুটি আদি ও অন্ত স্পর্শবর্গের আদ্য অক্ষর। অক্ষর সামান্যরূপা অদিতিকে যদি বল—'এই' (ভূঃ), তা হইলে, ক, প—কশ্যপে এ দুটি প্রান্তবর্ণ, সে অদিতিকে স্পর্শ করিয়া আছে। মধ্যে, শ্য=শ্+য। 'শ' উষ্মবর্ণ' এটি 'স্বঃ' বা 'সেই'। উষ্মবর্ণ, পূর্বোক্ত উচ্ছন এবং মহাপ্রাণতা, এই দুয়ের লিঙ্গাক। এই দাঁড়াইল যে—কশ্যপ অদিতিকে 'ক্ষেত্র'-রূপে আদ্যন্ত স্পর্শ করিয়া, সেটিকে উচ্ছূন মহাপ্রাণতায় লইয়াছেন। যে কোন ক্ষেত্র (field)-কে এবম্বিধ surcharge-এ লইতে গেলে, তাতে এক লম্বমান দিতে হয়। ঐ লম্বই নির্দেশ দেয়—কতটা উপরে বা নীচে 'চার্জ' যাইবে না যাইবে। ভূঃ এবং স্বঃ—'এই', 'সেই'-এর মাঝে এটি 'ভুবঃ'—অন্তরীক্ষ। 'কশ্যপ' শব্দে এটি 'য' (ইয়)। সুতরাং, অদিতি=ক্ষেত্র হইলে, কশ্যপ=ক্ষেত্রপ, ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রথমটি অক্ষর সংজ্ঞায়, পরেরটি পূর্বোক্ত বর্ণসংজ্ঞায় আসে। অবশ্য, অক্ষররূপা অদিতি অসীমা, তাঁর আদ্যন্ত স্পর্শ হয় না। তবে অক্ষরের বর্ণত্ব হইতে গেলে তাতে আদি-অন্তের 'ব্যবহার' লাগাইতে হয়। বর্ণ Definitive Principle মনে রাখ। বর্ণ দ্বারা সব 'বর্ণিত', নিরূপিত হয়। কশ্যপ সেই মূল নিরূপক।

আগেকার সেই আধার-পূরক-লিঙ্গাক বিশ্লেষণ মনে আছে? অদিতি=আধার। 'ক' ঐ আধারে কোন আদি (original) স্থল (position) স্পর্শ করিল। 'প' তাতে কোন অন্তস্থল (terminal position)। উষ্মমহাপ্রাণ 'শ'=পূরক, অন্তঃস্থ 'য'=লিঙ্গাক। এইরূপে বহুধা অদিতি কশ্যপকে ভাবনা করিবে। যথা, অদিতি=অন্ন; কশ্যপ=অত্তা। অক্ষর আর 'বর্ণ' এস্থলে মৌলিক পরিভাষায় এসেছে।

**৩।। সংযোগাদিভ্যো দক্ষঃ।।**
সংযোগাদি হইতে হয় দক্ষ॥

সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ প্রতিযোগস্তৃতীয়তঃ।
প্রয়োগশ্চ নিয়োগশ্চ পঞ্চৈতাঃ ক্ষররূপতাঃ॥
আদ্যাভাং জায়তে মন্ত্রং যন্ত্রঞ্চ প্রতিযোগতঃ।
অন্ত্যাভ্যাং জায়তে তন্ত্রং দক্ষো ধুরন্ধরো জনেঃ॥
ক্ষোভ্যক্ষোভকসম্বন্ধে সম্বন্ধস্য নিয়ামকঃ।
দক্ষোঽয়ং ব্যবহারেষু ভূমিকাপটচিত্রকঃ॥ ২৩০-২৩২

পরপর কয়েকটি সূত্রে 'দক্ষ' প্রসঙ্গ হইতেছে। প্রথম বিচার কর যে, যত প্রকারে ক্ষরভাব (mobility) দৃষ্ট হইতেছে, তাদের নিয়ামক (operating factors) রূপে থাকে এই পাঁচটি :—সংযোগ, বিয়োগ, প্রতিযোগ, প্রয়োগ এবং নিয়োগ। প্রথম দুটির কাজ সংযোজন এবং বিয়োজন। এ দুটি দ্বারা হয় 'মন্ত্র'। ধর, তোমার বাক্, মন, প্রাণ। এরা প্রত্যেকে 'বহুশাখ' ভাবে বৃত্তিমান্; যেটি শ্রেয়ঃ নয়, 'অমৃতায়' নয়, তার সঙ্গেই বিশেষভাবে ব্যবহারতঃ যোগ রাখিয়াছে। এ সকল 'অনিষ্ট'। এ থেকে বিয়োজন করতঃ যাহা 'ইষ্টে' সংযোজন করে, তাহা মন্ত্র। কাগজে একটা স্থিরবিন্দু। অপর এক বিন্দু যদি একে কেন্দ্রে রাখিয়া বৃত্ত আঁকিতে চায় তো, তার আবর্তনে তাকে বিষমবৃত্তিতা ছাড়িতে হইবে, সমবৃত্তিতা পাইতে হইবে। এইটি বৃত্তের সূত্র বা মন্ত্র। সাগরের জলকে যদি পর্জন্যরূপে পাইতে চাই, তবে, জলকে সাগর ছাড়িয়া বাষ্পাকারে উঠিতে হইবে, এবং সে বাষ্পকেও আবার বায়ুর উপরিস্তরে উপযুক্ত শৈত্যমানাদি মিলাইতে হইবে। ইহা পর্জন্যমন্ত্র। ওঁকারাদি সর্বজপে, নাদকলাবিন্দুর সমানাধিকরণ যে বিন্দু, তা থেকে, আদৌ নাদকে, পরে কলাকে 'বিযুক্ত' (উদিত) করিতে হয়; অন্তে, বিন্দুতেই উভয়কে সংযুক্ত (বিলীন) করিতে হয়। ইহাই মন্ত্র, এবং উদয়বিলয়সন্ধি নিয়ামিকা 'অর্দ্ধা'-ই সকলমন্ত্রেরই 'মনু'।

প্রতিযোগে হয় 'যন্ত্র'। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সংযোগ-বিয়োগ 'যেমন-তেমন'

ভাবে হইলে হয় না। যেমন, Quadratic Equation; তার, 'x', 'a', 'b', 'c' —এ সব এক নির্দিষ্ট অনুপাতসূত্রে সম্বন্ধ হইলে, তবে সেটি হয়; অন্যথা নয়। অতএব সংযোগ-বিয়োগের একটা বিশিষ্ট রূপ, লেখ বা আকৃতি আমাকে পাইতে হয়। যেটি আবশ্যক সংযোগ-বিয়োগ, তার একটা পরিকল্পনা (design and diagram), একটা প্রতিরূপলেখ থাকা চাই। ধর, ক, খ, গ তিনটি বিন্দু। মন্ত্র বলিল, 'ঐ তিনটিকে এমন এক কৌণিক সম্বন্ধে বসাও, যাতে করে তাদের তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ হয়'। যন্ত্র বলে—'এই তো ত্রিভুজ আঁকলাম'। ত্রিভুজে ঐ নির্দিষ্ট কৌণিক সম্পর্কে বিন্দুতিনটি পরস্পরের 'প্রতিযোগী' হইল। এইরূপ সর্বত্র প্রতিযোগ-ব্যবস্থাপককে যন্ত্র ভাবনা করিবে। In is the Principle of Power Co-ordination (and Control)।

প্রয়োগ আর নিয়োগ—এ দুয়ে 'তন্ত্র'। 'তন্ত্রে' সমস্ত কিছু প্রযুক্ত হয় এবং নিযুক্ত হয়। যে সকল যোগ অথবা বিয়োগের জন্য 'যোগ্য' (fit, proper) আছে, সে সকলে যে অভীষ্টক্রিয়া (desired activation), তাকে বলে 'প্রয়োগ'। আধান-সন্ধান-বিধানাদি পূর্বক 'যোগ্যতা' জন্মাইয়া অভীষ্টক্রিয়াটি করিতে হইলে 'নিয়োগ'। যেমন, যাগে যাজক ও যজমান পরস্পরকে 'নিয়োগ' না করিলে অভীষ্টযাগের সম্পাদ্যতা ঘটে না। যজমান যাজককে যথাবিধি 'বরণ' করিবে; যাজক যজমানকে সংকল্পাদি করাইবে। এই সাধারণ লক্ষণটি সর্বক্ষেত্রে পরীক্ষা করিবে।

ঐ তিনেতেই এক 'ধূঃ' বা অক্ষের আবশ্যক হয়। 'ধূঃ' বলিতে যেটি গতিবৃত্তিমাত্রের অভীষ্ট মান, ছন্দঃ, আকৃতি বিধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যথা, Axis of Rotation or Spiral Motion. ধূঃ আর অক্ষের একটু বিশেষও আছে, যেটি 'অক্ষ' সূত্রে বলা হইবে। সংক্ষেপে, ধূ-তে কেন্দ্রীণমুখ্যতা, অক্ষে ব্যাসমুখ্যতা। এখানে দুটিকে মিলাইয়া বল যে—দক্ষ হইল সেই তত্ত্ব (Principle), যেটি জনি বা সম্ভব (হওয়া)-মাত্রে 'ধুরন্ধর'।

তাই, ক্ষোভ্যক্ষোভকের যত সম্বন্ধ হোক্, দক্ষ সে সব সম্বন্ধের নিয়ামক। নিখিলব্যবহারে যে 'ভূমিকাপট' (background plan or picture) আবশ্যক হয়, দক্ষ হইলেন তার 'চিত্রক' (Designer)। এই বিচিত্র অদ্ভুত বিশ্বরচনায় প্রজাপতি স্বয়ং Architect (মন্ত্রদ), বিশ্বকর্মা (তন্ত্রদ) Engineer, আর, দক্ষ (যন্ত্রদ) Designer. অবশ্য, একই 'পুরুষ'-কে তিন করিয়া দেখা হইল। বর্তমান সূত্রে (এবং পরেও) দক্ষই মুখ্যভাবে আসিতেছেন। দক্ষ 'শিবায়'—কুশল থাকা চাই।

**৪ ॥ অদিতের্দক্ষো দক্ষাদদিতিঃ ॥**

অদিতি থেকে দক্ষ, দক্ষ থেকে অদিতি॥

ঋচাং প্রহেলিকা যেয়ং তাং বিদ্যাদ্ বিশ্বসৃষ্টিষু।
স্থিতিস্থাপকতাবীজং পৃথু বাণু তনু স্থিতম্॥
রেখাচিত্রং হি বর্ণানাং বর্ণ্যানাঞ্চ বিশেষতঃ।
বর্ণকস্তস্য দক্ষোঽয়মদিতির্বর্ণমাতৃকা।
অক্ষরূপাক্ষযোগেন বিশ্বে তরঙ্গভঙ্গিমা॥ ২৩৩-৩৪

ঋগ্‌বেদাদিতে 'অদিতি থেকে দক্ষ, দক্ষ থেকে অদিতি'—এইভাবে যে 'প্রহেলিকা' শ্রুত হয়, সে প্রহেলিকা বা হেঁয়ালিটি বিশ্বসৃষ্টিতে, সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে, জানিতে চাও। কেন? কেননা, ঐ হেঁয়ালিতে, স্থূল (পৃথু), তনু এবং অণু (সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতম) নিখিলবস্তুজাতের, স্থিতিস্থাপকতাধর্মের যেটি বীজ (Root Principle of Basic Elasticity), সেটি নিহিত। বস্তুর একটা স্থিতিরূপ ব্যবহারতঃ আছে। সেটি সে বস্তুর ব্যবহারনির্বাহক 'স্বরূপ' ও 'স্বভাব'। এটি অবশ্য অক্ষর, অচ্যুত নয়। এর ক্ষোভ, চ্যুতি নিরন্তর ঘটিতেছে। তথাপি বস্তুটি 'ক্ষেমে', আপন 'স্বভাবে-স্বরূপে' রহিতে চায়। একটা রবার বল অথবা একটা স্প্রিং-কে চাপ বা টান দিলে যেমন। এটা কেবল জড়ধর্ম নয়—আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। সর্বত্র আছে। ক্ষরভাবে একটা থাকে ক্ষোভক (Stress); বস্তুটা ক্ষোভ্য; তার ক্ষরবৃত্তিটা ক্ষোভ (Strain)। কাজেই, বস্তুমাত্র সম্বন্ধেই ঐ ক্ষোভ্য-ক্ষোভকের অনুপাতটাই ঠিক করিয়া দেয়, উহা কতটা ক্ষেমে (স্বভাব-স্বরূপে) থাকিল বা থাকিতে পারে। এটি স্থিতিস্থাপকতার ধর্ম। পূরা ধর্মটি কোন সৃষ্টবস্তুতেই কার্যতঃ নেই। পূরা যে শক্তিতে হয়, সে শক্তি ক্ষেমদা, ক্ষেমঙ্করী। জড় (স্থূল-সূক্ষ্ম) ছেড়ে প্রাণে গেলে ঐ ধর্মটি সমধিক সাবকাশ হয়। মুখ্যপ্রাণে সাতিশয় হয়। অদিতি এমন সত্তা, যেখানে স্থিতিস্থাপকতা নিরতিশয়।

আগে 'বর্ণ'—এর যে লক্ষণ করা হইয়াছে, সেটি আবার ভাবনা কর। এতে তিনটি রূপ—বর্ণ, বর্ণ্য, বর্ণক। এখন, এ তিনের সম্বন্ধে অদিতি-বর্ণমাতৃকা—the Matrix underlying whatever evolves from the potential ('ব'), to a top limit of actuality ('র্ণ')। উদিত-কলিত-বিলীন নাদ সম্পর্কে বিন্দু অদিতি; কলিতকলাসমূহ সম্পর্কে আবার নাদ অদিতি; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত। বর্ণমাতৃকা অদিতি থেকে বর্ণ এবং বর্ণ্য—দুই-ই প্রসূত হয়—both Predication and Predicable. এর নিমিত্ত অদিতি এক 'মাধ্যম' ভজনা করেন। সে মাধ্যম 'বর্ণক'। অর্থাৎ, অদিতি যেন 'বর্ণক'কে আপনাতেই উদিত ও বৃত্তিমান্ করিয়া বলেন—'তুমি আমার এই মূল আধার-উপাদানে (Ground and Matrix-এ) নিখিল বর্ণকে, আবার—আবার, আবারও বর্ণনীয়—continued predicable করিয়া যাও। থামিও না সহজে। —যতক্ষণ না আমি আবার নিখিল বর্ণ বর্ণ্য গোষ্ঠী আপনাতে গুটাইয়া লই।' কথাটা হেঁয়ালির মত। ভাবিয়া দেখ। সৃষ্টিব্যবহারে একটা continued process of predicating the predicable চলিতেছে নয় কি? বর্ণক যেটির বর্ণনা দিল, সে 'বর্ণ্য' বলে—আমার এ বর্ণনার আবার বর্ণনা দাও, আবারও দাও। লেখটির কখনই সমাপন হয় না। অদিতি—মূলবর্ণমাতৃকা,—প্রতিটি বর্ণনস্থলে, নিজেকে আবার মাতৃকা (Matrix) রূপে 'পাতিয়া' দেন। Prime Matter Power আপনা থেকে First Informing Power evolve করতঃ তাকে বলে—"তোমার 'রূপায়ণ' ভূয়োরূপে—progressively—চলিতে থাকুক; আমি তোমার প্রতি পদেই, প্রত্যয়েই 'প্রকৃতি' রূপে নিজেকে লইব।" Matrix = 'প্রকৃতি'। ফলতঃ, Matter and Form, এ দুয়েরি এক সামান্য প্রকৃতিরূপতা আছে। সত্তা (Being) যেখানে বলে—'আমি এখানে আছি'; আকৃতিও (Pattern, Form) সেখানে বলে—'এই তো আমিও সঙ্গে আছি'। দুয়ে যে 'কিভাবে' জড়িয়ে থাকে, তা বলা যায় না; তবু থাকে—যেমন, ভানে, সুষুপ্তিতে। এটি মূল মাতৃকা অদিতি। এটি আপনা থেকে বর্ণ এবং বর্ণক,—এই দ্বন্দ্বটি (প্রতিযোগিতা) আদৌ 'প্রসব' করে। এ দুয়ের অন্যোন্য ক্রিয়মাণতায় যেটি 'জাত' হয়, সেটি 'বর্ণ্য'; এই বর্ণ্য জাত হইয়া নূতন করিয়া মাতৃকার (অদিতির) ভূমিকাটি লয়। —Becomes a new datum or fresh material for further treatment and elaboration. তন্নিমিত্ত আবার 'বর্ণ-বর্ণক' সন্নিবেশটি আবশ্যক হয়। 'বর্ণ'

যে—dynamic activation out of a potential 'base' with a view to evolving a desired pattern, ইহা ভালমতে দেখা হইয়াছে। এরূপ ক্রিয়াতে কোন 'অক্ষদণ্ডের' আবশ্যকতা হয়ই। ইহাই মাতৃকারূপী সমুদ্রমন্থনের যেন দণ্ড। বর্ণকরূপে যেটি অক্ষদণ্ডটি ধরে, সেটি 'দক্ষ'—মন্থনকৃৎ।

এইভাবে দেখিয়া লও যে—অদিতি থেকে দক্ষ, আবার, দক্ষ থেকে অদিতি। অদিতি Matrix Principle, দক্ষ Exponent Principle. নিখিল সৃষ্টি, ভিতরে বাহিরে, এ দুয়ের অন্যোন্য জন্য-জনকতা আবর্তনে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

অদিতি-কশ্যপ এবং অদিতি-দক্ষ—এ দ্বন্দ্বদ্বয় বিবেচনপূর্বক ভাবনা করিও। অদিতিকে 'উচ্ছূনা' করিয়া, সেটিকে (বর্ণরূপে) নিখিলসৃষ্ট্যাকৃতিসম্ভবে 'প্রসূতি' করে যেটি, সেটি কশ্যপ। অর্থাৎ, মূলমাতৃকাকে করে আদিমাতা। অক্ষরমাত্র 'বর্ণ' হইয়া, তবে হয় এই বর্ণনীয়া, বর্ণময়ী সৃষ্টি।

অদিতি-দক্ষে যে 'সম্ভূয়-সমুত্থান' ভাব—সেটি মূল মাতৃকার মৌলিক স্থিতিস্থাপকতা নিবন্ধন, ইহাও চিন্তা করিও। 'প্রকৃতি' যে কোন 'প্রত্যয়ে' যাইয়া বলে—'আবার আমি প্রকৃতিতে ফিরিব।'

শেষকালে দেখ—বিশ্বে (অন্তর্বহিঃ) যে তরঙ্গভঙ্গিমা (wave pattern) দেখা যায়, সেটি এই অদিতি-দক্ষ সম্ভূয়সমুত্থানবৃত্তিতার ফলে। ধর, অদিতি=কোন সামান্য আধার (যথা, Hydrodynamic Equations of Continuity)। এ আধারে 'অপর কিছু' অক্ষদণ্ড (Vertical Exponent) রূপে নিজেকে ধরিবে। আর বলিবে—'এই অক্ষদণ্ডের দুটি প্রান্তের সঙ্গে 'স্পর্শ' রাখিয়া ধনে-ঋণে (ওঠা-নামায়) অবিচ্ছেদে (in continuity) গতিবৃত্তি চলুক।' ফলে—ঊর্মিশ্রেণী। দ্ (দণ্ডবৃত্তি)+অক্ষ=দক্ষ।

ঐ প্রান্তদ্বয় 'স্পর্শ' পরের সূত্রে আসিতেছে—

**৫॥ অক্ষত্বং সমাবৃত্তে মূলমূর্ধনোঃ॥**

মূলমূর্দ্ধার সমাবৃত্তি যদ্দ্বারা ঘটে, সেটি অক্ষ॥

'মূল' বলিতে মূল আধার=Base, 'মূর্দ্ধা' বলিতে সে আধারসম্পর্কে 'উদয়' বা 'উন্নতি'-র কাষ্ঠা=Apex. 'সমাবৃত্তি' এস্থলে অনুবন্ধানুরূপ এক মূল সংজ্ঞায়

লওয়া হইতেছে। ধর, কোন 'বর্ণ' (Dynamic Activation) মূল মূর্দ্ধার সঙ্গো সম্পর্ক রাখিয়া হইতেছে। এই 'সম্পর্ক' (correspondence) যদি ছন্দোগবৃত্তিতায় (harmonically) ঘটে তো, গতিবৃত্তির 'সমাবৃত্তি'।

তা হইলে, কোন গতিবৃত্তিকে, যেটি, তার আদি ও কাষ্ঠা, উপক্রম এবং উপসংহার অবধি, সুষমসম্বন্ধবৃত্তিতায় (in harmonic correspondence) রাখে, সেটিকে বলে 'অক্ষ'।

অকারো হ্যদিতের্মূলং ক্ষো দক্ষস্য চ মূর্দ্ধনি।
এতাভ্যাং যা সমাবৃত্তির্বিশ্বস্য মূলমূর্দ্ধনোঃ।
তয়া হ্যক্ষত্বমায়াতি রাদক্ষোঽক্ষরতাং গতঃ॥
মূলাধারসহস্রার-সমাবর্ত্তনবৃত্তিতা।
সৌষুম্নাক্ষেণ নিষ্পাদ্যা মূলমূর্দ্ধাসমাসতঃ॥
নাদোঽদিতি র্দক্ষো বিন্দু র্ব্যাসঙ্গোঽক্ষ ইতি স্থিতিঃ।
অমাবদিতিদক্ষৌ চো-কারোঽক্ষ ইত্যাপি স্থিরম্॥ ২৩৫-২৩৭

'অদিতি'র আদিতে (মূলে) 'অ'; 'ক্ষ' 'দক্ষ'-এর মূর্দ্ধায়। এ দুটির দ্বারা, পূর্বোক্তলক্ষণমত, নিখিলপদার্থের, আমূল আমূর্দ্ধ (Base to Apex) যে সুষমসমন্বয়ে বৃত্তি সেটির নির্বহণ হয়; সেইজন্য, 'অক্ষে'-র অক্ষত্ব। যেমন, গণিতে একটা Cone. এর যেটি Axis, তার সঙ্গো ব্যাসের সমকোণ রাখিয়া যদি একটা অবচ্ছেদ (section) করি তো পাই বৃত্ত; eccentricity (e) স্থলে Ellipse ইত্যাদি। তথাপি এ সকলগুলিই 'সজাতীয়' 'লেখ'। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অভিবিধি (Equation) হইলেও এদের সাজাত্যনিরূপক এক সাধারণ অভিবিধিও আছে। আর, 'সাজাত্যনির্ব্বাহক' Cone এর ঐ অক্ষ। 'দীক্ষা' এমন এক সমর্থ মন্ত্ররূপ অক্ষের দ্বারা শ্রীগুরুর 'ঈক্ষণ', যদ্দ্বারা শিষ্যের বৃত্তিলেখ আসে শ্রীগুরুর 'সাজাত্যে'। বাহ্যপূজায় 'প্রাণপ্রতিষ্ঠায়' এই অক্ষটিকে বিশেষভাবে চিনিবে। দীক্ষা এবং ন্যাস প্রসঙ্গো এ কথা আবার আসিবে।

অক্ষ-এর সাথে 'র' যোগ করিলে 'অক্ষর'। 'র'=ক্ষরভাব, অথবা, ক্ষরাভাবে

ক্ষরভাবের উপযোগ। ক্ষরাভাবের প্রতিযোগী ক্ষর; অনুযোগী অক্ষর। আবার, এও দেখ যে, ‘ক্ষ’ যদি ‘ক্+ষ’ মনে কর, তা হইলে, ‘ক’-এ মূল, এবং ‘ষ’-এ মূর্দ্ধা—এ ব্যঞ্জনাটি লক্ষ্য করিও।

ষট্‌চক্রের মূলে ‘মূলাধার’, মূর্দ্ধায় ‘সহস্রার’। ‘সুষুম্না’ এ দুয়ের মাঝে ‘অক্ষ’। কি উদ্দেশ্যে?—সমাবর্তনবৃত্তিতা। অর্থাৎ, এবম্বিধ বৃত্তিমত্তা, যেটি ‘সমাবৃত্তি’ সংজ্ঞায় আসে। সৃষ্টিতে, ব্যবহারতঃ, যত প্রকারের ‘পথ’ বা ‘মার্গ’ দেখা যায়, সে সকলে ব্যাবৃত্তিবহুলতা (dominance of the ‘disturbing potential’) বিদ্যমান থাকে। ঐ বহুলতার লাঘবতা (reduction) -সাধনই তত্তৎপন্থী সকলের সাধন। সকলেই স্বভাবতঃ the path of least resistance খুঁজিতেছে। সমাবৃত্তিতে ব্যাবৃত্তিবিদ্বেষটি লঘিষ্ঠ হইয়া যায়। তখন, গতিবৃত্তি বলিতে পারে—‘এইবার আমি স্বচ্ছন্দে ঋতানুগভাবে চলিব।’ এইটি ‘সৌষুম্নমার্গ’।

সমাবৃত্তিতে মূল ও মূর্দ্ধা—দুই-ই সমাসে (integrally) এবং অন্যোন্য সমন্বয়ে (in mutual ‘happy’ correspondence) গৃহীত হয়। যেমন, জপে বিন্দুমেরু আর নাদমেরু।

এ প্রসঙ্গে, নাদ=অদিতি, বিন্দু=দক্ষ, আর, এতদুভয়ের ব্যাসঙ্গ=অক্ষ, —এভাবেও ভাবনা করিতে পার। বিন্দু (পূর্ণশূন্যৈক) স্বয়ংই যে দক্ষ, এমন না হইলেও, বিন্দুকে বিশেষভাবে ধরিয়াই সৃষ্টিতে সকল প্রকার ব্যাপারবত্তাই দক্ষ হয়।—The Source and Nucleus Principle। জপক্রিয়াটি দক্ষ কখন?—বিন্দুসংশ্রয়টি হইলে। ব্যাসঙ্গ=বিশেষরূপে আসঙ্গ। অথবা, ‘বি’, কিনা, ব্যাবৃত্তি পরিহারে যে আসঙ্গ। এটি অক্ষ।

পুনশ্চ, ওঁকারে অ=অদিতি, ম=দক্ষ, উ=অক্ষ—ইহাও দেখিও। প্রণবে ঐ তৃতীয় মাত্রা (ম) কি করে? মাঝের উকার দিয়া, অক্ষর সামান্য যে অকার সেটিকে ‘মন্থন’ করে। কেন? অর্দ্ধমাত্রা, এবং তৎপ্রসাদে, অমৃত মিলাইবার জন্য।

**৬।। তস্যৈবাজিহ্মত্বানুবন্ধিত্বেন দণ্ডত্বম্।।**

অক্ষ যদ্যপি অজিহ্মরূপে অনুবন্ধী হয়, তবে দক্ষ হয় ‘দণ্ড’।।

অজিহ্মত্বমৃজুত্বং স্যাদনুবন্ধিতয়া দমঃ।
দাদক্ষো দক্ষতাং যাতি দক্ষো দণ্ড ঋজুত্বতঃ॥ ২৩৮

'অজিহ্মত্ব' বলিতে জ্যামিতিক সরলরেখাদির ঋজুত্বই বুঝিলে হয় না। সরল, বক্র, শঙ্খাবর্ত ইত্যাদি যে প্রকারেরই গতিবৃত্তি হোক্ না কেন, সেটি ঠিক তার নির্দিষ্ট অভিবিধি বা ছন্দে অনড় স্থিতিতে (in undeviating rectitude or conformity) আছে কি না, এইটিই দেখার বস্তু। বৃত্ত, বৃত্তাভাস, প্যারাবোলা—এ সকল তো ঋজুরৈখিক নয়, তবু অজিহ্মত্ব বা ঋজুত্ব লক্ষণে আসে। জপব্যাহরণাদিতে ঋজুত্বের প্রসঙ্গ আগে হইয়াছে। এই প্রকার অজিহ্মবৃত্তিকে যে ধর্ম তার স্বীয় অভিবিধির অনুবন্ধিতায় বা অনুশাসনে রাখে, তাকে বলে 'দম'। এই দম='দ'। 'দ'-যোগেই অক্ষ হয় দক্ষ। দমকুশলী (Master Control) ছাড়া দক্ষ কেহ নেই। এবং অনুশাসনে দমের সঙ্গে যদি ঋজুত্ব (আর্জব)—Rule or Discipline following the straightforward line of undeviating rectitude—মিলিত হয়, তবে দক্ষ হয় 'দন্ড'। দম=ধর্ম; দন্ড=ধর্মের বিনিয়োগ।

অন্বয়াদনুবন্ধঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধস্য বারণাৎ।
নিবন্ধশ্চ প্রবন্ধশ্চ ভূতভব্যদ্বয়ান্বয়ৌ॥ ২৩৯

ধর, সাধারণভাবে 'বন্ধ' (Nexus or Binding Principle)। এটি যদি অন্বয়ে এবং অনুলোমে থাকে তো অনুবন্ধ; ব্যতিরেকে (বারণে) এবং প্রতিলোমে থাকে তো প্রতিবন্ধ। 'ভূত' (actual) -এর সঙ্গে অন্বয় থাকিলে নিবন্ধ; 'ভব্যে' (prospective-এ) অন্বয় রহিলে প্রবন্ধ। সর্ব ব্যবহারেই বন্ধসম্বন্ধ এই চারি প্রকারের হয়—দৃষ্টান্তাদি দ্বারা বুঝিয়া লইও। বন্ধ না বুঝিলে বন্ধমুক্তি নেই।

ব্যাপ্তিগ্রহণমাদ্যেন চাপ্যব্যাপ্তির্দ্বিতীয়তঃ।
তত্রাপি ভূতনিষ্ঠা চ ভব্যনিষ্ঠা বিশিষ্যতে॥ ২৪০

অনুবন্ধে ব্যাপ্তিগ্রহণ। 'খ' যদি 'ক'-এর অনুবন্ধে থাকে তো, ক-এর ব্যাপ্তিতেই খ-এর গ্রহণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ক-বৃত্তেই খ আছে। যদি সেরূপ ব্যাপ্তিতে না আসে, তবে প্রতিবন্ধ। খ, সেস্থলে, ক-এর অভাবের যে অভাব, তার প্রতিযোগী। 'তত্রাপি', কিনা, ঐ ব্যাপ্তিগ্রহণে, ভূতনিষ্ঠাস্থলে নিবন্ধ, আর, ভব্যনিষ্ঠাস্থলে প্রবন্ধ। যেটি হইয়াছে বা চলিয়াছে, তার সম্বন্ধে যে বন্ধ (linkage, affinity, reference), সেটি নিবন্ধ (নিবধ্নাতি)। ভাবী সম্বন্ধে প্রবন্ধ (the prospective 'projected' into the actual)। যথা, ভূগর্ভস্থ খনি। যেটি আবিষ্কৃত, সে সম্বন্ধে নিবন্ধ; যেটি আবিষ্করণীয়, সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ। জপে নাদসন্ধান হইল=নিবন্ধ; জ্যোতিঃ এবং রস সন্ধান হইবে=প্রবন্ধ।

ওঁকারস্য হ্যকারাদিচতুর্মাত্রাভিরেজিতৈঃ।
তকারাদিচতুর্বর্ণৈঃ কৢপ্তং দণ্ডচতুষ্টয়ম্॥ ২৪১

ওঁকারের অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্রা—এ চারি মাত্রা দ্বারা 'এজিত' (উত্তেজিত= 'energised') হইয়া, দণ্ড-ও চারি প্রকারের হইয়াছে। 'অ'-কারে 'কায়দণ্ড' হয়, 'উ'-তে 'বাগ্দণ্ড'; 'ম'-তে 'মনোদণ্ড'। 'অ্' স্বরপ্রধান; এতে 'কায়' বা apparatusটি 'সুরে' আসে। 'উ' বায়ুপ্রধান; এতে বাক্ ছন্দে আসে। 'ম' স্পর্শপ্রধান; এতে মন আসে ভাবে বা অনুধ্যানে। অর্দ্ধমাত্রায় হয়— 'তপোদণ্ড'। এতে কায়-বাক্-মন—ত্রিতয়ের মুখ্যপ্রাণরূপতায় (নাদ-বিন্দু, জ্যোতীরস, ইত্যাদিরূপে) পরিণমন ঘটে। তা হইলে, 'ক, ব, ম, ত', এই চারি দণ্ড।

এই তপোদণ্ডই সর্বত্র (সাধনেও) 'এই' আর 'সেই'-এর মধ্যে বিধৃতি-বিধায়ক। এটি ব্যতীত কায়দণ্ডাদি 'ভেস্তে' যাবার ভয় থাকে। এই নিমিত্ত জপাদিতে 'অর্দ্ধা'কে প্রসাদিত রাখ। 'তপোভঙ্গো' সাধন ও সিদ্ধি, দুয়েরি ভঙ্গ। চতুরাশ্রমে, ব্রহ্মচর্যে বীর্যদণ্ড, গার্হস্থ্যে যজ্ঞদণ্ড, বানপ্রস্থে তপোদণ্ড, এবং প্রব্রজ্যায় যতিদণ্ড—এই চতুষ্পাৎ দণ্ডপ্রশাসন। বাকে মৌন, প্রাণে 'আয়াম', মনে মতি বা শম, বুদ্ধিতে ধৃতি বা ধ্যান—এ সব দণ্ড। ইত্যাদি।

**৭।। মূলমূর্দ্ধমুখ্যতয়া দক্ষস্যাক্ষত্বম্।।**

(দণ্ডবৃত্তিমুখ্য না হইয়া) মূলমূর্দ্ধমুখ্য হইলে, দক্ষ হয় 'অক্ষ'।।

আগে ৫ম সূত্রে মূলমূর্দ্ধসমাবৃত্তিতে 'অক্ষ' পাইয়াছি। এখানে, মূলমূর্দ্ধমুখ্যত্ব। অক্ষের সাথে 'দন্ড' থাকে। এই যে সাহিত্য, এতে প্রশ্ন হয়—'আচ্ছা, এ দুটির কোন্‌টিকে প্রধান করিয়া ভাবনায় লইতেছ?' অক্ষমাত্রে অভিবিধি এবং মর্যাদা, দুই-ই অন্বিত থাকে : একটি বলে—'এই তোমার গতিবিধি', অপরটি বলে—'তুমি তো এই এই অবধি।' এ দুয়ের কোন্‌টা বিশেষ করিয়া ভাবিতেছ, তাই বল। প্রথম স্থলে, কিনা, প্রশাসনানুবন্ধে, অক্ষ হয় দক্ষ। দ্বিতীয় স্থলে, কিনা, প্রশাসিতানুবন্ধে, সীমা-সম্পার্ক, দক্ষ হয় অক্ষ। (এইটি ৮ম সূত্র)

মূলমুপক্রমো মূর্দ্ধোপসংহার ইতি স্থিতেঃ।
উপক্রমোপসংহারসম্বন্ধমুখ্যতাক্ষতা॥ ২৪২

মূল=উপক্রম, মূর্দ্ধা=উপসংহার,—এই স্থিতিতে যদি উপক্রম-উপসংহার-সম্বন্ধের মুখ্যতা লক্ষিত হয়, তবে 'অক্ষ' হইল বুঝিতে হইবে। কোন ক্রিয়ার গোড়ায় কি, আর শেষেই বা কি, এবং এই গোড়া আর শেষের সম্বন্ধটি কে বা কিসে বিশেষভাবে রাখিতেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে অক্ষ। যেমন, সর্ব জপেই মধ্যমা; এটি নিত্যস্ফোটরূপা, সর্বজপের (এবং বাকেরও) হৃদিস্থিতা অক্ষ। ইহা আধার বা Base অক্ষ। নাদ আবৃত্তি-পরিবৃত্তির অক্ষ। অর্দ্ধমাত্রা পরাবৃত্তি-সমাবৃত্তি অক্ষ। এবং বিন্দুমেরু-নাদমেরু সংযোজকটি সম্যক্ অনুবৃত্তির (ছন্দোগত্বের) অক্ষ।

'সম্বন্ধমুখ্যতা' কাকে বলে?

অনুবন্ধাদিবন্ধানাং সম্বন্ধব্যবসায়িতা।
চতুর্ব্যবহিতাভাবঃ সম্বন্ধমুখ্যতা মতা॥ ২৪৩

অনুবন্ধাদি যে চারি রকমের 'বন্ধ' (Binding Principle) আগে বলা হইয়াছে, তাদের সম্বন্ধ যদি 'ব্যবসায়ী' হয়; আর, (১) দেশব্যবধান, (২) কালব্যবধান,

(৩) বস্তুব্যবধান, এবং (৪) অন্যসম্বন্ধব্যবধান—এই চারি 'ব্যবহিত'-এর যদি অভাব হয়, তবে সম্বন্ধমুখ্যতা হইল বুঝিবে। 'ব্যবসায়ী' বলিতে, ঐ অনুবন্ধাদির সম্বন্ধ নানাবিষয়ক, নানামুখী নয়—not in multilateral reference, but in one-pointed reference, 'ক'-এর অনুবন্ধে 'খ'-এর সম্বন্ধ কি একমুখী, না নানামুখী?—এইটি প্রশ্ন। ব্যবসায়ের কাষ্ঠায় নিষ্ঠা। গুরু, ইষ্টমন্ত্রাদি সম্বন্ধে তোমার জপাদির অনুবন্ধ, এই ভাবে বুঝিয়া লইও। অনুবন্ধ সাধু, অনুবৃত্তি সাধ্বী হওয়া চাই। তার পর, ঐ ব্যবধান চারিটি না সরা পর্যন্ত সম্বন্ধ ব্যবসায়ী হইয়াও 'মুখ্য' হয় না। লোহার গুঁড়া চুম্বকেই চায়; কিন্তু দেশাদির ব্যবধান থাকিলে কি হবে? অন্য বা ইতর সম্বন্ধও মুখ্যতাপত্তিতে অন্তরায়।

অক্ষমিন্দ্রিয়মিত্যত্র গৃহ্যতেঽক্ষতান্বয়ঃ।
সামান্যাধিকরণ্যেনাস্মিতেদন্তেতি চ দ্বয়োঃ॥ ২৪৪

'অক্ষ' বলিতে যদি 'ইন্দ্রিয়' বোঝ, তবু, অক্ষে অক্ষতাধর্মের অন্বয় আছে, লক্ষ্য করিও। বিষয়ের সঙ্গে মনের এবং আত্মার সম্বন্ধমুখ্যতা (পূর্বোক্ত অর্থে) ঘটে ইন্দ্রিয়দ্বারা। মন 'অব্যবসায়ী' থাকিলে, এবং ঐ চতুর্ব্যবধান বর্তমান থাকিলে, বিষয় সম্বন্ধ মুখ্যভাবে (অর্থাৎ, ঠিক 'গ্রহণ' রূপে) হয় না। 'অস্মিতা' এবং 'ইদন্তা' (অহং এবং ইদং)—এ দুটির সামান্যাধিকরণসংঘটক 'অক্ষ'। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান হইতে হইলে, প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমেয়চৈতন্য এবং প্রমাণচৈতন্য—এদের কোন কোন বিশেষভাবে সমানাধিকরণ সম্বন্ধে আসা চাই। সুতরাং, ঐ প্রকার সম্বন্ধসংস্থাপক অক্ষ আবশ্যক হয়। দৃষ্টান্ত লইয়া এই অক্ষটির সন্ধান করিও।

সংগৃহীততলাদীনামাবৃত্তৌ বৃত্তিতুল্যতাম্।
সমীকর্ত্তুং সমর্থোঽক্ষঃ কমঠমেরুমন্দরঃ॥ ২৪৫

ধর, একাধিক তল (plane), 'সংগৃহীত'—কোন ক্রিয়া নির্বর্হণ উদ্দেশ্যে 'এক সঙ্গে' করা হইয়াছে। (যেমন, Energy-র different levels and forms.) এই

'তল'গুলি আবর্তিত হইতেছে, অথবা হওয়া দরকার। এদের সব্বাইকার আবর্তনে তুল্যবৃত্তিতা (accordance and uniformity) রাখা যায় কিসে? বিভিন্ন তলে বিভিন্ন রকমের গতির 'সমীকরণ' হওয়া আবশ্যক। 'সম' মানে ঠিক সমান না হইতেও পারে; সমানুপাতিক হইলেও হয়। যেমন, সঙ্গীতে তিন অথবা ততোধিক গ্রামে স্বরমূর্চ্ছনায়; মৃদঙ্গাদির বোলেও বটে। এরূপ সমীকরণসমর্থ হইল অক্ষ। সুরে ছন্দে সমানুপাতিত্ব ঐ অক্ষ। বৃত্ত, বৃত্তাভাস, প্যারাবোলা প্রভৃতির অক্ষ তাদের যেটি সাধারণ অভিবিধি (General Equation)। জপাদিতে মধ্যমাদি অক্ষ সম্বন্ধে সতর্ক হইবে। গায়ত্রীজপে ষট্‌পদিকসুষমবৃত্তিতা—the Six-Phase Harmonic Process. (বাকি দুটি ঠিক ব্যক্ত নয়, তথাপি অক্ষধৃত রহিবে।) অর্দ্ধমাত্রারূপী মূল অক্ষ উদয়-বিলয় (ধন-ঋণ) মুখে রহিলে পরিবৃত্তি। 'ঊর্দ্ধমুখ' হইলে পরানির্বৃতি। পর পর ষট্‌চক্রবৃত্তি সম্পর্কে সুষুম্নার অক্ষত্ব।

৮॥ দণ্ডানুবন্ধিত্বপ্রাধান্যেনাক্ষস্য দক্ষত্বম্॥

(পক্ষান্তরে) দণ্ডের অনুবন্ধিত্ব যদি প্রধান হয়, তবে অক্ষ হয় দক্ষ॥ (অনুবন্ধিত্ব = Logical reference, সোজাসুজি লও।)

জ্যামিতির্দেশনিষ্ঠা যা কালে সংখ্যেয়বৃত্তিতা।
তয়োঃ প্রশাসনো দণ্ডঃ সমীকরণসূত্রতঃ॥ ২৪৬

সমীকরণসূত্রতঃ=সমীকরণসূত্রবশতঃ। দেশে যেমন অন্তর্নিহিত (নিষ্ঠিত) জ্যামিতিক সংস্থা রহিয়াছে, কালেও তদ্রূপ নিষ্ঠিত এক সংখ্যেয়বৃত্তিতা আছে। অর্থাৎ, ব্যবহারিক দেশকাল স্বগতসংস্থাবিশিষ্ট (having an intrinsic 'make' and pattern)। প্রথমটিকে যদি বল—intrinsic geometry of Space, তবে পরেরটি intrinsic kinematics of Time. দেশে-কালে কোন কিছু ঘটিতে গেলেই, এ দুয়ের অপেক্ষায় এবং তন্ত্রবিধিতে ঘটিতে হয়। দুটিতে দেশশক্তি-কালশক্তি—Power *ensemble* as Space-Time. এর 'লঙ্ঘন' হয় না, তবে 'সমাধান' হয়। সমাধানের সূত্রকে সমীকরণসূত্র বলা যায় (যথা, আধুনিক Law of Gravitation)। কর্মসম্বন্ধে

যাকে ‘অদৃষ্ট’ বলা হয় সেটি, মুখ্যতঃ, উক্ত দেশকালশক্তিসংস্থাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্য কর্মের উপযোগ-ফলাদি বিচারে জ্যোতিষের প্রমাণ প্রাসঙ্গিক।

দেশে পরিমেয়বৃত্তিতা এবং কালে সংখ্যেয়বৃত্তিতা নিষ্ঠিত। এ দুটিতে যৎ কিঞ্চিৎ ব্যবস্থানসমস্যা (problem of planned process) উদিত হয়, তার সমাধান নিমিত্ত সমীকরণসূত্র আবশ্যক। সূত্র না মিলিলে সমাধান (solution) সাধিত হয় না। সূত্রমাত্রের অনুশাসন, প্রশাসন—এই দুটি রূপ। অনুশাসনে যেটি অনুকূল, সেটির অন্বয়; প্রশাসনে যেটি প্রতিকূল, সেটির ব্যতিরেকও হয়। সূত্রের এই যে অন্বয়ব্যতিরেকী প্রশাসনরূপ, সেটিকে বলে ‘দণ্ড’।

সমীকরণসূত্র = Equation of Conformity. দণ্ড = Rule of Rectitude, of Pure Conformity.

অক্ষমাশ্রিত্য চারোহো জপাদিসর্ব্বকর্ম্মসু।
সমীকরণসূত্রেণ শাসিতাক্ষস্য দক্ষতা॥ ২৪৭

জপাদি নিখিল কর্মেই অক্ষ আশ্রয় করতঃ আরোহ, অভ্যারোহ সাধিত হয়। যথা, শঙ্খাবৃত্তিতে—in spiral motion. গায়ত্রীজপে ছয়টি পাদে ছয়টি শঙ্খাবৃত্তি রহে ইহা বুঝিও। নাদ এ সব কয়টিতে অক্ষরূপে থাকে। ইতঃপূর্বে বহুস্থলে পাদগুলিকে ঊর্মিকলা (wave phase) রূপে দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মপ্রত্যয়ে, প্রতিটি ঊর্মিকলায় শঙ্খাবৃত্তটি ‘নিষ্ঠিত’ থাকে। যেমন ধর, কোন একটা স্প্রিং। তার দুটি মুড়ো কোন এক তলে আঁটিলে। তার পর, মাঝখানে ধরিয়া সেটিকে টানিলে। দেখিতে ঊর্মির মত হইল, নয়?

এখন, কোন সমীকরণসূত্রের (নিরূপিতার্থে) যদি প্রশাসনে রহিয়া অক্ষ বৃত্তিমান্ হয় তো, সে অক্ষ দক্ষ। জপে উদয়বিলয় সেতুতে রহিয়া ‘অর্দ্ধা’ এই প্রশাসনসূত্র নির্দেশ দেন।

প্রশাসয়িতৃ যে সূত্র, তাকে বলে বিধি; এবং বিধির নির্ণয় (অন্বয় এবং ব্যতিরেকে) যদ্ দ্বারা হয়, তাকে বলে ‘শাস্ত্র’। সুতরাং, শাস্ত্রের এই লক্ষণ লইলে, কোন্‌টি ঋত, কোন্‌টি অনৃত, এর ব্যবস্থাপনে শাস্ত্র প্রমাণ। লক্ষণমত অশাস্ত্রীয় যেটি, সেটি অনৃত।

**৯॥ দণ্ডপরিবৃত্ত্যা বৃত্তত্বম্॥**

দণ্ডের পরিবৃত্তিতে বৃত্ত॥

আবিন্দু বিন্দুশেষঞ্চ বৃত্তং হি পরিতো মতম্।
অণুতনূরুভেদৈশ্চ তদপি ত্রিবিধং ভবেৎ॥ ২৪৮

বিন্দু (Point of Origin) থেকে আরম্ভ করিয়া কোন গতিবৃত্তি (বৃত্ত) যদি আবার বিন্দুতেই শেষ হয়, তবে, হয় পরিবৃত্তি। যেখানে উদয়, সেখানেই বিলয়। এই পরিবৃত্তি অণু, তনু, উরু ভেদে তিন প্রকার। অণুবৃত্তিতে পরিবৃত্তি বিন্দুমুখীনা হয়। তনুতে কলা; এবং উরুতে নাদ-মুখ্যা হয়। অণুতে intensive, উরুতে extensive, তনুতে expressive. শুধু জপে নয়, সর্ব ক্রিয়াতেই এ তিনটিকে দেখিও।

পরিবৃত্তেন সংগ্রাহ্যং বৃত্তকোণাদিকঞ্চ যৎ।
চতুর্ধা তস্য বিশ্লেষো দেশকালাঙ্কবস্তুভিঃ॥ ২৪৯

পরিবৃত্ত দ্বারা (by a complete act of revolution) সংগ্রাহ্য (coverable) হয় যা কিছু—বৃত্ত (sphere), 'কোণ' (cone), শঙ্খাবৃত্ত (spiral) ইত্যাদি—তাদের চারি প্রকারে বিশ্লেষণ হইতে পারে—দেশ, কাল, অঙ্ক, বস্তু—এই চারি 'নিরূপক' অনুবন্ধে। 'অঙ্ক' বলিতে যেটি অঙ্কন করে—marks, traces; সুতরাং, যাহা সব কিছুকে 'লেখাঙ্কনে' দেখায়; nexus, সম্বন্ধ। অঙ্ক ব্যতীত আকৃতি হয় না।

অতএব, পরিবৃত্ত দেশ-কাল-সম্বন্ধ (বা নিমিত্ত)-বস্তু—এই 'বৃত্তভাগ'-চতুষ্টয়ে (functional quadrants-এ) বিশ্লেষণ হইতে পারে। অর্থাৎ, পরিবৃত্ত চতুষ্পাৎ। দেশকালাদির আধারে ('Frames') যখন কোন ঘটনার বিশ্লেষ করিবে, তখন এরা হয় 'চতুর্ম্মান' (four basic co-ordinates of any event-analysis)।

অঙ্কয়তি কলাবিন্দু-নাদাংশ্চেতি ত্রিধা পুনঃ।
সপ্তভঙ্গিবিধানেন দণ্ডস্য সপ্তধাঙ্কনম্॥ ২৫০

ঐ পরিবৃত্ত চতুষ্টয়ের মধ্যে যে অঙ্ক (অঙ্কক যে সম্বন্ধ বা নিমিত্ত—the tracing and informing Factor), সেটি, পূর্বালোচিত বিন্দু-কলা-নাদ—এ তিন 'মুখে' (sense or reference-এ) তার অঙ্কনটি করে। যার ফলে হয়—অণুবৃত্ত (microscopic), উরুবৃত্ত (macroscopic), এবং তনুবৃত্ত ('মধ্যম', সাধারণ)। সুতরাং, দণ্ড (the Ruling and Conforming Principle)-এর বিধান বা বিধি 'সপ্তভঙ্গী'। দণ্ড দ্বারা বিশ্বলেখাকৃতির যে অঙ্কন-প্রশাসন হইতেছে, তাতে সপ্তভঙ্গী দর্শন করিবে। দেশকালকে এক করিয়া লও; আর, বস্তুকে আর এক। 'বস্তু' মানে এখানে সত্তাশক্তি। এ দুটির সম্পর্কেই অঙ্ক হয় অঙ্কক। অঙ্ক ঐ দুয়ের প্রতিটিকে অণু, তনু (মধ্যম), উরুরূপে অঙ্কন করে। ফলে, ছয় 'ভঙ্গী' (Six 'Modes' of Becoming)। এর মূলে অঙ্ক নিজে অঙ্কনসূত্রসামান্যরূপে থাকে। কাজেই ১+৬=৭, এই সপ্তভঙ্গী (Seven Basic Modes)। বিশ্বের দণ্ডবিধি সপ্তপর্বা।

১০॥ তদ্‌বৃত্তপ্রতিচ্ছেদাৎ প্রবৃত্তত্বম্॥

(দণ্ডের ঐরূপ) পরিবৃত্তিতে যদি প্রতিচ্ছেদ ঘটে, তবে 'প্রবৃত্ত', এই সংজ্ঞা॥

ধর, দুটি সরলরেখা পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করিল। (অবশ্য, সমকোণে না হইয়া বিষমকোণেও হইতে পারে; তার ফলে, a system of oblique co-ordinates)। এখন, যে কোন গতিবৃত্তিকে ঐ দুটি 'প্রতিচ্ছিন্ন' সরলরেখার সম্বন্ধে (with respect to 'that' frame of co-ordinates) যদি ব্যাসে এবং সমাসে দেখা যায়, তবে, সমগ্র গতিলেখটির যে আলোচ্য আকৃতি (analytic or analysable section) পাই, সেটিকে বলে 'প্রবৃত্ত' (an 'event', 'occurrence')। প্রতিচ্ছেদটি সোজা আকৃতিতে পাবার জন্য, উক্ত সরল প্রতিচ্ছেদ কল্পিত হইল বুঝিও।

পরিবৃত্ত্যা হি দণ্ডস্য বিশ্বং যদ্ বর্ত্তুলায়তে।
তদ্ ব্রহ্মাণ্ডাভিধং জ্ঞেয়ং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্॥২৫১

দণ্ডের পরিবৃত্তিবশতঃ বিশ্বসামগ্রীর বর্তুলাকৃতি (Sphere Pattern) হয়; সেই 'বিশ্ববর্ত্তুল্'-টিকে বলে 'ব্রহ্মাণ্ড'। এবং এটি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণরূপে তিন। 'দণ্ড'

বলিতে পূর্বোক্ত সমীকরণ সূত্রপ্রশাসন—The Rule of a pan-Cosmic Equation. পরিবৃত্তি=এর পূরা সাবকাশতা=its total field or range of application. এ সামগ্রিক বিনিয়োগটিকে যদি সকল 'মানে' (dimensions-এ) লও তো, ঐ 'ক্ষেত্র'-টি হইল 'বর্ত্তুলবৎ'। (সমগ্রভাবে ঠিক বর্তুল নয়; অবচ্ছেদে—by limiting the dimensions বর্তুল।) সুতরাং, এ 'বর্তুল' বা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বধ্যাতার 'ধ্যানে' আছে, অস্মদাদির কল্পনাতে নেই।

ক্রিয়াকৃতিত্বমাদ্যেন সূক্ষ্মং শক্ত্যনুপাতিতা।
ক্রিয়াকৃতেশ্চ শক্তীনাং কার্য্যতাশক্যতাশ্রয়ম্।
সম্ভূয়মানতাবীজং ভূর্ভুবঃ স্বর্যথাক্রমম্॥
চতুরস্রপ্রতিচ্ছেদাদপেক্ষমাণদৃষ্টিতঃ।
সামগ্রীচ্ছেদকং চিত্রং প্রবৃত্তং ঘটনাভিধম্॥ ২৫২-২৫৩

'স্থূল' বলিতে বিশ্বের ক্রিয়াকৃতি (Patent Pattern—Cosmic Actual); 'সূক্ষ্ম' বলিতে অনুপাতসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে শক্ত্যাকৃতি (Potent Pattern—Cosmic Potential) বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম কেবল 'শক্তিপিণ্ড' নয়। যেমন, চিত্তের সংস্কারব্যূহ। ক্রিয়াকৃতি এবং শক্ত্যাকৃতি (লক্ষ্য কর যে, এটিকেও আকৃতি বলা হইল)—উভয়স্থলেই জিজ্ঞাসা হয়—কার্যের যেটি ধর্ম, সেই কার্যতা, আর, শক্তির ধর্ম শক্যতা, এ দুটির আশ্রয় কি? এবং শক্ত্যাকৃতি আর কার্যাকৃতি, এ দুই আকারেই যে সম্ভূয়মানতা—possibility of becoming—তারির বা 'বীজ'-টি কি? এই দুই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত 'কারণ'-ও মানিতে হয়। অর্থাৎ, বিশ্বের কারণরূপ। —A Cosmic Root, Basis. ঐ তিনটি, ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এ তিনের সঙ্গে যথাক্রমে মিলাইয়া লইও।

এই যে বিশ্বসামগ্রী (Cosmic Totality), এটিকে, যদি কোন অবেক্ষকের (Observer's) দৃষ্টিতে, পূর্বোক্ত প্রতিচ্ছেদ ভঙ্গীতে (অর্থাৎ, দুটি সরলরেখাকে পরস্পর ছেদে লইয়া কোন এক 'চতুরস্র' অবেক্ষণ-আধারে) দেখিতে যাও তো, বিশ্বসামগ্রীর ছেদজন্য যে 'চিত্র' মেলে (a sectional view with respect to a certain system of co-ordinates chosen by a given Observer), সেটিকে বলে 'প্রবৃত্ত', এবং সেটির 'ঘটনা' (Event) আখ্যাও হয়।

কিন্তু ঐ প্রতিচ্ছেদটি 'সুষম' না হইয়া 'বিষম' (asymmetrical, cross-grained) হইতেও পারে। সাধারণ লোকব্যবহারেও ঘটনা আছে; বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান ব্যবহারেও আছে। আগেরটি 'অবিমৃশ্য' ঘটনা; এর শোধনাদি আবশ্যক। তাই পরের সূত্র—

**১১॥ তদ্‌বৃত্তানুচ্ছেদানুবৃত্তত্বম্॥**

(পূর্বোক্ত দণ্ডপরিবৃত্তির) অনুচ্ছেদ হইলে অনুবৃত্ত॥

বিশ্বসামগ্রীর এক নিজস্ব অন্বয় (intrinsic congruence) আছে, যেহেতু এটি প্রশাসয়িতার পরিবৃত্তি। এর অন্বয় মহাসমন্বয়। সুতরাং, এই universal domain of Cosmic Reason থেকে যে কোন 'ছেদ'-ই লও, তাতে অন্বয়বিরুদ্ধতা (non-amenability to reason) আভাসিক (apparent)। ইহা অবশ্য ঠিক যে, এই বিশ্বের মূলে, সুতরাং সব কিছুরই মূলে, একটা 'অনিরুক্ত' (undefined) কিছু থাকেই। কাজেই, বুদ্ধির ব্যবসায় ভানগ্রাহী নয়, ভাসগ্রাহী। তথাপি, Alogical-এ 'imbedded' হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ব এক Logical Entity—'বৌদ্ধ' বিশ্ব। প্রতিচ্ছেদাদি এই বৌদ্ধ বিশ্ব সম্পর্কে লইয়াই ঘটনাদিকে 'বুঝিতে' হয়। যদি বল— 'সবটা, আসলটা বোঝা গেল না', তাতে ইষ্টাপত্তি। 'বুদ্ধের্যঃ পরস্তু সঃ'—সেই পরতত্ত্বে যদি যাবে তো 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'। তাই—

অবেক্ষকেণ যৎকিঞ্চিদসমঞ্জসমাহৃতম্।
পরীক্ষয়া সমাহার্য্যং সমঞ্জসং সমীক্ষয়া॥
সুষমো বিষমো বাপি প্রতিচ্ছেদো দ্বিধা মতঃ।
সুষমচ্ছেদকো যস্তু সোঽনুচ্ছেদো বিশেষতঃ॥ ২৫৪-২৫৫

কোন অবেক্ষক অসমঞ্জস (incongruent, non-corresponding to formula, pattern) ভাবে যেটি সমাহার করিল, সেটির যথার্থ এবং যোগ্য সমাহার হয়

পরীক্ষায়; এবং সেটি সমঞ্জস হয় সমীক্ষায় (by ratiocination)। আগেই বলা হইল যে, প্রতিচ্ছেদ সুষমও হয়, আবার বিষমও হয়। তার মধ্যে যাহা সুষমচ্ছেদক (making a symmetrical, harmonic section), তাকে 'অনুচ্ছেদ' জানিবে বিশেষভাবে। 'অনু' বলিতে অনুলোমে—'towards'—ঋতং সত্যম্।

ক্রিয়াশক্ত্যাদিসামগ্রী হ্যানুরূপ্যেণ গৃহ্যতে।
অনুবৃত্তের্বিজ্ঞানেন ততোঽনুবৃত্তিরন্বয়ঃ॥ ২৫৬

বিশ্বের ক্রিয়ারূপ, শক্তিরূপ এবং বীজরূপ—এই তিন লইয়া যে সামগ্রী (wholeness), সে সামগ্রীটিকে বিজ্ঞান যদি পূর্ব লক্ষিত 'অনুচ্ছেদে' গ্রহণ করিতে পারে, তবে বিজ্ঞান ব্যবহারের 'অনুবৃত্তি' বা 'অন্বয়' সাধিত হইল, অন্যথা নয়। বলা বাহুল্য, প্রজ্ঞানবিরহবিধুর যে বর্তমান বিজ্ঞান, তাতে এই অনুবৃত্তি, অন্বয় সম্যক্ হইতেছে না। এর Matter, Life, Mind-এর analysis 'cross-sectional', সুতরাং, unrealistic, dead; 'ছেদ' 'প্রত্যবচ্ছেদ' এক নয়। 'প্রাণিক ছেদে' সামগ্রীসমঞ্জসতা শুধু 'লক্ষ্য' হইবে না, বর্তিয়া রহিবে। যেমন, বর্তমানে Nuclear Physics-এর যে 'Nucleus', সেটি একটা physical (কাজেই, conventional) 'cross-section' মাত্র; a live section of a live whole of Reality নয়।

১২॥ তদ্বৃত্তিবিচ্ছেদাদ্ বিরামঃ॥

(পূর্বোক্ত) পরিবৃত্তির বিচ্ছেদ হইলে বিরাম॥

পারস্পরিকসঙ্ঘাতাত্তরঙ্গাস্তব্ধতোপমম্।
বৃত্তান্বয়স্য বিচ্ছেদাদ্ গ্রন্থিকূটত্বমাপ্যতে॥
দোদুল্যমানতা বাপি ন তস্থৌ ন যযৌ স্থিতিঃ।
বৃত্তবিচ্ছেদজন্যোঽয়ং বিরামঃ সর্ব্বকৃন্তনঃ॥ ২৫৭–২৫৮

বিশ্বসামগ্রীসমঞ্জসতায় (in Cosmic Congruence Pattern), বিচ্ছেদ ('arrest', 'deadlock', 'stalemate') যদি অসঙ্গত হয় তবু যে কোন সান্ত

অবেক্ষকের (finite Observer's) প্রতিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ চিত্রলেখায় বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে।

সমষ্টির যে 'ভাস' (appreciation) আমাদের হইতেছে, তাতেও সমষ্টির এক একটা মূর্চ্ছাদির মত অবস্থান (Cosmic 'Torpor', 'Swoon'—এই জাতীয় একটা কিছু) থাকিতে পারে মনে হয়। বিশ্বের কারবারে ধনসম্বেগ আর ঋণসম্বেগ যেন একটা পারস্পরিক শোধচুক্তিতে স্বাক্ষর করিল। কিন্তু এ কথা বাদ দাও।

অনুচ্ছেদাদিতে দুটি তরঙ্গশ্রেণি যখন পারস্পরিক সঙ্ঘাতবশতঃ (due to mutual interference), তাদের আপন আপন বৃত্তান্বয়ের (lines of 'proper' propagation) এর ভঙ্গ জন্য একটা স্তব্ধতায় (tie অথবা deadlock-এ) আসে, তখন স্পষ্টতঃ ঐ বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত পাই। সে বিচ্ছেদবশতঃ শক্তির 'গ্রন্থিকূট' (dynamic tangle or 'knot') ঘটে, এবং যেটি প্রবৃত্ত, তার বিরাম হয়। আলোক শব্দাদির স্থলে এ সব 'atropy', 'blind spot' ইত্যাদি। এখানে 'সাড়া' নেই। মনে 'Suspense'; প্রাণে 'Suspended Animation'। জপধ্যানাদিতে এর উদাহরণ খুবই মিলে। কচিৎ বা অগ্রগাবৃত্তি—the action in progress—বিরামে দোদুল্যমানতা রূপ পায়। চিত্তে সংশয়, বিকল্প; প্রাণে ও বাকেও একটা 'থম্‌কিয়া দোল-খাওয়া' ভাব। যন্ত্রের তারে খাসা সুরলহর খেলিতেছিল; এইবার, তার শুধু 'প্রিং প্রিং' করিতে লাগিল। সুরসম্বেগ যেন দিশে পাচ্ছে না, কোন্‌দিকে কিভাবে যায়! অস্পষ্ট ভাব তার পঙ্গু ভাষায় জড়াইয়া যেন 'আমতা আমতা' করে। 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। তারের কৃন্তনের উপমা লইয়া বলা হইতেছে—বিরাম সর্ব্বকৃন্তন।

বিরাম বৃত্তিবিনাশের স্থল নয়। বিরাম যে সর্বতোভাবে অনভিপ্রেত, এমনও নয়। তাই পরের সূত্র—

**১৩।। তত্র ক্লিষ্টাক্লিষ্ট-ভেদঃ ।।**

বিরামে ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট, এই ভেদ॥

অক্লিষ্ট-ক্লিষ্টভেদেন বিচ্ছেদোঽপি দ্বিধা স্মৃতঃ।
স্বচ্ছন্দবৃত্ত আদ্যস্তু কৃচ্ছ্রবৃত্তোঽপরোঽসিতঃ॥

বিশ্রামঃ পুনরারামো ধনং স্বচ্ছন্দতাস্পৃশৌ।
আস্বচ্ছন্দ্যং বগাহ্যান্যৌ ব্যামোহবিভ্রমাবৃণম্॥২৫৯-২৬০

ক্রিয়া বা ব্যাপার মাত্রের এমন একটা স্থল বা ভূমি (plane) আছে, যেখানে স্থিত এবং প্রবৃত্ত হইলে, সে নিজ (স্ব) ছন্দে বাহাল থাকে। সে স্থলে তার 'স্বাস্থ্য', স্বচ্ছন্দতা। শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, স্নায়ুসম্বেগ—এসব থেকে আরম্ভ করিয়া চিত্তের ভাব-ভাবনাদিতেও ঐ স্বাস্থ্য-স্বাচছন্দ্য 'স্থল'টি আছে, এবং সেটির সন্ধান করিবে। ঐ স্থলটি ধরিতে না পারিলে (the calm centre, the placid zone in all kinds of disturbance), গতিস্থিতি, সুতরাং বিচ্ছেদবিরামও স্বচ্ছন্দবৃত্ত না হইয়া কৃচ্ছ্রবৃত্ত (troubled, strained) হইয়া পড়ে। যেমন, জপে ধ্যানে বাহ্যবৃত্তির বিচ্ছেদে। জপধ্যান সারিয়া উঠিলাম, কিন্তু বাকে সংযম (মৌন), চিত্তে ধৈর্য এবং প্রসাদ (তুষ্টি) মিলিল না। অথবা, বিচ্ছেদবিরামে শুধু 'নিগ্রহ' (repression) মাত্রই হইল—বিক্ষেপক-আক্ষেপক সংস্কার-ব্যূহের। ভিতরে প্রাণের তন্ত্রী কৃচ্ছ্রভাবে শুধুই অস্বস্তিকৃন্তনটিই করিতে থাকিল!

এবম্প্রকার কৃচ্ছ্রবৃত্তিতা 'অসিতা'—অশুক্লা, মলিনা। এতে যন্ত্রে স্ত্যান, আর, মন্ত্রে দৌর্মনস্য আসে।

এই নিমিত্ত বিচ্ছেদবিরামকে 'ধনে' (as positive gain) অথবা 'ঋণে' (as otherwise) দেখিতে হয়। প্রাণের যেটি স্বাচ্ছন্দ্যতন্ত্রী (basic harmony 'temper'), সেটির 'স্পর্শে' (in con-cordance) রহিলে, 'ধন'। তখন, বিরাম হয় 'আরাম' ও 'বিশ্রাম'। বিশ্রামে শ্রম (fatigue of activation) বিগত হয়, কাজেই, স্ত্যান তিরোহিত; আরামে দৌর্মনস্য দূর, কাজেই, তুষ্টিপ্রসাদে উপযোগ ঘটে। আর, অস্বাচ্ছন্দ্য বা কৃচ্ছ্রকলিলে যেটি (যে বিরাম বিচ্ছেদ) মগ্ন করিতে চলে, সেটি 'ঋণ' (a remainder of momentum that stresses to disturb the evenness of positive accession)। এটি তামস রাজস ভেদে দ্বিবিধ—ব্যামোহ ও বিভ্রম। একটা obscuring confusion; অন্যটা distracting delusion. একটাতে 'সব যেন গুলিয়ে গেল' এই ভাব; অন্যে, 'সব যেন ভেস্তে গেল'। ধন=শুক্ল; ঋণ=অশুক্ল।

পরের সূত্রে অক্লিষ্টধারার অনুসরণ—

**১৪ ।। ছেদোপমর্দ্দবিরহবিশিষ্টাক্লিষ্টধারা প্রশান্তবাহিতা ।।**

ছেদ এবং উপমর্দ—এ দুটি রহিতভাবে যদি অক্লিষ্টধারা চলে, তবে, সে ধারাকে বলে প্রশান্তবাহিতা॥

'ছেদ' বলিতে ভঙ্গ বা চ্যুতি। অন্য কোন ধারা কর্তৃক 'ব্যাঘাত' (interference) নিমিত্ত, ঐ ভঙ্গ ঘটিলে, তাকে 'বিলোপ' (interruption) বলিব। আর, তার নিজস্ব কোন বাধাবশতঃ ভঙ্গাটি ঘটিলে, তাকে বলিব—'অবলোপ'। যেমন, জপকালে বা ধ্যানকালে রেডিও-র আওয়াজ, টেলিফোনের ঘণ্টি ইত্যাদিতে বিলোপ। ভিতরের বিক্ষেপবশতঃ ছিন্ন হইলে অবলোপ। দুই স্থলেই অভীষ্ট ধারাটির 'কাটিয়া যাওয়া' ('crossed') ভাবটি থাকে।

উপমর্দে 'দাবিয়ে দেয়া' ভাব।—Suppression, Compression, Repression ইত্যাদি। এরও বিভিন্ন রূপ—অপমর্দ, বিমর্দ ইত্যাদি। ছেদ এবং উপমর্দ—এতদুভয়স্থলে ধারার 'প্রতিঘাতক' কিছু থাকে, এবং সেই প্রতিঘাতকের বেগমানের উপর নির্ভর করে—ছেদোপমর্দ কতটা, কিভাবে হইবে।

প্রতিঘাতজন্যবেগেন যাঽক্ষিপ্যমাণবৃত্তিতা।
তস্যাং ছেদোপমর্দ্দৌ যৌ লোপৌ বিপ্রতিপূর্ব্বকৌ॥ ২৬১

কোন অভীষ্ট ধারাতে প্রতিঘাতজন্য বেগবশতঃ (due to the impact of any intruding factor) যে আক্ষিপ্যবৃত্তি (a continued, aggravated disturbed condition) ঘটে, তাতে, ঐ ধারায়, বিলোপপ্রতিলোপ নামে ছেদোপমর্দ সম্ভাবিত হয়।

তাভ্যাং বিরহিতাঽক্লিষ্টা যা ধারা নিরুপদ্রবা।
প্রশান্তবাহিতা সা স্যাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-দ্বিমাত্রিকা॥ ২৬২

উক্ত বিলোপ-প্রতিলোপ বিরহিতা, অর্থাৎ, বিলোপ-প্রতিলোপ হয় নাই যার, এমন—ধারা, যদি পূর্ব সূত্রানুরূপ অক্লিষ্ট (not 'laboured') হয়; এবং সে ধারায় যদি উপদ্রবরহিত ধর্মটিই রহে, তবে সে ধারাকে বলে প্রশান্তবাহিতা। 'নিরুপদ্রবা'

বলিতে—কেবল যে বিলোপ-প্রতিলোপ এমন নয়, পরন্তু, 'অবলোপ' বা অবলুপ্তিরও নিষেধ হইল। কেবল যে, বাইর থেকে কিছু 'কেটে দিচ্ছে, দাবিয়ে রাখছে' এমন নয়; ভেতর থেকেও কোন 'গাঁঠ' কার্যতঃ ঠেকিয়ে রাখছে না।

তথাপি প্রশান্তবাহিতা, স্থূল-সূক্ষ্ম—এই দুটি তল সম্পর্কিত (two-dimensional) হয় বলিয়া 'দ্বিমাত্রিক' ('two-dimensional' quiescence and placidity)। এটি 'তল-লম্ব' দুটিকে 'সাধিয়াছে', 'বেধ'-কে এখনও সাধে নাই। সূক্ষ্ম আর কারণের যে সন্ধি, সে সন্ধিবেধ এখনও তাতে হয় নাই। এই নিমিত্ত, এ প্রশান্তি ঋতম্ভরা সত্যম্ভরা এখনও নয়। তাই—

**১৫।। তত্রাপি বেধবিরহবিশিষ্টত্বে সম্প্রসাদঃ ।।**

প্রশান্তবাহিতায় যদি ক্লেশবীজদ্বারাও বেধ না হওয়া, এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তবে হয় সম্প্রসাদ (সম্যক্ প্রসন্নতা) ॥

ধর, এক স্রোতস্বতীর বক্ষঃ। নদীর বক্ষস্তলটিকে এক সরলরেখা মনে করিলাম। তবে নদীটির 'বাহিতা' অপর এক সরলরেখা দ্বারা দেখান' যাবে। দ্বিতীয়টি প্রথমের সঙ্গে 'লম্ব' সম্বন্ধে। এতে নদীর দ্বিমাত্রিক মান মিলিল। যদি নদীবেগ তটাদি দ্বারা অভিহত, বাতাদি দ্বারা বিষম বিক্ষুব্ধ না হয় তো, গতি অক্লিষ্টা এবং প্রশান্তা। কিন্তু নদীর বেধমানে, গভীরে যে কি আছে, বা থাকিতে পারে, তার খোঁজ হয় নাই। গতির যে ক্লেশ ও অশান্ততা, তার হেতু বাইরে থাকে বটে, তথাপি গভীরে, অন্তঃস্তলে মুখ্যতঃ থাকে। যথা, নদীর bedstrata গুলির nature of formation ইত্যাদি। ঐগুলি নদীর বেধমান। যেমন, মার্বেল রক্‌সের মধ্যে নর্মদা। এখানে গতি কুটিল, তথাপি শান্ত। আগে ও অন্তে ('ধোঁয়াধার' প্রভৃতিস্থলে) গতি বিষমবিক্ষুব্ধ। এই উপমা লইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর।

ক্লেশস্য কারণং যত্তু তস্য স্যাদ্ বেধরূপতা।
তস্যা অসুরবিদ্ধত্বং সূক্ষ্মং তু পাপ্মাবিদ্ধতা॥
যত্র নিবার্য্যতে ক্লিষ্টং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্।
ত্রিমাত্রিকঃ প্রসাদঃ স সম্প্রসাদ ইতীরিতঃ॥ ২৬৩-২৬৪

নদী অথবা অপর যে কোন বেগরূপতার তলাকৃতিকে বিষয় করিয়া যে ক্লিষ্টভাব থাকে, সে ক্লেশ একমাত্রিক এবং স্থূল। যেমন, নদীতে বায়ুর অভিঘাত, নৌকাদি চালন নিমিত্ত। এ 'ক্লেশ' surface-acting মানসে ও প্রাণে এ অবস্থায় 'এনস্'রূপ ক্লেশ দ্বারা আকৃতি ক্লিষ্টা হয়। নদীর তটাদি সম্বন্ধজন্য যে ক্লেশ, সেটি দ্বিমাত্রিক, যেহেতু সেটি কেবল আকৃতি নয়, পরন্ত নদীর শক্তিসঙ্ঘাতসম্বন্ধ (power alignment)-কেও বিষয় করে। এজন্য, স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্মও (শক্তিসঙ্ঘাতরূপে) এখানে আসিল। আর, নদীর যেটি আপন বাস্তবরূপ (জলসংস্থা), সেটি বেধমাত্রিক। তটসংস্থা এবং বাতাদিসংস্থা 'শান্ত' রহিলেও, নদীর এই আপন বেধসংস্থার উপর মুখ্যতঃ নির্ভর করে নদীর সাবলীলস্বচ্ছন্দতা। কেননা, বেধসংস্থাই সর্বত্র কারণসংস্থা।

নদীর উপমায় সবিস্তার হইল প্রসঙ্গ। প্রাণে, বাকে এবং মানসে এ উপমানের মর্ম ভাবনা করিবে। যে কোন বৃত্তির তলসংস্থা (আকৃতি) অনভিপ্রেত অন্য বৃত্তিবেগে বিদ্ধ হইতে পারে। এতে অভীষ্টবৃত্তিবৈরূপ্য ঘটে। আবার, অভীষ্টবৃত্তির লম্বসংস্থা (গতিচ্ছন্দাদি) ব্যাহত হইতে পারে। এটি পাপ্মা। এতে বৈগুণ্য। শেষ, তার বেধসংস্থা (স্বভাব ভাবনা) বাধিত হইতে পারে। ইহা 'অসুরবেধ'। ফল, বৈধর্ম্য।

এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—বৈরূপ্য, বৈগুণ্য, বৈধর্ম্য—এ তিনই নিবৃত্ত হইয়া বৃত্তিধারায় যে ত্রিমাত্রিক 'প্রসাদ' প্রতিষ্ঠিত করে, সেটির আখ্যা 'সম্প্রসাদ'। 'যেনাত্মা সম্প্রসীদতি'।

এই প্রসঙ্গে এই শ্লোক কয়টি ভাবিও—

পাশবদ্ধন্তু শালায়াং দুষ্টাশ্ব ইব সহ্যতাম্।
বহিঃ প্রগৃহ্যমাণং তং তিতিক্ষস্বাপি দুর্দ্দমম্॥
অনুদ্বেগকরণ্চাশ্বং প্রগ্রহাদ্ ধীরতাং নয়।
প্রমুক্তপ্রগ্রহে সৌম্যে প্রসন্নং সুসুখং ব্রজ॥ ২৬৫-২৬৬

তোমার ইন্দ্রিয় আর চিত্তরূপ দুরন্ত অশ্বটি আদৌ শালায় (কোন শুভকর্মাদিতে) দৃঢ়বদ্ধ (নিগ্রহ) কর, এবং নিগ্রহাধীন তার সকল দুরন্তপনা সহ্য কর (সহিষ্ণুতা)।

তারপর, তাতে বিচারবিবেকের 'লাগাম' লাগাইবার মত হইলে, তাকে বাহির করিয়া, দুর্দম হইলেও, তাতে চাপিয়া বইস (সংযম ও তিতিক্ষা)। সে বশ হইয়া যখন আর উদ্বেগ ঘটাইবে না, তখনও প্রগ্রহ হাতে রাখিবে। তাকে 'ধীর' হইতে শিক্ষা দাও (শমদম)। 'বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি...'। শেষে সে যখন সৌম্য হইল, তখন প্রগ্রহও ত্যাগ কর; তখন 'প্রসন্ন' হইয়া সুসুখে চলিতে থাক (এটি শ্রদ্ধাসমাধানের ভূমি)।

**১৬॥ বৃত্তমতীত্য বৃত্ত্যোপরমঃ॥**

যে কোন সান্ত এক বৃত্ত (finite sphere)। তাতে যে বৃত্তি (being or action with respect to that given field or sphere), সেটি বৃত্তবৃত্তি। সে বৃত্তকে ঐ বৃত্তিটি যদি ছাড়িয়া যায়, তবে, সে বৃত্ত সম্পর্কে উক্ত বৃত্তির 'উপরম'॥

একটা প্লেটে ইলেকট্রিক চার্জ রহিয়াছে। যদি চার্জ চলিয়া যায় তো, তার উপরম। মানসাদি স্থলেও এই লক্ষণ লাগাইবে।

বস্তুবৃত্তং ক্রিয়াবৃত্তং শক্তিবৃত্তমিতি ত্রিধা।
তদ্‌বৃত্তবৃত্তিমত্যেতি সোঽপরতিরিরিতি স্থিতা॥ ২৬৭

বস্তুবৃত্তং (Thing Sphere), ক্রিয়াবৃত্ত (Action Sphere), এবং শক্তিবৃত্ত (Force Sphere)—বৃত্ত এই তিন রকমের। যেমন, জপকর্মে বাক্ হয় বস্তুবৃত্ত, মনের সঙ্কল্পাদি হয় ক্রিয়াবৃত্ত, এবং প্রাণ হয় শক্তিবৃত্ত। এখন, তিন বৃত্ত (three-fold sphere) ছাড়িয়া যায় (অত্যেতি) যদি কোন বৃত্তিবিশেষ অথবা বৃত্তিসামান্য, তবে, সেরূপ হওয়াকে বলে উপরম। উপরমের ব্যাপ্তি বৃত্তিমাত্রনিরোধ অবধি আছে বুঝিবে। তবে, বিশেষ বিশেষ বৃত্তিস্থলেও অব্যাপ্তি নেই। বস্তুবৃত্ত প্রভৃতি তিনটিকে সমাহারে লইলে, উপরম উত্তম; দুটির সম্পর্কে হইলে মধ্যম; একটির সম্পর্কে অবম।

স্পর্শকবেগসমৃদ্ধে র্বিবেকখ্যাতিতাদয়ঃ।
অস্পর্শঃ পরবৈরাগ্যং সাংখ্যসূত্রেণ বিভ্রতি॥ ২৬৮

ধর, কোন 'কেন্দ্র' লইয়া এক বৃত্তবৃত্তি (spherical motion) চলিতেছে। কেন্দ্রের (যথা, অহমের) আকর্ষণী শক্তি তাকে ঘুরাইতেছে। তথাপি তার একটা বিপ্রকর্ষক সম্বেগও (tangential moment-ও) আছে। ঐ বিপ্রকর্ষকে 'স্পর্শক'ও বল। যেমন, মাত্রাস্পর্শ মনঃসংযোগকে টানিয়া লয়। এই স্পর্শকের বেগসমৃদ্ধি হইলে কি হয়? কেন্দ্র অভিতঃ যে বৃত্তটি চলিতেছিল, সে বৃত্ত যেন চাপসরাণো স্প্রিং-এর মত খুলিতে লাগে। কেন্দ্রমুখ না হইয়া, সে সম্পর্কে 'পরাঙ্-মুখ' হয়। সেই কেন্দ্রবন্ধন সে কাটাইবে। মানসক্ষেত্রে এটি বৈরাগ্য। এটি সাধিত হয় কেন্দ্রবিশেষ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণজনক যে 'সম্পর্ক' (সাধুসঙ্গ, গুরুকৃপা ইত্যাদি), সে স্পর্শকের সমৃদ্ধিসংঘটনে (acceleration of the tangential component)। যে কেন্দ্রে 'অভিনিবেশ' আবশ্যক ও অভিপ্রেত, সে সম্বন্ধে কোন 'স্পর্শক'-কে মিত্র ও ধনমুখে মিলাইতে হয়। সে স্থলে 'উপরম' মানে অন্যকেন্দ্রীণতোপরম।

উপরমের প্রসংখ্যান, বিবেকখ্যাতি, পরবৈরাগ্য, অস্পর্শ এসব ভূমি আছে। 'সাংখ্যসূত্র' দ্বারা এ সকলের 'ভরণ' করে। কি ভরণ করে? উপরম। 'সাংখ্যসূত্র' বলিতে এস্থলে দর্শন বিশেষ নয়। সংখ্যাসংখ্যেয়ানুপাতসূত্র—Principle of ratio-proportionality বুঝিতে হইবে।

যেখানেই যেভাবে বৃত্তবৃত্তি হইতেছে, সেখানেই তার নিয়ামক-নিরূপক এক 'সংখ্যা' থাকে (যথা, এটমিক নাম্বর ইত্যাদিতে)। বৃত্তিটি সে সংখ্যা সম্বন্ধে 'সংখ্যেয়'। এ দুয়ের অনুপাত যথাযথ নিরূপণযোগ্য যে অভিবিধি বা সূত্রদ্বারা, তাকে বলে 'সাংখ্য'। যেমন, ওঁকার জপ যদি অষ্টপদী হয়তো, প্রশ্ন হয়—সে অষ্টপদের যথার্থ সুষমানুপাত বিষয়ক 'সাংখ্য' কি? মানুষের ক্রমোজোম নাম্বর যদি হয় ৪৮, তবে প্রশ্ন হইতে পারে—মনুষ্যজাতির প্রজননে এই সংখ্যাটি তার সংখ্যেয়ের সঙ্গে ঠিক কি অনুপাত রাখিলে তবে জাতির কোন অভীষ্ট অথবা অনভীষ্ট আকৃতিতে 'রূপায়ণ' (mutation) হইবে অথবা হইবে না।

বৃত্তমাত্রের স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয়—এ ত্রিবিধ 'সাংখ্য'-ই যদ্দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা 'প্রসংখ্যান'। স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ রূপে বৃত্ত বা দৃশ্যসামগ্রী এর বিষয়। সুতরাং, এটি প্রকৃতিবিজ্ঞান। এর প্রতিযোগিতায় যে শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ দৃগ্ (দ্রষ্টৃ) বিজ্ঞান সেটি 'বিবেকখ্যাতি'। যে 'বৈরাগ্যের' কথা আগে আভাষে বলা হইয়াছে, সে বৈরাগ্য

পরাকাষ্ঠায় আসে প্রসংখ্যান প্রতিযোগিনী যে বিবেক খ্যাতি তদ্দ্বারা। অর্থাৎ, দৃগ্‌-দৃশ্যসাম্যসমাপত্তিতে। দৃশ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া পূরা না হওয়া পর্যন্ত দৃগ্‌দৃশ্যের কারবার বন্ধ হয় না। কারবারের 'জেরটুকুও' (সংস্কার লেশ) মুছিয়া গেলে, তবে 'অস্পর্শ'।

গণিতে কোন বৃত্তবিশেষকে আদৌ তার 'সাংখ্যে' (Equation সম্বন্ধে) জান। তারপর জান তাকে সমগ্র রৈখিক বিজ্ঞানের আধারে। এবং সেটিকে দেশ-কাল-সামান্যাধারে। তখন প্রশ্ন হয়—এ দেশ-কালই বা কি, আর, কার সম্বন্ধে? প্রমেয় ঐ পদার্থ কোন্ প্রমাতা সম্বন্ধে? তখন প্রমেয়কে ছেড়ে প্রমাতার এবং প্রমাণের পরীক্ষা (epistemological analysis)। তারপর, প্রমাতার স্বরূপ নিশ্চয়ে অতীত্যবৃত্তিতা—transcendence ইত্যাদি।

উপরম এইরূপ নানা অনুবন্ধে বুঝিবে।

**১৭॥ শূন্যং সমেত্য বৃত্ত্যোপশমঃ॥**

শূন্যে সমেতবৃত্ততা হইলে উপশম॥

শূন্যমপেক্ষ্য সংখ্যেয়ং কল্প্যত ইতি নিশ্চয়াৎ।
সর্ব্বসংখ্যেয়বৃত্তীনাং ব্যাসানাং বৈন্দবো লয়ঃ॥
কলাকলনবিস্তারং নাদবিন্দ্বোর্যদন্তরম্।
দ্বন্দ্বনির্ম্মুক্তমদ্বৈতমুপশমো হি তল্লয়াৎ॥ ২৬৯-২৭০

শূন্যকে অপেক্ষা করিয়াই সংখ্যেয় যে কল্পিত হয়, তাতে নিশ্চয় আছে তো? সেই শূন্যাদি সূত্রগুলি পুনশ্চ প্রণিধান কর। আদৌ নিখিল সংখ্যেয় বৃত্তির 'ব্যাস' (অরসমূহ) একান্ত সঙ্কোচনপূর্বক তাদের 'নাভি' যে বিন্দু, তাতে 'বৈন্দবলয়' সাধিলে। (জপব্যাহরণে যেরূপ করিতে হয়।) তারপর, নাদ এবং বিন্দুর যে 'অন্তর' (Medium, 'Interval'),— যে অন্তরকে আশ্রয় করতঃ কলাকলন বিস্তার হয়,—সে অন্তরটিকেও লয় করিলে। 'অন্তর' দ্বারাই 'অন্তরিত' হইয়া বিন্দু-নাদ-কলা পরস্পরের তাদাত্ম্য থেকে মুক্ত হইয়া সংখ্যেয় বৃত্তিমান্ হয়। অতএব, অন্তরলয় হইলে দ্বন্দ্বনির্মুক্ত যে অদ্বৈত—সেইটি। এটি 'উপশম' সংজ্ঞায় আসে। তবে, এখানেও

সূক্ষ্মভেদ পূর্বে লক্ষিত হইয়াছে। অন্তরলয় (resolution of the interval factor) দ্বিবিধ—সমবেত এবং সমেত। প্রথমটিতে বিন্দুনাদকলার সমানাধিকরণ্যসমাপত্তি এবং সামরস্য। এতে বিন্দুর 'এক' এবং 'পূর্ণ'—এ দুটি 'পিঠ' মেলে। সমেতস্থলে শূন্যের পিঠ-ও। অর্থাৎ 'অন্তরের' কলাভিমুখীন 'মুখ' নৈষ্কল্যমুখীন হয়। তাই—

নেমিশূন্যমরান্ ধত্তেঽরশূন্যং নাভিনিষ্ঠিতম্।
সমেত্য নাভিশূন্যত্বং বিশ্বচক্রস্য শূন্যতা॥ ২৭১

বিশ্বচক্রের নেমি, অর, নাভি। নেমিকে যদি শূন্য কর, তথাপি অরসমূহ, প্রসরৎ-শক্তিসম্ভাব্যতারূপে (as lines of possible power projection), রহিয়া গেল। এইবার, অরশূন্যও কর—যে অর নাভিনিষ্ঠিত রহিয়াছে। নাভি = the Basic Formula; অর = lines of formulation; নেমি = the formulated. শেষকালে, নাভিটিকে শূন্য কর। তা হইলে নেমিশূন্য, অরশূন্য, নাভিশূন্য—এই তিনশূন্যই 'বিন্দুশূন্যে' 'সমেত' হইল। এরূপ হইলে বিশ্বচক্রের শূন্যতা।

'বিন্দুশূন্য'-কে দুইভাবে ভাবিয়া উপশম বুঝিবে। বিন্দু স্বয়ং পরমে বিলীন—এই এক, নিখিল প্রপঞ্চ বিন্দুতে বিলীন—এই আর।

উপরম-উপশম—দুটিই কাষ্ঠায় মিলিত। তবে, প্রথমটিতে অতীত্য বৃত্তিতার (going beyond-এর) ভাবমুখ্যতা; দ্বিতীয়ে সমেত্যবৃত্তিতার (absorbing and resolving) ভাবমুখ্যতা। এক বলে—'সব ছাড়'; অন্য বলে—'সব নিরঞ্জনে মিলাও'। এক বলিল—'কিছুই আর রৈল না যে!' অন্যে বলিল—'ঐ কিছুই না-থাকাই যে আসল থাকা!'

ভক্ত এবং কর্মীও স্ব স্ব অনুবন্ধে উপরম-উপশম লইবেন। লক্ষণে কোন পক্ষপাত নেই।

**১৮॥ বৃত্তং নিপাত্য যদ্‌বৃত্তিত্বং তন্নিবৃত্তত্বম্॥**

বৃত্তের 'নিপাতনে' যে বৃত্তিমত্ত্ব হয়, তাকে বলে নিবৃত্ত হওয়া॥

'প্রবৃত্ত' আগে হইয়াছে; এইবার 'নিবৃত্ত'।

যৎ কলাকালয়োঃ সাম্যং কলনমাত্রতান্বয়াৎ।
অন্তে মধ্যে য আকারস্তেন তত্র বিশিষ্টতা॥ ২৭২

'কলা' আর 'কাল', এ দুটিকে ভাবিয়া দেখ। দুটিতেই 'কল্'; কাজেই, দুটিতেই 'কলনমাত্র', এই ধর্মে অন্বয় আছে। কলা-কাল, দুয়েই বলে—'কলন করি'। দুটির বিশেষ কিসে? কলার অন্তে 'আ', কালের মধ্যে 'আ'। বেশ, তাতে কি হইল? কলার 'আ' কলাকে বলে—'তুমি নিখিলকলনের উপাদান ('Matter') হও দেখি।' কালের 'আ'-বলে— "তুমি নিমিত্ত হইয়া সকলের আকৃতি ('Form') দাও দেখি।" কলা দিক্ পরিমাণ; কাল দিক্ সংখ্যা। কলা দিক্ পাদ, কাল মাত্রা; কলা স্বর বা সুর, কাল ছন্দঃ, আকৃতি।

কলাকালের এই কলনমাত্রসমতাটিকে 'সৌষমে' (as harmony relation) লওয়াই সৃষ্টিতে 'রচনা', আর জীবনে 'সাধনা'। কাল ও কলা হরগৌরীর মত 'অর্দ্ধনারীশ্বর' হইয়া আছে বটে, কিন্তু 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'! কলা হয় তো কাল হয় না; কাল হয়তো কলা হয় না। সৌষম্যটি রহিয়াছে অনেক বৈষম্যের পাল্লায়। সৌষম্য সাধিতে একটা সৌষ্ঠবের ক্রম ধরিতে হয়—

সৌষম্যেণ হি সঙ্কোচো নেমেঃ স্যাদ্ বিনিপাতনম্।
সন্নিপাতোঽরসম্বন্ধী প্রণি-র্বিন্দুপরিক্রমা।
ত্রিধৈবং বৃত্তবৃত্তীনাং সৌষ্ঠবেন নিপাতনম্॥ ২৭৩

প্রথম, বৃত্তকে 'নিবৃত্ত' (অথবা, নির্বৃত্ত) করিতে হইলে, সুষমভাবে (symmetrically) তার নেমিসঙ্কোচ কর। জীবনে, সাধনে—সর্বত্র। কর্মজাল, চিন্তাজাল সুশৃঙ্খলায় সাবধানে গুটিয়ে আন। নিবৃত্তির এইটি প্রথম ভূমিকা। এর নাম দাও 'বিনিপাতন'। অরসমূহকেও (যেমন, বাসনাদি) যদি গুটাইতে পার তো— 'সন্নিপাতন'। সাধনে আত্মশুদ্ধিপ্রয়াস দ্বারা এই দুটি কর্মে লাগিতে পার, লাগিবেও। কিন্তু বিন্দুব্রহ্মে সমর্পণ না হইলে, ঐ দুটি 'পাতনে' বারংবার পতন। নেমি আর অর 'চিৎ' করিতে যাইয়া নিজেই 'চিৎপাৎ' হইতে হয়। তবু 'লগা রহো'। চাই কিন্তু সমর্পণ

যোগে 'বিন্দুপরিক্রমা' (জপাদিতে যেমন)। এটিকে বল—'প্রণিপাতন'। 'বিন্দু' বলিতে—ভাব, বোধ, শক্তি ইত্যাদির ঘনীভাবপরিসীমা।

এইবার, ঐ তিন বৃত্তবৃত্তি বা ব্যাপারই (বিনিপাতন, সন্নিপাতন, প্রণিপাতন) যদি সৌষ্ঠবের সহিত (without any residual untoward strains and stresses) সাধিত হয়, তবে হইল, 'বৃত্তনিপাতন'—নিবৃত্তি। যেমন, কর্মাদির নিবৃত্তি হইতে গেলে আদৌ কাম্যকর্মসঙ্কোচ, মধ্যে কামনাসঙ্কোচ, অন্তে তদেককাম হইয়া তন্ময়তা সমাপত্তি আবশ্যক হয়। জপে ব্যাহরণ নিবৃত্তি কোথায়, তাও দেখ।

লক্ষণটি ব্যাপক। গণিত বিজ্ঞানাদি ব্যবহারেও সংলগ্ন হইবে। দৃষ্টান্ত লইয়া দেখ। একটা সাধারণ বৃত্তেরি উপমা লইয়া লক্ষণটি সর্বতোভাবিত হইয়াছে।

**১৯॥ শ্রেণিশরীরে পরিচ্ছেদাবচ্ছেদাভ্যাম্॥**

বৃত্তের পরিচ্ছেদ এবং অবচ্ছেদ হয় যথাক্রমে 'শ্রেণি' ও 'শরীর'॥

'শ্রেণি' বলিতে ক্রমান্বয় (series), কোষ (envelopes) ইত্যাদি। 'শরীর'=কোন মূর্ত সঙ্ঘাত (vehicle, embodiment, gross or subtle)।

বৃত্তবৃত্তিপরিচ্ছেদাচ্ শ্রেণিকোষাদিজন্যতা।
অবচ্ছেদেন তস্যাঃ স্যুঃ শরীরাণি বিশেষতঃ॥ ২৭৪

ধর, কোন বৃত্ত। সে বৃত্ত যদি কেন্দ্রটি ধ্রুব রাখিয়া ব্যাসার্ধ বাড়াইয়া বা কমাইয়া বৃত্তান্বয় (a system of concentric circles) করে; অথবা, কেন্দ্র ঠিক রাখিয়া স্প্রিং বা শঙ্খাবর্ত ভঙ্গীতে নিজেকে সজ্জিত করে; অথবা কেন্দ্র থেকে এক অক্ষ কল্পনা করিয়া, সেই অক্ষে নিজেকে ঊর্মি-আকৃতিতে বিতত করে; তবে, এই সকল এবং এতদনুরূপ স্থলে, বৃত্তবৃত্তির 'পরিচ্ছেদ' হইয়া 'কোষ', শ্রেণি' ইত্যাদি আকার ধরে। পরিচ্ছেদ স্থলে মূলা বা আদ্যা যে বৃত্তবৃত্তি, সেটি তার বৈভবিধি (ব্যাপ্তি বা বিতান সূত্র) বজায় রাখিয়া নিজেকে বহুধা 'অভ্যস্ত' করে। গণিতে series, প্রাণিদেহে 'কোষ' ইত্যাদি লইয়া সূত্রটি বিচার করিয়া দেখ। জপে, বিন্দুকেন্দ্রী নাদাক্ষে যে সুষম-কলাসমূহ বিতত হয়, তারা এই শ্রেণি-সংজ্ঞায় আসে। সঙ্গীতেও অনুরূপ। শ্রেণিতে

নাদমুখ্যতাবশতঃ ‘প্রসরৎ’ ভাব; কোষে বিন্দুমুখ্যতায় ‘সঙ্কুচৎ’। সংখ্যায় জপ ‘শ্রেণিবন্ধ’ হয়। মেরুতে আসিয়া জপ শক্তিমণ্ডল বা কোষরূপ পায়। শ্রেণিকে অযথা ভাঙ্গিতে নেই; কোষকে অযথা কাটিতে নেই। একটি ছেদ্য, অপরটি বেধ্য, এরূপ হইলে শক্তিসমর্থতা ঘটে না। শ্রেণিতে ক্রিয়াদির সমুচ্চয় হয়; কোষে হয় সঞ্চয়। কোষে স্বগতভাব, শ্রেণিতে সজাতীয় ভাবটি অধিকারে থাকে। এ দুটিতে বিজাতীয় অনবকাশ। শরীরে বিজাতীয় সাবকাশ। অর্থাৎ, তিনটি ভাবই শরীরে থাকিতে পারে। পূর্ব দুটি স্থলে অভিবিধি-আনুগত্য (conformity to one given pattern and governing formula), শরীরস্থলে ‘অবতরণ’ করিয়া, এবং শরীরকে তার মূর্ত আয়তন রূপে অঙ্গীকার করিয়া, কিছুটা ‘লাঘব’ মানিয়া লইল। অবচ্ছেদের ‘অব’ এই অবতরণের (incarnation-এর) দ্যোতক। শরীর অবশ্য মুখ্যতঃ স্থূল নয়। লিঙ্গাদি শরীরও লক্ষণে আসে। যাহা শরীরী, তারও অবশ্য শ্রেণিভাব এবং কোষভাব পরিগ্রহে বাধা নেই; তথাপি, শরীরমাত্রে ‘অবচ্ছেদ’ বলিয়া এক বিশেষ ধর্ম থাকিবে। শ্রেণিতে ও কোষে নিয়ামক অভিবিধি শুদ্ধ বা প্রায়িক শুদ্ধ থাকে বলিয়া, তাদের ছন্দে ও আকৃতিতে পূর্বোক্ত সজাতীয়ভাবটি প্রধান থাকে। সঙ্গীতে কোন রাগের অভিবিধি অনুযায়ী যে স্বরবিতান হয়, সেটি শ্রেণি; তানে এবং মূর্চ্ছনায় কোষরূপতাও পাই। মৃদঙ্গাদির বোলেও অনুরূপ। কিন্তু এক রাগ এবং অন্য রাগের শরীর পৃথক। জাতি, বা ‘ঠাঠ’, এ সবের মিল রাগশরীরেও থাকিতে পারে।

ধর, এক বৃত্ত। বৃত্ত যদি বৃত্তাভাস, প্যারাবোলা ইত্যাদি আকৃতিতে যায় তো, বৃত্তের ‘শরীর’ বদল হইল। এক সাধারণ অভিবিধি-অনুশাসনে রহিয়াও, এ সব শরীরের বিশেষ বিশেষ অভিবিধিও হইল। শ্রেণী-কোষে যে প্রকারের পৃথক্ত্ব, শরীরে শরীরে পৃথক্ত্ব তা থেকে ভিন্ন—ইহা লক্ষ্য করিবে। এক শরীর ধ্বংসে বা উদ্ভবে অন্য ধ্বংস বা উদ্ভব হইবেই—যেমন এই স্থূলশরীর ধ্বংসে লিঙ্গাদি শরীর ধ্বংস—এমন নিয়ম নেই। কিন্তু শ্রেণীতে বা কোষে শ্রেণীবন্ধ বা কোষবন্ধ যে সমস্ত অঙ্গ বা অবয়ব, তাদের যোগক্ষেম আবশ্যক হয় সমগ্র শ্রেণী বা কোষের যোগক্ষেমের নিমিত্ত। জপক্রিয়া শ্রেণীবিশেষ। উদয়সেতু থেকে বিলয়সেতু পর্যন্ত, এ শ্রেণীর কোন অঙ্গাই স্খলিত অথবা বিকল হইলে হইবে না। এক মন্ত্র বা যন্ত্র অন্য মন্ত্র বা যন্ত্র হইতে পৃথক্ ‘শরীর’।

শ্রেণী বা কোষে কোন নির্দিষ্ট বিন্দু সম্পর্কে অক্ষের প্রশাসন (governance by the Axis Principle with respect to a given 'origin' or point of reference) থাকে। এক শরীরে অন্য শরীরে এই প্রশাসন নাও থাকিতে পারে। 'নির্মাণ শরীর', 'কায়ব্যূহ' ইত্যাদি স্থলে ঐ প্রশাসন থাকিতেও পারে। অস্মদাদির শরীরও, কেবল স্থূল-সূক্ষ্মাদি নয়, পরন্তু কোষাকৃতি এবং শ্রেণ্যাকৃতিতে নির্মিত—a series of inter-linked apparatus—$A_1$, $A_2$, $A_3$... তথাপি, এক শরীরের অপর শরীরাপেক্ষায় 'অবচ্ছেদ' রূপ বৈশিষ্ট্য আছে। এই জন্য, এক শরীর অন্যের সম্বন্ধে 'ব্যাবৃত্ত'। একের ইন্দ্রিয়াদিও অন্যের থেকে ব্যাবৃত্ত। অবশ্য, এ ব্যাবৃত্তি আপেক্ষিক ও আনুপাতিক।

শ্রেণিকোষশরীরাণি বিনিপাতাদিযোগতঃ।
প্রাণায়ামজপধ্যানৈঃ সমাধৎস্বাশু বৈন্দবে॥
আদ্যেন বিনিপাতশ্চ মধ্যমাৎ সন্নিপাতনম্।
অন্ত্যেন প্রণিপাতশ্চ মন্ত্রযন্ত্রাদিষু ক্রমঃ॥ ২৭৫-২৭৬

পূর্ব সূত্রালোচনায় বিনিপাত, সন্নিপাত এবং প্রণিপাত দেখান' হইয়াছে। শ্রেণিকোষ-শরীর—এ তিনে ঐ তিনের যথাযোগ্য সাধন। শরীরে বিনিপাত, কোষে সন্নিপাত, শ্রেণিতে প্রণিপাত—মুখ্যতা লক্ষ্য করিও। (নিপাতন—এ তিনেরি সাধারণ সৌষম্যসাধন।) সাধনে—প্রাণায়ামে (মুখ্যতঃ শরীর বিষয়ী) বিনিপাতন সৌষ্ঠব সাধিত হয়। জপে (মুখ্যতঃ বাগাদির শক্তিকোষকলাবিষয়ী) সন্নিপাতন; অর্থাৎ, বিন্দুকে 'মেরু'-তে রাখিয়া, নাদাক্ষ আশ্রয়ে, কলাসমূহের সম্যক্ নিপাতন; যার ফলে, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে, নাদভাবহিরণ্যতন্তুতে রসসমুজ্জ্বল এক 'আন্তরকোষ' রচিত হইবে, আর যাতে, বিরসমলিন কোষকষায়বিধুর রসভাসলোলুপ মন রমণ করিবে। ধ্যানে—অভীষ্ট জ্যোতীরসপ্রত্যয়ৈকতানতায়—প্রণিপাতন। এ ধ্যান গাঢ় হইলে অচিরে বৈন্দবসমাধি সমধিগত হয় (সমাধৎস্বাশু বৈন্দবে)।

মন্ত্রযন্ত্রাদিতে বিনিপাতাদির এই ক্রম অনুসরণ করিবে। যেমন, ষট্‌কোণযন্ত্রে কোন ধ্রুব বিন্দু লইয়া প্রথমে উপর্যধঃ দুটি অক্ষ বিনিপাতন; তারপর, উপর্যধঃ দুটি

ত্রিকোণের এক সৌষ্ঠববিশেষে সন্নিপাতন; শেষে, এক বৃত্তরেখায় ঐ ষট্‌কোণকে প্রণিপাতন।

এইবার, জপস্থলে পূর্বোক্ত সূত্রগুলির সবিশেষ পরিচয় লও—

**২০॥ ধীমহীতি প্রশান্তবাহিতা॥**

(গায়ত্রী মাত্রে) যে ‘ধীমহি’, তাতে প্রশান্তবাহিতা॥

ধীমহিবৃত্তিবিশ্লেষে ম এধীত্যস্য ‘ধীম’-তা।
শান্তবৃত্তির্হকারঃ খং ধীমহীতি বিয়ৎস্থিতিঃ॥
ব্যাসব্যাকৃতিশূন্যত্বে সমাসসমতা যতঃ।
তদ্‌ধীমত্বং তু ধীরত্বং বিকার্য্যত্বেঽপ্যবিক্রিয়া॥ ২৭৭-২৭৮

‘ধীমহি’ পদটির বৃত্তিবিশ্লেষণে, ধীম+হি—এই রূপটি পাই। এ দুটি এক এক বিশেষ রহস্য সংজ্ঞায় দেখান’ হইতেছে। প্রসিদ্ধ শ্রৌত আবির্মন্ত্রে যে ‘মএধি’, সেইটিকে ‘ধীম’ জানিবে। ‘হে স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ! তুমি আইস আমার বুদ্ধিতে’। কিন্তু বুদ্ধি যদি গুহা বা কোষরূপই হয়, ‘বোধ’ রূপ না হয় তো, স্বপ্রকাশ বরেণ্য যে জ্যোতিঃ, সে জ্যোতিঃ তথায় আসে কিরূপে? তাই—‘হি’। হ=খং=আকাশ। ‘হি’, কিনা, সে আকাশরূপতায়, ‘বিয়দি’, স্থিতি হোক্ ধীর। সেই সূরিগণের মত ‘দিবীব চক্ষুরাততম্’। হকার শান্তবৃত্তি এবং মুক্তবৃত্তি। আকাশে ‘মাতরিশ্বেব’ বুদ্ধি অব্যাহত, অনাকুল হোক্।

পুনশ্চ, কোষাকৃতি যে ধী, তার নিশ্চয়ে এবং অধ্যবসায়ে যে ব্যবহার, সে ব্যবহার (পূর্বব্যাখ্যাত) ‘ব্যাস-ব্যাকৃতি’ (differential co-efficient) কে আশ্রয় করত। সব কিছু বলিতেছে—‘আমায় ব্যাসব্যাকরণে লইয়া—as differentiated —দেখাও’। সমাসসমতার উদ্দেশ কৈ? Differential Equations এর ছড়াছড়ি; Equations of Quiescence and Placidity কৈ? ‘ধীমহি’-র অন্তে যে ‘ই’ (I), সেটি নির্দেশ দেয় এমন এক স্থলের, যেখানে, ব্যাসব্যাকৃতি হয় শূন্য। ব্যাসব্যাকৃতি যেখানে শূন্য, সেটি ধ্রুব (C)। সুতরাং, ‘ধীমহি’ বলিতে বুদ্ধির এমন এক মুক্ত-শান্ত ভূমি, যেখানে সব Differential Equations অনবকাশ হয়। ধী আত্মাকে নিদিধ্যাসনে না পাইলে ‘ধীম’

হয় না। কেননা, মাণ্ডূক্যশ্রুতি যেমন বলেন—'শান্তং... স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।' কঠও বলেন—'শান্ত আত্মনি'। এ ভূমি না মেলা পর্যন্ত ধী হয় 'ধীর', কিন্তু 'ধীম' নয়। বিকার্য হওয়া সত্ত্বেও, যদি অবিক্রিয়া ধর্মটি থাকে তো 'ধীর'। 'র' = R = Intrinsic Stress Potential এখনও রহিয়াছে, যদিও কোন stress বশতঃ কোনরূপ strain (বিক্রিয়া) লক্ষিত হইতেছে না। ধীস্পন্দনের রণনস্বচ্ছন্দতায় ধীর; রমণস্বচ্ছন্দতায় ধীম।

**২১॥ বিদ্মহ ইতি সম্প্রজ্ঞাত-সম্প্রসাদঃ॥**

'বিদ্মহে' এর দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত যে সম্প্রসাদ, সেটি বুঝিবে॥

আগে 'সম্প্রসাদ' সূত্রিত হইয়াছে। তার সঙ্গে আসিতেছে 'সম্প্রজ্ঞাত'।

সম্প্রসাদ তিনপর্বে সমাপন হয়। সংপ্রজ্ঞায়মান, সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রসাদ যখন স্বলসিত-জ্যোতীরসানুভূতিতে পর্যবসিত হয়, তখন শেষেরটি। 'জ্যোতিরহং', 'রসং লব্ধ্বা আনন্দী'—এতে সম্প্রজ্ঞাত। প্রশান্তবহা সরিদ্‌বরার মত জ্যোতীরসাপূর্যমাণতায় প্রথমটি।

'বিদ্মহে' প্রথম দুটিকে অধিকারকরতঃ।

বীতি বিয়দ্‌বিতানং যদ্ বিন্দোর্নাদোপলক্ষণম্।
বিন্দূপলক্ষণং ম্নেতি নাদনৈবিড্যগাঢ়তা॥
হ ইতি সম্প্রসাদঃ স্যাদ্ হীতি প্রশান্তবাহিতা।
বোধস্য বিন্দুনাদত্বে যৌগপদ্যেন বিদ্মহে॥ ২৭৯-২৮০

বি+দ্ম+হে—এই আকৃতিটি বুঝিয়া লও। 'বি'=বিয়দ্‌বিতান। প্রাণ এবং সম্বিতের এমন এক বিততি (expansion), যেটি, অস্মিতাসমাধিতে যেমন, আকাশবৎ নিজেকে উদার বিভূ-রূপে দেখাইতেছে।—An all-pervasive expanse of Life-Consciousness. এটি কি? বিন্দুর নাদোপলক্ষণ। বিন্দু নাদের উপলক্ষণে যাইতেছে। অণু বলিতেছে—'দেখ, আমি মহান্ হই'। বিন্দু বলিতেছে—'আমি সিন্ধু হই'। উপলক্ষণ মানে তদ্‌ভাবমুপেত্য তল্লক্ষ্যতাবচ্ছিন্নতা। সরিৎ সাগরে উপনীতা হইয়া সাগরোপলক্ষিতা হইল।

আচ্ছা, 'দ্ম' বলিতে? নাদের বিন্দূপলক্ষণ। নাদসিন্ধু নৈবিড্যগাঢ়তার কাষ্ঠায় নিজেকে আবার বিন্দুরূপে দেখাইল।—The utmost intensive 'point'-ness of the Continuum as Life-Consciousness. অতএব, 'বি+দ্ম' এ দুটিতে প্রাণসম্বিতের অনুলোম-বিলোম, দুটি-কাষ্ঠাই দেখা হইল।

শেষ যে 'হে', সেটি সম্প্রসাদলিঙ্গ। যেমন, 'হে গোবিন্দ, হে গোপাল'—এতে 'হে' সম্প্রসাদসন্ধান সম্বোধন। 'এ' কারে গড়াইয়া যাওয়া বটে; জ্ঞান-ক্রিয়া-ভাব শক্তির ('হ') ত্রিধারা গড়াইয়া যতক্ষণ না তাঁতে (পরমাত্মায়) মিলিতেছে, ততক্ষণ সম্প্রসাদ নেই। এও লক্ষ্য কর যে—'হি' প্রশান্ত-বাহিতার লিঙ্গ।

কাজেই, বোধ বা ভান যদি যৌগপদ্যে নাদভাব এবং বিন্দুভাব—এ দুটিকেই মিলাইতে পারে, তবেই বিদ্মহে। আণবী দৃষ্টি এবং বৈরাজী দৃষ্টি—দুটিই সে বোধের দুটি আতত 'চক্ষুঃ' হওয়া আবশ্যক।

**২২।। নম ইতি প্রণিপাতেন নিবৃত্তিঃ।।**

'নমঃ'—এতে প্রণিপাতপূর্বক নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে॥

প্রণিপাতো নমস্কারঃ সমঞ্জসা পরিক্রমা।
শক্তিনাভিং সমুদ্দিশ্য বৈরাজশ্চ স বামনঃ॥২৮১

শক্তির যাহা 'নাভি', সে নাভিকে উদ্দেশ করতঃ সমঞ্জস যে পরিক্রমা, তাকে প্রণিপাতরূপ নমস্কার জানিবে।—Symmetrical turning round a 'Navel of Power'. ইহার বৈরাজ ও বামন—এই দুটি রূপ। গ্রহ সৌর পরিক্রমা করে; এটি বৈরাজ। ইলেক্‌ট্রন নিউক্লিয়াসের পরিক্রমা করে; এটি বামন। জপে নাদ কলাসহ বিন্দুপরিক্রমা করে। এটিকে বৈরাজ ও বামন—দুইভাবেই দেখিবে। লক্ষণায়, বৈরাজ = স্থূল ও macroscopic; বামন = সূক্ষ্ম ও microscopic. সুতরাং, বৈরাজপ্রণাম =কায়প্রণাম। বামনপ্রণাম=প্রাণ-মনের প্রণাম।

কায়প্রাণমনোভির্যা সৌষ্ঠববিন্দুবশ্যতা।
নমোমন্ত্রেণ সাধ্যা সা বিপ্রতীপং মনো নমঃ॥২৮১

কায়, প্রাণ, মনঃ—এ সকল 'বিন্দুবশ', 'নাভিনিষ্ঠিত' আছে অথবা নেই, এই তো প্রশ্ন। যদি বা থাকে তো সে বশ্যতায় সৌষ্ঠব আছে কি? সাধারণভাবে সঙ্ঘাত মাত্রেই তার নাভিবশ (subject to its nuclear power) থাকেই। কিন্তু সেরূপ থাকা সত্ত্বেও, যাহা সংহত ও মিলিত, তাদের তির্যক্, পরাক্, অর্বাক্—এ সকল বৃত্তিও অল্পাধিক থাকে (non-allegiance, non-conformity factors)। এ সব হ্রাস করিয়া তাদের নাভিনিষ্ঠ নিশ্চয়বৃত্তিতায় আনাই সৌষ্ঠব। আক্ষেপক বিক্ষেপকসমূহ বাধিত হইয়া যেগুলি 'সংক্ষেপক', তাদের গৌরবে আসা চাই।

সৌষ্ঠবে বিন্দুবশ্যতাসাধন হয় 'নমঃ' এই মন্ত্রে। এও দেখ যে—'মনঃ' কে বিপ্রতীপ করিলে (by changing the পরাক্, 'worldwise' sign) হয় 'নমঃ'। 'মনঃ' এবং 'নমঃ'—এ দুয়েরি 'ম'= 'আত্মন্'-এর 'ম'। আত্মনের 'মন্' কে যদি কোন তলবিশেষে ফলবিশেষে ('ন'-এ) বিসৃষ্ট কর তো হয় 'মনঃ'। যাহা তলবিশেষে ফলবিশেষে সিঞ্চিত হইতেছে, সেটিকে যদি ঘুরাইয়া আত্মাতেই সিঞ্চিত হইতে দাও তো হয় 'নমঃ'।

বষড়্বৌষট্ শরীরাণি প্রাণান্ স্বাহা তথা স্বধা।
হূঁফড়িতি তয়োঃসন্ধীন্ নিবৃত্তৌ প্রণিপাতয়েৎ॥ ২৮৩

বষট্ বৌষট্ মন্ত্রে, নিবৃত্তিতে, স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরযন্ত্রের প্রণিপাতন সাধিবে। স্বাহা ও স্বধা মন্ত্রে প্রাণের প্রণিপাতন; প্রাণ ও শরীরের যে সব সন্ধি, তাদের হূংফট্ মন্ত্রে। শরীর, প্রাণ, সন্ধি—এই তিন লইয়া সব কিছু সঙ্ঘাত। —Body Principle, Motor Principle, Link Principle. এ তিনের যে নিয়ম-নিশ্চয়পূর্বক নিতরাংবৃত্তি, সেটিকে 'নিবৃত্তি' বলা হইতেছে। (আগেকার 'নিবৃত্ত' সূত্রের অনুবন্ধে বিচার কর।) যে স্থলে বৃত্তির নিষেধ করিতে চাও, সে স্থলে 'নির্বৃত্তি' কথাটার বিশেষ উপযোগ।

মন্ত্র কয়টির সবিশেষ উপযোগ পরীক্ষা এস্থলে হইল না। তবে, কোন শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে সমর্থবেধ সংযোগে 'হূম্', এবং তাহা হইতে সমর্থশক্তিপ্রক্ষেপে 'ফট্'—এ ভেদটি ভাবনা করিও। যেমন, nuclear fusion এর জন্য 'হূম্', আর fission এর নিমিত্ত 'ফট্'। ভূতাপসারণাদিতে 'ফট্' কুণ্ডলিনীজাগৃতিতে 'হূম্'; ইত্যাদি।

**২৩॥ ব্রহ্মাস্মীত্যুপশমঃ॥**

'ব্রহ্মাস্মি'—ইহাতে উপশম (পূর্বসূত্রিত)॥

ব্রহ্মাস্মিতত্ত্বমস্যাদি-মহাবাক্যজপশ্রুতী।
সাক্ষাত্ত্বেনান্যথা বাপি মৃষাজৃম্ভণভঞ্জনে॥ ২৮৪

মূলাবিদ্যা দ্বারা স্পন্দ-বিক্ষেপ-ক্লেশব্যূহাদি যাহা কিছু বিজৃম্ভিত, তার ভঞ্জনে হয় উপশম। 'অহং-ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', 'সচ্চিদেকংব্রহ্ম'—ইত্যাদি মহাবাক্য এবং তদুপকারক মন্ত্রশ্রবণ এবং জপদ্বারা, সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে, অবিদ্যাপগম জন্য উপশম হইয়া থাকে। পরোক্ষস্থলে শ্রবণজপনসহ মনন-নিদিধ্যাসনও আবশ্যক। অপরোক্ষস্থলে মন্ত্রের স্বতঃ পাটব বা সামর্থ্য। এই স্বতন্ত্রধর্মটি পরতন্ত্রদ্বারা প্রায়শঃ অবগুণ্ঠিত থাকে। সব কিছুর বৃত্তির পরতন্ত্র কাটাইয়া সেটিকে স্বতন্ত্রে আনয়ননিমিত্তই জপে বিন্দুবিলয়।

গূঢ়ত্বেন গাঢ়ত্বেন কাষ্ঠাকলাংশপাদতঃ।
সর্ব্বং প্রপঞ্চিতং বিশ্বং প্রপঞ্চবীজমস্মিতা॥ ২৮৫

'ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যের 'অস্মি'টি কি পদার্থ?

নিখিল প্রপঞ্চিতের বীজকে 'অস্মিতা' বলিয়া জান। অহংপ্রত্যয় আর অস্মি প্রত্যয়—এ দুয়েই মূল বা প্রকৃতি হইল অস্মিতা। অহং এবং অস্মি—এ দুটিই ভাবপ্রত্যয়—discriminating, reviewing consciousness. অস্মিতায় ভানচৈতন্য আপনাকে বিষয় বিষয়ি সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন ভাবেই জানিতেছে। এরূপ 'জানা' ভানও পূরা নয়, অথচ ভাসও নয়। কাজেই, অনিরূপণযোগ্য। এটি ভানসামগ্রী আর ভাসবিশ্বের মাঝে 'সেতু'। সুষুপ্তির ভঙ্গে, জাগরণের ঠিক সন্ধিতে, এই অস্মিতার সন্ধান অনুভবে মেলে। অস্মিতায় নাদভাব এবং বিন্দুভাব—দুইভাবেরি আধার বীজ চৈতন্যে 'নিহিত' থাকে।

তাই বলা হইল—কলা, অংশ পাদাদিতে এই যে ভাসবিশ্ব (Cognisable Universe) প্রপঞ্চিত, তাতে গাঢ়ত্ব গূঢ়ত্বের একটা ক্রমশ্রেণি (graduated seriality)

দেখা যায়। তা হইলেই কাষ্ঠারও জিজ্ঞাসা হয়—কোথা থেকে কোন্ অবধি? একদিকে 'Continuum' (নাদ), অন্য দিকে 'Point' (বিন্দু)। এ দুটি 'মুখ' বা 'দিক্' এখনও (logically or factually) যাতে দ্বন্দ্বস্থ হয় নাই, হবার উপক্রম করে মাত্র, সেটি অস্মিতা। কাজেই, অস্মিতা Transcendental Logic এর 'category'.

অসিত্যস্তি হি যৎ কিঞ্চিন্ মীত্যাত্মনি চ বৈন্দবে।
বৃহত্ত্বেন মহত্ত্বেন হবনাদুপশাম্যতি॥ ২৮৬

অস্+মি=অস্মি; 'অস্' বলিতে যৎকিঞ্চিৎ অস্তি। 'মি' বলিতে বৈন্দব যে আত্মা, তাতে। (বিশেষ করিয়া, জপের অনুবন্ধে 'ব্রহ্মাস্মি' ভাবনা হইতেছে, তাও দেখ)। 'Me' (মি) = আত্মাধিকরণ = 'Self' as 'Point' of all reference and all-co-ordination. সেই বৈন্দব আত্মারূপ অগ্নিতে নিখিল 'অস্তি'-কে 'ঋতং-বৃহৎ' এবং 'সত্যং-মহৎ'—এ দুইভাবে হবন করিলে উপশম। এ হবনে আত্মার বৈন্দবভাবনাও নিঃশেষ হয়; সঙ্গে সঙ্গে 'অস্তি'র বৃহৎ-মহদ্ ভাবনারও সমাপন হয়।

বৃহ্+ম্+অন্=ব্রহ্মন্। আত্+ম্+অন্=আত্মন্।—এ দুটি সমীকরণ ভাবনা করিও।

ব্রহ্মাত্মানৌ মনিত্যন্তৌ মমাত্রমনিতীত্যতঃ।
আত্মা ব্রহ্মৈব তাদাত্ম্যাদাধারত্ববৃহত্ত্বয়োঃ॥ ২৮৭

ব্রহ্ম এবং আত্মা—দুয়েরি অন্তে আছে 'মন্'। 'ম্' মাত্র 'অনিতি', বর্তমান, আর কোন বিশেষ নাই—এইটি সূচিত অন্তের ঐ 'মন্' দ্বারা। অর্থাৎ, আত্মার যে 'আৎ'-রূপে অক্ষরাধারত্ব, এবং ব্রহ্মের 'বৃহ' রূপ যে বৃহত্ত্ব, সে দুটি ঐ 'মন্'-এ তাদাত্ম্যপরিনিষ্ঠিত হইল। আত্মা বলে—'আনন্দরূপ আমি সবের আধার হইয়া আছি।' ব্রহ্ম বলে—'সৎরূপে আমি সবকিছু হইয়া ও ব্যাপিয়া আছি।' 'মন্' বলে—'বেশ; আমি চিৎ-রূপে—আধারমানন্দমখণ্ডবোধরূপে—তোমাদের দুটিকেই তাদাত্ম্যে মিলাইতেছি।' এতাদৃশ মিলন—আনন্দ এবং সতের—বোধরূপ চিতে, হইল ব্রহ্মাস্মিহবন। এতে উপশম।

**২৪॥ সোঽহমিত্যুপরমঃ॥**

'সোঽহম্' এই মন্ত্রে উপরম॥

শূন্যং সমেতি পূর্ব্বো যঃ শূন্যঞ্চ শিবমদ্বয়ম্।
সর্ব্বকিঞ্চিত্ত্ববীজং যদকিঞ্চিদিতিলক্ষণম্॥
ধনর্ণধারয়োঃ সাম্যমুপশমালয়শ্চিরম্॥ ২৮৮-২৮৯

এই পাদের ১৭ সূত্রে উপশমের লক্ষণে 'শূন্যংসমেত্য' বোঝা হইয়াছে। 'শূন্য'-কেও দৃষ্টিপ্রকারতায় দেখা হইয়াছে। শূন্যকে 'প্রপঞ্চোপশমং' যে 'শিবমদ্বৈতং'—সে দৃষ্টিতে না দেখা পর্যন্ত এ দেখার বিশ্রান্তি হয় না। আর, সেরূপ দেখিতে পারিলেই 'আত্মা'-কে 'শেষ' দেখা হয়, এবং নিখিল প্রপঞ্চের একান্ত উপশমও হয়। কিন্তু ঐ 'শেষ'-এর 'প্রান্তে' অপর এক শূন্য। শেষটিকে 'অনুত্তর' বলাও হইয়াছে আগে। সে শূন্য সর্বকিঞ্চিত্ত্বের বীজমাত্র, এবং নিজে অকিঞ্চিদিতিলক্ষণম্। উপশম-এর 'উপ'-টিকে যদি সামীপ্য অর্থে নাও তো, এই শূন্য অবধি যাও। জপে পরাব্যক্ত বিন্দুতে লয় হওয়া যেমন। সৃষ্টিতে যে ধন-ঋণ ধারা দুটি বিপরীতমুখে বহিতেছে, তাদের যে চির নির্দ্বন্দ্বসমতাস্থল, সে স্থলকে 'উপশমালয়' জানিবে। অর্থাৎ, অনুত্তরস্থলের প্রান্তে যে শূন্যসমেত উপশম, সেটিকে শক্তিসমাহারকাষ্ঠা এবং সম্বেগসমতাকাষ্ঠা—এই দুই রকমেই সাধিতে ও পাইতে বলা হইল। একে বিন্দুশূন্যতা-পূর্ণতা; অন্যে নাদসমতাখণ্ডতা।

লক্ষ্য কর যে, 'আলয়' শব্দটি লাগান' হইল।

ওকারান্তস্য দন্ত্যস্য প্রাণস্য মূলবৃত্তিতা।
মহাপ্রাণে হমিত্যস্মিন্নাদবিন্দ্বেকবিগ্রহে॥
স্থূলে সূক্ষ্মে চ সর্ব্বত্রোপরতিরিতি মন্যতে।
সোঽহমো মূলবৃত্তিত্বমহমো দন্ত্যবৃত্তিতা॥ ২৯০-২৯১

'হ' কণ্ঠ্য অথবা মূল-উচ্চার্য। 'স' = দন্ত্য। অতএব, 'সো'—ওকারান্ত যে দন্ত্যপ্রাণ, সে প্রাণ যাইতেছে 'হং'-এক পানে। অর্থাৎ, প্রাণের দন্ত্যবৃত্তি, ওষ্ঠ্য যে

ওকার, তার সাহায্যে, প্রাণের মূলবৃত্তি যে হকার, তার দিকে চলিল। দন্ত্যবৃত্তিতে সব কিছুর ছেদপূর্বক গ্রহণ বা ত্যাগ হয়। 'স' = সিঞ্চিত শক্তি। 'ও' দ্বারা ঐ ছিন্নসিঞ্চিত প্রাণের, 'হ'—যে মূল এবং মহাপ্রাণ—তাতে আকর্ষণী বৃত্তিতে সংগ্রহ হয়। —Power, distributed and scattered, is unified and drawn back to its source and origin. আবার দেখ, কেবল 'হম্'। হ = প্রাণের নাদরূপ যদি বল তো, 'হম্' বলিতে কি বুঝিবে?—নাদবিন্দুর এক বিগ্রহরূপ। অর্থাৎ, 'হমে' নাদবিন্দু দুয়ে সম্মিলিত।

তা হইলে, পাইলে কি? 'সোঽহম্' বলিতে—স্থূলে, সূক্ষ্মে এবং সর্বত্র (কারণেও উপলক্ষণায়) উপরতি বুঝাইল। স্থূলে এবং সূক্ষ্মে অতীত্যবৃত্তিতা উপরমে হওয়া চাই-ই। কারণেও সে অতীত্যবৃত্তিতার ব্যাপ্তি হইলে, নির্ব্যূঢ় শুদ্ধ যে উপরম, সেটিও অধিগত হইল। নাদবিন্দুর ঐ 'একবিগ্রহ' বিশ্বকারণতার মূল 'ঘাঁটি'। ওটিও পার হও।

শেষকালে, সোঽহমের প্রতিযোগিতায় 'অহংসঃ'-কে বলা হইল। এ আকৃতির মধ্যস্থলে পূর্বোক্ত 'হং' রহিয়াছে বটে, কিন্তু আগের 'অ' যেন তাকে সদাই বলিতেছে—"তুমি অমন নাদবিন্দ্বেকবিগ্রহটি হইয়া থেকো না; নিরন্তর বিসর্জনীয় দন্ত্য-বৃত্তিতে যাও। আর, তা থেকে আবার 'হং'-এ ফের। এই রকম নিরন্তরস্পন্দনাকৃতি হ'য়ে হও—হংসঃ'। এই নিরন্তর বিশ্বপ্রাণের দোলাটি চলিলে, 'অ' বলে—'আমি অন্তরালে থাকি, কি বল?' অন্তরালে মূল-প্রয়োজকরূপে আদি 'স্বর' থাকেই।

**২৫॥ সর্ব্বমেব প্রণবেন॥**

এক প্রণবদ্বারাই (প্রশান্তবাহিতাদি উপরম-উপশম পর্যন্ত) সবই হইয়া থাকে॥

সহাবিতি পক্ষযুগ্মত্বে সোঽহমোমেব জানীহি।
অন্যপক্ষকমাদ্যং স্যাদাত্মপক্ষকমোম্ পরম্॥
আহার্য্যপক্ষকাণি স্যু র্ধীমহি বিদ্মহে নমঃ।
ভাগত্যাগপক্ষকন্তু ব্রহ্মাস্মীতি বিচারণা॥ ২৯২-২৯৩

'স্হৌ' প্রাণের যদি পক্ষযুগ্ম ভাবনা কর, তা হইলে 'সোঽহং' = ওঁকার, ইহাই স্থির জানিবে। তবে দুয়ের মধ্যে এই বিশেষ—প্রথমটি অন্যপক্ষক, আর প্রণব, 'স্-হ' পক্ষদ্বয় নিরপেক্ষ হইয়া আত্মপক্ষক। প্রথমটিতে, 'স্' আর 'হ্' বলিতে যে দুই বিশেষ প্রকারের প্রাণনবৃত্তি বুঝায়, তাদের অপেক্ষা করিতে হয় (dependence on 'other' functions); প্রণবে সে অন্যাপেক্ষা নেই। এইজন্য প্রণব আত্মপক্ষক—আপন কলা-নাদ-বিন্দু পক্ষসহই বৃত্তিমান্, selfdependent. ধীমহি, বিদ্মহে, নমঃ—এসব স্থলে আহার্যপক্ষতা থাকে। এদের, আপন আপন পক্ষ ছাড়াও, অনুকূল, উপকারক অন্য অন্য পক্ষের অধ্যাহার করিতে হয়—dependent on accruing or according positive functions. অর্থাৎ, মন্ত্রাদিরূপে এসব স্বতন্ত্র বৃত্তিমৎ প্রায়শঃ হয় না। অঙ্গী ভাবে নয়, পরন্তু মন্ত্রাদির 'অঙ্গ' ভাবেই প্রায়শঃ বিনিযুক্ত হয়। শেষকালে, 'ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি স্থলে, অঙ্গিত্ব আছে বটে, অর্থাৎ মন্ত্রাদিরূপে পূর্ণাঙ্গ হইলেও, ভাগত্যাগাদির অপেক্ষা থাকে। ভাগত্যাগাদি দ্বারা মহাবাক্যাদির 'শোধন' করা আবশ্যক হয়। কেননা, বীজমন্ত্রাদির মত এ সকলে 'ব্যাহরণের' প্রাধান্য নয়, পরন্তু অনুধ্যানেরই প্রাধান্য। আর, অনুধ্যান ঠিক হইতে গেলে, অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা ত্যাগ হওয়া চাই, এবং হানোপাদান বিরহিত যে তত্ত্বভাবনা, সেইটি হওয়া চাই।—Reduction of non-according factors, and congruence of the according factors.

এই চারি প্রকারের সপক্ষত্বধর্মাবচ্ছিন্নের মধ্যে প্রণবের শ্রেষ্ঠত্ব; কেননা, প্রণব আত্মপক্ষক। সকলের বৃত্তিব্যাপারবত্তা প্রণবেই সংগ্রহ-সমধিকৃত। প্রণব = প্র + 'নু', মনে রাখ।

মায়া লক্ষ্মীশ্চ লভ্যেতে ধীমহীত্যস্য মন্থনাৎ।
বিদ্মহ ইত্যতো বীজং বাগ্‌ভবং নমসো নমঃ॥ ২৯৪

'ধীমহি' মন্ত্রের মন্থনে মায়াবীজ হ্রীঁ এবং লক্ষ্মীবীজ শ্রীঁ সাররূপে আবির্ভূত। এইরূপ 'বিদ্মহে'-এর মন্থনে বাগ্‌ভব ঐঁ। 'নমঃ'-এর মন্থনে নমঃ। দুগ্ধাদিতে ঘৃত সূক্ষ্ম ও ব্যাপ্তরূপে থাকে, মন্থনে সংহত হইয়া আবির্ভূত হয়। এই উপমাটি মনে

রাখিবে এ সকল স্থলে। 'ধীমহি'-তে মায়াশক্তি এবং শ্রীর সন্নিবেশ তলাইয়া ভাবনা কর। 'বিদ্মহে'-তে বিশেষ বিদ্যাশক্তি।

ব্রহ্মাস্মীতি মহাকামোঽকামোঽকাময়তাখিলম্।
বিহায় কামকামিত্বমকামকামতা শমঃ॥ ২৯৫

'ব্রহ্মাস্মি'-তে মহাকামবীজ ক্লীঁ নিগূঢ় থাকে। কেননা, ব্রহ্ম অকাম হইয়াও অস্মিতারূপে 'অখিলং অকাময়ত'। তুমি যৎকালে এটিকে মহাবাক্যরূপে আশ্রয় কর, তখন, ভাগত্যাগে বিলোমে, তোমায় ব্রহ্মের অকামরূপতায় ফিরিতে হয়। কামকামিত্বরূপ যে 'অস্মি', সেটি ত্যাগ করতঃ অকামকাম হইলেই উপশম।

প্রশান্তবাহিতাঽকারাৎ সম্প্রসাদশ্চ ব্যাপ্যতে।
উপরতিরুকারেণ মকারান্নির্বৃতির্ধৃতা॥ ২৯৬

প্রণবের অকারে প্রশান্তবাহিতা এবং সম্প্রসাদ—দুটিই ব্যাপ্ত। উকারে উপরতি; মকারে নির্বৃত্তি ধৃতা।

পরমোপশমায় স্যু র্নাদবিন্দ্বাদয়ঃ সনাৎ॥ ২৯৭

এবং নাদ-বিন্দু-পরাপারীণা অর্দ্ধমাত্রা—এগুলি নিত্য যে পরমোপশম, তার নিমিত্ত জানিবে।

সামান্যতো হ্যকারেণ চোকারেণ বিশেষতঃ।
মকারেণ মিথশ্চাপি নাদবিন্দ্বাদিভিঃ স্বতঃ॥ ২৯৮

অকারে প্রপঞ্চপ্রত্যয়ের সামান্যতঃ অপগম হয়; উকারে সে অপগম বিশেষতঃ হইয়া উপরতির উপযোগ হয়; মকারে 'মিথঃ', কিনা, রহসি পরাপরমাভিমুখীন যে

সেতু, তার সন্ধান হয়; এ সকলে (কলায়) সাপেক্ষ উপযোগ (conditional fitness)। অর্থাৎ, পরাদিতে উপযোগ 'ম'-এ আসিয়া নাও হইতে পারে। এইজন্য নাদ-বিন্দু-অর্দ্ধমাত্রার সেতু ধরা চাই। সেটির 'স্বতঃ', কিনা, নিরপেক্ষ উপযোগ।

অতঃপর, ন্যাসসূত্র—

**২৬॥ গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃসামান্যাধিকরণ্যেন সামঞ্জস্যং ন্যাসঃ॥**

গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতা—এ তিনের সমানাধিকরণে সমঞ্জসতা যাতে হয়, সেটি ন্যাস॥

> যৎকিঞ্চিদ্ গৃহ্যতে বস্তু দেশে কাল উতান্যথা।
> তস্য যদ্ গ্রহণং যচ্চ গ্রহীতৃ চিদচিন্ময়ম্।
> অধিকরণসাম্যেন তেষাং সৌষ্ঠবসংস্থিতিঃ॥
> ভূতো ভাবো ভবো ভাবী ন্যাস ইতি চতুর্বিধঃ।
> অধিকরণসাম্যং স্যাৎ ক্রিয়াকারকতুল্যতা॥ ২৯৯-৩০০

দেশাধিকরণে, কালাধিকরণে, অথবা অন্যথা (সম্বন্ধাধিকরণে) যে কোন বস্তু গৃহীত বা গ্রাহ্য হয় (cognised or cognisable), তার যেটি 'গ্রহণ' (apprehension or cognition), এবং তার যেটি চিদচিৎ-ময় গ্রহীতা (cogniser), এ তিনের অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতৃর, যদি সমানাধিকরণতায় (in co-planar relation) সৌষ্ঠবপূর্বক (in harmony relation) স্থিতি হয়, তবে বলা যায়—তাদের 'ন্যাস' হইল।

'অধিকরণসমতা' বলিতে এখানে সর্বথা সমব্যাপ্তি অবধি নয়; পরন্তু ক্রিয়াকারকতুল্যতা হইলেই হইবে। ধর, ক্রিয়ার ছন্দঃকে বলা যাক্ 'তন্ত্র', কারকের ছন্দঃকে 'যন্ত্র' এবং 'মন্ত্র', তা হইলে তন্ত্রচ্ছন্দঃ যন্ত্র-মন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে সাম্যে থাকা আবশ্যক; বৈষম্যে থাকিলে অনিষ্টাপত্তি। পুনশ্চ, তন্ত্র-যন্ত্র-মন্ত্র—তিনের ছন্দঃকে অভীষ্টফল বা সিদ্ধিচ্ছন্দে সুষমান্বয়ে নেয়া আবশ্যক। Action suited to the Agent and Means, and these, again, suited to the Desired End. এর নিমিত্ত তিনটি ব্যাপারের প্রয়োজন হয়:— (১) ক্রিয়া এবং কারক শক্তির সমতলে

(co-efficiency in the same plane-এ) আসা চাই; (২) তাদের অনুপাতাদি সম্বন্ধের সৌষ্ঠব (concordant relation) থাকা চাই; আর, (৩) তাদের সত্তা, শক্তিমানের এবং ছন্দের লঘিষ্ঠবিসদৃশতা এবং গরিষ্ঠসদৃশতা (বা তুল্যতা) থাকা চাই। এ তিন যোগাযোগ না ঘটা পর্যন্ত, গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতৃর 'কলহ' কাটে না; কাজেই, তারা ফলোদ্দেশ্যে সমূহ-সমবেত হয় না। তাদের 'সংযুক্তি' নেই, কাজেই, অভীষ্টসংযোগও নেই।

ন্যাসদ্বারা এটি সাধিত হয়।

ধর, আণবিকশক্তিকে সৃষ্টিকর্মে লাগাইবে। কেন্দ্রীণ সংযোগ অথবা বিয়োগে যে অতিপ্রচণ্ড শক্তি সঞ্জাত হইল, সে শক্তির এবম্বিধ 'ন্যাস'-টি করিতে পারা চাই, যাতে, তোমার অভীষ্ট 'প্লেনে' (সৃষ্টিকর্মে) যে ক্রিয়াকারকতুল্যতাটি সৌষ্ঠবে পাওয়া আবশ্যক, সে তুল্যতা সৌষ্ঠবে পাওয়া গেল। তোমার সৃষ্টি=মন্ত্র-ও-যন্ত্র কোন এক নিরূপিত শক্তিমানে ও ছন্দোমানে না আসিলে, তোমার সৃষ্টিটি তো কৈ হয় না। কাজেই সমস্যা—ঐ কেন্দ্রীণ চণ্ডশক্তি তোমার অভীষ্টকর্মানুরূপ হইয়া মেলে কি করিয়া? যাতে মেলে, সেইটি ন্যাস।

গণিতাদি সর্বস্থল থেকেই ন্যাসের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিবে। পূজাজপাদি ক্রিয়ায় যে ন্যাস, সেটিও এই লক্ষণে আসে। It is what establishes a cohesive, concordant disposition of the forces—in apparatus, agent and action—with respect to a given end. লক্ষ্য কর যে, ন্যাসকর্মমাত্রেই সমতালিকতা, সমসার্থকতা এবং সমচ্ছন্দোগতা—co-planarity, co-efficiency and congruence—এই তিনটি ধর্ম ক্রিয়াঙ্গি-অঙ্গসংস্থায় পাওয়া চাই। মূলতঃ এটি সকল ক্রিয়াকারকাঙ্গগুলির মধ্যে স্পন্দসৌষম্য সংসাধন—যেমন, বহু যন্ত্রের ঐক্যতানে সাধিতে হয়। জপাদিতে, একদিকে তোমার রক্তমাংসের আধিব্যাধিমন্দির শরীর, অন্যদিকে তোমার মন্ত্রের প্রাণশক্তি এবং চিচ্ছক্তিরূপা গুরুদেবতা আর ইষ্টদেবতা—এ দুয়ের মধ্যে সমর্থ বিনিময় ঐ 'ন্যাস' ব্যতিরেকে হয় কিরূপে?

ন্যাসবিধান অনেকপ্রকার। বর্তমান সূত্রে চারিটি মূল বিধা বলা হইতেছে—ভূত, ভাব, ভব, ভব্য (ভাবী)। যেটি ন্যস্ত (Effected) রহিয়াছে, তদধিকারে যে পুনর্ন্যাস্ সেটি 'ভূত' সংজ্ঞায় আসে। ধর, কোন যন্ত্র বাঁধাই আছে

একভাবে; সেটিকে পরখ করিয়া দেখিলাম—ঠিক অভীষ্টানুরূপ বাঁধা আছে তো? এতে আবশ্যক শোধনপূরণের অপেক্ষাও থাকে। ভূতনাথের হাতে বাঁধা যে যন্ত্র, সেটি 'সিদ্ধভূত', বাকি সব 'ভূতগ্রস্ত'। 'ভাবন্যাস' বলিতে যে ন্যাসদ্বারা আমার অভীষ্ট সুষম-সমর্থসংস্থাটি ভাবিত, সম্ভাবিত হইল—Effectual so as to be actual. 'ভবন্যাস' বলিতে—'Effecting'—যাহা দ্বারা অভীষ্ট ন্যাসটি হইতে চলে। এবং 'ভব্যন্যাস' বলিতে—'Effective' or 'Potential'—যেটি উপযোগরূপে রহিয়াছে, কিন্তু এখনও বস্তুতঃ বা কার্যতঃ হয় নাই। ধর, তোমার বাগানে কোন ফুলের গাছটি চাও। ফুল-ফোটা এক ফুলগাছই যদি বাগানের মাটিতে বসাও তো ভূতন্যাস। (তবে এতে সাবধান হতেও হয়)। যদি বাগানের মাটি তৈয়ারি করিয়া বীজটি পোঁত তো ভব্যন্যাস। গাছটি অঙ্কুরাদিক্রমে বাড়িতে থাকিলে ভবন্যাস। আর, ফুল দিল বা দেবার মত হইল—ভাবন্যাস। সর্বস্থলেই এ ক্রম দেখিয়া লইবে।

তপঃ বা 'ভাব' অপেক্ষা করিয়া যে ঐকতান, সেটি ন্যাস। তারপর,

**২৭॥ ঋতমপেক্ষ্যৈকতানং প্রাণায়ামঃ॥**

'ঋতম্' কে অপেক্ষা করতঃ যে একতানতা সাধন, সেটি প্রাণায়াম॥

প্রাণৈঃ প্রণীয়তে সর্ব্বং প্রাণাঃ প্রাণ ইহাসতে।
মহাবায়ৌ বৃত্তিমন্তো যথা স্থাবরজঙ্গমাঃ॥৩০১

পূর্বে অর্থসূত্রে দেখা হইয়াছে—প্রাণের দ্বারাই নিখিল অর্থ (প্রমেয়) প্রণীত হয়। মুখ্যামুখ্য চতুর্দশ প্রাণই আবার এক প্রাণব্রহ্মে সমাশ্রিত (আসতে)। কিরূপ? যেমন স্থাবরজঙ্গম সর্বভূত মহাবায়ুতেই বৃত্তিমান্ রহিয়াছে। এরদ্বারা প্রাণের কেবল যে ব্যাপিত্ব, এমন নয়, পরন্তু সর্বভরণত্বও বলা হইল। ব্রহ্মই প্রাণ—এর প্রমাণ (শ্রৌত)? 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ' ইত্যাদি বহুমন্ত্রে বহুধা এই সমীকরণ করা হইয়াছে। এ গ্রন্থেও যুক্তিদ্বারা এটি প্রতিপাদিত। এবং এও দেখান' হইয়াছে যে হংসবতী ঋকের 'ঋতংবৃহৎ' = প্রাণব্রহ্ম। তাই—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি প্রাণ ঋতং বৃহৎ।
তস্য ছন্দ ঋতচ্ছন্দঃ সপ্তাশ্বো যো গভস্তিমান্।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা জুহুয়াত্তাবৃতার্ণবে॥৩০২

ঋতংবৃহৎ স্বরূপ যে প্রাণ বা আদিত্য, সে প্রাণাদিত্যের স্বচ্ছন্দঃ-ই হইল ঋতচ্ছন্দঃ। এই ভুবনব্যবহার-নির্বহণ ঋতচ্ছন্দঃ গভস্তিমান্ (আদিত্য)-এর 'সপ্তাশ্ব' রূপে কল্পিত হইয়াছে। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ—সপ্তকই ঐ সপ্তাশ্ব। বেদের পুরুষাদি সূক্তে পৌরুষযজ্ঞে এই ছন্দঃই হইল মুখ্য নির্বাহক। এর ভাব আমরা আগে বুঝিতে যত্ন করিয়াছি। এই যে সপ্তবিধ ঋতচ্ছন্দঃ—এর অপেক্ষায় প্রাণাপানাদির (বিশেষতঃ প্রাণ-অপানের) যে ঐক্যতানসাধন, তাকে প্রাণায়াম জানিবে।

ঋতংবৃহৎ-রূপ প্রাণব্রহ্মার্ণব। সে অর্ণবে, প্রাণাপান-এ দুটি বৃত্তিকে সমতায় লইয়া হবন কর (জুহুয়াৎ)—ইহাই প্রাণায়াম (আয়াম=পরিসীমা অবধি বিতান)। প্রাণ ও অপানের সমতা ব্যতীত ঐ প্রাণব্রহ্মে লয়টি হয় না। প্রাণব্রহ্ম=ওঁকার=ছন্দোমাতা গায়ত্রী ছন্দঃ। এর সঙ্গে একতানতায় আসে না, যতক্ষণ প্রাণ (+) আর অপান (–), বৃত্তিদ্বয়ের বিষমতা রহিয়াছে; এই বিষমতা হ্রাস করিয়া ব্যষ্টিপ্রাণকে অপাস্তবিষমবৃত্তি প্রাণব্রহ্মে লয় করাই প্রাণায়াম। লয়কর্মটি 'হবন' রূপে ভাবিত হয়। যাহা হইতে সমস্ত কিছু 'সমুদ্রবন্তি'—সেই অব্যাকৃত প্রাণব্রহ্ম='সমুদ্র'। ব্যাচিকীর্ষু হইয়া এতে যে আদি সুষম-অখণ্ড স্পন্দরূপতা, সেটি 'অর্ণব'। পূর্বে এদের প্রসঙ্গ অনেকস্থলে হইয়াছে। অর্ণব=মহাপ্রাণ।

প্রাণো হিরণ্যগর্ভোঽয়ং বৈরাজীং তনুমাশ্রিতঃ।
তদৃতচ্ছন্দসা প্রাণ্যাৎ প্রাণায়ামপরায়ণঃ॥৩০৩

বৈরাজতনুতে হিরণ্যগর্ভ প্রাণরূপে আপন ঋতচ্ছন্দে মহাপ্রাণনবৃত্তিপর রহিয়াছেন। প্রাণায়ামপরায়ণ হইতে হইলে ঐ হৈরণ্যগর্ভ ঋতচ্ছন্দে অন্বিত হওয়া আবশ্যক। জপ যে সহজ প্রাণায়ামের সাধন, তাতে কলার উদয়বিলয়ে অপান-প্রাণের সমতা সাধন। কলা নাদলয় পাইলে, পরসূক্ষ্ম বা হৈরণ্যগর্ভলয়।

কলা-নাদ দুই-ই এর বৈন্দবলয়ে পরকারণলয়। কলা-নাদ-বিন্দু, এ তিনেরি লয়ে পরমলয়।

**২৮॥ সত্যমপেক্ষ্য সামরস্যং মূলশুদ্ধিঃ॥**

'সত্যম্' কে উদ্দেশকরতঃ, এবং তৎসম্বন্ধি, যে সামরস্য, সেটি মূলশুদ্ধি॥

আগে 'ঐকতান', এখানে 'সামরস্য'।
যদাস্তি হি মহৎ সত্যং জ্যোতীরসামৃতাভিধম্।
ছন্দসা স্বেন ভাবেন প্রোতং বিশ্বেষ্ববাধিতম্॥৩০৪

গায়ত্রীশিরঃ ইত্যাদিতে 'জ্যোতীরসোঽমৃতম্' রূপ যে পরমতত্ত্ব সূচিত, সে পরমতত্ত্ব, আবির্ভাবে, ঋতং বৃহতের সম্বন্ধভাক্ হইয়া হন 'সত্যং মহৎ'। রস বা আনন্দকে মাঝে রাখিয়া, একদিকে জ্যোতিঃ (চিৎ), অন্যদিকে অমৃত (সৎ),—এই দুটি 'পক্ষ' (logical) যেন মেলিয়া দেন। এই পক্ষদুটি 'ঋতম্'-কে ভজনা করে ('ঋতং পিবন্তৌ')। অর্থাৎ, জ্যোতিঃস্বরূপে আসার, অথবা তা থেকে অবতরণের, এক 'ঋতং'; আর, সৎস্বরূপে আর এক ঋত।—The true way of Knowledge, and true way of Realization. Light and Reality কে 'যেন' আলাদা করিয়া বলা—"তোমরা ঠিক এই পথে চলিয়া আবার মিলিত এক হও দেখি। আমি রস-রূপে তোমাদের দুটিকে এক করিয়া লইব।—As final satisfaction, consummation, fulfilment." রস ছাড়া মেলাবার, শোধনপূরণ করার অন্য সামগ্রী নেই। রসপন্থাঃ শ্রদ্ধা-ভাব-ভক্তি।

"কি গো, তোমরা রাজি তো?—বেশ। আচ্ছা, 'সৎ'! তোমাতে জ্যোতির 'য' মিলিত হোক্। আর, তোমার অমৃতরূপ থেকে 'অম্' তাতে মিলুক। কি হইল?—সত্যম্।" অমৃতমের 'অম্' লইলে থাকিল 'ঋতম্'। এইভাবে পরম থেকে সত্যম্ আর ঋতমের 'যেন' পৃথকীকরণটি হইল। এই রাহস্যিক কথাগুলোর ব্যঞ্জনা বুঝিয়া লইবে।

জ্যোতির 'হৃদয়' = 'য়' = রস। অমৃতের 'অম্'=রস। সত্যমে এই দুটি রসের সমরসতা। পরের সূত্রে এই সমরসতার প্রসঙ্গ আবার আসিতেছে। এখানে লক্ষ্য কর

যে—নিখিল বিশ্বে 'সত্যম্' (ঋতং 'বৃহতের' মত) 'মহৎ'। অর্থাৎ, নিখিল বিশ্বে 'সত্যং মহৎ' আপন স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে 'প্রোত' রহিয়াছে। —As an eternally realized and universally immanent Realm of 'Own' Nature and Pattern. সত্যের সেই 'স্বত্ব' (Ownness of Nature and Pattern) হইল 'শুদ্ধি'। সর্বতঃ ওতপ্রোত বলিয়া 'মহৎ'।—The Principle of Universal Pure Rectitude. সর্ববিধ বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানের এই 'সত্যং মহৎ' হইল সাধ্য বা লক্ষ্য; আর, 'ঋতং বৃহৎ' হইল সাধন বা উপায়।

ব্যাজবিঘ্নাদিবিদ্ধানাং বৈরস্যস্য নিবর্ত্তনম্।
যন্ত্রাণাং স্থূলসূক্ষ্মাণাং সামরস্যস্য সাধনম্।
মূলস্য বাপি মূলেন শুদ্ধিরিতি নিগদ্যতে॥৩০৫

যন্ত্র-তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাজবিঘ্নাদি দ্বারা বেধ হইলে যে বৈরস্য ঘটে (এতে বৈরূপ্য-বৈগুণ্যাদিও লক্ষণায় আসে), সে বৈরস্য কাটে কিরূপে? আর, যন্ত্রাদির স্থূল-সূক্ষ্মরূপে সামরস্যই বা সাধিত হয় কিরূপে? বৈরস্য = disagreeable discord; সামরস্য = agreeable concordance. এ দুটি প্রশ্নের একই উত্তর—যদি যন্ত্রাদিকে পূর্বোক্ত 'সত্যং মহতে'র অন্বয়ে আনা যায়, তার স্বভাবে স্বচ্ছন্দে মিলাইতে পারা যায়, তবেই। স্থূলে-সূক্ষ্মে ত' মিলাইলাম; কিন্তু, মূলের (কারণে) মিল না হইলে তো শাশ্বতিক সত্য সামরস্য হইল না। তাই মূলের দ্বারা মূলের শুদ্ধি সর্বপ্রযত্নে সাধিয়া লও। এই মূল শুদ্ধি জ্যোতীর সোঽমৃতমের সাক্ষাৎ যোগটি বিনা হয় না। পরমপ্রপত্তিব্যতিরেকে হয় না।

সত্যস্য সামরস্যং তচ্ শুদ্ধিকর্ম্ম হ্যপেক্ষতে।
সত্যমুপেক্ষ্য বৈতথ্যং সত্যমপেক্ষ্য শোধনম্॥৩০৬

শুদ্ধিকর্মমাত্রই সত্যসামরস্য অপেক্ষা করিয়াই হয়। সত্যকে যেটি উপেক্ষা করে, সেটি 'বিতথ'; আর, যেটি অপেক্ষা করে, সেটি শুদ্ধি বা শোধন।

সাধারণ-বিজ্ঞান-অধ্যাত্ম—সকল ব্যবহারেই এই বিতথের শোধনটি বুঝিয়া দেখিবে।

**২৯॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি জপঃ॥**

'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'—এটি জপস্বরূপ॥

ওমিতি ন্যাসনৈপুণ্যমৃতঞ্চাসুভিরধ্বরঃ।
সৎসমরসা শুদ্ধিস্ত্রীণ্যেকত্র হি জপঃ॥৩০৭

'ওঁ'-এর দ্বারা পূর্বোক্ত যে 'ন্যাস', সেটি নিপুণভাবে সাধিলে। 'ঋতঞ্চ'-এর দ্বারা পূর্বলক্ষিত প্রাণযাগ বা 'প্রাণয়াম'। সৎ-সমরস রূপ যে পূর্বব্যাখ্যাত 'সত্যঞ্চ', তার দ্বারা সাধিলে 'শুদ্ধি'। এই তিন সাধনই যেখানে একত্র হয়, সেটি 'জপ'। পুনশ্চ—

মধুবাতা ইতি ন্যাসো হংস ইতি চ যোঽধ্বরঃ।
তৎসবিতুরিতি ক্লিন্ন-শুদ্ধজ্যোতীরসামৃতৈঃ॥
আপ্যায়ন্ত্বিতি বা ন্যাসো বিরজা ইতি চাধ্বরঃ।
অসতো মেতি শুদ্ধিশ্চ জপে সর্ব্বং সমাপ্যতে॥৩০৮-৩০৯

পুনশ্চ—'মধুবাতা' ইত্যাদি মধুমতী ঋক্ দ্বারা, নিখিলে 'মধু' ওতপ্রোত ভাবনা করতঃ, ন্যাস করিবে। তোমার কায়-বাক্-মনও 'মধুময়'। 'হংসঃ শুচিষৎ...ঋতং বৃহৎ'—দ্বারা প্রাণাধ্বর (প্রাণায়াম) সাধিত হইল, ভাবনা করিবে। এর দ্বারা প্রাণরূপী 'হংসঃ' 'ঋতং বৃহতে' অন্বিত হইল। তারপর, যৎকিঞ্চিৎ বৈরস্যাদি নিমিত্ত 'ক্লিন্ন' এবং 'কষায়', তার শুদ্ধি সাধন করিবে—সেই 'সবিতা'-র যেটি 'বরেণ্যং ভর্গঃ'—তদ্দ্বারা। এর দ্বারা যেটি বিরসক্লিন্ন, সেটি 'ভৃষ্ট' হইল। আর, জ্যোতীরসামৃতে তার আবার অমৃতায়ন কর। 'ক্লেদ'টি কেবল পোড়াইলে তো হয় না! 'ক্লিন্ন'-কে করিতে হইবে—'ক্লীঁ নঃ'। বুঝিলে তো?

আবারও, 'আপ্যায়ন্তু' শান্তিমন্ত্রে কর 'ব্রহ্মন্যাস'; 'বিরজা' মন্ত্রে কর প্রাণের 'ব্রহ্মাধ্বর'; 'অসতো মা' মন্ত্রে কর 'ব্রহ্মশুদ্ধি'। আর দেখ যে—জপে এই তিনেরি সমাপন। 'ব্রহ্মশুদ্ধি'-তে 'ব্রহ্ম' যদি বাগাদি হয় তো, তারি শুদ্ধি। আর, পরব্রহ্ম হয় তো, 'ব্রহ্মণে শুদ্ধিঃ'। অর্থাৎ, ব্রহ্মভাবায় শুদ্ধিঃ।

**৩০॥ ওঁ তৎ সদিত্যর্থভাবনম্॥**

**"ওঁ তৎসৎ"—এটি অর্থভাবন॥**

**'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'—যে কিভাবে, তা পরপর এই দুটি সূত্রে নির্দেশ করা হইল।**

ভাবনভাবনাভেদ আদ্ যাবন্ন হি ভাবনম্।
দৃঢ়া হি ভাবনা তাবদ্ কার্য্যা ভাবনসিদ্ধয়ে॥৩১০

'ভাবন' আর 'ভাবনার' ভেদ ঐ 'আ'-তে। 'আ'-তে ব্যাপ্তি এবং সীমা, দুই-ই বুঝিবে। অর্থাৎ, ভাবনা তার শক্তিসামর্থ্যে ব্যাপ্ত হইয়া একটা কাষ্ঠা অবধি না যাইলে, সেটি 'ভাবন' ('হওয়ান') হয় না। সমর্থ শব্দ বা ভাবের সেই লক্ষণটি আবার স্মরণ কর। সমর্থে বাচ্যবাচকের বস্তুগত্যা ব্যবধান আর থাকে না। শক্তির যেটি শক্য অর্থ, সেটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অবিনাভাবে বস্তুতঃ (as real and actual) মিলিলে, তবে হয় 'অর্থভাবন'। ভাবনা এর সাধন। ব্যাহরণ বিশেষতঃ। এই নিমিত্ত, ব্যাহরণের শুদ্ধি-সমৃদ্ধির সঙ্গে ভাবনা ও বীর্যপূর্তি আবশ্যক। 'বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া উপনিষদা বা বীর্য্যবত্তরং ভবতি'—আবারও মনে কর। ভাবনাকে 'দৃঢ়া' করিতে হয়, ভাবনসিদ্ধির নিমিত্ত।

সর্ব্বভাবময়ং বিশ্বং ভাবনয়া বিজৃম্ভিতম্।
পরাৎপরেতি সা জ্ঞেয়া পরা যা পরমেষ্ঠিনঃ॥৩১১

এই যে সর্বভাবময় বিশ্ব, ইহা তো ভাবনাবিজৃম্ভিত—ভাবনাময়। ভাবনা ছাড়া নামরূপাদিতে বিশ্বের অস্তিত্ব কোথায়? তোমার 'আপন বিশ্ব' তোমার আপন

ভাবনাময়। সে বিশ্ব 'অপর', সে ভাবনা 'অপরা'। সকলের পক্ষেই যে বিশ্ব, সে বিশ্ব, পূর্বের তুলনায়, পর। তার ভাবনাও 'পরা'। এ পরাভাবনা পরমেষ্ঠীর—বিশ্বস্রষ্টার। ইনি ঈশ্বর।

ওমিতি বাচকং তস্য তস্য সদিতি বাচ্যতা।
ওঁ তৎ সদিতিনির্দ্দেশে ত্রয়াণামেকলক্ষ্যতা॥৩১২

ঈশ্বরের বাচক স্বয়ং ওঁ। 'সৎ' রূপে তিনিই বাচ্য। আর, 'তিনি'=তৎ। অতএব, 'ওঁ তৎসৎ' এই তিনের দ্বারা এক অদ্বিতীয় 'সৎ'-ই লক্ষিত হইল। ওঁকার যাঁর বাচক, তিনি সৎস্বরূপ, তিনিই অস্তি (ভাতি ও প্রিয়ং); তিনি ছাড়া আর কোন 'সৎ' নেই। এই তাদাত্ম্যসমীকরণটি ঐ ত্রিবিধ নির্দ্দেশে হইল।

এখন ভাবিয়া দেখ—ঐ তাদাত্ম্যসমীকরণটি পরিনিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন জপ্যেরই 'অর্থভাবন' হয় না। ভাবনা হইতে পারে, 'ভাবন' হয় না। একদিকে 'নাম', অন্যদিকে 'নামী'। বাচক আর বাচ্য—ওঁ আর তৎ। এ দুয়ের মাঝে ঐ 'সৎ' ('আছেন', 'নিশ্চয়ই আছেন')—এই ঐকান্তিক সন্ধিটি সন্ধান করিতে পারিলেই তো—'নামেই তিনি আছেন, নাম ছেড়ে তিনি নেই'—এই অন্বয়ব্যতিরেক সিদ্ধিটি সাধিত হইল। অতএব, অর্থভাবনের মূল আধার এইটি।

ভূতার্থে ভূয়মানার্থে ভব্যার্থে চাপ্যুতান্যতঃ।
তত্তারূপস্য হ্যর্থস্য সত্তারূপেণ ভাবনম্।
তত্তাঽবিতি চ মাত্রাভ্যাং সত্তামাত্রে হি ম-স্রুবা॥৩১৩

অর্থকে ভূতার্থ, ভূয়মানার্থ, ভব্যার্থ—এই প্রকারে, অথবা যে কোন অন্যপ্রকারে লও, অর্থ হইতেছে 'তৎ'—'সেইটি'—বাচক বা নামের দ্বারা লক্ষিত, উদ্দিষ্ট হয় যেটি। এভাবে, অর্থত্ব তত্তাধর্মাবচ্ছেদকত্ব। 'তত্তা' (Thatness) জাতিটাকে যদি একটা বৃত্ত ভাব তো, অর্থ (বাচকের সম্পর্ক ধরিয়া) ঐ বৃত্তে আসে। বাচককে যদি বল 'এই', তবে অর্থ (বাচ্য) 'সেই'। এ দুয়ের মাঝে ব্যবধান বা অন্তরীক্ষ

থাকে, যার ফলে বাচক-বাচ্যের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, তারা অভেদসত্তাক (identical in being or substance) নয়। 'অর্থভাবন' মানে এই অভেদসত্তাকত্বস্থাপন। অর্থাৎ, যাহা তত্তারূপ, সেটিকে সত্তারূপ করা।

এই 'ভাবন'টি হবনরূপে ভাবনাও কর।

প্রণবের অ-উ (=ও)—এই মাত্রা দুটি দ্বারা হবন কর। (ও+ইতি=অবিতি)। কিসে হবন করিবে? আদৌ নাদসত্তায়, ততঃ বিন্দুসত্তায়, ততঃ আদ্যাকলাসত্তায় অন্তে সত্তামাত্রে। কার দ্বারা হবন করিবে?—'ম', এই স্রুবের দ্বারা। 'ম' এস্থলে অর্দ্ধমাত্রার উপলক্ষণ। কাজেই, অর্দ্ধমাত্রাই স্রুব জানিবে।

ইতি—জপসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে বাচ্যবাচকভাবনং নাম প্রথমঃ পাদঃ॥

# তৃতীয়াধ্যায়ঃ

## (দ্বিতীয়ঃ পাদঃ)

## (জপচতুঃসূত্রী)

**১॥ জপো যজ্ঞঃ॥**

জপ যজ্ঞ॥

> যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি যজ্ঞে বিশ্বজনীনতা।
> যেতি বীজং মহাবায়োর্জকারাজ্জপতো জনিঃ॥
> জনিজাতিজরাব্যাজং জক্ষিতুং জবনো জপঃ।
> পুনাতি পাতি পুষ্ণাত্যধিযজ্ঞ-ব্রহ্ম বৈ জপঃ॥
> প্রাণোঽর্পণং হবিঃ প্রাণঃ প্রাণাগ্নৌ প্রাণৈর্হুতম্।
> প্রাণস্য প্রাণ আগ্রাহ্যঃ প্রাণকর্ম্মসমাধিনা॥৩১৪-১৬

জপের লক্ষণ পূর্বগ্রন্থেই করা হইয়াছে। বর্তমানে চারিটি সূত্রে জপের স্বরূপ কথিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'। এতে পাইলাম—সব যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জপ। যজ্ঞ কি? বিশ্বজন সৃষ্টিরক্ষাদি কল্পে যাহা সাধু, সেটি বিশ্বজনীন। যজ্ঞে এই বিশ্বজনীনতা ধর্মটি আছে। এটিকে পাল্টাইয়াও বলিতে পার—যাতে বিশ্বজনীনতা (বিশ্বের যোগক্ষেম, শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ—পোষকতা ধর্ম) আছে, সেটি যজ্ঞ।

'যজ্ঞ' শব্দের আদিতে 'য'=মহাবায়ুরূপ যে প্রাণ, তার বীজ। এই বীজকে (অর্থাৎ, প্রাণব্রহ্মকে) 'জানিয়া' (=জ্ঞ), যেটি, তজ্জপদ্বারা 'জনি', কিনা, অর্থভাবন করিতে সমর্থ, সেটি যজ্ঞ।

প্রাণ সৃষ্টিতে 'জাত' হইয়া আদি (জনি), মধ্য (জাতি) এবং অন্ত

(জরা)—এই ঊর্মি আকৃতিটি (Generic Life Curvature Pattern) পরিগ্রহ করে। এ আকৃতিটি আবার শুদ্ধ সুষম না রহিয়া ব্যাজাদিতেও (বৈরূপ্য প্রভৃতিতে) যায়। কাজেই, জাতপ্রাণে ঐ চারিটি 'জ'-এর গ্রন্থি—জনি (মূল), জাতি (মধ্য), জরা (অন্ত), এবং ব্যাজ। এই চারি প্রাণগ্রন্থিই নিঃশেষমোচন করিতে (জক্ষিতুং=ভক্ষণার্থ) জপ 'জবন', কিনা, মহাসম্বেগবান্। অতএব, জপযজ্ঞদ্বারা আশু জনিগ্রন্থি, জাতিগ্রন্থি, জরাগ্রন্থি এবং ব্যাজগ্রন্থি মোচন কর। জপের আদি অক্ষর 'জ'-এর এইপ্রকার জ-চতুষ্টয়-পাটন-সামর্থ্য ভাবনা করিও। আর, 'প'? পুনাতি, পুষ্ণাতি, পাতি—এই তিন পরম কর্ম। মূলকে শুদ্ধ করে, মধ্যকে পোষণ করে, অন্তকে পালন ও রক্ষা করে। প্রাণ তার মূল-মধ্য-অন্ত—সর্বতঃ কল্যাণ পায়।

অতএব জপ ব্রহ্মের 'অধিযজ্ঞ' স্বরূপ। গীতায় (এবং এই গ্রন্থেও) 'অধিযজ্ঞ' পুনশ্চ ভাবনা কর। জপই যজ্ঞকে অধিকার করতঃ রহিয়াছেন।

অধিযজ্ঞটি প্রাণোপযোগে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—

প্রাণ (মুখ্য)-ই অগ্নি। মুখ্যপ্রাণের সৌরাদিরূপ যে চতুর্বিধ প্রাণন বলা হইয়াছে, সেই প্রাণনের দ্বারাই অগ্নিতে হবন করিবে। হবিঃ কি? —সেটিও প্রাণ=নিখিলপ্রাণসত্তাতে নিগূঢ় যে 'ওজোব্রহ্ম', সেটি। হব্য বা অর্পণটি কি? —সেটিও প্রাণ=প্রাণের প্রাণাপানাদি, বাক্‌চিত্তাদি বিবিধ ভাব। আচ্ছা, এই যে এভাবে প্রাণযজ্ঞকর্ম সমাধান, এর দ্বারা মিলিবে কি (আগ্রাহ্যঃ)? 'প্রাণস্য প্রাণ'—যিনি প্রাণেরও প্রাণ।

জপে বিন্দুব্রহ্ম=অগ্নি। নাদের উদয়, বিততি, বিলয় বৃত্তিদ্বারা হবন। অথবা, অর্দ্ধমাত্রাদ্বারাই হবন। নাদ স্বয়ংই হবিঃ। হব্য=অকারাদি কলা এবং প্রাণমনের বিবিধ বৃত্তি। জপযজ্ঞসমাধি=বিন্দুবিলয় এবং পরাপারীণবিলয়। প্রাণের প্রাণঃ যে পরম অভিন্ন জ্যোতীরস—তাহাই পরম ফল। 'আগ্রাহ্য' বলিতে—ঐ প্রাণের প্রাণে মিলিবার 'আগ্রহে'ই জপযজ্ঞ করিতে হইবে, এটিও বলা হইল।

তারপর, যজ্ঞসূত্র।

২।। জন্মাদ্যস্য যতঃ স যজ্ঞঃ।।

যাহা হইতে বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, লয় হইয়া থাকে, তাহা যজ্ঞ॥

জন্মজাতিজরাধর্ম্মিজগদূর্ম্মিবিচারণা।
যদ্ বৈ নিগময়েত্তত্ত্বং তজ্জলানীতি চ শ্রুতেঃ।
স্থিতং তস্যৈব যজ্ঞত্বং প্রাণ-প্রাণনমৌলিকম্॥
যজ্ঞেনাতন্যতে যজ্ঞোঽধিযজ্ঞো যজ্ঞভৃৎ পুমান্।
যজ্ঞো জপো জপো যজ্ঞো জাপ্য-জাপকতা জগৎ॥
জজ্ঞ ইতি জকারস্য মূলমুদ্দিশ্য যরূপতা।
যত ইতি যকারো যঃ স মূলস্যৈব মৌলিকঃ॥৩১৭-১৯

এই যে জগদ্রূপ মহোর্মি, এর বিচারণায় জন্ম, জাতি, জরা—এই তিনটি ধর্ম পাই। এটি জাত হয়; জন্মিয়া ক্রমধর্মে এক এক জাতি (গুণ ও আকৃতি) রূপ পায়; পুনশ্চ ক্রমধর্মেই জরা ও লয় প্রাপ্ত হয়। এই 'জগৎ'-কে—বাগর্থপ্রত্যয় তিন আকারেই—যেটি তত্ত্বে নিগমন করে;—'তুমি এই থেকে জাত, এতেই স্থিত এবং এতেই আবার লীন'—এভাবে তার আপন তত্ত্বে যেটি তাকে নিশ্চয়রূপে যুঞ্জান যুক্ত করে, সেইটিকেই তাত্ত্বিক 'যজ্ঞ' জানিবে। শ্রুতি 'তজ্জলানীতি' বাক্যে এই যজ্ঞকেই 'শান্ত উপাসীত' ভাবে ইষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। জপে উদিত, বিতত নাদকে বিন্দুবিলীন করিয়া এই 'শান্ত উপাসনা' যজ্ঞটি করিতে হয়। এতে জপের তত্ত্বঘাগত্ব।

শক্তির সাধারণ নাম যদি দাও 'প্রাণ', তবে প্রাণের (Power) সামান্য গতিবৃত্তি (Function) হইল 'প্রাণন'। এই যে প্রাণ-প্রাণনরূপ বিশ্বজীবন (Cosmic Life), এর 'মৌলিক' (Radical) টি কি,—the Dynamic Root of Cosmic Life? সেই বিশ্বজননাদিমৌলিকে ('যতঃ') যাহা সমর্থ স্বচ্ছন্দভাবে যুঞ্জান-যুক্ত করে, তাকে 'যজ্ঞ' বলা হইতেছে—What links up with the Root of Cosmic Life. বিশ্বকে মূলে 'নিগমন' করে, এবং মূলও তাই দিয়া বিশ্বে 'আগমন' করে, এই অর্থে 'মৌলিক'। অতএব, যজ্ঞ ব্যতীত বিশ্ব তার মৌলিক আগম নিগম সেতুটিই হারাইল। যাতে সেটি না হারায়, এই নিমিত্ত আদি যে পুমান্, তিনি যজ্ঞভৃৎ 'অধিযজ্ঞ' রূপটি হইয়া আছেন। বিশ্বে—সমষ্টিতে, ব্যষ্টিতে; এবং অন্তর্বহিঃ।

যজ্ঞকে এভাবে 'প্রাণ-প্রাণনমৌলিক' সম্বন্ধে দেখাইয়া বলা হইতেছে—'যজ্ঞো জপো জপো যজ্ঞঃ'। এ দ্বিধা সমীকরণের ভাব কি? এ রকম দুইভাবে জপ ও যজ্ঞের

সমীকরণ না করিলে, একে অপরের ব্যাবৃত্তি (exclusion)-ও অংশতঃ হইতে পারে। কিন্তু ব্যাবৃত্তি থাকিবে না। জপ ও যজ্ঞকে অসমানবৃত্তিক রূপে দেখিবে না। সুতরাং, বাহ্যযাগাদিতে এবং অন্তরযাগেও জপভাবনা চাই; পক্ষান্তরে, সর্ববিধ জপেও যজ্ঞভাবনা। বস্তুতঃ জপে প্রাণপ্রাণনকে অনপিহিত মৌলিক (an unveiled 'Basic') -রূপেই পাইতে হয়। বাকেও অগ্নিকে তদ্রূপে। বাহ্যযাগাদিতে এ প্রাণমৌলিক যেন কথঞ্চিৎ 'উত্তরীয়াবৃত', আর অগ্নিও যেন কথঞ্চিৎ ধূমাদিধূসরিত! তথাপি, প্রথম সূত্রের কারিকার শেষ শ্লোকটি আবার ভাবিয়া, তবে যজ্ঞের যেটি 'তত্ত্ব', সেটির ধারণা কর—'প্রাণোঽর্পণং' ইত্যাদি।

আচ্ছা, জপই যদি মূল (বীজ) সমাশ্রয়ে মৌলিক প্রাণপ্রাণন রূপ যজ্ঞ হয়, তবে বল—এ জপযজ্ঞ আর জগতের কি সম্বন্ধ? জগৎ যে 'পুরুষযজ্ঞ', তা তো শ্রুত রহিয়াছে; কিন্তু সে জগৎ কি জপযজ্ঞ? জপ যে প্রাণপ্রাণনরূপ, সে প্রাণনের যথার্থ আকৃতিটি কি?—ছন্দঃ। বিন্দু থেকে ছন্দসা উদয়, ছন্দসা বিততি, ছন্দসা বিলয়। এখন, এই যে মৌলিক ছন্দঃ, এটি যজ্ঞ এবং জগৎ, এ দুয়েরি প্রশাসন করে। 'জ+গদ্'=যেটি 'জাত' হইয়াই বলে (গদ্)—'আমি যে ব্যক্ত হইব, তা কোথা আমার ছন্দঃ; কি আমার আকৃতি?' এর উত্তরে আদিপুমান্ বলেন—'বেশ, তুমি জাপ্য-জাপক হও।' অর্থাৎ, জগৎ পায় অজপাজপদীক্ষা (the Rhythmic 'Beat' of Nature)। জগৎ এই অজপার জাপক হয়। 'সজ্ঞানে' জপে, এমন নয়। 'জাপি'—জগৎকে (ব্যক্তাব্যক্তরূপে) "কে" যেন এ অজপা জপাইতেছে। আমাদের যেমন হৃৎস্পন্দন। তবে জগতে যেটি 'কারিত', তার 'কারয়িতা' হবার ঝোঁকটি দেয়া আছে। তাই জপকর্ম হয় সাধন।

জগৎ জাত হইয়াছিল— 'জজ্ঞে'। এই আদি 'জ' যদি মূলকে ('যতঃ') উদ্দেশ করে, তবে হয় 'য'। 'যতঃ' রূপটি 'যৎ' (মূল) সম্বন্ধে 'মৌলিক'। 'মৌলিক' মানে 'মূলে যাহা', এবং 'মূল হইতে যাহা'। অতএব, মৌলিক সম্বন্ধে যাইয়া 'জজ্ঞে' হইল 'যজ্ঞে'। ভাবিয়া দেখ এই বর্ণান্তর রহস্য।

**৩।। ঋতযোনিত্বাৎ।।**

**৪।। সত্যসমন্বয়াচ্চ।।**

যেহেতু জপরূপ যজ্ঞ ঋতমের 'যোনি' (অথবা ঋতম্ হইল যোনি যার)॥৩

এবং যেহেতু জপরূপ যজ্ঞেই সত্যের সমন্বয় হয়, এবং সত্যে সমাবৃত্তি সাধিত হয়॥৪

জপচতুঃসূত্রীর তৃতীয় এবং চতুর্থ সূত্র এক সঙ্গে কথিত ও বিবৃত হইতেছে—

ঋতং সূত্রং জগজ্জাপেঽক্ষসূত্রং যৎ প্রজাপতেঃ।
অণীয়স্ত্বং ক্বচিদ্দৃষ্টং মহীয়স্ত্বং ক্বচিৎ পুনঃ॥
ঋতেন ছন্দসা জপ্তঃ সৃষ্টিযজ্ঞ-মহাজপঃ।
ঋতেনর্ত্তস্য যোনিত্বমৃতং স্বায়ম্ভবং স্মৃতম্॥
দ্বন্দ্বসম্ভাবনাগর্ভা গম্ভীরগহনা ক্ষপা।
আবিরাবৃণুতে তস্মাদৃতঞ্চাপ্যনৃতায়তে॥
পারস্পরিকতাদাত্ম্যাবগুণ্ঠনাৎ সং প্রসজ্যতে।
ঋতং সত্যমুতাসত্যমিত্থম্ভুতা বিকল্পনা॥৩২০-২৩

জগতের যে 'অজপাজাপ', সে জাপে (পূর্বে বহুশঃ আলোচিত) 'ঋতম্' হইতেছে 'সূত্র'। এই ঋতম্-রূপ সূত্রই প্রজাপতির 'অক্ষসূত্র', এবং দ্বিজগণের 'যজ্ঞসূত্র'-ও এই জগদক্ষমালাসূত্রেরি প্রতীক। এই সূত্র কোথাও অণীয়ঃ (microscopic), কোথাও আবার 'মহীয়ঃ' (macroscopic)। অর্থাৎ, আণবসূত্র আর বৈরাজ সূত্র। আণবদেশে যেটি ঋতম্, বিরাটে সে ঋতম্-কে কথঞ্চিৎ অন্যথায়ও দেখি॥ সূক্ষ্ম যে শুধু স্থূলেরি 'বালখিল্য' সংস্করণ, এমন নয়। ঋতমের রীতিও সূক্ষ্মে কিছু বদল হইতে দেখি। যেমন, যে রীতিতে বৈখরী জপ চলে, মধ্যমাদি জপ ঠিক সে রীতিতে চলে না। অর্দ্ধমাত্রা সেতু-সন্ধিতে ঋতমের রীতি বদ্‌লাইয়াও লন। Nuclear Physics-ও General Physics এর সূক্ষ্ম-সংস্করণমাত্র নয়। রীতি ও আকৃতি অদল-বদল হইলেও, ঋতম্-এর অধিকার বিশ্বজাগতিক। এই নিমিত্ত বলা হইতেছে—বিশ্বযজ্ঞরূপ যে আণববৈরাজ মহাজপ, সেটি ঋতচ্ছন্দসা জপ্তই হইতেছে।

ঋত বা ঋতচ্ছন্দঃ কোন ব্যাপার-ক্রিয়াদি সম্বন্ধে 'যোনি'—এ কথা বলিতে গেলে প্রশ্ন হয়—ঋতের এভাবে 'যোনি' (cause) হবারই বা 'যোনি' কি? তারির বা

আবার কি?—এভাবে অনবস্থযোনিপরম্পরা হইয়া পড়ে, নয় কি? তাই বলা হইতেছে—ঋতম্ 'স্বায়ম্ভবং'—কিনা, নিজেই আপন যোনি (Cause *per se*)। ঋতভিন্ন অথবা অনৃত দ্বারা ঋতের উদ্ভব—এ পক্ষ গ্রাহ্য নয়। কেননা, ব্রহ্মই 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'। যদি বল—'তপসা' হইল আদিম যোনি। সে কথা ঠিক। তথাপি ব্রহ্মের 'তপঃ' ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ-গর্ভিত তপঃ। ঋতঞ্চ-সত্যঞ্চ যেখানে সংপরিষ্বক্ত তাদাত্ম্যে অবস্থিত, সেইটি তপঃ। পূর্ব পূর্ব আলোচনার সঙ্গে কথাগুলি মিলাইয়া লইও। Primordial Logical Relatedness still covered, as it were, by a 'sheath' of the Fundamental Alogical.

তপঃ-তে এক 'গম্ভীরগহনা' দুরবগাহতা ভাব থাকে। ঋতঞ্চ-সত্যঞ্চ তারির 'কুক্ষি'-তে 'জাত' (manifested) হয়। ঐ গম্ভীরগহনা 'আদি জননী'-কে 'ক্ষপা' বলা হইয়াছে। ক্ষপার প্রসঙ্গ বহুস্থলে হইয়াছে। সেগুলিও অত্রপ্রসঙ্গে মিলাইয়া লইও। পরে রাত্রি এবং আবির সূত্রটিও আছে দেখিও। ক্ষপা দ্বন্দ্বসম্ভাবনাগর্ভা। অর্থাৎ, অহং-ইদম্ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব যে ব্যক্ত হইয়াছে, এমন নয়; ব্যক্ত হবার সম্ভাবনামাত্রই রহিয়াছে ক্ষপায়। যথা, সুষুপ্তি থেকে জাগরের ঠিক উপক্রমে। এটি ক্ষপার 'বেধসী' রূপ। সুষুপ্তিতে 'তামসী'। এ আশ্চর্যময়ী তামসী—এতে সুখস্বরূপের অপাবৃত্তিও ঘটে! পরের সূত্রে এ প্রসঙ্গ পুনশ্চ আসিবে। এখানে দেখ যে—এই ক্ষপা আবিঃ কে আবরণ করে। ফলে, ঋতঞ্চ-সত্যঞ্চের আদিম আবরণটি ছাড়াও, সৃষ্টিতে এদের সম্পর্কে আবরক পরম্পরা (system of veilers) সম্ভাবিত হইয়াছে। কে যেন সৃষ্টিধারার সর্বস্তরেই বলিতেছে—'তোমাকে পূরা আবির্ভাবে রাখিব না; অংশে কলায়, পাদে মাত্রায় লইব; এবং ঋত-অনৃত, সত্য-অসত্য—এইভাবে দ্বন্দ্বস্থিতও করিব। কেননা, দ্বন্দ্বস্থিত না হইলে তো সৃষ্টিতে ধন-ঋণ, অনুলোম-বিলোম, পর্বপর্যায়—এসব সম্ভব হয় না'।

ঋতম্ আর সত্যম্—এ দুয়ের অভিন্ন তাদাত্ম্য অদ্বয়ব্রহ্মেক্ষণরূপতায় নিষ্ঠিত। তপঃ এ দুয়ের সম্পরিষ্বক্ত তাদাত্ম্য। ব্রহ্মকামে এ দুয়ের অনন্যতাদাত্ম্য। 'অভিন্ন' বলিতে, বিশেষ করিয়া, অভিন্নসত্তাকত্ব; 'অনন্য' বলিতে, অভিন্নশক্তিকত্ব লক্ষিত বুঝিবে। ব্রহ্মসঙ্কল্পনে পারস্পরিক তাদাত্ম্য (identity in co-ordination)। আর, ব্রহ্মজায়মানতায় পারস্পরিক তাদাত্ম্য (mutually fulfilling identity)। এই শেষের

দুটি স্থলে (পারস্পরিক এবং পারম্পরিকে) ক্ষপা 'অবগুণ্ঠনী'রূপেও বৃত্তিমতী হয়। ফলে, এই পারস্পরিক-পারম্পরিক ধারায় 'পতিত' এবং ব্যাপারবান্ যে কোন 'কেন্দ্র' (re-active centre) সম্পর্কেই ঋত-অনৃত, সত্য-অসত্য—এই প্রকারের বিকল্পনা প্রসজ্যমানা হয়। সুতরাং অসত্য-অনৃতাদি থেকে সত্যে ঋতে 'অভ্যারোহণ'-ও প্রযোজ্য হয়। এই নিমিত্ত জপও যজ্ঞ।

তারপর, সত্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ—

সদিতি ব্রহ্মনির্দ্দেশোঽবোধবগাহ্যমেব তৎ।
সতঃ সত্যত্বমায়াতি বোধবগাহ্যতাং প্রতি॥৩২৪

'সৎ' রূপে যেটি ব্রহ্মনির্দেশ, সেটি 'বোধগম্য' নয়। যদিও সেটি 'নিজবোধরূপ'। 'বগাহ্য' বলিতে কোন মান-মেয়াদি সম্বন্ধ যোগ্যতা আসে। সম্বন্ধ পারস্পরিকাদি-ভাবে ব্যক্ত না হইলেও তার যোগ্যতাস্থল (the bare possibility of being related)-টিও 'বগাহ্য'-এর ভিতর আসে। 'মাপ এখনও হয় নাই, তবে হবার মতো'—এতেও বগাহ্যতা। সম্ভাবনাবৃত্তিটিও যোগ্যতায় আসে। তা হইলে, মানমেয়াদি হবার যোগ্যতা সহকারে যে বোধবগাহ্যতা, 'সৎ'-স্বরূপ ব্রহ্ম তার বিষয় হন না; কিন্তু 'সত্য' বিষয় হয়। বোধবগাহ্যতার প্রতিযোগিত্ব হইলে সত্যত্ব। অন্যথা, 'সৎ'। 'বোধ' বলিতে 'মহদ্‌বুদ্ধির' (Cosmic Reason-এর) অথবা (Perfect Logical-এর) যে আপন 'ব্যবসায়' ও 'নিশ্চয়'।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ যে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং', তাতে 'সত্য' পদটিকে 'সৎ' বা সত্তান্বয়েই লওয়া হয়, 'য' বা লীলাকৈবল্যশক্তির অন্বয়ে সচরাচর লওয়া হয় না। বর্তমান সূত্রে ঋতঞ্চ-সত্যঞ্চ মিথুনের যে সত্যম্, সুতরাং, যেটি লীলাকৈবল্য-শক্ত্যন্বয়প্রতিযোগি, তার কথাই বলা হইতেছে। কেননা, এস্থলে অনুবন্ধ—জপযজ্ঞ। তাই—

সত্যং যুনক্তি বৈ যোঽর্ণো তৎ সদসদ্‌বিলক্ষণম্।
সচ্চিদেকরসানন্ত্যং লীলাকৈবল্যমৃচ্ছতি॥৩২৫

এক দিকে সচ্চিদেকরস-আনন্ত্যরূপ পরব্রহ্ম। অন্য দিকে সৃষ্ট্যাদিরূপে ব্রহ্মের লীলাকৈবল্য (স্বতঃ-স্বতন্ত্র লীলা)। এ দুয়ের মধ্যে একটি অনির্বচনীয়া 'যুক্তি' আছে, নেই কি? যুক্তির যেটি 'যোজন', সেটি সদসদ্‌বিলক্ষণ—শুদ্ধ নির্বিশেষ 'সৎ'-ও নয়, আবার একান্ত 'অসৎ'-ও নয়। সব কিছু 'হওয়ার' (Becoming-এর) গোড়া এইটা। এই যে মূল যুক্তিযোজনা,—যার নিজের কোন যুক্তিযোজনা করা যায় না,—তার 'য'-টি (অর্ণঃ), 'সৎ'-এ যুক্ত হইয়া, 'সৎ'-কে করে 'সত্য'। সে 'সত্য', ঋতের অবিনাভাবে, 'লীলাকৈবল্যমৃচ্ছতি'। 'সত্যের' ঐ 'য'-টিকে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—

লীলাচ্ছন্দঃ স্বকীয়ং সত্তেন সত্যস্য সত্যতা।
সম্যগন্বেতি যো যজ্ঞঃ পুরাণস্বিষ্টিকৃৎ-কবেঃ॥৩২৬

বিশ্বস্বিষ্টিযাগকৃৎ সেই পুরাণ কবি যে আদিম যজ্ঞ সমারম্ভ করেন, সে যজ্ঞ তাঁর স্বকীয় লীলাচ্ছন্দঃ-কেই সম্যক্‌রূপে অনুবৃত্তি করিয়াছিল। তাঁর সেই স্বকীয় লীলাচ্ছন্দঃ-ই সত্যের সত্যতা। যে কোন বৃত্তি (থাকা অথবা হওয়া), সেই পুরাণস্বিষ্টিকৃৎ অবাধক্রান্তদর্শী কবির স্বকীয় ছন্দের সাথে সম্যক্ অন্বয় রাখে, সেটি সত্য, যথার্থ সংজ্ঞায় আসে। —Fully conformable to the Basic Reason and Rhyme of the 'Master Epic'. তাঁরি বাণী বাজে যে বীণায়! এ যে শুধু ভাবুকরসিকেরি কথা, এমন ভাবিও না। ভাবুকের দেয়া নাম 'সত্য', বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানেরও তাই। বিজ্ঞানেরও খোঁজ—বিশ্বের সেই 'হৃল্লেখা' (Basic Picture), যার 'বেদীতে' এই অনাদ্যনন্ত বিশ্বশক্তিযাগ ঋতেন ছন্দসা চলিয়াছিল এবং চলিতেছে। শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি—সব সেই মৌলিক হৃল্লেখার সমন্বয়ে মেলে কি করিয়া, ইহাই তো বিজ্ঞানের অন্বেষণ! প্রজ্ঞানের তাই খোঁজ; তবে বিজ্ঞানের জবনিকা (তিরস্করিণী) সরাইয়া সরাইয়া তাকে চলিতে হয়। তার মন্ত্র— 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।' জবনিকা না সরাইলে 'নিরস্তকুহকং পরং সত্যম্' ধ্যানগোচর হয় না; আর, তা না হইলে—সে সত্য 'শুদ্ধং' অমলং বিশোকং অমৃতম্'-ও হয় না।

সত্যের সত্যতা প্রসঙ্গে যে 'স্বকীয়ং' পদটি আছে, সেটিকে ঠিক ভাবে বুঝিও।

পরমা প্রকৃতিঃ স্বা চ হ্যপরাপরয়োঃ পরা।
ওমিত্যেকং বিনির্দিষ্টং ক্লীমাদিভিঃ সলীলতা॥৩২৭

সৃষ্টিপ্রত্যয়ের সম্বন্ধেই 'প্রকৃতি'-র প্রসঙ্গ হয়। কাজেই, সৃষ্ট্যাদিপ্রত্যয়ের সম্বন্ধ বাদ দিলে, প্রকৃতি অনবকাশা হইয়া পড়ে। শুদ্ধ নির্বিশেষ সৎ বা চিতের 'প্রকৃতি' যদি বলাও হয়, তবে সে 'প্রকৃতি' মানে 'স্বরূপ'। অন্যথা, প্রকৃতি প্রত্যয়প্রতিযোগিনী। ভগবত্তা বা মহামায়াতে প্রকৃতির যোজনা হইতে পারে। শুদ্ধা, পরিপূর্ণা ভগবত্তাই পরমা প্রকৃতি। ইহাই সত্যপরিসীমা। ভগবত্তার পরমা প্রকৃতি লীলাকৈবল্যোন্মুখী হইলে 'স্বা' বা 'নিজা' আখ্যা পান। এই স্বা প্রকৃতি থেকেই সত্যম্ বা ঋতমের দুটি ধারাই অবিনাভাবে প্রবৃত্ত হয়। লীলাকৈবল্যোন্মুখতাই 'প্রাণ'। প্রাণ= 'বায়ু'= 'য'। এই 'য' সত্যমে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ, সত্যমে প্রাণপ্রাণনকে মূল-ছন্দ-আকৃতিরূপতায় পাওয়া চাই।

তারপর, 'সত্যম্' পরাপ্রকৃতিতে তার তৃতীয় অবতরণিকা ('third descent') পরিগ্রহ করে। ভগবত্তার স্বা প্রকৃতি লীলাবৈচিত্র্যবিলাসে আসিয়াছেন। সে বৈচিত্র্যে অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ, সঙ্কোচবিস্তারও ঘটিয়াছে। সুতরাং, সে বৈচিত্র্যপ্রবাহে অপরা এবং পরাও প্রসজ্যমানা। এ দুয়ের 'মধ্যস্থা'-ও এক রূপ আছে—অপরাপরা। অপরা এবং অপরাপরা—এ দুয়েরি মূল এবং আদর্শরূপা পরা। অর্থাৎ, পরার আবরণ এবং ক্ষোভেই অপরাদি। সর্ব ব্যবহার-ক্ষেত্রেই সত্যম্-কে এই পরাপ্রকৃতিরূপে অন্বেষণ ও আবিষ্কার করিতে হয়। —the Basic Type, Standard, Norm, Principle. পরমা এবং স্বা প্রকৃতি, এবং তত্তন্নিষ্ঠ যে সত্যম্, সেটি ব্যবহারিকে 'প্রোত' রহিয়াও, এর 'ঊর্দ্ধ্বে'। ব্যবহারকে 'প্রজ্ঞান' 'বিজ্ঞান' আর 'লোক'—এ তিন পর্বে যদি লই, সত্যও ঐ তিন ভূমিতে তিন প্রকারের। পর বা বর সত্য; পরাবর সত্য; অবর সত্য। শেষের দুটিতে সত্যম্-ঋতমের অবিনাভাবটি বজায় নেই, দুটিতে নিত্যব্যবস্থিত নয়। তবে, বিজ্ঞান এ দুয়ের 'অব্যবস্থান' নিরাকরণে সচেষ্ট। অব্যবস্থানের নিরাকরণ বাধাবহুল, সহজে হয়ও না। ক্ষেত্রবিশেষে অথবা সর্বক্ষেত্রেই, ঋতম্-সত্যমের

অব্যবস্থাননিরাকরণী যে জ্ঞানবৃত্তি, তাকে বলে প্রমা। প্রমা দুয়ের ব্যবস্থানকেই বিষয় করে। —It is a true cognition of 'fact', both as thing or object and as process.

এইভাবে জপচতুঃসূত্রী সমাপন করা হইল।

জপে পরা-সম্বন্ধী যে সত্য, সেই সত্যের সমন্বয়েই সমাবৃত্ত হইতে হয়। পরার স্থল বিন্দু। এই নিমিত্ত জপ, নাদে ও কলায়, বিন্দুসমাবৃত্তি এবং সমন্বয়। পরা থেকে পরমায় যাবার 'মুখ'-টিও বিন্দু। ভগবত্তার স্বা প্রকৃতি ঐ বিন্দুকে 'কেন্দ্রে' লইয়া আদিসেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা।

এ স্থলে সত্যমের (এবং পূর্বসূত্রে ঋতমের) যে বিবৃতি দেয়া হইল, সে বিবৃতি বিশেষ করিয়া জপযজ্ঞের প্রাসঙ্গিকতায়। প্রথম খণ্ডে 'অভ্যারোহ'-রূপ জপের ব্যাখ্যানে 'সত্যত্ব'-ও সূত্রিত এবং বিবেচিত হইয়াছে। পুনশ্চ, সপ্তম ব্যাহৃতি যে 'সত্যম্', সেটিরও ব্যাখ্যান যথাসম্ভব বিশদভাবে করা হইয়াছে। এখানে সত্যমের যে পরিচয় লওয়া হইল, তার সঙ্গে সমন্বয়ে পূর্ব পূর্ব স্থলগুলি বুঝিয়া লইতে হইবে।

নাদবিন্দুর সন্ধানবিরহিত যে সাধারণ জপ, সে জপ 'অবরসত্য'। কলার অন্বয় ও আধাররূপে নাদসন্ধানে 'পরাবর'। অর্দ্ধমাত্রাসহ তত্ত্বতঃ বিন্দুসন্ধানে পরসত্য। এভাবে জপ 'অমোঘসত্য। পরাপারীণতায় পরমসত্য। আর—পরমসত্যের শুদ্ধসচ্চিদেক-অধিষ্ঠানরূপতা এবং লীলাকৈবল্যরূপতা—দুটিই মহামায়াদি সূত্রে বলা হইয়াছে।

# পরিশিষ্ট

## সোম ও অজপা

### মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

### ১

'হরিং হিন্বন্তি অদ্রিভিঃ', ঋগবেদ নবম মণ্ডলে এই উক্তি পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। সায়ন 'হরি' অর্থে 'হরিতবর্ণ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সোম' অবশ্যই vegetation spirit, সুতরাং হরিৎ-বর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে। বৈদেশিক কবিও এই জগৎকে Green fount of Delight বলিয়াছেন।

কিন্তু ইহাই কি একমাত্র অর্থ? 'হরি' এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণে তাৎপর্য কি? ইহা ছাড়া অন্য কোন বর্ণ কি আখ্যাত হইতে পারিত না?

মনে কর ঋষি 'অদ্রি', অধিষবণ পাষাণে সোমলতা (যাহা হরিদ্‌বর্ণ) ঘসিতেছেন। জোরে ঘসিতে ঘসিতে তাঁহার মূলাধার হইতে 'হ' বর্ণ বাহির হইতেছে। ঋষির মন যেমন ঘর্ষণের দিকে তেমনি অপর দিকে, অর্থাৎ অনন্ত শক্তির সহিত মিলিত হইতেছে। ইহা হইতে হইলে মূর্দ্ধায় তাঁহার 'হ' যুক্ত নিশ্বাস উঠিতেছে। তথায় 'ঋ' অর্থাৎ 'র' বর্ণের যোগ হইতেছে। আরও উপরে উঠিল, ও 'ই' কার সংযোগে সহস্রারে পৌঁছিল। সুতরাং 'হরিম্'-এই বর্ণ উৎপন্ন হইল। এই বর্ণ যোগে ঋষি Eternal Stream of Tendency অর্থাৎ *Elan Vital* এর সহিত যুক্ত হইলেন। সুতরাং সোম realised হইল তখন—যখন ঋষি লতা ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জগতের উৎপাদক তত্ত্বের সহিত মিলিত হইলেন। যদি সেখানেই থাকিতেন তবে তাঁহার পক্ষে আর ঘর্ষণ সম্ভব হইত না। হংএ লাগিয়া যাইতেন। অবশ্য পরে রেচক যোগে 'স' পাইতেন, কিন্তু তাহাতে শান্ত ভাবই উৎপন্ন হইত, সোমলতা ঘর্ষণানুযায়ী শক্তি হয়ত হইত না। সুতরাং 'হরি', অজপা হংসেরই রূপান্তর মাত্র।

এই হরিমন্ত্র ব্রাহ্মণ, পুরাণে 'তাপহরণ', 'পাপহরণ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে

ও বর্তমান যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাই কলির শ্রেষ্ঠ সাধন এই মত প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা গেল 'হরি' আদ্যের নাম।

## ২

**সোমের সহিত সপ্তস্বর ও সপ্তঋষির সম্বন্ধ :** এই সোম, অজপা বা Elan Vital পাইতে হইলে একটি প্রক্রিয়ার কথা বেদের প্রায় সমস্ত মণ্ডলেই উক্ত হইয়াছে। বোধহয় ইহাই মুখ্য বৈদিক সাধন। দেখা যায় যে সপ্তর্ষি সপ্তচ্ছন্দযোগে সোম পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্বে সোম গন্ধর্বলোকে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে অবস্থিত ছিল, দেবী গায়ত্রী পক্ষিরূপিণী হইয়া উর্দ্ধে তথায় যান ও সোম আনয়ন করেন; বীণা বাদন করিয়া অর্থাৎ অপান বায়ুর যোগে সহস্রারে উঠিয়া অজপা ঝঙ্কার তুলিলে ইহাতে 'মহিষের' রব হয়, এজন্য নবম মণ্ডলে বলা হইয়াছে 'মহিষা অহেষত'।

যাহা হউক এই সপ্তঋষি বা সপ্তচ্ছন্দ বা 'সপ্তস্বর' কি তাহা দেখা যাউক। প্রণবের সপ্তস্বর শরীরের সপ্তস্থান হইতে অ-উ-ম্ এই যোগে করিতে হয়। এই সপ্তঘাট যথা:—

(১) প্রাণ—কণ্ঠ—অং—উম্ করিলে হইবে **কোকিলের** ন্যায় পঞ্চম ধ্বনি।

(২) অপান—গুহ্যমূল—অং—উম্ করিলে হইবে **ভেকের** মত ধ্বনি।

(৩) সমান—নাভি—অং-উম্ করিলে **ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ** ধ্বনি নিঃসরণ হইবে।

(৪) উদান—নাভি হইতে একবারে সহস্রারে উঠান—ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত রব হইবে।

(৫) ব্যান—সর্বশরীরের বায়ু স্থির নিশ্চল করিয়া সহস্রারে উঠান—**ঘণ্টার শেষ** বা finale ধ্বনি হইবে।

(৬) শরীরের সমস্ত বায়ু মূলাধার হইতে টানিয়া সহস্রারে উঠাইয়া চক্ষু খুলিয়া 'ওম্' এই উচ্চারণ করা—**ময়ূরের** কেকা ধ্বনিবৎ শব্দ হইবে।

(৭) শরীরের সমস্ত বায়ু মূলাধার হইতে টানিয়া সহস্রারে উঠান—চক্ষু বন্ধ করিয়া ওম্—এই শব্দ করা। **মহিষের** মত শব্দ হইবে।

এক এক ঋষি এক একটি ঘাট অবলম্বনে প্রণব সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই **সপ্তঋষি**। ইহার দ্বারা জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়াছে। একথা বলা হইয়াছে যজ্ঞেন

যজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ, এই ঋকে (১ মণ্ডল) সপ্তলোক, সপ্তধাতু, সপ্তচ্ছন্দ, সপ্তবর্ণ এই সকল পাওয়া যাইবে।

এই বোধহয় 'সোমের' সাধন। অন্যান্য স্থানে ত আছেই, নবমমণ্ডলে একটি ঋক বলিতেছেন যে ঋত্বিক 'সপ্তাস্যে' সোম সাধন করিতেছেন।

অপর মন্ত্রে বলিতেছেন—

হিরন্ময় রেতসঃ মধ্যে আসাম্। তস্মিন্ সুপর্ণ মধুকৃৎ কুলায়ী। ভজন্ আস্তে মধু দেবতাত্যঃ। তস্য আসতে হরয়ঃ সপ্তভীরে। স্বধাম্ দুহানাঃ অমৃতস্য ধারাম্।

যখন সাধন করি তখন প্রাণবায়ু মূলাধার হইতে আকর্ষণ করিয়া সহস্রারে তুলিবার চেষ্টা করি ও যাহাতে ভ্রূ-মূল হইতে সহস্রারে ক্রিয়া জন্মে ও তাহাতেই আবন্ধ থাকে তাহার চেষ্টা করি। অর্থাৎ দ্বিদলে উম্ ধারণা করি। এই উম্ ধারণা করিতে হইলে—ফল্গুভাবে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান ঊর্দ্ধগ ও নিম্নগ মোটামুটি সকল সপ্তবায়ুরই ক্রিয়া বর্তমান থাকে, ও আমরা মনে করি যে সপ্তবায়ু বা সপ্তপ্রাণ বা সপ্তঋষি দ্বিদলে অধিষ্ঠিত সত্যকে সেবা করিতেছেন। প্রথমতঃ এই সত্তা তমোবৃত, অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধহয়—কিন্তু উম্ এর 'ম' তে কিছুকাল অবস্থান করার ফলে উহা অন্যভাব ধারণ করে। তখন এক জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, ও সেই হিরণ্ময় জ্যোতির মধ্যে নিঃশ্বাসবায়ু পক্ষীর মত বিহার করিয়া এক পরমানন্দের অনুভব করে—এই হইল বোধহয় হিরন্ময় রেতস কুঞ্জে মধুকৃৎ সুপর্ণের বিহার। তথায় সপ্তপ্রাণ বর্তমান থাকিয়া ঐ মধু সমগ্র শরীরে সিঞ্চন করেন। এখানে পূর্বের ভীষণ ভাব দূরীভূত হইয়া অভয়জ্যোতির করুণাময় অমৃতময় ভাব ফুটিয়া উঠে—আর এই সুপর্ণাকারা সত্তা কল্পনার চক্ষে মহাকারুণিকা তারা ভাবে প্রকাশিত হন। দেখা যাইবে যে পক্ষী উভয়পক্ষ বিস্তার করিয়া দক্ষিণদিকে ঝুঁকিলে ঠিক তারা অজপার মূর্তি হয়। এই অজপা দেবী পক্ষোচালনার নিবৃত্তভাব ধারণকালে যে ঝঙ্কার উৎপন্ন করেন তাহা হয় **পবমান সোম**।

এই মধুর ভাবে সব Struggle চুকিয়া যায় ও সৌন্দর্যের এক শান্তভাব উপলব্ধি হয়। কারণ morality তে থাকিয়া গেলে শেষ পর্যন্ত থাকিয়া যায় struggle, কিন্তু এই morality ই যখন নিজ স্বরূপ সৌন্দর্যভাবে প্রকটিত করে তখন হয় সৌন্দর্যের চরম অনুভূতির অবস্থা। এখানে সাধক পরমবক্ষে সংলগ্ন হন ও আত্মারাম হন। ইনিই হন 'রাম'—দেহরূপ গৃহে রমণকারী পরমাত্মা।

### ৩

যাহা হউক, এখন সোমের প্রতীক কিছু পাওয়া যায় কি? লতার রস ঘুরিয়া পড়িতেছে ইহা দ্বারা সোম-অজপার কোন symbol পাওয়া যায় কি? অজপায় হং-অং-মূলাধার হইতে সহস্রারে উঠিল—তথায় স্থিতিতে circle উৎপন্ন করিল কিন্তু অবশ্য সম্ভাবী বিক্ষেপের ফলে ঘুরিয়া নিম্নে আসিল ও Triangle জন্মাইল। Circle becoming Triangle—জাপানী বৌদ্ধের ইহাই চিন্তামণি মুদ্রা।

সঃ হইয়া Elan vital নিম্নগ হইল ও বোধহয় এই প্রকার একটি figure উৎপন্ন করিল।

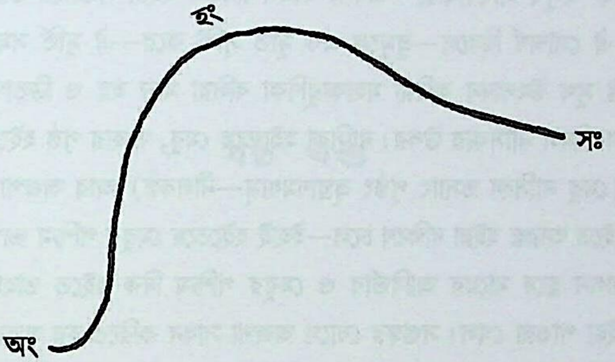

ইহা কি সোম অবিচর্ম-নির্মিত চোঙের উপর দিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে ঘুরিয়া পড়িল এই রূপটি জন্মাইতেছে না? কল্পনায় ইহাকে কি আদ্যের তারা-মূর্তি—যাহা Crete, Phrygia, Babylon প্রভৃতি দেশে প্রচুরভাবে বর্তমান—সূচনা করিতেছে না? প্রাচীন বৌদ্ধেরা এই তারা-মূর্তি পশ্চিম দেশ, বোধহয় Babylon বা Phrygia হইতে আনিয়া ভারত, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন ও আমাদের বোধহয় এই তারা-মুর্তিই পরমব্রহ্ম হইতে আগত ও তাহা হইতে অভেদ শক্তির প্রকৃষ্ট ধ্যান মূর্তি। ইহা খ্রীস্টান জগৎ মেরির ভাবে কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং, তারাই অজপার প্রকৃষ্ট Symbol—এমন কি চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদে পাওয়া যায়—

'অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক—
অনুলোম ঊর্দ্ধ্বরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক।'

এখন এই Symbol আমরা হৃদয়ে কিরূপে আনিব—কারণ উপাসিতা দেবীর সহিত তন্ময়তা না আসিলে সাধন হয় না। আমাদের দেহ হইতেছে দেবলীলা স্থান, ইহাতেই দেব প্রকাশিত হন। আমরা যখন সাধন করি তখন প্রাণায়াম প্রত্যাহার যোগে দেহকে নির্মল করি ও নিশ্চল করি—তখন দেহ মন স্বচ্ছ নির্মল আদর্শবৎ হয়, তখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ ভিতর হয়। মূলাধার হইতে বায়ু যখন সহস্রারে উঠে তখন অন্তরে এক স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দন লিঙ্গমূল হইতে হয় বলিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ও এক অপূর্ব লাবণ্যধারা—অবশ্য কামগন্ধবিহীন হইয়া সহস্রারে উঠে। তখন দেখা যায় ঐ সৌন্দর্য দ্বিদলে—ভ্রূমূলে এক মূর্তি সৃষ্টি করে—ঐ মূর্তি সমস্ত শরীর মনের শান্তি সুখ উৎপাদন করিয়া মহাকারুণিকা বলিয়া মনে হয় ও ত্রিতাপ শীতল করে। ভ্রূযুগ-দ্বিদল নাসিকার উপর। নাসিকা হইতেছে মেরু, তাহার পৃষ্ঠ হইতেছে ভ্রূ-ঘ্রাণ মধ্য (মেরু নাসিকা তস্যাং পৃষ্ঠং ভ্রূঘ্রাণমধ্যম্—নীলকণ্ঠ) আর অজপা নিঃশ্বাস বাম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে চলে—ইহাই হইতেছে মেরুর পশ্চিম ভাগ। এখন দেহরূপ চোলন হ্রদে মায়ের আবির্ভাব ও মেরুর পশ্চিম দিক হইতে তাহার প্রথম অভিব্যক্তি ইহা পাওয়া গেল। সপ্তস্বর যোগে অজপা সাধন করিতে হয় সুতরাং তারা সপ্তঋষি দ্বারা সেবিতা—অর্বাগ্ বিল ঊর্দ্ধ চমস, বৃহদারণ্যকের এই মন্ত্র দেখ। সহস্রার যেখানে দেবী অনুভূতা হন এই হইতেছে চমস্ বা সোমের 'অজপার' হাতা—সোমধান।

---

'চলু হংসা পশ্চিমা দিশা খিরকি খুলবাও ত্রিবেণীকে ঘাটপর হংসা নহবাও'—কবীর

'যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে, বলিবি পুরব মুখে'—চণ্ডীদাস

# জপসূত্রম্

(বঙ্গাভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেনসহ)

## ষষ্ঠ খণ্ড

# নিবেদন

'জপসূত্রম্' এবার উপসংহার পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নদী এবার নদীনাথে মিলিয়াছে। যেদিন দুই চারিটি ছত্রের ক্ষীণ-স্রোতের মধ্য দিয়া এ নির্ঝরিণীর নির্গমন হয়, সেদিনই ইহার পূর্ণ সিন্ধুতে নিমজ্জনও যেন সুনির্দিষ্ট ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষায় তখনই জানা ছিল 'সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ'। ছয়টি বিস্তৃত খণ্ডে ইহা আজ এক বিপুল মহোদধির আকার ধারণ করিয়াছে; দুরবগাহ ইহার তল, বিচিত্র ইহার কল্লোল; অতলে ইহার কত না মণি-মাণিক্যের ঝিকিমিকি! প্রাণের প্রেরণায় প্রত্যগাত্মার হৃৎ-কন্দর হইতে-ইহা উৎসারিত, তাই ইহার কোনোদিন বিনাশ নাই, অবসান নাই। 'শ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকম্'-এ শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া জপসূত্রমের যাত্রা সুরু। ইহার উপসংহারেও সেই একই কথা, ইহার শেষ ছত্রটিতে সেই একই সুর: ত্রিবেণীর তিনটি ধারার মধ্যে 'মুখ্যতমা হইল ভগবানের অনুগ্রহাখ্যা শক্তির পরমঘন বিগ্রহরূপ শ্রীগুরুর কৃপা' (পৃ-৩৮৪)। তাই এ মহাযাত্রার প্রারম্ভেও যেমন শ্রীগুরু, ইহার নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির মূলেও তিনি; সব কিছুই সেই গুরুশক্তিরই অপার মহিমা।

'জপসূত্রম্' এই নামেই প্রকাশ যে ইহার মুখ্য বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় 'জপ'। জপ মুখ্যতঃ মন্ত্রাত্মক। তাই মন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয় ইহার একটি প্রধান অঙ্গ। ইহাকে ত্রিবেণীর মুখ্য ধারা বলা হইয়াছে। এ-প্রসঙ্গে কত অসংখ্য বীজমন্ত্র নাম ইত্যাদির রহস্যই না বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। এই মুখ্য ধারা যখন আপন গতিপথে যথাযথভাবে কিছুদূর অগ্রসর হয় তখন মুখ্যতরা আর একটি ধারা আসিয়া তাহাতে মিলিত হয়। এটি হইল ইষ্ট বা আরাধ্যের বা মন্ত্রেশ্বরের ধারা। মন্ত্রের হৃদ্দেশে, কেন্দ্রকোরকে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন মন্ত্রের যিনি দেবতা, মন্ত্রের যিনি 'মধু', মন্ত্রের যিনি প্রাণ বা চৈতন্য। তন্ত্রের রহস্য-পরিভাষায় ইহাই 'বিন্দু'। এই বিন্দুরই বিগলিত ধারা হইল নাদ। ইহাই মধুনিষ্যন্দ বা মধুপ্রবাহ। মন্ত্রে যতদিন এই 'মধু'র সংস্পর্শ না মিলে ততদিন সবই মনে হয় 'শ্রম এব হি কেবলম্'। সকল সাধকের

ইচ্ছার বিষয় বা 'ইষ্ট' হইল এই মধু। তাই এ ধারাটিকে মুখ্যতরা বলা হইল। এই ইষ্টের আলোচনা-প্রসঙ্গো জপসূত্রে শ্রীগণেশ হইতে সুরু করিয়া কালিকাদি পর্যন্ত প্রধান পঞ্চদেবতা বা দশমহাবিদ্যার নানা আপাতভীষণা ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী প্রভৃতি কত না বিচিত্র মূর্তির অগাধ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, যাহার ফলে তিক্ত-কষায়ও মধুর হইয়া পরম আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে যে মুখ্য অনুগ্রহ শক্তির প্রেরণায় বা কৃপাদীক্ষার ফলে মন্ত্র একটি শলাকারূপে স্থূল অন্নময় কোষে বা বৈখরীভূমিতে সাধকের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিয়াছিল, সেই শ্রীগুরুর পরিপূর্ণ মহিমার উপলব্ধিতে মুখ্যতমা ধারার সন্ধান মিলে। যাত্রা-শেষে তখনই তাহার মধ্যে এই জিজ্ঞাসা জাগেঃ 'মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছ্বাসো বেতি জল্পনা'। এই যে অসীম আকূতি, উদ্বেল উচ্ছ্বাস মন্ত্রের স্পন্দনে গুঞ্জরিত হইয়া আজ মহা ওঁকারে গিয়া নিস্পন্দ নিথর মৌন হইয়া গেল, এ-উচ্ছ্বাস কি তবে 'তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই অনুভব'? আমার বলিয়া তবে আর কি রহিল? তখন 'না সো রমণ ন হাম রমণী'—মিলনের এই পরিপূর্ণ রাগিনীটিই ধ্বনিয়া উঠে।

এই অন্তিম খণ্ডে জপের সেই অবসান ভূমিগুলিই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাগরের যত নিকটবর্তী হইয়াছে তত ইহার কল্লোল গভীরতর হইয়াছে, তাই সাবধানে সজাগ হইয়া এ কল্লোলে কান পাতিয়া থাকিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি জপ মন্ত্র বা নামাশ্রিত। মন্ত্র বা নাম স্পন্দনাত্মক। এ স্পন্দন সুষম স্পন্দন। কিন্তু আমাদের যন্ত্র—দেহ-প্রাণ-মানসাদি—সবই সাধারণত বিষমস্পন্দনে প্রতিকূল হইয়া আছে। এই প্রতিকূলকে অনুকূলে আনা, বিষমস্পন্দনকে সমস্পন্দনে আনার সাধনই জপসাধন। 'সমং কায়শিরোগ্রীবং' হইতে সুরু করিয়া 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা' 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা' ইত্যাদি ক্রমে 'নির্দোষং হি সমং' ব্রহ্মে পৌঁছানর জন্যই গীতাদি শাস্ত্রের উপদেশ এবং সাধকের প্রয়াস। তাই ইহা বড় আয়াসসাধ্য, কৃতিসাধ্য বলিয়া প্রারম্ভে মনে হয়। কিন্তু এই কৃতিজপই একদিন রুচিজপ ও রতিজপে পরিণত হয় (পৃ. ১৯৬)। তখন ইহার রূপ বদলাইতে থাকে। কৃত্রিম প্রয়াসের স্থলে তখন সহজ স্বাভাবিক প্রাণধারায় জপ পতিত হয়। জপসূত্রের পরিভাষায় তখন স্থূল বাকের পতন ঘটে, মধ্যমা মালাটি ধরেন। জপ এইরূপে অজপায় পরিণত হয়। 'শিবসূত্রবিমর্শিণীর ভাষায় তখন 'আসনস্থো সুখং হ্রদে নিমজ্জতি' অর্থাৎ আসনে বসা মাত্র অনায়াসে

হৃদয়ের অমৃত-হ্রদে নিমজ্জন ঘটে এবং 'কথা জপঃ' অর্থাৎ শব্দ মাত্রই জপে পরিণত হয়। কিন্তু এই অজপাতেই ধারার শেষ নয়। অজপার এই স্বচ্ছন্দ ধারার সীমা কতদূর? ইহা কি লক্ষ্যহীন অভিসার? না, ইহারও সীমা আছে 'আজপ' (পৃ. ২৪৮) অর্থাৎ অজপ অবধি ইহার গতি। জপ যতক্ষণ অজপে, জপশূন্যতায়, অর্থাৎ কৃত্রিম-অকৃত্রিম সকল ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়' না হইতেছে ততদিন এ যাত্রার ছুটি নাই, স্পন্দনের বিরাম নাই। এই অন্তিম খণ্ডে জপ তাই অজপার দ্বার দিয়া অজপে পৌঁছিয়াছে। জপের বহু বিচিত্র রূপও প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। জপ-অজপা-অজপ—এই ক্রমটি বা পরিণতিটি সেইজন্য প্রত্যেক সাধককে আপন অনুভবের সাথে মিলাইতে হইবে।

কিন্তু এ গতি বা পরিণতির সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে শ্রীগুরুরূপী সেই মুখ্য অনুগ্রহশক্তি দ্বারা, যাঁর অনুকম্পাই 'নিখিলশমনমূলম্'। এই শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিককালে নানা বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রবর্তিত ও প্রচলিত। কেহ বা আপন গুরুকে সর্ব অবতারের শ্রেষ্ঠ, ত্রিভুবনে অতুলনীয় বলিয়া তাঁরই গুণগানে বা বর্ণনার বিজ্ঞাপনে মুখর—ইঁহারা গীতার ভাষায় 'নান্যদস্তীতি বাদিনঃ'। আবার অপর কেহ কেহ এবং গুরুর আশ্রয়ে কিছুদিন কাটাইয়া অক্লেশে অপর এক গুরুর আশ্রয় গ্রহণে কোনো দ্বিধা বোধ করেন না, যেন গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ এতই ভঙ্গুর ও পেলব যে ইচ্ছামাত্রই তাহার স্থাপন বা বিয়োজন ঘটান যায়! এ সব বিভ্রান্তিকর নিরসনের জন্য তাই জপসূত্রকার এই তত্ত্বটি যথাযথভাবে সাধকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, 'ভগবানের সর্বব্যাপিণী যে অনুগ্রহশক্তি, সে-শক্তির অনন্যসাধারণ মূর্ত ব্যক্তিরূপতা বিশেষ বিশেষ গুরুশক্তি (পৃ. ৩০৪)। তাই এ গুরুশক্তি নিখিলব্যাপিনী, 'সর্ব সাধু মহাপুরুষেই বিদ্যমান'। সুতরাং এ কথাটি মনে রাখিয়া চিত্তের সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া সকল মহাজনের চরণেই নিজেকে লুটাইয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, 'আপন গুরুতে সেটি (অনুগ্রহশক্তি) মৎসম্পর্কে অসাধারণী, অতুলনীয়া, অনুত্তমা'। আমার মনের মরমে যাঁর স্পর্শ যুগযুগান্তের ঘুম ভাঙাইয়াছে, নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে, 'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ', বারংবার তাঁর চরণেই আমার 'পরাণ-লুটান প্রণতি'। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যে চাতক ও

বারিদের সম্বন্ধের মতই অচ্ছেদ্য! আমার বুকের জ্বালা, প্রাণের পিপাসা মিটাইতে এই 'জলধর শ্যাম মনোহর' ছাড়া আর তো কেহ নাই, 'দূসরো ন কোঈ'। তবে কি দ্বিতীয় আর কাহাকেও মানিব না, অন্য কোনো সাধু মহাপুরুষের চরণে প্রণত হইব না? কিংবা সেরূপ অপরের চরণে প্রণত হইলে কি আপন গুরুকে ছোট করা হইবে না বা সেরূপ আচরণে আপন সদ্‌গুরুতে শ্রদ্ধার শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে না? এইরূপ বিষম-শঙ্কাকুল সাধককে জপসূত্রকার তাঁর ঋষি-দৃষ্টিতে অভ্রান্ত নির্দেশটি দিতে ভুলেন নাই; 'অন্য অন্য সাধু মহাপুরুষ সঙ্গাদিও তোমার সাধনাঙ্গ বটে, তবে সেরূপ সঙ্গে তোমার একমাত্র আকূতি প্রার্থনা রহিবে—"দাও আমায় আমার গুরু-ইষ্ট-সাধনে পূর্ণা মতিরতি এবং অচলা নিষ্ঠা, একান্ত নির্ভর"। তোমার আপন ভাণ্ডার নিত্য পূর্ণ; কোনো সাধুর কাছে বর চাহিবে—"যেন আমি আমার সেই আপন ভাণ্ডার দুয়ারেই সদাক্ষণ নিশ্চিন্তে লুটাইতে পারি" (পৃ. ৩০৫)। তুলসীদাস শুধু শ্রীরামচন্দ্রেরই গুণগান করেন নাই, অন্যান্য নানা দেবদেবীরও বন্দনা গাহিয়াছেন, কিন্তু সকলের কাছেই তাঁর শুধু একই প্রার্থনা:

'রঘুপতিপদ পরম প্রেম
তুলসী য়হ অচল নেম
দেহু হে প্রসন্ন'।

অর্থাৎ সকলের প্রসন্নতা ভিক্ষা করি শুধু এই বর মাগিতে যে রঘুপতির চরণে যেন অচল প্রেম লাভ হয়। ভারতের আর্য সাধনার এই বিশাল সমন্বয়ী দৃষ্টি দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমরা হারাইয়াছি। গুরু-শিষ্যের নিগূঢ় সম্বন্ধও আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। পূজ্যপাদ স্বামিজী তাঁহার ভাস্বর প্রজ্ঞা-দীপে আমাদের সে-দৃষ্টি আবার ফিরাইতে যত্নশীল হইয়াছেন।

জপসূত্রের এই ছয়টি বিস্তৃত খণ্ডে পূজ্যপাদ স্বামিজীর যে বিপুলায়তন প্রয়াস তাহা এইরূপে ত্রিভূমিক। গুরু-ইষ্ট-সাধন এই তিনটি তত্ত্বের মহাত্রিকোণযন্ত্রই এ মহাগ্রন্থের অধিষ্ঠান। সাধনায় যাঁহারা সত্যই একান্তভাবে ব্রতী এবং পরমতত্ত্বের অন্বেষণে ও অনুশীলনে যথার্থ তৎপর, এ গ্রন্থ তাঁহাদের যাত্রাপথের অক্ষয় ও অভ্রান্ত দিশারী হইয়া নিত্যকাল পথ দেখাইবে। আমাদের এ গ্রন্থপ্রকাশের প্রয়াসও

সেই 'আবৃত্তচক্ষুঃ কশ্চিদ্ ধীরঃ'-এর জন্যই। আর কাল যখন নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা, তখন এ গ্রন্থের মর্মজ্ঞ ও রসগ্রাহী কোথাও বা কখনো কেহ নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইবেন—এ বিশ্বাসের বর্তিকা আমাদের চিত্তে অনির্বাণ প্রজ্জ্বলিত থাকিবে।

পৃথক ছয়টি খণ্ডে বিভিন্ন বিষয়-বস্তুগুলি কোথায় কিভাবে ছড়াইয়া আছে তাহার একটি সংকলন এবং সম্ভব হইলে বিভিন্ন প্রাচীন যোগ, তন্ত্র, বেদান্তাদি শাস্ত্রে এ সবের মূলগুলিই বা কিভাবে দেওয়া আছে অর্থাৎ জপসূত্রের সঙ্গে প্রাচীন আর্ষ শাস্ত্রাদির সঙ্গতি-নির্ধারণ পরিশিষ্ট আর একটি খণ্ডে দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের রহিল। তবে সে ইচ্ছা কিভাবে কবে পূর্ণ হইবে তাহা সেই সর্বনিয়ন্তাই জানেন!

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী,
১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

বারিদের সম্বন্ধের মতই অচ্ছেদ্য! আমার বুকের জ্বালা, প্রাণের পিপাসা মিটাইতে এই 'জলধর শ্যাম মনোহর' ছাড়া আর তো কেহ নাই, 'দূসরো ন কোঈ'। তবে কি দ্বিতীয় আর কাহাকেও মানিব না, অন্য কোনো সাধু মহাপুরুষের চরণে প্রণত হইব না? কিংবা সেরূপ অপরের চরণে প্রণত হইলে কি আপন গুরুকে ছোট করা হইবে না বা সেরূপ আচরণে আপন সদ্‌গুরুতে শ্রদ্ধার শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে না? এইরূপ বিষম-শঙ্কাকুল সাধককে জপসূত্রকার তাঁর ঋষি-দৃষ্টিতে অভ্রান্ত নির্দেশটি দিতে ভুলেন নাই; 'অন্য অন্য সাধু মহাপুরুষ সঙ্গাদিও তোমার সাধনাঙ্গ বটে, তবে সেরূপ সঙ্গে তোমার একমাত্র আকূতি প্রার্থনা রহিবে—"দাও আমায় আমার গুরু-ইষ্ট-সাধনে পূর্ণা মতিরতি এবং অচলা নিষ্ঠা, একান্ত নির্ভর"। তোমার আপন ভাণ্ডার নিত্য পূর্ণ; কোনো সাধুর কাছে বর চাহিবে—"যেন আমি আমার সেই আপন ভাণ্ডার দুয়ারেই সদাক্ষণ নিশ্চিন্তে লুটাইতে পারি" (পৃ. ৩০৫)। তুলসীদাস শুধু শ্রীরামচন্দ্রেরই গুণগান করেন নাই, অন্যান্য নানা দেবদেবীরও বন্দনা গাহিয়াছেন, কিন্তু সকলের কাছেই তাঁর শুধু একই প্রার্থনা:

'রঘুপতিপদ পরম প্রেম
তুলসী য়হ অচল নেম
দেহু হে প্রসন্ন'।

অর্থাৎ সকলের প্রসন্নতা ভিক্ষা করি শুধু এই বর মাগিতে যে রঘুপতির চরণে যেন অচল প্রেম লাভ হয়। ভারতের আর্ষ সাধনার এই বিশাল সমন্বয়ী দৃষ্টি দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমরা হারাইয়াছি। গুরু-শিষ্যের নিগূঢ় সম্বন্ধও আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। পূজ্যপাদ স্বামিজী তাঁহার ভাস্বর প্রজ্ঞা-দীপে আমাদের সে-দৃষ্টি আবার ফিরাইতে যত্নশীল হইয়াছেন।

জপসূত্রের এই ছয়টি বিস্তৃত খণ্ডে পূজ্যপাদ স্বামিজীর যে বিপুলায়তন প্রয়াস তাহা এইরূপে ত্রিভূমিক। গুরু-ইষ্ট-সাধন এই তিনটি তত্ত্বের মহাত্রিকোণযন্ত্রই এ মহাগ্রন্থের অধিষ্ঠান। সাধনায় যাঁহারা সত্যই একান্তভাবে ব্রতী এবং পরমতত্ত্বের অন্বেষণে ও অনুশীলনে যথার্থ তৎপর, এ গ্রন্থ তাঁহাদের যাত্রাপথের অক্ষয় ও অভ্রান্ত দিশারী হইয়া নিত্যকাল পথ দেখাইবে। আমাদের এ গ্রন্থপ্রকাশের প্রয়াসও

সেই 'আবৃত্তচক্ষুঃ কশ্চিদ্ ধীরঃ'-এর জন্যই। আর কাল যখন নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা, তখন এ গ্রন্থের মর্মজ্ঞ ও রসগ্রাহী কোথাও বা কখনো কেহ নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইবেন—এ বিশ্বাসের বর্তিকা আমাদের চিত্তে অনির্বাণ প্রজ্জ্বলিত থাকিবে।

পৃথক ছয়টি খণ্ডে বিভিন্ন বিষয়-বস্তুগুলি কোথায় কিভাবে ছড়াইয়া আছে তাহার একটি সংকলন এবং সম্ভব হইলে বিভিন্ন প্রাচীন যোগ, তন্ত্র, বেদান্তাদি শাস্ত্রে এ সবের মূলগুলিই বা কিভাবে দেওয়া আছে অর্থাৎ জপসূত্রের সঙ্গে প্রাচীন আর্ষ শাস্ত্রাদির সঙ্গতি-নির্ধারণ পরিশিষ্ট আর একটি খণ্ডে দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের রহিল। তবে সে ইচ্ছা কিভাবে কবে পূর্ণ হইবে তাহা সেই সর্বনিয়ন্তাই জানেন!

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী,
১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

# শেষের দুটো কথা

জপসূত্রম শেষ হ'ল এই খণ্ডে। পূর্বখণ্ডে একটুখানি 'আত্মকথা' ছিল। এখণ্ডে তার জের টানার দরকার আছে মনে হয় না। তবু একটা কথা আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—'জপসূত্রম্ শ্রদ্ধালু অনুগৃহীতের অনুধ্যাত গ্রন্থ।' সাধারণ 'মগজের কাজ' বলতে যা বোঝায়, সেটাকে একরকম বন্ধ রেখে গ্রন্থের যেটা মূল (সূত্র ও কারিকাবলী) সেটা পেতে হ'য়েছে। অর্থাৎ, মগজটাকে যথা সম্ভব 'অকেজো' (নির্ব্যাপার) ক'রে ঊর্দ্ধ্বচেতনার অবতরণী ধারায় সেটাকে মিলিয়ে দিতে হ'য়েছে। যেমন—একান্তে খাতাকলম নিয়ে চুপটি করে বসে থাকতে সহসা এক একটা সূত্র বা কারিকা যেন 'কলমের মুখে' এসে গেছে। সূত্রগুলো সম্বন্ধে তো বটেই; কারিকাগুলোতে কখন কখন কিছু কিছু মগজের ব্যাপারও হ'য়েছে বটে। খাতায় marginal notes (প্রায় সাঙ্কেতিক) গুলো দেখে তাই তো মনে হয়। বড় ছন্দের শ্লোকগুলোয় সময় সময় ভেবে চিন্তে, ছন্দ মিলিয়েও কাজ করতে হয়েছে। তবে, এসব মগজের মামুলি কাজ। কাজের যেটা আসল, সেটা তার জিম্মায় বা হাতে তেমন ছিল না। ভাব, ভাষা, শৈলী—এ সবই যেন একটা 'আবেশের' মতোই এসে গেছে। মূলের দেবভাষা স্বতঃই এসেছেন; তাঁর কৃপাও অকৃপণ পেয়েছি। আর, ইংরেজি কথাগুলো মাঝে মাঝে দেওয়ায় ব্যাখ্যানে সুরাহাই হ'য়েছে মনে হয়। অবিশ্যি, সাধারণ মগজের কথাই হচ্ছিল। 'দদামি বুদ্ধিযোগং তে'—সে বুদ্ধিযোগের কথা হচ্ছে না। সে বুদ্ধিযোগের একটুখানি 'পরশ'—তাইতো এ কাজের মূল, এর প্রেরণা, এর প্রাণ, এর সম্বল,—সব কিছু।

ব্যাখ্যানে বসে মগজটাকেও বেশ খাটাতে হ'য়েছে। তাও ঠিক 'কারিগর' ভাবে নয়, 'যোগানদার' ভাবে। যোগানদারের আর ঠিকাদারের কাজটাও দরকারী; তাতে মেহন্নৎও বিস্তর। তবু কর্মের যেটা 'ধ্যান', যেটা 'পরিকল্পন' সেটা তার নয়। নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচনাদিও তার নয়। যিনি কর্মাধ্যক্ষ, তিনি নিজে চালিয়ে না দিলে কিছুই এক্ষেত্রে চলে না। সূত্রাদির ব্যাখ্যানে তা প্রতি পদে পদে বুঝতে হ'য়েছে।

নিজের হাতে লেখা সূত্র বা শ্লোকের যে কি গূঢ় ভাব, তা তিনি নিজের আলোয় দেখিয়ে না দিলে দেখতে পাই নি। ব্যাখ্যার গোড়াতে তাই মানে হাতড়াতে গিয়ে ‘হতভম্ব’ হ’য়েছি। পরে তিনি নিজে বোঝালে বিস্ময় ও তৃপ্তি, প্রকাশ ও পুলক হ’য়েছে ওরহীন, এ অনুগৃহীত আধারে।

কেবলি মনে হ’য়েছে আমার জন্যই বুঝি আমাকে এই সব লেখাচ্ছ তুমি। আর কারুর পড়া না পড়ার, বোঝা না বোঝার কথা মনেই আসেনি তখন। তবে জানতাম—‘আমিটা’ তো এই আমিটুকু নয়; সে প্রত্যগাত্মা। সত্য, সুষম, সুন্দর সর্বাধারেই যথোপযোগ ফুটে উঠবেই। আজ আমার প্রাণগোপালদা নেই, মন্মথদাও নেই; তবু শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী, শ্রীগোপীনাথজী, অনির্বাণজীর মত দু’চার জন আছেন তো। শ্রীমান্ গোবিন্দই ছিল গোড়াতে উপলক্ষ্য। আর, শ্রীগুরুকৃপাসহায় হ’য়ে সে-ই এর ব্যাখ্যানও স্বচ্ছোজ্জ্বল, সুন্দর ক’রেই করে সব্বাই এর জন্যে। সব্বাইকারই কত ভাল লাগে!

শেষে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসকেও এ বড় কাজটা সৌষ্ঠবে সারার জন্যে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই।

স্বামীজি

# জপসূত্রম্
## তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

**৫॥ আবীরাত্রীতিভেদঃ॥**

(সদিতি ব্রহ্মনির্দেশপ্রসঙ্গে) আবিঃ এবং রাত্রি—এই ভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে॥

আবীরাত্রী দ্বয়োস্তুল্যমানন্ত্যমতিলক্ষণম্।
বিলক্ষণং প্রকাশেন চালক্ষণং তমিস্রয়া॥
চিদেব চিন্মুখণ্ডাবির্বিশ্বদৃগ্ বিশ্বতোমুখম্।
রাঁত্রিরাবিঃ স্বয়ংভানেঽভানে যা বিশ্বতোলয়া॥ ১-২

আবিঃ এবং রাত্রির প্রসঙ্গ পূর্বে বহুশঃ হইয়াছে। এ স্থলে লক্ষ্য কর যে—এ দুয়েরি এক 'অতিলক্ষণ' বা লক্ষণাতীত 'আনন্ত্য' আছে। আবিঃ বা রাত্রি—কোনটাই সীমা বা 'এই অবধি'-তে আসে না। প্রকাশের সম্বন্ধেও কোন গণ্ডী টানা নেই; আবরণ বা অপ্রকাশ সম্বন্ধেও নেই। শুধু তাই নয়। এ দুটি বিরুদ্ধ হইলেও (logically opposite), এদের, যাবৎ দ্বন্দ্বভাব তাবৎ, অন্যোন্য অপেক্ষা (epistemological implication) আছে। তমঃ বা আবৃত্তির 'প্রকাশ' (অনুভূতি) ছাড়া আবৃতি কোন কল্পনীয় পদার্থই নয়। 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্'—'কৈ, কোন কিছুরি তো প্রকাশ নেই'—এভাবেও প্রকাশটি হওয়া চাই। কাজেই 'জ্যোতিষাবির্ভবতি তমঃ'—জ্যোতিতেই তমঃ তমোরূপে আবির্ভূত. দুটি 'বিরুদ্ধের' এই এক অদ্ভুত 'সংবাদ'। জ্যোতিরই 'ভাসা' তমেরও ভান হয়। পক্ষান্তরে, যাবৎ জ্যোতিঃ এবং তমঃ পরস্পর দ্বন্দ্বস্থ, তাবৎ তমের যেটি 'রোধিকা', সেটি নিজেকেই 'রোধ' না করিলে তো তদধিকৃত কিছুরি আবীরূপতা ঘটে না।—The Veiler must veil itself; Negation must negate itself, 'সৈষা প্রসন্না'—মহামায়াকে, মহারাত্রিরূপাকে, প্রসন্না

পাইতেই হয়, উদয়-উন্মেষ, শুদ্ধি-মুক্তির নিমিত্ত। ইহা হইল 'তমসা বাধতে তমঃ'। সদৃশচিকিৎসার মূল কথা। আবরণের স্বসম্বরণ।

বস্তুতঃ রাত্রির দ্বিবিধা বৃত্তি। স্বীয় ভান সম্পর্কে জ্যোতিঃ বা প্রকাশরূপতা। আর, স্বাধিকৃত সব কিছু সম্পর্কে তমঃ বা আবরণ (অভান)-রূপতা। মহারাত্রি অথবা রাত্রিসূক্তের রাত্রিরূপে ইনি স্বরূপে জ্যোতিঃস্বরূপা, এবং ইনি 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ'—স্বনিষ্ঠ যে ভান তদ্‌দ্বারা অভানরূপ তমঃ-কে নিরস্ত করেন। অর্থাৎ, বলেন—'তুমি অপর সব কিছুই ঢাকো, কিন্তু, খবরদার, আমাকেই ঢাকিতে যেও না।' কাজেই, ব্রহ্মরূপা। সুতরাং, আবিঃ এবং রাত্রি পরস্পর বিরোধে দ্বন্দ্বভাক্ রহিয়াও, পরস্পর থেকে ব্যাবৃত্ত নয়।

সংক্ষেপতঃ, এই পঞ্চপাদে আবীরাত্রিকে ভাবনা করিতে হইবে:—

(১) দুইটিই অনন্ত ভানরূপ। যথা, শুদ্ধ ব্রহ্ম একাধারে পরম 'আবিঃ' বা পরম প্রকাশ; এবং পরমা রাত্রি বা পরম অব্যক্ত (অলক্ষণমপ্রমেয়মনিরুক্তম্ ইত্যাদি; 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি)। রাত্রিস্থলেও ব্রহ্মের ভানত্ব অপাস্ত হয় না, পরন্তু নামরূপাদি বাগ্‌বুদ্ধিবৃত্তিসমূহই অপাস্ত হয়। এ গুলির সম্বন্ধেই ব্রহ্মের অব্যক্ততা বা রাত্রিত্ব।

(২) ব্রহ্মে এই যে আবীরাত্রির সমানাধিকরণতা, তাতে দ্বন্দ্বস্থতা (polarity) দেখা দেয় নাই। অর্থাৎ, শুদ্ধব্রহ্ম এমন বলেন না—'এই দেখ, আমি পরমপ্রকাশ; বিমর্শবৃত্তিকে আমি ঢাকিয়া রাখিয়াছি।' বিমর্শবীজের আদিম অঙ্কুরটি হইল দ্বন্দ্বস্থ হওয়া। এর ফলে, আবিঃ এবং রাত্রি—এ দুটি হইল; এবং পরস্পরে দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধভাক্ হইল। তদ্রূপ হইলেও চণকের দুটি দানার মত আদৌ (proto-logically) আবীরাত্রি সম্পরিষ্বক্ত। দুয়ে দুয়ের অপেক্ষা (পূর্বকথিত epistemological implication) রহিয়াছে।

(৩) তৃতীয় পাদে ঐ অপেক্ষাটি স্ফুট দ্বন্দ্বস্থতা (logical opposition) রূপ পায়। অথচ, এ দ্বন্দ্বস্থতায় তাদের 'সঙ্গতি' ও 'সংবাদ' এখনও আছে। অর্থাৎ, দুটিতে এখনও অবধি সমাবৃত্তিসহগত্বসম্বন্ধে রহিয়াছে। পরস্পরকে পূরণ পোষণাদি করিতেছে। যেমন, কোন বীজের বিকাশে। যথা লীলা প্রতিযোগিতায়।

(৪) প্রকাশ ও আবরণ এইবার সমাবৃত্তিসম্বন্ধ থেকে ব্যাবৃত্তি সম্বন্ধে আসিল। তথাপি, ব্যবহারতঃ, তাদের অভীষ্ট সহযোগসূত্রটি বজায় আছে। যেমন, কোন

ব্যক্তবৃত্তি আর তার সংস্কার বা সম্বেগ; জাগরণ ও নিদ্রা; জপে বৈখরীবাক্ আর সঙ্কল্পী মানসের প্রাণলয়; ইত্যাদি।

(৫) তাদের ব্যাবৃত্তি (actual exclusion) 'বিরোধ' রূপটি পাইল। যেমন, তমঃ আর আলোক। এস্থলে পরস্পরে পরস্পরের অভীষ্ট সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তুতি না থাকিতে পারে। প্রকাশ-উন্মেষকে অধিক উপচীয়মান করার নিমিত্তই তমসার আবরণ হইতেছে না,—যেমন ডিম্বগর্ভে শাবক; কোরকে কুসুম, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, গাঢ় নিদ্রা যেখানে অভীষ্ট, সেখানে জাগরচাঞ্চল্য বাধা; জপে বিন্দুবিলয়ে বৈখরীবাক্ এবং সঙ্কল্পী মনও বাধা হইতে পারে।

এই যে পঞ্চপাদে আবীরাত্রির 'অবতরণ', এর 'বামা' বা বিলোমীকরণই সাধন।

সূত্রকারিকায় আদিম পর্বটিকে 'অতিলক্ষণ' (Alogical) বলা হইল। দ্বিতীয় পাদকে 'প্রাক্-লক্ষণ' (Protological) বলিতে পার। তৃতীয়ে 'বিলক্ষণ' (প্রকাশ) আর 'অলক্ষণ' (তমঃ—undefined)—এই দুটি দ্বন্দ্বভাক্। এই দ্বন্দ্বভাবনা করিয়া, তৃতীয় পাদটিকে 'প্রতিলক্ষণ' বলা যায়। চতুর্থটিকে 'ব্যাবৃত্তিলক্ষণ', এবং শেষেরটিকে বিরোধ বা 'বাধলক্ষণ' বল।

প্রথমপাদে 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'। দ্বিতীয়ে, প্রকাশ-বিমর্শ, শক্তি-শক্তিমান্ ভেদাভেদসামরস্য। তৃতীয়ে, সামরস্য-সমাবৃত্তিসহকৃত যৌগলাদিরূপতা। চতুর্থে, ব্যাবৃত্তি সত্ত্বেও পরতত্ত্বে সমসূত্রিতা এবং সহযোগিতা। পঞ্চমে, আভাসিক বিরোধ।

দ্বিতীয় কারিকায় ব্রহ্মাভিন্ন এবং চিৎ থেকে অভিন্ন যে 'আবিঃ' সেটিকে দ্বন্দ্বস্থতায় পাবার জন্য বলা হইতেছে—'চিদেব চিন্মুখণ্ডাবিঃ'—চিন্মাত্রে তো কোনরূপ 'মুখীনতা' নেই, কিন্তু চিৎ বিশ্বদৃক্—বিশ্বাবভাসক—রূপে আসিলে, সেটি হয় 'বিশ্বতোমুখ'। বিশ্বসম্পর্কে ইহাই হইল চিতের বা পরমপ্রকাশের আবীরূপতা। স্বপ্রকাশ পরমপ্রকাশ এতে হইল বিশ্বপ্রকাশ। 'অতিলক্ষণ' এইবার 'বিলক্ষণ' হইল। বিলক্ষণ হইলেই তার সঙ্গে অলক্ষণ (undefined) দ্বন্দ্বস্থতায় আসে। অর্থাৎ defined underfined কে ছাড়িয়া নেই।

রাত্রি? স্বভান থাকা সত্ত্বেও, যে অভানে বিশ্বতোলয়—নিখিল বিশ্বের লয়—ঘটে, সেটি, পূর্বোক্ত বিশ্বতোমুখ আবিঃ সম্পর্কে রাত্রি।

ব্যষ্টিচৈতন্যদৃষ্টান্তে সা সুষুপ্তিশ্চ জাগৃতিঃ।
ধনর্ণপরিভাষাভ্যাং রূপে তয়োর্বিচারয়॥৩

ব্যাষ্টিচৈতন্যের দৃষ্টান্তে জাগৃতি আবিঃ, আর সুষুপ্তি রাত্রি বুঝিবে। এই দুটি রূপ 'ধন' ও 'ঋণ' পরিভাষায় বিচার করিও।

কোন 'মুখ' (Sense) বা মুখীনতার কথা আসিলেই, ধন ও ঋণ—এই 'দিক্' দুটি এবং দিঙ্‌মান প্রসজ্যমান হয়। জপে যেমন উদয়ে ও বিলয়ে।

ওঁকার ব্যাহরণে এবং অনুধ্যানে আবীরাত্রিকে চিনিয়া লও।

ওমেবাবিশ্চ রাত্রিশ্চ ওঁ শুক্লং কৃষ্ণমেব চ।
পৌর্ণমাসী কলাপূর্ণাঽমাতমা নিষ্কলাভিধা।
অমাপূর্ণিময়োরাবির্যয়া সা পরমা কলা॥৪

ওঁ-কেই আবিঃ এবং রাত্রি জানিবে পরব্রহ্মের পরাবাক্ রূপে। উদয় ওঙ্কারেই ব্যাষ্টি-সমষ্টি নিখিলের উদয় (আবির্ভাব); বিলয় ওঙ্কারেই নিখিলের বিলয় (তিরোভাব)। নিখিলে শুক্লাবৃত্তি আর কৃষ্ণাবৃত্তি—সে দুটি ওঙ্কারেরই বৃত্তি। ওঙ্কারেই সৃষ্টি ভামতী, আবার ওঙ্কারেই তামসী। (এই 'শুক্ল-কৃষ্ণ' পূর্ব পূর্ব নির্দেশমত গভীর ধ্যানে লইও।) 'পৌর্ণমাসী' এবং 'অমা' সূত্রে একটিকে কলাপূর্ণা, অন্যটিকে নিষ্কলাখ্যা করিয়া দেখান' হইয়াছে। এখানে এ দুটিকে আবিঃ আর রাত্রির অনুবন্ধে চিন্তা করিও। অমা=তমা (রাত্রি), এই দৃষ্টি করিলে পৌর্ণমাসী কলাপূর্ণা 'আবির' অধিকারে আসে, আর কলারহিতা অমা আসে 'রাত্রির' অধিকারে।—যদিও প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুটিই রাত্রির ভেদ। এখন দেখ যে—পূর্ণিমা (সকলা) এবং অমা (নিষ্কলা)—এতদুভয় সম্বন্ধেই যে আবিঃ বা প্রকাশরূপতা, তাকে বলা হইতেছে 'পরমাকলা'। এতে অমা পূর্ণিমা দুয়েই পরমভানরূপে আবির্ভূতা। অমা পুর্ণিমায় দুয়ে যে পরস্পর অব্যাপ্তি—একে কোন কলা নেই, অপরে সকল কলাই আছে—সে অব্যাপ্তির অবকাশ পরমাকলায় নেই। পরমাকলারূপিণী মহামায়ায় পূর্ণকলা এবং নিষ্কলা (পূর্ণ এবং শূন্য)—দুই-ই অখণ্ডৈকভানভাস্যা। অখণ্ডৈকতত্ত্ব গৃহীত হইলে বিন্দু।

অভিব্যক্তিতে আবীরাত্রি কিভাবে ব্যাপ্রিয়মাণ হয়, সেটি পরের সূত্র—

**৬॥ অভিব্যক্তিলিঙ্গবিপর্য্যয়াৎ॥**

অভিব্যক্তির যেটি লিঙ্গ, তার বিপর্যয়বশতঃ (আবীরাত্রিভেদ প্রসজ্যমান হয়)॥

'স্বেতরসম্বন্ধাবচ্ছিন্নতাবিরহপ্রতিযোগিতা' ইত্যাদিরূপে অভিব্যক্তি যে কাকে বলে, তা আগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অভিব্যক্তিতে 'স্ব' ছাড়া 'ইতর'-ও সম্বন্ধে আসে; যথা, বীজ থেকে অঙ্কুরাদি; নাদ থেকে কলাদি। এ স্থলে বীজ যদি হয় 'ব্যক্তি', তবে অঙ্কুরাদি তার 'অভিব্যক্তি'। অভিব্যক্তি, যে কোন ভাবেই হইতে গেলে, 'লিঙ্গ' ('Sense'—কোন্ মুখে, কিভাবে ইত্যাদি) চাই। সাংখ্যে গুণসাম্যরূপা প্রকৃতি 'অলিঙ্গ'; এর পরিণামে (মহত্তত্ত্বাদিরূপে) লিঙ্গাতাপত্তি। 'বিপর্য্যয়' বলিতে ধন-ঋণ, অনুলোম-বিলোম ইত্যাদিভাবে বৈপরীত্যে—in polarity.

আবির্নাদস্তমী বিন্দুঃ সত্তাশক্তের্দ্বিরূপতা।
অলিঙ্গৌ নিষ্কলাবেতৌ ভজতাং লিঙ্গাতামিহ॥৫

সত্তাশক্তি (ব্রহ্মই) দ্বিরূপ হইয়াছে—নাদ এবং বিন্দু। নাদকে আবিঃ এবং বিন্দুকে 'তমী' (রাত্রি) ভাবনা কর। শুদ্ধদৃষ্টিতে নাদ ও বিন্দু উভয়েই অলিঙ্গ এবং নিষ্কল; তথাপি 'ইহ', কিনা, সিসৃক্ষায়, সৃষ্টিপ্রয়োজনে (with respect to creativity), উভয়েই 'লিঙ্গ' ভজনা করে। অর্থাৎ, দুই-ই বলে—"আমাদের 'মুখ' দাও, 'রূপ' দাও, 'কলা' দাও, 'ভাব' দাও।"

অশ্বত্থশ্চাব্যয়ো নাদস্তদ্‌বীজং বিন্দুরব্যয়ঃ।
বরিষ্ঠাত্মা ভবেদাদ্যো ঘনিষ্ঠা চাস্মিতা পরঃ॥৬

এই যে বিশ্বরূপ অশ্বত্থ, এর যাহা প্রাণবিতান বা ব্যাপন রূপ, সেটিকে অব্যয় নাদ জানিবে। আর, এর যেটি প্রাণকেন্দ্রীণ বীজ, সেটিকে অব্যয় বিন্দু বুঝিবে। 'অস্তি'

সদ্‌রূপে দেখিলে; এইবার 'ভাতি' এবং 'প্রিয়ং' রূপেও নাদ-বিন্দুকে দেখ। নাদকে জান 'বরিষ্ঠ' (মহান্) বা উরুতম আত্মা-রূপে; আর, বিন্দুকে 'ঘনিষ্ঠা যে অস্মিতা' তদ্রূপে। অস্মি=অস্ (অস্তিতা)+ম্+ই (Me)। তা হইলে, অস্মিতা=সত্তাশক্তির পরম ঘনীভাব বা কেন্দ্রীণতা (The Principle of utmost intensive Being-Centre, অথচ, ইহা generic, undifferentiated)। অস্মিতায় ব্যক্তিকেন্দ্রীণতা উদ্ভুত হয় নাই। যেমন বরিষ্ঠাত্মায় বিশেষ কোন কোষাদি সঙ্ঘাতসম্বন্ধ। একে Generic Continuum reference; অন্যে Generic Point reference (অর্থাৎ, 'Point' এখনও বলিতেছে না—এই দেখ, এইভাবে দেশকালাদি সম্বন্ধে আসিয়া 'আমি'-টি হইলাম')। একে generic pervasiveness; অন্যে intensiveness.

ভূতেষু স্থূলসূক্ষ্মেষু যদণূরুত্বসংস্থিতিঃ।
অলিঙ্গোশানলিঙ্গো সা লিঙ্গযোনিবিলক্ষণাৎ॥ ৭

স্থূলসূক্ষ্ম সর্বভূতে যে উরু এবং অণুরূপা সংস্থিতি দৃষ্ট হয়, সে সংস্থিতি কেন হয়, তা ভাবিয়া দেখ। একেবারে গোড়ায় তো 'অলিঙ্গ' (সাংখ্যের প্রকৃতির সঙ্গে সমান করিও না)। সেটি ব্রহ্ম স্বয়ং। এই অলিঙ্গ 'ঈশানো ভূতভব্যানাং' রূপে নিজেকে করে 'ঈশানলিঙ্গ'। এই ঈশানলিঙ্গ নিজেকে আবার লিঙ্গযোনিরূপে 'বিলক্ষণ' করে। এই বিলক্ষণতা নিবন্ধনই সর্ব ভূতভব্যে অণুরূপে কারণরূপতা (যোনি), এবং উরুরূপে কার্যরূপতা (লিঙ্গ)। অর্থাৎ, যিনি ঈশান, তিনিই প্রতিটি ভূতভব্যকে বলেন—"তুমি এভাবে 'যোনি' হইয়া নিগূঢ় এবং সূক্ষ্ম (অণু) হও; আবার, এভাবে কোন কিছু, 'লিঙ্গ' হইয়া ব্যক্ত উরুরূপে তোমাকে 'মন্থন' করুক।" জপেও এই যোনিলিঙ্গ মন্থনটি ভাবিয়া লইও।

**৭।। সম্পাতানুপাতসহপাতসম্বন্ধাদক্ষদক্ষয়োঃ।।**

(পূর্বোক্ত যোনিলিঙ্গমন্থন) অক্ষ এবং দক্ষ—এ দুয়ের সম্পাত, অনুপাত, সহপাত—এই ত্রিবিধসম্বন্ধহেতু হয়॥

বর্তমানসূত্রে কর্মের সংশ্লেষমুখ্যতা (compositionality) দেখান' হইতেছে;

বিশ্লেষবৃত্তি (resolution প্রভৃতি) আবশ্যক মত রহিলেও, তার গৌণতা।—A synthetic approach rather than analytic. সংশ্লেষে সম্পাত, অনুপাত, সহপাত—এই তিন মুখ্যবৃত্তি। সম্পাত জপযজ্ঞাদি যে কোন ক্রিয়ার 'অঙ্গ' সমূহকে বলে—'সঙ্গাচ্ছধ্বম্'—'এই উদ্দেশ্য বা ফল সাধনে তোমরা সবাই মিলিত হও'। অনুপাত বলে—'তোমাদের এই পারস্পরিক পাদমাত্রাদি অনুপাত হইল; ইহা ঠিক রাখিবে।' সহপাত বলে—'তোমরা পরস্পর ঐ অনুপাতে সহযোগ কর, এবং সংহত হও।' প্রথমটি ক্রিয়ার মন্ত্রম্; দ্বিতীয়টি যন্ত্রম্; শেষেরটি তন্ত্রম্। প্রথমটি Unitary; দ্বিতীয় Proportional; তৃতীয় Collateral.

অক্ষরং ক্ষরতাং যাত্যক্ষত্বঞ্চ তদ্ রবর্জ্জনাৎ।
রজোবীজং হি রো রৌতি রোদিতীতি চ রুদ্রতা॥
নাক্ষং জক্ষতু রক্ষাংসি বিশ্বং রবীতি রোদিতি।
অক্ষো দণ্ডত্বমাপন্নো দক্ষো ভবেৎ প্রজাপতিঃ॥ ৮-৯

অক্ষরব্রহ্ম আপন সামান্যাধিকরণতারূপ 'অ'-কে যদি অমুখ্য করতঃ 'বর্জ্জন' করেন (আসলে স্বরূপের তো হান হয় না), তবে হয় 'ক্ষর'। আর, আপন 'র'-কে যদি বর্জন করেন তো, হয় 'অক্ষ'। অক্ষরব্রহ্মে 'র' অগ্নি বা বীর্য বীজ। অর্থাৎ, ব্রহ্মবীর্যের লিঙ্গাক। 'অক্ষ' থেকে বিযুক্ত হইলে, এটি হয় রজোবীর্য।—The Factor of cosmic commotion.—অক্ষহারা, লক্ষ্যহারা এক মহাবিপুল চঞ্চলতা! কাজেই, সে বিরাট্ 'র'—'রৌতি'—রব করিল। এই মৌলিক চঞ্চলতাই নিখিল আরাব ধাত্রী (শব্দের উৎপত্তি আবারও ধ্যান কর)। কিন্তু, যেহেতু, অক্ষহারা, কাজেই, 'রোদিতি'—যেন রোদন করিল। 'কৈ, আমার অক্ষররূপা অদিতিমাতা!'—এই বলিয়া রোদন। সৃষ্টির প্রতিটি চঞ্চল রেণুতে (মানসেও) এই রোদন—অদিতিমায়ের আঁচলটি আবার পাবার জন্য! এই বিশ্বরোদনটিকে যিনি 'মূর্ত্ত' করিয়া বলেন—'তোমাকে আবার সেই ব্রহ্মবীর্যে (র-এ) ফিরাইব,' তিনি রুদ্র (রুদ্+র)। সকল প্রচণ্ডমহাভয়কে আপন প্রশান্ত অভয়ে সম্বরণ করিতে সমর্থ রুদ্র। যথা, বর্তমান যুগের এই আণবিক মহাভয়; ভিতরে মহিষাসুরাদিদৌরাত্ম্য। ব্রহ্মতেজোদ্বারা সকল ক্ষরতেজের সম্বরণ। বিশ্ব রব করে, রোদন

করে কেন? ‘যে অক্ষরাক্ষ থেকে আমি চ্যুতবৎ হইয়াছি, দেখো যেন সে অক্ষ রক্ষোগ্রাসে না পতিত হয়!’ রক্ষস্ এস্থলে the Demon of Chance and Chaos. (ক্ষ=ক্+ষ=নিখিল অভিব্যক্তির মূল ও মূর্দ্ধা; এর আগের ‘র’ মানে ব্রহ্মবীর্য ঐ নিখিল অভিব্যক্তিকে ভরণ করেন; অন্তে ‘স্’ দিলে—যেটি ব্রহ্মবীর্যে এবং ছন্দে হবার, সেটিকে যেন ‘ছেদ’ করিয়া ছড়াইয়া ফেলা হইল—scattering away from a harmony pattern and plan.)

রক্ষোগ্রাস থেকে অক্ষের (The Axis Principle of cosmic order and harmony) রক্ষা হয় যদি অক্ষের সাথে ‘দণ্ড’ (পূর্বসূত্রিত) সংযোজিত হয়। দণ্ড = Principle of cosmic control and rectitude; ফলে, দক্ষ = প্রজাপতি।

সম্বন্ধেন দ্বিধোৎপত্তি র্যজ্ঞস্যাপ্যক্ষদক্ষয়োঃ।
আবীরাত্রীতি ভেদেনৌঙ্কারহুঙ্কারবীজতঃ॥
সমনুসহভেদেন সম্পাতী যজ্ঞ ইজ্যতে।
বিশ্লিষ্যতি নিপাতী যঃ সম্পাতী সংহতক্রিয়ঃ॥ ১০-১১

বিশ্বকৃৎ যজ্ঞের, এইটি অক্ষ আর এইটি দক্ষ—এই প্রকার দ্বৈধীকরণ (dual functioning) সম্বন্ধনিমিত্তই হইয়া থাকে। কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন অভিবিধিতে (সূত্রে), যাহা বন্ধন (correlate) করে, তাহা সম্বন্ধ। সামান্যতঃ (পূর্বালোচিত) আবিঃ এবং রাত্রি—এ দুটি নির্দেশ দেয়—কোন্ মুখে, কিভাবে সম্বন্ধটি হইবে; আর, ওঙ্কার এবং হুঙ্কার—এই বীজদ্বয় নির্দেশ দেয়—সূত্রের। এ দুয়ের মধ্যে ওঙ্কার মুখ্যতঃ সম্পাতী বীজ—উদয়ে এবং বিলয়ে। আর, হুঙ্কার নিপাতী বীজ। সম্পাত আবার অনুপাত ও সহপাত সহ তিন রকম। সম্পাতী যজ্ঞ এ তিনে নির্বহণ হয়। ওঙ্কার এ যজ্ঞের সূত্রকর। অকারে সম্পাত, উকারে অনুপাত, মকারে সহপাত ইত্যাদিও ভাবিও। নিপাতী যজ্ঞ হুঙ্কারমুখ্য—যথা, বর্তমান আণবিক তেজোবিকিরণ। সম্পাতী যজ্ঞ ‘সংহতক্রিয়’। নিপাতী বিশ্লিষ্যবৃত্তিতাহেতু স্বয়ং সংহতক্রিয় নয়; তাকে সম্পাতন সূত্রে লইতে হয়। জপও সম্পাতী নিপাতী যজ্ঞ হয় কিসে, তা ভাবিও। এ যজ্ঞ বলিতে ‘আদর্শ’—এর প্রসঙ্গ আসে। তাই—

**৮॥ আদর্শো যো বিশ্বকৃদ্ যজ্ঞঃ পুরুষস্য॥**

পুরুষের যেটি নিজ বিশ্বকৃৎ যজ্ঞ, সেইটিই সকল যজ্ঞের আদর্শ।

যজ্ঞে অথবা উদ্দেশ্যানুবন্ধে ক্রিয়ামাত্রে যে সম্পাতাদি আবশ্যক হয়, সে সম্পাতাদি সুষ্ঠুভাবে হইতে হইলে—আদর্শ (Prototype, Standard, Ideal, Norm) -এর প্রশ্ন হয়। মিলিব, সাজিব তো, কিন্তু কার, কিসের মতন করিয়া? আদর্শ ব্যতিরেকে অনুরূপাদির গুণমাত্রা ঠিক হবে কি প্রকারে? এ প্রশ্নের উত্তর—পুরুষের আপন বিশ্বকৃৎ যজ্ঞই আদর্শ। সেই আদর্শেই তোমার জপাদি সকল প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

পুংসো বৈ রংহসা যজ্ঞঃ স যজ্ঞশ্চাসকৃৎপ্রজঃ।
সকৃৎপ্রজস্তু লোকানাং লোকেষু চ সকৃৎফলঃ॥ ১২

পুরুষ তাঁর 'রংহঃ'—আপন তেজঃ বা প্রভাবে, যে যজ্ঞ (সৃষ্টিরূপ) করেন, সে যজ্ঞ 'অসকৃৎপ্রজঃ'।—একটিবার প্রজনন করিয়াই সে যজ্ঞ নিবৃত্ত হয় না; অনাদ্যনন্ত প্রজননধারারূপে সেটি প্রবর্তিত। কাল-দেশ-দিক্-ছন্দঃ প্রভৃতিও সেই পুরুষযজ্ঞে যজ্ঞের বেদি, সমিধ্ ইত্যাদি অঙ্গারূপে পরিকল্পিত হয়। পক্ষান্তরে লোকসমূহে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে সকল স্থূলতঃ 'সকৃৎপ্রজ' এবং 'সকৃৎফল'—একবার কিছু জন্মায়, একবার কোন ফল দেয়। বাহ্যতঃ এইরূপ বটে, কিন্তু, সূক্ষ্মতঃ, পুরুষের বিশ্বকৃৎ যজ্ঞের আধারে, এবং সে যজ্ঞের ভরণী শক্তিতেই, নিখিল লোকযজ্ঞ চলিতেছে বলিয়া, লোকযজ্ঞও, 'প্রজায়' এবং 'ফলে', দেশকালাদিতে পরিচ্ছিন্ন হয় না। পরিচ্ছিন্ন না হইলেও, সে প্রজাধারা এবং ফল-সন্ততি যজ্ঞকৃৎ লোকের ব্যবহারিক স্বতন্ত্র-স্বকর্তৃত্ব থেকে যেন 'বাহির' হইয়া যায়; এক বিরাট অদৃষ্ট, এক মহানিয়তির সামিল হইয়া লোকের বাধ্যতার হেতু হইয়া থাকে—becomes a component factor of cosmic Destiny. শরটি যেন ধনুর্জ্যামুক্ত হইয়া আপন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল। অবশ্য, অন্য কর্ম (যজ্ঞ) দ্বারা তার প্রতীকারাদির যত্ন হইতে পারে; তথাপি, বৃত্তি থেকে সংস্কার, সংস্কার

থেকে আবার বৃত্তি—এই ভাবে নিয়তিচক্র চলিতেই থাকে। এই নিমিত্ত পুরুষযজ্ঞ থেকে লোকযজ্ঞের বিশেষ ঘটিয়াছে। লোক আপন প্রজাসন্ততি আর ফলপ্রবাহে নিজেই জড়িত ও বন্ধ হইয়া পড়ে। পুরুষের লীলাকৈবল্য লোকে হয় কীলাপ্রাবল্য। এই জন্যই তোমার জপাদি যজ্ঞকে পুরুষযজ্ঞের অনুবৃত্তিতে লও। সেটি হয় কিরূপে?

অগ্নিষ্টুদ্ যাগ আদৌ যো নাদো যতোঽরণিদ্বয়ম্।
হবির্বহ্নিশ্চ বিন্দু দ্বৌ নাদেন নাদমন্থনাৎ॥
ব্রহ্মাক্ষরং বনং বিদ্ধ্যক্ষরক্ষরং পুনঃ সমিৎ।
ক্ষরাক্ষরেণ নিষ্পাদ্যং হবনং ক্ষরমুচ্যতে॥ ১৩-১৪

প্রজাপতির যে বিশ্বযাগ, সে যাগ অগ্নিষ্টুৎ অথবা অগ্নিষ্টোম। 'স্তু' ধাতুটি লক্ষ্য করিও। স্তব, স্তুতি, স্তোম। অগ্নিরূপী যে বিশ্বাত্মা, 'হিরণ্যগর্ভ' (ঋগ্‌বেদের সূক্তোদীরিত)—তাঁর স্তুতিরূপই এ যাগ। সেই 'কস্মৈ দেবায় হবিষা...' মনে কর। পুরুষ বা প্রজাপতি যজ্ঞের বিলক্ষণতা ইহাতেই। লোক বা প্রজাযজ্ঞে এই মহতী হৈরণ্যগর্ভকল্পনাটি থাকে না। বিশ্বাত্মার ধ্যান ও উপাসনা বর্জিত ইতরখণ্ডিত-কৃপণফলকাম সে যজ্ঞ। দেশ, কাল, বস্তু, সম্বন্ধ ও ছন্দঃ—এসব দিক দিয়াই তাঁর ও তোমার যজ্ঞের ভেদটি ভাবনা করতঃ যজ্ঞেশের যজ্ঞানুবর্তী হও।

সে যজ্ঞকে জপদৃষ্টিতে দেখ। সে যজ্ঞে পরনাদ এবং অপর নাদ—এ দুয়ে মিলিয়া অরণিদ্বয়। মনে রাখ যে, এ যজ্ঞ ওঙ্কারাদিক্রমে এই বাঙ্ময়ী বিশ্বসৃষ্টি। যজ্ঞপুরুষ নিজেকেই উপাদানরূপ পরনাদ এবং নিমিত্তরূপ অপরনাদ করেন। একটি অধিকরণ, অপরটি করণ। নাদ দ্বারা নাদ মন্থনে, হবিঃ এবং বহ্নি—এ দুটিই বিন্দুদ্বয়রূপে আবির্ভূত হইল। হবিঃ-তে সত্তাশক্তি কেন্দ্রীণ হয়; বহ্নিতে ব্যাপ্ত হয়। প্রথমটিতে বিলয়মুখীন বিন্দু; দ্বিতীয়ে উদয়মুখীন। একে বৃত্তি বিলোমা, বামা; অন্যে অনুলোমা, দক্ষিণা। প্রথমটিতে পরবিন্দু লক্ষিত; দ্বিতীয়ে, অপরবিন্দু।

অন্যভাবে, অক্ষরব্রহ্মকে জান সেই আদিম 'বন' ('কিংস্বিদ্‌বনং'); অক্ষরক্ষর সে বনসংগৃহীত সমিধ্; ক্ষরাক্ষরকে জান যাগনিষ্পাদক; এবং হবনকর্মকে জান ক্ষররূপে। পরের সূত্রে এদের কথা আসিতেছে।

**৯।। অধ্যাত্মাদয়স্ত্রয়ঃ সম্পাতাদিভিস্ত্রিভিঃ।।**

সম্পাত-অনুপাত-সহপাত—এ তিনে যথাক্রমে অধ্যাত্ম, অধিদেব এবং অধিভূত উদ্দিষ্ট হইল, বুঝিবে॥

আত্মসম্পাতমুদ্দিশ্য যজ্ঞঃ স্বভাব উচ্যতে।
অধ্যাত্মমিতি তৎ সংজ্ঞাঽনুপাতাদধিদৈবতম্॥
ছন্দোগোঽপি স যজ্ঞঃ স্যাদঙ্গানামনুপাতনাৎ।
সহগঃ সহপাতেনাধিভূতমিতি মন্যতে॥
স্বরসস্য রসোল্লাস-ভূয়িষ্ঠস্যাধিযজ্ঞতা।
চাতুর্বিধ্যং ত্রিধাত্বেঽপি জপযজ্ঞে বিচিন্ত্যতাম্॥ ১৫-১৭

'আত্মসম্পাত' বলিতে অন্নময়াদি আত্মার যে পঞ্চকোষ অথবা সপ্তকোষের কথা বলা হইয়াছে, সে সকলকে, কোন শ্রেয়ঃ সাধনকল্পে, সমসঙ্গতিতে (internal, 'organic' unification-এ) লওয়া বুঝিবে। এর ফলে, আত্মার কোষ-সঙ্ঘাতে সমমন্ত্র, সমযন্ত্র, সমতন্ত্র ভাব আসিবে। ইহাই আত্মার 'স্বোভাবঃ' = অধ্যাত্ম। বাহ্য পদার্থেও তার নিজস্ব বৃত্তি, 'স্বধর্ম্ম' ভাবনই তার স্বভাব। এই ভাবনক্রিয়াটি যজ্ঞ—অধ্যাত্ম (constitutional). ভাবনক্রিয়ায় পাদমাত্রা, অংশকলাদি 'অঙ্গের' (factors, elements) অভীষ্ট অনুপাতটি যাহা দ্বারা ঘটে, সেটি অধিদৈবত। এর দ্বারা ভাবনক্রিয়াটি ছন্দোগা হয়; কেননা, 'দেব' বা 'দৈবত' মানে তাই, যাতে বিশ্বযজ্ঞে সকল অঙ্গ সুষম-ছান্দস-অনুপাতে আসে ও থাকে। দীক্ষায় শ্রীগুরুদৈবত এইটি সূচিত করিয়া দেন। দেবোদ্দেশ্যে হবনও এই নিমিত্ত—সুষমছান্দসবৃত্তি সর্বত্র প্রবর্তিত হোক্! এটিকে বল—Institutional (আনুপাতিক) (যাতে proportion and correlation সর্বথা আবশ্যক)। শেষ, সহপাতে যারা সব সহগ, তাদের প্রত্যেকটির অধ্যাহার, সমাহারাদিরূপ যে ভাবনক্রিয়া, তাকে বল—অধিভূত (যথা, যজ্ঞে সমিধাদি আহরণ।) ইহা Ritual (আনুষ্ঠানিক)। এটিও দ্বিবিধ—বাস্তব (actual) এবং প্রতীক (symbolic)।

কেবল অগ্নিহোত্রাদি অথবা জপাদি যজ্ঞ বলিয়া নয়, লৌকিকবৈজ্ঞানিক সকল

ব্যবহারেই স্বভাবাদি ঐ ত্রৈবিধ্য বিচার করিয়া দেখিবে। (যেমন ধর, জলকে দুটি গ্যাসে বিশ্লেষ করিবে। প্রথম, জলকে শুদ্ধ—pure—করিয়া লও; তারপর, তাড়িতাদি বিশ্লেষণীশক্তি ঠিক ঠিক অনুপাতে লও; শেষ কালে, বিশ্লিষ্ট গ্যাস দুটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ—তারা কি কি।)

এই ত্রৈবিধ্য ব্যতীত আরও এক বিধা আছে—অধিযজ্ঞ। অধ্যাত্মে স্বভাব-ভাবনের যত্ন। কিন্তু স্বভাবের 'হৃৎ' হইল স্বরস। ভাবনের প্রারম্ভে বস্তু 'অলসিতবৎ'। ভাবনরূপ মন্থনে তার স্বরস 'উল্লসিত' হইতে থাকে। এই রসোল্লাসটি যখন 'ভূয়িষ্ঠ' মান পায়, তখন যজ্ঞ পায় 'অধিযজ্ঞ' সংজ্ঞা। বলা বাহুল্য, নিখিলের 'হৃদিস্থিত' যিনি, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ সংযোগটি না ঘটা পর্যন্ত কোন যজ্ঞই অধিযজ্ঞ হয় না। বাহ্যযাগে এবং জপাদি আন্তরযাগে এই স্বাভাবিকরসোল্লাসভূয়িষ্ঠভূমিটি কবে মিলিবে? ইহা যজ্ঞফল 'অমৃত'।

পুনশ্চ, ব্রহ্ম=অক্ষর; অক্ষর-ক্ষর=অধ্যাত্ম; ক্ষরাক্ষর=অধিদেব; এবং, ক্ষর=অধিভূত,—এইগুলি ভাবনা করিয়া দেখিবে। ক্ষরদৃষ্টিতে সবকিছু অধিভূত ইত্যাদি।

**১০॥ বিদ্যাশ্রদ্ধোপনিষদশ্চাপি তে॥**

ঐ ত্রয়কে বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষৎ—এ ভাবেও দেখিবে॥

ভাবযোগক্রিয়াযোগৌ জ্ঞানযোগো যথাক্রমম্।
শ্রদ্ধাং বিদ্যাঞ্চ বেদান্তমনুযন্তি বিশেষতঃ॥
রেতঃ শ্রদ্ধা তপোবিদ্যা চেত উপনিষত্তথা।
অধিদেবাধিভূতত্বমধ্যাত্মত্বঞ্চ ক্রমোদিতম্॥ ১৮–১৯

ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ শ্রদ্ধা, বিদ্যা এবং উপনিষদের প্রসঙ্গ এইবার কয়টি সূত্রে হইতেছে। শ্রদ্ধাকে ভাবযোগ, বিদ্যাকে ক্রিয়াযোগ, এবং উপনিষৎকে জ্ঞানযোগ ভাবনা করিবে। শ্রদ্ধায় ইষ্টে একতানতা হয়—the technique of inner correspondence. বিদ্যায় কর্মে ও অনুষ্ঠানে সমবেতত্ব সাধিত হয়—the technique of right ritual and behaviour. উপনিষৎ-এ (বা বেদান্তে) বুদ্ধি এবং বোধের বৈশারদ হয়—বুদ্ধি 'অগ্র্যা' হয়, ঋতম্ভরা-সত্যম্ভরা হয়—the technique of true knowledge and science. শ্রদ্ধা সর্ববিধ সাধনের সম্বন্ধে 'রেতঃ', বিদ্যা 'তপঃ' এবং উপনিষৎ 'চেতঃ' জানিবে। শ্রদ্ধা correct mood, proper attitude আনিয়া দেয়। কাজেই, সব কিছু ইষ্টছন্দোগ হয় শ্রদ্ধায়। বিদ্যা দেয় right practice—অভ্যাসযোগ, প্রয়াসপদ্ধতি। উপনিষৎ দেয় রহস্য, তত্ত্ব, নিদান সম্বন্ধে বিমলামতি, সমুজ্জ্বলা দৃষ্টি। শ্রদ্ধাকে অধিদেব, বিদ্যাকে অধিভূত, এবং উপনিষৎকে অধ্যাত্ম ভাবনাও করিবে। অধিদৈবতপ্রসাদব্যতীত ঠিক শ্রদ্ধা হয় না; অধিভূতে কুশলী না হইলে বিদ্যা হয় না; এবং অধ্যাত্মে আত্মন্বী, মনস্বী না হইলে উপনিষৎ হয় না। এ তিনের ত্রিবেণীতে সকল সাধনকেই 'নিষ্ণাত' হইতে হইবে। শ্রদ্ধাকে 'রেতঃ' ভাবিবার তাৎপর্য ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিবে। বেদে সূর্যকে 'ভুবনস্য রেতঃ' 'রেতোধা' ইত্যাদি বলা হইয়াছে, এবং এসব আমাদের পূর্বালোচিত। রেতোব্যতীত সবিতার সবিতৃত্বই যেমন হয় না, তেমনি শ্রদ্ধাব্যতীত লৌকিক-অলৌকিক কোন সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব ঘটে না। এই রেতঃ বীর্যবীজ। তাই পরে বীর্যসূত্র—

**১১॥ সমবেতত্বকাষ্ঠায়াং তিসৃণাং বীর্য্যবত্তমত্বম্॥**

উপনিষদাদি (অধ্যাত্মাদি) তিনের সমবেতভাবে কাষ্ঠায় আসিলে বীর্যবত্তম হয়॥ (বীর্য এবং বীজ পরের দুটি সূত্রে আসিবে।)

স্বরসস্য প্রবাহিণী তিসৃণাং সমবেততা।
রসো বীর্য্যং বিনা বীর্য্যমৌজসং জায়তে কুতঃ॥
অশ্রদ্দধানমেবালং শ্রদ্দধানঞ্চ বীর্য্যবৎ।
শ্রদ্ধামূলা হি যা বিদ্যোপনিষদ্ যা চ গোপ্যতে॥
বীজাঙ্কুরপ্ররোহাণাং সফলপাদপস্য চ।
শ্রদ্ধৈব মূলমেকং স্যাদতঃ শ্রদ্ধৈব সাধ্যতা॥
মূলস্য পোষণাৎ পুষ্টি বিদ্যোপনিষদোঃ খলু।
পুষ্টি র্যা সমবেতা তৎকাষ্ঠা হি বীর্য্যবত্তমা॥ ২০-২৩

অধ্যাত্মাদি সবাকার আপন ‘রস’ (Spirit, Essence) আছে। নিগূঢ় রহিলেও আছে। সেটি তার ‘স্বরস’। সেই স্বরসের উৎসটি না খোলা পর্যন্ত, কর্মে, ভাবে, জ্ঞানে তার স্বরসধারাটি না বহা পর্যন্ত, সেটির সম্পর্কে কোন সাধন ‘স্বারসিক’ হয় না। সব কিছুতেই এই যে Fund of Intrinsic Interest, এটি ‘tap’ করিতে না পারা পর্যন্ত কোন সাধনেই স্বাভাবিক রসোল্লাস নেই। সবি যেন dry, mechanical. বিশেষ করিয়া, অধ্যাত্মেই এই স্বরসের উৎসটি খুলিতে হয়। কেন না, অধ্যাত্মেই ভিতর বাহির দুই-ই সমরসতায় আসিতে পারে। ‘সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে (বা ভাবে) পরিসমাপ্যতে।’ অতএব অধিভূত, অধিদেব এবং অধ্যাত্ম—এ তিনই এক অধ্যাত্ম-সমরসতায় প্রবাহিত হইলে হয় ‘সমবেততা’। এ সমবেততার পরিসীমায় অধ্যাত্মাদি (এবং বিদ্যাশ্রদ্ধাদি) সব সাধন হয় বীর্যবত্তম। সমবেত হইতে গেলে সমরসপ্রবাহ হওয়া চাই। রসই বীর্য। প্রতি পদার্থের স্বরসই হইল তার আপন বীর্য। বীর্যব্যতীত ‘ঔজসং’—ওজঃ শক্তি বা প্রাণশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হয় না। এই যে নিগূঢ় স্বরস ও স্ববীর্য, সেটি আয়ত্ত করিতে পারে শ্রদ্ধা। নামে, গুরুতে, ইষ্টেও সন্দেহ নেই। লৌকিক বৈজ্ঞানিক ব্যবহারেও অন্যথা নয়। “Adjust and attune yourself; the power of spirit shall flow unto you.” কাজেই, অশ্রদ্দধান হওয়ায় নির্বীর্যতা, ব্যর্থতা। শ্রদ্দধান হইলে সব ‘বীর্য্যবৎ’! মাটি, পাথর, ধূলিরেণু পর্যন্ত। ‘মানো না তো জেন না’। ‘আমি মানি, তাই জানি’। অবশ্য, এ ‘মানা’-তে অনেক সাধনা চাই। পূর্বকথিত যে বিদ্যা (correct technique of practice), এবং রাহস্যিক যে উপনিষৎ—এ দুয়েই শ্রদ্ধামূলা—শ্রদ্ধাব্যতীত মূলরহিতা। তোমার সমর্থ সফল যে সাধনপাদপ, তার, বীজ থেকে আরম্ভ করিয়া অঙ্কুরপ্ররোহকাণ্ডশাখাদি উদ্‌গম পর্যন্ত সব তাতেই, শ্রদ্ধাকেই একমাত্র মূল জানিবে। অতএব, শ্রদ্ধার সাধনই সাধন। ‘শ্রদ্ধা’ মানে ‘কোন কিছু চোখ বুঁজে মেনে নেয়া নয়’। সাধ্যের সঙ্গে নিজেকে ‘সমবেত’ (adjust, attune) করিয়া লওয়া। এই শ্রদ্ধারূপ মূলের পুষ্টিতে বিদ্যা এবং উপনিষদেরও পুষ্টি। বিদ্যা এবং উপনিষদের পুষ্টিতে মূলের (শ্রদ্ধার)-ও পোষণ। মূলের পোষণে কাণ্ড-শাখাদির পোষণ—এইভাবে অন্যোন্য পোষণটি স্বচ্ছন্দে চলিলে, সাধন পাদপের যেটি স্বরসবাহিতা, সেটি সমবেত সীমায় আসে; তখন পাদপটি হয় সমর্থ, সফল। আর,

ঐ সমবেত কাষ্ঠায়, বীর্যবৎ হয় বীর্যবত্তর, বীর্যবত্তম। তখন, 'জপাৎ সিদ্ধিঃ... ন সংশয়ঃ।

অতঃপর বীর্য এবং বীজ পর পর দুটি সূত্রে—

**১২।। বীর্য্যমাবিরভীদ্ধত্বেন।।**

অভীদ্ধ হইয়া আবীরূপ হয় যদ্ দ্বারা, তাকে বলে বীর্য॥

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্য রেতস্ত্বং রেতো যদ্ ভুবনস্য বৈ।
আবিরেব তথাভূতমভীদ্ধাত্তপসোঽঞ্জসা॥
অগ্নিভূরগ্নিরেতাশ্চ দ্বৈধং সঞ্জায়তেঽভিতঃ।
অগ্নীধ্রাগ্নীন্ধনাখ্যাতমিদ্ধাদ্দ্বৈধং প্রসজ্যতে॥
অগ্নিভুবোর্মিরূপং যদ্ রজোরূপঞ্চ রেতসা।
অগ্নীধ্রেণ চ তেজস্ত্বমগ্নীন্ধনেন হীন্ধনম্॥ ২৪-২৬

বীর্য বলিতে ভুবনের রেতোরূপ যে সবিতা, সেই সবিতার রেতঃ (পূর্বে আলোচিত) মনে হয়। এই যে 'ভুবনস্য রেতঃ' ইহারই দুটি রূপ—বীজ এবং বীর্য। বীর্যে বিশেষভাবে আবির্ভাব এবং অভীদ্ধভাব থাকে। ব্রহ্মের 'অঞ্জসা' যে অভীদ্ধতপঃ (পূর্ব ব্যাখ্যাত), তাতেই নিখিলোন্মেষরূপা আবীরূপতা আসিয়া থাকে। অর্থাৎ, তাতেই ব্রহ্মরেতঃ (কাম) হয় ব্রহ্মবীর্য (সঙ্কল্পনাদি)। কাজেই, নিখিলের মূলেতেই বীর্যে আবিঃ এবং অভীদ্ধ—এ দুটি মূলাবৃত্তি থাকে। এ দুটি বৃত্তিই অগ্নিতত্ত্বে সমবেত। সুতরাং বীর্য=অগ্নি। বীর্যের প্রকারভেদ বলিতে হয় দুই রকমেঃ—অগ্নিভূ ও অগ্নিরেতঃ; আর অগ্নীধ্র এবং অগ্নীন্ধন। সৃষ্টিতে বা আবির্ভাবে যৎকিঞ্চিৎ ঊর্মিরূপতা (wave function), তার মূলে যে বীর্য (kinetic factor), তার সংজ্ঞা 'অগ্নিভূ'। এই স্পন্দাত্মিকা অগ্নিভূশক্তিতেই সৃষ্টিতে সবই 'ভূত' বা জাত হয়। আর, আবির্ভাবে যেটি রজোরূপতা (quanta, corpuscularity etc.), তার মূল বীর্যের সংজ্ঞা 'অগ্নিরেতঃ'। বলা বাহুল্য, এগুলি কেবল, অথবা মুখ্যতঃ, জড়ীয় পরিচ্ছেদ নয়। অপর এক ভেদ—অগ্নীধ্র এবং অগ্নীন্ধন। একটি অগ্নির বা তেজের

আধানরূপ; অপরটি আধেয় বা ইন্ধনরূপ। —'Fire' or Power Factor; 'Fuel' Factor. এক অন্নাদ বা অত্তা; অপর অন্ন। এখানে বীর্যের নিমিত্ত 'সহ' বা সাহিত্যের আবশ্যকতা হয়। অর্থাৎ আধান-আধেয় দুয়ে মিলিয়া বীর্য। দুটিতেই ব্রহ্মের যে 'অভীদ্ধং তপঃ', তার 'ইদ্ধ' (ইন্ধ) ভাবটি আছে। যেটি আধান, আর যেটি আহিত—এ দুয়ের 'অভিতঃ' ইদ্ধ ভাবটি রহিলে হয় অভীদ্ধ।—Correlational dynamicity. জপব্যাহরণে বিন্দুকে যদি ভাব অগ্নীধ্র, তবে, নাদ তৎসম্পর্কে অগ্নীন্ধন; উদয়-বিলয়মুখী কলোর্মি অগ্নিভূ; এবং কলাক্ষরসমূহ অগ্নিরেতঃ। এ সবই বীর্যবৎ হওয়া চাই। শ্রদ্ধাবীর্যই বীর্য; কেননা, শ্রদ্ধা ব্রহ্মের সেই অভীদ্ধংতপঃ। 'শ্রদ্দধান' হইয়াই ব্রহ্ম তাঁর সৃষ্টিযাগ করেন। এবং 'ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ'—ইহাও চিন্তা করিবে।

**১৩।। বীজং তদপ্যূর্জ্জিতত্বেন।।**

(ঐ অভীদ্ধ বীর্যাগ্নি) ঊর্জিত হইলে বীজ॥

বেধ মুখ্যা সমর্থা শক্তি-গাঢ়তা, সেটিকে ঊর্জিত শক্তি বলা হইয়াছে—efficient massing of energy as potency to evolve: "Depth Charge."

বীতি যদাবিরিত্যস্য তস্মাদিজেতি যদ্ যজেঃ।
তাভ্যামাবিরিতীষ্টৌ বৈ বীজং তদ্ধি যদিজ্যতে॥
ইজ্যত ইতি বীজত্বং বীর্য্যমীর্য্যত ইত্যতঃ।
বেধাবগাহিসামর্থ্যমূর্জ্জিতত্বেন মন্যতে।
লম্বাশ্রয়ি যদিদ্ধত্বং বীর্য্যত্বং তস্য চেরণাৎ॥ ২৭-২৮

'বীজ' শব্দটির এইভাবে বর্ণরসায়ন কর। আবিঃ থেকে নাও 'বি'। এ 'বি' মানে বিশ্বতোমুখ হবার (cosmically directed and evolved হবার) ভূয়িষ্ঠ শক্তিগাঢ়তা (maximum potency) যাতে আছে। 'মুখ' বলিতে ঋণ-ধন, বিলয়-উদয়—দুই-ই আসিবে। সুতরাং, বিন্দু বিশ্ববীজ। যাগের যে যজ্ ধাতু, সে যজ্‌কে অন্তে অকারসহ

'ইজ' কর। 'য' বায়ু; 'ই' তার গতিরূপতা (kineticity)। 'জ'-এ জাত হওয়া। তা হইলে, 'ইজ' বলাতে সব কিছু অঙ্কুরপ্ররোহাদিক্রমে জাত হওয়ার সম্ভাবনা ও শক্তি পাইল। 'বি'-তে বিলোমবৃত্তিতাও (বিলয়ও) আছে। অর্থাৎ, 'বি' অঙ্কুরাদিকে ফল পর্যন্ত evolve-ও করে, আবার involve-ও করে। অতএব নিখিল আবির্ভাব (এবং তিরোভাব) রূপা যে ইষ্টি (যাগ), সেটি বীজেরি যজন। ইজ্যতে ('বি'-রূপা ব্রহ্ম বেদিতে) বলিয়াই বীজের বীজত্ব। বীজের যে 'ব', সেটি ভূয়িষ্ঠ শক্তিগাঢ়তা। পক্ষান্তরে, ঈর্ষ্যতে (ঈর্ ধাতু) বলিয়াই বীর্যের বীর্যত্ব। বীজে 'যজন', বীর্যে 'ঈরণ'—ভেদটি তলাইয়া বুঝিও।

এই নিমিত্ত বলা হইতেছে—বেধাবগাহি যে সামর্থ্য, সেটি 'ঊর্জ্জিততত্ব' সংজ্ঞায় লইলে (যেরূপ করা হইয়াছে), বীজের যেটি 'নিজত্ব' (own nature), তাতে ঐ বেধমুখ্য ঊর্জিতভাবের কাষ্ঠা অনুসন্ধান করিবে—the 'limit' of intensive *elan* or 'depth charge'. যজন, যজ্ঞ—ঐ maximum 'point' of potency-কে মেলাবার জন্যই। বাহ্য যাগ এবং জপাদি আন্তর যাগেও এর বিনিয়োগ। বীজমন্ত্র বিশেষতঃ এই লক্ষণে আসে। কিন্তু যজনের সাথে ঈরণ-ও আবশ্যক হয়; অর্থাৎ, বীজবীর্য। 'ঈরণ' মানে যাহা ঐ ঊর্জিতকে অভীদ্ধ (raised to the maximum height of patency or lightest 'Flame level') করিবে। অর্থাৎ, বিন্দুরূপ বীজকে সফলতা-সমর্থতার কাষ্ঠায় লইতে গেলে, বিন্দু নাদ-সহকৃত হওয়া চাই। সর্বগায়ত্রীতে যেমন 'প্রচোদয়াৎ'। বীজ=Root; বীর্য তার Exponent. সর্ব ব্যবহারেই এইরূপ। লক্ষণ সার্বভূমিক।

এইবার যজ্ঞের লক্ষণ—

**১৪।। অনুলোমবিলোমাভ্যাং বীজস্য বীর্য্যবত্ত্বেন বৃত্তিত্বং যজ্ঞত্বম্।।**

অনুলোমে এবং বিলোমে বীজ যাতে বীর্যবৎ বৃত্তি লাভ করে, তাহা যজ্ঞ॥

লম্বাশ্রয্যানুলোম্যঞ্চ বেধাশ্রয়াদ্ বিলোমতা।
সত্যামিতি ব্যবস্থায়াং কাষ্ঠা তয়োর্বিচিন্ত্যতাম্॥
বেধগরিষ্ঠতা বিন্দু র্নাদো লম্ববরিষ্ঠতা।
তুল্যেঽমেয়ত্বনৈষ্কল্যে নাদাদ্ বিন্দুর্বিলক্ষণঃ॥

আনুলোম্যেন বীজস্য বৈলোম্যেনাথবা ভৃশম্।
বীর্য্যবদ্ যেন বৃত্তিত্বং স যজ্ঞঃ সোঽপি বা জপঃ॥২৯-৩১

তল, লম্ব, বেধ—লক্ষণ স্মরণ কর। কোন বৃত্তিব্যাপার যদি লম্বাশ্রয়ী হয় তো অনুলোমতা; বেধাশ্রয়ী হইলে বিলোমতা। লম্বে উদয়,উন্মেষাদিরূপে ক্রমবিতান বা প্রসার—increasing uplift and expansion. বেধে সঙ্কোচন, ঘনন, গাঢ়তা, কেন্দ্রীণতা—increasing condensation and intensive dynamic 'pointedness.' সকল বৃত্তিব্যাপারে এ দুয়ের ক্রমরূপতা (seriality) দেখা যায়। কাজেই প্রশ্ন হয়—এই evolving and involving process দুটির কাষ্ঠা কোথায়? —বিতানপরিসীমা আর ঘননপরিসীমা? উদারকাষ্ঠা আর দহরকাষ্ঠা? উত্তর—বেধের গরিষ্ঠতা বা ঘনিষ্ঠতা হইল বিন্দু; লম্বের বরিষ্ঠতা (উরুতমতা) নাদ। এক, সত্তাশক্তির অণুকাষ্ঠা; অপর, উরুকাষ্ঠা। যদিও পরবিন্দু এবং পরনাদে অমেয়ত্ব ও নিষ্কলতা—এ দুই লক্ষণ তুল্য, তথাপি, পূর্বোক্তভাবে, নাদ থেকে বিন্দু বিলক্ষণ।

এখন আনুলোম্যে বা বৈলোম্যে (বা সমুচ্চয়েও বটে) বীজের যাতে, 'ভৃশং', কিনা, ভূয়িষ্ঠভাবে বীর্যবত্তা হইয়া থাকে, তাকে 'যজ্ঞ' জানিবে; আর, সে যজ্ঞ জপও বটে। যজ্ঞের এ লক্ষণ ব্যাপক; সর্বব্যবহারে প্রযোজিতব্য। যজ্ঞের শেষ বর্ণ যে 'ন', সেটি 'যজ্' রূপ শক্তি সামর্থ্যের সাফল্যসূচক। অর্থাৎ, সাফল্য অবধি লইতে সমর্থ।

**১৫।। বীজাঙ্কুরপ্ররোহপাদপৈঃ ।।**

(বীজের বীর্যবৎ হওয়ার ক্রম) অঙ্কুর, প্ররোহ, পাদপ—এই তিনের দ্বারা॥

লম্বাশ্রয়াদ্ধি বীজস্য বীর্য্যবত্ত্বসমাগমে।
নাদানুলোমতাঽঽরব্ধাঽঙ্কুর প্রারোহপাদপৈঃ॥
বিলোমবিন্দুবৃত্তিত্বমপেক্ষ্য বেধলম্বতা।
পাদপো বীজমাদত্তে বেধলম্বেন বীর্য্যবান্।
বেধলম্ব-লম্ববেধৌ দ্বাবপি বীর্য্যবিক্রমাৎ॥৩২-৩৩

বীজে (পূর্বব্যাখ্যাত) লম্বাশ্রয়িণী বৃত্তি (uplifting, expansive moment) ঘটিলে, বীজে বীর্যাধানরূপ বীর্যবত্তা হইল, বুঝিতে হইবে। বীজ আর 'স্তব্ধ গহ্বরেষ্ঠ' রহিবে না। বীজজাগৃতি। এতে নাদানুলোমা যে বৃত্তি, সেটি আরব্ধ হয়—অঙ্কুর, প্রারোহ, পাদপ—এই ক্রমে। অঙ্কুর ব্যক্তা-ব্যক্তের ভূমি; প্রারোহ ব্যক্ত; পাদপ পরিব্যক্ত। জপে উদয়সেতু থেকে এই ক্রম তিনটির সন্ধান কর। জড়ে যেমন atomic, molecular, molar; প্রাণের ক্ষেত্রে nuclear, cellular, 'organic'; মানসে subconscious, semi-conscious or conscious; ইত্যাদি সর্বস্থলেই অঙ্কুরাদি ঐ সংজ্ঞাত্রয় সন্ধান করিবে।

আচ্ছা, পাদপের ফলে তো আবার বীজ। ইহা বিন্দুবিলোমতা—এর ফলে বীজবীর্যের পরিক্রমাটি পূর্ণ হয়। সেই বীজাঙ্কুর ন্যায়। ইহা কিরূপে সাধিত হয়? 'বেধলম্ব' বৃত্তি দ্বারা। অর্থাৎ, যেটি বেধ (ঘন বা depth dimension), সেইটিই লম্ববৃত্তিতে আসে বলিয়া।

এই প্রসঙ্গে 'বেধলম্ব' এই 'লম্ববেধ'—এ দুটি বুঝা আবশ্যক। শক্তিঘন-কেন্দ্রীণতা (concentrated 'depth charge') আপনাকে উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধ্বগা, অগ্রগা শক্তিবিতান ব্যাস সমাসে লইতেছে (as progressing height charge, differentiated and integrated)। অর্থাৎ, বেধ adopted and treated as লম্ব। এর উল্টা রূপটি হইল লম্ববেধ—যাহা লম্ব (accelerating 'height charge'), তাহাই বলিতেছে—'এইবার বেধবৃত্তি (as condensing, concentrating 'depth charge') হইলাম।' লম্ব-বেধের অন্যোন্য সাহিত্য এবং পালাক্রম (alternation)—দুইটি বীজ-বীর্যবত্তার সকল ক্ষেত্রেই চিন্তা করিও। এইবার বীজ থেকে পাদপ, পাদপ থেকে বীজ বুঝিয়া লও। জপে বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু। যাহা ঘন, তাহা বলে— 'আমি বিতত হই'; যাহা বিতত, তাহা বলে—'আমি ঘন হই।' জাগৃতি ও সুষুপ্তি। বীজ সৃষ্টিতে এক গহনগম্ভীর বিস্ময়!

**১৬।। অয়স্কান্তমণাবিব বীজে বিন্দুনাদশক্তিমিথুনম্।।**

অয়স্কান্তমণির (চুম্বকের) মতন বীজে বিন্দুশক্তি এবং নাদ শক্তির (সম্পরিষ্বক্ত) মিথুনভাব॥

নিরঙ্কুরশ্চ যদ্ বীজং তদ্ধি বৃত্তিসমানতা।
সংস্বক্তমিথুনীভূত-নাদবিন্দ্বোর্নিরূহনাৎ॥৩৪

অঙ্কুররহিত, অঙ্কুরোদ্গমের আগে যে বীজ, সেটিকে প্রকৃতির মত ভাবনা করিবে। প্রকৃতিতে গুণসমানতা; বীজে বৃত্তিসমানতা;—ইহা লক্ষ্য করিও। প্রথমটি Causal equilibrium; পরেরটি effectual equilibrium and quiescence of the *elan* vital, though polarised. বিন্দুত্ব বীজত্বের পরাকাষ্ঠা (শূন্য—পূর্ণ)। বীজে নাদশক্তি এবং বিন্দুশক্তি মিথুনীভূত হইয়াও সংস্বক্ত (in quiescent coalescence); কাজেই তাদের, 'ঊহন' নেই। 'ঊহন' মানে অন্যোন্য ক্রিয়াকারকত্ব (dynamic interaction)। বিন্দু ও নাদ—উভয়ে এক অচ্ছেদ্যবৃত্তিসমানতায় অবস্থিত নিরঙ্কুর বীজে।—Intensive and expansive 'moments' holding each other in balance.

দৃষ্টান্ত—যথা অয়স্কান্তমণি। যতক্ষণ লৌহাদির সান্নিধ্য নেই, ততক্ষণ, ধন-ঋণ দুটি 'পোল' যেন পরস্পরকে 'আবদ্ধ' করিয়া রহিয়াছে। শক্তিরেখাগুলি যেন 'সংমূঢ়'। যাগে অরণিদ্বয় যাবৎ পরস্পরে সংস্বক্ত, তাবৎ ঐ নিরূহণভাব। মূকালোচনবৃত্তি সকলে অহং এবং ইদমের-ও এই রকম এক অব্যক্ত সংস্বক্ত (coalescent) ভাব থাকে—এও আমরা আগে নানা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি। ভাসপঞ্চকে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ ঊহন হয়। এ সকল দৃষ্টান্তে বোঝ বীজে কেমনধারা নাদবিন্দুশক্তিমিথুনটি থাকে। শক্তি বীজে সমস্ত (integrated) অথচ ব্যস্ত (polarized); ব্যস্ত অথচ সমস্ত। অর্থাৎ, ব্যাস-সমাসের সেতুসন্ধিরূপ হইল বীজ। এই বীজকে তার কাষ্ঠা যে বিন্দু, তার সাথে সরাসরি মিলাইয়া দিও না। বীজ এক 'জাতি', যাতে মন্ত্রাদির বীজও আসে। বীজে নাদবিন্দুর ঐ প্রকার বৃত্তিসমানতা থাকিলেও, 'দিক্'-সমানতা নেই। অর্থাৎ, বীজ বিন্দু-দিঙ্মুখ—বিন্দুমুখীন এবং বিন্দুগোত্র। নাদ সেখানে 'সম্মত' (consents); বিততিশক্তিরূপে যেন 'হাত গুটাইয়া' অপেক্ষায় রহিয়াছে। সময় হইলেই সব্যাপার হইবে। এই 'সম্মত' ভাবটি বোঝ—

**১৭।। মিথুনে মৌনমধ্যমক্ষরম্।।**

উক্ত শক্তিমিথুন স্থলে মৌনমধ্য (কূটস্থ, উদাসীন, neutral) এক অক্ষর ভাব থাকে॥ ('মধ্যে বামনমাসীনম্')

এই অক্ষরভাবটি না বুঝিলে অক্ষরাক্ষর ক্ষরাক্ষর এবং ক্ষর—এ তিনটি ভাব বোঝা যাবে না। এবং এই তিনটি অঙ্কুর, প্রারোহ ও পাদপ—এই তিন সূত্রে বলা হইবে।

অয়স্কান্তাদিষু ব্যস্ত-সমস্তা বিপরীততা।
শক্তেঃ সা বিন্দুনাদাভ্যাং ব্যস্যতে চ সমস্যতে॥
বৃত্তবিন্দ্বন্বয়ী ব্যাসো ব্যোমসোমাদিভেদভাক্।
বিন্দুর্ব্যস্যতি রূপাণি সত্তাশক্ত্যহকর্মণাম্।
বিবিধো বিপরীতশ্চ ব্যাসোঽপি সদৃশস্ত্রিধা॥
চতুর্বিধা চ বিজ্ঞেয়া নাদসমস্যমানতা।
উভয়াপরয়োঃ পূর্ব-পরয়োশ্চ প্রধানতঃ॥
ব্যস্তসমস্তবৃত্তীনাং সন্ধৌ যা শান্তশূন্যতা।
মৌনমধ্যমক্ষরং হি তন্ মৈথুনে যদমৈথুনম্।
ন ব্যস্যমানবিন্দুর্ন সমস্যমাননাদতা॥৩৫-৩৮

অয়স্কান্তাদিতে (জড়াণুতে, প্রাণিজনন কোষে এবং অহং-কেন্দ্রী মানসেও) শক্তিসামগ্রীর যে ধন-ঋণাদি আকারে বৈপরীত্য (polarity, opposition) লক্ষিত হয়, সে বিপরীততায় শুধু ব্যস্ত (differentiated) ভাবটি থাকে না, আবার শুধু সমস্ত (integrated) ভাবটিও নয়। সত্তশক্তিসামগ্রী (wholeness of being-power) ব্যস্ত হইয়াও সমস্ত হইয়াছে। ম্যাগনেটে যেমন—দুটো বিপরীত 'পোল' পরস্পর থেকে 'ব্যস্ত' হইয়া আছে, অথচ কোন 'সেতুসন্ধি', যেন মধ্যে রহিয়া, তাদের ঐ দ্বন্দ্বকেও 'সমাসে' রাখিয়াছে। —Unity in duality and opposition. অর্থাৎ, apposition সহকৃত opposition. সকল স্থলেই প্রশ্ন হয়—আচ্ছা, সংস্থা তো স্থাণু (static) থাকে না; নূতন ব্যাসে এবং সমাসে (continued differentiation and integration-এ) অগ্রসর হয়। ইহাই পদার্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন। এখন, সর্ব সংস্থাতেই (কেবল জপাদি বলিয়া নয়) বিন্দু এবং নাদের দ্বারাই ব্যাস ও সমাস ঘটিয়া থাকে। ব্যাস-সমাসে বিন্দুনাদের সাহিত্য আছে বটে (বিন্দু ব্যতীত কোন সমস্তীকরণই 'মূল' বা 'Origin' পায় না; এবং নাদ ব্যতীত কোন ব্যস্তীকরণও তার 'আধার' বা 'Frame' পায় না), তথাপি, বিন্দু বিশেষতঃ ব্যাস ('unit' of substance, energy, function, relation) এর 'ভার' নেয়; আর, নাদ নেয় সমাসের (sum, series, configuration, inter-relation ইত্যাদির) ভার। বিন্দু-নাদের সামান্য 'ভাব' মনে রাখিয়া সর্ব স্থলেই এটি ভাবনা কর। জপে উদিত নাদে যে ব্যস্তকলা উদিত হয়, সেটি মুখ্যতঃ, বিন্দুর নাদকে ঊর্মি বা অন্য আকারে ব্যস্ত করিয়া দেখাবার ফলে। (দুদিকে দুটি তলবিন্দু আর মাঝে লম্ববিন্দু না পাইলে সাধারণ ঊর্মি জাত হয় না।)

যে কোন সংস্থা অথবা বৃত্তিকে 'বৃত্ত' মনে কর। এই বৃত্তের যেটি বিন্দু, তার অন্বয়েই বৃত্তের 'ব্যাস', চাপাদি সকল প্রকার ব্যাস সম্ভাবিত হয়; চক্রের অরসমূহ নাভিরূপ বিন্দুর অন্বয়েই অর হয়। জপে উদয়-বিলয়কলাদি বিন্দুব্যাসের ব্যোম-সোমাদি বিধা পরে বিবেচিত হইবে। এখানে লক্ষ্য কর—সত্তা, শক্তি, ঊহ (চেষ্টা=Urge, impulse) এবং কর্ম, এ চারিটিরই ব্যস্তরূপসমূহ (differential forms), বিন্দু-শাসনে এবং বিন্দু-অন্বয়ে (according to 'Root Rule' and 'Original Reference') ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রতিটি রূপই বলে—'এই মূলকে মানিলাম; এই মূলকে লক্ষ্য করিলাম।'

বিন্দুব্যাস সদৃশ, বিবিধ বিপরীত—homogeneous, heterogeneous, contrary—এইভাবে ত্রিবিধ।

পক্ষান্তরে, নাদ সমাসবৃত্তি। চক্রের নেমি, আয়তন প্রভৃতি এই সমাসের ফল। ইহা চতুর্বিধ। পূর্ব, পর, উভয়, অপর—এ চারিটির কোনটির প্রধানতা—যেমন, তৎপুরুষাদি চারিটি সমাসে—এইটি দেখিয়া নাদসমাসেরও চারিটি বিধা বিচার করিতে হয়। যেমন, জপে উদয়মুখ ওঙ্কারে পূর্ব (অ-উ) প্রধান; বিলয়মুখে পর (ম) প্রধান; ব্যক্ত নাদে ঐ উভয়ই প্রধান; সেতু বা অর্দ্ধমাত্রায় অপর (মধ্যমা স্ফোট) প্রধান।

এই প্রকার ব্যাস সমাস বিচার করিয়া, তৎপরে সেতুসন্ধিতে যে শান্ত, উদাসীন 'শূন্যতা', সেইটি বিশেষভাবে ভাবনা কর। অয়স্কান্তে যেমন তার উদাসীন 'মধ্য'। সকল প্রকার মিথুনভাবে এটি 'অমিথুন'। ইহা 'অক্ষর'। এ থেকেই সব জাত হয়, এতেই সব লীন হয়, এতেই সব স্থিত। 'শান্ত উপাসীত'। এ অক্ষর স্থলে বিন্দুর ব্যস্যমানতাও নেই, আবার নাদেরও সমস্যমানতা নেই। উভয়ে ব্যাস-সমাস রহিতভাবে অত্র সম্মিলিত। জপে এই মধ্যমেরুতে 'মৌনম্'।

**১৮।। মন্থনে তস্যাক্ষরক্ষরত্বমঙ্কুরঃ।।**

(ঐ অমিথুনীভূত উদাসীন যে 'মৌনমধ্য') তার মন্থনে ('স্বোভাবো') যে অক্ষরাক্ষররূপ ('অধ্যাত্ম'), সেটি 'অঙ্কুর'॥

মৌনমধ্যং হি বীজং যৎ সংস্বক্তশক্তিমৈথুনম্।
সংস্বজ্যমানতাপায়াদনুষ্বঙ্গোঽধিজায়তে॥
অনুষ্বঙ্গাৎ প্রতিষ্বঙ্গা স্তৌ সপক্ষবিপক্ষকৌ।
ছন্দ্যোভ্যামরিমিত্রাভ্যাং মথ্নীতো বীজগর্ভিতম্॥
তদঙ্কুরায়তে বীজং মুখ্যমৈত্রেণ ছন্দসা।
উচ্ছুনঃ সোঽঙ্কুরশ্চিত্রং গোপায়িতং ন বা তথা॥
ছন্দোরূপচ্ছবিশ্চিত্রং বিশ্বব্যাপারবিম্বিতম্।
স্পন্দোর্মীণাং য আদর্শ তস্য হ্যঙ্কুরতা মতা॥
অক্ষরক্ষরমধ্যাত্মমধ্যাত্মমঙ্কুরস্তথা।
বিন্যস্তাধ্যস্তশক্তীনাং প্রবৃত্তেরনুলোমনম্॥৩৯-৪৩

বীজে পূর্বোক্ত নাদবিন্দুশক্তিমিথুন সংস্বক্তিধর্মে অবস্থিত। কাজেই, বিন্দুর অন্বয়ে ব্যাস এবং নাদের অন্বয়ে সমাস—এ দুটি ব্যাপারই ব্যবহারতঃ 'স্থগিত' হইয়া আসে। মৌনমধ্য, উদাসীন যে 'অক্ষর', সেটি মিথুনকে এমনভাবে স্বাধিকারে রাখিয়াছে যে, কেহই অন্যের অপেক্ষায় 'ক্ষোভে' বা ক্ষরভাবে আসিতেছে না। The Cosmic Neutral Principle dominates and 'holds' the poles or opposites so that they may not 'run' into actual opposition. জপে উদয়ের আদিতে এবং বিলয়ের অন্তে এই সংস্বক্তিভাবটি মিলিয়া থাকে। অপর অপর স্থলেও এটি সন্ধান করিও। সংস্বক্তির অপায় (break of that 'neutral trance') আরম্ভ হইলে, প্রথমে যে ভাবটি হয়, তাকে বলে 'অনুষ্বঙ্গা'। অনুষ্বঙ্গো হয় বীজের 'অঙ্কুর'-ভাব সূচনা।—The emergent 'nascent', implicit polarisation. অনুষ্বঙ্গো শক্তি মিথুন পরস্পর-আলিঙ্গনাবদ্ধ অমিথুনবৎ আর নেই; তারা 'পাশমুক্ত', 'জিজাগরিষু'—জাগিতে উৎসুক। সুষুপ্তি থেকে জাগরের ঠিক 'মুখে' যেমনটি হয়—অহং ও ইদং পরস্পরকে 'দেখিলেও', এখনও পরস্পরকে আলাদারূপে দ্বন্দ্বস্থ করে নাই। অনুষ্বঙ্গা 'প্রতিষ্বঙ্গা' হইলে তবে সেটি হয়; তখন 'সপক্ষ' আর 'বিপক্ষের' ভাস হয়, এবং বৌদ্ধ ব্যাপারও আরব্ধ হয়। The nascent, implicit emergence evolves into an explicit duality and opposition.

অনুষ্বঙ্গো অঙ্কুর সূচনা; প্রতিষ্বঙ্গো অঙ্কুরোদ্‌গম। দীক্ষায় শ্রীগুরু যে 'বীজ' দেন, তাঁর অনুগ্রহশক্তিতে সেটির অনুষ্বঙ্গা হয় সন্দেহ নেই; কিন্তু, শ্রদ্ধাবিদ্যাদিরূপে শিষ্যের আপন আগ্রহশক্তির প্রতিক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে আরব্ধ না হওয়া পর্যন্ত, বীজ 'ন অঙ্কুরায়তে'। অনুগ্রহ-আগ্রহ দুটিতে হয় 'সপক্ষ', এবং তাদের সহযোগের যাহা ছন্দঃ, সেটি মিত্র। কিন্তু সপক্ষ যেখানে বিপক্ষও সেখানে; মিত্রের সঙ্গো অরি। বীজগর্ভিত যে মহাশক্তি, সেটি যেন বলে—"তোমরা সপক্ষ-বিপক্ষ, মিত্র-অরি দুয়ে মিলে, সেই দেবাসুরদের মত, আমাকে মন্থন কর; বিষও উঠিবে, অমৃতও উঠিবে।" প্রাকৃত বীজাদিস্থলেও এবম্বিধ মন্থন—a transaction, favourable or otherwise—between germinal or original forces and environmental conditions. 'স্ব' এবং 'ইতরে' সংবাদ-বিসম্বাদ। এতে ফল তিন রকমের—ইষ্ট, অনিষ্ট, উদাসীন। তার মধ্যে স্বপক্ষ-মিত্রের মুখ্যত্ব এবং বলীয়স্ত্ব স্থলেই সর্বক্ষেত্রে 'বীজং অঙ্কুরায়তে।' তখন অনুষ্বঙ্গোর অন্বয় আরব্ধ হয়—বীজ 'স্বোভাবঃ' অথবা উচ্ছূনতা লাভ করে। উদাসীনস্থলে 'stalemate'—বীজটি যেমনি তেমনিটি থাকে। অনিষ্টস্থলে নষ্ট হইতে চলে। বীজের ঐ 'স্বোভাবঃ' বা আপনাকে অধিকার করতঃ যে ভাব (অধ্যাত্মং), সেটি এক হৃল্লেখানুরূপ 'চিত্র' (implicit harmonics of vibration; 'inlaid' pattern picture) বুঝিতে হইবে। ইহা ব্যক্তাব্যক্ত ('গোপায়তে ন বা')। কিছুটা যন্ত্রাদি সাহায্যে ব্যক্ত; বাকিটা অব্যক্ত (enfolded)।

এই সূক্ষ্ম বা গুপ্তচিত্র ছন্দোরূপ (as harmony) বলিয়া, 'ছবি' (দীপ্ত, তৈজস—'radiant'); এবং ছন্দের সার্বভূমিকত্ব থাকে বলিয়া, (wherefore harmony is correlational), এ ছবিতে বিশ্বব্যাপারই 'বিম্বিত' (presented) হয়। অর্থাৎ, বীজের অঙ্কুরে নিখিল বিশ্বব্যাপারই 'সহিত' সম্বন্ধে আছে। জীবের গর্ভস্থ বীজের অঙ্কুরাদিতে যেমন গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিশ্বচক্র। এবং বিশ্বে ছন্দোব্যাপারের যত না স্পন্দোর্মি ইত্যাদি আকৃতি দৃষ্ট হইতেছে, তাদের 'আদর্শ' (prototype) ঐ বীজাঙ্কুর। যেমন, Nuclear Physics must set the 'norm' for all Physical Science to follow. Gravitational and electro-magnetic-এর মধ্যে 'খানা' রহিলে তো চলিবে না। একবারে বীজে হৃল্লেখা তো কোন 'সংবাদ' দিতে চায় না; অঙ্কুরেই মূলের সংবাদটি সংগ্রহ করিতে হয়। অঙ্কুরের যেটি অক্ষরক্ষররূপ অধ্যাত্মভাব, সেটি, স্বভাব বা আত্মাকে লইয়া যত না ব্যাপারবত্তা, তার আদি, উপক্রম, সূচনা। এখানে 'স্ব' বা আত্মারই অধিকারমুখ্যতা। 'বাহ্য' এখানে থাকিলেও গৌণ। এই নিমিত্ত শ্রদ্ধাঙ্কুর, ভাবাঙ্কুর ইত্যাদিতেই স্বভাবসঙ্গতির আবশ্যকতা বেশী—dominance of intrinsic reference. স্বভাবে যে শক্তিপুঞ্জ ন্যস্ত (given), তাকে বল 'বিন্যস্ত'; আর, 'বাহ্য' থেকে যাহা আসে, তাকে বল 'অধ্যস্ত'। অঙ্কুরে যাহা 'বিন্যস্ত' তাতে অধ্যস্তের 'অনুলোমন' (congruence) থাকা চাই। মূল, বীজ, লক্ষ্য বা আদর্শের সাথে যাহা সর্বথা 'ধনমুখে' অন্বয়ে ও সঙ্গতিতে থাকে, তাহা 'অনুলোমী'। 'ধনমুখে' মানে এ সকল স্থলে নাদানুবন্ধে।

**১৯।। আধানে ক্ষরাক্ষরত্বং প্রারোহঃ।।**

(পূর্বোক্ত বিন্যস্ত-অধ্যস্তের প্রবৃত্তির অনুলোমনরূপ) আধান হইলে যে ক্ষরাক্ষরবৃত্তিতা, সেটি প্রারোহ॥

(After the 'laying on' or assigning of suitable congruing conditions of দেশ-কাল etc.)

অক্ষরমুখ্যমধ্যাত্মমন্যথাত্বেঽধিদৈবতম্।
সম্পুটিতাঙ্কুরালেখ্যং ক্ষরদ্ বিস্তারমশ্নুতে॥
স্ফুটাকৃতিং ছবিং ধত্তেঽঙ্কুরঃ প্রারোহতামিতঃ।
স্পন্দস্যাকৃতিমস্পষ্টাং ভাবসংসর্গয়োস্তথা।
স্পষ্টীকরোতি প্রারোহঃ প্রকৃত্যারোহণং যতঃ॥
দেশকালাদিসম্পাত-বিশেষেণাহিতোঽঙ্কুরঃ।
সম্ভাব্যভাবনদ্বারা প্রারোহমধিরোহতি॥ ৪৪-৪৬

'প্রারোহ'-ভূমিতে সমস্ত কিছু পূর্বোক্ত 'বীজ' (প্রকৃতি, স্বভাব) এবং 'অঙ্কুর' (প্রকৃতির স্বপরিণাম বা স্বোভাবঃ), এ দুটি ভূমি অতিক্রম করতঃ তার প্রকৃতির অনুরূপ রূপগুণ-সম্বন্ধ-রূপা 'আকৃতি' ('Form', 'Pattern', Constitution) প্রাপ্ত হয়। বীজে হৃল্লেখা ('core picture') অব্যক্ত; অঙ্কুরে ব্যক্তাব্যক্ত। এটি সেতুরূপ এবং অক্ষরক্ষর অধ্যাত্ম। প্রারোহে ব্যক্ত বা স্ফুটরূপে প্রকৃতির অনুরূপ আকৃতিতে 'আরোহণ' হয় (প্র=প্রকৃতি; আরোহ=আরোহণ)। অক্ষরমুখ্য স্থলে (in the case of predominant continuance as such or persistence of the Evolvent Principle), অধ্যাত্ম; আর যেটি Evolute (ক্ষর), সেটির প্রাধান্য স্থলে অধিদৈবত। কেননা, দ্যৌঃ-শক্তির অধিকার ব্যতীত কোন কিছুর 'বীজাঙ্কুর' তার স্বাভাবিক রূপগুণসম্বন্ধ আকৃতির 'বিস্তারে' পারগ হয় না। সব কিছুকে মুক্ত, উদার প্রসার দিতে দ্যৌঃ 'দৈবত'।

তাই, অঙ্কুরে যে সম্পুটিতালেখ্য (enfolded picture), সেটি স্ফুটাকৃতি ছবি (unfolded aspect) আকৃতি লাভ করে প্রারোহে। প্রারোহে aspectual differentiation ঘটে বলিয়া, সম্পুটিতটি হয় স্ফুট। জপে যেমন উদিত ব্যক্ত নাদ।

প্রারোহটি 'এই' (ব্যক্ত, স্ফুটাকৃতি) রূপে 'ভুঃ'। বীজটি 'সেই' রূপে 'স্বঃ'। অঙ্কুরটি সেতুরূপে 'ভুবঃ'। কাজেই, অঙ্কুরে যাহা সম্ভাব্য, তার সম্ভূয়মানরূপ। প্রারোহ সম্ভূত। 'সম্ভাব্য-ভাবন' (by choosing and determining the probable) দ্বারা প্রারোহটি হইয়া থাকে (অধিরোহতি = is selected and settled)। অঙ্কুরে যাহা probability wave and probabilityfunction, তাহা প্রারোহে statistical

আকৃতি ('wave packet' ইত্যাদি) পরিগ্রহ করে। ফলে, বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত, নিরূপিত দেশকালাদিসম্বন্ধের 'আধান' (assigning) ঘটে। 'যথা, 'এই' moving particle-এর এই বস্তু (mass), এই গতি (velocity), এই সংস্থা (position), ইত্যাদি। Pure Mathematics and Formal Logic এইবার Mixed Mathematics এবং Material Logic-এর ক্ষেত্রে অবতরণ করে। প্রারোহে সব কিছু দেশকালাদিসম্বন্ধসহকৃতভাবে স্পষ্ট স্ব স্ব স্বভাবানুরূপতায় ব্যক্ত হয়। তাই তোমার শ্রদ্ধাভাবাদির 'প্রারোহ'-টির প্রতীক্ষায় থাক।

**২০।। আজ্যাদিনা ক্ষরত্বং পাদপঃ।।**

আজ্যাদি দ্বারা (বীজের) যে ক্ষরভাব, সেটির 'পাদপ' সংজ্ঞা॥

প্রাধান্যে বীজশক্তের্যদধ্যাত্মমধিদৈবতম্।
একং চক্রস্য নাভিত্বমন্যদরায় কল্প্যতে॥
পেতি স্পর্শেন যোঽত্ত্যন্নং স পাদো নেমিবৃত্তিভাক্।
পিবতি পাতি পাদেন হ্যশ্বত্থঃ পাদপোঽব্যয়ঃ॥ ৪৭-৪৮

আজ্য=তেজঃ, বীর্য (রেতঃ, ঘৃত)। এটি সাধারণ আকৃতি। 'অ' বা অক্ষর সামান্য থেকে যেটি জাত, সেটি 'অজ'। এটির 'ভাব' বা ভাবনে 'আজ্য' (whatever 'charges' with spirit, 'fire' or *elan* vital)। এতে যেটি জাত, সেটি ক্ষররূপ হইয়াও, ক্ষরপ্রবাহাদিরূপে নিত্য (অজ) হয়। এইরূপ আজ্যদ্বারা 'ভাবিত' বীজের যে ক্ষরভাব (পরিণতিধারা), তাকে 'পাদপ' বলে। ক্ষর বলিয়া এটি 'অধিভূত'—বিশেষভাবে ভূত-ভৌতিককে অধিকৃত করে। এতে objective reference—পরাগ্‌বৃত্তিতার প্রাধান্য। অধ্যাত্মে বীজশক্তির প্রত্যঙ্‌মুখ্যতা— predominance of intrinsic reference. অধিদৈবতে বীজে সংপরিষ্বক্ত বিন্দুনাদের মধ্যে নাদে 'ঝোঁক'-টি আসিয়া থাকে—অর্থাৎ, বিস্তার (evolving)-এর দিকে। অধ্যাত্ম বিশ্বচক্রের 'নাভি'রূপে 'কল্পিত'; অধিদৈবত 'অর'-রূপে। আর 'নেমি'?

অধিভূতসংজ্ঞ যে পাদপ, সে পাদপই বিশ্বচক্রের 'নেমি' জানিবে। প্রথমে,

'পাদ'=প+অদ। 'প'=স্পর্শ। কাজেই, যাহা স্পর্শদ্বারা 'অন্ন' অদন করে (reacts to stimulus and assimilates), তাকে বলে পাদ। এটি 'প্রাণপাদ'। জড়মান-সাদিস্থলেও এ 'পাদ'-কে দেখিবে। বহিঃসংস্থা (objective environment)-এ 'সাড়া' দেয়, এবং তা থেকে 'অন্ন' গ্রহণ করে পাদ। কাজেই, পাদ=Peripheral, 'facing' the Environment. তথাপি 'পাদ' দ্বারা 'পান করে' (পিবতি), এবং 'পালন করে' (পাতি), বলিয়া পাদপ। সুতরাং, পাদপেও নাভি ও অর (বীজশক্তির অধ্যাত্ম-অধিদেবভাব) নেমিটিকে পোষণ ও ধারণ করে। বহিঃসংস্থা প্রকৃতি বা স্বভাবকে প্রভাবিত করিলেও তার ব্যত্যয় ঘটায় না। ঘটাইলে, সেটি আর সফল-সমর্থ পাদপই রহিল না। কাজেই, পাদপ হইতে গেলে তাকে 'অব্যয় অশ্বত্থ' গোত্রেই থাকিতে হয়—তার স্বভাব-স্বধর্ম-স্বচ্ছন্দঃ রক্ষা করিতে হয়—Continuity of the 'Rootplasm.'

দীক্ষাদিতে যে বীজ মেলে, সেটিকে এই সফল-সমর্থ অব্যয় পাদপ পর্যন্ত লওয়া যায় কি প্রকারে—ইহাই তো ভাবনা! চাই—'আজ্য' = শ্রদ্ধাবীর্য + বিদ্যাবীর্য + বুদ্ধিবীর্য। এ তিনের প্রথমটিই 'মূল'। অতএব, শ্রদ্ধাভাবের বরটিই মাগো তাঁর কাছে। তাই আবার দেখ—

নিত্যং ব্যেত্যব্যয়োঽশ্বত্থঃ ক্ষরপ্রবাহবিগ্রহঃ।
প্রত্যাগচ্ছতি বীজত্বং বীজভাবাৎ ক্ষরন্নপি॥ ৪৯

ক্ষরপ্রবাহবিগ্রহ এই যে বিশ্ব অশ্বত্থ (ন+শ্ব+থ=যেটি 'শ্ব', কল্য, কিনা, পরমুহূর্তেই একরূপে না রহিয়া ক্ষর হইতেছে—perpetual change), সেটিকে নিত্য 'ব্যেতি'—রূপেই অব্যয় দেখিতেছি। তথাপি মূল বীজভাব থেকে 'ক্ষরন্'—ক্ষরিষ্ণু, —হইয়াও, ইহা পুনঃ বীজভাবে ফিরিয়া আসে। কাজেই, ক্ষর—অক্ষরাধার, এবং ছন্দঃ, জাতি-আকৃতি, 'ফল' ইত্যাদিরূপে অক্ষরপ্রশাসন ছাড়া নেই জানিবে।

অশ্বত্থো যজ্ঞরূপশ্চাধিভূতং পল্লবানি বৈ।
শাখাশ্চ সমিধস্তস্যাধিদেবমিতি তাঃ শ্রুতাঃ॥

অধ্যাত্মমূলমেবাগ্নিবেদিত্বায় চ কল্প্যতে।
শ্রদ্ধাবিদ্যাদিবীর্য্যঞ্চ তত্রাজ্যং বিশ্বযাগভৃৎ॥ ৫০-৫১

বিশ্বযাগ (এবং জপযাগ)-রূপ এই অশ্বত্থের পল্লবসমূহ 'অধিভূতং'; সমিধ্-রূপা কাণ্ডশাখা এর 'অধিদেবং'; এর যাহা ব্যক্তাব্যক্ত 'মূল', সে মূল 'অধ্যাত্মং'; এবং ইহা বিশ্বযাগে অগ্নি-আধান-বেদিরূপে কল্পিত। পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাবিদ্যাদি বীর্য, এ যাগে 'আজ্যং', যদ্দ্বারা বিশ্বযাগের 'ভরণ' হইয়া থাকে, এবং যজ্ঞও 'অধিযজ্ঞং'রূপে পূর্ণতা লাভ করে। এর অগ্নি সাক্ষাৎ প্রাণব্রহ্ম।

অতঃপর, যজ্ঞকর্মরূপ 'বিসর্গ' মাত্রেরই যাহা মান্ত্রী এবং শাক্তী তনু, সেই 'স্বাহা ভাবনা কর—

## ২১॥ স্বাহেতি॥

'স্বাহা' এই সংজ্ঞায় আসিবে।

কস্মৈ দেবায় হোতব্যং হবিষেতি বিচিন্তয়।
হুতং বহতি কস্মৈ বা বহ্নি র্যো রত্নধাতমঃ॥
বীজং জুহোতি বৃক্ষায় হ্যঙ্গারো হীরকায় চ।
প্রাণায় জুহ্বতি প্রাণা আত্মা জুহোতি চাত্মনে॥
ক্ষেমায় জুহ্বতীমে চ জীবা যোগায় কেচন।
বাগ্‌দোহং সামগাঃ কস্মৈ ছন্দসে জুহ্বতি স্বরৈঃ॥
বিশ্বযাগেষু সর্ব্বত্র যস্যাগ্নেঃ প্রতিরূপতা।
স্বাহেতি হবনং তস্য দেবো ভূমা রসঃ স বৈ॥ ৫২-৫৫

ঋগ্‌বেদাদিতে যে প্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভসূক্ত, তাতে "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" বারম্বার শ্রুত হইয়াছে। 'কস্মৈ'—কোন্ (অনির্দিষ্ট) দেবের উদ্দেশ্যে? 'ক' (অভিব্যঞ্জনমুখ্য—The Prime Manifest); তাকে কি লক্ষণে (স্বভাবে-স্বরূপে-স্বচ্ছন্দে) হবিঃ দ্বারা হবন করিব? রত্নধাতম যে বহ্নি, সে বহ্নিই বা কোন্ দেবতার

উদ্দেশে 'হুত' বহন করিবে? এ কেবল কি যাগবেদীর অগ্নিতেই আহুতির কথা? তা তো নয়। যাগ যে ভুবনযাগ! বীজ হবন করে সফল সমর্থ পাদপের; পাদপ আবার বীজের। অঙ্গার (carbon) হবন করিতেছে—কবে সে তার পরোৎকৃষ্ট স্বভাব-স্বরূপ-স্বচ্ছন্দ যে হীরক, তাই হবে বলিয়া! (Evolution and Sublimation of 'Matter') যেমন, পাষাণী অহল্যার তপস্যা!

প্রাণসকল কোন্ মুখ্যপ্রাণের নিমিত্ত হবন করে (The 'End' of life's evolution)? প্রাকৃত মনবুদ্ধি ইত্যাদিতে উপহিত আত্মাই বা হবন করে কোন্ সর্বভূতাধিবাস সর্বভূতান্তরাত্মার তরে? পুনশ্চ, এই সকল জীব কেহ বা ক্ষেম, কেহ কেহ বা যোগের জন্য হবন করিতেছে; এই হবনই বা কার? সামগেরা স্বরের দ্বারা কোন্ পরমছন্দোরূপ দেবতাকে বাগ্দোহ (স্বরের সার) হবন করে? এইভাবে বিশ্বযাগটিকে ভৌতিকে, প্রাণিকে, অধ্যাত্মে, এবং ছান্দসে—এই চারিটি পর্বে দেখাইয়া বলা হইতেছে—যে পরমদেবতা বিশ্বযাগে সর্বত্র অগ্নির এক এক প্রতিরূপ হইয়া হুতভুক্ হইয়াছেন, সে দেবতা 'রসো বৈ স ভূমা';—নিখিলের হৃদি আনন্দরূপে যিনি প্রবিষ্ট আছেন। কাজেই, এ যাগ অলসিত রসবস্তুকে উল্লসিতাদিরূপে মিলাইবারই যাগ। এ রস জ্যোতিঃ। জড়াদি সর্বস্থলেই, এই জ্যোতীরস জন্য যে আকৃতি (Basic Urge), তাই। সৃষ্টির রেণুটিতে পর্যন্ত এই গহনদুর্বার রসলৌল্য! অঙ্গারকণাটি যেমন নিরন্তর স্পন্দমানা, কম্পমানা তার মরমিয়া হীরামাণিকটির অবুঝ অভিসারিকারূপে!

সর্বত্র এই যে হবন, তার মান্ত্রী ও শাক্তীতনু হইল স্বাহা।

২২॥ স্বভাবং মা হাসীরিত্যতঃ॥

'স্বভাবকে ত্যাগ করিও না'—এ নিমিত্ত স্বাহা (স্ব+আ+হা)॥

মা হাসী র্বৈ স্বকং ভাবং স্বাহেতি সুষ্ঠু ভাবনম্।
সূক্তং সুচরিতং সর্ব্বং সুমতঞ্চ সুচিন্তিতম্॥ ৫৬

'আপন স্বভাবের অনুবৃত্তি কর, সেটি ছাড়িও না'—live according to your own true Nature—ইহাই হইল 'স্বাহা'—এই রহস্যশব্দের সুষ্ঠুভাবে

ভাবন। এ সুষ্ঠু ভাবনায় কি হয়? সব কিছু 'সু-উক্ত' হয়, সুচরিত হয়, সুমত হয়, সুচিন্তিত হয়।

কস্মাবিতি হ্যুপক্রম্য তস্মাবিত্যুপসংহরেৎ।
অধ্যাত্মাদীনি চ ত্রীণি কল্প্যন্তে ব্যাহৃতিত্রয়ম্॥ ৫৭

যে জীবনযাগ করিবে, তাতে 'কস্মৈ'-রূপে উপক্রম করিয়া 'তস্মৈ'-রূপে উপসংহার করিবে। অর্থাৎ, তাহা যে জ্যোতীরসৈক-অখণ্ড বস্তু,—এই অপরোক্ষ বিনিশ্চয়ে স্থিত হইবে। জপাদিতে যেমন—নাদোদয় এবং নাদবিলয় স্থলটি 'কস্মৈ'; কিন্তু সেটিকে সাক্ষাৎ অনুভবে মিলাইতে হইবে 'তস্মৈ' ('এই যে তাহা')-রূপে। এ মহাব্যাহৃতি' হোমে অধ্যাত্মাদি তিনটিকে তিন ব্যাহৃতি ভাবনা করিবে। স্বভাব=অধ্যাত্ম; স্বাকৃতি ও স্বধর্ম=অধিভূত; এবং স্বচ্ছন্দ=অধিদেব। ব্যাহৃতিত্রয়ের মূল লক্ষণও ভাবনা করিবে। স্বভাব='সেই'; স্বাকৃতি='এই'; স্বচ্ছন্দ=যদ্দ্বারা স্বাকৃতি ও স্বধর্ম স্বভাবানুগ ও স্বভাবানুরূপ হইবে।

বিন্দেদৃতস্য পন্থানং মা গমোঽধ্বগ নির্ঋতিম্।
যুনক্ত্যধ্বরমধ্বর্য্যুঃ স্বাহেত্যনেন বিশ্বসৃক্॥ ৫৮

"ঋতস্য পন্থাঃ—তাই লাভ কর; আর, হে অধ্বগ! (পান্থ), নির্ঋতি (ঋত বা ঋতি থেকে চ্যুত, এবং তার পরিপন্থী যেটি)-তে যাইও না।"—এই অনুশাসন দিয়া বিশ্বস্রষ্টা যে 'অধ্বর্য্যু', তিনি 'স্বাহা'—এই রহস্য বাক্ দ্বারা নিখিল ভুবন যাগটিকে যথার্থ যে 'অধ্বর', তাতেই যুক্ত রাখেন। ঋতের যে অধ্ব, তাতেই 'র' (অগ্নি) রূপে যজিষ্ণু হবার অনুশাসন পায়—সুতরাং এটি অধ্বর। এতেই 'যুনক্তি', তাই অধ্বর্যু। ঋতাধ্বগ না হইলে বিশ্বযাগ নির্বহণই হয় না।

২৩॥ অঙ্গানি গার্হপত্যাদয়ঃ॥
(অগ্নির) গার্হপত্যাদি (চারিটি) অঙ্গ॥

অঙ্গায়তীতি চাগ্নিত্বমমিতি স্বরমাতৃকা।
গকারেণ গতি র্জ্ঞেয়া চাঙ্গাস্যৈবং ত্রিধান্বয়ঃ॥
ভূতত্বে গার্হপত্যং স্যাদ্ ভব্য আহবনীয়কঃ।
অবশেষস্তু দাক্ষিণ্যো নাচিকেতুর্ন চীয়তে॥
নিত্যনৈমিত্তিকৌ যাগৌ স্বিষ্টিস্বেষ্টীতি তৌ পুনঃ।
ইজ্যেতে সাঙ্গতাসিদ্ধ্যৈ স্থূলসূক্ষ্মেষু বিশ্বতঃ॥
বৈখরীতি চ ভূতত্বে ভব্যত্বে মধ্যমা মতা।
পশ্যন্তীতি চ শিষ্টত্বে (স্বিষ্টিত্বে) স্বেষ্টিত্বে মন্যতে পরা॥ ৫৯-৬২

এ স্থলে 'অঙ্গা' ধাতু থেকে 'অগ্নি' নিষ্পন্ন করা হইতেছে। সৃষ্টিতে যাহা দ্বারা সব কিছু তাদের 'অঙ্গা' (অবয়বাদি) পায়, সেটি অগ্নি (The Principle that 'in-forms' as well as conforms)। অগ্নি তাই অঙ্গাক; এবং অগ্নির বিশেষ গুণ 'রূপ'। এখন দেখ—অ=অক্ষর সামান্য; অং বা অম্=অক্ষর স্বরমাতৃকা।—The matrix of universal Sound Principle. এটি আকাশতত্ত্বে পরাবাক্‌রূপ। এতে গকাররূপ গতিবীজ যুক্ত হইলে বিয়দের হইল বায়ুরূপ। তখন 'স্পর্শ' (impact) গুণটিও এতে আসিল। কিন্তু এখনও তাতে 'রূপ' (definitive form) কৈ? এ নিমিত্ত তৃতীয় অপর একটি অন্বয়ে আসিতে হয়। সেটির নির্দেশ দেয় অগ্নির 'নি'। 'নি' কোন এক তলে এক গতিসীমা নির্দেশ করে;—'এই অবধি চল, আর না'। Definition বা নিরূপণ মাত্রেই এইটে মূল কথা।—ব্যাপ্তি বলিয়া দেয়া। নি-কে দীর্ঘ করিলে 'নী'—যাহা বা যেটি তাতে নেয়।

তার পর, যা কিছু সম্বন্ধে নিরূপণ বা অঙ্গাত্ব প্রসঙ্গা হইবে, তাদের সে নিরূপণ চারিভাগে ফেলা যায়—ভূত, ভব্য, অবশিষ্ট এবং নিত্য। ভূত=যেটি হইয়াছে; নিরূপিত; ভব্য=যাহা হইবার; নিরূপণীয় এবং যার নিরূপণ ব্যাপার চলিতেছে। প্রথমটি 'made'; পরেরটি 'in the making.' অবশ্য, সৃষ্টপদার্থে নিরূপণ দেশকালাদি সম্বন্ধে চলিতেছেই—স্থাণু বা অনড় নয়। ব্যবহারতঃ নিরূপণের কথাই হইতেছে। তথাপি, ভূত ভব্যের ব্যবহারিক ভেদ প্রাসঙ্গিক। ভূতটি 'ভূঃ' সংজ্ঞায়; ভব্য মুখ্যতঃ 'ভুবঃ' সংজ্ঞায় আসে। এ দুটি ছাড়া 'স্বঃ' সংজ্ঞায় আসে যাহা, তাকে 'শিষ্ট' বা 'অবশিষ্ট' বলা

যায়।—A reserve of positive accession of being-power প্রথমটি habitual, customary; দ্বিতীয়টি incidental; তৃতীয়টি reserve. এ তিন ছাড়া অপর একটিও আছে; সেটিকে 'মৌলিক' বা 'নিত্য' (foundational, essential, basic ইত্যাদি) মনে করা যায়। বিশ্বযাগনির্বহণ যে অগ্নি, সে অগ্নিকে এই চতুর্ধা দর্শন করিবে। প্রথমটির গার্হপত্য, দ্বিতীয়ের আহবনীয়, তৃতীয়ের দক্ষিণ (দাক্ষিণ্য), এবং তুরীয়ের 'নাচিকেতু' নাম দেয়া যায়। যথাক্রমে—অধিভূত, অধিদেব, অধ্যাত্ম এবং অধ্যক্ষরও বলা যায়। সামান্যভাবে প্রথম দুটিকে নিত্যনৈমিত্তিক যাগে এবং পরের দুটিকে স্বিষ্টি (সু+ইষ্টি) ও স্বেষ্টি (স্ব+ইষ্টি) যাগে সংলগ্ন করা যাইবে। নাচিকেতু বা স্বেষ্টি—স্বতঃ প্রবৃত্ত; তাতে বহিঃ থেকে 'চয়ন' আবশ্যক হয় না। অধ্যাত্মের পরিসীমা এটি। পুনশ্চ, বৈখরীবাক্ ভূতাগ্নি; মধ্যমা ভব্যাগ্নি; পশ্যন্তী শিষ্টাগ্নি বা স্বিষ্ট্যগ্নি; এবং স্বেষ্টাগ্নিকে পরায় যোজনা করিবে। বিশ্বে স্থূলে, সূক্ষ্মে সর্বতঃ এই চতুরগ্নি অধিভূতাদিরূপে সর্বযাগের সাঙ্গাতাসিদ্ধির নিমিত্ত ব্যাপ্রিয়মাণ রহিয়াছেন। যেমন, জীবকোষে যেটি 'core' বা হৃল্লেখা, সেটি অধ্যক্ষররূপ অগ্নি ('রূপক'); তার nucleus বা নাভি অধ্যাত্ম অগ্নি; তার প্রাণবহা 'প্রণালি' গুলি অধিদেবাখ্য অগ্নি; এবং বিশিষ্টাকৃতি কোষরূপতাদি অধিভূতাগ্নি। জপে বিন্দু স্বয়ং অধ্যক্ষর; সেতুরূপা 'অর্দ্ধা' অধ্যাত্ম; ব্যক্তাব্যক্ত নাদ অধিদেব; ব্যক্ত কলাসমূহ অধিভূত; ইত্যাদি।

**২৪।। ভূর্ভুবঃ সুবরোম্।।**

ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ, এবং 'ওম্'।।

ভূরিতি বৈখরী গীর্যা ভুবরিতি চ মধ্যমা।
সুবরিতি চ পশ্যন্তী পরা চ প্রণবঃ পরঃ।।
ভূর্বেদিশ্চ ভুবঃ কাষ্ঠং স্বরিতি হবিষাহুতিঃ।
বনং নাদোঽনলো বিন্দুঃ কলা সদক্ষিণং ফলম্।। ৬৩–৬৪

ভূঃ-কে জানিবে বৈখরী বাক্; ভুবঃ সেতু এবং ধূঃরূপা মধ্যমা; সুবঃ পশ্যন্তী; কেননা, বাক্ পশ্যন্তী না হওয়া পর্যন্ত বাকের (এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রত্যয়ের)

স্বাকৃতি, স্বচ্ছন্দ 'সূত' হয় না; সুতরাং, বাকের অর্থভাবন সামর্থ্যও সাধিত হয় না। শেষে, বাকের স্বরূপ ও স্বভাবও যাতে তত্ত্বতঃ আবির্ভূত হয়, সেটি পরা, এবং সেটি 'প্রণবঃ পরঃ'। পুনশ্চ, ভূঃ এই বাঙ্ময় বিশ্বযাগের বেদি; ভুবঃ সমিধ্; স্বঃ হবির্দ্বারা আহুতি। সমিধের সংগ্রহ যে বন থেকে, সে বন নাদ; অনল বিন্দু; আর, যাগের যেটি সদক্ষিণ ফল, তাহা কলা। ভুবঃ সমিধ্ কেন? নাদ বন এবং বিন্দু অনল কেন—এ সব তলাইয়া বুঝিয়া বাগ্‌যাগ (যথা, জপ) সমা-চরণ করিবে। 'কিংস্বিদ্‌বনং'—এ ব্রহ্মবনকে ব্রহ্মের পরশব্দ বা নাদরূপ ভাবনা কর। এতে ব্রহ্মরূপ অগ্নি (শব্দশক্তি) ওতপ্রোত আছে বটে, কিন্তু সে অগ্নিকে পরমঘনীভাবে পাই বিন্দুতে। নাদ রূপ বনের সমিধ্ অকারাদি বর্ণ। এই নাদাত্মক বর্ণ বিন্দুগর্ভিত ও বিন্দুদীপিত হইলে তবে হয় জ্বলন্ত সমিধ্। তদ্রূপেই ইহা 'এই' (বৈখরী) বাক্‌কে 'সেই' (পশ্যন্তী)-তে লইতে সমর্থ। কাজেই, ভুবঃ, ইত্যাদি। সদক্ষিণ ফলটিকেও বুঝিও। সর্ব কলার সুষম পূর্ণতাটি না হইলে (অর্থাৎ, সদক্ষিণ না হইলে), যজ্ঞফল মেলে না।

পূর্ণাঙ্গা হইবে কিসে? তাই—

২৫।। দেবতর্ষিচ্ছন্দোবিনিয়োগৈঃ পূর্ণাঙ্গত্বম্।।

দেবতা, ঋষি, ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ—এই চতুষ্টয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়।।

উরূর্জ্জিতোজ্জ্বলা সত্তা-শক্তি র্মন্ত্রময়ী তনুঃ।
ছন্দোরূপাক্ষদক্ষা যা সা দেবতেতি সম্মতম্।।
ক্রান্তদর্শী কবিঃ প্রাজ্ঞঃ পশ্যতি সূরিবৎ সনাৎ।
জাতবেদা জনের্বেত্তা বেধা বেদস্য পারগঃ।।
অনুক্রান্তমনুজ্ঞাত-মনুধ্যাত-মনুশ্রুতম্।
শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং যদ্ দর্শনমৃষিদর্শনম্।।
ছন্দো বিধির্বিধেঃ পন্থা বিনিয়োগো বিনিশ্চয়াৎ।
ঘনজ্যোতিঃ স বৈ দেবো ধৃতজ্যোতিস্তৃষির্মতঃ।।৬৫-৬৮

সত্তা এবং শক্তির সবিশেষ উরু (উদার), ঊর্জিত এবং উজ্জ্বল যে প্রকাশ; এবং বিশ্ব রচনায় সমর্থ যে ছন্দঃ, সে ছন্দের অক্ষ ধারণে যাহা দক্ষ; এবং যাহা

বিশেষভাবে মন্ত্রময়ী তনু ধারণ করে;—তাকে 'দেবতা' বা 'দৈবত' আখ্যা দেয়া হয় বুঝিবে। 'দেবতা"র 'ত' বিশেষভাবে এই তনুর নির্দেশ দেয়। প্রথমে তৈজস ব্যাপিত্ব; দ্বিতীয়ে ছন্দোদক্ষত্ব; তৃতীয়ে মন্ত্রশক্তির সহ অবিনাভাবে সম্বন্ধবত্ত্ব;—এই ধর্মগুলি লক্ষিত। মন্ত্রের সম্বন্ধে যন্ত্র-তন্ত্রের সম্বন্ধও আসে। সুতরাং; আকৃতিও। তবে, আকৃতি আর আকার এক বস্তু নয়। আকৃতি ভাবময়ী বা 'চিন্ময়ী'।—Ideal, archetypal. আকার বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়দর্পণে বিশেষ বিশেষ রূপাদি সম্বন্ধভাক্ হইয়া যেটি 'প্রতিফলিত'। শেষেরটির 'প্রাকৃত' নাম দিলে, আকৃতি তদ্রূপ নয়। দেবতাতে এই গুণগুলিও দেখিবেঃ—(১) 'কবিঃ ক্রান্তদর্শী'—যে দৃষ্টিতে সর্ববিধ ছন্দঃক্রমের আদ্যন্ত প্রতিভাত হয়। (২) প্রাজ্ঞ—প্রজ্ঞান যাঁতে স্থিত। (৩) সূরির ন্যায় নিত্যে, অব্যয়েও যাঁর দৃষ্টি, স্থিতি। (৪) জাত এবং জনি (কার্য ও কারণ)—এ দুয়েরি যিনি বেত্তা। (৫) যাঁর বিধাতৃশক্তি আছে। (৬) সর্বপদার্থের 'হৃৎ' বা 'রস' রূপ যে রহস্য, সেটি বেধেও যিনি পারগ।

উরূর্জিতাদি তিনটি সামান্য লক্ষণ (দ্যৌঃ সংজ্ঞায় যাহা আসে)। ক্রান্তদর্শী প্রভৃতি ছয়টি বিশেষ লক্ষণ। 'সূরির ন্যায়' বলিতে যেন 'ঈষন্ন্যূন' ভাবিওনা। তিনিই আদিসূরি। তাঁর প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা এবং সত্যম্ভরা—দুইভাবেই দেখান হইয়াছে, লক্ষ্য কর। 'বেধাঃ' বলিতে সর্বাধ্যক্ষ; 'বেধপারগ' বলিতে সর্বান্তর্যামী। বলা বাহুল্য, দেবতা এক। তেত্রিশ বা তেত্রিশকোটি দেবতা একের বিবিধরূপগুণৈশ্বর্যসম্বন্ধ-প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন প্রকাশ বা 'বিভূতি'। এতে একের একত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় না; বহুরও লক্ষণানুরূপ দেবতাত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় না। এতাদৃশ বহুত্বের অপেক্ষায় মন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রেরও বাহুল্য বুঝিবে। মন্ত্রাদি এবং দেবতার অবিনাভাবসম্বন্ধত্বও মনে রাখিবে। যেমন, জপে যদি নামে বা মন্ত্রে নিষ্ঠাতে তদ্‌গত হও, তবে, দেবতার জন্য 'আলাদা' ভাবিয়া 'বিব্রত' হইওনা। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ, নিষ্ঠা করি ভজ।'

তার পর ঋষি। এক দেবই স্বয়ং একর্ষি। তাঁর এই চারি মূলা বৃত্তিঃ—(১) তিনি সত্তাশক্তিছন্দাদির ক্রম আদি-মধ্য-অন্ত জ্ঞাত আছেন; এটি তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি বা পূর্ণ জ্ঞান। (২) তিনি ঐ সকলের অধ্যক্ষ এবং নিয়ন্তা; এটি তাঁর পূর্ণক্রান্তি (পূর্ণবিক্রম)। (৩) এ সকলের হৃৎ, মর্ম বা রহস্য তাঁর সর্ববেধপারগ নিত্যধ্যানে প্রতিভাত; এটি তাঁর পূর্ণধ্যান। (৪) নিখিল অর্থের যাহা বাঙ্ময়রূপ (শব্দ), তাও

তিনি 'শ্রবণ' করেন; এটি তাঁর পূর্ণশ্রুতি। এখন, শব্দার্থ-প্রত্যয় সম্বন্ধে এই পূর্ণচতুষ্টয়ের 'অন্বয়ে' (অনু) যে দর্শন, সেটি ঋষিদর্শন। এইবার ভাব—কিভাবে একর্ষি বহ্বর্ষি হইলেন, আর এক পূর্ণদর্শনই বা কিভাবে বহু আর্ষদর্শন হইল। ঐ বহু দেবতার কথা চিন্তা কর। তাই বলা হইতেছে—দেবতা 'ঘনজ্যোতিঃ', ঋষি 'ধৃতজ্যোতিঃ'। ঋষির বিশারদী বুদ্ধির শুদ্ধ প্রত্যয়দর্পণে জ্যোতিঃ 'ধৃত' হইয়াছে; বিক্ষিপ্ত-বিকৃতাদি হয় নাই। পক্ষান্তরে, প্রতিবিম্বনাপেক্ষারহিত জ্যোতির যে স্বতোঘনত্ব, সেটি দেবতাত্ব, যেমন, সূর্য আর তার স্বচ্ছ-ভাস্বর প্রতিবিম্ব।

ছন্দঃকে বিধিভাবনাকরতঃ, সে বিধির যাহা বিনিশ্চিত পন্থাঃ বা পদ্ধতি, সেটি 'বিনিয়োগ' (correct procedure)। 'ওমেবাক্ষরং ব্রহ্ম'—এ ওঙ্কারের দেবতা স্বয়ংপ্রভ, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ যে অগ্নি (জাতবেদাঃ), তাই। 'ব্রহ্মবেদ'—ব্রহ্মরূপ যে বেদ বা পূর্ণজ্ঞান, তাই এর ঋষি। ছন্দঃ সাক্ষাৎ ছন্দোমাতা গায়ত্রী। এবং 'সর্ব্বং' কিনা, 'সর্ব্বভাবেন', 'সর্ব্বস্য', সকলকর্মে; আর, 'সর্ব্বস্মৈ', সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে;—ওঙ্কারের বিনিয়োগ বুঝিবে।

২৬।। আপোজ্যোতীরসোঽমৃতম্।।

আপঃ, জ্যোতিঃ, রস এবং অমৃত॥

মন্ত্রাদিতে দেবতাদির 'আন্তরমনন' (intrinsic conception) দেখান হইতেছে। অর্থাৎ, মন্ত্রের মাঝেই দেবতাদিকে মিলাও এইভাবে—

আপো দেব ঋষির্জ্যোতিশ্ছন্দো রসোঽমৃতং ততঃ।
বিনিয়োগ ইতি জ্ঞেয়ং মন্ত্রে মননমান্তরম্॥

সর্বদেবময়ী অপ্‌কে দেবতা ভাবনা কর। আপঃ='জল' নয়, ইহা দেখা হইয়াছে। সত্তাশক্তির উদার, উজ্জ্বলভাবটি সবিশেষ ঊর্জিত (ঘনীভাবে) আসিলে হয় 'আপঃ'। (বিন্দু কেন্দ্রীণঘনীভাবকাষ্ঠা)। সুতরাং, জ্যোতির্ঘনরূপটি আপে। 'আপঃ' 'স্ত্রী' এই নিমিত্ত যে, এটি মূলমাতৃকা ('Mother Matrix')। এতেই বীজবিন্দু আহিত হইলে,

তবে সৃষ্টি। 'নিত্য বহুবচন' এই জন্য যে, এই 'একেই' নিখিল বহুত্বের বীজাধান হয়, এবং বহুর (manifold) সম্ভব হয়। বহু স্যাম্—The One fecund with Many. (এও দেখ যে, জলেই নিখিল পার্থিব প্রাণিজাতের বীজ—'nucleo-proton'—উদ্ভূত হইয়াছিল।)

জ্যোতিঃ=ঋষি, কেননা, ঋষিত্বে দ্রষ্টৃত্বের, সুতরাং ভাতিতার বিশেষভাবে 'ধৃতি' (ধ্যানাদিদ্বারা) হওয়া আবশ্যক। স্থূলে যেমন, ভাস্করে ভাতি ঘনীভাবে আছে বটে, তবু চক্ষুতে তার 'ধৃতি' না হইলে, সে ভাতির প্রতীতি হয় না। ঋষিতে বুদ্ধি বিশারদী এবং জ্ঞান প্রাতিভ হওয়া চাই। 'রস' ছন্দের প্রাণ বা হৃৎ। আর, 'অমৃতত্বায়' না হইলে কোন বিনিয়োগই সার্থক এবং চরিতার্থ হয় না। আন্তরমননের এইগুলি সাধারণ পরিভাষা।

'ত্র্যম্বক' মন্ত্রে—

'ত্র্যম্বকং' দেবতারূপমৃষিং 'যজামহে' ত্বিতি।
বিনিয়োগশ্চ 'মুক্ষীয়' ছন্দস্তু 'পুষ্টিবর্দ্ধনম্' ॥ ৬৯

এইভাবে দেবতাদি চতুষ্টয়ের আন্তরমনন।

গায়ত্রীতে—

'তৎসবিতু' র্হি দেবত্বং 'ভর্গ' শ্ছন্দো 'বরেণ্যং'যৎ।
ঋষি'র্ধীমহি' 'য়োন'শ্চ বিনিয়োগঃ 'প্রচোদয়াৎ' ॥ ৭০

'তৎসবিতুর্দেবস্য'=দেবতা; 'বরেণ্যং' ভর্গঃ'=ছন্দঃ; 'ধীমহি'=ঋষি; 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'=বিনিয়োগ।

পুনশ্চ আপোমার্জন মন্ত্রে—

দেবো 'ময়োভুবো' জ্ঞেয়ো 'মহেরণায় চক্ষসে'।
'শিবতমো রসো'হ'রঞ্চ গমাম' ইতি চাপরে ॥ ৭১

অর্থাৎ, 'ময়োভুবঃ'=দেবতা ভাবনা করতঃ 'মহেরণায় চক্ষসে' কে ঋষি ভাবনা করিবে। মন্ত্রের মাঝেই যেমন দেবতাকে 'ময়োভুবঃ' রূপে মিলাইলে, তেমনি, তাতেই, ঋষিকেও 'পরমরমণীয় দৃষ্টি'-রূপে মিলাও। অর্থাৎ, মন্ত্রকেই সাধিয়া বল—'ওগো, তুমি আমার মধ্যে অভিন্ন জ্যোতীরসদৃষ্টিরূপে প্রস্ফুটিত হও!' এইভাবে 'শিবতমো রসঃ'-ই হোক্ ছন্দঃ, এবং 'অলং (অরং=অমৃতং) গমাম' ইতি হোক্ তোমার বিনিয়োগ। 'উশতীরিব মাতরঃ'—কার কাছে এ আন্তর আকূতি, তাও ভাবনায় রাখিও। এরূপ আন্তরভাবনাব্যতীত জপাদি 'অধ্যাত্ম' হয় না।

ধর আবার 'ক্রীঁ' এই বীজ। কালিকা দেবতা (ঐ বীজের মধ্যেই তাহা আছে); নাদ ঋষি; বিন্দুগর্ভা অর্দ্ধমাত্রা ছন্দঃ বা ছন্দোমাতা; এবং সেতুসমাশ্রয়ে উদয়বিলয়সহ কলোর্মিবিন্যাস বিনিয়োগ।

অতঃপর জপকর্ম—

**২৭॥ ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনাঽমৃতত্বায় কল্পনং জপকর্ম্ম॥**

ব্রহ্মরূপ যে অক্ষরপরম, তাতে কর্মকে (কর্ম='বিসর্গ'=অনুলোমা ও বিলোমা বৃত্তিদ্বয়ের অনুপাতকে), সমাধি, কিনা, পূর্ববিচারিত সমাবৃত্তিতে, যে অমৃতত্বের 'কল্পন', সেটিকে বলে জপকর্ম॥

কর্মণা হি বিসর্গেণ যোঽনুপাতো ধনর্ণয়োঃ।
তজ্জন্যজনকত্বেঽপি তজ্জন্যত্বেন ভিদ্যতে॥ ৭২

'বিসর্গসংজ্ঞিত' যে কর্ম, তাতে ব্যাপারবৃত্তির ধন (অনুলোম) এবং ঋণ (প্রতিলোম) গত অনুপাতটি থাকে। কর্মমাত্রেই এই অনুপাতজন্য। ধর, কোন এক 'মুখে' ক্রিয়া হইবে (Movement=M)। কিন্তু যার সম্বন্ধে ক্রিয়া, সে বলে—'কেন, আমি যা আছি তাই থাকি না কেন, কেন আমায় ব্যস্ত কর!' এটি বস্তুমাত্রের স্বনিষ্ঠতা; জড়ে এটি inertia; প্রাণে instinct of self-preservation; ইত্যাদি। সাধারণতঃ 'ক্ষেম' সংজ্ঞাটিও দিতে পার। এর সম্বন্ধে ক্রিয়া হইল সাধারণভাবে 'যোগ'। ক্ষেম বাঞ্ছনীয় হইলে, সেটিকে রক্ষার নিমিত্ত ক্রিয়াই যোগ।

ধর, অরণিদ্বয় 'মন্থনে' যাগার্থ অগ্নি উৎপাদন। অরণি ক্ষেমেই রহিতে চায়। অনলস অধ্যবসায় সহকারে তাকে ঘর্ষণপূর্বক উপচীয়মান তাপ সঞ্জাত করিতে হয়। বায়ুর তাপ ইত্যাদি অরণিকে তার ক্ষেমেই বজায় রাখিতে চায়। কাজেই, অরণিতে স্বগত এবং তার পারিপার্শ্বিকে যে ক্ষেমপ্রবণতা, সেটিকে 'কাটাইয়া' তবে অরণিতে 'অগ্নিযোগ' সাধিতে হয়। আন্তর বাহ্য সকল কর্মেই এটি চিন্তা করিবে। যেটি যেভাবে 'সৃষ্ট', তাকে সে ভাব থেকে কোনরূপে বদ্‌লান হইল 'বিসর্গ' (বর্তমান অনুবন্ধে)। এখন, বিসর্গমাত্রেই পদার্থের যোগক্ষেমানুপাতের পরিবর্তন।—দুটি ভিন্নমুখী শক্তির সঙ্ঘাত কোন ফলোদ্দেশ্যে—a dynamic conflict of opposite forces so as to produce a change and bring about a result. অনুপাত=Ratio=R. এবং R=M: P (Moving and Preserving)।

এখন, অনুপাতের এই ভেদটি লক্ষ্য কর—'তজ্জন্য' এবং 'তজ্জন্যজনক'। ধর, কোন বাঞ্ছিত ফল। এর 'জনক' কে? এমন একটা 'হেতু', যেটি পূর্বে ছিল না ('অপূর্ব'), কর্মের দ্বারা জাত হইল। অতএব, ফলজনক সে অপূর্ব হেতুটি কর্মজন্য। আর, কর্ম তো পূর্বব্যাখ্যানমত বিসর্গসংজ্ঞিত। বিসর্গকে যদি বল 'এই' (ভূঃ), তবে ফল (স্বঃ) 'সেই'; এবং ঐ অপূর্বহেতু ভুবঃ। এটি মাধ্যম ও সেতু।

এইভাবে কর্ম (বিসর্গ)-কে অনুপাতরূপে বুঝিয়া তবে 'সমাধি' (সমাবৃত্তি) ভাবনা কর। সে সমাধি ব্রহ্ম লক্ষ্যে হইতে হইলে, এই চারিটি 'ভাব' চাই—

সর্গে তথা বিসর্গে চ রকারাদ্ রোধমাত্রতা।
অক্ষরে ব্রহ্মণি ন্যস্তে কর্ম্মণি তু সমাধিনা।
চতুর্ধা লীয়তে রোধঃ সমাধিশ্চ চতুর্বিধঃ॥ ৭৩

সর্গ অথবা বিসর্গ, দুয়েই যে 'র', সেটিকে রোধমাত্রের রূপ বলিয়া জানিবে। রোধ বা রোধন না থাকিলে, অনুপাত কেন, কার সম্বন্ধে? ধর, নাদ উদিত ও ব্যক্ত হইবে। কোন কিছু নাদকে (বিশেষতঃ বৈখরীভূমিতে) রোধ করিয়া অব্যক্ত রাখিয়াছে; নাদের উদয়রূপ সর্গ, সেই রোধশক্তির সহিত অনুপাতেই হয়। রোধ=শূন্য হইলে পূর্ণোদয়। জপকর্মে এই নাদসর্গকে কলাদিরূপে বিসর্গে পাইতে

হয়। তাতেও প্রতিপদেই রোধানুপাত। রোধ একান্তভাবে না থাকিলে তো কলাদির ঊর্মিলেখই হয় না।

তথাপি, জপকর্মরূপ যে বিসর্গ, সে বিসর্গ এই নৈসর্গিক রোধানুপাতভূমিতে রহিলে তো অক্ষরব্রহ্মে সমাবৃত্তিরূপ সমাধিটি হইবে না। অতএব, রোধের লয়করণ আবশ্যক। সমাধির পরিপন্থী যে রোধ,—যাহা সমাধি সাধিত হইলেও সেটিকে বিকল্পাদিরহিত হইতে দেয় না,—সে রোধেরই শূন্যতাপত্তি আবশ্যক। এই শূন্যতাপত্তি চতুর্বিধ, কাজেই, সমাধিও চতুর্বিধ।

প্রথম—পূর্বোক্ত গতি (M) আর স্থিতি (P)-র যে ব্যবহারিক অনুপাত, রোধ সেই অনুপাতকেই আশ্রয় করে, এটি মনে রাখ। এইবার M=O (শূন্য) কর, তবে অনুপাতটাই শূন্য হইয়া যায়; কেন না, গতি ছাড়া অনুপাত নেই; শুদ্ধ স্থিতি (Pure Being) অনুপাতরহিত। কাজেই, রোধও শূন্য। এরূপ একান্ত শুদ্ধ স্থিতিকে শূন্যসমাধি বলে।

দ্বিতীয়—M-কে শূন্য না করিয়া যদি P-কেই শূন্য করি, তবে?

শুদ্ধ 'সৎ' বা অস্তিতামাত্ররূপে যে স্থিতি, সেটিতো কদাপি শূন্য হয় না; রূপগুণসম্বন্ধরূপ উপাধির শূন্যতাই সম্ভব হয়। যদি তা হয়, তা হইলে, গতিও তত্তৎ উপাধি অথবা বিশেষ সম্বন্ধে নির্ব্যাপার হইল। এখন আর গতি হইবে কার? সুতরাং, শুদ্ধ, নির্বিশেষ, অনন্ত মিলিল। এটিকে বল ভূমাসমাধি। প্রথমটিতে 'একান্ত', এতে 'অনন্ত'। ঠিক ঠিক বিন্দুবিলয়ে প্রথম সমাধি হইবে (যেখানে শূন্য-পূর্ণ-এক মিলিত)। পরমোপশম ব্যতীত দ্বিতীয়টি হইবে না।

তৃতীয়—ধর, M=O, P=O। ঐকান্তিকভাবে তো স্থিতির শূন্যতা সম্ভব নয়; আর গতিকে সামান্যভাবে 'থাকিয়া যাওয়া' (continuance as such)-ভাবে লইলে গতিকেই বা ঐকান্তিক শূন্য করা যাবে কি? অতএব, স্থিতি মানে সবিশেষ স্থিতি, গতি মানেও সবিশেষ (determinate) গতি, এইভাবে লইয়া, দুটিকেই শূন্য কর। ফলে, দুয়েরি 'বিশেষ' আর রহিল না। তাদের অনুপাত 'অবিশেষ' (indeterminate) হইল। অর্থাৎ, কোন বিশেষই নেই, কিন্তু যে কোন বিশেষে এ অনুপাত যাইতে পারে—an 'indeterminate mother ratio'. সৃষ্টিসঙ্কল্পনের ঠিক 'আগে ব্রহ্ম এবং তাঁর শক্তি যেমন, সুষুপ্তির ঠিক ভঙ্গামুখে অহং-ইদং যেমন। জপক্রিয়ায় ঠিক

আরম্ভমুখে বাক্‌প্রাণ যেমন। একে 'কেবল' সংজ্ঞা দাও (এখনও 'দুই' বা মিথুন হয় নাই)। এবং ইহা কেবলসমাধি।

চতুর্থ—গতি-স্থিতির সমীকরণ কর; M=P; অর্থাৎ, গতিরূপেই স্থিতি, অথবা, স্থিতিরূপেই গতি। ভাবিয়া দেখ। তা যদি হয় তো, অনুপাত কি দাঁড়াইল? সম (unitary)। একে বল সমতাসমাধি। ধর, জপে শুদ্ধ নাদবাহিতায় সর্বতোভাবেই 'স্থিত' আছ; অথবা ব্রহ্মাকার বৃত্তির (ব্রহ্মাস্মি) একতানতা।

কিন্তু পূর্বোক্ত প্রণালীতে গতি-স্থিতির শূন্যতা অথবা সমতা, এ দুটি পক্ষ যদি সম্ভাবিত না হয়, তবে, দুটির বিষমতা স্থলে, তাদের অনুপাতবিষমতা; এর ফলে, নানা সসীম (finite) রোধ পরম্পরা। জপে এ সব বিষম ব্যুত্থান—স্ত্যান-বিক্ষেপাদির ভূমি।

পূর্বে যে সমাধিচতুষ্টয় কথিত হইল, তার কোনটিই ভক্তিপক্ষের মনঃপূত হইবে না বলিয়া ত্যাজ্য নয়। সে পক্ষ যেমন 'নির্গুণ' বা 'নির্ব্বিশেষ' শব্দের ব্যুৎপত্তি করেন— "নির্গলিত হইয়াছে 'প্রাকৃত' গুণ বা বিশেষ যাহাতে"—, সেইরূপ, বর্তমান প্রসঙ্গে, গতি-স্থিতি এবং তাদের অনুপাতটিকে 'প্রাকৃত' 'অপ্রাকৃত'—এই দুইভাবে দেখিয়া পূর্বোক্ত সমাধিচতুষ্টয় স্বানুবন্ধানুরোধে ভাবনা করিবেন। জপবিজ্ঞান সাধনবিজ্ঞান (science of practical realization)। অবশ্য সিদ্ধান্তদীপটি হাতে করিয়াই পথে চলিতে হয়; কিন্তু সে দীপের যেটি পরমাপ্রভা তাহা পরমে যাইয়াই মিলাইতে হয়। চলার পথে পথের প্রদীপটি আলাদা আলাদা হইতেও পারে। এই জন্য—

**২৮॥ চতুর্ধা তৎকল্পনম্॥**

(অমৃতত্বায় কল্পনরূপ যে জপকর্ম, সেটি) চারিপ্রকারে হইতে পারে॥

রোধস্য রোধনং যেন রোধো বোধায়তে যতঃ।
বেধোঽপি রোধবেধস্তদমৃতত্বায় কল্প্যতে॥
রোধসমাধিনা রাত্রির্ভাশ্চ বোধসমাধিনা।
বেধসমাধিনা মৃত্যুরমৃতং রোধবেধতঃ॥

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখং সূক্তং কল্পয়তি চতুর্বিধম্।
একমধ্যক্ষরং ব্রহ্ম মাত্রাভিশ্চ চতসৃভিঃ।
পাদোরূরঃ শিরশ্চেতি চতুষ্পাদ্ বিশ্বতঃ পুমান্॥ ৭৪-৭৬

রোধ এবং বোধ, আর, বেধ এবং রোধবেধ—এই চারিটি পক্ষ ভাবনা করতঃ অমৃতত্বের কল্পনটি ভাবনা কর। 'বোধ' বলিতে অত্র জ্যোতীরসরূপ যে অমৃত, তার ভান বা প্রকাশ। এটির বাধক যাহা, তাকে বল রোধ। এই বাধক রোধটি পূর্বোক্ত তলে, লম্বে অথবা বেধে—এই তিনেই বোধাদিকে রুদ্ধ করিতে পারে। এ তিনের মধ্যে বেধে যেটি 'বাসা বাঁধে', সেইটি বলিষ্ঠ। জপমনন ধ্যানাদি 'শর' দ্বারা সেই বেধব্যূঢ় রোধটিকে 'বিদ্ধ' কর। বোধ 'বেধ' রূপ হইয়া রোধের যেটি বেধরূপ, সেটি চূর্ণ করুক।

তা হইলে, যদ্ দ্বারা রোধের রোধন হইয়া রোধ বোধরূপে বিবর্তিত হয় (the force that veils is transformed into the power that reveals); এবং যদ্ দ্বারা বেধরূপ রোধ ('depth drag') হয় রোধবেধ (the 'depth charge' that resolves the 'depth drag') —তাহাই অমৃতত্বের নিমিত্ত কল্পিত হয় জানিবে। অর্থাৎ, সাধনমাত্রেই রোধের রোধন এবং বেধের বেধন। দৃষ্টান্ত লইয়া ভাবিয়া দেখ।

এইবার দেখ, রোধেই যদি সমাধি হয় তো রাত্রি (তমঃ); বোধে যদি সমাধি হয় তো ভাঃ (প্রকাশ বা জ্যোতিঃ)। 'সমাধি' মানে গাঢ়তাসীমাপত্তি—গাঢ় হইতে হইতে যেখানে তার কাষ্ঠায় আসিল। যেমন, নিদ্রাসমাধি আর জাগরসমাধি।

পুনশ্চ, বেধসমাধিতে (maximum inertia of depth drag) মৃত্যু, এবং রোধরূপ বাধ যদি সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ হয় তো 'অমৃত'। জপে যেমন প্রণবরূপ ধনুতে 'আত্মা' (বাক্-মনঃ-প্রাণ)-কে 'অগ্র্য' শর করতঃ বিন্দুবিলয়ে রোধকেই পূর্ণরূপে বেধ করিতে হয়।

প্রসিদ্ধ যে পুরুষসূক্ত, তাতে 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যাদিরূপে সেই বিশ্বতোমুখ পুমানের চারিটি 'অঙ্গ' শ্রুত হইয়াছে। এর দ্বারা সব কিছুরি চাতুর্বিধ্য প্রকল্পিত হইয়াছে জানিবে। অক্ষরবস্তুকে অধিকার করতঃ যে অধ্যক্ষর ব্রহ্ম, তিনি ক্ষরাক্ষরাদি সব কিছুতেই 'চতুর্মাত্র' এবং 'চতুষ্পাৎ' হইয়াছেন ঐ পাদ, উরু, উরঃ এবং শিরঃ—এই চারিটি অবয়বে। ঐগুলিকে যথাক্রমে পাদ, মধ্য, 'বাহু' এবং শিরঃ (মুখ) বলিয়াও জানিবে। পরের সূত্রে এটি বিস্তারিত হইতেছে—

**২৯।। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসা বৈখরীমধ্যমাপশ্যন্তীপরা অপি চ।।**

(অধ্যক্ষর যে ব্রহ্ম, তাঁর পাদাদি চতুষ্টয়কে) ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্বাঙ্গিরস; এবং (বাকের) বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী এবং পরা রূপেও ভাবনা করিবে॥

ঋক্ পাদশ্চ যজুর্মধ্যমুরঃ সাম শিরস্ততঃ।
অথর্ব্বেতি বিজানীত চতুর্ধা ব্রহ্মকল্পনম্॥
বৈখরীতি পদস্তস্য মধ্যমা মধ্যমেব চ।
পশ্যন্তীত্যুর আয়াতি শিরসা কল্প্যতে পরা॥
পদ্যতে যজ্যতে চাপি গীয়তে বা সমীয়তে।
অর্য্যতেঽথ পরং পারং চতুর্ভিশ্চ যথাক্রমম্॥ ৭৭-৭৯

'পদ্যতে অনেন' ইতি পাদঃ—যাহা দ্বারা বাক্‌প্রাণাদি সবই পদ্যমান হয়, তাই সেই অধ্যক্ষরের 'পাদ'। এবং এর 'ঋক্' এই সংজ্ঞা। ঋকের দ্বারাই কেবল বাক্ নয়, পরন্তু নিখিল বাঙ্ময় বিশ্বই পদ্যমান হয়, এবং 'পাদ' লক্ষণে আসে। 'যুজ্যতে অনেন'—ইহা দ্বারা বিশ্বে সব কিছু 'যুক্ত' হয়, এই অর্থে 'যজুঃ' হইল সর্ব সেতু, মাধ্যম, যোজকের সংজ্ঞা। তদ্রূপ, সমীয়তে অথবা গীয়তে অনেন—এই অর্থে বিশ্বে যৎকিঞ্চিৎ উদ্‌গীত, উদ্‌গীথ (evolves as the highest reach of rhythm and harmony), তার সংজ্ঞা হইল 'সাম'। এবং 'অথ', অনন্তর, যাহা কাষ্ঠায় লইয়া ('অর্য্যতে') 'পরং' ও 'পারং'—এ দুয়েই পর্যবসান করে, তার 'অথর্ব্বাঙ্গিরস' সংজ্ঞা। কোন ক্রমের কাষ্ঠায় যাহা, তা 'পর'; ক্রমকে অতিক্রম করিয়া যাহা, তা 'পার' (Transcendent)। এইভাবে বিশ্বযাগবিস্তারে ঋগাদি সংজ্ঞাচতুষ্টয় বুঝিয়া লও।

পুনশ্চ, বৈখরী বাক্ অক্ষরব্রহ্মের পাদ; কেন না, বৈখরীতে নামিয়াই বাক্ (নিত্যা) বিশেষভাবে দেশকালনিমিত্তসম্বন্ধে পদ্যমানতা পাইয়া ভূতভৌতিক ব্যবহার নিষ্পাদন করে। মধ্যমা বাক্ মধ্যা বা মধ্যমা। পশ্যন্তী বাকের 'উরঃ' এই অর্থে যে ইহাতে বাগর্থের যেটি 'হৃদয়', সেটি প্রকটিত হয়। এবং 'শিরসা' পরং এবং পারং ক্লৃপ্ত, ইহা ধ্যান করিবে।৭৬

আবারও, পাদ, মাত্রা, কলা (নিত্যা ও পূর্ণা) এবং কাষ্ঠা—এ চারিটিকে অধ্যক্ষর ব্রহ্মে পাদাদি চতুষ্টয় ভাবনা করিবে।

এইবার, এই পাদের অন্তিম সূত্র—

**৩০।। অঙ্গানামাঙ্গিরসত্বং যেন সোঽধিযজ্ঞঃ।।**

অঙ্গা সকলে 'আঙ্গিরসত্ব' যদ্ দ্বারা সম্ভাবিত হয়, তার 'অধিযজ্ঞ' সংজ্ঞা॥
'অধ্যক্ষর' বিশেষতঃ প্রণবব্রহ্মের সংজ্ঞা।

স্বস্মিন্নাধীয়তে যো বৈ রসঃ স ভবতি স্বধা।
অমিতি গচ্ছতীত্যঙ্গাং রূপায়ণং স্বরস্য তৎ॥
ঐমিত্যাদিষু বীজেষু যাঽঙ্গাঙ্গিভাবতা মতা।
তত্র বীজস্য চাঙ্গিত্বমঙ্গাত্বঞ্চ স্বরোদয়াৎ।
স্বরব্যঞ্জনবৈশিষ্ট্যাৎ প্রাণপবনবৃত্তিতঃ॥
অঙ্গিন্যাধীয়তে যস্তু বীজেঽস্বরস্বধারসঃ।
নিষ্কর্ষেণ দুহানস্তমধিযজ্ঞোঽমৃতং রসম্॥
অঙ্গারাঙ্গিরসং বজ্রং সমিধাঙ্গিরসোঽনলঃ।
স্বরস্যাঙ্গিরসো হংসোঽক্ষরস্যাধ্যক্ষরং চ বৈ॥
জ্ঞানস্য চাত্মবিজ্ঞানং রসো ভাবস্য চোজ্জ্বলঃ।
কর্ম্মণোঽকামযজ্ঞশ্চ চোপাস্তেঃ শরণাগতিঃ॥ ৮০-৮৪

যে রসবস্তু 'স্ব' কিনা, আত্মায়—আপনাতেই 'আহিত' (intrinsic), সেটিকে বলে 'স্বধা'। যথা, 'স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্'। এখানে শব্দটি অব্যয়রূপে প্রযুক্ত নয়। এই যে স্বধারূপ রস, সে রস 'অঙ্গা' এবং 'অঙ্গী' রূপে 'রূপায়িত' (expressed, evolved) হইলে রসের 'আঙ্গিরসত্ব' (অঙ্গানাং রসঃ) ঘটে। —The Core Essence blossoming into the loveliness and sweetness of multipetalled bloom. অম্ + গ = অঙ্গা। 'অম্' বলিতে অক্ষর বা স্বর সামান্যরূপে 'প্রাণন'। অর্থাৎ, যে রস ছিল 'স্বধা', সে রস এইবার হইবে 'স্বর' ('র' প্রাণনরূপ অগ্নি)। অঙ্গের দ্বারা এটি নিষ্পন্ন হয়। ঐঁ প্রভৃতি বীজ সকলে যে অঙ্গাঙ্গিভাবটি পাই, তাতে, বিন্দুনাদকলাগর্ভিতা অর্দ্ধমাত্রা (যাহা শীর্ষে ঐ

চন্দ্রবিন্দুদ্বারা সূচিতা) স্বয়ং বীজ এবং 'অঙ্গী'; আর স্বরব্যঞ্জনবৈশিষ্ট্যসহ যে স্বরোদয়, তাহা 'অঙ্গ'; যেমন, বীজ এবং তার অঙ্কুরপ্রারোহাদি; কূর্ম এবং তার অঙ্গাসকল। 'অস্বর' যে স্বধা, তা থেকে স্বরোদয় না হওয়া পর্যন্ত এই অঙ্গাঙ্গিত্ব, সুতরাং আঙ্গিরসত্ব, প্রসজ্যমান হয় না।

এখন, অঙ্গীরূপ বীজে (যথা অর্ণমালায়) খচিত (inlaid) যে অস্বর স্বধারস, সেটি প্রাণপবনবৃত্তিতেই অঙ্গাত্ব লাভ করে। এই অঙ্গ সেই নিমিত্ত 'পবনবীজস্বরোদয়' নামেও অভিহিত হইতে পারে। ঐমাদি বীজরূপে, এবং অঙ্গাঙ্গিরূপপ্রাপ্ত নিখিল বাক্ ও অর্থকে ও প্রত্যয়কে, যেটি অমৃতরসরূপ সার নিষ্কর্ষের নিমিত্ত, 'দোহন' করে, তার 'অধিযজ্ঞ' এই সংজ্ঞা বুঝিবে। বাহ্যান্তর সকল অনুবন্ধেই এই লক্ষণটি ভাবনা করিয়া লইও; বিশেষতঃ জপে। যেমন, মন্ত্রের বা নামের যে সারনিষ্কর্ষরূপ 'রসোঽমৃতম্', সেটির দোগ্ধা অধিযজ্ঞ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অঙ্গারের (কাঠ কয়লার) 'আঙ্গিরস' হইল হীরা (বজ্র); সমিধের আঙ্গিরস অনল; ক্ষরণশীলমাত্রের আঙ্গিরস 'হংসঃ' (মূল প্রাণন ছন্দঃ); অক্ষরের অধ্যক্ষররূপী ওঁকার। জ্ঞানের আঙ্গিরস (সার বা রস নিষ্কর্ষ) হইল আত্মবিজ্ঞান; ভাবের 'উজ্জ্বল' (মলিন নয়) রস; কর্ম্মের অকাম বা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' যে জপাদি যজ্ঞ; এবং উপাসনার আঙ্গিরস, হইল প্রপত্তি—শরণাগতি। সর্বভূতাধিবাস, সর্বভূতান্তরাত্মা যে অধিযজ্ঞ পুমান্, তাঁর অধ্যক্ষতাসমাশ্রয় ব্যতীত কোন অঙ্গেরি অমৃতধুক্ যে আঙ্গিরসত্ব, সেটি নিষ্পাদিত হয় না।

ইতি জপসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে জপযজ্ঞনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥

# তৃতীয়ঃ পাদঃ

**১॥ আকাশস্যাধারভাবত্বেন প্রাণঃ॥**

'অধিষ্ঠান' যে আকাশ, তার 'আধার' ভাবে 'প্রাণ'॥

আকাশং যদধিষ্ঠানং তস্যৈবাধারভাবনাৎ।
নিখিলাধেয়ভাবানামূর্ম্মীণাং জলধের্যথা॥
দেশকালনিমিত্তাদি-সর্ব্বার্থানাং প্রণীততা।
যত্রাস্তি নৈরপেক্ষ্যেণ সঃপ্রাণো ব্রহ্ম নাপরঃ॥ ৮৫-৮৬

অধিষ্ঠান ও আধারের ভেদনির্দেশক সূত্র পুনশ্চ ভাবনা কর। পূর্বেরটিতে অক্ষরব্রহ্মের শুদ্ধ নিরঞ্জনভাবটিই (প্রপঞ্চোপশম) বিশেষভাবে আসে; পরেরটিতে, সেটিও ক্বচিৎ (যথা, 'আধারমানন্দমখণ্ডবোধং...') আসিলেও, উপাদানকারণ-তাদিসম্বন্ধবিশিষ্টতাই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 'আধেয়'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রহে 'আধার', যেমন, ঊর্মিসমূহের সম্পর্কে জলরাশি। এখন, আকাশকে বিশ্বে নিখিল আধেয় (স্পন্দোর্মি) সম্পর্কে আধার ভাবনা কর। অর্থাৎ, বাহ্যান্তর নিখিল স্পন্দ বা ক্ষোভের যাহা সামান্যাধার—the Continuum Background of all cosmic movement. এটি 'প্রাণ'—'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ'। এই প্রাণদ্বারাই দেশকালনিমিত্তাদি সর্ব 'অর্থ' প্রণীত হয়—আগেকার 'অর্থ' সূত্র দেখ। অথচ, দেশকালনিমিত্তাদি সকল অর্থ (things and relations) সম্বন্ধে প্রাণ স্বয়ং 'নিরপেক্ষ'; যেমন, জলরাশি তদ্‌বক্ষে উদিত তরঙ্গাদি সম্পর্কে। স্বাধারে 'উদিত' সকল আধেয় সম্পর্কে প্রাণ অপেক্ষারহিত, স্বতন্ত্র। প্রাণ এভাবে ব্রহ্মই, 'নাপরঃ'।

**২॥ যেন রসং লব্ধানন্দী ভবতি যন্মূলত্বাৎ॥**

প্রাণ মূলে থাকে বলিয়াই, প্রাণের দ্বারা (বৃক্ষলতাদির মত সব কিছু) 'রস' লাভ করতঃ 'আনন্দী' (পূর্বোক্ত আঙ্গিরসত্বসম্পন্ন) হয়॥

কমাকাশঃ খমাকাশমিতি দ্বৈধং বিনিশ্চিতম্।
আদেরানন্দভূমত্বং খস্য চালসিতং সুখম্॥
যদি স্যাদেষ নানন্দঃ কোঽন্যাৎ প্রাণ্যাদিতি শ্রুতেঃ।
প্রাণস্য মূলমানন্দঃ প্রাণাত্মা স চ বৈ রসঃ॥
প্রাণমূলেন চানন্দঃ সর্ব্বং রসয়তীত্যতঃ॥৮৭-৮৮

গতি বা স্পন্দাত্মক সব কিছুই 'প্রাণমূল'—সূত্রে 'ষন্মূল' শব্দে যেটি বলা হইল। এখন, শ্রুতি, অনুভব এবং বিচার—এ তিনেই আকাশ=আনন্দ (আনন্দের সর্বাধারত্ব), এই সমীকরণটি মেলে। শ্রুতি—'যদেষ আনন্দো ন স্যাৎ কোঽন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ' পূর্বে ব্যাখ্যাতও হইয়াছে। 'এষঃ'=আকাশ। এই আকাশকে an unbounded continuum of 'joy'—unconscious, subconscious, conscious and super-conscious ভাবে ধ্যান করিও। পদার্থের বাহিরের 'কোষ'গুলি যাহাই হৌক্, তার 'হৃৎ' আনন্দই—the core essence of all being and becoming. অবচেতনাদি উপাধি কোষগত জানিবে। উপাধিমুক্ত আনন্দ=সৎ=চিৎ।

এই আকাশের 'কমাকাশ' এবং 'খমাকাশ'রূপে দ্বিধা বিনিশ্চয়। উপাধিরহিত যে স্বলসিত ভূমানন্দ, সেইটি 'কং'; আর, কোষাদিসম্বন্ধবশতঃ সাপেক্ষ এবং অল্পাধিক অলসিত হইতে পারে যেটি, তার 'খং' সংজ্ঞা দাও। এই 'খং'-কেই প্রাণবম্ন অধিকার করতঃ নিখিলানন্দকে নিখিলের 'রস'রূপে প্রাণন ও প্রণয়ন করেন।

রসস্বরূপ যে ভূমা, সেটি খং-রূপ আকাশকে 'আধার' কল্পনাকরতঃ আপনাকে 'যেন' দুইভাবে বিবর্তিত করেন:—একভাবে 'প্রাণমূল', অন্যভাবে 'প্রাণরস'। ফলে, আনন্দ এবং রসের ব্যবহারতঃ ভেদাপত্তি ঘটে। প্রাণের মূল, অথবা, নিখিলস্পন্দমূলরূপে প্রাণ=আনন্দ; এবং 'প্রাণাত্মা', কিনা, নিখিল প্রাণবন্তের 'অঙ্গী'রূপে প্রাণ হয় 'রস'। এটি রসবস্তুর প্রাণপর্যায় পরিভাষা। এই পর্যায়েই রসের আঙ্গিরসত্ব। পক্ষান্তরে, প্রাণের 'মূল'রূপে ধ্যান করিলে, তার সংজ্ঞা আনন্দই। লক্ষ্য কর যে, 'প্রাণাত্মা' শব্দে 'আত্মা'-ও প্রাণপর্যায়ে; যেমন, জীবাত্মা। সৃষ্টিপর্যায়ে 'অবতরণ' করিয়া সংজ্ঞাসমূহেরও 'অবতরণ' ঘটে। প্রাণমূল যে আনন্দ, সেটি যখন সকলকেই 'রসয়তি'—এই ক্রিয়ার কর্মাদিরূপে 'অঙ্গীকৃত' করে, তখনই হয়

ক্রিয়াকারকফলরূপ ব্যবহারসম্বন্ধী ‘রস’। যেমন, বৃক্ষের মূলে আনন্দ, বৃক্ষের অঙ্গাদিপ্রণয়নসম্বন্ধে আসিয়া হইল রস। যেমন আবার, কবির বা শিল্পীর ‘অন্তরে’ যে আনন্দ, সেটি তার কাব্য বা শিল্পরচনায় হইল রস। জপে বিন্দুতে যে আনন্দ, সেটি উদয়-বিলয়ে নাদে-কলায় হয় রস। আনন্দ আঙ্গিরসকে ভজনা করে; আঙ্গিরস আনন্দকে কামনা করে। তাই না সর্বত্র উন্মেষ-নিমেষ, উদয়-বিলয়! আনন্দ ‘রস’-কে পাইয়া ‘আনন্দী’ হইতে চায়; রসও ‘আনন্দ’-কে পাইয়া স্বরস ও ‘স্বারসিক’ হয়। সকল স্বারসিক ভাবনার মূলে আকাশরূপী আধার আনন্দের ভাবনা। পরের সূত্রে এই ভেদ—

**৩॥ যেনানন্দস্য রসত্বমেব॥**

যে প্রাণের দ্বারা আনন্দ হয় রস॥

রূপয়তি হ্যরূপোঽপি রোহয়তি চ খেশয়ঃ।
অকামো রময়ত্যেষ রঞ্জয়তি নিরঞ্জনঃ॥
অঙ্গাদীনাং রসো যো বৈ গিরামপি বিশেষতঃ।
সর্ব্বেষাং প্রাণরূপোঽয়ং গূঢ়োঽপি সর্ব্বভাবনঃ॥
মহাকাশবদানন্দো রসো যথা মহোদধিঃ।
নিস্তরঙ্গঃ সদৈকঃ স্যাচ্ শান্তোঽপ্যপর ঊর্ম্মিমান্॥
আধারপট আনন্দো নিরঞ্জনস্য রঞ্জকঃ।
রসস্তুলিধরঃ প্রাণো মহচ্চিত্রং প্রণীয়তে॥ ৮৯-৯২

পরব্রহ্ম—‘এইবার গতি বা স্পন্দরূপ হই’—এই আদিমকামে ‘প্রাণব্রহ্ম’ হইলেন। কিন্তু প্রাণ হইয়াও তখনো অরূপ (without any sign or form)। ব্রহ্মাকাশ যেন মহাব্যোমরূপে নিখিল স্পন্দাত্মক বিশ্বের আধার (the Quiescent Background of all Cosmic Stress) হইল। এই মহাব্যোমাধারে ‘শয়িত’ (quiescent) যে প্রাণ (Cosmic *Elan Vital*), তার সংজ্ঞা হইল ‘খেশয়’। কিন্তু, খেশয় তো ‘শুইয়াই’ রহিল না। আদিম মহাব্যোমের স্তব্ধ সমাধি তো ভাঙ্গিতেই

হয়—মহাস্পন্দরূপে! এ যখন আনন্দেরি সমাধি, তখন সে মহাস্পন্দও বিপুলপুলকস্পন্দ—সেই আদি ওঁকার! ‘ওমেব ব্যোম’। এই যে স্পন্দপুলকজাগৃতি—এটি ‘রোহয়তি’। স্বলসিত আনন্দ উল্লসতি—বিলসতি।

আবার, পরব্রহ্মের আদিকামরূপতা হইলেও প্রাণ অকাম; কেননা, দ্বন্দ্বমিথুনাদির বিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মকাম ‘আত্মকাম’-ই থাকে, অন্যকাম হয় না। কিন্তু স্বয়ং অকাম হইয়াও ‘এষঃ’ (প্রাণ) ‘রময়তি’—রমণ করায় সৃষ্টির প্রতিটি রেণুস্পন্দকে; যার ফলে, ‘রেণুরমণ’। আর, আত্মকাম হয় আত্মারাম। পুনশ্চ, স্বয়ং অঞ্জনরহিত হইয়াও, প্রাণ ‘নিখিলং’ রঞ্জয়তি’। অর্থাৎ, প্রথম শ্লোকটিতে প্রাণের ‘অগ্নীষোম’—এ দ্বিবিধা বৃত্তিই বলা হইল। অগ্নিরূপে ‘রূপায়ণ’; সোমরূপে ‘রসায়ন’।

অঙ্গামাত্রের সম্পর্কে প্রাণ হয় ‘রস’। বৈখরী প্রভৃতি বাক্ সম্পর্কে বিশেষতঃ। শ্রুতি ও অনুভবে ওঁকারই বাকের ‘রস’; বিন্দু সে রসের মূল উৎস, নাদ ধারা; কলিতকলা তাতে ঊর্মি। এই প্রাণরসই নিখিলের প্রাণ (the ‘Elixir’ of Life)। ইহা ‘অলসিত’ ভূতাদিতে ‘গূঢ়’ বটে, তবে সর্বভূতেই প্রাণই ‘সর্ব্বভাবন’। জড়েও এর অন্যথা নয়। প্রাণ ছাড়া কুত্রাপি গতি বা স্পন্দ নেই। এটমিক্ স্পন্দও মূলতঃ প্রাণস্পন্দঃ।

মহাকাশের মতো আনন্দ; রস যেন মহোদধি। প্রথমটি সদা নিস্তরঙ্গ; অপরটি ঊর্মিমান্ হইয়াও স্বয়ং, স্বরূপে ও স্বভাবে শান্ত। সকল রসের আধার এই শান্তরসটিকে কদাপি ভুলিও না। জপে বিন্দুবিলয়ে ‘শান্ত উপাসীত’। ভাবেও অন্তর্দশায়, সমাধিগাঢ়তায়। পুনশ্চ, ‘আনন্দ’কে এই নিখিল চিত্রপটের আধারপট ভাবনা করিবে। ‘রস’ এই নিরঞ্জন আধারের ‘রঞ্জক’। প্রাণ স্বয়ংই ‘তুলিধর’—পটুয়া। আর প্রাণের অপরূপ শিল্প এই অণু-মহান্ বিশ্বচিত্রের প্রণয়ন! অর্থাৎ, সর্বভাবন প্রাণ নিজেকে ‘উপাদান’ ও অধিষ্ঠানরূপে রাখিলেন—আনন্দ; নিজে হইলেন ‘নিমিত্ত’। নিমিত্ত-ও দ্বিধা হইল—কর্তা ও করণ। করণরূপে রস। ‘করণ’ মানে—‘যা হইতে এবং যা দিয়া’।

**৪।। প্রকাশো বিমৃশ্যতে যেন বা।।**

অথবা, যে প্রাণের দ্বারা ‘প্রকাশ’ হয় ‘বিমর্শ’।।

শুদ্ধপ্রকাশ আয়াতি সংখ্যেয়বৃত্ততাং যতঃ।
দৃগ্দৃশ্যদর্শনত্বং স্যাদবকাশনিমিত্তকম্।
স বিমর্শ ইতি জ্ঞেয়ঃ প্রকাশস্য বিকাশনাৎ॥
ঋকারঃ ক্ষরণার্থশ্চ মকারঃ পরমাক্ষরম্।
আদৌ চাবিষ্টবৃত্তিত্বং শেষ উপশমোঽক্ষরে॥
প্রকাশো যঃ পটঃ শুক্লঃ স রেখাভির্বিমৃশ্যতে।
রসেন রজ্যতে চিত্রং দক্ষং প্রাণরূপায়ণম্॥ ৯৩-৯৫

সেই প্রকাশ আর বিমর্শের ভেদ ভাবনা কর। শুদ্ধ প্রকাশে একত্ব-দ্বিত্বাদি সংখ্যেয়তা নেই; দৃক্, দৃশ্য, দর্শন—এ ত্রিপুটীভাবও তাতে নেই। সংখ্যেয় ভাব এবং ঐ প্রকার দ্বিপুটী-ত্রিপুটী ইত্যাকার ভাব পাইতে গেলে, 'অবকাশ' পাওয়া আবশ্যক হয়। 'অবকাশ' বলিতে কোন প্রকার 'অন্তরাল' বা 'অন্তরীক্ষ' ('Interval Principle')। 'সেতু' আসা চাই। যেমন, দৃগ্দৃশ্যাদি ত্রিপুটীটি হইলে, দৃক্=প্রকাশ; দৃশ্য=বিকাশ; দর্শন=অবকাশ—এই সমীকরণত্রয় হইয়া থাকে। শুদ্ধপ্রকাশে ইহা অনবকাশ। অবকাশনিমিত্তই প্রকাশের 'বিকাশন' ঘটে। যেটি এটি ঘটায় (যতঃ), সেটি 'বিমর্শ' জানিবে।

"বিমর্শ' শব্দে মধ্যে যে 'ম' কার, সেটি পরমাক্ষরবস্তু—the Absolute Unchanging. এতে ঋকার আসিলে, পরমাক্ষরের 'ক্ষরণ' সূচিত হইল।—Absolute Being now Becomes : the Alogical becomes Logical; ইত্যাদি। ইহা পরিণাম অথবা বিবর্ত অথবা অন্য কিছু? —এ বিচার মহামায়াদি সূত্রে দেখ। 'বিমর্শের' আদিতে যে 'বি', তাতে 'আবিষ্ট' বা আবির্ভাব সূচিত; এবং অন্ত্য যে 'শ', তদ্দ্বারা অক্ষরে উপশমও বুঝায়। সুতরাং, অক্ষরের আবীরূপে উদয় এবং বিলয়রূপে উপশম—এ দুই-ই 'বিমর্শ' শব্দরসায়নে পাই। সুতরাং, প্রাণকেও মূলতঃ পাই।

তাই শেষে বলা হইতেছে—প্রকাশরূপ যে শুক্লপট, সে পট বিন্দু-রেখাদি দ্বারা রূপিত হয় 'বিমর্শ'বশতঃ; এবং 'রস' সে চিত্রটিকে 'রঞ্জিত' করে (makes it live and colourful)। এবং এই প্রাণরূপায়ণ ও প্রাণরসায়ন—দুই-ই 'দক্ষ'। অর্থাৎ, বিমর্শশক্তি প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই এই রূপায়ণ ও রসায়নটি করে বিশ্বচিত্রপটে।

অন্তর্বহিঃ সর্বত্র। বিমর্শের সরাসরি পরমাক্ষরে 'অধিকার' হবে কেন? ব্রহ্ম প্রাণব্রহ্ম হইয়া বলেন—"এইবার তুমি তোমার অধিকার চালাও; 'মহাপ্রাণ'কে কর উপাদান; আর, মহদ্‌বুদ্ধিরূপে হও নিমিত্ত; আমাতে 'অবকাশ-বিকাশ' হৌক্!" বিমর্শ যদি ঘুরিয়া বলেন—"আচ্ছা; কিন্তু, তুমিই বা প্রাণব্রহ্ম হও কি ক'রে, তা আগে বল।"—তবে? ব্রহ্ম বলেন—"ওখানে চুপ। আমি যেমনধারা পরমপ্রকাশ, তেমনি আবার পরমাব্যক্ত—আপন কথা কিছুই বলি না। তবে, যদি তোমার সাধ হয় তো আমারও ঘাড়ে চাপ। বলো—'আমি ব্রহ্মেরি বিমর্শশক্তি এবং ব্রহ্মাভিন্না; যেমন, শক্তি-শক্তিমান্।"

**৫॥ সর্ব্বশক্যতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বং যতঃ॥**

যে প্রাণের দ্বারা সর্বশক্যতাসম্বন্ধের অবচ্ছেদ হয়॥

শক্যমশক্যমেতদ্ বা যা কর্ত্তুমিতি শক্যতা।
শক্তিবিশেষসাপেক্ষা দেশকালনিমিত্তকা॥
সামান্যতঃ শক্যতা যা দেশকালানপেক্ষিণী।
সা সর্ব্বশক্যতা জ্ঞেয়া তয়া সম্বধ্যতে যতঃ।
স এব প্রাণ আম্নাতঃ প্রাণ্যাদিতি চ শক্নুয়াৎ॥৯৬-৯৭

সর্বশক্যতাসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয় যাহা হইতে, সেটিকে 'প্রাণ' জানিবে। সর্বশক্যতা বলে কাকে? যেটি করা যায়, সেটি শক্য; যেটি করা যায় না, সেটি অশক্য। এইভাবে শক্যতা (শক্য বা অশক্যরূপ কর্ম) বুঝিয়া দেখ যে—শক্যতা বিশেষ এবং সামান্য—এই দুই রকমে ভাবনা করা যায়। যে শক্যতা শক্তিবিশেষসাপেক্ষ, এবং দেশকালনিমিত্ত, সেটিকে শক্যতাবিশেষ জানিবে। যেমন, জপে ওঁকার বা অন্য কোন বীজের ঠিক উচ্চারণ। আবার, পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া দেশকালবিশেষেরও অপেক্ষা রাখে। কিন্তু, শক্তিবিশেষ এবং দেশকালাদির অপেক্ষারহিত যে শক্যতা, সেটি সামান্য। আর, সেভাবে সেটি সর্বস্বতন্ত্র। যথা, সর্বশক্তিমানের সৃষ্ট্যাদিবিষয়িণী শক্যতা। যেমন আবার, 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।' ভগবৎ ও

ভাগবত কৃপা। সুতরাং, এ শক্যতায় (১) সার্বভূমিকত্ব, (২) সার্বকালিকত্ব, (৩) সর্বসমর্থত্ব, এবং (৪) সর্বস্বতন্ত্রত্ব—এই চারিটি লক্ষণ থাকে। অতএব, এবম্বিধ যে শক্যতাসম্বন্ধ, সে সম্বন্ধের ঘটক একমাত্র প্রাণরূপী ব্রহ্মই, অপর কিছু নয়। বস্তুতঃ, প্রাণব্যতীত শক্তিশক্যতারূপ সম্বন্ধটিই সম্ভাবিত হয় না। প্রাণই সেই ব্রহ্মরূপ আদি উৎস, যা থেকে সর্বশক্তিধারা এবং সর্বশক্যধারা নির্গত হইয়াছে। যেমন, বাকের শক্তি ও শক্যতা। কাজেই বলা যায়—প্রাণের 'প্রাণ্যাৎ'=শক্নুয়াৎ। প্রাণন করিল=শক্তিদ্বারা শক্য হইল। ধর, জপকর্ম। বিন্দুনিলয় থেকে 'বিশ্রান্ত' প্রাণ 'উদিত' না হইলে এটির সূচনাই হয় না। প্রাণ উদিত হইলে, তবে, সে আধারে মনঃ ও বাকের উদয়। বিলয়ে বিলোম—তখন প্রাণই অবশেষ, সর্বশক্যতাসামান্যরূপে।

**৬॥ নাদবিন্দ্বোরন্যোন্যভাবিত্বং যতো বা॥**

(অক্ষর হইতে) নাদ এবং বিন্দুর পারস্পরিক সম্ভাব্যমানতা যারা দ্বারা হয় (সেটিও প্রাণ)॥

সামঞ্জস্যেন বর্ত্তেত চেৎ সংহত্যৈককেন্দ্রগা।
সা সংবৃত্তির্যথা বীজে হ্যনেকৈকত্বসংগ্রহাৎ॥৯৮

নাদবিন্দুর অন্যোন্যভাবিত্ব বুঝিতে সংবৃত্তি এবং অভিব্যক্তি—এ দুটি বৃত্তি বুঝা আবশ্যক। বীজে দৃষ্টান্ত সংবৃত্তির। এতে কি কি দেখি? বিশেষ বিশেষ বস্তু, শক্তি, আকৃতি, সম্বন্ধ—এই 'অনেক' একে সংগৃহীত। এই অনেকৈকসংগ্রহটি আবার কেমন? তাতে (১) সংহততা, (২) সমঞ্জসতা এবং (৩) এককেন্দ্রীণতা—এই তিন ধর্ম আছে।—Compact, synthetic, organic unity. 'সংহত' বলিতে বিশেষ করিয়া শক্তিপুঞ্জের; 'সমঞ্জস' বলিতে আনুবন্ধিক ছন্দঃ সমূহের; 'এককেন্দ্রীণ' বলিতে বস্তু ও সম্বন্ধের। অর্থাৎ, চক্রের নেমি এবং অর, দুই-ই তার নাভিসম্বন্ধে 'সংবৃত্ত'। 'প্রবৃত্ত' এবং 'নিবৃত্তের' সেতুরূপ 'সংবৃত্ত'। কাজেই, বীজকে প্রবৃত্ত-ও বলা যায় না, নিবৃত্ত-ও না। এই সংবৃত্তির পরিসীমা বিন্দু। বিন্দু থেকে প্রবৃত্তি 'পূরা'

হইতে পারে; এবং বিন্দুতে নিবৃত্তি-ও 'শেষ' হইতে পারে। বলা বাহুল্য, সংবৃত্তি ('সম্বরণ') বামা বা বিলোমা মুখ্যা।

অভিব্যক্তির্যথা নাদে বিন্দাবপ্যভিতো জগৎ।
নাদবিন্দুকলারূপা যৈকানেকত্ববিগ্রহা॥ ৯৯

'অভিব্যক্তি' পূর্বে (২।৪।১৮) সূত্রিত হইয়াছে। তথাপি, সংবৃত্তির সঙ্গে এটিরও ভাবনা কর। সংবৃত্তিতে লক্ষণানুরূপ অনেকৈকত্বসংগ্রহ; অভিব্যক্তিতে 'একানেকত্ববিগ্রহ'। এখানে অনুলোমার মুখ্যতা। এক (বিন্দু, বীজ, নাভি, কেন্দ্র) নিজেকে অনেকরূপে (পূর্বোক্ত বস্তু-আকৃতি-ছন্দঃ-সম্বন্ধ বিশেষে) বিগ্রহবান্ ('embodied') করিতেছে।

সংবৃত্তিতে synthetic unity; অভিব্যক্তিতে analytic unity. প্রথমটিতে বিলোম, সুতরাং, বিন্দুর অধ্যক্ষতা; দ্বিতীয়ে, অনুলোম, সুতরাং, নাদের অধ্যক্ষতা। একে convergence scheme; অন্যে divergence; একে one in many; অন্যে many in one. সুতরাং, অভিব্যক্তি (evolution, unfolding) নাদমুখেই হয়—যথা, জপে উদয়নাদে। বিলয়নাদে সংবৃত্তির পানে মুখ ঘুরিয়া যায়। বিন্দুরও 'মুখ' জগতের 'অভিতঃ' (towards) হয়; অথবা, অন্যথা (otherwise)। অভিতঃ হইলে বিন্দু থেকেই অভিব্যক্তি। গতিমাত্রে দুটি প্রশ্ন—(১) এর মূল (origin) কোথায়? (২) এর সম্বেগধারাটি (momentum of propagation) কি? প্রথমটির উত্তর দেয় বিন্দু; দ্বিতীয়টির নাদ। এ দুটি ছাড়া অপরও এক প্রশ্ন—(৩) সম্বেগের পাদ-মাত্রার 'কলা' (phase, aspect) -ই বা কি? এইবার দেখ—

নৈষ্কল্যেঽপি তথানন্ত্যে নাদস্য বিন্দুভাবিতা।
বিন্দোশ্চ নাদতা যস্মাৎ প্রাণঃ কলয়িতা স বৈ॥ ১০০

যদ্যপি নাদ স্বভাবে নিষ্কল এবং অনন্ত, তথাপি নাদের বিন্দুভাবন হয়; এবং বিন্দুও যদ্যপি স্বরূপে একত্র শূন্য-পূর্ণ, তথাপি বিন্দুরও নাদভাবন হইয়া থাকে।

যেমন, বাহ্যে বীজ থেকে মহীরূহ, মহীরুহ থেকে বীজ। জপে উদয়ে এবং বিলয়ে। সর্বত্র এই অন্যোন্যভাবিত্ব লক্ষ্য করিও। সিন্ধুর বিন্দুতে, বিন্দুর সিন্ধুতে। এই যে অন্যোন্যভাবনের (mutual transformation-এ) যাহা 'কলয়িতা' (agent and exponent), সেটি প্রাণ। যেমন, বীজ গাছ হয় কিসে, আবার, গাছ বীজ হয় কিসে?

প্রাণকে ছয়টী সূত্রে সামান্যভাবে নিরূপিত করিয়া, মুখ্য-অমুখ্য প্রসঙ্গ হইতেছে—

**৭॥ প্রত্যক্ত্ব-পরাক্ত্বাভ্যাং মুখ্যত্বামুখ্যত্বে প্রাণব্রহ্মণঃ॥**

**প্রত্যক্ত্ব এবং পরাক্ত্ব—এ দুটি লক্ষণে প্রাণব্রহ্মের মুখ্যত্ব এবং অমুখ্যত্ব॥**

গত্যর্থাদঞ্চধাতোশ্চাদিতঃ প্রতিপরান্বয়াৎ।
প্রত্যক্ত্বেনাভিমুখ্যঞ্চ সমাবৃত্তিশ্চ সংগ্রহঃ॥
পরাক্ত্বেন চ বৈমুখ্যং ব্যাবৃত্তির্বিষমগ্রহঃ।
প্রাণব্রহ্ম ভবেন্ মুখ্যং প্রত্যক্ত্ববৃত্তিতাস্তি চেৎ।
অন্যথাঽমুখ্যতামেতি দ্বিত্বমেকস্য বৃত্তিতঃ॥ ১০১-১০২

গত্যর্থ 'অঞ্চ্' ধাতু। তার আদিতে 'প্রতি' এবং 'পরা' উপসর্গ যোগে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে প্রত্যচ্ এবং পরাচ্ শব্দ দুটি পাইলে। 'প্রতি'-এর বিশেষ বিশেষ অর্থে, 'প্রত্যক্ত্ব' বা 'প্রত্যক্তা' বলিতে (১) আভিমুখ্য (towardness), (২) সমাবৃত্তি (returning or coming back 'home'), এবং (৩) সংগ্রহ (integrating, যথা 'হং' (+) আর সঃ (–), এ দুয়ের, অর্থাৎ, প্রাণাপানের সমীকরণাদি)—এই তিনটি সূচিত। 'পরাক্ত্বে' (১) 'বৈমুখ্য (the quality of being or tending away from), (২) ব্যাবৃত্তি (outgoing and diverging), এবং (৩) বিষমগ্রহ (eccentrically differentiating) সূচিত। এখন, প্রাণব্রহ্মে 'মুখ্য' সংজ্ঞা যাইবে, যদি ঐ প্রত্যগ্‌বৃত্তিতাটি থাকে; অন্যথায়, 'অমুখ্য'। পরে মুখ্যাদির প্রসঙ্গে এ লক্ষণ মিলাইয়া লইও।

যদি বল—প্রাণব্রহ্ম এক, যেরূপ প্রথম ছয়টি সূত্রে পাইলাম; সে প্রাণৈকব্রহ্ম

প্রত্যক্-পরাক্ রূপে দুই হন কেন? তার উত্তর—'বৃত্তিতঃ'—বৃত্তিবশতঃ। অর্থাৎ, ব্রহ্ম প্রাণরূপে বৃত্তিমান্ হইতে গেলেই এবম্বিধ দ্বৈধাপত্তি হয়; যেমন, আমাদের পূর্বালোচিত হং (+) এবং সঃ (—)। —No functioning starts without polarity of sense etc.

**৮॥ মুখ্যো যো জাগর্ত্তি সর্ব্বসংপ্লবে॥**

**সর্বসংপ্লবে যেটি 'জাগ্রৎ', সেটি মুখ্য॥**

প্রাণাপানাদিবায়ূনাং দশধাবৃত্তিতালয়ে (অপায়ে)।
সর্ব্বসঙ্কল্পবিকল্প-নিরোধে শাব্দিকেঽপি চ॥
একো জাগর্ত্তি মুখ্যো বৈ প্রাণবাঙ্ মনসাং প্লবে।
সমস্তশক্যতাধার-মৃতে মুখ্যং কিমেজতে॥ ১০৩-১০৪

সর্বসংপ্লবটি কি তা বোঝ। প্রাণাপানাদি বায়ুর দশধা বৃত্তির, ধর, অপায় বা লয় হইল। দেখিব যে, প্রাণাপানাদি দশটি বৃত্তি কেবল 'সর্ব্বপ্রাণিক' নয়, পরন্তু সর্বজাগতিক। সর্বভূতেই এই 'দশ'। এদের বিরামে ব্যষ্টিতে এবং সমষ্টিতে 'প্রাণিক লয়' (cessation of all specific motor factors)। এই 'প্রাণিক উৎপাদক' সমূহের দ্বিবিধা বৃত্তি। এক স্পন্দগুচ্ছাদিরূপে; অন্য তাদের 'প্রত্যয়' রূপে। প্রথমটিকে 'অর্থ' বলিতেও পার। 'প্রাণেন যঃ প্রণীয়তে সোঽর্থঃ'—সূত্র স্মরণ কর। বস্তুতঃ যাকে 'অর্থ' রূপে অস্মদাদির প্রত্যয় হয়, সেটি 'স্পন্দগুচ্ছ' বৈ আর কি? এখন, স্পন্দ এবং অর্থের নাম দাও 'শব্দ'। ধর, সর্ব শব্দবৃত্তিরও লয় ঘটিল—নিঃস্পন্দ আকাশের মত হইল। এটি 'শাব্দিক লয়'। প্রথমে, 'motive power' বন্ধ; তারপর, তার ক্রিয়া যে স্পন্দ, সেটিও বন্ধ। কিন্তু চিত্তপ্রতিক্রিয়া—প্রত্যয়? সেটি—সঙ্কল্পাদিরূপে—তাও, ধর, বন্ধ হইল (মানস বা 'চিত্তলয়')। যেমন, সুষুপ্তিতে। এই ত্রিবিধ অপায় বা লয়েই 'এষ প্রাণো জাগর্ত্তি।'—মুখ্যপ্রাণের অপায় হয় না। এ তিন অপায়, আলাদা করিয়া বলা হইল বটে, কিন্তু এদের 'অন্যোন্য' সম্বন্ধ আছে, আর সেটা স্পষ্ট। ধর, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা অথবা সমাধি। এ তিনেই পূরা অথবা প্রায়িক চিত্তলয় ঘটে। কিন্তু

শক্তিলয় আর শব্দ (স্পন্দ)-লয়? লয় মানে যদি বিলোপ লই, তবে সে লয় তো ও তিনের কোনটাতেই হয় না (সমাধির পর আবার ব্যুত্থান)। তথাপি শক্তি ও স্পন্দের একটা সাকল্যসঙ্ঘাতসমতা বা শূন্যতা ঘটে।—A state of 'total' equilibration or suspense.

তাই—প্রাণাপানাদি দশধাবৃত্তি, বাক্ এবং মনের সংপ্লবে একাই যেটি জাগ্রৎ রহে, সেটি মুখ্যপ্রাণ। সংপ্লবে সমস্ত শক্যতার আধার নিরস্ত হয়; অর্থাৎ, তখন বা তদবস্থানে শক্তির ('agent') বিশেষ কোন শক্য ('patient') থাকে না—nothing specific to act and react upon. গতি তার বিশেষ কোন 'target' পায় না; কাজেই, প্রাণ 'এজিত', 'উত্তেজিত' কেন হবে? সর্বসংপ্লব সাধনার ক্রমটি—সপ্রণব লং বং রং যং হং। এটি ধাপে ধাপে সাধিয়া 'অনেজিত', অনুদ্বেগ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হও।

**৯॥ সোঽপি জন্যজনকতাবিরহাদধ্যক্ষরম্॥**

ঐ মুখ্যপ্রাণ কারু সম্পর্কে জন্যও আবার জনকও নয়—এরূপ হইলে, তার সংজ্ঞা 'অধ্যক্ষর'॥

ন মুখ্যো জন্যতে কেন ন কস্য জনকোঽপি বা।
জন্যজনকতা যেনাজেন সম্ভাব্যতে খলু॥
হং যমাদীনি চোত্থায় লীয়ন্তে যত্র মৌলিকে।
অক্ষরমিতি সোঽধ্যক্ষঃ প্রাণ ওমেব নাপরঃ॥ ১০৫-১০৬

মুখ্যপ্রাণ অন্য কিছুর 'জন্য' ('creature') নয়, স্বয়ং—স্বভাবে কোন কিছুর 'জনক' ('creator') -ও নয়। কেননা, মুখ্য প্রাণব্রহ্ম সর্বশক্যতা এবং সর্বজন্যজনকতার সামান্যশক্ত্যাধার (Power Plenum or Basic Vital) এই 'অজ' যে মুখ্য, তার ভরণাধারেই ('বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ') নিখিল জন্যজনকতা সম্ভাবিত হয়। অর্থাৎ, ঐ এক শক্তিমহাম্বুধি থেকেই সকল শক্তিনির্ঝর এবং শক্তিসরিৎ তাদের ভরণী সত্তাশক্তি লাভ করিতেছে ও করিতে পারে। সে সাগর তো কখনও 'শুখায়' না; কুণ্ঠা-কৃপণও হয় না। সেই এক 'মৌলিকেই' (Basic Power Plenum-এ), হং যং প্রভৃতি আকাশাদি তত্ত্বের 'বীজ' উদিত হয়; পুনশ্চ তাতেই লীন হয়। অর্থাৎ,

মুখ্যপ্রাণেই এসব বীজ এবং তত্ত্ব জাত স্থিত লীন। প্রাণ স্বয়ং 'অক্ষরম্'—অক্ষর এবং অব্যয় ব্রহ্ম। নিখিল বীজ এবং তত্ত্বের সৃষ্ট্যাদি সম্ভাবিত হইবে বলিয়া, সেই এক অক্ষর নিজেকে 'তিন' ভাবে দেখান—আধান, নিধান এবং ঈশ্বর (অধ্যক্ষ)। তখন তাঁর সংজ্ঞা হয়—'অধ্যক্ষর'। 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'—ইনি ওঁকার বই আর কিছু নন। আধান হয় নাদ; নিধান বীজ; ঈশ্বর বা অধ্যক্ষ কলয়িতা বা কলয়িত্রী (অর্দ্ধমাত্রা)।

### ১০॥ বৈশ্বানরাদিরূপেণ চাতুর্ব্বিধ্যম্॥

বৈশ্বানরাদিরূপে মুখ্যপ্রাণের চাতুর্বিধ্য॥

মুখ্যের চতুর্বিধা হইল—বৈশ্বানর (আগ্নেয়), চান্দ্রমস বা বৈবুধ, বৈবস্বত (সৌর), এবং বৈদ্যুত। এ চারিটি সংজ্ঞা পূর্বখণ্ডে সবিশেষ কথিত। এ চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈদ্যুত মুখ্যপ্রাণ সেতু-সন্ধি বিধৃতি বিধায়ক—polarising, 'coupling' and sustaining principle. বৈশ্বানর দ্বারা বিশ্বে সর্বত্র স্থিতি-পরিণতি বা ক্ষেমযোগের অনুপাতটি নির্বহণ হইতেছে। বৈশ্বানর দাহক ও পাচক—বিশ্বনরে, সর্বভূতে। বৈবুধ সর্বভূতে কলাক্রম এবং মর্যাদা—'নেমি'-নিয়ামক। বৈবস্বত অণু-মহান্, অন্তর্বহিঃ সর্বত্র প্রাণশক্তির নাভিকেন্দ্র। বৈদ্যুত ব্যতীত 'পোল' বা মিথুন হয় না; তাদের আকর্ষণ বিকর্ষণ হয় না; বস্তুর সেতু, সন্ধি, বিধৃতি ঘটে না। বৈশ্বানরব্যতীত কিছুরি রূপান্তরীকরণ, অঙ্গীকরণ (assimilation) ইত্যাদি ঘটে না। বৈবুধব্যতীত কোন কিছুতেই কলাক্রম ('phase' function) এবং গতি-স্থিতির মর্যাদা (sphere, orbit, scope) ঠিক হয় না। আর, বৈবস্বতব্যতীত কাহারও প্রাণের উৎস, ভাণ্ডার, প্রশাসন মেলে না। বৈবস্বত থেকে সর্বত্র সত্তাশক্তি; বৈদ্যুত থেকে ছন্দঃ এবং সন্ধি (+ or–); বৈশ্বানর পাদ-মাত্রা; বৈবুধ কলা-মাত্রা। বৈবস্বত = Principle of continuous nuclear activity; বৈশ্বানর = Principle of cosmic 'metabolism'; বৈবুধ = Principle of phase and periodic action; বৈদ্যুত = Principle of polarity, reactivity (responsivity) and recreativity. এই 'বৈ'-চতুষ্টয় সর্বত্র মুখ্যপ্রাণের বিধাচতুষ্টয় জানিবে।

তিস্রো মাত্রা অকারাদ্যা বৈশ্বানরশ্চ বৈবুধঃ।
মকারশ্চার্দ্ধমাত্রা চ বৈবস্বতশ্চ বৈদ্যুতঃ॥ ১০৭

অধ্যক্ষর প্রণবের অ=বৈশ্বানর; উ=বৈবুধ; ম=বৈবস্বত; অর্দ্ধমাত্রা=বৈদ্যুত।

বিশ্বপাচক এবাদ্যোঽন্যো দ্বন্দ্বস্থ প্রতিক্রিয়ঃ।
বৈবুধেন কলাবৃত্তিঃ সৌরেণ নাভিবৃত্তিতা॥
পৃথুক্রমো য আদ্যশ্চ তনুক্রমোঽপি বৈবুধঃ।
বৈদ্যুতোঽণুক্রমস্তুর্য্যশ্চাক্রমিকক্রমান্বয়ঃ॥ ১০৮-১০৯

বৈশ্বানর বিশ্বপাচক; বৈদ্যুত নিখিল দ্বন্দ্বস্থিতের সেতু এবং ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বিধায়ক; বৈবুধে কলাবৃত্তি; বৈবস্বতে নাভিবৃত্তি। এসব আগেই বলা হইয়াছে। তারপর, বৈশ্বানরকে পৃথুক্রমে ব্যাপারবান্ প্রাণ জানিবে। অর্থাৎ, যে সমস্ত ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত স্থূল ও ব্যক্ত গ্রামে, তাদের 'ক্রম' (order) নিয়মনে বৈশ্বানর। অপেক্ষাকৃত 'তনু' (যথা, phase, aspect, partial) নিয়মনে বৈবুধ। 'অণুক্রম' (finest or 'atomic' links or 'appointments') নিয়মনে বৈদ্যুত। তুর্য যে বৈবস্বত, সেটি? যাহা অক্রমিক, সেটিকে ক্রমান্বয়ে যাইতে বা পাইতে দেয়। জপাদিতেও এই চারি মিলাইয়া লইবে। যেমন, বৈশ্বানরব্যতীত স্থূল বৈখরীজপ মধ্যমায় যাইবে না; বৈবুধব্যতীত জপের পাদমাত্রাদি মর্যাদা ঠিক হইবে না; বৈদ্যুতব্যতীত অর্দ্ধমাত্রাসমাশ্রয়ে ঠিক উদয়ে বিলয়ে জপ হইবে না; আর, বৈবস্বতব্যতীত অপাদ-অমাত্র সম্মিলিত বিন্দুনাদ থেকে নাদ ও কলা উদয়-বিলয় ক্রমে আসিবে না।

### ১১॥ অমাত্রস্তু পঞ্চমঃ॥

(পূর্বের চারিটি আরও সূক্ষ্ম পর্যায়ে লইলে) প্রাণ অমাত্র হইয়াও হয় 'পঞ্চম'॥

পূর্বের চতুর্বিধায় মুখ্যপ্রাণকে বিশ্বব্যাপারমুখীন, ক্রিয়াকারক-ফলসম্পাতীভাবে দেখা হইল। কিন্তু বিশ্বব্যাপার ক্রিয়া থেকে প্রাণের 'মুখ'-টি ফিরাইয়া যদি

প্রাণকে 'স্বতোমুখীন'ভাবে দেখি, তবে? একটা Pragmatic view point, অন্য Metaphysical.

অমাত্র=ন মীয়তে কেনাপি=কিছুর দ্বারা যেটির মাপ হয় না—The unmeasured, measureless. সূত্রে 'তু' শব্দটিতে প্রণিধান কর। যদিও স্বরূপে অমাত্র, তথাপি 'পঞ্চম' মানে?

পঞ্চমো যেন পাঞ্চম্যং মকারে বর্গপঞ্চমে।
যঃ পঞ্চীকৃতবর্গাণামাদ্যন্তো ন প্রপঞ্চিতঃ॥ ১১০

পঞ্চ+ম=পঞ্চম। ম=পঞ্চবর্গের অন্তিম বর্ণ। এটি কিসের উপলক্ষণ? ভূতভৌতিক এই যে পঞ্চীকৃত সৃষ্টিবর্গ, তার। সুতরাং, নিখিল পঞ্চীকৃত বর্গের 'পাঞ্চম্য'—পঞ্চীভাব—যাহা হইতে, সেটি 'পঞ্চম'। ইহা সর্ব পঞ্চীকরণের আদিতে এবং অন্তে স্বয়ং অব্যক্ত এবং অপ্রপঞ্চিত। The Unmeasured, Unmanifest Matrix of all 'five-measure' manifestation.

অপাণিপাদ ইত্যত্র পাণিনা মেয়তা মতা।
প্রাণো নাদো হ্যপাণি র্যোঽমাত্রো ন মীয়তে যতঃ॥ ১১১

শ্রুতি-ব্রহ্মের সংজ্ঞা 'অপাণিপাদ'। 'পাণিপাদ'—এ দুয়ের মধ্যে 'পাণি' শব্দে বিশেষতঃ মীয়মানতা (measurability) সূচিত। সুতরাং, প্রাণব্রহ্ম 'অপাণি'=অমাত্র =নাদ (প্রাণ as Primal Continuum).

১২॥ অপাদস্ত্বন্যঃ॥

অন্য, কিনা, বিন্দু 'অপাদ'॥

'অপাদ' বলিতে যার ভাগাংশাদিরূপে পদ্যমানতা নেই। Undivided, partless. কাজেই, অপাদ যে বিন্দু, সেটি—প্রাণ as Perfect Point—সেটিকে আর কোনক্রমেই 'ভাঙ্গিয়া' অথবা 'ভাঁজ খুলিয়া' লওয়া যায় না।

আধিশ্রয়ণিকো বিন্দু র্নাদস্যৈকত্রসংগ্রহাৎ।
দেশাদ্যুপাধিরাহিত্যেঽভিদ্যমানো ন পদ্যতে।
ইত্যপাদঃ পঞ্চমস্য নাদবিন্দুদ্বিরূপতা॥
আধিশ্রয়ণিকো বিন্দু র্নাদ আধানিকস্তথা।
আকলয্য কলান্তাভ্যামেকঃ প্রাণোঽস্তি কেবলঃ॥
প্রাণঃ সিন্ধুশ্চ বিন্দুশ্চ তাভ্যাং বিশ্বসমুদ্ভবঃ॥ ১১২-১১৪

অনন্ত-অমাত্র প্রাণবিতান (অথবা বিভু প্রাণ) আপনাকে একত্র নিরতিশয় সংগ্রহ কাষ্ঠায় আনিলে, অর্থাৎ, নাদ বিন্দু হইলে, তাতে দেশকালাদি উপাধি সম্বন্ধ অনবকাশ হয়; কাজেই, সে বিন্দু আর ভিদ্যমান, ভেদযোগ্য থাকে না। এবং অভিদ্যমান হইলে অপদ্যমানও অবশ্য হয়। যাতে ভেদ ও ভাগ নেই, তাতে পাদও নেই। যেমন, অখন্ড একতান নাদ; এতে ভাজ্যমানতা না হইলে, অ, উ, ম, অথবা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাকার পদ্যমানতাও হয় না। সুতরাং, অমাত্র নাদে স্বরূপতঃ ভিদ্যমানতা না থাকিলেও, উপাধিসম্বন্ধবশতঃ, তাতে পাদ-মাত্রা-কলারূপে ভিদ্যমানতা সম্ভাবিত। এই জন্য—যেহেতু পাদাদি সম্ভাব্য—নাদ সম্পর্কে শুধু 'অমাত্র' বলা হইল, 'অপাদ' নয়। মাত্রাও তো ঐভাবে (উপাধিযোগে) নাদে হইতে পারে; তবে অমাত্রই বা কেন? পারে বটে, কিন্তু সেটি হয় অপাদ যে বিন্দু, তার সম্বন্ধে পদ্যমান হইয়া;—অর্থাৎ, উদয়নাদ, নাদমেরু, বিলয়নাদ ইত্যাদি আকৃতি অঙ্গীকার করিয়া; যেমন, কোন অসীম তল বা রেখা বিন্দুর সম্পর্কে আসিয়াই হয় ত্রিভুজবৃত্তাদি। বস্তুতঃ, নাদ-বিন্দু, (The Continuum-Point)—এই সংযোগটি না ঘটিলে, ব্যবহারতঃ কোন কিছুরি পাদমাত্রা কলাকাষ্ঠা—এ ভাবচতুষ্টয় সম্ভবে না।

পূর্বসূত্রে যে 'পঞ্চম' প্রাণ, সেটি 'অপাণিপাদ' ব্রহ্মবস্তুকে 'অপাণি-অপাদ'—নাদ-বিন্দু—এই দ্বিরূপতায় আদৌ লাভ করে। অর্থাৎ, প্রাণ ব্রহ্মকে যেন বলে—'তুমি অপাণিপরিসীমা এবং অপাদপরিসীমা, এইরূপ মিথুনটি গোড়াতে হও।'—মেয়তাশূন্যতার শেষ; পদ্যতাশূন্যতারও শেষ। –Where all measure ends; all division ends. একান্ত সিন্ধু আর বিন্দু। এ দুয়ের মধ্যে বিন্দু আধিশ্রয়ণিক—যার অধিশ্রয়ে সব কিছুই রহিবে ও ব্যাপারবান্ হইবে ('Basic Origin or Point of Reference')। আর, নাদ আধানিক ('Basic Background or Frame')। কেবল যে প্রাণ, সেটি এ দুয়ের দ্বারা সকল কলা (পাদমাত্রাদিসহ) আকলন করে; একটি হয় প্রাণসিন্ধু, অন্য প্রাণবিন্দু ('quantum' ইত্যাদি); এবং এ দুয়েতেই বিশ্বসমুদ্ভব।

১৩॥ সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্ত্বৃতং বৃহৎ॥

কিন্তু সর্বতঃ পাণিপাদরূপে প্রাণ ঋতং বৃহৎ॥

অপাণিপাদতা চাপি সর্ব্বতঃ পাণিপাদতা।
গ্রহীতা জবনশ্চাপি ন গৃহ্ণাতি ন গচ্ছতি॥
এবং দ্বন্দ্বস্থতারূঢ়-বন্নির্দ্বন্দ্বঃ ক ঈহতে।
প্রাণঃ স এব চাশ্চর্য্য-বদ্ বদতি শৃণোতি যম্।
অবয়বেষু যন্ত্রেষু সর্ব্বেষু স ঋতং বৃহৎ॥ ১১৫-১১৬

শ্রুতিতে শুনি—বিপশ্চিৎ তাঁকে (ব্রহ্মকে) 'আশ্চর্য্যবৎ' বলেন আর শোনেন। যথা—ব্রহ্ম অপাণিপাদ অথচ আবার সর্বতঃ পাণিপাদ। ব্রহ্ম 'জবনো গ্রহীতা', অথচ তিনি গমনও করেন না, গ্রহণও করেন না। কে সেই পরমাশ্চর্য বস্তু, যিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়াও এইরূপ 'দ্বন্দ্বস্থারূঢ়বৎ' (appearing in polarities and contradictions)? তাঁতে তো স্বরূপতঃ কোন 'দিক্' বা 'মুখ' নেই, তবে এ-দিক্ ও-দিক্, এ-মুখ সে-মুখ হয় কার? সে 'কে'-টি প্রাণ। অর্থাৎ, ব্রহ্ম কোনরূপে 'ঈহন' বা গতিভাবটি অঙ্গীকার না করিলে, দ্বন্দ্বস্থতা প্রসজ্যমান হয় না। অতএব প্রাণই পরমাশ্চর্য। নিখিল বিশ্বাবয়বে এবং সকল যন্ত্রেই এই প্রাণকে 'ঋতং বৃহং' জানিবে—The Grand, Supreme Rule reigning universally.

১৪॥ সর্ব্বতঃ সঙ্কুচৎ-প্রসরদ্‌গত্যা হংসঃ শুচিষৎ॥

সর্বত্র 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' ভাবে গতির নিদানরূপে প্রাণ হংসঃ শুচিষৎ॥ (হংসবতী ঋক্)

আধিশ্রয়ণিকো বিন্দু র্নাদস্যৈকত্রসংগ্রহাৎ।
দেশাদ্যুপাধিরাহিত্যেঽভিদ্যমানো ন পদ্যতে।
ইত্যপাদঃ পঞ্চমস্য নাদবিন্দুদ্বিরূপতা॥
আধিশ্রয়ণিকো বিন্দু র্নাদ আধানিকস্তথা।
আকলয্য কলাস্তাভ্যামেকঃ প্রাণোঽস্তি কেবলঃ॥
প্রাণঃ সিন্ধুশ্চ বিন্দুশ্চ তাভ্যাং বিশ্বসমুদ্ভবঃ॥ ১১২-১১৪

অনন্ত-অমাত্র প্রাণবিতান (অথবা বিভু প্রাণ) আপনাকে একত্র নিরতিশয় সংগ্রহ কাষ্ঠায় আনিলে, অর্থাৎ, নাদ বিন্দু হইলে, তাতে দেশকালাদি উপাধি সম্বন্ধ অনবকাশ হয়; কাজেই, সে বিন্দু আর ভিদ্যমান, ভেদযোগ্য থাকে না। এবং অভিদ্যমান হইলে অপদ্যমানও অবশ্য হয়। যাতে ভেদ ও ভাগ নেই, তাতে পাদও নেই। যেমন, অখণ্ড একতান নাদ; এতে ভাজ্যমানতা না হইলে, অ, উ, ম, অথবা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাকার পদ্যমানতাও হয় না। সুতরাং, অমাত্র নাদে স্বরূপতঃ ভিদ্যমানতা না থাকিলেও, উপাধিসম্বন্ধবশতঃ, তাতে পাদ-মাত্রা-কলারূপে ভিদ্যমানতা সম্ভাবিত। এই জন্য—যেহেতু পাদাদি সম্ভাব্য—নাদ সম্পর্কে শুধু 'অমাত্র' বলা হইল, 'অপাদ' নয়। মাত্রাও তো ঐভাবে (উপাধিযোগে) নাদে হইতে পারে; তবে অমাত্রই বা কেন? পারে বটে, কিন্তু সেটি হয় অপাদ যে বিন্দু, তার সম্বন্ধে পদ্যমান হইয়া;—অর্থাৎ, উদয়নাদ, নাদমেরু, বিলয়নাদ ইত্যাদি আকৃতি অঙ্গীকার করিয়া; যেমন, কোন অসীম তল বা রেখা বিন্দুর সম্পর্কে আসিয়াই হয় ত্রিভুজবৃত্তাদি। বস্তুতঃ, নাদ-বিন্দু, (The Continuum-Point)—এই সংযোগটি না ঘটিলে, ব্যবহারতঃ কোন কিছুরি পাদমাত্রা কলাকাষ্ঠা—এ ভাবচতুষ্টয় সম্ভবে না।

পূর্বসূত্রে যে 'পঞ্চম' প্রাণ, সেটি 'অপাণিপাদ' ব্রহ্মবস্তুকে 'অপাণি-অপাদ'—নাদ-বিন্দু—এই দ্বিরূপতায় আদৌ লাভ করে। অর্থাৎ, প্রাণ ব্রহ্মকে যেন বলে—'তুমি অপাণিপরিসীমা এবং অপাদপরিসীমা, এইরূপ মিথুনটি গোড়াতে হও।'—মেয়তাশূন্যতার শেষ; পদ্যতাশূন্যতারও শেষ। –Where all measure ends; all division ends. একান্ত সিন্ধু আর বিন্দু। এ দুয়ের মধ্যে বিন্দু আধিশ্রয়ণিক—যার অধিশ্রয়ে সব কিছুই রহিবে ও ব্যাপারবান্ হইবে ('Basic Origin or Point of Reference')। আর, নাদ আধানিক ('Basic Background or Frame')। কেবল যে প্রাণ, সেটি এ দুয়ের দ্বারা সকল কলা (পাদমাত্রাদিসহ) আকলন করে; একটি হয় প্রাণসিন্ধু, অন্য প্রাণবিন্দু ('quantum' ইত্যাদি) ; এবং এ দুয়েতেই বিশ্বসমুদ্ভব।

**১৩॥ সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্ত্বৃতং বৃহৎ॥**

কিন্তু সর্বতঃ পাণিপাদরূপে প্রাণ ঋতং বৃহৎ॥

অপাণিপাদতা চাপি সর্ব্বতঃ পাণিপাদতা।
গ্রহীতা জবনশ্চাপি ন গৃহ্ণাতি ন গচ্ছতি॥
এবং দ্বন্দ্বস্থতারূঢ়-বন্নির্দ্বন্দ্বঃ ক ঈহতে।
প্রাণঃ স এব চাশ্চর্য্য-বদ্ বদতি শৃণোতি যম্।
অবয়বেষু যন্ত্রেষু সর্ব্বেষু স ঋতং বৃহৎ॥ ১১৫-১১৬

শ্রুতিতে শুনি—বিপশ্চিৎ তাঁকে (ব্রহ্মকে) 'আশ্চর্য্যবৎ' বলেন আর শোনেন। যথা—ব্রহ্ম অপাণিপাদ অথচ আবার সর্বতঃ পাণিপাদ। ব্রহ্ম 'জবনো গ্রহীতা', অথচ তিনি গমনও করেন না, গ্রহণও করেন না। কে সেই পরমাশ্চর্য বস্তু, যিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়াও এইরূপ 'দ্বন্দ্বস্থারূঢ়বৎ' (appearing in polarities and contradictions)? তাঁতে তো স্বরূপতঃ কোন 'দিক্' বা 'মুখ' নেই, তবে এ-দিক্ ও-দিক্, এ-মুখ সে-মুখ হয় কার? সে 'কে'-টি প্রাণ। অর্থাৎ, ব্রহ্ম কোনরূপে 'ঈহন' বা গতিভাবটি অঙ্গীকার না করিলে, দ্বন্দ্বস্থতা প্রসজ্যমান হয় না। অতএব প্রাণই পরমাশ্চর্য। নিখিল বিশ্বাবয়বে এবং সকল যন্ত্রেই এই প্রাণকে 'ঋতং বৃহং' জানিবে—The Grand, Supreme Rule reigning universally.

**১৪॥ সর্ব্বতঃ সঙ্কুচৎ-প্রসরদ্গত্যা হংসঃ শুচিষৎ॥**

সর্বত্র 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' ভাবে গতির নিদানরূপে প্রাণ হংসঃ শুচিষৎ॥ (হংসবতী ঋক্)

সর্ব্বতঃ সঙ্কুচদ্-বৃত্তিঃ প্রসরন্তী চ বর্ত্ততে।
চেতনে বা জড়ে বিশ্বে সর্ব্বতঃ কূর্ম্মবৎ স্থিতিঃ॥
স্বতো বিকীর্য্যমাণোহণুর্জীবাণোশ্চ স্বভাবনম্।
অস্মিতা চাপি সঙ্কোচ-প্রসারাভ্যাং প্রবর্ত্ততে॥
বীজপাদপবৃত্তেন গতির্ব্ব্যাস-সমাসতঃ।
যা হংস ইতি মূলেন সীদতি যঃ শুচৌ শুচৌ॥ ১১৭-১১৮

ইতঃপূর্বে নানা প্রসঙ্গেই দেখিয়াছি যে, চেতন অথবা 'জড়' বিশ্বে বিরাটে অথবা সূক্ষ্মে, বৃত্তি সঙ্কুচন্তী এবং প্রসরন্তী (contracting and involving; expanding and evolving) এই দুটি মৌলিক আকৃতি পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিন্দু-নাদ দ্বন্দ্বস্থিত হওয়াতে সৃষ্টিতে সব কিছু ঘননী এবং তননী কাষ্ঠার দিকে যাইতেছে। এক সব কিছুকে গাঢ় ও গূঢ়রূপে আনিতে চায়; অপর বিতত, বিপুলরূপে। এই নিমিত্ত বিরাট বিশ্ব থেকে শুরু করিয়া একটা জীবন্ত বা জড় রেণুতেও দেখি আকুঞ্চন ও প্রসারণ। একটা জড়াণুতেও ইহা ('Photon'; Atomic discharge; ইত্যাকারে) দেখি। 'এটম্' বিরাট শক্তিকে আপন দহর 'ম্যাস'রূপে ঘনীভাবে রাখিয়াছে; পুনশ্চ সেই দহর বস্তুকে প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণতও করে। সৌরাদিমণ্ডলে এটি নিত্য 'যাগ'; পৃথিবীর মত স্থানেও রেডিও-এক্‌টিভ্ জাতীয় পদার্থে তাই। তা ছাড়া, কুত্রাপি শক্তির ভাণ্ডার (store) একেবারে অনড়-আড়ষ্ট নেই। প্রাণের রাজ্যে এই আন্তরযাগটি আরও বিস্পষ্ট। কোন একটা জীবন্ত 'সেল' যে কিভাবে 'স্বভাবন' (cell-division and reproduction) করে, তা দেখিও। ঐ বিন্দু-নাদের অন্যোন্য-ক্রিয়াকারকত্ব। সব কিছুর বস্তুমান ও শক্তিমান বিন্দুর জিম্মায়; গতি-বিততি-পরিণতিমান নাদের তদারকে। এক stores and conserves; অন্য produces and propagates. মূল 'অব্যাকৃতা' (undifferentiated) যে অস্মিতা, সেটিও নানা 'অহং'-কেন্দ্রিণী হয়, এবং তারা আবার অস্মিতায় প্রত্যাহৃতও হয়। অতএব, অস্মিতাও সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ। প্রতি ব্যষ্টি 'অহং'-ও বটে। বীজপাদপন্যায়ে গতির 'ব্যাস-সমাস' নিরন্তর চলিতেছে যে প্রাণদ্বারা, সে প্রাণ 'হংসঃ'। 'শুচৌ' শুদ্ধে, এবং 'শুচৌ' বা অগ্নিদৈবত ওঁকারে, এই 'হংস' 'সীদতি'।

**১৫॥ অতজ্জন্যত্বে তজ্জন্যজনকত্বাদদ্রিজাগোজাদিত্বম্॥**

যাহা অতজ্জন্য, সেটি তদ্রূপে তজ্জন্য, তজ্জনক, এবং তজ্জন্যজনক—এই চতুর্বিধায় আসিলে, তবে (হংসবতী ঋগুক্ত) 'অদ্রিজা', 'গোজাদি' ব্যবহার্যতা হয়॥

হেতূনাং সমবায়েন কার্য্যং নিষ্পাদিতং যতঃ।
তজ্জন্যত্বং তৎকার্য্যস্যোপাদানসমবেততা॥ ১২০

ধর, যে কোন কার্য—জপ। এটি নিষ্পাদিত হয় কিভাবে? কয়েকটি হেতুর সমবায়ে—যথা, প্রাণ, মনঃ ও বাকের সংহত যত্নে। এই যে হেতুসমবায় (assemblage of co-factors), এটি দুইভাবে লওয়া যায়—উপাদান সমবেততা এবং উপাদেয়সমবেততা। দুটি প্রশ্ন—(১) প্রাণ-মন-বাকের 'উপাদান' (material or substantive assemblage) ঠিক আছে তো? (২) তাদের যে বিশেষ বিশেষ আকৃতি, ছন্দঃ, সম্বন্ধ 'উপাদেয়', সেটি ঠিক হইতেছে তো? এ দুই প্রকারের সমবেততা (requisite *ensemble*) -এর জন্যই নিমিত্তকারণের অপেক্ষা থাকে। জাপক এবং জাপকের গুরুমন্ত্রাদিশক্তি সে নিমিত্তটি হইয়া থাকে। এখন, জপকর্মটি প্রাণাদি ত্রিতয়ের সমবেততার সম্বন্ধে বলা যায় 'তজ্জন্য'। যেমন আবার, ইন্ধন, আহিতাগ্নি এবং বায়ু—এ তিনের তজ্জন্য যজ্ঞাগ্নি।

আবার, উপাদেয় যে বিশেষ বিশেষ রূপসম্বন্ধাদি,—যার ফলে জপকর্মটি এক বিশেষ প্রকারের জপ,—তাদের 'জনক' কেহ বা কিছু থাকা চাই। এই 'নিমিত্ত'টিকে বল—'তজ্জনক'—যাহা উপাদানসমূহকে ঠিক ঠিক উপাদেয় করিয়া লয়।

এ দুটি ছাড়াও, আর এক ব্যাপক নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে। কর্মের পাঁচটি হেতুর (অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব) মধ্যে কর্তা-করণ-চেষ্টা—এ তিনের সাক্ষাৎ প্রাধান্য থাকিলেও, অধিষ্ঠান এবং দৈবের অসাক্ষাৎ প্রাধান্য প্রবলতর। 'অধিষ্ঠান' বলিতে কর্তা যে অধিকরণে ও অধিকারে বর্তমান। 'দৈব' পূর্বে আলোচিত। অধিকরণে দেশকালাদির বাধ্যতা এবং সাধ্যতাও আসে। অতএব, বিশেষতঃ অধিষ্ঠান এবং দৈবকে লইয়া যে কার্যনিষ্পাদ্যতা, তাতে তৃতীয় আর এক নিমিত্তের অপেক্ষা—'তজ্জন্যজনক'। তাই—

উপাদেয়সমাযোগো যেন তজ্জনকং পুনঃ।
উপাদেয়সমাযোগজন্যত্বং যত্র নাস্ত্যপি॥
তজ্জন্যজনকে দ্বে চ তজ্জন্যজনকং ততঃ।
অতজ্জন্যং তৃতীয়ঞ্চ চতস্রঃ সন্তি কোটয়ঃ॥
যো বৈ সকোটিকঃ প্রাণস্তস্যাদ্রিজাদিতা মতা।
নিষ্কোটিকঃ স্বয়ং প্রাণো যঃ শুচিষদৃতং বৃহৎ॥
একাদিকোটিকানান্তু প্রাণানাং ব্যস্তবৃত্তিতা।
সামস্ত্যং চাপি বৃত্তীনাং নৈরস্ত্যমপি ভাবয়েৎ॥ ১২১-১২৪

উপাদেয়সমাযোগটি যাতে হয়, সেটি 'তজ্জনক'। এ 'জনক'টি উপাদেয়-সমাযোগের 'জন্য'-ও নয়। অর্থাৎ, উপাদানসমাযোগ এবং উপাদেয়সমাযোগের নিমিত্ত তদুভয়াতিরিক্ত জনক বা কর্তা আছে, ইহা বলা হইতেছে। উপাদান-উপাদেয় 'নিজেরাই' কাজ চালাইয়া যাইতেছে—এমন নয়। সুতরাং, 'কর্ত্তা' এবং 'অসাধারণ কর্ত্তা' (দৈব)—এ দুয়েরি অবকাশ। তা হইলে, সব শুদ্ধ চতুষ্কোটি পাইলাম—তজ্জন্য, তজ্জনক, তজ্জন্যজনক এবং অতজ্জন্য (জন্য থাকিলেই তবে জনক)। শেষেরটি (অতজ্জন্য)-তে 'তৎ' (a 'given') বাদ দিলে হয় অজন্য বা অজ। এটি নিষ্কোটিক, এবং স্বয়ং 'শুচিষৎ ঋতং বৃহৎ' প্রাণ। সকোটিক প্রাণই 'অদ্রিজা', 'গোজা' ইত্যাদি। আবার, এক, দুই ইত্যাদি কোটি অঙ্গীকার করিলে প্রাণ 'ব্যস্তবৃত্তি'; সকলকোটিক প্রাণ 'সমস্তবৃত্তি'; একান্ত নিষ্কোটিক প্রাণ 'নিরস্তবৃত্তি' জানিবে। এখানে, বৃত্তি=ব্যাপারবিশেষ। নৈরস্ত্যে প্রাণ এক আর সম।

**১৬॥ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমেতি প্রাণো হবির্হোতা চ॥**

(হৈরণ্যগর্ভসূক্তের) কস্মৈ...ইত্যাদিতে প্রাণই' হবিঃ, প্রাণই স্বয়ং হোতা, এবং প্রাণই হবনীয় দেবতা॥

আকার আবিরিত্যস্য মহাপ্রাণেন হেন বৈ।
আক্রান্তঃ স্যান্ মহাপ্রাণস্তত আবির্হবির্ভবেৎ॥

হবির্ঘৃণিরিতিজ্ঞেয়মোজো বিকীর্য্যতে যতঃ।
সম্প্রসরত্যুকারেণ হুতমোজোঘনং হবিঃ॥
হুতং হোতৃত্বমায়াতি গুণযোগাদৃতাত্মনা।
উদারবৃত্তিমাপন্নো হপ্রাণো হুং ভবেন্ মনুঃ।
উর্জ্জিতবৃত্তিমাশ্রিত্য সোঽপি হূমিতি জায়তে॥ ১২৫-১২৭

'আবিঃ' এবং 'হবিঃ'—এ দুটিকে তুলনা কর। 'আবিঃ' আদিতে যে 'আকার', সেটি মহাপ্রাণবর 'হ'-এ 'আক্রান্ত' হইয়া স্বয়ং মহাপ্রাণতাধর্ম লাভ করে; ফলে, আবিঃ-ই হয় হবিঃ। অর্থাৎ, বিশেষভাবে ওজস্বান্ (supercharged) যে আবীরূপ, তাহাই হবিঃ। এই নিমিত্ত, হবিঃ-র 'ঘৃণি' (পূর্ব-নিরূপিত)—এই সংজ্ঞা। ঘৃণিরূপ যে হবিঃ, সেটি আবার ওজোরূপে প্রাণশক্তি বিকিরণ করে। 'ঘৃণি' আদিত্যেরও রহস্য নাম। সুতরাং, আদিত্য একাধারে বিশ্বের আবীরূপ এবং হবীরূপ। সমগ্র সৌরমণ্ডল আপন 'ভাসা' উদ্‌ভাসিত করিয়া, সূর্য (ঘৃণি) আপনাকেই আপন মণ্ডলে তেজঃ এবং ওজঃ-এর হবীরূপ উৎস করিয়া রাখিয়াছেন। আণবাদিমণ্ডলেও তাই। প্রাণীর জীবকোষেও তাই। এই 'ওজোঘন' হবিঃ উকারযোগে 'হুতম্' হইয়া সম্প্রসরদ্ বৃত্তি (expanding, radiating moment) লাভ করে। 'হুতম্' আবার 'হোতৃ' হয় কিরূপে?

প্রথম, উকারের গুণে ও-কার। হুতমে ওজঃশক্তি চতুর্দিকে পরিমণ্ডলবেধ-করতঃ (piercing covering envelopes) বিচ্ছুরিত হবার সম্বেগ পায়। 'হোতৃ' হুতম্‌কে কোন অভীষ্ট তল ('ত') দেখাইয়া বলে— 'ঐ তলে সুষম ঊর্মি-আদি আকৃতিতে—ও-কারে—তুমি ঋতান্বয়ে যাও।' 'ঋত' মানে যজ্ঞও বটে। সুতরাং, হোতৃ-দ্বারা হুতম্ 'গুণিত' এবং 'ঋতাত্মক' হয়। সকল অনুবন্ধেই এ দুটিকে ভাবনা করিবে। যেমন, জপে—হবিঃ=নাদ; কলা=হুতম; অর্দ্ধমাত্রোপহিত প্রাণ হোতা; ইত্যাদি।

পুনশ্চ, উকার দ্বারা উদারবৃত্তিতা বুঝিলে 'হ' মহাপ্রাণ হয় 'হুং' এই বীজ। এ স্থলে 'উদার' শব্দের বিশেষ মানে—উ+দার (দৃধাতু)। বিদারণসমর্থ যে উকার। বিস্ফোরকের মত। কিন্তু প্রকৃতিতে স্বাভাবিক আণবাদি বিস্ফোরণের মত তাতে

'উদারতা'-ই অধিক; উগ্রতা-তীব্রতা অনধিক। এটি ঊর্জিত (ঊ-কার) বৃত্তি পাইলে হয় 'হূং'—যেন 'মান্ত্রী' ডিনামাইট্ বা বম্ব্। উভয়ের সঙ্গে 'ফট্' যোগেও যা হয়, তাও ভাবনা করিও। 'ফট্'-এ প্রক্ষেপ—'shot-out'.

এইভাবে প্রাণকে হবিঃ, হুত এবং হোতারূপে দেখা হইল।

**১৭॥ অস্মৈ দেবায় বলিমাহরন্তীতি প্রাণঃ পুরোডাশমধ্বর্য্যুশ্চ॥**

এই 'দেব' নিমিত্ত সকলে বলি আহরণ করে—এই হেতু প্রাণই 'পুরোডাশ', প্রাণই 'অধ্বর্য্যু'॥

হ্রস্বদীর্ঘাদিভেদেন হুতো দ্বে হবনক্রিয়ে।
কস্মায়িত্যাদিভিঃ প্রাপ্তমৈংক্লীমাদিচতুষ্টয়ম্॥
পুরোঽগ্রতো ডতঃ শব্দঃ শিবোঽশ্নাত্যশ্নুতেঽপি বা।
প্রাণ এব পুরোডাশং মন্ত্রমুখোঽশ্নুতে যতঃ॥
অধ্বগো যোঽধ্বরে দক্ষঃ প্রাণোঽধ্বর্য্যুরিতীর্য্যতে।
প্রাণ এবাধ্বরোঽধ্বা চ প্রাণোঽগ্নিশ্চাপি সোমসুৎ॥ ১২৮-১৩০

'হুতঃ'='হু' ইত্যতঃ। মহাপ্রাণবর হকারে উদার (হ্রস্ব) 'উ' যোগে নিখিলভূতে একরূপ হবনক্রিয়া চলে। এটিকে সাধারণ, অনুলোম, দক্ষিণও বলিতে পার। যথা, প্রাণিদেহে স্বাভাবিক metabolism. আর একরূপ—অসাধারণ, বিলোম অথবা প্রতিলোম, বাম ও বিপ্লবী। হকারে ঊর্জিত (দীর্ঘ) ঊ-যোগে এই দ্বিতীয় প্রকারের হবনক্রিয়া। উদার এবং ঊর্জিত—দুই-ই সৃষ্টিযোগে প্রয়োজনীয়। যদিও আবার দুয়েরি অপভ্রংশ আছে বা হইতে পারে। 'উদার' সব কিছু 'হুং' 'হুং' ভাবে 'অঙ্গীকার' করে; কিন্তু অঙ্গীকার আর অভ্যুদয় তো এক কথা নয়। তাই যেন 'ঊর্জ্জিত' 'হূং' 'হূং' বলিয়া যে সব ক্ষীণ ও ক্ষয়িষ্ণু, তাদের রোধ করে, চূর্ণও করে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। বলিষ্ঠ, সাধিষ্ঠেরি জয়টীকা মেলে সর্বক্ষেত্রে। অধ্যাত্মজীবনেও। অকিঞ্চনেরও 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবটি সাধিষ্ঠের সেরা হওয়া চাই। Self-surrender is strongest self-affirmation. বলি ছাড়া আর কে ত্রিবিক্রমকে 'ত্রিপাদ্ভূমি' বলি দিবে বল?

হ্রস্ব-দীর্ঘ দ্বারা এই যে দ্বিবিধ ভেদ হইল, অন্যরূপেও তাহা সাধিত হইতে পারে; তাই, 'আদি'। এইবার দেখ—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—এ থেকে যথাক্রমে ঐঁ, ক্লীঁ, হ্রীঁ এবং শ্রীঁ—এই বীজ চতুষ্টয় সমুদ্ধার হয় কিভাবে।

'কস্মৈ' হইতে 'ঐঁ'। দেব=দ্যুতিমান্ এবং দেবনশীল; দেবন=লীলা ('ল'); দ্যুতি=জ্যোতীরূপ প্রাণ ('র')। এই দুইরূপেই 'ব্যক্ত' (manifest) ='ক্ল' অথবা 'ক্র'। ব্যক্তিত্বের পরিসীমা=ঈঁ। পাইলাম—ক্রীঁ বা ক্লীঁ। এইরূপ, 'হবিষা'=হ্রীঁ, এবং 'বিধেম'=শ্রীঁ, কেননা, 'বিধেম'-তে সবিশেষ ছন্দোগত্ব।

'পুরোডাশং' কেন? পুরঃ+ড+অশ—এটি ভাবনা কর। 'পুরঃ'=অগ্রে, প্রথমেই, আদিতে। ড=শব্দ অথবা শিব। অশ=গ্রহণ করেন, লাভ করেন, অথবা অদন করেন। যেহেতু, প্রাণই সর্বাগ্রে মন্ত্রমুখে শব্দ এবং শিব—এ দুটিই লাভ ও অদন করেন—এই নিমিত্ত প্রাণই 'পুরোডাশম্'। 'শিব' বলিতে অভীষ্ট, শ্রেয়ঃ। প্রাণের এই সংজ্ঞাটিও তলাইয়া বুঝিও। যেমন, প্রাণই মন্ত্রাধার নাদ (মন্ত্রমূল=বিন্দু)-মুখে উদিত হইয়া বলেন—'আমাকে অভীষ্ট শিবদা বাক্-রূপ অন্ন দাও'।

অধ্বর (যাগ)+যা+কু=অধ্বর্যু। ইহাও প্রাণ। কেননা, প্রাণই অধ্বগ এবং অধ্বরকুশল। শুধু আবার তাই নয়—প্রাণ স্বয়ংই অধ্বা (the 'creative way or path'); স্বয়ংই অধ্বর (the 'creative means'); স্বয়ংই আবার অগ্নি (the 'creative power'); এবং স্বয়ংই সোমসুৎ (the blessed consummation)।

**১৮।। ঋতং পিবন্তাবিতি ব্রহ্ম ক্ষত্রশ্চ যস্যৌদনং মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমিতি বা প্রাণোহমৃতং প্রাণ উদ্গাতা।।**

(শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ) 'ঋতংপিবন্তৌ' অথবা 'দ্বা সুপর্ণা'—ইত্যাকারে প্রাণেরই দ্বিরূপতা শ্রুত। 'ব্রহ্মক্ষত্র' যাঁর 'ওদন', 'মৃত্যু' যাঁর 'উপসেচন' (ব্যঞ্জন)—এভাবেও বটে। এর দ্বারা প্রাণকেই অমৃত এবং প্রাণকেই উদ্গাতা জানিবে॥

সূত্রটি রাহস্যিক, সাবধানে অনুধাবন কর।

প্রাণ এক; দ্বিবচনে আসেন কি ভাবে? পূর্বব্যাখ্যাত 'হংসঃ' অথবা 'প্রাণাপান'—এই মিথুনভাবে। তাই—

প্রাণাপানৌ হি হংসৌ দ্বাবেকস্য দ্বন্দ্বতাশ্রয়াৎ।
পিবন্তাবৃতমশ্নীতোঽমৃতং মৃত্যুপসেচনম্।
অগ্নীষোমৌদনং হব্যমৃতানৃতেন বৈ মৃতিম্॥ ১৩১

এক মুখ্যপ্রাণ দ্বন্দ্বভাক্ হইয়া (by self-polarisation), প্রাণাপান রূপ হংসমিথুন হন। মিথুন—এক অনুস্বারমুখ্য, অন্য বিসর্গমুখ্য (in-drawing and out-drawing basic functionality)। এ হংস মিথুন কি 'পান' করে বলত'?—ঋতম্। অর্থাৎ, ব্রহ্মের (Absolute-এর) যেটি আপন ঋচ্ছতিরূপ, সেইটি। তার মানে? 'একোঽহং বহু স্যাম্'—ইত্যাকার মূলবস্তুর যে স্বচ্ছন্দবাহিতা, সেটি। ব্রহ্মবস্তু নিজেকেই দেখেন—'ব্রহ্মধারা'। এটিও দ্বিধা প্রকল্পিত হয়—'ব্রহ্মোৎস' (বিন্দু) আর 'ব্রহ্মস্রোতঃ' (নাদ)। আচ্ছা, হংসমিথুন হইয়া প্রাণ তাঁর 'ওদন' বা অন্নরূপে পান 'অমৃত' (অশ্নীতোঽমৃতং), কিন্তু, আশ্চর্য! সে অমৃতান্নের ব্যঞ্জন হয় 'মৃত্যু'! ভাবিয়া দেখ। প্রাণ স্বয়ং অমৃতভুক্—অজর, অমর। 'মৃত্যু'-কে সঙ্গে সঙ্গে 'চাকিয়া' যান যেন! ওটা ছায়া, কায়া নয়। আগমাপায়ী, ব্যভিচারী। প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—অগ্নীষোমাত্মক যে হব্য বা হবনীয় ('offering'), সেইটিই ওদন। এই ওদন 'ঋতম্' (শুক্ল এবং ঋজু) হইলে বা থাকিলে অমৃত; ঋতানৃত (অশুক্ল, বিমিশ্র জিহ্ম) হইলে মৃতি বা মৃত্যু। বুঝিয়া দেখ।

সোমো রাজা ভবেৎ ক্ষত্রো বৃহদ্ ব্রহ্ম হুতাশনঃ।
সোমো ভূত্বাঽমৃতং প্রাণ উদ্গাতা বহ্নিভাবতঃ॥ ১৩২

পুনশ্চ, অগ্নীষোমীয় ওদনটিকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' রূপেও দেখিবে। বেদপ্রসিদ্ধ সোমরাজাই বিশ্বভুবন 'রঞ্জন' করেন, এবং সকল 'ক্ষৎ' (আঘাতবিঘাতাদি) থেকে ত্রাণ, 'রক্ষা' করেন, তাই 'ক্ষত্র'।—The great Healing and Nourishing Principle. প্রাণ এই 'সোম' (স+ওম্) রূপেই অমৃত; এবং অগ্নি বা বহ্নিভাবে প্রাণ বাগ্‌ব্রহ্ম এবং উদ্গাতা। অর্থাৎ, প্রাণই অগ্নিরূপে হন একাধারে হব্যবাট্ এবং উদ্গান। প্রথমটি করণরূপ; দ্বিতীয়টি কারকরূপ। এ প্রসঙ্গ এখানে সংক্ষেপে হইল; আগেকার সেই 'পাংক্তকর্ম্ম' এবং 'সপ্তান্ন' স্মরণ কর।

**১৯॥ মধ্যে বামনমাসীনমিতি প্রাণিতি প্রাপয়তি প্রায়য়তি প্রীণয়তি প্রাণো ব্রহ্মা॥**

(শ্রুতির সেই) 'মধ্যে বামনমাসীনং'টিকেও প্রাণ বলিয়া জান। প্রাণ মধ্যে আসীন হওতঃ কি করেন?—প্রাণন, প্রাপণ, প্রায়ণ এবং প্রীণন—এই বৃত্তিচতুষ্টয়। সুতরাং প্রাণই ব্রহ্মা॥

বাময়তি হি মধ্যস্থো বৃত্ত্যাধারং স বামনঃ।
ইড়াপিঙ্গালয়োর্বৃত্তিঃ সৌষুন্না জায়তে যতঃ॥ ১৩৩

ধর, কোন এক আধারে (a given 'frame'—এ) বৃত্তি হইতেছে। এটি বৃত্ত্যাধার। এখন, ঐ বৃত্ত্যাধারের 'নাভিতে' ('মধ্যে') স্থিত হইয়া যিনি সুষ্ঠু সুষমভাবে (agreeably and rhythmically) ঐ বৃত্তিটির 'মুখ', ছন্দঃ এবং আকৃতি 'বাময়তি' (বদ্‌লাইয়া দেন—changes its sense, sign, orientation etc.), তাঁকে বল 'বামন'। যেমন, ইড়াপিঙ্গালায় যে বৃত্তি চলিতেছিল, সে বৃত্তিকে 'ফিরাইয়া' 'সৌষুন্ন' করিলেন; উদয়নাদকে বিলয়নাদ; ইত্যাদি।

চিত্রকেন্দ্রে এবং প্রাণকেন্দ্রে (ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিতে) যত কিছু বিপ্লবী বিবর্তন (emergence, mutation etc.), সে সব ঘটে ঐ মধ্যস্থবামনকর্তৃক। ইড়াপিঙ্গালাদি-বৃত্তিও সার্বভূমিক দৃষ্টিতে দেখিও।

দূরং নেদয়তি ব্রহ্মা প্রাণাধ্বরসমাস্থিতঃ।
উদাসীনোঽপ্যবাঢ়ঞ্চ সাধয়তি হবির্হুতম্॥
সংবর্ময়তি সন্ত্রস্তং বিপাশয়তি পাশিতম্।
উপশ্লোকয়তীজ্যায়াং প্রাণং ব্রহ্মেতি যঃ শ্রুতঃ॥
অপ্রেয়ঃ প্রাপয়েৎ প্রেয়ঃ প্রায়য়তি স্বকং পুনঃ।
সর্ব্ব প্রীণয়তি প্রাণঃ প্রাণিতি বামনো বিভুঃ॥ ১৩৪-৩৬

প্রাণনরূপ যাগে সম্যক্ আস্থিত 'ব্রহ্মা' কি করেন? দেশে, কালে বা সম্বন্ধে যে সব ভাব বা পদার্থ 'দূর', তাদের 'নিকট' করেন। সুদূরের কোন নীহারিকা অথবা

সুদূর অতীতের কোন ঘটনা কিভাবে কোন সজীব প্রাণকেন্দ্রযাগে অথবা চিত্তকেন্দ্রসংস্থায় নিকট ‘অন্তরঙ্গ’ হইয়া সমাহৃত হয়, তা চিন্তা কর। বিরাট্ ও বামনে তাই এত নিকট আত্মীয়তা; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ‘কুটুম্বকম্’! শুধু তাই নয়—অণু-মহান্ প্রাণনযাগে যৎ-কিঞ্চিৎ ‘হবির্হুতং’ রূপে সাধিত হইতেছে, বামন যে প্রাণরূপী ব্রহ্মা, তিনি ‘উদাসীন’ (transcending) এবং ‘অবাঢ়ং (un-involved, non-partaking) হইয়াও, তাদের অবেক্ষয়িতৃরূপে (as ‘overseer’) অধ্যক্ষতা করেন: অর্থাৎ, সাক্ষাদ্ভাবে স্বয়ং অকর্তা হইয়াও পূরয়িতা সম্পাদয়িতা হন। তিনি অধ্যক্ষরূপে না রহিলে কোন যাগেরি সম্পাদন-সম্পূরণ ঘটে না। পুনশ্চ, বিশ্বযাগে যারা ‘সন্ত্রস্ত’ (wavering, vacillating), তাদের সম্যক্ বর্ম বিধান করেন ঐ বামন ব্রহ্মা। বহির্মুখে যত না সন্ত্রাস, সে সব সন্ত্রাসের নিরাকরণ হয় কিসে? অন্তর্মুখীনতায়, আত্মস্থতায়—যত না peripheral উপদ্রব, তাদের উপশম central control-এ। ইজ্যা বা যাগে এই ব্রহ্মাই প্রাণকে ‘উপশ্লোকয়তি’—‘উপ’ বা উপরি যে উত্তমঃশ্লোক, তাঁতে উপনীত (attune ইত্যাদি) করেন। অন্যথা, কোন শ্লোক বিশোকায়, অমৃতত্বায় হয় না। এই নিমিত্ত ইনি যজ্ঞমন্ত্রাদির অধ্যক্ষরূপে শ্রুত।

পুনশ্চ, যৎ কিঞ্চিৎ ‘অপ্রেয়ঃ’ (uncongenial, alien), তাকে প্রেয়ঃ করেন; এবং সেরূপ করিয়া নিজেকেও যদ্রূপ প্রীত করেন (‘প্রায়য়তি’—self satisfying), তদরূপ আবার যজমান, হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা—প্রভৃতি সকলকেই প্রীত-চরিতার্থ করেন (‘প্রীণয়তি’)। অর্থাৎ, যে মুখ্যপ্রাণ বিভু হইয়াও ব্রহ্মা—‘মধ্যে বামনমাসীনং’—তাঁর প্রাণনবশতঃ-ই নিখিল বস্তুর, আপনাতে এবং ইতরে, ‘প্রেয়ঃ’ এবং ‘প্রিয়’ গুণটি সম্ভাবিত হইতেছে—what makes kin all the world. Congenial and kindred ভাব। মুখ্য প্রাণ ছাড়া কেহই আপন, আত্মীয় করে না। অমুখ্যে বৈরদ্বন্দ্ব আসে।

**২০॥ প্রাণ ইন্দ্রো বৃধশ্রবাঃ প্রাণঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ প্রাণস্তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্ট-নেমিঃ প্রাণো বৃহস্পতিঃ॥**

প্রাণ ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবাঃ; প্রাণ পূষা বিশ্ববেদাঃ; প্রাণ তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি; প্রাণ বৃহস্পতি॥

যেহেতু প্রাণই সর্বস্বস্তির মূল, অতএব, এই স্বস্তিমন্ত্রের সাথে প্রাণের সমীকরণ হইতেছে।

বৃদ্ধেন শ্রবসা প্রাণ ইন্দ্রঃ খানাং বিশেষতঃ।
অন্তর্য্যামী চ পূষাসৌ কৃৎস্নং পুষ্ণাতি কৃৎস্নবিৎ॥
সাধিষ্ঠযন্ত্ররূপোঽয়ং তার্ক্ষ্যো বোঢ়া চ বিশ্বরাট্।
সাধিষ্ঠতন্ত্ররূপোঽন্যঃ শীর্ণা নেমির্ন রিষ্টিভিঃ॥
সাধিষ্ঠমন্ত্ররূপোঽসৌ বাচস্পতি র্বৃহস্পতিঃ।
পঞ্চসাধিষ্ঠভাবৈঃ স প্রাণো বৈ পঞ্চদেবতাঃ॥
শাস্তা শ্রদ্ধা চ শাস্ত্রঞ্চ শাসনং শেমুখী তথা।
ইতি পঞ্চশকারৈঃ স প্রাণো বৈ শঙ্করঃ স্বয়ম্॥ ১৩৭-৪০

বর্তমান সূত্রে প্রাণকে 'প্রভু' ('Master') রূপে পঞ্চধা দেখান' হইতেছে। প্রথম—ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। বৃদ্ধ, কিনা, সাধিষ্ঠ—সর্বাতিশয়—'শ্রবসা', প্রভাব বা মহিমা দ্বারা, যিনি বহিঃ খ (আকাশ) প্রভৃতি ভূতভৌতিকের প্রভু; এবং অন্তঃ 'খানাং'—রূপাদিবিষয় এবং তাদের গ্রহীতৃ ইন্দ্রিয় সকলেরও প্রভু।—The 'Master' as ruling the senses and sense objects. দ্বিতীয়—পূষা বিশ্ববেদাঃ। ইনি প্রাণ অন্তর্যামী—কৃৎস্নবিৎ কৃৎস্নপোষণকৃৎ।—The 'Master' as the Inner Seer of all basic need, and Own Source of all vital nourishment. ইহা প্রাণের দ্বিতীয় সাধিষ্ঠভাব। তৃতীয়—প্রাণের সাধিষ্ঠযন্ত্ররূপ—তার্ক্ষ্য। এইরূপে ইনি 'বোঢ়া' (Master Vehicle) এবং 'বিশ্বরাট্' (Master Exponent and Control)। চতুর্থ—সাধিষ্ঠতন্ত্ররূপ—অরিষ্টনেমি। এঁর প্রভাবে ও শাসনে বিশ্বচক্রের এবং যে কোন অভীষ্ট চক্রের নেমি রিষ্টিবশতঃ বিশীর্ণ হইতে পায় না।—The Master Rhythm that assures the rectitude and full amplitude of all cyclic movement. পঞ্চম—সাধিষ্ঠমন্ত্ররূপ। ইনি বাচস্পতি বা বৃহস্পতি।—The Master as Creative Word or Logos.

এইপ্রকার যে পঞ্চসাধিষ্ঠভাব, তদ্ দ্বারা প্রাণই ইন্দ্রাদি পঞ্চদেবতা বুঝিবে।

পুনশ্চ, এই পঞ্চশকারের দ্বারা প্রাণই স্বয়ং শঙ্কর ('শংনো...' ইত্যাদি শান্তিপাঠমন্ত্রে অভীষ্ট নিখিল 'শং' বা কল্যাণনিধান)। প্রাণই শাস্তা, শাসিত (শ্রদ্ধা), শাস্ত্র, শাসন এবং শেমুখী (মেধা, বুদ্ধি)। প্রাণ স্বয়ং 'অধিকরণ' রূপে স্থিত হইয়া শাস্তাদি পঞ্চকে কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান এবং অপাদান—এই কারকপঞ্চক রূপ পরিগ্রহ করেন। কস্মৈ—শাসনায়; কস্মাৎ—বুদ্ধেঃ।—এইভাবে বুঝিয়া লইও।

**২১ ॥ এতেন মুখ্যস্যাপি পঞ্চীকরণম্ ॥**

এর দ্বারা এক মুখ্য প্রাণেরও পঞ্চবিধা (ভাবনা করিবে) ॥

প্রাণঃ প্রভুরকারাত্মা প্রাণো গতিরুকারতঃ।
মকারেণ বিভর্ত্ত্যেষ নাদেন স্থানদো গিরাম্ ॥
নিবাসশ্চ নিধানঞ্চ নাদবিন্দ্বোর্দ্বিরূপতা।
প্রভবঃ প্রলয়ঃস্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
বিন্দ্বাত্মনা চ মুখ্যোঽপি প্রাণঃ প্রপঞ্চিতো ভবেৎ॥ ১৪১-৪২

গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোকটির— 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ...' এস্থলে অনুসরণপূর্বক বলা হইতেছে যে, অধ্যক্ষর প্রণবরূপ মুখ্য প্রাণ অকারাত্মা 'প্রভুঃ'; উকারাত্মা 'গতিঃ'; মকারাত্মা 'বিভর্ত্তা'। নাদ বাক্‌কে এবং বাঙ্ময় বিশ্বকে দেয় 'স্থান' বা 'আধান'। বস্তুতঃ, আধান ('নিবাসঃ') এবং 'নিধান' রূপে নাদ-বিন্দুর দ্বিরূপতা এ গ্রন্থে বহুশঃ বিবেচিত। আধানবস্তু (নাদ) 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং'—এভাবে ত্রিবৃত্তিক; নিধানবস্তু (বিন্দু) -ও 'নিধানং বীজমব্যয়ং'—এভাবে ত্রিধা ভাবনীয়। গীতার উক্ত শ্লোকে ভগবত্তাকে মূলদশধাত্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে। 'নিবাসঃ' এবং 'স্থানং'—এ দুটিতে এক; 'শরণং সুহৃৎ'ও এক; 'বীজ-মব্যয়ং'-ও এক। বাকি সপ্ত। এই দশধাত্ব প্রণবেরই অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু—এই পঞ্চকের সঙ্গেই অন্বিত। যথাক্রমটি আগে বলা হইল। 'সাক্ষী শরণং সুহৃৎ'—অন্তর্যামী অন্তরাত্মা রূপে 'মধ্যে বামনমাসীনং'। ইনি সব কিছুর বিন্দু বা নাভি বা হৃৎ-কেই আপন, আসনপীঠরূপে পরিকল্পনা করেন। ভগবত্তা বিন্দুনিলয়া, বিন্দুবাসিনী হয়েন বলিয়াই এক মুখ্যপ্রাণ অকারাদি এবং গতি প্রভু ইত্যাদিরূপে প্রপঞ্চিত হয়। কেন না, ব্রহ্মবস্তু আদৌ নিজেকে বিন্দুরূপে নিরূপণ

('posit') না করিলে সংখ্যামান, পাদমাত্রাদি কোন নিরূপণ (logical recognition)-ই সম্ভবে না। সব কিছু বৃত্তিব্যাপারই বলে—'আগে আমাকে এক নিরূপক বিন্দু দাও, তবে আমি চলিব।' এইজন্য বলা হইল—প্রাণ বিন্দ্বাত্মা হইয়াই প্রপঞ্চিত হয়। এইবার দীক্ষাসূত্র—

**২২।। দীক্ষা মুখ্যপ্রাণদ্বারেণ পঞ্চত্বপ্রাপ্তিঃ।।**

(পূর্ববিচারিত অকারাদিরূপে এবং 'প্রভুর্ভর্ত্তা' ইত্যাদিরূপে যে) পঞ্চত্ব, সে পঞ্চত্ব মুখ্যপ্রাণ দ্বারা যাহা প্রাপণ করায় তার নাম দীক্ষা॥ (অমুখ্যপ্রাণদ্বারেণ পঞ্চত্বপ্রাপ্তিঃ' তুলনীয়।)

দাক্ষিণ্যেন চ দানেন দত্তেন চ দমেন চ।
দাক্ষ্যেণ (দার্ঢ্যেন) চেক্ষণং দীক্ষা পঞ্চদেবা দপঞ্চকম্॥
গুরোরাজ্ঞা যয়া সাধ্যং শিষ্যেণ পঞ্চবেধনম্।
সংজ্ঞা শ্রদ্ধাপি শিষ্যস্য যয়া স্যাৎ পঞ্চপ্রাপণম্॥
দীক্ষা দাক্ষিণ্যদক্ষা যা সা প্রজ্ঞা চামৃতায়নম্।
সৌষুম্নেন হি মুখ্যেন চৈতজ্ জ্ঞাত্রয়মন্বিতম্॥ ১৪৩-৪৫

দাক্ষিণ্য, দান, দত্ত, দম এবং দাক্ষ্য (বা দার্ঢ্য)—এই 'দ'-পঞ্চকরূপা পঞ্চদেবতার দ্বারা যে 'ঈক্ষণ', তাকে দীক্ষা বলে। দাক্ষিণ্য বলিতে ভগবত্তার যে অনুগ্রহরূপা শক্তিধারা, সে ধারার অনুকূলতা ও প্রসন্নতা। সে অনুগ্রহধারা অবশ্য নিয়ত, সর্বব্যাপী এবং অকৃপণ ভাস্করকিরণবৎ; কিন্তু, পাত্রবিশেষের সে সম্পর্কে ঠিক 'উপযোগ' থাকে না। এটি তার পরাঙ্মুখতা। গুরু দীক্ষায় ইষ্টদাক্ষিণ্য সম্পর্কে শিষ্যের পরাঙ্মুখতাদি দোষ দানদত্তাদিরূপ 'ঈক্ষণ' দ্বারা নিরাকৃত করেন। দানদত্তাদি চারিটির দ্বারা, মুখ্যা যে ইষ্টদাক্ষিণ্যধারা, তার, শিষ্যসম্পর্কে বহমানতা ঘটে। 'দান'-দ্বারা শিষ্যসম্পর্কে সে ধারার 'উদ্‌বোধন' বা 'জাগৃতি' ঘটিল; এবং সে ধারা শিষ্যাভিমুখীনতা পাইল। 'দত্ত' দ্বারা (বীজমন্ত্রাদি রূপে) শিষ্যের ক্ষেত্রে সে ধারা 'যুক্ত' হইল, এবং বীজাদি সে ক্ষেত্রে 'উপ্ত' হইল। 'দম'-দ্বারা মন্ত্র-তন্ত্রাদি দ্বারা সে

'যোগ'-টির নিয়মন হইল (যেমন, ক্ষেত্রে উপ্ত বীজাদি সম্বন্ধে জলধারাদির নিয়মন)। এই দমব্যতীত কোন প্রয়োজনের সৌষ্ঠব-সফলতা হয় না।

শেষ—দাক্ষ্য বা দার্ঢ্য। দক্ষতা এবং সঙ্কল্পাদির দৃঢ়তা (অধ্যবসায়, নিষ্ঠা)—এটিও দীক্ষারূপ ঈক্ষণকর্মে সম্ভাবিত হওয়া চাই। দীক্ষায় জপাদিসাধনে দক্ষ এবং নৈষ্ঠিক হওয়া সম্ভব হয়। এইভাবে দ-রূপা পঞ্চদেবতাকে দীক্ষায় সহায় পাইতে হয়। মান্ত্রী প্রভৃতি দীক্ষা এই সূত্রান্বয়ে পরীক্ষা করিবে। দান-দত্ত-দম—এ তিনে মান্ত্রী দীক্ষা। এ তিনের সঙ্গে দাক্ষ্য বা দার্ঢ্য যথাযথ সংযুক্ত হইলে—শাক্তী। ফলে, শিষ্যে কুলকুণ্ডলিনীর জাগৃতি। শাম্ভবীতে ইষ্টদাক্ষিণ্য সদ্যঃ এবং পূর্ণ। (দীক্ষাসূত্রে 'দাক্ষিণ্য' বিশেষ করিয়া অনুধাবনীয়।)

তার পর, দ্বিদলে 'আজ্ঞা'-য় যে গুরুধাম, সে গুরুধামের আজ্ঞাতেই শিষ্যের দ্বারা সম্ভব হয় ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব এবং পঞ্চচক্রের 'বেধন'। এবং, শিষ্যের আগ্রহশক্তি এবং শ্রদ্ধাকে 'মূল' করিয়া, সেই আজ্ঞাতেই সম্ভব হয় শিষ্যের 'সংজ্ঞা'-লাভ, এবং (পূর্বসূত্রপ্রদর্শিত) মুখ্যপঞ্চকের 'প্রাপণ'। আজ্ঞা এবং সংজ্ঞা—এই 'জ্ঞা'-দ্বয়, আর, বেধন ও প্রাপণ—এ ফলদ্বয় লক্ষ্য করার। আজ্ঞা বলেন—'বেধ কর; দেখ কি পাও।' সংজ্ঞা বলে—'এই তো পেয়েছি।' এ কর্মদুটির পরিসীমায় 'প্রজ্ঞা' (তৃতীয় 'জ্ঞা')। তাতে অমৃতায়ন ('অমৃতত্বম-শ্নুতে')। যে দীক্ষা 'দাক্ষিণ্যদক্ষা', এবং যাহা 'সৌষুম্নমুখ্যা', তাতেই এই অমৃতায়নরূপা প্রজ্ঞা লাভ হয়।

২৩॥ যয়া মৃত্যোর্মৃত্যুমায়াতি॥

অমুখ্যপ্রাণদ্বারেণ পঞ্চত্বং পাঞ্চভৌতিকম্।
মুখ্যদ্বারেণ পঞ্চত্বং বিমৃত্যু পাঞ্চদৈবিকম্॥
পাংক্তেয়ো যঃ স বৈ মৃত্যুরপাংক্তেয়ং পরামৃতম্।
মুখ্যং স্যাৎ পরসাধিষ্ঠমন্যচ্চাপরসাধনম্॥
পরং স্যাৎ পঞ্চমাত্রাভিস্তিসৃভিরপরঞ্চ যৎ।
দানদত্তে সদোষে ন ত্রিগ্রন্থিবেধনক্ষমে॥ ১৪৬-৪৮

অমুখ্যপ্রাণদ্বারে যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, তাহা পাঞ্চভৌতিক, এবং তাতে মৃত্যু। পরন্তু, মুখ্যপ্রাণদ্বারে পূর্বোক্তপ্রকারে যে পঞ্চত্ব, তাহা পাঞ্চদৈবিক এবং 'বিমৃত্যু' জানিবে। অপরায় যাহা কিছু পূর্বলক্ষণমত 'পাঙ্‌ক্তেয়', তাদের মৃত্যু; কিন্তু অপরায় যাহা 'পাঙ্‌ক্তেয়' (in the same 'line' or 'order') নয়, সুতরাং, পরামৃতপ্রকৃতিতে যেটি 'সমুদ্ধৃত', সেটি অমুখ্যপ্রাণপ্রপঞ্চিতের কবল থেকে মুক্ত; 'মৃত্যোঃ' স মৃত্যুমায়াতি'—অতিমৃত্যু। অতএব, মুখ্য পর বা পরা সম্বন্ধে সাধিষ্ঠ; অমুখ্য অপর বা অপরারই সাধন। অর্থাৎ, অপরার ব্যবহার নির্বহণ যদ্‌দ্বারা হয়, তাহা অমুখ্যপ্রাণ। প্রণবের নাদবিন্দুসহ পঞ্চমাত্রা (অর্থাৎ, অর্দ্ধমাত্রা বিশেষতঃ) মুখ্যকেই সমাশ্রয় করে। অর্দ্ধমাত্রাসমাশ্রয় ব্যতিরেকে পরসাধিষ্ঠ যে মুখ্য, তার আশ্রয় মেলে না। আর, অর্দ্ধমাত্রা ব্যতীত তিন মাত্রাতে অপর এবং অমুখ্য বৃত্তিমান্। তার সেতুসমাশ্রয় হয় নাই।

যদি বল, ঐ তিন মাত্রাই ব্রহ্মাদি তিনগ্রন্থি পাটন করুক। না, তা হয় না। অর্দ্ধমাত্রারূপ সেতু না মিলিলে, দীক্ষায় যে দাক্ষিণ্য, দম এবং দাক্ষ্য—এ তিনের দ্বারা পরিশোধন এবং পরিপূরণ না হওয়ার দরুণ 'দান-দত্ত' সদোষবিকল হয়; সুতরাং, গ্রন্থিভেদপাটব সম্ভাবিত হয় না। অতএব দীক্ষাকে মৃত্যুমৃত্যুরূপা হবার জন্য সাধিষ্ঠক্রমসরণিটি পাইতে দাও। একটা 'static act' হইলে তো হবেই না; শুধু 'dynamic' হইলেও না; 'self-fulfilling' হইতে দিতে হয়। অপরার কৃতদাসী নয়; পরাপরমার সাধিকা।

**২৪॥ ঋতং বৃহদিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সংস্কারঃ॥**

(প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋকে) 'ঋতং বৃহৎ' ইত্যাদি তিনের দ্বারা (স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ—এই তিনের) সংস্কার॥

অদ্রিজেতি সদোষস্য শোধনং স্যাদমাত্রয়া।
শুচিষদিত্যুকারেণ সূক্ষ্মসংস্কার ইষ্যতে॥
সনাদবিন্দুনা মেন সংস্কার্য্যং যচ্চ কারণম্।
ঋতং বৃহদিতিজ্ঞেয়ং মূলসংস্কারমৌলিকম্॥

অদ্রিজেতি তন্ত্রশুদ্ধিঃ শুচিনা যন্ত্রশোধনম্।
ঋতেন বৃহতা শুদ্ধি র্মন্ত্রস্যাপি বিজানত॥
শরীরবাঙ্‌মনোজন্যং দেশকালনিমিত্তজম্।
তৃণেঢ়ি হংসযোগোঽয়ং যন্মলমদ্রিজৈস্ত্রিভিঃ॥ ১৪৯-৫২

'হংসঃ শুচিষৎ' ইত্যাদি মন্ত্রগর্ভিত অকারাদি 'ওঁকার মাত্রা দ্বারা এইভাবে তোমাতে যৎকিঞ্চিৎ সদোষ, তার শোধন সংস্কার সাধন করিবে। তন্মধ্যে 'অদ্রিজা' পদের অমাত্রা দ্বারা স্থূলে যাহা সদোষ, তার সংস্কার। 'অ' অগ্নি; অগ্নির দ্বারাই স্থূলে পাবনাদি সংস্কার। 'শুচিষৎ' পদে যে 'উ', তার দ্বারা সূক্ষ্মে সংস্কার। 'শুচি'-ও অগ্নি এবং সূর্যের নাম। কিন্তু এতে সূক্ষ্মে শুচিতা অভিপ্রেত জানিবে। 'ঋতম্ বৃহৎ' হইতে নাদবিন্দুসহ 'ম' আহরণ কর। এর দ্বারা কারণেও সংস্কার সাধন কর। বিশ্বে যত না 'ঋতম্' (Operative Law), তাদের ব্রহ্মসংস্থায় না আনিতে পারা পর্যন্ত কারণে চিকিৎসা ও সংস্কার হয় না। যেমন, শান্তিপাঠে—'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্। মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।' এই নিমিত্ত ঋতং বৃহৎ—অর্থাৎ, অনিরাকৃতব্রহ্মতত্ত্বরূপ যে ঋতম্, তাহাই 'মূলসংস্কারমৌলিকম্'। এর দ্বারাই—'সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্'—এই ব্রহ্মভাবনা দ্বারাই মূল বা বীজের যথার্থ সংস্কার সাধিত হয়।

এইভাবে, 'অদ্রিজা' দ্বারা তন্ত্রশুদ্ধি, 'শুচিষৎ' দ্বারা যন্ত্রশুদ্ধি, এবং 'ঋতং বৃহতে'র দ্বারা মন্ত্রেরও শুদ্ধি ভাবনা করিবে। 'অৎ'=অক্ষরসামান্য অবর্ণ; 'রি'=ঐ অক্ষরাধারে অগ্নিরূপে যাহা গতিমান্। এতেই জাত হয় সর্ববিধ ক্রিয়া। (অগ্নি=any form of energy)। এইরূপ শুচিষতের দ্বারা যন্ত্রশুদ্ধি বুঝিয়া লইও। শুচি=সূর্য যদি ধর তো বোঝার সূত্র সহজে পাইবে। এইভাবে অদ্রিজা প্রভৃতি ঐ তিন সংস্কার, বাক্, কায়, মানসে স্বগত অথবা দেশকালাদিনিমিত্তক যৎকিঞ্চিৎ 'মল', সে মল সমূলে নষ্ট করে। ইহা 'হংসযোগ'।

পুনশ্চ, 'অদ্রিজা' থেকে অ, 'শুচিষৎ' থেকে 'উ' 'ঋতম্' থেকে 'ম্' আহরণে পাইলে—অ+উ+ম্=ওম্। আবার, অদ্রিজার 'আ' এবং শুচিষতের 'ই' মিলিয়া 'এ'; এর সাথে অদ্রিজার 'অ' এবং ঋতমের 'ম্' লইলে হয় ঐম্। এই ওঁ ঐঁ ওঁ মন্ত্র দ্বারা স্থূলাদি সর্ব সংস্কার হয় জানিবে। প্রথম বা উদয় ওঁকারের

দ্বারা স্থূলে সংস্কার হইল ভাবনা কর; ঐঁ দ্বারা সূক্ষ্মে; এবং শেষ বা বিলয় ওঁকারে কারণেও।

**২৫।। হংসবত্যাদিভিস্তিসৃভির্যথাক্রমমস্ত্যাদীনি।।**

হংসবতী, গায়ত্রী এবং মধুমতী—এ তিনের দ্বারা যথাক্রমে অস্তিসংস্কার, ভাতিসংস্কার এবং 'প্রিয়ং'-সংস্কার॥

হংসত্যাস্তি সংস্কার্য্যং গায়ত্র্যা ভাতি শুধ্যতে।
মধুমত্যা প্রিয়ং শুদ্ধং তিসৃভির্ব্রহ্মভূয়তা॥
স্বিতি চ সবনাৎ স্বস্তি ভাতি ভর্গশ্চ ভর্জ্জনাৎ।
মরজঃ শ্রময়েচ্ছান্তি গ্রন্থীংশ্চ ধূনুতে মধু॥ ১৫৩-৫৪

হংসবতীর মন্ত্রার্থ এবং ভাবার্থ ভাবনা করতঃ তোমার অস্তিতাবোধকে শোধন কর। ব্রহ্মবস্তুই প্রাণ বা 'হংসঃ' রূপে স্বমহিমায় সর্ব ব্যাপিয়া 'অস্তি'। 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ', 'সর্ব্বব্যাপী', 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা', 'কর্ম্মাধ্যক্ষ' এবং 'সর্ব্বভূতাধিবাস'—এই উপাধিপঞ্চকে হংসকে দেখিয়া, তৎপরে, উপাধিমুক্ত 'কেবল' ইত্যাদিরূপেও দেখ। এইরূপ অস্তিতাসংস্কার সাধন কর হংসবতী সমাশ্রয়ে। গায়ত্রী ভাতিসংস্কারে প্রযোজিত হউক। এবং মধুমতী প্রিয়মের সংস্কারে। এই তিন সংস্কারসমাপনে কি হয়?—'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।'

পুনশ্চ, হংসবতী থেকে 'অ', গায়ত্রী থেকে 'উ' ('সবিতুঃ'), এবং মধুমতী থেকে 'ম' আহরণ কর। তারপর, সিঞ্চনার্থ যে সকার, তাতে 'উ' যোগে পাও 'সু' (=শোভন, সুন্দর; সুধাতু=সবনার্থে)। এর সাথে হংসবতীর 'অ' বা 'অস্তি' যোগ কর। কি হইল? সু+অস্তি=স্বস্তি। যা ছিল যে কোনভাবে অস্তি, সে অস্তি হইল স্বস্তি। স্বস্তিতে সোমসবন (সূক্ষ্মভাবে) হয়। এইবার ভর্জ্জনার্থ যে ভর্গঃ, তার 'ভ' কার, এবং ভাতির 'ভ'-কারে অভেদভাবনা কর। এই ভাবনাই তো গায়ত্রীতে 'ধীমহি'। ভাতিবোধ আর কিছুই নয়, সেটি সবিতা দেবতার যে বরেণ্য ভর্গঃ, সেই ভর্গোরূপ ভাতির অনুভূতি—'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'। এ ভর্গো ভাবনায় আমাদের বুদ্ধি

দ্বারা শুদ্ধ ভাতিতায় অধ্যস্ত যৎকিঞ্চিৎ মল, সে মল ভ্রষ্ট ও ক্ষালিত হইয়া যায়। ভাতি শুদ্ধ হয়। শেষ, শিববাচক যে 'শ', তাতে মধুমতীর 'ম্' যোগ কর। হইল 'শম্'। এতে প্রিয়ং-বোধের শুদ্ধি সাধন কর। ওমাদির অন্তে যে 'ম্', সেটিতে বারংবার স্পর্শাঘাত (impact) সঞ্চিত হইতে থাকে বলিয়া, রজঃস্থল (a point of accumulated stress) হয়। যে কারণে সে স্থল অতিক্রম করিয়া অর্দ্ধমাত্রায় স্বচ্ছন্দ গতি 'রুদ্ধ' বলিয়াও মনে হয়। এটিকে 'মরজঃ' বলা হইতেছে। এ মরজঃ প্রাণাদির উদ্‌বেগকর হয়, এবং ক্রিয়ার অগ্রগা হবার পথে গ্রন্থিরূপও হয়। এখন, 'শম্'-বীজ শান্তি জপদ্বারা উদ্‌বেগটির উপশম কর; এবং মধুমতী ও মধুবিদ্যা প্রয়োগে 'ম'-এর গ্রন্থি মোচন কর। এতে প্রিয়মের শোধন সংস্কার হইবে।

ঐ তিনটি বেদমন্ত্র এবং আরও দুইটি—'ত্র্যম্বকং' এবং 'জাতবেদসে'—এই মন্ত্রপঞ্চকের ব্যাহরণ ও অনুস্মরণপূর্বক যথাযথ বিনিয়োগে—অস্তি-র সঙ্গে ঋচ্ছতিও ('হংসঃ'-এর দ্বারা); ভাতি-র সঙ্গে প্রীণাতি-ও (গায়ত্রী ও মধুমতীর অন্যোন্যপাদসম্পুট দ্বারা); ভাতি-সুনোতি-যজতি-যচ্ছতি—এই চতুষ্টয়ও (গায়ত্রী-জাতবেদসে-ত্র্যম্বক—এই তিনের দ্বারা); ভাতি-যচ্ছতি—এ দুটিও (গায়ত্রী-ত্র্যম্বক পাদসম্পুট দ্বারা);—সাধন করিবে।

**২৬॥ শিক্ষা বৈশ্বানরাদিনা যজনং কস্মৈ দেবায়াদিনাপি চ॥**

(১০ম সূত্র কথিত) বৈশ্বানরাদি চতুষ্টয়ের দ্বারা, এবং 'কস্মৈ দেবায় হবিষা যজেম'—এই পদচতুষ্টয়ের দ্বারা যজনকে বলে—শিক্ষা॥

পূর্বসূত্রিত দীক্ষার 'যজন'-ই শিক্ষা। ('যজন' ১৬-১৯ সূত্রে)
বৈশ্বানরস্য যা বিদ্যা যা বৈদ্যুতস্য গোপিতা।
স্বারসিকী চ চান্দ্রস্য সৌরস্য চাপি বিদ্যতে॥
প্রাণপ্রণবয়োর্মুখ্যা বৃত্তয়ো দধতে হি যাঃ।
তাসু পারীণতা তূর্ণং শিক্ষয়া হ্যুপদিশ্যতে॥
শিক্ষয়া চেজ্যতে দীক্ষা শ্রদ্ধা হবিঃ সমুচ্ছ্রিতা।
কস্মায়ুপনিষন্মন্ত্রং জপে যজ্ঞামৃতং মহৎ॥ ১৫৫-৫৭

পূর্ব আলোচিত বৈশ্বানরের যে রহস্য বিদ্যা; বৈদ্যুতেরও যাহা গোপিতা; চান্দ্রের যে স্বারসিকী বিদ্যা; এবং সৌরসম্বন্ধিনী যে বিদ্যা;—এই বিদ্যাচতুষ্টয়ী প্রাণ এবং প্রণব, এ দুয়ের মুখ্যা বৃত্তিসমূহের বিধাত্রী। কিভাবে—তা আগে বলা হইয়াছে। যেমন, ওঁকার পরাব্যক্তবিন্দু থেকে নাদরূপে উদিত হন—ইহা সৌর; উদয়ে-বিলয়ে সেতু, সন্ধি, মেরু—এ তিন আশ্রয় করেন—ইহা বৈদ্যুত; বাগ্‌রূপে বৃত্তিমান্ রহেন—ইহা বৈশ্বানর; কলারূপে আপনাকে কলিত করেন—ইহা চান্দ্রমস। প্রাণ সম্বন্ধেও বৈশ্বানরাদি ভাব আগে সবিশেষ বলা হইয়াছে।

এখন, বৈশ্বানরাদি ঐ চারিটি বিদ্যায় সত্বর ‘পারীণতা’ লাভের যাহা সম্যক্ উপদেশ, তাকে শিক্ষা জানিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে—দীক্ষারূপ যে যাগ, সে যাগের যজন যদ্‌দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়, তাহা শিক্ষা। এ যজনে আপন শ্রদ্ধাকেই সম্যক্ উচ্ছ্রিত হবীরূপে পরিকল্পন করিবে। এবং ‘কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম’—এই পরম রাহস্যিক পদচতুষ্টয়ের ভাবসন্দোহপূর্বক ঐ শ্রদ্ধারূপ হবনটি হইতে থাকিলে; দীক্ষা-শিক্ষার ‘সমূহ’ ফল হয়—‘যজ্ঞামৃতং মহৎ’।

অহং হোতা মনশ্চিত্তমুদ্‌গাতাধ্বর্য্যুরেব চ॥
বোধো ব্রহ্মা হবিঃ শ্রদ্ধা দৈক্ষাগ্নিরমৃতং ফলম্॥ ১৫৮

এই দৈক্ষযাগ, ইহাতে ‘অহং’-কে হোতা, মনঃ এবং চিত্তকে যথাক্রমে উদ্‌গাতা ও অধ্বর্য্যু, এবং বোধ (বুদ্ধি)-কে ব্রহ্মা ভাবনা করতঃ, সেই দৈক্ষাগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ হবিঃ হবন কর, এবং তাতে অমৃত ফলের অধিকারী হও। ‘কস্মৈ’ ইত্যাদিতে ঐঁ প্রভৃতি মহা বীজচতুষ্টয়ও দোহন হইয়াছে।

পরের সূত্রে সেই অমৃত—

**২৭॥ অমৃতং প্রাণব্রহ্মণঃ॥**

প্রাণব্রহ্মবিদ্যায় অমৃত॥

বৈশ্বানরাদিরূপেণ বিজ্ঞানাৎ প্রাণব্রহ্মণঃ।
স্বস্মিন্নাধীয়তে কামং স্বধেতি হি ভবেৎ সুধা॥

বীজত্বেন বকারস্য ঘনত্বং সম্প্রসার্য্যতে।
উকারাদ্ যজনাদ্ দক্ষাদক্ষাশ্রয়াদ্ বিপশ্চিতা॥
অমিতি হংসবৃত্তিত্বমৃতমিতি হ্য তং বৃহৎ।
অমৃতমৃচ্ছতি বৃন্‌হোঽ নৃতমনিতি চার্ভকম্॥ ১৫৯-৬১

প্রাণব্রহ্মকে পূর্বোক্তক্রমে বৈশ্বানরাদিরূপে বিশেষভাবে অবগত হইলে কি হয়? প্রাণব্রহ্মের বিপুল বৈরাজ সত্তাশক্তি আপনাতেই ('স্ব') আহিত হয়; এবং এবম্বিধ আধান যথাকাম হয়। ফলে, প্রাণব্রহ্ম হন 'স্বধা'। শ্রুতি এবং অনুভূতি এই 'স্বধা'-কেই অমৃতধারারূপে 'দোহন' করেন। যাহা ছিল Unbounded Objective, সেটি হইল Intimate Subjective. অস্তি-ভাতি-ঋচ্ছতি—এ তিনে কেন্দ্রে 'ঘন' হইয়া হইল 'প্রিয়ম্'। স্বধারূপে যেটি 'বীজকোষ', সুধারূপে আবার সেটি হইল 'রস' ও 'মধু'। Intrinsic Interest হইল Intimate Enjoyment. 'স্বধা' শব্দে 'ব'-কারে বীজরূপে যে 'ঘনত্ব' ('depth dimension'), সেটি উকারে সম্প্রসারণ পাইল কিরূপে? বিপশ্চিৎ কর্তৃক উপযুক্ত অক্ষাশ্রয়ে সেটির দক্ষ যজনরূপ মন্থনের ফলে।

যেমন, ওঁকারাদি বীজে এবং মন্ত্রে। এতে যাহা 'স্বধা', তাকে 'সুধা'-রূপে দোহনের নিমিত্তই যত না দীক্ষা-শিক্ষা! এ দোহনকর্মে আদৌ উকারাদি স্বরকেই অক্ষরূপে গ্রহণ করিতে হয়; পরে, দক্ষ হইলে; স্বয়ং অর্দ্ধমাত্রাকেই অক্ষরূপা করিয়া লইতে হয়।

এইবার 'অমৃতম্' শব্দটি বোঝ—অম্+ঋতম্। 'অম্' বলিতে প্রাণব্রহ্মের 'হংসঃ'-রূপে বৃত্তিমান্ হওয়া—ইহা সূচিত হয়। 'ঋতম্' বলিতে প্রাণের 'ঋতং বৃহৎ'। 'বৃহৎ' এবং 'ব্রহ্ম'-এ যে 'বৃন্‌হ' ধাতু তাহা অমৃত-মৃচ্ছতি—'অমৃতেই' তার গতি এবং পরায়ণ। পক্ষান্তরে, 'অন্'-যোগে যে 'অনৃত', তাহা 'অর্ভক' বা স্বল্পতেই সীমিত। যাহা খণ্ডিত, ব্যাবৃত্ত, স্বল্প, অনৃত ও কৃপণ সেটিকেই ধরিয়া থাকে। তার গণ্ডীবন্ধন খুলিয়া তাকে উদার, সার্বজনীন হইতে দাও, সেটি আর অনৃত রহিবে না। 'বৃহৎ' এবং অনৃতের মধ্যে বিরোধ ও ব্যতিরেক। অর্ভকে আর অনৃতে অন্বয়। Do unto others what you would that they should do unto you. Kant-এর Categorical Imperative-ও স্মরণ কর। 'যদি', 'কিন্তু' ইত্যাদি দিয়া যত তাকে

ঘিরিবে, ততই তাহা অনৃতায়নে যাইবে। জপে বর্ণাদি কলাগুলিকে নাদবিন্দু এবং অর্দ্ধমাত্রায় অন্বিত না করা অবধি অমৃতায়ন ঘটে না।

**২৮॥ সর্ব্বং ভূতভব্যবিজ্ঞানং তদ্‌বিজ্ঞানে॥**

প্রাণবিজ্ঞানে ভূতভব্য সর্ব বিজ্ঞান॥

ভূতং ভূতং প্রাণনেন ভব্যঞ্চ প্রাণনেন তৎ।
প্রাণব্রহ্মণি যজ্‌জ্ঞানং তজ্‌জ্ঞানং ভূতভব্যয়োঃ॥
ভূতভব্যেষু সর্ব্বেষু কালিকানাং বিশেষণাৎ।
দৈশিকানাং নিপাতোঽস্তি তেন চ ভূতভব্যতা॥
কালিকং দৈশিকঞ্চাপি যতো নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
শাশ্বতিকাদত্রিকাচ্চ তন্মুখ্যপ্রাণনং মতম্॥ ১৬২-৬৪

প্রাণন নিমিত্তই ভূত হয় ভূত, ভব্য হয় ভব্য। প্রাণন=ব্রহ্মের মূল গতিবৃত্তিরূপতা। গতিবৃত্তিব্যতীত কোন কিছুই ভূতও নয়, ভব্যও নয়। এখন, যে ব্রহ্মবস্তুতে (Unbounded Substratum-এ) এই প্রাণনবৃত্তি বশতঃ ভূতভব্য জাত হইতেছে, সে প্রাণব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই সর্বভূতভব্য বিজ্ঞান। সাগরকে গতিস্থিতিতে যে সমগ্রভাবে জানিল, তার অতীতানাগত তরঙ্গাদি জানার কি বাকি থাকে?

ভূতভব্যে 'কালিক' ('tersor') বিশেষণ। এর সাথে 'দৈশিক' ('spatial') যুক্ত হয়। ফলে, ভূতভব্য মাত্রেই 'এই কালে—এই দেশে'। কালিকের সঙ্গে দৈশিকের 'নিপাত'। কিন্তু এ 'নিপাত'-টি হবার নিমিত্ত 'নিমিত্তের' অপেক্ষাও থাকে। সেটিকে বল 'নৈমিত্তিক' (Incident or Event Function)। ভূতভব্যমাত্রেই এই 'ত্রিক' ('trio') দ্বারা সম্ভাবিত হয়। যে শাশ্বতিক এবং অত্রিক পদার্থের দ্বারা কালিক-দৈশিক-নৈমিত্তিক সংহতিটিও সম্ভাবিত হয়, সেটিকে মুখ্যপ্রাণনরূপে জানিবে। স্বয়ং দৈশিকও নয়, কালিকও নয়, নৈমিত্তিকও নয়, অথচ, যেটি আধানদিরূপে না রহিলে কোন কিছুরি দেশে-কালে-নিমিত্তে নিরূপণ হয় না—তাকেই অগ্রে জান। তা হইলে

সর্বভূতভব্যবিজ্ঞান। যেমন, জপে একটার পর একটা ঊর্মিকলা আসে, যায়; তাদের পাদমাত্রাদি সম্বন্ধ বা ছন্দঃও দেখি। কিন্তু কোথা থেকে আসে, কোন আধারেই বা থাকে, কোথাই বা যায়—এ বিজ্ঞান, কিনা, অর্দ্ধমাত্রা-বিজ্ঞান না হইলে জপকর্মকে তো জানিলাম না, চিনিলাম না! তার অমৃতফলভাগীও হইলাম না!

**২৯॥ ভবো য ঈশানো ভূতভব্যস্য॥**

**(শাশ্বতিক, অত্রিক) প্রাণের ভবসংজ্ঞা; ভব ভূতভব্যের ঈশান॥**

শাশ্বতিকোঽত্রিকশ্চায়ং প্রাণো যো ভবসংজ্ঞকঃ।
বেবিষ্টে ভূতভব্যানি চেষ্টে তানি সমাসতঃ॥
কালিকৈর্দৈশিকৈর্যচ্চ নৈমিত্তিকৈর্বিতন্যতে।
ঈশানস্তস্য সর্ব্বস্য ত্র্যম্বকশ্চাষ্টমূর্ত্তিকঃ।
'নমঃ শিবায়'-মন্ত্রাস্যোঽঘোরাদিপঞ্চবিগ্রহঃ॥
প্রণবেন ত্র্যম্বকোঽসৌ চ পঞ্চাস্যঃ প্রণবেন চ।
প্রণবেন চাষ্টমূর্ত্তিঃ প্রণবপঞ্চবিগ্রহঃ।
নাষ্টৌ প্রাণো ন বা সপ্ত ন বা পঞ্চ ন বা ত্রিকঃ॥ ১৬৫-৬৭

প্রাণের 'ভব' সংজ্ঞা কেন? যেহেতু, যৎকিঞ্চি ভূত ও ভব্য, তাদের, দৈশিক-কালিক-নৈমিত্তিক—এই তিন প্রকারের সম্পাতী ('co-ordinates')-সহ, উদ্‌ভব প্রাণেই। প্রাণ আদি এবং নিত্য (শাশ্বতিক) 'ভব'রূপে আপন আধানে নিখিল ভূতভব্য 'ভাবন' করেন। সম্পাতে 'ত্রিক' হইয়াও প্রাণ স্বয়ং 'অত্রিক'—দেশ-কাল-নিমিত্তাবচ্ছিন্ন নয়। প্রাণ আধানরূপে সকল ভূতভব্যবৃত্তি ব্যাপিয়া আছে—যেমন, ব্যোম শব্দস্পন্দসম্পর্কে; মহাসিন্ধু তরঙ্গাদি সম্পর্কে। ইহা 'আধান' প্রাণের 'বেবিষ্টে' রূপ। অথচ, প্রাণ 'ঈশান' রূপে নিখিল ভূতভব্য 'ঈষ্টে'—ভূতভব্যের 'ঈশ্বর'। ব্রহ্মের জগৎকারণতা প্রাণকেই আধান এবং অধ্যক্ষ—দুইরূপেই গ্রহণ করে। দেশে, কালে, নিমিত্তে যা কিছু বিতত, তাদের 'ভব' যে প্রাণ, সে প্রাণকে এই দুইভাবেই দেখিবে। যেমন, জপাদিতে প্রাণই 'ভব', যা থেকে বাক্ ও মনের ব্যাপার

উদিত হয়, এবং যাতে তারা বিলীন হয়। অর্দ্ধমাত্রার সেতুতে প্রাণই একা 'জাগর্ত্তি'; এবং বিন্দুলীনতা প্রাণেরই। উত্থানও প্রাণের। উত্থানে নাদবিগ্রহ; ইত্যাদি।

এই 'ভব'কে 'অষ্টমূর্ত্তি', ত্র্যম্বক এবং অঘোরেশানাদি 'পঞ্চবিগ্রহ' বুঝিবে। 'নমঃ শিবায়'—এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ইঁহার পঞ্চাস্য। ওঁকার ইঁহার ঊর্দ্ধ্বাস্য। পূর্বালোচিত অঘোর-বামদেবাদি এঁর পঞ্চবিগ্রহ। প্রণবের অ, উ, ম, অথবা, নাদ-কলা-বিন্দু ইত্যাদি রূপে ইনি ত্র্যম্বক।

পুনশ্চ, শ্রীগণেশের মত ঈশানকেও ওঁকারস্বরূপও ভাবনা করিতে হয়। কেননা, প্রাণ=প্রণব=ভব=ঈশান। প্রণবের তিনমাত্রাদিতে ইনি ত্র্যম্বক; প্রণবের পঞ্চাবয়বে ইনি অঘোরাদি-পঞ্চবিগ্রহ; প্রণবের 'অষ্টদলে' (পূর্বেকথিত) ইনি অষ্টমূর্তি; এবং প্রণবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও তুরীয়াতীত—ইত্যাকার পঞ্চশক্তিতে ইনি পঞ্চাস্য। পুনশ্চ, প্রণবকে অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত—এই পাদসপ্তকে লইলে ইনি 'সপ্তলোকী'। এইরূপ উপাধি=সম্বন্ধ বিভাজনবশতঃ প্রাণরূপী ঈশান অনেকভাবে ভাবিত হইলেও স্বতঃ অষ্ট, সপ্ত, পঞ্চ, ত্রিক—এর কোন সংখ্যাদ্বারাই বিভাজিত নন। এই আদিম একত্ব (Fundamental Unitariness) অন্তিম সূত্রে বলা হইতেছে—

**৩০॥ বাঙ্‌মনঃ প্রাণত্বৈনৈকস্ত্রিধা॥**

বাক্ মনঃ এবং প্রাণ রূপে এক মুখ্যপ্রাণই ত্রিধা ভাবিত॥

একোঽপি ভব ঈশান ওঁকারনাথ ঈক্ষতে।
'ঐঁ স্যাং' যদ্ বাগ্‌ভবং বীজং 'ক্লীঁ স্যাং' মনোভবং তথা।
'হ্রীঁ স্যাং' প্রাণভবঞ্চাপি হ্যেবং স্যাৎ ত্রিকমত্রিকে॥ ১৬৮

শ্রুতিতে পাই—'একোঽহং বহু স্যাম্'—এইভাবে 'তদৈক্ষত'—তিনি ঈক্ষণ করিলেন। ওঁকারনাথ ভব ঈশান (প্রাণব্রহ্ম) সেইরূপ ঈক্ষণ করিতেছেন—'ঐঁ স্যাম্'—আমি ওঁ ঐঁ হই। এরূপ ঈক্ষণে বাক্ এবং বাগভব বীজ—দুই-ই উদ্ভূত হইল। ভব ঈক্ষণে হইলেন বাগ্‌ভব। পুনশ্চ, ভব ঈক্ষণ করিলেন—'ক্লীঁ স্যাম্'।

ফলে, মনঃ এবং মনোভব (কাম)-বীজ উদ্ভূত হইল। আবার, ভব ঈক্ষণ করিলেন— 'হ্রীঁ স্যাম্'। ফলে, কার্যপ্রাণব্রহ্মরূপ প্রাণ এবং প্রাণভব বীজ উদ্ভূত হইল। এইরূপে 'যিনি 'অত্রিক', তিনি 'ত্রিক' রূপে নিজেকে ঈক্ষণপূর্বক উদ্ভূত করিলেন। ভাষা রাহস্যিক; ভাব তলাইয়া বুঝিও পূর্ব বিচারসূত্রে, সিদ্ধান্তদীপে। প্রথম, প্রাণের প্রণব এবং ভবরূপটি বুঝিয়া, লও; তারপর, প্রাণের এক এবং ঈশানরূপ; শেষে, অত্রিকের (এর দ্বারা অষ্ট, সপ্ত, পঞ্চাদিও লক্ষিত) বাগাদিরূপে ত্রিকত্ব। যদি ব্রহ্মের 'ঐক্ষত'-কে গোড়ায় লও, তবে সে 'ঐক্ষত' আপনাকে ত্রিধা বিবৃত করে— 'অতপ্যত' (প্রাণভব), 'অকাময়ত' (মনোভব), এবং 'অকল্পয়ত' (বাগ্ভব)। শেষেরটিই বিশেষভাবে 'মনের কাজ' মনে হয় বটে, কিন্তু সমর্থ-বাক্সহকৃত না হইলে সমর্থকল্পন হয় না। এইজন্য বাক্পূর্বা সৃষ্টি। মনে যেটি 'কল্পিত', বাকে তাহা 'ক্৺প্ত'।

ইতি জপসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে মুখ্যপ্রাণ-পাদো নাম তৃতীয়পাদঃ॥

# তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ

**১।। প্রাণাঃ ক্ষরত্বাদধ্যক্ষরস্য।।**

যেটি অধ্যক্ষর, সেটির ক্ষরভাব হইলে, এক প্রাণ অনেক॥

অধিকৃত্যাক্ষরং যদ্ধি প্রভবেন্ মূলবৃত্তিমৎ।
অন্তরঙ্গা চ সদ্‌বৃত্তিস্তদধ্যক্ষরমুচ্যতে॥
স্থূলবৃত্তির্বহির্জ্ঞেয়া তটস্থা কূলবৃত্তিতা।
সন্ধিস্থা বহিরঙ্গাশ্চ প্রাণাঃ ক্ষরন্তি মূলতঃ॥ ১৬৯-৭০

অক্ষরবস্তুকে অধিকার করতঃ মূলবৃত্তিমৎ (Basic Functioning) যেটির 'প্রভব' (প্রকর্ষেণ 'ভবঃ') হয়, এবং যার বৃত্তি অন্তরঙ্গা (self-immanent, spontaneous), সেটি অধ্যক্ষর। প্রপূর্বক 'ভূ' থেকে প্রভব; প্রপূর্বক 'নু' থেকে প্রণব। প্রথমটিতে 'হওয়া'; পরেরটিতে বাকের দ্বারা 'হওয়ান'। এই 'হওয়া' এবং 'হওয়ান'—দুটি ভাবই অধ্যক্ষরে স্বতঃ। অধ্যক্ষর অপরকর্তৃক 'হয়' না; অথবা অপর প্রেরিত হইয়া 'হওয়ায়' না। এই অন্তরঙ্গা বৃত্তি ছাড়া আরও দুরকমের বৃত্তি সম্ভাবিত হয়—একটা স্থূলবৃত্তি, অপর কূলবৃত্তি। মোট তিন প্রকারের—মূলা, স্থূলা, কূলা। কূলাকে তটস্থা বা সন্ধিস্থাও বলে। এখন, প্রাণবৃত্তিসমূহ মূলা থেকে স্থূলা এবং কূলা রূপে ক্ষরিত হয়। স্থূলা বৃত্তিকে 'বহিরঙ্গা'ও বলিতে পার। এরূপ বৃত্তিব্যাপারে বহিঃ বা বাহ্যের অপেক্ষা মূখ্যভাবে থাকে। যেমন, stimulus & response; action & reaction : এতে peripheral action dominate করে। 'মাত্রাস্পর্শ'। প্রাণব্যাপার প্রায়শঃ reflex জাতীয়। ক্রিয়া সর্বতোভাবে না হইলেও মূখ্যতঃ 'যান্ত্রিক'।—'Mechanism of Life'. কিন্তু এই যন্ত্রপাশ প্রাণের নিজস্ব নয়; এর ফলে প্রাণ যান্ত্রিক হয় নাই। বহিরঙ্গা প্রাণের 'অপরা প্রকৃতি'। প্রাণ সন্ধিস্থা বা তটস্থা রূপে এ অপরাকে নিয়তই 'অধঃ' (subdue, exceed) করে, করিতে চায়। তার স্বকেন্দ্রীণ স্বভাবে প্রাণ ফিরিতে চায়। Biological and Psychological Evolution-এর মূলে এই সম্বেগ। প্রাণ এই কারণে আপন 'কায়ে' বা সঙ্ঘাতে কোষপরম্পরা (system of apparatus tending to intrinsic central control) নির্মাণ করে। বাহিরের apparatus বাহির লইয়া 'ব্যস্ত' রহিলেও, ভিতরেরগুলি স্বতন্ত্র অধ্যক্ষতায় স্থিত থাকিতে চায়। কেননা, প্রাণ স্বভাবে অধ্যক্ষর। জড়াণুদিতেও অনুরূপ এক 'আন্তর বা গুহ্য শক্তিপীঠ' আছে।

এখন, বহিঃস্থা এবং সন্ধিস্থা—এ দুইভাবে প্রাণ হইল অধ্যক্ষরের ক্ষর রূপ। মূলাবৃত্তি থেকে কূলা এবং স্থূলাবৃত্তিতে প্রাণ যেন 'নামিয়া' আসিল।

**২।। পঞ্চধা ক্ষরত্বেন প্রাণাঃ পঞ্চ।।**

ঐ ক্ষরভাবের পাঁচটি রূপবশতঃ প্রাণ হয় পঞ্চ প্রাণ॥

পরিনামাস্ত্রয়ো বাপি ষড় বাপি গতিকর্ম্মণঃ।
স্বস্তিকেন প্রতীকেন ক্ষরস্য পঞ্চধান্বয়ঃ॥
বেধলম্বতলানাং যা হ্যন্যোন্যভাবিতাকৃতিঃ।
তয়া সম্বধ্যমানানাং প্রাণানাং স্বস্তিকাকৃতিঃ॥
প্রাণাদিপঞ্চবৃত্তীনাং যো ধনর্ণবিভাগতঃ।
বিন্দুমপেক্ষ্য বিন্যাসঃ স্বস্তিকঃ স হি সর্ব্বভৃৎ॥ ১৭১-৭৩

ধর, কোন গতিকর্ম—any movement producing change. এই গতিপরিনামটি তিন অথবা ছয় ভাবে লওয়া যায়। তিনের দৃষ্টান্ত—তল, লম্ব, বেধ। এ তিনের প্রতিটিকে ধনে বা ঋণে লইলে হয় ছয়। যেমন, উদয়ে বিন্দু-নাদ-কলা; বিলয়ে কলা-নাদ-বিন্দু। অথবা, উদয়ে প্রাণ-মনঃ-বাক্; বিলয়ে বাক্-মনঃ-প্রাণ। ইত্যাদি। আবার, অ, ই, উ—তিন আদি অক্ষরস্বর; এ তিনের হ্রস্ব এবং দীর্ঘ। গণিতে, ত্রিকোণমিতিতে 'সাইন্' প্রভৃতি তিন মূল অনুপাত, এবং এ তিনের inverse. যন্ত্রমে মূল ত্রিকোণ এবং ষট্‌কোণ। সামান্যতঃ তামস, রাজস, সাত্ত্বিক—এ তিন পরিণাম, আর, জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে ইত্যাদি ষট্‌পরিণাম। এখন, এই ক্ষরপরিণাম তিনভাবেই কি ছয় ভাবেই লও, 'স্বস্তিকের' প্রতীকে, সে ক্ষরপরিণামের 'পঞ্চধান্বয়' হইবে।

'স্বস্তিক' বলিতে কি বুঝিব?

পূর্বালোচিত তল, লম্ব, বেধ (অ, ই, উ বর্ণ) নাও। এ তিনটিকে স্থির (static), অথবা অন্যোন্যভাবী (dynamic, one tending to become another)—দুইভাবে দেখা যায়। দ্বিতীয় দৃষ্টিতেই বিশ্বে যাবতীয় ক্ষরপরিণাম বিবেচনযোগ্য হইতেছে। এরা দেশকালাদিতে এদের 'পার্ট' অদল-বদল করিয়া লইতেছে—এখানকার, এখনকার তল, ওখানে ও অন্যকালে হইতেছে লম্ব; ইত্যাদি। বীজের তল, অঙ্কুরে লম্ব; আবার অঙ্কুরে লম্ব শাখাদির উদ্‌গমে তল। জপে উদয়ে নাদে লম্ব, কলোর্মিবিতানে তল, বিলয়ে বেধ।

এখন ধর, তল-লম্ব-বেধ পরিণাম অন্যোন্যভাবী হইতে যাইয়া কোন এক আকৃতি পরিগ্রহ করিতেছে। কি সেটা? তল নিজেকে প্রান্তে ঘুরাইয়া লম্ব, লম্ব আপনাকে প্রান্তে ঘুরাইয়া তল, করিল। এবং এই ঘোরানটি ধন-ঋণ দুই মুখেই হইল। আর, এইভাবে পরস্পর অবচ্ছেদক বক্রপ্রান্ত দুটি রেখা যদি তাদের অবচ্ছেদকবিন্দুসমাশ্রয়ে আবর্তনগতি পায় তো তাদের বেধমানও হইল। ফলে, যে আকৃতি (প্যাটার্ণ) উদ্ভূত হইল, সেটি স্বস্তিক। ইহা ক্ষরপ্রাণের আপন আকৃতি। লক্ষ্য করিয়া দেখ যে—এ আকৃতিতে প্রাণ পঞ্চান্বয় প্রাপ্ত হয়। আদি যে তল, তার ধনে প্রাণ, ঋণে অপান। ঐ অবচ্ছেদক রেখাদ্বয়ের ঊর্দ্ধ্বাধঃ (ধনে-ঋণে) যে উন্নতি-অবনতি (rise or fall), তাহা উদান। লক্ষ্য কর যে—আদিতলের উপরি দুটি 'উন্নতি' উদান; আর, নিম্নে দুটি 'অবনতি' উদান। শেষ, আদিতলের উপরি এবং নিম্নে দুইটি নূতন তলসংস্থা হইতেছে। এ দুটি ধন ঋণ সমান। এবং রেখাদ্বয়ের সন্ধিধৃতি যেখানে যদ্‌দ্বারা হইতেছে, তাহা ব্যান। ব্যানকে সন্ধিনী এবং ব্যাপিনী—দুভাবে লইবে। তা হইলে, মূল পঞ্চসংখ্যা দশও হইল—ব্যান ২, প্রাণ ১, অপান ১, উদান ৪, সমান ২।

প্রাণাদি বৃত্তিপঞ্চকের ধনে-ঋণে বিন্দু-সাপেক্ষ যে বিন্যাস, সেটি স্বস্তিক। এই স্বস্তিক সর্বভৃৎ। (পরিশিষ্টে রেখাচিত্রে এই স্বস্তিক প্রদর্শিত হইতে পারে।) এই স্থলে প্রাণের ক্ষরভাবে স্বস্তিকের যে তাৎপর্য, তাতে ধ্যান দিও। ক্ষরপর্বে আসিয়া প্রাণের ধর্মই হয় ঐভাবে তল-লম্ব-বেধের অন্যোন্যভাবিত্ব। একটা জীবকোষ অজৈব পদার্থপুঞ্জ হইতে কিভাবে নিজেকে 'উদ্‌বর্ত্তন' করে; সেটি আবার ব্যাষ্টিদেহে এবং

সমষ্টিতে উদ্‌বর্তনের পথে অগ্রসর হয়—এটি প্রণিধান পূর্বক ঐ স্বস্তিকান্বয়ে অন্যোন্যভাবিত্ব বুঝিতে যত্ন কর। এ স্থলে সংক্ষেপতঃ এ প্রসঙ্গ হইল।

চিন্তা করিয়া দেখ যে—জপরূপ প্রাণনক্রিয়াটিও স্বস্তিকাকৃতি। অর্দ্ধমাত্রা সেতুরূপা ব্যানস্থানীয়া। নাদের উদয়সামান্যে অপান; বিলয়সামান্যে প্রাণ। কলোর্মিগুলিতে উদান (+,-)। অক্ষসমতায় এবং মেরুসমতায় সমান। উদয়মেরুসমতায় +, বিলয়মেরুসমতায় –। আকৃতিটি স্বস্তিক হইলে তবে জপকর্মে স্বস্তি।

**৩।। হংস ইত্যেকমধিকৃত্য।।**

‘হংসঃ’—এই একের অধিকারে ঐ বৃত্তি পঞ্চতয়ী।।

হংস ইত্যেকমাদায় স্বস্তিকাকৃতিবৃত্তিতা।
মহাপ্রাণো হকারো যোঽনুস্বারাদ্ বিন্দুগাঢ়তা।
স্বস্তিকত্বং সকারেণ বিসর্গেণ ক্ষরজ্‌জগৎ।।
স্বস্তিকঃ প্রণবো যেন হীদং সর্ব্বং প্রণূয়তে।
প্রণুবন্তি যতঃ প্রাণাস্ততঃ প্রাণেন প্রাণিতি।।
স্থূলসূক্ষ্মেষু ভূতেষু জীবেষু চ মনঃসু চ।
অনুস্বারবিসর্গাভ্যাং ছন্দোগৌ স্তঃ সদা হসৌ।। ১৭৪-৭৬

পঞ্চধা প্রাণনবৃত্তি—যাহা স্বস্তিকাকৃতি—এক ‘হংসঃ’ এই মৌলিককে (Basic Operator) আধান রূপে পাইয়াই নির্বাহিত হইতেছে। অর্থাৎ, আকৃতির দিক্ থেকে স্বস্তিক; প্রবৃত্তির দিক্ থেকে ‘হংসঃ’; একটা Form Pattern, অপরটা Function Pattern. ‘হংসঃ’-এর বর্ণরসায়ন পূর্বে দেখান হইয়াছে। এখানেও দেখ—‘হ’ মহাপ্রাণ; অনুস্বারে মহাপ্রাণের বিন্দুমুখীনতা ও গাঢ়তা; ‘স’ এস্থলে স্বস্তিক; অন্তিম বিসর্গ হইল এই ক্ষরৎ জগৎ। হংসঃ পঞ্চধা প্রাণনরূপে প্রবৃত্তি এবং আকৃতি (Function & Form)—দুটিই অঙ্গীকৃত করিয়াছে। মুখ্যপ্রাণ অমুখ্য প্রপঞ্চে আসিতে গেলে শক্তিসামগ্রীকে বিশেষ আকৃতি বা নিরূপণে আসিতে হয়—Basic *elan* must function with respect to defined forms and ends.

আবার, স্বস্তিক মূলতঃ প্রণবের আকৃতি। অর্থাৎ, স্বস্তিকের যেটি পশ্যন্তী

দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিই দেখাইয়া দেয়—প্রণবেরও এইটি যথার্থ আকৃতি। প্রণবের ‘ওঁ’ কি ঠিক আকৃতি, অথবা, অপর কিছু? এর উত্তর পশ্যন্তী দৃষ্টিতে না যাইলে তো দেখা যায় না। স্বস্তিকের আকৃতি ধ্যানে রাখ; তা হইলে, যদৃচ্ছাকল্পন নিবারিত হইবে। স্বস্তিকাকৃতিও যে কিভাবে ‘উর্দ্ধ্বশুণ্ডমধঃশুণ্ডং’ ইত্যাদি রূপে প্রণবাকৃতি হয়—ইহাও বিভাবনীয়। প্রণবরূপী স্বস্তিকের দ্বারাই সর্ববস্তু ‘প্রণূয়তে’—তাদের প্রকৃষ্ট বাঙ্ময়াদি আকার পায় (সু=সুষ্ঠু, অস্তি+ক)। এবং যেহেতু স্বস্তিকাকৃতি প্রণবের দ্বারাই প্রাণপঞ্চক ‘প্রণুত’ হয়, সে হেতু প্রাণ ‘প্রাণিতি’—প্রাণ তার প্রাণনকর্মটি নির্বাহ করে। ‘প্রণুত’ হয় বলিয়াই ‘প্রাণিতি’। আবার এও মনে রাখ যে, প্রাণের দ্বারা ‘প্রণীত’ যেটি হয়, সেটি ‘অর্থ’। প্র-পূর্বক ‘নু’, ‘অন্’ এবং ‘নী’—এ তিনের অন্বয় ভাবনার বস্তু। শেষে লক্ষ্য কর যে, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ভূতগ্রামে, জীবসকলে এবং মানসে, অনুস্বার এবং বিসর্গ—এ দুয়ের দ্বারা ‘হ’ আর ‘স’—দুটি ছন্দোগ রহিয়াছে। অনুস্বার এবং বিসর্গ (পূর্বে সূত্রিত)—ব্যতীত কোথাও সিঞ্চিত ও সঞ্চিত প্রাণশক্তির ছন্দোগত্ব (rhythmicity) ঘটিতেছে না,—অর্থাৎ, ‘হংসঃ’ ব্যতীত।

**৪ ।। কায়বাঙ্মনোবুধ্যাদীনি সর্ব্বতো ব্যাপ্য সর্ব্বাঙ্গানি ।।**

কায়, বাক্, মনঃ, বুদ্ধ্যাদির সর্বাঙ্গ সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া (হংসঃ বৃত্তিমান্) ॥

কায়েন চিনুতে চান্নং তস্য মূলাদিভাবনম্।
মূলসন্ধী চ কায়ৌ দ্বৌ স্থূলশ্চান্য ইতি ত্রিধা॥
বুদ্ধের্বাঙ্ মনসশ্চাপি ত্রিত্বমেবং বিচার্য্যতাম্।
আদীন্যতীন্দ্রিয়াণি স্যুশ্চিত্তঞ্চাহঙ্কৃতিস্তথা।
সর্ব্বতো ব্যাপ্য হংসোঽহয়ং সর্ব্বাঙ্গানি সমীক্ষতে॥ ১৭৭-৭৮

নিখিলভূত তার কায় দিয়াই তার আপন আপন ‘অন্ন’ চয়ন করে, বাছিয়া লয়। ‘অন্ন’ শব্দটাকে জড় থেকে আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণ পর্যন্ত সর্বত্র যথাযথ ভাবনা করিবে। ‘চি’ ধাতু থেকে কায়। কায় ত্রিবিধ—স্থূলকায়, সন্ধিকায়, মূলকায়। মূলকায় বস্তুমাত্রের যাহা হৃল্লেখা, তদ্দ্বারা নিরূপিত।—The ‘Basic Body’. স্থূল বা সাধারণ

ব্যবহারনির্বহণ যে কায়, সে কায় ঐ মূলকায়ের সঙ্গে কতিপয় সন্ধিকায় দ্বারা সম্বন্ধ থাকে।—A system of 'Link Apparatus'. Link Apparatus Control Apparatus-ও বটে। জড়ে, প্রাণে, মানসে—সর্বত্র এই সন্ধিগুলির সন্ধান করিবে। কেননা, সন্ধি-সন্ধান ব্যতীত মূলের সন্ধান নেই। মূলে দোষ এবং তার শোধন, সন্ধি সাহায্যেই সম্ভাবিত। দীক্ষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য, সন্ধিকেই যথাভীষ্ট সক্রিয় করিয়া তোলা। সাধারণ মান্ত্রীদীক্ষা স্থূলক্রিয়; শাক্তী সন্ধিক্রিয়। সুষুম্না সন্ধিসত্তমা।

এই প্রকার স্থূল-সন্ধি-মূলরূপা যে ত্রিবিধা, সেটি বাক্, মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, চিত্ত, অহঙ্কার—এ সকলেও যোজনা করিবে। যথা বাকে বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী-পরা। মানসে 'অব' (sub) এবং 'অতি' (super)। 'অব'-টিই সন্ধিমানস। ইন্দ্রিয়াদিতেও ঐ ত্রিধা ভাবনা করিও। 'অতীন্দ্রিয়' আর 'ইন্দ্রিয়জ'—এ দুয়ের মাঝে সেতুসন্ধি আছে। অহঙ্কারেও স্থূল 'আমি' থেকে 'মূল' আমিতে যাই কিরূপে—এই তো সমস্যা! 'আমি'-র কোষবিমোচন হয় কিসে?

সর্বস্থলেই মূল অবধি যাবার উপায়—'হংসঃ'। হংসই সব কিছুর সর্বাঙ্গ সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া 'সমীক্ষতে'—সম্যক্ রূপে 'ঈক্ষণ' করিতেছেন। হংসযোগ—'হং' এবং 'সঃ'-এর সুষমতা-সমতা যোগ। এ যোগেই স্থূলে আর মূলে সমর্থ সন্ধিযোগ। মন্ত্রাদি জপেও বটে।

**৫॥ তস্মাৎ কোষকর্ম্মকারণপঞ্চকৈর্বৃত্তিত্বম্॥**

সেইহেতু কোষপঞ্চক, কর্মপঞ্চক এবং কারণপঞ্চক রূপে বৃত্তিমত্তা॥

সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ তথোপযোগ এব চ।
প্রতিযোগানুযোগৌ চ কর্ম্মণঃ বৃত্তিপঞ্চকম্॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তেতিকারণানি পঞ্চ চ।
পঞ্চকোষাঃ প্রসিদ্ধা যে হংসায়নং হি সর্ব্বতঃ॥
ধনর্ণদ্বন্দ্বমাশ্রিত্য প্রাণিত্যেষ হ্যপানিতি।
উদানিতি চ হংসো বৈ সমানিতি চ ব্যানিতি॥ ১৭৯-৮১

সর্বভূতে ত্রিবিধ কায় (Working App., Linking App. & Basic App.) সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া হংসঃ কোষাদিপঞ্চকলক্ষিত বৃত্তিভাক্ হন। প্রথমে, কর্মের পঞ্চধা বৃত্তি—সংযোগ, বিয়োগ, উপযোগ, প্রতিযোগ এবং অনুযোগ। সর্ববিধ কর্ম এই সংযোগাদি পঞ্চকে আসে কিনা, ভাবিয়া দেখ। ধর, ছয়টি পাদে গায়ত্রীজপরূপ কর্ম। উদয় থেকে বিলয় অবধি পদগুলির অখণ্ডৈকনাদে সংযোগ থাকা চাই; প্রত্যেক পাদ অন্য থেকে বিয়োগ বা বিভেদেও থাকা চাই। অথচ, প্রতিটির উপযোগ বা উপযোগিতা রহিবে সমগ্রের সাথে। উদয় ও বিলয় ওঙ্কারের প্রতিযোগ থাকিবে। শেষ, অর্দ্ধমাত্রা অথবা বিন্দুর অনুযোগেই এই প্রতিযোগটি হইবে। সাধারণ যে কোন কর্মদৃষ্টান্তেও এই পঞ্চযোগ বুঝিয়া লও। 'ভূতলে ঘট নাই'—এ ঘটাভাবের প্রতিযোগ ঘটে, অনুযোগ ভূতলে। মাচা থেকে ঘট আনিয়া ভূতলে রাখিলে; ভূতলে সংযোগ, মাচায় বিয়োগ। মাচায় বা নিকটে অন্যত্র ঘটটি থাকা আর ঘটটি আনা হইল উপযোগ।

গীতোক্ত এবং পূর্ব আলোচিত অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ প্রভৃতি পাঁচটি সর্বক্ষেত্রেই পঞ্চকরণ। কোষপঞ্চকও বহুধা বিবেচিত হইয়াছে। এই তিনটি পঞ্চকেই সর্বতঃ 'হংসায়ন' ভাবিয়া দেখিবে। অর্থাৎ, ঐ ত্রিবিধ বৃত্তিপঞ্চকস্থলেই প্রাণরূপী হংসকেই গতিমান্ দেখিবে। এ তিনের মধ্যে সংযোগাদি পঞ্চকে হংসের 'তন্ত্রায়ন'; কোষাদিতে বিশেষতঃ 'যন্ত্রায়ন'; এবং হেতুপঞ্চকে 'মন্ত্রায়ন'।

ধন-ঋণ—এই দুটি 'মুখ' লইয়া হংসই প্রাণিতি, অপানিতি, উদানিতি, সমানিতি এবং ব্যানিতি। হংসই প্রাণাদি প্রাণপঞ্চক। এগুলি পরে সূত্রিত হইতেছে—

**৬॥ অবিশেষো বিশেষে সন্ধায়কত্বেন ব্যানঃ॥**

বিশেষেও যেটি অবিশেষরূপে 'অবশিষ্ট', এবং যেটি সন্ধায়ক, সেটি ব্যান॥

অনিত্যস্য বিশেষেণ গৃহীতে ব্যস্তবিগ্রহে।
অবিশেষেণ শিষ্টোঽয়ং ব্যানঃ সন্ধায়কোঽস্তি যঃ॥
সর্ব্বব্যস্তসমস্তানাং ব্যানেন সংহতির্যতঃ।
উৎসীদেয়ুরিমে সর্ব্বে ব্যানস্য সন্ধিবিগ্রহাৎ॥
স্পন্দানাং যোজকো ব্যানো জনেঃ স্থিতেশ্চ যোজকঃ।
ন কিঞ্চিদ্ যুক্তমব্যানং ব্যানো বয়তি তন্তুভিঃ॥ ১৮২-৮৪

'প্রাণিতি' প্রভৃতি প্রাণের বৃত্তিপঞ্চতয়ীতে 'অনিতি' সামান্য ক্রিয়া। অর্থাৎ, সব কয়টিই অনিতির বিশেষ বিশেষ রূপ। প্রাণাপানাদি আকৃতিতে এই সামান্য বা অবিশেষ অনিতি বিশেষে গৃহীত হয়, ফলে, 'ব্যস্তবিগ্রহ' (বিশেষেণ গ্রহঃ)।—The undifferentiated function resolves into differential functions. কিন্তু প্রশ্ন হয়—সমগ্রটাই কি বিশেষে চলিয়া যায়, না, অবিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে ('remains over')? সর্বক্ষেত্রেই (শক্তিব্যবহারের) দেখিবে—পূরাটা ব্যস্তবিগ্রহে আসে না। অনেকটাই 'static', 'potential', 'reserve' ইত্যাদি রূপে আধার-অবশেষ রহিয়া যায়। অর্থাৎ, আধান ও নিধান—এই দুইরূপে। এ দুটিরূপে রহিতে গেলে—সেতু-সন্ধিরূপটাও আবশ্যক হয়। 'ভাণ্ডারে তো আছে সব—কিন্তু কাজে লাগাই কি ক'রে'—এই সমস্যা। জপাদি সাধনেও তাই। এখন, সর্বপ্রাণনব্যাপারে যাহা এই 'অবিশেষ' আধান-নিধান এবং সন্ধিস্থাপক রূপে রহে, সেটি ব্যান। জপে যেমন অর্দ্ধমাত্রাই ব্যানরূপিণী। যেহেতু, সর্ব ব্যস্তসমস্তের ব্যানের দ্বারাই সংহতি (interlinking). ইহা নিশ্চিত যে, ব্যানরূপ সর্বসন্ধি যদি বিগ্রহে পতিত হয়, তা হইলে, এই নিখিলসৃষ্টিই উৎসন্নে যাইবে। কেননা, স্পন্দাত্মক এই যে বিশ্ব, তার স্পন্দসমূহকে গুচ্ছাদি, শ্রেণিপ্রভৃতিরূপে সংহত (link-up) করিতে ব্যান। অতএব, জনি ও স্থিতি মাত্রেই 'যোজক' ব্যান। 'অব্যান', কিনা, ব্যানব্যতীত, কোন কিছুই 'যুক্ত' হয় না। এই কারণে বলা যায়—এই বিচিত্র-বিশ্ব বয়নের তন্তুসমূহ ব্যানই বয়ন করে। এই যে আমাদের শরীরাদি সঙ্ঘাত, তাতে এই নিখিলবিশ্ববয়নকৃৎ ব্যানকে চিনিবে। ব্যানেই লাগাও ধ্যান জ্ঞান। ব্যান Continuum Principle, also, Association or *Nexus* Principle.

৭॥ সমাসো ব্যাসে সাংগ্রহিকত্বেন সমানঃ॥
সকল ব্যাসে সংগ্রাহক সমাসরূপ সমান॥

ব্যস্তে সমস্যমানে যঃ সংগ্রহে কুশলোঽনিতি।
সমঞ্জসসমত্বেন স সমান ইতীরিতঃ॥
সমীকরোতি ভূতানি সর্ব্বান্ ধাতূংশ্চ প্রত্যয়ান্।
ঋতে ব্যানেন নৈর্গ্রন্থ্যং নৈঃসঙ্গ্যমসমানতঃ॥ ১৮৫-৮৬

যেটি ব্যস্ত, সেটি সমাসে আসে যে সংগ্রহকুশল 'অনিতি'-দ্বারা, এবং সমাসে বা সমাহারে সমঞ্জসতা এবং সমতা—এ দুটি আসে যার দ্বারা, সে 'অনিতি'র নাম 'সমান'। এক কথায়, সমানে ভূত, ধাতু (প্রকৃতি) এবং প্রত্যয়—সর্বস্থলেই সমীকরণ সাধিত হয়—the Principle of Equating and Assimilating. যাদের শক্তি-বৃত্তি বিভিন্ন প্রকারের অথবা বিভিন্ন 'স্তরের', অথবা ছন্দের, তাদের ঐ ঐ সম্বন্ধে সমঞ্জসতা (affinity) এবং সমতা (uniformity) সাধিত হয় কিসে?—এ সমস্যা তো সকল ব্যস্তবস্তুর সমাসে। অধ্যাত্ম-সামাজিকাদি ক্ষেত্রেও বটে। আহারে ভুক্তদ্রব্য রসরক্তাদি হইবে কিরূপে? মাটি, জল, বাতাসের বস্তু জৈববস্তু হয় কেমন করিয়া? পদার্থের রাসায়নিক সংযোগই বা হয় কেন? জপাক্ষরের ব্যস্ত ধ্বনি প্রভৃতি বিশেষতঃ বিলয়ে আবার নাদসমানতায় আসে কিভাবে? এই সবেরি নিমিত্ত 'অনিতি'-কে বিশেষ আকারে মিলাইতে হয়।

এই জন্য বলা হইতেছে—ব্যান ব্যতীত সব কিছু সন্ধিগ্রন্থিহীন—অসংহত, এলানো ('chaotic'); সমান ব্যতীত সব কিছু 'নিঃসঙ্গা'—একেবারে 'একক', 'একঘরে'—state of being isolated and singular without any contacting and communing point. ব্যান দুয়ে গ্রন্থি বা গাঁঠ বাঁধিল, সে গাঁঠ কি সমঞ্জস-সমতার গাঁঠ? যেমন ধর, গুরুশিষ্যসম্বন্ধের গ্রন্থি, বিবাহের গ্রন্থি। জপে অগ্নি আর সোম ব্যানগ্রন্থিতে আছে; কিন্তু তাদের সমতা? এইসব ভাবেই সমানকে 'সামলাও'। অঙ্গান্যাসাদি কর কেন? মন্ত্রস্পন্দকে আপনাতে 'হজম' করার জন্য নয় কি? 'গরহজমেই' তো জপে যত জ্বালা!

৮॥ উপায়োঽপায় উপয়িকত্বেনোদানঃ॥

অপায়স্থলে যে 'ঔপয়িক' (উপায়কুশল)-দ্বারা উপায় ঘটে, সেটি উদান॥

কোন কিছু অভীষ্ট থেকে অপেত হইতে চায়, কাছে বা সমীপে না থাকিয়া দূরে সরিয়া যায়; এটিকে যে উপায়কুশলতায় 'উপেত' করা যায়, তাকেই উদান বলা হইল—Convergence Function; Principle of Approximation (to a Limit).

অপৈতি দূরমায়াতি চোপৈতি পুনরন্তিকম্।
দূরস্যান্তিকবৃত্তিত্বে কেন্দ্রকাষ্ঠাতলাদিষু।
উপায়কুশলশ্চায়মুদেত্যস্য দ্বিবৃত্তিতা॥
নেদয়তি য উপৈতি মর্য্যাদাভিবিধিক্রমাৎ।
অনিতি সর্ব্বভূতেষু হ্যোদানোঽয়মুরুক্রমঃ॥ ১৮৭-৮৮

ধর, কোন অভীষ্ট কেন্দ্র, কাষ্ঠা, তল, মাত্রাদি। এখন, এদের সম্পর্কে কোন গতি-বৃত্তি কখনও বা দূরে সরিয়া যায়, কখনও বা অন্তিক বা সমীপে উপেত, আগত হয়। প্রথমটি অনভীষ্ট। অভীষ্টসম্বন্ধে ব্যবধানবৃদ্ধি, অসংহতা অকেন্দ্রগা গতি বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই, অভীষ্টসাধনে প্রয়োজন দুইটি—বৃত্তি বা ভাব দূর, দূরতর না হইয়া অন্তিক, অন্তিকতর হইবে; এবং সেটি অসংহত, অসঙ্গতাদি না হইয়া অভীষ্টলাভের উপায় হইবে। মিত্র কাছে এলেই ভাল; বৈরী দূরে থাকলেই ভাল। আবার, অভীষ্টের (কেন্দ্রাদির) সম্পর্কে যেটি অন্তিক এবং উপায়—দুই-ই হইল; সেটি মর্যাদা আর অভিবিধির ক্রমানুসারী হওয়া আবশ্যক। অভীষ্টকে শুধু একাংশে 'ছুঁইয়া গেলেই' কি হয়! তার সমাপত্তিতে যতদূর অবধি যাওয়া চাই, ততদূর অবধি না গেলেও তো হয় না! সব স্থল থেকেই দৃষ্টান্ত নিয়া এটি চিন্তা কর।

এইবার দেখ—উদান=উ+দ+আ+অন। 'উ'=উপৈতি; দ=দূরং নেদয়তি (দূরকে অন্তিক করে); আ=মর্যাদাভিবিধিসহ; অন=অনিতি।

বস্তুতঃ, যিনি উরুক্রম, তিনিই সর্বভূতে এই উদানরূপে অনিতি। জপে নাদমেরু এবং বিন্দুমেরু অবধি প্রাণকে 'তুলিয়া' (ধনে-ঋণে) দেয় উদান। বৃক্ষাদিতে মূলের রসকে শাখাপল্লবে; দেহে হৃদয়ের রক্তকে মস্তিষ্কে; ইত্যাদি সর্ব অনুবন্ধেই ঔপয়িক উদানকে ভাবনা করিবে।

৯॥ অপায়োঽনপায়ে বাহীকত্বেনাপানঃ॥

অনপায়স্থলে অপায় ঘটিতে যেটি 'বাহীক' ভাবে বৃত্তিমান্, তাকে 'অপান' বলে॥ (বাহীক = carrier, 'বহিঃ স্থিত' মানেও হয়।)

ধর, দুটি বস্তু পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে। এ সংযোগ ত্রিবিধ হইতে পারে—

নাভিসংযোগ, অরসংযোগ এবং নেমিসংযোগ। শেষ থেকে, লঘু, মধ্য, গুরু সংযোগও বলা যায়। সংযোগ উপাদেয় অথবা হেয় হইতে পারে। যেমন, জপবিলয়ে যদি বৈখরী ধ্বনি অথবা মানস সঙ্কল্প চলিতেই থাকে তো, সেটি হেয়। ক, খ—দুটি একত্র থাকিলে তাদের 'অনপায়'। তাদের 'অপায়' (separation, elimination, dissociation) আবশ্যক হইলে, তার নিমিত্ত 'বাহীক' (subtractive factor) থাকা চাই। যেমন, নিঃশ্বাস শরীরাভ্যন্তরে সদোষ হইলে প্রশ্বাসরূপে সেটির বহিঃপ্রক্ষেপ। শরীরে সঞ্চিত মলের নিষ্কাশন; ইত্যাদি। মানসেও এটি আবশ্যক। কেবল মলাদি হেয়স্থলেই বিয়োগ বাহীকের প্রয়োজন এমন নয়; যৎকিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত' ঘনীভূত, তার প্রসারণেও এটি চাই; ধনকে ঋণে আনিতেও চাই; 'ব'-কে 'উ' করিতে চাই; কৌর্মাধিকরণ মীনাধিকরণে আসিতে চাই; ইত্যাদি। Subtraction, Elimination, Isolation, Divergence—এসব কেবল হেয়স্থলেই নয়; সর্বস্থলেই অত্যাবশ্যক কর্ম।

অনপায়াচ্চ নেদিষ্ঠং দবয়তি হ্যপৈতি যঃ।
ব্যূহবিশেষমুদ্দিশ্য যস্য বাহিকবৃত্তিতা॥
হরতি যশ্চ ভাগেন বিয়োগাদ্ ব্যবধানতঃ।
হেয়স্য হরকঃ সোঽয়ং যোগক্ষেমোপকারকঃ॥ ১৮৯-৯০

অনপায়বশতঃ দুটি বস্তু নেদিষ্ট (নিকটতম) হইয়া আছে; এটা ওটাকে ছাড়ে না। এমত অবস্থায়, যেটি তাদের পরস্পর সরাইয়া 'দূর' করিয়া দেয় ('দবয়তি'), এবং নিজেও সেই সঙ্গে 'দূরে' যায় ('অপৈতি'), সেটি 'অনিতি'-র অপান রূপ। এই প্রকার নেদিষ্ঠকে তফাৎ করা অহেতুক নয়; অভিনব কোন 'ব্যূহ' বা সঙ্ঘাত এর উদ্দেশ্য থাকে। অর্থাৎ, অপান এক necessary *cosmic* principle, chaos সৃষ্টি করার জন্য নয়। যেমন, ওঁকারাদি জপে বিন্দু বিলয় অথবা বিন্দু থেকে উদয়; এ দুটি আবশ্যক কর্মে প্রাণাপানকে দেখিয়া লইবে।

অপান সৃষ্টির যোগক্ষেম প্রয়োজনেই 'হরক'-এর ভূমিকা পাইয়াছে। হরকের কর্মটি হয়—ভাগের দ্বারা, বিয়োগের দ্বারা, আর ব্যবধানের দ্বারা। ভাগ= dissociation and division; বিয়োগ = subtraction, elimination; ব্যবধান = divergence and isolation.

বিশেষভাবে, হেয়ের হরক অপান।

**১০॥ সমাযোগো বিয়োগে সাংসর্গিকত্বেন প্রাণঃ॥**

বিয়োগে সমাযোগ ঘটিতে সাংসর্গিকরূপে যেটি বৃত্তিমান্, সেটি প্রাণ॥

> ব্যূহবিশেষমুদ্দিশ্য যস্য সংসর্গবৃত্তিতা।
> পূরয়তি চ পুষ্ণাতি চোপাদত্তে বহিঃস্থিতম্॥
> সংযুনক্তি বিযুক্তং যো যুঞ্জানযুক্তযোজনাৎ।
> সর্গঃ সংহত্য পঞ্চানাং যতঃ স প্রাণ উচ্যতে॥
> পূরয়তি পকারেণ রেণ সাংসর্গিকস্তথা।
> আকারেণ হ্যুপাদত্তে প্রাণঃ প্রেষ্ঠশ্চ পঞ্চসু॥ ১৯১–৯৩

‘হরক’ ও ‘শোষক’–এর কথা তো অপানের প্রসঙ্গো হইল; কিন্তু ‘পূরক’ ও ‘পোষক’ সব কিছুতেই চাই তো? পূরণ এবং পোষণ ছাড়া আরও এক কর্ম আবশ্যক হয়—‘উপাদান’। ‘উপাদান’ মানে এ স্থলে অভীষ্ট ব্যূহ বা সঙ্ঘাত উদ্দেশ্যে কোন কিছুর সংযোজন (accession)। কোন সঙ্ঘাত (Organic Entity) কে উদ্দেশ করিয়াই হানও হয়, আবার উপাদানও হয় সর্বব্যবহারে। যথা, কোন জীবকোষ; অন্তঃকরণবিশেষ; সংহতক্রিয়াবিশেষ।

ধর, ‘ক’ সম্বন্ধে ‘খ’ বহিঃস্থ বা বাহ্য রহিয়াছে। কোন সঙ্ঘাতবিশেষে (‘ক’–এ) এর উপাদান হওয়া আবশ্যক। করে কে? প্রাণ। শরীরের রক্তে সমলতা কাটাইতে বহিঃস্থ বায়ু থেকে অক্সিজেন উপাদান করে ‘প্রাণবায়ু’। এইরূপ অন্য স্থলে। জপে প্রাণই প্রথম উদিত হইয়া মধ্যমা–স্ফোট থেকে নাদের উপাদান করে। পরে কলাদ্বারা নাদকে পূরণ, আবার নাদের দ্বারা কলাকে পোষণ করে। ‘খ’ অযুক্ত বা বাহ্য; সেটি যুঞ্জান–যুক্তরূপে যোজনা করে প্রাণ; এবং তদ্দারা ‘ক’–এর পূরণ–পোষণ সাধন করে। Addition, Accession, Amalgamation—প্রাণের কর্ম। সর্বক্ষেত্রেই। প্রাণ ছাড়া কেহই আত্মসাৎ, আত্মীয়, ‘আপন’ করে না। প্রাণের যোগই যোগ। প্রাণের

বৃত্তি 'সংসর্গ' (অপানে যেমন 'বিসর্গ')। যেহেতু, সকল 'পঞ্চ'-ই প্রাণের দ্বারাই 'সংহত' বা সমাযুক্ত হইয়া সর্গকর্মে বিনিযুক্ত হয়।—All 'fives' are organised into living unity.

'প্রাণ' শব্দে 'প'-কারে পূরণ; 'র'-কারে সংসর্গ; 'আ'-কারে উপাদান; 'ন'-কারে নিখিল পঞ্চকে বা প্রপঞ্চে প্রেষ্ঠতা (of utmost interest and intimacy) লক্ষিত জানিবে। 'প্রাণতুল্য প্রিয়' ইত্যাদি ব্যবহার চিন্তা করিও। এই 'প্রেষ্ঠ'-টিকে রক্ষা করার জন্যই না সর্বভূতে এত আবেগ, আকূতি! রক্ষা বা ক্ষেমও যেমন, বৃদ্ধি বা যোগও তেমন। এই অনির্বাণ যোগক্ষেম আকূতিতেই প্রাণের সকল সংসর্গ (যৌনাদিও বটে)।

১১॥ বিসর্গঃ সাংসর্গিকত্ববিরহাদুৎক্রান্তিঃ॥

উক্ত সাংসর্গিকত্ব-অভাব নিবন্ধন বিসর্গকে বলে 'উৎক্রান্তি'॥

সর্গো বিভজ্য পঞ্চানাং বিসর্গ ইতি মন্যতে।
সাংসর্গিকত্বসদ্‌ভাবে বিসর্গঃ স্যাদনুক্রমঃ॥
সংসৃজ্যন্তেঽসবো যেন স চেৎ স্বয়ং নিরস্যতি।
আত্যয়িকো বিসর্গঃ স্যাদুৎক্রান্তিরিতি মন্যতে॥ ১৯৪-৯৫

'বিভজ্য', বিভাগ করিয়া, (by dividing, splitting up) যে সর্গ, তাহা বিসর্গ (creating after dividing or splitting up)। যেখানে কোনরূপ সর্গ, সেখানেই এই রকম বিসর্গ আগে আবশ্যক হয়—না 'ভাঙ্গিয়া' কিছু 'গড়া' যায় না। কিন্তু বিসর্গ মাত্রকেই উৎক্রান্তি বলা যাবে না।

বিসর্গ দুই প্রকারের—সাংসর্গিক বিসর্গ (অনুক্রান্তি) আর আত্যয়িক বিসর্গ (উৎক্রান্তি)। এই ভেদটি না বুঝিলে উৎক্রান্তি বোঝা যাবে না। 'অসবঃ'—প্রাণাপানাদি পাঁচটিকে সংসর্গে, কিনা, সংহত বৃত্তিতে (in organic coefficiency-তে) রাখে যেটি, সেটিকেও 'প্রাণ' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ, প্রাণ পাঁচের একজন হইয়াও, 'পঞ্চায়েতের মোড়ল'। এখন, এই প্রাণ-পঞ্চায়েতের যেটি 'কাজ', তাতে বিসর্গ (subraction, elimination রূপে)-ও আবশ্যকীয় সন্দেহ

tion and division; বিয়োগ = subtraction, elimination; ব্যবধান = divergence and isolation.

বিশেষভাবে, হেয়ের হরক অপান।

**১০॥ সমাযোগো বিয়োগে সাংসর্গিকত্বেন প্রাণঃ॥**

বিয়োগে সমাযোগ ঘটিতে সাংসর্গিকরূপে যেটি বৃত্তিমান্, সেটি প্রাণ॥

> ব্যূহবিশেষমুদ্দিশ্য যস্য সংসর্গবৃত্তিতা।
> পূরয়তি চ পুষ্ণাতি চোপাদত্তে বহিঃস্থিতম্॥
> সংযুনক্তি বিযুক্তং যো যুঞ্জানযুক্তযোজনাৎ।
> সর্গঃ সংহত্য পঞ্চানাং যতঃ স প্রাণ উচ্যতে॥
> পূরয়তি পকারেণ রেণ সাংসর্গিকস্তথা।
> আকারেণ হ্যুপাদত্তে প্রাণঃ প্রেষ্ঠশ্চ পঞ্চসু॥ ১৯১-৯৩

'হরক' ও 'শোষক'-এর কথা তো অপানের প্রসঙ্গে হইল; কিন্তু 'পূরক' ও 'পোষক' সব কিছুতেই চাই তো? পূরণ এবং পোষণ ছাড়া আরও এক কর্ম আবশ্যক হয়—'উপাদান'। 'উপাদান' মানে এ স্থলে অভীষ্ট ব্যূহ বা সঙ্ঘাত উদ্দেশ্যে কোন কিছুর সংযোজন (accession)। কোন সঙ্ঘাত (Organic Entity) কে উদ্দেশ করিয়াই হানও হয়, আবার উপাদানও হয় সর্বব্যবহারে। যথা, কোন জীবকোষ; অন্তঃকরণবিশেষ; সংহতক্রিয়াবিশেষ।

ধর, 'ক' সম্বন্ধে 'খ' বহিঃস্থ বা বাহ্য রহিয়াছে। কোন সঙ্ঘাতবিশেষে ('ক'-এ) এর উপাদান হওয়া আবশ্যক। করে কে? প্রাণ। শরীরের রক্তে সমলতা কাটাইতে বহিঃস্থ বায়ু থেকে অক্সিজেন উপাদান করে 'প্রাণবায়ু'। এইরূপ অন্য স্থলে। জপে প্রাণই প্রথম উদিত হইয়া মধ্যমা-স্ফোট থেকে নাদের উপাদান করে। পরে কলাদ্বারা নাদকে পূরণ, আবার নাদের দ্বারা কলাকে পোষণ করে। 'খ' অযুক্ত বা বাহ্য; সেটি যুঞ্জান-যুক্তরূপে যোজনা করে প্রাণ; এবং তদ্দারা 'ক'-এর পূরণ-পোষণ সাধন করে। Addition, Accession, Amalgamation—প্রাণের কর্ম। সর্বক্ষেত্রেই। প্রাণ ছাড়া কেহই আত্মসাৎ, আত্মীয়, 'আপন' করে না। প্রাণের যোগই যোগ। প্রাণের

বৃত্তি 'সংসর্গ' (অপানে যেমন 'বিসর্গ')। যেহেতু, সকল 'পঞ্চ'-ই প্রাণের দ্বারাই 'সংহত' বা সমাযুক্ত হইয়া সর্গকর্মে বিনিযুক্ত হয়।—All 'fives' are organised into living unity.

'প্রাণ' শব্দে 'প'-কারে পূরণ; 'র'-কারে সংসর্গ; 'আ'-কারে উপাদান; 'ন'-কারে নিখিল পঞ্চকে বা প্রপঞ্চে প্রেষ্ঠতা (of utmost interest and intimacy) লক্ষিত জানিবে। 'প্রাণতুল্য প্রিয়' ইত্যাদি ব্যবহার চিন্তা করিও। এই 'প্রেষ্ঠ'-টিকে রক্ষা করার জন্যই না সর্বভূতে এত আবেগ, আকূতি! রক্ষা বা ক্ষেমও যেমন, বৃদ্ধি বা যোগও তেমন। এই অনির্বাণ যোগক্ষেম আকূতিতেই প্রাণের সকল সংসর্গ (যৌনাদিও বটে)।

১১॥ বিসর্গঃ সাংসর্গিকত্ববিরহাদুৎক্রান্তিঃ॥
উক্ত সাংসর্গিকত্ব-অভাব নিবন্ধন বিসর্গকে বলে 'উৎক্রান্তি'॥

সর্গো বিভজ্য পঞ্চানাং বিসর্গ ইতি মন্যতে।
সাংসর্গিকত্বসদ্ভাবে বিসর্গঃ স্যাদনুক্রমঃ॥
সংসৃজ্যন্তেঽসবো যেন স চেৎ স্বয়ং নিরস্যতি।
আত্যয়িকো বিসর্গঃ স্যাদুৎক্রান্তিরিতি মন্যতে॥ ১৯৪-৯৫

'বিভজ্য', বিভাগ করিয়া, (by dividing, splitting up) যে সর্গ, তাহা বিসর্গ (creating after dividing or splitting up)। যেখানে কোনরূপ সর্গ, সেখানেই এই রকম বিসর্গ আগে আবশ্যক হয়—না 'ভাঙিয়া' কিছু 'গড়া' যায় না। কিন্তু বিসর্গ মাত্রকেই উৎক্রান্তি বলা যাবে না।

বিসর্গ দুই প্রকারের—সাংসর্গিক বিসর্গ (অনুক্রান্তি) আর আত্যয়িক বিসর্গ (উৎক্রান্তি)। এই ভেদটি না বুঝিলে উৎক্রান্তি বোঝা যাবে না। 'অসবঃ'—প্রাণাপানাদি পাঁচটিকে সংসর্গে, কিনা, সংহত বৃত্তিতে (in organic coefficiency-তে) রাখে যেটি, সেটিকেও 'প্রাণ' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ, প্রাণ পাঁচের একজন হইয়াও, 'পঞ্চায়েতের মোড়ল'। এখন, এই প্রাণ-পঞ্চায়েতের যেটি 'কাজ', তাতে বিসর্গ (subraction, elimination রূপে)-ও আবশ্যকীয় সন্দেহ

নেই। এই দেহ বা মনের দৃষ্টান্তে দেখ। মনে যা কিছু 'গড়িয়া' উঠিতেছে, তাদের দরকার মত, 'ভাঙ্গিতে ভুলিতে' পারা তো চাই—বহিঃপ্রকৃতিতে যেমন 'ধ্বংস'। কিন্তু এ ভাঙ্গনাদি সংসর্গের যোগক্ষেম প্রয়োজনেই। এই নিমিত্ত—অনুক্রান্তি। কিন্তু, পঞ্চায়েতের মোড়ল বা মাথাটিই যদি 'ইস্তফা' দেয়—'নিরস্যতি'? তবে, সংহতি-সংসর্গ-সংঘটক (Organising Factor) সরিয়া গেল; ফলে, আত্যয়িক বিসর্গ=উৎক্রান্তি। শ্রুতি প্রভৃতি 'পরাণ মোড়লের' প্রসঙ্গ নানাভাবে করিয়াছেন। 'মোড়ল মা'নব না—নিজেরাই স্ব স্ব প্রধান হব'—এর ফলে কি দাঁড়ায়, তা দেখাইয়াছেন।

পরের সূত্রে এ প্রসঙ্গের অনুসরণ হইতেছে—

**১২॥ ব্যানস্য ব্যাবৃত্তত্বাৎ॥**

ব্যান ব্যাবৃত্ত হয় বলিয়া (উক্ত আত্যয়িক বিসর্গ সম্ভব)॥

সন্ধিঘটকতা যস্য তস্য ব্যাবর্ত্তনং বিনা।
নাত্যয়িকো বিসর্গঃ স্যাদ্ বেমবৈকল্যতো মৃতিঃ॥
একস্যৈব হি প্রাণস্য জ্যেষ্ঠস্য পঞ্চধান্বয়ঃ।
স্বয়ং সাংসর্গিকশ্চাপি ব্যানো গ্রন্থয়তীতরান্॥ ১৯৬-৯৭

ব্যান সর্বস্থলেই 'সন্ধায়ক' ('Link Principle') এবং অবশেষ প্রাণসামগ্রী (Residual Power Continuum)। কাজেই, যতক্ষণ অবধি ব্যানব্যাবৃত্তি (withdrawal and non-availability of the Reserve and Linking Power) না ঘটে, ততক্ষণ আত্যয়িক বিসর্গ হয় না। অত্যয় = অতি + অয় = এত দ্রুত ও অধিক 'ব্যয়', যার পূরণ সমানাদি কর্তৃক সম্ভব হইতেছে না—excessive running out. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যতক্ষণ ভরসা দিচ্ছে—'কুছ পরওয়া নেই, আমি তো আছি! চেক্ কাটলে পেমেণ্ট বন্ধ হবে না'—ততক্ষণ 'ফেল মারবার' ভয় কি? সব্বাইকার ভেতরেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ ব্যান। লেন-দেনের correspondence-ও তারি হাতে। কিন্তু ব্যান যদি বলে—'অমনধারা অত্যয়ে আমি আর পেরে উঠিনে বাপু!' —তাহলে? তা হ'লে ব্যাঙ্কে কারবার বন্ধ। এই কারবারে বন্ধকে 'বেমবৈকল্য'

(তাঁত বোনার উপমায়)-ও বলা যায়, আর অজপার টানা প'ড়েন চলল' না।—মৃতি=মৃত্যু। যদি বল—ব্যানকেই যদি ব্যাঙ্ক বা 'বেম' বানালে, তবে ঐ 'পরাণ মোড়লের পঞ্চায়েত' খাড়া করলে কেন? সন্ধায়ক ব্যান 'বেঁকে বসলেই' যদি সব বন্ধ, তবে ঐ 'সাংসর্গিক'-টির আর অপেক্ষা কিসের?

এর উত্তরে দ্বিতীয় কারিকায় বলা হইতেছে—এক প্রাণই 'জ্যেষ্ঠ'; এক প্রাণেরি পঞ্চধা অন্বয় (অপানাদি বৃত্তিতে) হয়। এরূপ পঞ্চধায় আসিয়া স্বয়ং 'সাংসর্গিক' ভূমিকাটি প্রাণ রাখে, আর, ব্যানের রূপে অপরগুলির গ্রন্থি বা সন্ধি 'গ্রথিত' করে ('গ্রন্থয়তি')। শক্তিরূপে অভিন্ন, প্রয়োগরূপে ভিন্ন। প্রাণ প্রধান, না, ব্যান প্রধান—এ জেরা সতর্ক হইয়া করিবে।

১৩।। অপানাভিভবাৎ সমানোদানয়োরনুপাতবিঘাতাৎ
সংসর্গাভাবাপ্রতিযোগিত্বপ্রসঙ্গাৎ।।

অপানের অভিভব হওয়ায়, এবং সমানোদানের (যোগ্য) অনুপাতের বিঘাত হওয়ায়, সংসর্গাভাবের প্রতিযোগী না হইয়া অপ্রতিযোগী হয় বলিয়া॥

সূত্রার্থ সাবধানে বুঝিতে হইবে। সর্বসংস্থাস্থাপক এবং সন্ধিসন্ধায়ক ব্যান যদি 'ব্যাবৃত্ত' (non-functioning) হয়, তা হইলে 'বাহীক' (বাহ্য-বাহক) যে অপান, সেটি গ্রন্থি-সন্ধি ছাড়া হইয়া 'উদ্দাম' হয়; সেটির 'রাশ' টানিয়া সেটিকে সাংসর্গিক (organising) প্রাণের 'শাসনে' আর রাখা যায় না। কাজেই, লাগামহীন অশ্বের মতো সে—অপান দ্বারা অপর তিনটির অভিভব (ব্যান তো ব্যাবৃত্ত হইয়াই বলিয়াছে—'আমি আর গ্রন্থি-সন্ধির ভার রাখিলাম না')। এক কথায়, বিসর্গ করে সংসর্গকে অভিভূত। সমান আর উদানের যে যোগ্য, অনুপাত, সে অনুপাতই সংসর্গের সহায়ক।

সুতরাং, ক্রমটি হইল এইরূপ—(ক) ব্যানের ব্যাবৃত্তি; (খ) অপানের অতিপ্রবৃত্তি; (গ) তজ্জন্য অপর তিনের অভিভব; (ঘ) তজ্জন্য সমানোদানের যোগ্যানুপাতবিঘাত; (ঙ) তজ্জন্য প্রাণের সাংসর্গিকত্বহানি। ব্যান=Underlying, sustaining and linking *elan.* ওখানে 'চাবি' না পড়িলে তো প্রাণের কারবার

কার্যতঃ বন্ধ হবে না। তাই ব্যানকে সামলাও। জপাদিতে বিন্দুসাধন তো এই জন্যেই। ব্যানের অবশ্য বিনাশ নেই (কেননা, 'Basic Structure'); তবে ব্যান কোন সঙ্ঘাতবিশেষ সম্পর্কে 'নিরস্ত' হইতে পারে। হইলে, ব্যানবৈমুখ্য, বেমবৈকল্য। ক্রমের মাঝখানে যে যোগ্যানুপাতবিঘাত বলা হইল, সেইখানেই বৈকল্য বিশেষ করিয়া ধরা পড়ে—যথা, দেহের 'metabolic ration', জড়ে 'atomic number', ইত্যাদি।

যোঽনুপাতো বিরোধেন বিরোধঘটকোঽপি সঃ।
বিঘাতো বাধতে যত্র চোপায়সংগ্রহান্বয়ম্।
বিগ্রহাচ্চ তয়োস্তত্র প্রাণস্য ন হ্যনুগ্রহঃ॥
ব্যানব্যাবৃত্তিজন্যেন বাহীকেন হি রংহসা।
ইতরাভিভবস্তস্মাদনুপাতবিঘাতনম্।
বিঘাতান্ধীনসংসর্গমাত্যয়িকং বিসর্জ্জনম্॥ ১৯৮-৯৯

অনুপাত 'অবিরোধে' অথবা 'বিরোধে' হইয়া থাকে। বিরোধে যে অনুপাত, সেটি বিরোধের ঘটকও হয়। যার মূলে বিরোধ, তার ফলেও বিরোধ। মূলে, কারণে, নিদানে বিরোধবশতঃ ফলে, কার্যে, বিধানে যে বিরোধ, সেটিতে 'বিঘাত' বল। মৌলিক এবং সন্ধায়ক (correspondence factor) ব্যানের ব্যাবৃত্তি ঘটিলে, অনুপাতবিরোধ (পারস্পরিক 'antipathy ratio') ঘটিয়া, ফলাদিতেও বিঘাত ঘটায়। দেখিয়াছি যে, প্রাণ সর্বসঙ্ঘাতেই 'উপায়' এবং 'সংগ্রহ'—এই দুই বৃত্তির অন্বয়ে রহিয়াছে। যাবৎ অন্বয় বা সন্ধি, তাবৎ প্রাণ অবিঘাতে বিদ্যমান। 'ঔপয়িক' এবং 'সাংগ্রহিক'—এ দুটি সন্ধিতে (ব্যানানুগ্রহে) না থাকিয়া বিগ্রহে ('antipathy ratio'-তে) আসিলে কি হয়? সাংসর্গিক যে প্রাণ, তার অনুগ্রহ সম্ভাবিত হয় না। ফল, উৎক্রান্তি। 'অনুগ্রহ'=অন্বয়েন গ্রহণম্। শেষের শ্লোকে ক্রমটি দেখান হইতেছে—ব্যান ব্যাবৃত্তিনিমিত্ত বাহীক যে অপান, সে 'রংহসা'—বলাৎ—অন্যের যে সংহতিসম্বন্ধ সে সম্বন্ধের বিঘাত ঘটায়; ফলে, সংসর্গহীনতা; তার ফলে আত্যয়িক বিসর্জন।

জপধ্যানভাবাদিতেও 'মৃত্যু' কিভাবে ঘটিতে পারে, তা ভাবিয়া দেখিও। 'জপ

করিতে করিতে মৃত্যু'—তো সাধকের অভীষ্ট। কিন্তু 'জপমৃত্যু' বলিতে 'জপের মৃত্যু' প্রায়শঃ মনে আসে। জপ প্রাণহীন হইল—'মরিয়া গেল'। জপমাত্রেই বিন্দুগর্ভা সেতুসন্ধিরূপা অর্দ্ধমাত্রা ব্যানস্থানীয়া। নাদ প্রাণ, জপকলাদির সংসর্গবিধায়ক। উদয়ে-বিলয়ে বাহীক (+,-) অপান। এ সকলের 'উপায়' এবং 'সংগ্রহ' অনুপাত রাখে উদান-সমান। 'উপায়' বলে—'এই আকৃতি, ছন্দঃ প্রভৃতিতে তোমাকে তুলিয়া রাখিতেছি।' 'সংগ্রহ' বলে—'ছট্‌কে যেও না, সমমানে, সমপাদে থাক তোমরা।' এইবার জপের মৃত্যু কিসে, তা বুঝিয়া লও।

বিঘাতের পর সঙ্ঘাত—

১৪॥ তদনুপাতসঙ্ঘাতেন সংসর্গাভাবপ্রতিযোগিত্বমেব॥

(পূর্বোক্ত) অনুপাতের সঙ্ঘাত হইলে সংসর্গাভাবের প্রতিযোগিত্বই ঘটে॥

'সঙ্ঘাত' পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। ধর, কতিপয় পদার্থের সংগ্রহ (combination) হইয়াছে; এ সংগ্রহে যদি তাদের পারস্পরিক সংহতির ধর্মটি মুখ্য থাকে তো সঙ্ঘাত। Sympathy or Congruence Ratio. প্রাণাধিকরণে শব্দাদির সবিশেষ উপযোগ। বিঘাতের অন্যথা সঙ্ঘাত।

বিগ্রহোঽস্তি বিঘাতেন সঙ্ঘাতেন সমন্বয়ঃ।
অতোঽনুপাতসঙ্ঘাতে সমানোদানয়োর্ভবেৎ।
সন্ধিঃ সৌখ্যমপি স্বাস্থ্যং ব্যানপ্রাণস্বভাবজম্॥
যো ন ক্ষোভয়তি ব্যানং বাহীকং নৈজয়েদ্ ভৃশম্।
সমানং শময়েৎ কামমুদানং ন সমুচ্ছ্রয়েৎ।
প্রাণং প্রসীদয়েদ্ যশ্চ প্রাণন্তং ন বিমুঞ্চতি॥ ২০০-২০১

বিঘাত স্থলে বিগ্রহ, সঙ্ঘাতে সমন্বয় (congruence)। অতএব অনুপাতে যদি অবিরোধ এবং সমন্বয় গুণটি থাকে, তা হইলে পূর্বোক্ত ঔপয়িক-সাংগ্রহিক উদান-সমানের বিগ্রহ না হইয়া সন্ধি বজায় থাকে। ফলে, সন্ধায়ক ব্যান এবং সাংসর্গিক প্রাণ—এ দুয়ের স্বভাবনিষ্ঠ যে সৌখ্য এবং স্বাস্থ্য, তা অব্যাহত থাকে। দেহমানসাদি

সর্ব সঙ্ঘাতেই সৌখ্য আর স্বাস্থ্য যে কিসে ‘যোগক্ষেমে’ রহিবে, সেই ভাবনাই তো সকল চলতি ভাবনার গোড়ার ভাবনা। (পরের সূত্রে যোগক্ষেমের কথা আসিবে।) ধর, জপ। এতে সৌখ্য আর স্বাস্থ্য কিসের? নাদের প্রশান্তবাহিতায় সৌখ্য; আর, সাধিষ্ঠ ব্যানবিধৃতিতে স্বাস্থ্য। এতে, সাধনক্রমানুযায়ী ক্রমিকতা আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রম থাকিলেই তো কাষ্ঠা। তাই প্রাণসাধনায় অজর-অমরতাও সাধ্য। কিরূপে? বলা হইতেছে—যে সাধক সন্ধি-বিধৃতিরূপ ব্যানকে ক্ষোভিত, সুতরাং ব্যাবৃত্ত করে না; অপানকে অত্যধিক (in excess, antipalhically) ‘উত্তেজিত’ করে না; সমানকে শাম্যে-সমতায় রাখে; উদানকে সমানের বিরোধে ‘সমুচ্ছ্রিত’ (overbearingly dominating) হইতে দেয় না; এবং সাংসর্গিক প্রাণকে প্রসন্নতায় রাখে;—তাকে প্রাণ তো ত্যাগ করে না। (জপে আ, ঈ, ঊ, ঋ প্রভৃতি দীর্ঘস্বরে উদানের সমুচ্ছ্রিত হবার আশঙ্কা থাকে; চন্দ্রবিন্দু বিশেষ করিয়া তাকে সমতায় আনিয়া শান্ত করে।) পরের সূত্রে এ প্রসঙ্গ চলিতেছে—

**১৫।। ব্যানসমাবৃত্তের্যোগক্ষেমৌ।।**

ব্যানের (ব্যাবৃত্তি না হইয়া) সমাবৃত্তিতে যোগ ও ক্ষেম॥

ব্যান = শেষ + সন্ধি (Residuum Reserve + Nexus); সমাবৃত্তি = পূরকদের সমাহার-সমন্বয়পূর্বক আবৃত্তি। সর্ব ব্যাপারেই হরক-পূরকের মিশ্র ক্রিয়াকারকতা চলে। আচ্ছা, এমন কোন স্থল হইতে পারে কি—যেখানে হরক বলে—‘আমি শূন্য’, পূরক বলে—‘আমি পূর্ণ?’ সেই স্থলই কাষ্ঠায় সমাবৃত্তির স্থল (অবশ্য, এর অতীতও এক পরম স্থল আছে)। কিন্তু সমাবৃত্তির সাধনে কলায় কলায় সমাবৃত্তি, যথা পৌর্ণমাসীতে। সুতরাং—সিদ্ধসমাবৃত্তি আর সাধনসমাবৃত্তি। সিদ্ধে আবৃত্তি সমতায় (সমে) নিঃশেষ হয়। এইবার ব্যান সম্পর্কে সমাবৃত্তি বোঝ—

শিষ্টঃ সন্ধিশ্চ স ব্যানো হরণাচ্চেন্ন ক্ষুভ্যতি।
আবৃত্ত্যা পূরকৈস্তর্হি শেষং সন্ধিঞ্চ পোষয়েৎ।
শিষ্টানাং পোষণে যোগঃ ক্ষেমঃ সন্ধিবিপোষণাৎ।
পোষ্টা প্রাণো হি সর্ব্বত্র চান্যেষাং সহযোগিতা॥ ২০২-২০৩

শিষ্ট-সন্ধি যে ব্যান, সে যদি হরণের ('running down'-এর) ফলে ক্ষোভপ্রাপ্ত না হয়; তা হইলে পূরকগুলির (additive and conserving factors) 'আবৃত্তি', কিনা, মর্যাদাভিবিধি সহকারে বৃত্তিবশতঃ, শেষ ('reserve') and সন্ধি ('relay')—এ দুয়েরি পোষণ বা পুষ্টি লাভ করে। পোষণ = accession and nourishment. দেহে 'হংসঃ', 'metabolic ratio', 'hormone balance' ইত্যাদি লইয়া এটি ভাবিয়া দেখিও। মানসে মেধা; ভাবে নিষ্ঠা; সমাজে সংহতি; ইত্যাদি।

তন্মধ্যে, যেটি 'শিষ্ট' (Reserve Power, 'কুণ্ডলী' প্রভৃতি), তার পোষণে 'যোগ'; আর, যেটি সন্ধি (linking factor), তার পোষণে 'ক্ষেম'। 'পোষণ' বলিতে পোষক বা 'পোষ্টা' কোন কিছুর অপেক্ষা হয়। ঐ শিষ্ট-সন্ধির পোষ্টাটি কি বা কে?—প্রাণ। সুতরাং; প্রাণবিজ্ঞান, প্রাণজাগৃতি, প্রাণসংযম এবং প্রাণের 'আয়াম'—এই কয়টি দ্বারাই উক্ত পোষণ কর্মটি সম্যক্ সাধিত হয়। অপান (বাহীক)-আদি এই প্রাণ-পোষণে সহযোগে নিয়োজিত হইবে—যেমন, প্রভুর কর্মে অনুচরবর্গ। জপে—প্রাণবিজ্ঞান অথবা অর্দ্ধমাত্রা বিজ্ঞানের আধারে বিন্দুস্থলে প্রাণজাগৃতি, উদয়ে প্রাণের আয়াম এবং বিলয়ে প্রাণের সংযমন। এটি উত্তম যোগক্ষেম সাধন।

ক্ষেম ও যোগ সূত্রিত হইতেছে—

**১৬।। প্লক্ষঃ ক্ষেমঃ সমত্বাদ্ যক্ষরক্ষসোঃ।।**

'যক্ষ' এবং 'রক্ষঃ'—এ দুয়ের সমতাস্থলে যে 'প্লক্ষ'-ভাব, সেটি ক্ষেম॥

কয়টি রহস্য শব্দ লক্ষণে।

যক্ষ=ধন=পূরণ; রক্ষঃ=ঋণ=হরণ।

ক্ষেতি প্রাণনবৃত্তৌ হি ক্ষেমক্ষয়াবুভৌ স্থিতৌ।
যকারাকারয়ো র্যোগাদ্ যক্ষো যোগায় যুজ্যতে॥
আদাবন্তে রসৌ যস্য রক্ষঃ ক্ষরবিপর্য্যয়াৎ।
ধনমৃচ্ছতি যক্ষোঽয়মৃণমৃচ্ছতি চেতরৎ।
ধনং চ রক্ষ্যতে যস্মাত্তদ্রক্ষ ইতি বা স্থিতম্॥

পূরণী হরণী বৃত্তিস্তয়োঃ সাম্যং সমাসতঃ।
তলে লম্বে চ বেধে চ ক্ষেমোঽয়ং প্লক্ষবিগ্রহঃ॥
ন লীনাতি ন লুনাতি লাত্যেব যোগ বনস্পতিঃ।
বৃহস্পতিশ্চ স প্লক্ষো হ্যশ্বত্থঃ পুনরব্যয়ঃ॥ ২০৪-২০৭

'ক্ষ'-এর দ্বারা প্রাণনবৃত্তিতে ক্ষেম ও ক্ষয়—দুই-ই যদি বোঝায়, তা হইলে 'ক্ষ'-এর সঙ্গে 'য' এবং 'অ'—এ দুটির যথাযোগ্য যোগে যে 'যক্ষ' শব্দটি হইল, সেটির যোগেই যোজনা বুঝিতে হইবে। শব্দটির আদিতে যকার, অন্তে অকার—এর দ্বারা যোগে যোজনাই সূচিত হয়। 'য' বায়ু বা গতি বীজ; 'অ'=অক্ষর সামান্য। যে কোন গতিবৃত্তি চলিয়া যদি অক্ষরাভিমুখীন হয়, তবে সেটি যোগদা বুঝিতে হইবে; যোগে যেমন প্রত্যাহারধারণাদি; জপে যেমন বিন্দুবিলয়; ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, আদিতে অন্তে 'র' এবং 'স্' থাকাতে 'রক্ষস্' বোঝায় ক্ষরবিপর্যয়—শুধু ক্ষরত্ব নয়, কিন্তু বিপরীত দিকে বা ভাবে ক্ষরের 'পর্যায়'—পরিণতি।—A process that is contra-indicated; not apposite but opposite. সুতরাং, 'রক্ষস্' হরণ ও 'ঋণ'-সূচক। যক্ষ ধনের বা পূরণের দিকে, রক্ষঃ ঋণ বা হরণের দিকে। অথবা, ধনকে (any desired end or value-কে) যা থেকে রক্ষা করিতে হয়, তাকে 'রক্ষঃ' বুঝিবে। (শেষে ঐ স্-কার—dissipation, waste, running-out ইত্যাদির কথা বলে; রক্ষঃ থেকে রাক্ষস।)

এই যে 'যক্ষ-রক্ষঃ' বা পূরণী-হরণী বৃত্তিদ্বয়—এ দুয়ের (পূর্বালোচিত) তল-লম্ব-বেধ—এ তিন মানেই 'সমাসতঃ' সাম্য রক্ষিত হইলে হয় 'ক্ষেম'। ক্ষেম প্লক্ষবিগ্রহ—অব্যয় অশ্বত্থ, এর বাহিরের রূপ। 'কল্য যেটি থাকিবে না'—অশ্বত্থ। অথচ, 'অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্'। নিরন্তর ক্ষরভাবেও অক্ষরবস্তু আপনাকে ঐ প্লক্ষরূপে দেখাইতেছেন—'সবই বদ্‌লাইতেছে, তবু দেখ আমি মূলে, প্রকৃতিতে, আকৃতিতে, শক্তিতে, ছন্দে এবং সন্ততিতে অক্ষরই রহিয়াছি।' অতএব, 'ক্ষেম' যে কি, তা ঐ প্লক্ষের দিকে চাহিয়া বোঝ।

শেষের কারিকায় তাই বলা হইতেছে—'ন লীনাতি', লীন হয় না; 'ন লুনাতি', ছিন্ন করে না; পরন্তু, 'লাতি'—পালনই করে, এমন যে বনস্পতি (এবং

উপলক্ষণায় বৃহস্পতি), তাহাই অব্যয় অশ্বত্থরূপী প্লক্ষ। ক্ষেমে 'ন লীনাতি' প্রভৃতি তিনটি ধর্ম বিদ্যমান থাকে—It never runs out; it never cuts off; but it ever sustains.

ন ব্যেতি বিন্দুমূলোঽয়ং লাতি নাদবনস্পতিঃ।
ন লীনাতি ন লুনাতি ক্ষেমদো বৃহতীপতিঃ॥ ২০৮

এই যে নাদরূপ বনস্পতি, এর মূল বিন্দু; ইহা অব্যয়। পাদমাত্রাকলাদি ইহা পালন করে। পাদমাত্রাদির লয় হয় বটে, কিন্তু স্বয়ং নাদের লয় হয় না (বিন্দুবিলয়ে যে লয়, সে লয় সপাদ, সমাত্র, সকলের সম্বন্ধেই)। ইহা অখণ্ড, ছিন্নও হয় না। এ বনস্পতিটিকে ক্ষেমদ বৃহতীপতিরূপে ভাবনা করিবে। অতঃপর, যোগসূত্র—

**১৭॥ উক্ষা যোগঃ সমত্বাদ্ বীজক্ষেত্রয়োঃ॥**

বীজ আর ক্ষেত্রের সমত্ব হইলে যে 'উক্ষা' (উক্ষন্=বৃষ), তাহা যোগ॥

পূর্বসূত্রে 'প্লক্ষ', এখানে 'উক্ষা'।

'ক্ষেত্র' বলিতে যে কোন উপাদান (material), যেটি 'উপাদেয়' (suitable) করিতে হইবে। উপাদেয় করিতে মন্ত্রাদির (principle, plan, pattern) দরকার হয়। যাহা 'মন্ত্রী', সেটি 'বীজ' (the principle fashioning)। এখন দেখ—সর্বস্থলেই উপাদান এবং উপাদেয়ের মধ্যে 'ব্যবধা' (hiatus) থাকে। ক্ষেত্র রহিয়াছে, কিন্তু বীজের উপযোগী নয়। এ দুয়ের ব্যবধা দূর করিয়া তাদের সত্তা-শক্তি, ছন্দে, আকৃতিতে সহযোগিতায় সরূপতায়, এবং অন্তে সমতায় নেওয়াই যোগ। একটা সাধারণ রূপাদি প্রত্যক্ষ যে কিভাবে হয়, তা থেকে ধ্যানসমাধি পর্যন্ত—সবই এই সূত্রলক্ষণে ভাবিয়া দেখ। গ্রাহ্য আর গ্রহীতার মাঝে hiatus টি দূর হয় কিসে—এই তো আসল কথা।

আদাবন্ত উনৌ ক্ষস্য দধাতে দ্বে চ বৃত্তিতে।
একয়া ব্যবধা প্রাপ্তাঽন্যয়া তস্যা নিবর্ত্তনম্॥

বর্ষণাদ্ ব্যবধাবেধশ্চাত উক্ষা মহান্ বৃষঃ।
ক্ষশ্চ ক্ষেত্রং বিজানীয়াৎ ক্ষ্মাক্ষৌণীতি নিরূপণাৎ॥
ক্ষেত্রং কিঞ্চন সংক্ষোভ্যং বীজং সংক্ষোভকং ঘনম্।
শব্দার্থচিতিচিত্তেষু যোগো যুক্তিস্তয়োর্মিথঃ॥২০৯-১১

'উক্ষন্' শব্দের আদি-অন্তে 'উ' আর 'ন' দুটি বর্ণ 'ক্ষ'-কে মধ্যে রাখিয়া রহিয়াছে। এ দুটির মধ্যে 'উ'-তে ব্যবধাবৃত্তি আর 'ন'-তে ঐ ব্যবধার নিবৃত্তি সূচিত হয় জানিবে। নিখিল সৃষ্টির উপাদানকে ('Cosmic stuff') উপাদেয় করতঃ যিনি হন বীজবর্ষণকৃৎ, তিনি বেদাদিতে মহান্ বৃষরূপে ভাবিত হইয়াছেন। 'উক্ষা' তাঁর রহস্য নাম। বর্ষণ সামর্থ্যের কাষ্ঠা না পাইলে কোথাও ও-দুয়ের ব্যবধা দূর হয় না। কাজেই ব্যবধাবেধপারীণ কেউ থাকা চাই। ইনি পুরাণে বৃষভবাহন যোগেশ্বর।

'উক্ষন্' শব্দের মাঝে যে 'ক্ষ', সেটি ক্ষেত্র. কেননা, 'ক্ষ্মা', 'ক্ষৌণী' প্রভৃতিতে 'ক্ষ' ঐভাবে নিরূপণীয়। সংক্ষেপে যাহা কিছু 'সংক্ষোভ্য' (liable to treatment; stressable and strainable), তাহা ক্ষেত্র; আর, যেটি সংক্ষোভক (what treats; fashions or informs), তার ঘনতায় হয় বীজ। 'হ-ক্ষ', শব্দ-অর্থ, চিত্ত-চিতি—এ সকল স্থলেই উপাদান-উপাদেয়ের ব্যবধা নিরসন পূর্বক যেটি তাদের 'মিথঃ' (তাদাত্ম্যপরিসীমা পর্যন্ত) যুক্তিটি সংঘটন করিতে পারে, তাকে বলে যোগ। আজ্ঞায় দ্বিদলে 'হ-ক্ষ' দুটি বর্ণ। এ দুটির মধ্যে মহাপ্রাণবর 'হ' 'বৃষ' (বীজপ্রদ); আর 'ক্ষ' (শিষ্যাদিরূপে) ক্ষেত্র ('গাভী')।

**১৮॥ ক্ষেমশ্চ যোগো জপাৎ॥**
জপে ক্ষেম এবং যোগ॥

হরণপূরণাপেক্ষি সমত্বং ক্ষেম উচ্যতে।
ব্যবধাপায়তঃ সাম্যং যোগশ্চ ক্ষেত্রক্ষেত্রিণোঃ॥
দেশকালাদিজন্যা সা ব্যবধাঽপি চতুর্বিধা।
ভুক্তিযুক্তিশক্তিরূপৈস্ত্রৈবিধ্যং সাঽপি গচ্ছতি॥

ক্ষেমজপো হি ধৈর্য্যায় বীর্য্যায় যোগজাপনম্।
ক্ষেমযোগশ্চ শৌর্য্যায় যোগক্ষেমেণ সূরিতা॥২১২-২১৪

জপে ক্ষেম, যোগ, ক্ষেমযোগ এবং যোগক্ষেম—এই চারিটি ভূমি অধিগমের প্রসঙ্গা হইতেছে বর্তমান সূত্রে। ক্ষেম যে হরণ-পূরণাপেক্ষি সমত্ব, তা দেখান হইয়াছে; আর ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রীর মধ্যে যে ব্যবধা, সে ব্যবধার অপায় বা অপগম জন্য তদুভয়ের যে সাম্য, সেটিকে যোগ বলা হইয়াছে।

পূর্বে বহুস্থলে বলা হইয়াছে যে—দেশ-কাল-বস্তু-সম্বন্ধ-নিমিত্তক বাধা হয় চতুর্বিধঃ—অবরোধ, প্রতিরোধ, নিরোধ ও বিরোধ। বাধা ব্যবধা সৃষ্টি করে। যেমন, যে কোন বৃত্তি আর তার উদ্দিষ্ট ফল। সুতরাং দেশব্যবধাদি ভেদে ব্যবধাও চতুর্বিধা।

পুনশ্চ, ভুক্তি, যুক্তি এবং শক্তি—এই ত্রৈবিধ্যে ব্যবধা ভাবিত হইতে পারে। ভূক্তিবিষয়িণী ব্যবধা—যেটি সাক্ষাৎ অনুভবে, প্রত্যয়ে 'ভোগ'রূপে (as actual feeling or enjoyment, pleasant or painful) আছে। ইষ্টের সম্পর্কে যে ব্যবধা, সেটি সুখের তো হয় না; ব্যথা-বেদনারই হয়। তথাপি অনিষ্টের ব্যবধাও বিবেচ্য। যুক্তিব্যবধা হয় যেটি, সেটি সাক্ষাৎ ব্যথাবেদনাদিতে জানিতেছি না বটে, তবু যুক্তিবিচারে (in thought and understanding- এ) জানিতেছি। প্রথমটি feeling-কে লইয়া; পরেরটি thinking-কে। প্রথমটি বিশেষভাবে বস্তুকে ('what') নেয়; অপরটি তার কার্যকারণাদি সম্বন্ধকে ('how' and 'why')। একটি সাধারণ জ্ঞান; অপরটি বিজ্ঞান। শেষ, শক্তিব্যবধা—বুঝিতেছি যে শক্তিতেই (in power or capacity) ব্যবধা বর্তমান। এটি ক্রিয়াশক্তি বা will-কে বিশেষভাবে আশ্রয় করে। প্রথমটির সঙ্গো ইচ্ছার সম্পর্ক নিকট; দ্বিতীয়ের সঙ্গো জ্ঞানের।

এখন, পূর্বোক্ত চতুর্বিধা এবং শেযোক্ত ত্রিবিধা ব্যবধার অপায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রীর যে সমতা, তাকে যোগ বলে ('সমত্বং যোগ উচ্যতে')।

বলা হইতেছে যে—ক্ষেমজপে ধৈর্য এবং প্রতিষ্ঠা অধিগত হয়—creates and maintains a stable equilibrium, an all-round balanced condition. যোগজপে অধিগত হয় বীর্য—creates and maintains a continuous unfoldment of power in প্রকাশ and বিকাশ। অর্থাৎ, সাধন বীর্যবৎ, বীর্যবত্তর এবং বীর্যবত্তম হয়। এককথায়, সমস্তকিছুতে কুণ্ডলীর জাগৃতি ও স্ফুরণ। তারপর, ক্ষেমযোগজপে 'শৌর্য্য'। ধর, কোন এক ভূমিতে ধৃতি ও প্রতিষ্ঠা (ক্ষেম) রহিয়াছে; সে ধৃতিকে আরও গভীর ও সাধিষ্ঠ করিতে হইবে। এটি ক্ষেমযোগ (what intensifies and deepens what is stable)। শেষ—যোগক্ষেমজপ। এতে 'সূরিতা'। অধ্যাত্মাদি ভূমিতে যৎকিঞ্চিৎ অভিনব 'যোগ' (novel phase of mystic experience) ঘটিতেছে, সেটির 'সংরক্ষণ' এবং 'পরিপোষণ' (preserves, enriches, fulfils)। যোগে অগ্নি, আর ক্ষেমে সোম মুখ্যাধিকারী রহেন।

পরের সূত্রে প্রাণবিজ্ঞানের অন্বয় যোগক্ষেত্রে বলা হইতেছে—

**১৯।। প্রাণাপানয়োরন্যোন্যহবনাৎ সাংগ্রহিকত্বৌপয়িকত্বসংস্থা সংঘটকত্বাৎ॥**

প্রাণাপানের পরস্পর হবন নিমিত্ত সাংগ্রহিকত্ব (ক্ষেম) এবং ঔপয়িকত্ব (যোগ)—এতদুভয়ের সংস্থাসংঘটন জপে সাধিত হয় বলিয়া॥

'সংস্থাসংঘটন' বলিতে কি বুঝিব? ধর, কোন ভূমির উপর এক বৃহৎ মন্দির বানাইবে। ভূমিটি দৃঢ় তো, স্বতঃ এবং পারিপার্শ্বিক কারণে নির্ভরযোগ্য তো, এবং উদ্দেশ্যের পক্ষে ঠিক অভীষ্ট এবং যথেষ্ট তো?—এই তিন প্রশ্নের অনুকূল উত্তর মিলিলে তবে বলা যায় যে, ভূমিটির পরিকল্পিত মন্দির সম্বন্ধে সংস্থাসংঘটকত্ব আছে। এখন, পূর্বোক্ত ঐ চারি প্রকারের জপক্রিয়ায় এই ধর্মটি আছে কি, আর, থাকিলে কেন আছে—এর অনুসন্ধানে বর্তমান সূত্র।

জপেন জুহ্বতি প্রাণমপানেঽপি বিলোমতঃ।
অন্যোন্যহবনাজ্জাপে সমানোদানসংস্থিতিঃ॥
সাংগ্রহিকস্য সংস্থায়াং ক্ষেমো ভবতি কৌলিশঃ।
ঔপয়িকস্য সংস্থায়াং যোগো ভবতি কৌলিকঃ॥
সংস্থারম্ভাৎ সমারভ্য সংস্থাসিদ্ধিঞ্চ সাধয়েৎ।
সংস্থাপারমিতারূপো জপঃ সংঘটকঃ পরঃ॥ ২১৫-১৭

জপে দেখিয়াছি যে, আপনাকে (অর্থাৎ, বাহীককে) প্রাণে (সাংসর্গিকে) 'হবন' করা হয়; এবং এ হবন কর্ম বিলোমেও করিতে হয়। ফলে, প্রাণাপানের সমতা সাধিত হইলে ইষ্টে অভিসম্পন্নতাদি ঘটে। যতক্ষণ বিষমতা, ততক্ষণ দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে কেউ কারুর নিকট অভিভব স্বীকার করে না। দুয়ে দুয়ের 'জের' মেটাতেই হয়রাণ!

প্রাণাপানের অন্যোন্যহবনে সমানোদানের সংস্থিতি ঘটিতে থাকে। সমান সব কিছুকে ক্ষেমে রাখিবে, উদান রাখিবে যোগে। একে সংগ্রহ; অন্যে উপায়। এক সব কিছুতে ইন্ধন সংগ্রহ করে; অপরে বেদীতে সাজাইয়া অগ্নির মন্থনাদি করে। এই কর্ম দুটিতেই হরণ-পূরণ, বিসর্গ-সংসর্গের অপেক্ষা থাকে। ভাবিয়া দেখ। যাবৎ বিসর্গ-সংসর্গের দ্বন্দ্ব চলে, তাবৎ সংগ্রহেরও সংস্থা (settled condition) হয় না, উপায়েরও হয় না। দুয়েই তাবৎ ব্যস্তবিব্রত। বিসর্গ-সংসর্গের সমতায় এটি যায়।

সংস্থান একটা ক্রমিক ব্যাপার। এটা পূরা হইলে 'সংস্থা' বলা যায়। এখন, সংগ্রহ যখন তার পূরা সংস্থা পায়, তখন ক্ষেম হয় 'কৌলিশ' (কুলিশের ভাব = বজ্রসত্ত্ব, সাধিষ্ঠ); আর, উপায়ের পূরা সংস্থা ঘটিলে যোগ হয় 'কৌলিক' (কুল = ব্রহ্ম), কাজেই ব্রহ্মসত্ত্ব। তখন 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'। এ কথাগুলি জপাদির দৃষ্টান্ত লইয়া বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখ। খুব কাজের কথা। জপপুরশ্চরণাদি করিয়া যাইতেছ; কিন্তু তার বজ্রসত্ত্ব ক্ষেম আধার কোথায়, আর, কোথাই বা তার ব্রহ্মসত্ত্ব যোগসমাপত্তি!

এই নিমিত্ত, সংস্থার 'আরম্ভ' থেকে সুরু করিয়া সংস্থাসিদ্ধি অবধি সাধিতে হইবে (পূর্বোক্ত সপ্ত মান্দ্যস্থলাদি কাটাইয়া)। সংস্থাপারমিতা পর্যন্ত জপক্রিয়াকে অভ্যারূঢ় হইতে হইবে। এই 'পরং' বা 'পারং' অবধি অভ্যারোহণে জপই মুখ্য সংঘটক জানিবে। অতএব, সর্বথা সংঘটকে সমাশ্রয় লও।

অতঃপর কৃতাদি পঞ্চপ্রকারের জপ—

**২০॥ তথাহি কৃতজপঃ॥**

(প্রাণাপানের পরস্পর আহুতি জন্য যোগক্ষেমে) 'কৃতজপ'॥

অন্যোন্যহবনং যত্তু সাঙ্কল্পিকমিহাধ্বরে।
তেন বৈ চেষ্টতে যাবদ্ যোগক্ষেমায় জাপকঃ॥
কৃতযুঞ্জানজাপঃ স তাবচ্চ বৈখরীগতিঃ।
দেশবাধানিবৃত্তিশ্চ কৃতজপেন সিধ্যতি॥ ২১৮-১৯

সঙ্কল্পদ্বারা প্রাণাপানের অন্যোন্যহবন পূর্বক যাবৎ জাপক জপরূপ যাগে যোগক্ষেমের নিমিত্ত চেষ্টিত, তাবৎ সে জপ 'কৃতজপ' বা 'যুঞ্জানজপ' সংজ্ঞায় আসে। তাবৎ বৈখরীভূমিতে জপের গতি থাকে (মুখ্যতঃ); এবং কৃত-যুঞ্জান জপের সিদ্ধিতে দৈশিকবাধা (অবরোধ) নিবৃত্ত হয়। কৃতজপ সাঙ্কল্পিক বা ঐচ্ছিক; লক্ষ্য যোগক্ষেম; চর্যা প্রাণাপানের অন্যোন্যহবন—অর্থাৎ, সংসর্গ-বিসর্গের সুষমতা-ঋজুতা-সমতা সংঘটন। এ জপের গতি মুখ্যতঃ বৈখরী বা স্থূল ব্যক্তভূমিতেই থাকে, যদিও এ জপে বাচিক, উপাংশু, মানস ভেদ রহিয়াছে।

**২১।। তয়োরুদানহবনে কারিতজপঃ।।**
(পরস্পরে আহুত প্রাণাপানের) উদানহবনে 'কারিতজপ'॥

অন্যোন্যাহুতয়োঃ প্রাণাপানয়ো র্হবনে পুনঃ।
উদানাগ্নৌ জপো যুক্তঃ কারিতো মধ্যমাগতিঃ॥
প্রাণ এব ধনুঃ শৈবং তস্মিন্ জ্যা শক্তিরূপিণী।
জাপেন মন্থানাজ্জাতা যা প্রাণাপানমৈথুনাৎ॥
অভীদ্ধো য উদানঃ স ইষুর্বৈষ্ণব উচ্যতে।
কালবাধস্য সংবেধে যস্যাস্তি পাটবং ধ্রুবম্॥ ২২০-২২

আগে 'জপ করা', পরে 'জপ হওয়া'। প্রাণাপান যেন অধরোত্তর অরণিদ্বয়। বেদাদিতে উর্বশী-পুরূরবাঃ। এদের পরস্পর 'মন্থন' (অথবা মৈথুন) হইল তাদের অন্যোন্য হবনক্রিয়া। ফলে, উদানরূপ অগ্নির উদ্দীপন। উদান=ঔপয়িক=উপায়কুশল, মনে রাখিবে। ইহাই অধ্যাত্মে 'the leaping flame' ইত্যাদি। এই উদানাগ্নি উদ্দীপিত

হইলে, তাতেই ঐ প্রাণাপানমিথুনকে হবন কর। যাতে উদ্দীপন, তাতেই হবন। বৈখরী বা স্থূলে প্রাণাপানের যে মন্থনটি চলিতেছিল জপকর্মে, সেটি, উদান-উদ্দীপন এবং তৎসহ মধ্যমাজাগৃতির পর, তাতেই 'সঁপিয়া' দাও। অগ্নিদেব আবির্ভূত—আর অরণিঘর্ষণ কেন? অরণিকেও অগ্নিতে সমর্পণ কর। মধ্যমার ভূমি খুলিয়া গেল। এইবার জপের যেটি প্রাণ, যেটি হৃদয়, যেটি নিত্য অক্ষ (নাদাদিরূপে), সেটি মিলিল। প্রাণ-হৃদয়ের জপ স্বচ্ছন্দ, সহজ, (spontaneous, natural) নিরন্তর জপ। কণ্ঠজপ আর কুণ্ঠিত মনের 'মামলা' অনেকটা মিটিয়াছে। একে 'যুক্তজপ'-ও বল।

প্রাণ যেন শৈবধনুঃ। তাতে 'জ্যা' শক্তি। এ জ্যাটি 'জাত' এবং 'আহিত' হয় কৃত-যুঞ্জানজপে প্রাণাপানের মন্থনে। ঐ জ্যা 'অভীদ্ধা', কিনা, লক্ষ্যবেধকল্পে সম্যক্ আরোপিতা এবং আকৃষ্টা হইলে 'ইষু', কিনা, শরযোজনা যোগ্যা হয়। এ ইষু 'বৈষ্ণব'—সর্বগ; প্রাণাপান সহযোগে সমুচ্ছ্রিত উদানাখ্য এই পটু বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা 'কালবাধা'-কে সংবিদ্ধ কর। জপধ্যানে 'যুক্ত' হও। আগে, অবরোধকে সরাইয়াছ; এইবার প্রতিরোধকেও তিরস্কার কর। 'সময়ের গোলে', 'কালের কারসাজিতে' জপধ্যান আর পড়িয়া থাকে কেন?

২২॥ ত্রয়াণাং সমানহবনে বাহিতজপঃ॥
(প্রাণাপানোদান) তিনেরি সমানহবনে 'বাহিতজপ'॥

সংগৃহ্যতে সমানেন সমাসব্যাসবৃত্তিষু।
তস্মিন্ জুহোতি পূর্ব্বান্ যঃ স যুক্ততর-বাহিতঃ॥
সমানাগ্নিমিষুর্গত্বা ভজতে দ্যুতিরূপতা।
ছন্দোবাধানিবৃত্তৌ চ পশ্যন্তী স্যাৎ সুনির্মলা॥
যাবদ্ বাধাত্রয়াবৃত্তিস্তাবন্ ন যোগবাহিতা।
তাবন্ন হি প্রসজ্যেত 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'॥২২৩-২৫

সকল কর্মেরই শ্রেয়ঃ পন্থায় অপেক্ষা করিতে হয় দুইটির—ক্ষেমস্থিততা এবং যোগবাহিতা। যা কিছু ক্ষেমযোগ্য, সেটি ধ্রুব, অচলপ্রতিষ্ঠ হয় কিসে; আর, যা কিছু

যোগযোজনীয়, তার অবাধবাহিতা হয় কিরূপে? পূর্বের দুটি হবনকে তৃতীয়, কিনা, সমানহবনে লইতে না পারিলে, ও দুয়ের কোনটি হবার নয়। কেননা, ভাবিয়া দেখ যে—স্থিরতা এবং বাহিতা, দুয়ের আধাররূপে সংগ্রাহক শক্তির এক বিশেষ ‘সমানতা’ (evenness, uniformity) থাকা চাই। যে শক্তি স্থিরতাকে স্থির করিয়া রাখে, এবং বাহিতাকেও অবাধে বহমান রাখে, সে শক্তিকে সমান ও সাধিষ্ঠ থাকিতে হয়। নিজে ‘টলিলে’ তো কোন কিছুকে স্থির রাখা যায় না; আর, নিজে ‘ওঠা-বসা’ করিলে তো কাকেও অবাধে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়া যায় না।

সর্বত্র যে সমাসব্যাসবৃত্তি নিরন্তর চলিতেছে, সেটি প্রথম দুটি হবনে (যুঞ্জানযুক্তে) নিবৃত্ত হয় নাই। তাই ঐ ‘টলিবার, কাটিবার’ ভয় কাটে নাই। মধুকর সুরভিকুসুমে যুক্ত, কিন্তু নিশ্চিন্ত নয়। কুসুমকর্ণিকাতে ‘যুক্ততর’ হইতে হইবে।

সমানহবনে জপাদিতে যে অভিনব ধর্মটির উন্মেষ হয়, তাকে বলা হইল যুক্ততর-বাহিতা। কারিতা আর বাহিতার হার্দ সূক্ষ্ম বিভেদটি ভাবনা করিও। কারিতায় অপরভবীয় ভাবটা থেকে যায়; বাহিতায় স্বভবীয়, স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। আর কেউ যেন ‘বৈঠা বা গুণ টানিয়ে’ আর নিচ্ছে না; গাঙে জোয়ার এনে দিল, ‘নৌকায় ভরা পাল’ খাটিয়ে দিল!

আগে ‘ইষু’র কথা হইয়াছিল, সেটি সমানাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলে, দ্যুতিরূপতা লাভ করে।—The ‘arrow’ becomes an Arrow of Light, জ্যোতির দিশারী, আলোক-সম্পদের শিকারী। আগে দেশকালনিমিত্ত বাধা হবনদ্বয়ে নিরস্ত; এইবার ছন্দোবাধাও নিরস্ত। ফলে, বৈখরী মধ্যমার ‘পারে’ সুনির্মলা পশ্যন্তী। জপে এইবার ছন্দঃকুশলা, জ্যোতির্বিশালা ধ্যানবাহিতা। এই বাধাত্রয় নিবারিত না হওয়া অবধি যথার্থ ক্ষেমস্থিততা ও যোগবাহিতা ঘটে না; কাজেই, ‘অনন্য... যোগক্ষেমং বহাম্যহম্’—শ্রীভগবানের এই পরম প্রতিশ্রুতি পালনের সাবকাশতা হয় না। ঐ তিনের ‘পাল্লা’ আগে কাটাইয়া লও। ‘অনন্যচিন্ত’ হইয়া (প্রত্যাহার দ্বারা) অপানের ‘পাল্লা’; ‘পর্য্যুপাসতে’ (ধারণা দ্বারা) অপ্রকৃতিস্থ প্রাণের পাল্লা; এবং ‘নিত্যাভিযুক্ত’ (ধ্যান-সমাধিদ্বারা) উদ্বিগ্ন উদানের পাল্লা অগ্রে কাটাইয়া, তবে, নিরুপদ্রব সমতায় শ্রীভগবানের যোগক্ষেম বহমানতা জীবনে-সাধনে মিলাইতে হয়। ‘তোমার চরণে সকলি সঁপিয়া এই নিশ্চিন্ত হইলাম’—ভাবটি চাই।

**২৩ ॥ চতুর্ণাং ব্যানহবনে সমাপিতজপঃ ॥**

আগের চারিটিরই ব্যানহবনে (অর্থাৎ, তুরীয় হবনে) 'সমাপিত জপ' ॥

শেষঃ সন্ধিশ্চ যো ব্যানোঽমৃতবিশ্রান্তিভূমিকঃ।
চতুর্ণা হবনে তস্মিন্ বস্তুবাধাপগচ্ছতি॥
ব্যাপ্নোতি ব্যানরূপোঽয়ং সর্ব্বসন্ধিবিধায়কঃ।
যুক্ততমো জপস্তত্র পরামিতঃ সমাপিতঃ॥ ২২৬-২৭

প্রাণাদি বৃত্তিচতুষ্টয়ের আনন্দ বা অমৃত বিশ্রান্তির ভূমিটি না মেলা অবধি তো ঐ প্রাণাপানাদি হবনের সমাপন নেই। কাজেই, তুরীয় যে অমৃতবিশ্রান্তিভূমি, সেটির খোঁজ লাগাইতে হয়। পূর্বব্যাখ্যাত শেষ এবং সন্ধিরূপ যে ব্যান, সেই ব্যানেই অমৃতবিশ্রান্তি সন্ধান করিতে হয়; কেননা, যৎকিঞ্চিৎ পরিমিত-পরিচ্ছিন্ন, তাতে অমৃত নেই; আর, যৎকিঞ্চিৎ সন্ধি-সমন্বয়ে না লইয়া নিরন্তর দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে ফেলিয়া রাখে, তাতে বিশ্রান্তি নেই। ব্যান ব্যাপক এবং সর্বসন্ধিবিধায়ক। জপে অর্দ্ধমাত্রাসমাশ্রয় বস্তুতঃ ব্যানসমাশ্রয়। এ সমাশ্রয়ে বস্তুবাধা বা 'নিরোধ'-ও অপগত হয়। এবং জপাদি 'পরায়' 'যুক্ততম' হইয়া সমাপিত হয়। প্রথম হবনে যেটি ছিল কৃত-যুঞ্জান, এইবার তুরীয়ে সেটি হইল সমাপিত যুক্ততম।

কিন্তু পরমা কতদূরে? তাই—

**২৪ ॥ পঞ্চানামপঞ্চীকৃতপ্রাণব্রহ্মহোমে কল্পতে ব্রহ্মভূয়ায় ॥**

উক্ত পঞ্চপ্রাণের অপঞ্চীকৃতপ্রাণব্রহ্মহবনে ব্রহ্মভাবও কॢপ্ত হয় ॥ (এটি 'কॢপ্তব্রহ্ম' জপ বলা যায়।)

সমাপিত-যুক্ততমের পর আর কি হইতে পারে? কিন্তু এখনও যে 'পাঁচের প্যাঁচে' পতিত রহিয়াছ! কাজেই, 'যুক্ততম' এবং 'সমাপন'—এ দুই-ই এখনও পঞ্চত্বের অধিকরণে। কাজেই, শেষ হোমটি এখনও বাকি। নিখিল প্রাপঞ্চিককে অপঞ্চীকৃতে তুলিয়া লও—relational এবং proportional-এর ভূমি কাটাইয়া absolute and entire-এ উন্নীত হও। (এখানে, 'অপঞ্চীকৃত' শব্দটি বেদান্তাদির বিশেষ পরিভাষায় নয়।)

'হোম'=হ্+ওম্+অ, এই সমীকরণটিও চিন্তনীয়। হ্=মহাপ্রাণ=নাদ; ওম্=বিন্দু; অ=অতীত, অদ্বয়। হোমের যেটি 'উপনিষৎ', সেটি এইভাবে ধ্যান করিয়া লইবে।

কঞ্চুকপর্ব্বকোষাণাং ক্লেশানাং পঞ্চবৃত্তিতা।
অহমাশ্রিত্য বর্ত্তেত ব্রহ্মণোঽহংকারবাচ্যতা॥
সমীকরণমোমেতি নিরুক্তির্হোমকর্ম্মণঃ।
হো নাদ পঞ্চবিন্দুঃ স্যান্ নাদবিন্দুকলাতিগঃ।
অকার ইতি বা হোমো যেন পঞ্চবিমোচনম্॥
মূলবাধানিবৃত্তি র্যা পঞ্চত্বং সা বিমুঞ্চতি।
ব্রহ্মহোমে হি পঞ্চানাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২২৮–৩০

'হোম' শব্দের নিরুক্তি অন্য ভাবেও ভাবিত হইতে পারে। কঞ্চুক, কোষ, ক্লেশ, পর্ব ইত্যাদি আকারে যত কিছু 'পঞ্চীভাব' ব্যক্ত হইতেছে, ভাবিয়া দেখ যে—সে সব কিছুই 'অহম্'-কে আশ্রয় করিয়া বৃত্তি-ব্যাপার-বান্। 'অহম্'-কে ছাড়িয়া কোন পঞ্চীভাবই নেই। অহম্-গ্রন্থি গেল তো ক্লেশকোষাদি সকল পঞ্চীভাবই 'এলাইয়া' গেল। অহমের আদিতে অকার ব্রহ্মই। 'হম্' রূপে ব্রহ্ম নিজেকে প্রাণাদি পঞ্চকে প্রপঞ্চিত হইতে 'যেন ছাড়িয়া দিলেন'। 'অ' আপনাকে যেন 'গুটাইয়া লয়'। ফলে, অহম্ 'হম্' রূপেই নিখিল প্রপঞ্চের মৌলিক গ্রন্থি হয়। এ গ্রন্থি কাটিয়া পুনশ্চ ব্রহ্মাদ্বৈতে আসিবে কিরূপে? হমে 'ওম্' লাগাও। আর গোড়ার 'নিরাকৃত' অ-কে অন্তে লইয়া সেটিকে 'অনিরাকৃত' কর। ইহাই তো 'অহং ব্রহ্মস্মি' প্রভৃতি সমীকরণ। হোমে এই মূল সমীকরণটি ভাবনা করিতে হইবে। 'হোম'-এর অন্যভাবে—নাদ-বিন্দু-কলাতীতভাবে—নিরুক্তিটি প্রথমেই দেখা হইয়াছে। তাতে, 'অ'=নাদ-বিন্দুকলার 'অতিগ'। বলা বাহুল্য, এরূপ হোমদ্বারা সর্বপঞ্চব্যূহাদিবিমোচন ঘটে। ক্লেশকঞ্চুকাদির পঞ্চকত্ব যদ্দ্বারা বিমোচিত হয়, তদ্ দ্বারা অবশ্যই 'মূলবাধা'-রও নিবৃত্তি হয়। পূর্বোক্ত দেশাদিজন্য চতুর্বাধার মূলে এই মূলাবিদ্যারূপা মূলবাধা। সুতরাং, পঞ্চপ্রাণের অখণ্ডৈক প্রাণব্রহ্মহোমে 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'। কেননা, ঐ প্রাণব্রহ্মই প্রাণাপানাদি নিখিল

প্রপঞ্চিতে মূল। মূলে যাবৎ গতি না হইতেছে, তাবৎ মূলবাধাও নিরস্ত হবার নয়। জপে বিন্দুবিলীনতায় এই মূল প্রাণে পর্যবসান সাধিতে হয়।

**২৫॥ হংসসমানাধিকরণত্বেন প্রত্যেকং দ্বিধা পঞ্চানাম্॥**

(প্রাণপঞ্চকের প্রসঙ্গো) পঞ্চপ্রাণ হংসের সমানাধিকরণতায় আছে বলিয়া প্রত্যেকটি দ্বিবিধ।

'হং' এবং 'সঃ'—এ দুটিকে যথাক্রমে ধনে ও ঋণে দ্বন্দ্ববৃত্তিতায় (as polar functional couple) গ্রহণ করিলে প্রাণাপানাদি হংসের অধিকরণেই ব্যাপারবান্, তার বাহিরে নয়, বলিয়া, প্রতিটিও 'হং' এবং 'সঃ' রূপে দ্বন্দ্ববৃত্তি।

হমিতি যক্ষবৃত্তিত্বং রক্ষোবৃত্তিত্বমেব সঃ।
হংসৈকাধিকরণ্যেন প্রত্যেকং হি ভবেদ্ দ্বিধা॥
দ্বন্দ্ববৃত্তঞ্চ পঞ্চানাং স্বভাবতঃ প্রবর্ত্ততে।
প্রাণো রক্ষশ্চ যক্ষশ্চাপানাদয়োঽপি তাদৃশাঃ॥
ব্যানানুগ্রহমাশ্রিত্য পুষ্কাত্যুপায়সংগ্রহৌ।
প্রাণাপানৌ সমিধ্যেতে যেন স যজ্ঞ ইষ্যতে॥
যুনক্তীতি যকারং যশ্চাক্ষত্বেন সমাশ্রয়েৎ।
স যক্ষো রক্ষকো রক্ষো রক্ষাক্ষস্য বিসর্জ্জনাৎ॥ ২৩১-৩৪

'হং'-এর দ্বারা পূর্বকথিত যক্ষ, আর 'সঃ'-এর দ্বারা রক্ষঃ—এ দুটি বৃত্তি লইলে, হংসের একাধিকরণে আছে বলিয়া পঞ্চের প্রতিটি যে কিভাবে 'দুই দুই' হয়, তা পরীক্ষা কর। পরীক্ষা দুই রকমে হয়—সমীক্ষাপূর্বক (empirically by observation), আর অন্বীক্ষাপূর্বক (deductively from principles)। প্রথমে দেখ যে, স্বভাবতঃ (naturally or normally) প্রতিটি দ্বন্দ্ববৃত্ত (ধনে-ঋণে ব্যাপারবান্) কিনা। অবশ্য প্রাণাপান পরস্পরের সম্পর্কে 'ধন-ঋণ' (additive and subtractive)। কিন্তু প্রতিটি নিজের সম্পর্কে এবং ব্যানাদির সম্পর্কেই বা কি? যোগমাত্রেই বিয়োগ ব্যতীত হয় না। যে প্রাণবায়ু নিঃশ্বাসরূপে লইতেছি, সেটি বায়ুমণ্ডল থেকে বিয়োগ

করিতেছি। শক্তি সম্বন্ধেও তাই। ধর আবার কোন পাত্র জলে ভর্তি আছে; তাতে প্রাণাপান (যোগবিয়োগের) দুটি 'নল' যদি ঠিক সমতায় থাকে তো পাত্র ভর্তিই থাকে। হরকটিকে ঠিক রাখিয়া যদি পূরকটিকে বাড়াও, তা হইলে ভর্তিপাত্র উপ্‌চাইয়া জল 'বিয়োগে' যাইবে। অর্থাৎ, যোগেও বিয়োগ। এটি সাধনাদি ক্ষেত্রেও সমীক্ষা পূর্বক দেখিবে। যোগ্যমাত্রা ছাড়াইয়া জপধ্যান বিয়োগে, যোগে নয়, যাইতে পারে। প্রতিটি বৃত্তি একমুখে (ধর ধনমুখে) খানিকদূর অবধি যোগেই চলে; তার পর, 'কোণ' ঘুরিয়া বিয়োগ। এইরূপ বিয়োগেও যোগ।

অন্বীক্ষাদৃষ্টিতে দেখ যে, প্রাণাপানাদি প্রতিটি বৃত্তি হংসমূলা এবং হংসাধিকরণেই আছে। 'হংসঃ' নিখিল সৃষ্টির মূলে বিন্দুনাদপ্রতিযোগিতা। বিন্দুতে সমস্ত কিছুর ঘনন; নাদে ব্যাপন। এখন, 'যক্ষ' শব্দে 'য' 'যুনক্তি'—যোজনা করে। কিসে, কেমন করিয়া? অক্ষে এবং অক্ষদ্বারা। অক্ষসমাশ্রয়েই যোজনা। জপে যেমন নাদাক্ষ। যোজনা যোগেই থাকিলে রক্ষণ, রক্ষা (ক্ষেম)। কিন্তু, 'রক্ষ' বা 'রক্ষা' শব্দে শেষে 'অ' বা 'আ' বর্ণ যদি না থাকে, তা হইলে কি হয়? 'র্'—অগ্নি বা শক্তি—যেন তার অক্ষের সংযম বা control হারাইল; অক্ষ আর স্থিরবৃত্তিতে রহিল না; 'অস্থির' হইল (জপে যেমন 'ক্ষুভিত' নাদ); ফলে, 'র'-এর 'স্'-রূপে আপনাকে বিসর্জন (scattering)। এই পরিবর্তনে 'রক্ষ' বা 'রক্ষা' হইল 'রক্ষঃ' ও 'রাক্ষস'।

প্রাণাপানাদি প্রতিটির যক্ষ এবং রক্ষঃ—এই দ্বিবিধ ভাব আছে।—Conserving and scattering momenta. তপস্যা করিবে? তোমার প্রাণাপানাদিই বলে—'আচ্ছা, তোমার তপঃশক্তিকে আমরা রক্ষা করিব'; তারাই আবার বলে—'হরণ করিব।' যেমন ধর, ব্রহ্মচর্যদ্বারা বিন্দুধারণ। ঐ পাঁচের মধ্যে 'শেষ ও সন্ধি' রূপে আছে ব্যান। ব্যানের (প্রাণিক ব্যাঙ্কের) অনুগ্রহ ছাড়া রক্ষণও হয় না, হরণও হয় না। রক্ষঃ বা রাক্ষসকেও ব্যানের কাছে 'ধর্ণা' দিতে হয়। তবে সর্বক্ষেত্রেই প্রাণ আর অপানকে ধরিয়াই চলিতে হয়। এরা দুটিই direct (সাক্ষাৎ) active agents সর্বব্যাপারে। যদি এরা দুটি ব্যানের অনুগ্রহে উপায় এবং সংগ্রহ (উদান+সমান) সম্পর্কে যুঞ্জান-যুক্ত (helpful, additive)-ভাবে বৃত্তিমান্ হয় তো যক্ষমুখ্যতা; ফলে যোগক্ষেম। আর, উপায়েও 'কম্‌তি', সংগ্রহেও 'ঘাট্‌তি'—যদি চলিতে থাকে

প্রাণাপানের কারবারে, তবে হয় রক্ষোমুখ্যতা; ফলে, বিয়োগবৈফল্য। এক কথায়, প্রাণাপান যদ্ দ্বারা 'সমিধ্যেতে'—সম্যক্‌ভাবে 'ইন্ধ' হয় উত্তরোত্তর অভীষ্ট-উপায়-সংগ্রহ-সম্বন্ধে, তাকে বলে 'যক্ষ' ('যক্ষ' শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই যেটি পাই)। অন্যথায়, বৈপরীত্যে রক্ষঃ।

**২৬।। অপি সঙ্গচ্ছন্তে নাগাদয়ঃ পঞ্চ।।**

নাগাদি পাঁচটি উপপ্রাণ পূর্বোক্ত প্রাণাদি পঞ্চের সঙ্গে সঙ্গত॥

'সঙ্গচ্ছন্তে' বলিতে সঙ্গে রহিয়া যারা 'বিশেষিত' (modify) করে। এইজন্য নাগাদি পঞ্চ—Five 'Modalities'. এইগুলি (1) wherein; (2) wherefrom; (3) whereby; (4) wherewith, and (5) whereupon. অথবা—Spatial Mode; Temporal Mode; Causal Mode; এই শেষোক্তটি ত্রিধা ভাবিত হইতে পারে—(a) by what; (b) with what; (c) upon what : যথাক্রমে, agent, instrument, material. ২৬, ২৭, ২৮ এই তিন সূত্রে এই নাগাদি পঞ্চ বিবেচিত হইতেছে। লক্ষ্য কর যে, এদের লক্ষণগুলিও সার্বভূমিক।

নাগাদয় উপপ্রাণাঃ পঞ্চ য আসতে পুনঃ।
প্রাণাদিমূলবৃত্তীনাং তৈঃ কতিরূপতান্বিতা॥

প্রাণাদি যে পঞ্চমূলবৃত্তি আগে দেখান হইল, তাদের সঙ্গে বক্ষ্যমাণ নাগাদি পঞ্চকের 'কতিরূপতায়' (in modality) অন্বয় রহিয়াছে। কিম্+ডতি=কতি। কাজেই, বলা হইতেছে—কিম্ শব্দের ('কিমঃ') পাঁচটি রূপের সঙ্গে নাগাদি পঞ্চের অন্বয়। সেগুলি কি?

দৈশিকং কালিকঞ্চাপি নৈমিত্তিকমিতি ত্রিধা।
নৈমিত্তিকস্য ত্রৈবিধ্যে পঞ্চধা কতিরূপতা॥
উপাদানং তথা কর্ত্তা করণশ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
ইতি নিমিত্তত্রৈবিধ্যাৎ পঞ্চত্বে পঞ্চতা কিমঃ॥ ২৩৫-৩৭

প্রথমে, সর্ববৃত্তিব্যাপারে দৈশিক, কালিক এবং নৈমিত্তিক—এই তিনটি প্রকার লও। কোথায়? কোথা হইতে? কেন বা কিরূপে?—এ তিন জিজ্ঞাসার জবাব দেয় দেশ, কাল, নিমিত্ত। কাল=কালশক্তি; দেশ=কেবল বাহ্য অবকাশ নয়। কাল থেকেই সকল সম্ভাব্য-সম্ভব। নৈমিত্তিকটি আবার উপাদান (অধিষ্ঠান), কর্তা ও করণরূপে তিন প্রকারের। কাজেই, দৈশিক ১, কালিক ১, নৈমিত্তিক ৩—সর্বসমেত পাঁচ। দৈশিক=কস্মিন্; কালিক=কস্মাৎ; কর্তা=কঃ; করণ=কেন; উপাদান=কস্মৈ—এইভাবে 'কতিরূপতা' লইয়া নাগাদির বিশেষ পরিচয়ে চল—

**২৭॥ দৈশিককালিকরূপে নাগদেবদত্তাভ্যাম্॥**

দৈশিক ও কালিক রূপে নাগ এবং দেবদত্ত দ্বারা॥

ধর, দেশ-কাল আকারে যে আততি (Space-Time Continuum), তাতে কোন বৃত্তিব্যাপারের (Event) আকৃতি ('picture') পাইতে চাই। এই আকৃতি বা আলেখ্য মূলতঃ দুইভাবে মেলে; 'নাগ' এবং 'দেবদত্ত'। একটি বক্রগা গতিরূপতা— 'mobile curvature', tracing a tortuous path. এর ফলে, দেশে-কালে শক্তি এবং বৃত্তিধারার বর্ত্ম সরলভাবে চলে না, বিবিধ বক্ররেখায় বিচিত্রিত হয়।—An event in T.S. does not trace an even, straight path. এর 'নাগ' নাম দাও। নাগেরও 'কলিত' এবং 'কুণ্ডলী' দুটি রূপ। ভুজগের মত বক্রগতিতে চলে, আবার, কোথাও বা কুন্ডলী পাকাইয়া থাকে। 'বিলেশয়'-ও হয়। অর্থাৎ, গতির ব্যক্ত ও গহন দুটি রূপই লইতে হয়। 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ'। যে যে স্থলে নাগ কুণ্ডলী পাকায় আর বিলেশয় হয়, সে স্থলগুলিকে 'রেখাগ্রন্থি' ('nodes') বলা হয়; সেখানে শক্তিরেখাগুলি মিলিতও হয়, প্রসৃতও হয়। ইহা আবার ত্রিবিধ—নেমিগ্রন্থি, অরগ্রন্থি, নাভিগ্রন্থি।

দেশকালাততৌ নাগো যো বক্রগতিরূপভাক্।
রেখাগ্রন্থিস্থলে সোঽপি কুণ্ডলীস্থো বিলেশয়ঃ।
ন সাবধির্গতির্যস্য স নাগো বিশ্ববৃত্তিমান্॥ ২৩৮

রেখাবৃত্তি এবং রেখাগ্রন্থি—এই দুই প্রকারে বৃত্তিমান্ যে নাগ, সে নাগের গতি 'সাবধি' ('এই অবধি') নয়, পরন্তু অনন্ত। সুতরাং, তত্ত্বতঃ এবং সমগ্রতঃ, নাগ অনন্ত নাগ। দেহাদি ব্যষ্টিসঙ্ঘাতে এই নাগ পরিচ্ছিন্নবৎ হইয়াছেন মাত্র। নাগের 'বাসুকি' আকৃতিও পৃথিবীলক্ষণে আগে সবিশেষ পরীক্ষা করা হইয়াছে।

অনিরূপিতমেবাত্র যদ্দত্তেন নিরূপ্যতে।
অপূর্ব্বত্বাচ্চ দৈবত্বাৎ স দেবদত্ত উচ্যতে॥ ২৩৯

গতির আকৃতিলেখদৃষ্টিতে 'নাগ' মিলিল; কিন্তু 'দেবদত্ত'? গতির 'প্রকৃতিতে' দৃষ্টি দাও। 'কুত ইয়ং প্রবৃত্তিঃ'? আকৃতি-আকারে যেটি নিরূপিত হইতেছে, প্রকৃতি তার নিরূপণ করিতেছে, যথা, বীজে। যদি বল—প্রকৃতি নিজেও তো নিরূপিত (determinate)? না, determinable, কিন্তু একান্ত determinate নয়। সব কিছু নিরূপণেই 'দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্' রূপে একটা কিছু অনিরূপিত-নিরূপক (an indeterminate determining factor) থাকে। সেটি নিরূপিতটির সম্পর্কে 'অপূর্ব্ব' ('original') অথচ নিরূপক। এ 'দৈব'-রূপে যেটি 'দত্ত' (given), সেটি পূর্ব-পূর্ব হেতুসম্বন্ধাদিদ্বারা বাধ্য নয়—not bound by previous posture of events and their relations. দেবদত্ত ব্যতীত গ্রন্থিবন্ধন থেকে উদ্‌বর্তন ('mutation' ইত্যাদি) হবার নয়।

**২৮॥ কূর্ম্মকৃকরধনঞ্জয়ৈঃ কর্ত্তৃকরণকার্য্যরূপাণি॥**

কূর্ম, কৃকর, ধনঞ্জয়—এ তিনের দ্বারা কর্তা, করণ এবং কার্য, এই তিনটি রূপ॥

নাগশ্চ দেবদত্তশ্চ দেশকালাধিকারগঃ।
কূর্ম্মাদীনাং ত্রয়াণাঞ্চ নৈমিত্তিকাধিকারতা॥ ২৪০

পূর্বসূত্রালোচিত নাগ এবং দেবদত্ত, এ দুয়ের দ্বারা দৈশিক ও কালিক (কস্মিন্ ও কস্মাৎ), এ দুটি অধিকার (কতিরূপতা—modality) দেখান' হইল। দেশ

(static) সব কিছুর নিরূপিত আকাররূপটি চিত্রলেখের মত ধরিয়া রাখে এবং দেখায়; কাল (dynamic) স্বয়ং অনিরূপিত হইয়াও, তাদের গতিপরিণতির নিরূপক হয়। (কাল এবং দৈব, এ দুটিকে মিলাইয়া ধ্যানে লইবে। অবশ্য, 'দৈব' মানে Fate or Destiny নয়।) কাল ভগবত্তারই প্রকাশ। পক্ষান্তরে, কূর্ম, কৃকর এবং ধনঞ্জয় পূর্বোক্ত নৈমিত্তিকের অধিকারে। তাই বলা হইতেছে—

নৈমিত্তিকত্রিকোণস্য কূর্ম্মো ভূমিঃ সকর্ত্তৃকা।
বামদক্ষিণভেদাঢ্যং কৃকরঃ করণদ্বয়ম্॥ ২৪১

নৈমিত্তিককে যদি একটা ত্রিভুজ মনে কর তো—ঐ ত্রিভুজের ভূমি (Base) হইল কূর্ম। এইটি কর্তার উপলক্ষণ। 'কৃ' ধাতুর লটে উত্তমপুরুষ বহুবচনে 'কুর্ম্মঃ'। এটি বেধোর্জিতবৃত্তিতে লইলে 'কু' হয় 'কূ'। 'কূর্ম্মঃ' বলিলে গোড়ায় বা আধারে রহিয়া 'করিতেছি'—এই ভাবটা আসে। এই ভাবই ভগবানের কূর্মরূপের আসল ভাব।—As Primal Agency. আচ্ছা, কৃকর? কৃধাতুর সঙ্গে ঋ-এর গুণসমেত 'কর'। এতে করণ (as Instrument) সূচিত হইল। বামে অথবা দক্ষিণে (in a given way and its reverse) করণ ক্রিয়া করে; তাই কৃকর ঐ নৈমিত্তিক ত্রিভুজটির দুটি 'বাহু'। (বাহু করণের সূচক।) তারপর—

অক্ষদণ্ডেন কোণস্য জয়েদ্ধনং ধনঞ্জয়ঃ।
জীবন্নিষ্পাদ্যবৃত্তং যন্ মৃতৌ নিষ্পাদিতঞ্চ তৎ॥ ২৪২

যেহেতু, ত্রিভুজটি কেবল তল-লম্ব, এ দুটি মানেই নয়, পরন্তু বেধমানেও, সুতরাং, ত্রিভুজের লম্বটিকে অক্ষদণ্ডরূপে লইয়া ত্রিভুজটিকে আবর্তন করিতে হইবে। আবর্তনে 'ত্রৈমানিক' (three-dimensional) 'কোণ' উৎপন্ন হয়। এই কোণ-উৎপাদক অক্ষের দ্বারাই 'ধনং' (কর্মের ফলরূপতা) জয় করে বলিয়া কার্যোপাদানাধিকারী ধনঞ্জয় ঐ সংজ্ঞাটি লাভ করে। অর্থাৎ, কার্যনিষ্পাদক যেটি, সেটিকে শুধু কর্তা এবং করণরূপে লইলেই হয় না; সামর্থ্যরূপে ('বিবিধাশ্চ পৃথক্

চেষ্টাঃ')-ও পাওয়া চাই। কার্যনিষ্পাদক এই যে সামর্থ্য, তার দুটি রূপ—নিষ্পাদ্যবৃত্ত, আর নিষ্পাদিতবৃত্ত। প্রথমটি জীবদ্দশায়; পরেরটি মরণে। পরেরটিতে দেহবিশেষারম্ভকপ্রারব্ধের ক্ষয় ('worked out')। প্রথমটিতে প্রারব্ধের 'ভোগ' এবং নূতন বা ভাবী প্রারব্ধের সৃষ্টি ('working out')। ধনঞ্জয়কে জয় কর।

**২৯।। শিষ্টাধিকরণমধিকৃত্য পন্থা ঋতের্মৃতেশ্চ।।**

শিষ্ট যে অধিকরণ, সে অধিকরণের অধিকারে ঋতি এবং মৃতি—এ দুই পন্থাঃ।।

শিষ্ট=যেটি অবশেষ থাকে ('residual'); অধিকরণ=যে ভূমি বা সংস্থায় কোন গতিবৃত্তি হয় = 'the initial frame'. পন্থাঃ=গতির যে কোন পথ=path of movement. ঋতি-মৃতির কথা আসিতেছে।

যদ্‌বৃত্তাপগমে তিষ্ঠেদুদ্বৃত্তং শিষ্টমেব তৎ।
আরম্ভকবিশেষস্য লয়েঽপ্যারভ্যতে যতঃ॥
শিষ্টমেবাধিকৃত্যাথ পন্থা নবঃ প্রবর্ত্ততে।
শিষ্টাধিকরণন্যস্তা নবীনা পটভূমিকা॥ ২৪৩-৪৪

ধর, কোন এক বৃত্ত (যথা, এক জপকর্ম; অথবা এক জন্মবিশেষ) একটি আরম্ভকবিশেষদ্বারা (জপকর্মে সঙ্কল্পবিশেষ; জন্মে প্রারব্ধবিশেষ) আরব্ধ হইল। যখন সেই বৃত্তটি (জপ বা জন্ম) নিবৃত্ত হইল, তখন তার আরম্ভকবিশেষটিও লয় পাইল বুঝিলাম। কিন্তু সে লয়ে কি শেষ?—না; 'কিছু' উদ্‌বৃত্তভাবে রহিয়া যায়— সেটি 'শিষ্ট'। বৃত্তমাত্রেই নিবৃত্ত হইলেও উদ্‌বৃত্ত (সংস্কার, সম্বেগ, 'potential momentum' ইত্যাকার) থাকে বলিয়াই নূতন বৃত্ত আরম্ভ সম্ভাবিত হয়; যেমন, গাছ মরিলেও তার মূল অথবা বীজ রহিয়া যায়। আরম্ভকবিশেষ মহারম্ভক যে প্রাণব্রহ্ম (বিশেষতঃ মহাব্যান), তাতেই বৃত্তিমান্ হইয়া তাতেই মিলাইয়া যায়—সরিৎ বা মেঘ যেমন আকর সিন্ধুতে বা বায়ুতে। এই শিষ্টাধিকরণ থাকে বলিয়াই নব গতিপথ প্রবর্তিত হয়; এবং এই শিষ্টাধিকরণেই 'নবীন পটভূমিকা' ন্যস্ত হয়। একটা মেঘ বা সরিৎ প্রাণী বা জীব ফুরাইল; কিন্তু পরে তাদের 'পালা' বা সন্ততি চলিবে কি প্রকারে?

ঐ 'উদ্‌বৃত্ত'টিকে ফল এবং সামর্থ্য—দুই দিক্ দিয়াই দেখিবে। দুয়েরি 'শেষ' রহিয়া যায়।

বিজয়তে ধনেনাতো ধনঞ্জয়ো জয়েন্ মৃতিম্।
সংগৃহ্যতে যতোঽনেন নিষ্পাদিতফলোদ্যমঃ॥ ২৪৫

আবার সেই ধনঞ্জয়। কোন বৃত্তবিশেষ নিবৃত্ত হইল; কিন্তু তার নিষ্পাদিত ফল-সামর্থ্য বা উদ্যম (momentum due to the total resultant functioning) 'সংগ্রহ' করে কে? যেমন, কোন কারবার বন্ধ হইলে তার assets? Assets সংগ্রহ না হইলে তো liabilites-এর কোন কিনারা হয় না। এই ধন-সংগ্রহকারীটি আমাদের ধনঞ্জয়। কেন?—সেই ব্যান? ব্যান তো ব্যাঙ্ক; আদায়কারী ধনঞ্জয়। কারবার 'ফৌত' হইলেও (কিনা, মৃত্যুতেও) ধনঞ্জয়ের সরাসরি বিদায় নেই। ধনঞ্জয়ের আর এক নাম 'বিজয়'। মৃত্যুতেও বিজয়ের পরাজয় নেই; তবে, হ্যাঁ, অর্জুনের মত এক মৃত্যুঞ্জয়ের কাছেই এর পরাজয়। কথাগুলো তলিয়ে বোঝ। জপ এবং জন্ম—এ দুয়ের যেটি গতিপথ (curve), তাতে যেমন ব্যানের সন্ধান করিয়াছ, তেমনি ধনঞ্জয়েরও তল্লাস লাগাও। ধনঞ্জয় নইলে তোমার জীবন এবং সাধনের সকল 'ধন' গোছাইয়া রাখিবে কে?

শিষ্টাধিকরণে স্যাতাং পন্থানৌ দ্বৌ সিতাসিতৌ।
ঋতিঃ শুক্লা মৃতিঃ কৃষ্ণৈকা ব্যাজবিঘ্নবর্জ্জিতা।
অন্যাবগুণ্ঠিতা 'মেন' মাত্রাস্পর্শাতিরেচনম্॥
নির্ঋতিশ্চানৃতিস্তত্র ব্যাজবিঘ্নাদিবেধনাৎ।
তাভ্যাঞ্চ ব্যূঢ়তাং যাত ঋতিমৃতী উভে ভৃশম্॥ ২৪৬-৪৭

পূর্বোক্ত শিষ্টাধিকরণে শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে দ্বিবিধ পন্থাঃ। তার মধ্যে, ঋতি শুক্ল; মৃতি কৃষ্ণ। প্রথমটি ব্যাজবিঘ্নবর্জিত। অর্থাৎ, ঋতি বা ঋতস্য পন্থায় বৈরূপ্য-বৈগুণ্য থাকে না। মৃতি=ম্+ঋতি। 'ম্'=মাত্রাস্পর্শের যেটি সীমা। তা হইলে, মাত্রাস্পর্শের সীমাকে 'অতিরেচন' করতঃ যে গতি, তাহা মৃতি। মৃতিতে ঋতির পন্থাঃ অবগুণ্ঠিত ('veiled') হয়। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি—কেহই দেখে না, জানে

না—কোথায়, কিভাবে গতিটি হইতেছে। শুদ্ধা ঋতিতে গতি unveiled, unobstructed. আরও দুই প্রকারের 'ভ্রংশগতি' আছে—নির্ঋতি এবং অনৃতি। প্রথমটিতে ঋতগতির ব্যাঘাত ও বিক্ষেপ লক্ষিত হয়; পরেরটিতে, তার সঙ্গে আবৃতি (veiling) -ও বটে। প্রথমটিতে গতিপথের 'ছবি' (obstructed and distracted) হয়ত' কিছুটা আসিতেছে; পরেরটায় 'ছবি'-ও ওঠে না (dark, tortuous). অতএব, এই চারি রকমের গতিসম্ভাব্যতা। এ চারিটি আলাদা (অমিশ্র) রহিলেও বা হইত; কিন্তু, কার্যতঃ, ঋতি এবং মৃতি, উভয় পথই নির্ঋতি-অনৃতিদ্বারা 'বেধ' প্রাপ্ত হয়; ফলে, উভয়েরই 'ব্যূঢ়'-রূপতা (state of being involved)। এ চতুষ্টয়ের বিবেচনপূর্ব্বক (by isolation), যেটি 'ঋতস্য পন্থাঃ', সেটিকে 'নির্ব্যূঢ়' করণই সাধন। তাই—

**৩০॥ জপেন নির্ব্যূঢ়ত্বেন পন্থা ঋতস্য॥**

জপের দ্বারা 'ঋতস্য পন্থাঃ' নির্ব্যূঢ়তা প্রাপ্ত হয়॥

নির্ঋতিমনৃতিং হিত্বা পন্থা নির্ব্যূঢ় এব চ।
ঋতস্যেব প্রবর্ত্তেত যতঃ স জপকেশরী॥
বৈখরী নাশয়েদ্দেশাধিকরণাঞ্চ নির্ঋতিম।
কালাধিকরণা নশ্যেন্ মধ্যময়া বিশেষতঃ॥ ২৪৮-৪৯

নির্ঋতি এবং অনৃতি, এতদুভয় পরিহারপূর্বক ঋতেরই পন্থাঃ যাহা হইতে নির্ব্যূঢ় প্রবর্তিত হয়, তাকে জপকেশরী জানিবে। নির্ঋতি ও অনৃতি—দুইটি যেন হস্তিনী; জীবনসাধনের উপবন এ দুটিতে বিধ্বস্ত করে। সাধনকল্পতরু উপদ্রুত ও ভগ্নশাখ হয় এই রাজস-তামস উৎপাতদ্বারা। জীবনে-মরণে যে শুক্লা কল্যাণসরণি, সেটি ব্যূঢ়-গহন হইয়া পড়ে। তোমার জপকে কেশরী বা সিংহবীর্যে উদ্‌বুদ্ধ কর। তার মধ্যে, বীর্যবান্ বৈখরীজপে দেশাধিকরণ যে নির্ঋতি ('waywardness'), সেটি পরিহার কর; আর, মধ্যমাজপে বিশেষতঃ কালাধিকরণ নির্ঋতি ('untowardness')। দেশে নির্ঋতি স্বচ্ছন্দসংস্থা পাইতে দেয় না; কালে স্বচ্ছন্দবাহিতা।

অনৃতিং হন্তি পশ্যন্তী ছন্দঃস্থামপি সংসৃতিম্।
বস্তুনিষ্ঠাং পরা হন্ত্যনৃতিং যা মৃতিকারণম্॥ ২৫০

পশ্যন্তীজপে ছন্দোনিমিত্তা বা বিরোধিনী ('non-according') যে সংসৃতি (tracing a curve not in conformity), সেটি নিবৃত্ত হয়। অনৃতি প্রধানতঃ আবরণরূপা ('অবিদ্যা') হইলেও, ইহার গতি ও স্থিতি—দুটি রূপ। বস্তুকে যখন আবরণ বা নিরোধ করে, তখন স্থিতিরূপ; আর, গতিচ্ছন্দঃকে বিরোধভাক্ করিলে গতিরূপ। পশ্যন্তীতে এই দ্বিতীয় রূপটি (অনৃত-সংসৃতি) বিশেষভাবে অপগত হয়। পরাজপে, অর্থাৎ, জপ পরাবাকে নিষ্ঠিত হইলে, বস্তুজন্য যে অনৃতি (অবিদ্যা), সেটিও যায়, সুতরাং, মৃতিকারণও অপগত হয়।

হীয়মানাঽনৃতির্যেন সত্যমৃতং প্রপদ্যতে।
সোঽর্চ্চিরাদিমার্গঃ স্যান্ নাবর্ত্ততে চ মার্গগঃ॥ ২৫১

যে পন্থায় অনৃতি পরিত্যক্তা হওয়ায়, অনৃতিব্যূহমুক্ত ঋতং সত্যমে প্রপন্ন হয়, অর্থাৎ, যাতে ঋতং সত্যমের অভেদসমীকরণটি (ব্রহ্মসদ্‌ভাবে) সম্ভাবিত হয়,—সেটি অর্চিরাদি মার্গ। এ মার্গসমাশ্রয়ে আর আবর্তনে ফিরিতে হয় না। অভেদসমীকরণটিতে ধ্যান লাগাও। চলা আর থাকা একান্ত যেখানে অভিন্ন, সেখানেই অনপায়ধাম। (ঋ ধাতু আর অস্)।

ব্যবধাবিনিবৃত্তেশ্চ ব্যবধাক্ষয়কারণাৎ।
শুক্লগত্যা হি যা প্রাপ্তিঃ সা সাক্ষাৎ ক্রমিকাঽপি বা॥ ২৫২

একান্ত গতি এবং একান্ত স্থিতির যে ব্যবধা, সেটির 'বিনিবৃত্তি' হইলে শুক্লাগতিতে যে ধাম-প্রাপ্তি, তাহা সাক্ষাৎ; আর, ব্যবধার ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রাপ্তি, তাহা ক্রমিক। যেমন, জপক্রিয়ায় বিন্দুবিলয়ে গতিস্থিতির ঐকান্তিক মিলিবার সাধনটি করিতে হয়; এটি সৌষ্ঠবে হইতে থাকিলে, শুক্লাগতির 'ক্রমিক' অভেদ-পর্যবসান পরাপারীণে 'সাক্ষাৎ'।

মূঢ়ং ঘোরং বিমিশ্রঞ্চ স্যাৎ কৃষ্ণবর্ত্মনাটনম্।
অন্ত্যস্যাপি ভবেদ্ দ্বৈধং ধূম্র-ধূম-বিশেষণাৎ॥২৫৩

মূঢ়, ঘোর, বিমিশ্র—এই তিনরূপে কৃষ্ণবর্ত্মে অটন। শেষেরটি আবার ধূম্র-ধূম ভেদে দ্বিবিধ। আগে এ ভেদটি ধারাপ্রসঙ্গে বিবেচিত। 'ধূমযান'-ও এই স্থলে চিন্তনীয়। পঞ্চক্লেশমূল অবিদ্যা অনৃতিরূপে ধূমযানে ঋতম্-সত্যম্ ঢাকিয়া রাখে। প্রণবের অন্ত্যবর্ণ 'ম'-কে বিধূনন করতঃ গতিকে নিরন্তর অ+উ='ও' আকৃতিতেই চালায়, তাই 'ধূ+ম'।

ইতি জপসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে অমুখ্যপ্রাণপাদো নাম চতুর্থপাদঃ॥

# চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ

**১॥ মেয়স্য সংখ্যেয়ত্বম্॥**

মেয় হইলে সংখ্যেয় হয়॥

> মানমাশ্রিত্য যা খ্যাতিঃ সা সংখ্যেতি বিবেচনাৎ।
> মানাভাবেন সংখ্যেয়ং যুক্তিতো ন প্রসজ্যতে॥
> পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠা-পঙ্ক্তয়ো মানপঞ্চকম্।
> এভি র্ন স্পৃশ্যতে যত্তু ন স সংখ্যানভাগ্ ভবেৎ॥ ২৫৪-৫৫

মান আশ্রয় করতঃ যে খ্যাতি, সেটি 'সংখ্যা'—এই বিবেচনা যদি করা যায়, তা হইলে মানের যেখানে অভাব, সেখানে 'সংখ্যেয়' যুক্তিতঃ সম্ভাবিত হয় না। মান—পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠা, পঙ্ক্তি (ক্রম)—এই পঞ্চবিধ। সুতরাং, মাত্রা এবং মান এক বুঝিলে চলিবে না। শ্রুতি এবং অনুভবে যে 'অমেয়', সেটি বুদ্ধিব্যবহার্য ('logical') নয়—Alogical. এটি আবার আমাদের দৃষ্টিতে দুইভাবে দেখা যায়—Absolute and Indeterminate. প্রথমটি সর্বসম্বন্ধাতীত; পরেরটি সম্বন্ধবিশেষাতিগ। দুই স্থলেই মেয়তা বা মান যায় না। আগেরটিতে (অনিরুক্তমলক্ষণমে) যাবেই না; পরেরটিতে এ যাবৎ যাইতেছে না। পাদাদি পঞ্চকের কথা আগে অনেক হইয়াছে; পঙ্ক্তি=grade, series, order. এই পঞ্চকের দ্বারা যেটি 'স্পৃষ্ট' নয়, সেটি সংখ্যেয় (logical and measurable) নয়।

**২॥ বুদ্ধিসামান্যবিশেষয়োঃ সমভিব্যাহারবিশিষ্টব্যবহারযোগ্যত্বং সংখ্যেয়ত্বম্॥**

বুদ্ধিসামান্য এবং বুদ্ধিবিশেষ—এতদুভয়ের সমভিব্যাহারবিশিষ্ট হইয়া যে ব্যবহারযোগ্যতা, সেটি সংখ্যেয়তা॥

কোন পদার্থ সংখ্যেয় (logically understandable) হইতে গেলে কি কি

চাই? প্রথম—বুদ্ধিসামান্য বা মহদ্‌বুদ্ধি (I) (Reason in Nature or Scheme of Things); দ্বিতীয়—ঐ বুদ্ধিসামান্য অস্মদাদি অহং-কেন্দ্রে বুদ্ধিবিশেষ (Cosmic Reason involving itself in individual experience as Forms of Sense, Categories of Understanding, etc; II.); তৃতীয়—ঐ দুই বুদ্ধির 'সমভিব্যাহার' (correspondence due to I. 'reproducing' itself in II.) এই সমভিব্যাহারের ফলে, চতুর্থ—কোন পদার্থ ব্যবহারযোগ্য হইল (thinkable, predicable, usable)। এই চারিটিতে সংখ্যেয়ত্ব।

মহদ্ধি বুদ্ধিসামান্যং প্রকৃতেঃ প্রকৃতির্যতঃ।
অস্মাকন্তু বিশ্ববোধে ভবতি তদ্‌বিশেষণম্॥ ২৫৬

মহতী বুদ্ধি বুদ্ধিসামান্য। এর দ্বারা যেটি প্রকৃতি (Nature or 'Material' as given), তার 'প্রকর্ষেণ কৃতিঃ' (Rational or Logical Treatment) সম্ভাবিত হয়। এই যে বুদ্ধিসামান্য, সেটির বিশেষণ, বিশেষরূপতাপত্তি, ঘটে আমাদের বিশ্ববোধে (world experience)।

তেন সমভিব্যাহারাদ্ বোধে নস্তদ্ বিগৃহ্যতে।
অতো মানানি বোধে নস্তন্মানস্যানুভাবনাৎ॥
অনেনৈব বিশ্ববোধো বোধবিশ্বাৎ প্রসজ্যতে।
ব্যবহার্যত্বমন্বেতি চাব্যবহার্য্যমেব যৎ॥
অবাচ্যং বাচ্যতামেতি চাচিন্ত্যং চিন্ত্যতাং ব্রজেৎ।
ধীসামান্যবিশেষাভ্যাং ব্যবহারৌ পরাপরৌ॥ ২৫৭-৫৯

অস্মদাদির বোধে ধীসামান্যের (the Reason in Nature) 'সমভিব্যাহার' হয়। ফলে, তাতে যাহা সমগ্র ও সমন্বিত, সেটি আমাদের বুদ্ধিতে বিশেষ-বিশেষ অবচ্ছেদে ও অনুবন্ধে গৃহীত হয় (বিগৃহ্যতে)—is taken sectionally and selectively. তথাপি, যেহেতু সামান্য আর বিশেষের সম্বন্ধটি 'সমভিব্যাহার', এই নিমিত্ত সমগ্র-

সমন্বিতের ‘বিগ্রহ’ সত্ত্বেও ‘অনুভাবন’ থাকে। অর্থাৎ, সামান্যে যে ভাবে সব কিছু আছে, বিশেষে তার অনুরূপতা (correspondence, reproducing) থাকে অথবা থাকিতে চায়। এই ভাবেই বোধবিশ্ব (the World *as* Total, Integral Experience) অস্মদাদির বিশ্ববোধ (the world *of* our experience) আকারে আসে। বোধবিশ্ব ভানস্বরূপ; অস্মদাদি সম্বন্ধে এর ব্যবহার্যতা নেই; কিন্তু বিশ্ববোধে ভাসরূপতা, সুতরাং, ব্যবহার্যতাও আছে।

কিরূপে ব্যবহার্যতা? ভানে যাহা অবাচ্য, তাহা হয় বাচ্য (predicable); যাহা অচিন্ত্য, তাহা হয় চিন্ত্য (thinkable); যাহা অকার্য, তাহা হয় ‘কার্য্য’ (usable)। ধীসামান্যে (Cosmic Reason-এ) যে ব্যবহার, তাকে বল ‘পর’; আমাদের ধীবিশেষে যেটি (by the Reason in *us*) তাকে বল ‘অপর’। ধীসামান্যের-ও আপন ব্যবহার্যতা বারিত হইল না।

৩।। পরিমেয়ত্বং দেশকালান্তঃপাতিসম্বন্ধবিনিপাতাৎ।।

পরিমেয়ত্ব (Calculability in terms of magnitude, দেশ, and number, কাল) দেশকালের অন্তঃপাতী সম্বন্ধের বিনিপাতবশতঃ॥

অন্তঃপাতি সম্বন্ধ = intrinsic pattern of relations.

বিনিপাত = specification.

দেশে এক অন্তঃপাতি-সংস্থা (‘intrinsic geometry’), এবং কালেও তদ্রূপ (‘intrinsic kinematics’)—এ দুটিকে আধারসংস্থারূপে পাইয়া তবে পদার্থ ‘পরিমেয়’ হইতে পারে। অর্থাৎ, দেশ বলে—‘আমি পরিমেয়ের উপাদান, কিন্তু এই দেখ, সে উপাদানে অশেষ স্বগতসম্বন্ধ আহিত রাখিয়াছি; তোমার পরিমাণ এই স্বগতসম্বন্ধেই—in laws of magnitude relations—হইবে।’ কাল বলে—‘আমি পরিমেয়ের নিমিত্ত; আমার সংখ্যাসম্বন্ধ—number relations—মানিয়াই তুমি পরিমেয় হইবে।’ উপাদান-নিমিত্ত, পরিমাণসংখ্যা—দুই-তেই ধীসামান্য ‘সূত্র’ পাতিয়া রাখিয়াছে।

এইবার, কারিকা—

নাদেন বিন্দুনা খ্যাতিঃ খ্যাপনং কলয়া সহ।
সংখ্যেয়ং পাদমাত্রাদি-পঞ্চকেন প্রবর্ত্ততে॥

যে চান্তঃপাতিনঃ সন্তি সম্বন্ধাঃ পাদমাত্রয়োঃ।
দেশে কালেঽথবা তেষাং বিশেষেণ নিপাতনম্।
ব্যাসসমাসরীত্যা তৎ পরিমেয়ত্বমুচ্যতে॥
পাদেন মাত্রয়া চাপি দ্বিধা যদ্ বিনিপাতনম।
সংখ্যেয়পঞ্চকাৎ তস্মাৎ সপ্তধা পরিমেয়তা॥ ২৬০-৬২

'খ্যাতি'-তে দুটি 'পক্ষ' থাকেই। নাদ-বিন্দু, এ দুয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিযোগিতায় বিশ্বে সব কিছুর খ্যাতি হয়। কেবল শুদ্ধ নাদে (Pure Continuity-তে) খ্যাতি লক্ষণ বর্তে না; শুদ্ধ বিন্দুতে (Pure Point-এ)-ও না। খ্যাতি মাত্রই চায় এক ব্যাপক আধার ('Frame'), আর এক নিরূপক বিন্দু ('Point' or 'Origing')। নাদ-বিন্দুর সঙ্গে কলা লইলে ত্রিপক্ষক 'খ্যাপন'।

খ্যাপনের পর 'সংখ্যান' (সংখ্যেয়)। এটি হইতে হইলে পাদাদিপঞ্চকের (পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা-পঙক্তি) আবশ্যক হয়। বুঝিয়া দেখ। যেমন ধর, জপসংখ্যান। ঐ পাঁচটি ধরিয়া তবে জপের সংখ্যান ঠিক হইবে। দশধা বা অষ্টোত্তর শত জপে কোন অভীষ্ট ফল। সংখ্যানটি (যেমন, গণিতাদি ব্যবহারে) ঐ 'পঞ্চকে' ঠিক থাকা চাই।

এখন, পাদমাত্রাদিতে কতকগুলি সম্বন্ধ (relations) 'অন্তঃপাতী (intrinsic) আছে; সে সম্বন্ধগুলি দেশে, কালে, অথবা উভয়ে, বিশেষভাবে 'বিনিপাতন' (specify) করা গেল; এবং এই বিনিপাতনটি (specification) পূর্বোক্ত ব্যাস-সমাস-রীতি (অর্থাৎ, by differentiation and integration) -তেও করা গেল। এই তিন সর্তে যেটি 'জাত' হইল, সেটি 'পরিমেয়' (calculable)। Calculation-এর পারিপাট্যের নিমিত্ত চাই Calculus. অন্তঃপাতী, বিনিপাতী এবং সন্নিপাতী—এই তিনে মিলিয়া তবে পরিমেয়। প্রথমটি দেয় General Forms or Patterns of relations; দ্বিতীয়, those applied to specific time-space situations; তৃতীয়, ব্যাস-সমাসে সূক্ষ্ম, শুদ্ধ পারিপাট্য (পরিপাটী না হইলে পরিমেয় হয় না)।

সংখ্যানে 'পঞ্চক', কিন্তু 'পরিমাণে' আবশ্যক হয় 'সপ্তক'। কেননা, পাদে এবং মাত্রায় 'কোন্ মুখে?'—sense or direction দুইভাবে আসে (যথা, ধনে-ঋণে)।

কোন নির্দিষ্ট সরলরেখার উপর লম্ব আঁকিবে? কিন্তু কোন্ দিকে? আবার, সরলরেখাস্থিত কোন বিন্দু থেকে উপরে বা নীচে যাইতে পার; অথবা, উপরে বা নীচে বহিঃস্থ কোন বিন্দু থেকে সরলরেখায় পতিত হইতে পার। এ দৃষ্টান্তে পাদ-মাত্রা দুটিকেই 'দ্বিধা' দেখিয়া লইও। Extension টা পাদ; Intension বা Measure টা মাত্রা। জপে উদয়ে পাদমাত্রা 'একমুখে' (বিতানে), বিলয়ে অন্যমুখে; ইত্যাদি।

**৪ ।। সুষমবিষমত্বেন তদ্ভেদঃ ।।**

সুষম ও বিষম—এই ভেদ পরিমেয়ব্যবহারে ॥

সুষমপরিমেয়ত্বং যত্র ন ব্যাজবেধতা।
ব্যাজবেধে তু বৈষম্যং ব্যাজোঽছন্দোগতালয়ঃ।
অতাত্ত্বিকোঽপি স ব্যাজো ব্যবহারে প্রসজ্যতে॥ ২৬৩

বক্রতা-বৈরূপাদিজনক যে ব্যাজ, তজ্জন্য 'বেধ' যে পরিমেয়ে নেই, তাকে 'সুষম' জানিবে। পক্ষান্তরে ব্যাজবেধ ঘটিলে 'বিষম'। ব্যাজবশতঃ সর্ব গতিবৃত্তি অছন্দোগা (un-harmonic) হয়; এবং, অছন্দোগ হইলে ব্যবহারে (in pragmatic relation) তজ্জন্য পরিমাণ-পরিমেয় 'অতাত্ত্বিক' (unreal)-ও হয়।

সুষম-বিষম ভেদটি ব্যবহারিক ও আভাসিক। তত্ত্ব এবং সমগ্র দৃষ্টিতে ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ আত্ম-ঈক্ষণ এবং আত্ম-কল্পন ঋজু এবং সুষম—এই দুটি পর্বেই হইয়াছে। 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' কখনও তত্ত্বতঃ এবং সমগ্রতঃ 'অনৃতঞ্চ অসত্যঞ্চ' হয় না। এইজন্য কারিকায় 'ব্যবহার' শব্দটি। ব্যাজ আদৌ ঋতম-কে 'আক্রমণ' করতঃ সব কিছুর গতিচ্ছন্দঃ-কে অছন্দোগরূপে দেখায়। ফলে, সত্যম-ও স্বস্থ থাকে না; অতাত্ত্বিক, অসত্যের মত আভাসিত হয়। ব্যাজ অস্মদাদির বোধদর্পণে মালিন্য-বক্রতাদিজনক। কাজেই, আমাদের বিশ্ববোধে মালিন্য-জিহ্মতাদির সাবকাশতা। বুদ্ধিকে সহজ, স্বচ্ছ, সার্বভৌম কর; ব্যাজজন্য বিষমতা বিদূরিত হইবে। মা ব্রহ্মময়ীর এই সৃষ্টি অনবদ্য সুষমা ও শ্রীতে ভরিয়া উঠিবে—মায়ের মতনই।

ব্যবহারে সুষম-বিষম বৃত্তির ভেদটি একান্তই প্রাসঙ্গিক। বিষমস্থলে তার বিশ্লেষণটি আদৌ করণীয়। তাই—

**৫।। অপানোদানক্রিয়াভ্যাং বিষমবিশ্লেষঃ।।**

বাহীক যে অপান এবং ঔপয়িক যে উদান—এ দুটির ক্রিয়াদ্বারা বিষমের বিশ্লেষ ('resolving') সাধিত হয়।।

বাহীক = 'Hold out' Factor, যেটি হেয়কে বর্জন (eliminate, reduce) করে; ঔপয়িক = Treating and Transforming Factor একজন সার্জন; অন্য চিকিৎসক। উদান দ্বারা উপায়—অন্বয়; অপান কর্তৃক অপায়—ব্যতিরেক। এই অন্বয়-ব্যতিরেক বিষম-বিশ্লেষে (in the resolving of any unharmonic complex) সাম্যে, কিনা, সামানাধিকরণ্যে আনিতে হইবে।

জায়েত বিষমো ব্যূহশ্চিত্তে দেহে চ বাচি চেৎ।
তদব্যূহবেধনং কুর্য্যাদপানোদানযুক্তিতঃ॥ ২৬৪

চিত্তে, দেহে (স্থূল বা সূক্ষ্মে) এবং বাকে যদি বিষমব্যূহ (morbid complex ইত্যাদি) বোঝ, তা হইলে সে ব্যূহবেধের নিমিত্ত কি করিবে? পূর্বলক্ষিত অপানোদানের 'সংযুক্তি' আনয়ন কর। ঐ তিনে (চিত্তাদিতে) স্বাস্থ্য (normal well-being) দ্বিবিধ—আন্তর ও বাহ্য। এই দ্বিবিধ স্বাস্থ্য ('অন্তঃশীতলতা' প্রভৃতি) আনয়নের নিমিত্ত, বাহীক-ব্যতিরেকী যে অপান, তাকে নিযুক্ত কর—যা বাহির হবার মত, তা বাহিরই হইয়া যাক্, আর, যাহা যথার্থ আন্তর, তা অন্তরেই স্থিত হউক। বাহ্যান্তরে 'তাল পাকাইলে' মুস্কিল। সঙ্করে কোনটার কল্যাণসামর্থ্য নেই। অতএব, বাহীক অপান যেটি অগ্রহণীয় বা হেয়, তার বহিঃক্ষেপ করুক (অস্যেৎ); পক্ষান্তরে যেটি গ্রাহ্য, উপাদেয়, ঔপয়িক উদান সেটিকে অন্তরেই আনিয়া দিক্।

অপানেন হ্যপাস্তং স্যাদন্তঃ স্বাস্থ্যস্য বাধকম্।
যদ্‌বাহ্যং তদ্ বহির্গচ্ছেত্তিষ্ঠেদন্তর্যদান্তরম্॥
বাহীকোঽস্যেদ্ যদগ্রাহ্যং গ্রাহ্যমৌপয়িকো নয়েৎ।
বাহীকৌপয়িকপ্রৌঢ়ে র্ব্যূঢ়বৈষম্যভঞ্জনম্॥ ২৬৫-৬৬

বাহীক এবং ঔপয়িক, এতদুভয়ের 'প্রৌঢ়ি' হইলে ব্যূঢ় যে বৈষম্য (a malorganised unhealthy complex), তার ভঞ্জন হয়। প্রৌঢ়ি কীদৃশ?

দূরমপাস্তমেবেদমিদঞ্চ ন্যস্তমন্তিকম্।
অপাস্ত্যুপাস্তিসাম্যেন বিষমং সুষমং ভবেৎ॥ ২৬৭

এটি 'বাহ্য' এবং হেয়—দূরে অপাস্ত হইল (by isolation and elimination); আর, এটি 'আন্তর', উপাদেয়—অন্তর-সন্নিকটেই ন্যস্ত হইল;—এই ভাবে অপাস্তি-উপাস্তির (ব্যতিরেকান্বয়ের) সাম্য, কিনা, সংযুক্তি সাধিত হইলে, উভয়ের প্রৌঢ়ি; তার ফলে, বিষমও হয় সুষম।

৬॥ **সমানক্রিয়য়া সুষমত্বং বিষমস্যাপি॥**

[পূর্বোক্ত অপানোদানের সংযুক্তি ও প্রৌঢ়ি (maximum effectiveness) সাধিত হইতে থাকিলে] সমান সাবকাশ হওয়ায় বিষমও হয় সুষম।

সমান ঐ সংযুক্তির সাধ্যও বটে; সাধকও বটে। সমান সাবকাশ না হইলে কোন বৃত্তিতে, সম্বন্ধে বা অনুপাতে 'সাম্য' সাধিত হয় না। সৃষ্টিতে সর্বত্র এক সমীকরণসূত্র (Equating, Equilibriating, Balancing Principle) ক্রিয়াশীল আছে বটে, কিন্তু বাধকবাহুল্যবশতঃ সেটি সর্বত্র সাবকাশ নয়। ব্যানের বৈমুখ্য (non-availability, untowardness), এবং প্রাণ-অপান-উদান, এ তিনের অসাম্য-অসঙ্গতি (incompatibility and opposition), ঐ সমান-সাবকাশতার পক্ষে বাধক হয়। ব্যান বলে—'আমি বিমুখ; ব্যাঙ্ক বন্ধ'। প্রাণ বলে—'আমি অপ্রচুর, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কৈ!' অপান বলে—'আমি অপায়ী, চেক্ কেটেই চল।' উদান বলে—'আমি উজাড়, উপায় তো কৈ দেখি না।' এমত অবস্থায় সমান বেচারী সব সামলায় কি করে বল? কাজেই, যা ছিল সুষম, তা বিষমে পতিত হয়। উপায়? বাহীক-ঔপয়িকদ্বয়ের সংযুক্তি ঘটাও। তাদের প্রৌঢ়ি আসুক। স্থিতধী—'পাক্কা হিসেবী'—যে, সেই প্রৌঢ়। তখন খেয়াল-মরজির 'ফেনা' সব মরে বুদ্ধি 'খাঁটি' হয়ে এসেছে।

অপান্ত্যপান্তিসাম্যং যৎ তৎ সমানেন সিধ্যতি।
বিষমকূটবিশ্লেষে নৈকটিকতমান্বয়াৎ॥
অপায়ান্বয়সিদ্ধৌ চ সমীকরণমিষ্যতে।
অনন্যত্বং যদন্যস্য যথা চান্নং ভবেদ্রসঃ॥ ১৬৮-৬৯

ধর, যে কোন বিষমকূট (চিত্তাদিতে, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে)। এটির বিশ্লেষ (resolving) কিরূপে হইবে?—নৈকটিকতমান্বয় পদ্ধতিতে—by a method of closer and closer synthetic approach and approximation. সংযুক্তি ও সমন্বয় হইল লক্ষ্য। অপানোদানে যে বিষমানুপাত (unharmonic ratio or relation), সেটিকে নৈকটিকতম সমন্বয়ে আন। ইহা একপ্রকার ক্রিয়া বা সাধন। একপ্রকার কেন—সকল সাধনের গোড়ার সাধন। ঠিকানা ঠিক ঠিক যদি ধরিতে চাও তো, নিকট, আরও নিকটকে ধরিয়া চল। এ সাধনের সিদ্ধিতে তাতে-তোমাতে সমীকরণ। বিষম হইল সুষম।

সে সমীকরণ কিরূপ?—যেটি 'অন্য' (alien), সেটি 'অনন্য' (allied, assimilated, integrated) হইল। যথা, ভুক্ত অন্ন হয় রসরক্তাদি।

৭॥ প্রাণেন পূরণং ব্যানেন সন্ধিঃ॥

(এই সুষম-সমীকরণে) প্রাণের দ্বারা পূরণ, ব্যানের দ্বারা সন্ধি সাধিত হয়॥

নির্ব্যূঢ়মতথা চাপি সমীকরণমিষ্যতে।
অনির্ব্যূঢ়ং সদোষং স্যাদ্ দোষো যঃ শঙ্কতে চ্যুতিম্॥
দোষে তু দ্বিবিধা হানি র্বস্তুসম্বন্ধভেদতঃ।
প্রাণাৎ প্রপূর্য্যতে বস্তু ব্যানাৎ সম্বধ্যতে মিথঃ॥ ২৭০-৭১

সমীকরণ (equating, assimilation) দুই প্রকারের—নির্ব্যূঢ় (unconditional) এবং অতথা বা ব্যূঢ় (conditional)। তার মধ্যে, অনির্ব্যূঢ় যে সমীকরণ (যথা, alliance চুক্তি), সেটি সদোষ হয়। চ্যুতির শঙ্কা যাতে, তাহাই স দোষ। চ্যুতি তিন রকমের—অত্যয় (deviation), ব্যভিচার (exception) এবং ব্যত্যয় (contradiction)।

দোষজন্য যে হানি, সে হানিও দ্বিবিধ—বস্তুহানি এবং সম্বন্ধ বা সন্ধিহানি (বিগ্রহ)। প্রাণের প্রাচুর্য স্থলে বস্তুহানির (হানি = defect or deficiency) প্রপূরণ হয়; এবং 'মিথঃ', কিনা, পরস্পরের (reciprocal) সন্ধি সম্বন্ধের হানি ব্যান সংযোজিত করে। জপে যেমন, প্রাণপ্রাচুর্য=নাদবিশালতা; ব্যানসংযোজনা হইল পাদকলা, উদয়-বিলয়ের সেতুসন্ধির সম্যক্ বিধৃতি। অপান পাদাদিকে অব্যক্ত থেকে ব্যক্তে বহন করিয়া লইতেছে; যুক্তকে বিযুক্ত করিতেছে। উদান তাদের প্রতিটির 'মর্য্যাদা' দিতেছে। আর, সমান প্রতিটির এবং সমগ্রজপের 'অভিবিধি' সমতায় রাখিতেছে। প্রাণ ছাড়া পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠার সংসর্গ হয় না; অপান ছাড়া কোনটার বিসর্গ হয় না; উদান ছাড়া উন্মেষ (আকৃতিতে) নেই; সমান ছাড়া এদের 'সাম্য' (balancing) নেই; এবং ব্যান ছাড়া 'শেষ' এবং বিধৃতি নেই। শেষ=অবসান ও আধার ভূমি।

৮।। নাগাদিভি র্ব্যাক্রিয়ন্তে বহুধা সঙ্ঘাতবিঘাতানুপাতাভ্যাম্।।

(পূর্বসূত্রিত) নাগাদি পঞ্চকের দ্বারা সকলবৃত্তি বহুধা 'ব্যাকৃত' হয়, এবং সে 'ব্যাকরণ' সঙ্ঘাত ও বিঘাত—এ দুয়ের অনুপাত লইয়া।।

নাগাদি পঞ্চ 'কতিরূপ', the five 'Modals' কাদের কতিরূপ? —প্রাণাদিপঞ্চকের। অনুপাত দুই রকমে দেখা যায়—সঙ্ঘাত ('Sympathy Ratio') আর বিঘাত ('Antipathy Ratio')। সঙ্ঘাতে মৈত্র, বিঘাতে বৈর। সৃষ্টিতে সব কিছুতেই বিষ অমৃত মাত্রা মিশ্রিত আছে; তবে কোনটা ইষ্ট, কোনটা অনিষ্ট কেন? অনুপাতে মৈত্র এবং বৈরের দরুণ। যেমন, অগ্নীষোমীয় মাত্রা। অনুপাত, পুনশ্চ, বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। বাইরে বা দুটি ততোধিক জিনিষের অনুপাত কিভাবে আছে, এও যেমন বিবেচ্য, তেমনি সে অনুপাত কোন সঙ্ঘাতবিশেষে কি অনুপাতে ক্রিয়া করিল (reactive ratio or index), সেটিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। সঙ্ঘাতানুকূল বা 'সঙ্ঘমিত্র' অনুপাতই অভীষ্ট।

প্রাণাদিভিঃ ক্রিয়া নাগাদিভির্বৈ প্রক্রিয়া ভবেৎ।
ক্রিয়াপ্রক্রিয়য়োর্ভেদো নাগাদীনামনুক্রমাৎ।।

ভজতে সাত্ম্যসম্বন্ধং সঙ্ঘাতেনানুপাতনম্।
মৈত্রসঙ্ঘস্ততো বৈর-সঙ্ঘো বিঘাততস্তথা॥ ২৭২-৭৩

প্রাণাদি পঞ্চের যেটি ক্রিয়ারূপ, সেটি নাগাদিপঞ্চের দ্বারা 'প্রক্রিয়ারূপ' পায়। ক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার ভেদ কিভাবে বুঝিবে? ধর, প্রাণের ক্রিয়া পূরণ, সংসর্গ। কিন্তু সে পূরণাদি কতিবিধ—কয় প্রকারে? এ প্রশ্নের উত্তর নাগাদি লক্ষণে যে পঞ্চ 'কিমঃ' ('five Modalities') ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তত্তৎ দৃষ্টে পাইতে হইবে। জপে নাদ = প্রাণ। নাদের প্রক্রিয়া জপে কিরূপে হইতেছে? দেশ, কাল, এবং পূর্বোক্ত নৈমিত্তিক ত্রয়—এই পঞ্চ কতিরূপতায় আনিয়া সেটি পরীক্ষা করিতে হইবে। এরূপ না হইলে ক্রিয়া প্রক্রিয়া হয় না।

কতিরূপতায় তো দেখিব, কিন্তু ঠিক কাকে? ক্রিয়াকে বলিলে সাধারণ ভাবে বলা হইল। কোন ক্রিয়ার বিশ্লেষে-সংশ্লেষে (by analysis and synthesis) পূরা প্রতিরূপ বা আলেখ্য আবশ্যক। সেইটি তার 'ব্যাকৃত' রূপ। যথা, স্বপ্নবিজ্ঞানে কোন একটা স্বপ্নের। প্রতিরূপ পাইতে গেলে সংস্কার ও শক্তিসম্পাতের ভূমিতে যাইতে হয়; অর্থাৎ, অনুপাতের ক্ষেত্রে। যেমন, ঐ স্বপ্নের বেলায় repression and expression অনুপাতে আসিলেই সঙ্ঘাত এবং বিঘাত ভাবিতে হয়। সঙ্ঘাতে অথবা মৈত্র অনুপাতস্থলে 'সাত্ম্যসম্বন্ধ'—compatibility, relevancy; বিঘাতে incompatibility, irrelevancy. মৈত্র অনুপাত স্থলে 'মৈত্রসঙ্ঘ', অন্যথায় 'বৈরসঙ্ঘ'—এই ভেদটি জীবন-সাধনে অবধানযোগ্য। সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্ঘাদি এবং তদ্‌বিপরীত—এ দুয়ে যেমন ইষ্ট প্রক্রিয়া যথাক্রমে উপক্রিয়া আর অপক্রিয়া রূপ পায়।

### ৯॥ ছন্দো ব্যাকরণং প্রাণানাম্॥

(পূর্ববিচারিত) দশটি প্রাণের ব্যাকরণ ছন্দঃ॥

ক্রিয়া আর প্রক্রিয়ার মধ্যে 'ব্যাক্রিয়া' বা ব্যাকরণ। কোন এক সাধারণ ক্রিয়া; সেটিকে 'প্রকর্ষেণ', প্রকৃষ্ট ক্রিয়া রূপে যদি পাইতে অথবা সাধিতে হয় (যেমন, জপক্রিয়ায়), তবে আদৌ সে ক্রিয়াটিকে 'বি+আ+ক্রিয়া'—এই আকৃতিতে আনিতে

হয়। 'বি' = বিশেষতঃ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অভিমুখে; 'আ'=অভিবিধি এবং মর্যাদা সহকারে। এটি ব্যতীত কোন ক্রিয়াই সৌষ্ঠবে প্রকৃষ্ট ক্রিয়া হয় না। এখন, পূর্ববব্যাখ্যাত দশটি প্রাণকে 'ব্যাকৃত' করে যেটি, সেটি ছন্দঃ। জপব্যাহরণাদিতে এ লক্ষণ মিলাইয়া লও। লক্ষণ সার্বভূমিক। যজ্ঞদ্বারা পর্জন্য হইবে? যজ্ঞকর্মের সকল অঙ্গ 'ছন্দসা' আকলন, আপূরণাদি করিয়া লও। তবেই তোমার যজ্ঞটি হইবে 'পর্জ্জন্য-প্রক্রিয়া'।

প্রাণানাং দশধা বৃত্তিঃ সুষ্ঠু ব্যাক্রিয়তে যতঃ।
ন নিরঙ্কুশবৃত্তিত্বমেকেনান্যস্য নিগ্রহাৎ।
গীতে স্বরসমূহস্য বাদিসম্বাদিনৌ যথা।
অনুবাদী চ মাত্রাশ্চ বিবাদিনো বিসর্জ্জনম্।
সঙ্গাচ্ছন্তে তথা প্রাণাশ্ছন্দসি প্রেয়সে দশ॥ ২৭৪-৭৫

প্রাণের দশধা বৃত্তি। এদের কোনটিই নিরঙ্কুশবৃত্তি—উদ্দাম, অছন্দোগ—হইয়া অন্যের 'নিগ্রহ' ঘটাইতেছে না;—এমত স্থলেই প্রাণদশকের সৌষ্ঠব-ব্যাকরণ সম্ভাবিত হয়, এবং সেই স্থলেই ছন্দঃ প্রশাসন। জপব্যাহরণে দৃষ্টান্ত লও; বেদমন্ত্রাদির উদ্গানেও লও। সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে—স্বরসমূহ এবং মাত্রাসমূহকে 'সঙ্গাতি'-তে আনিতে হয়। কোন রাগে বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী—এ তিন প্রকারের স্বর শুধু সাজাত্যসম্পর্কে থাকিবে, এমন নয়; বাদী প্রভৃতির অন্যোন্যসম্বন্ধও (মুখ্য, উপমুখ্য, অনুগত) ঠিক রাখিতে হইবে। মাত্রা বা তাল প্রক্রিয়াতেও অনুরূপ। স্বরে বিবাদী, তালে 'বেতালা' বিজাতীয় এবং বর্জনীয়। দশধা প্রাণনবৃত্তিকেও গীতের সঙ্গাতি-দৃষ্টান্তে সঙ্গাতিতে আনয়নই সাধন। জপন্যাসপ্রাণায়ামাদি সাধন ছন্দোগ হবার সাধন। প্রায়শঃ আমাদের প্রাণ বিঘাতানুপাতে পতিত বলিয়া আমাদের দেহচিত্তাদি লইয়া আমরা 'বিঘোরে' পতিত, অচ্ছন্দস্ত্ব, অপচ্ছন্দস্ত্ব বা বৈরচ্ছন্দস্ত্ব, পরচ্ছন্দস্ত্ব—এই কয়টি কাটাইয়া জীবন ও সাধন মিত্রচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে আনা যায় কি করিয়া—এটিই তো লক্ষ্য।

লক্ষ্য কর যে, প্রাণকে নহিলে ছন্দঃ হয় না। ছন্দো-ব্যতীত লীলা হয় না। লীলা

ব্যতীত আনন্দের উল্লাস-বিলাস নেই। জড়ে ছন্দঃ আছে, কেননা, জড় প্রাণেরি 'অহল্যা পাষাণী' মূর্তি। খণ্ডিত কুণ্ঠিত, অস্বতঃস্ফূর্ত ছন্দঃ। তাই—

**১০॥ ক্ষেমায় ছাদনাদ্ যোগায়ানন্দাভ্যাসাৎ॥**

('ছন্দস্' শব্দে ছাদন এবং আনন্দাভ্যাস এই দুটি ভাব নিহিত; তন্মধ্যে) ছাদন দ্বারা ছন্দঃ ক্ষেমঙ্কর, এবং আনন্দের 'অভ্যাস' ছন্দে হয় বলিয়া, ছন্দঃ যোগদ॥

ছন্দসা ছাদনং ক্ষেমশ্ছন্দোহীনং বিশীর্য্যতে।
সন্দধানেন ব্যানেন সন্ধিঃ ক্রিয়েত ছন্দসা॥
ছন্দসা যোজনং যোগো বিপর্য্যেতি ন তদ্‌বিনা।
আনন্দাভ্যাসজো যোগো নিরানন্দো বিপর্য্যয়ঃ॥২৭৬-৭৭

ধর, কোন প্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়া। ইহা যদি ছন্দোহীন হয় তো অযথা ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্তাদি হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়। যেমন, বাহিরে কোন শব্দ বা তড়িৎ তরঙ্গ। ছন্দোদ্বারা বিধৃত, কেন্দ্রীভূত ইত্যাদি না হইলে 'ছড়াইয়া' এবং ব্যাহত হইয়া 'অনর্থক' হইয়া যায়; আমাদের কর্ণে অথবা রেডিওযন্ত্রে শক্তি এবং তার ক্রিয়ার 'ছাদন' ('Covering', Conservation) ঘটে। ইহা ক্ষেম। বীজমন্ত্রাদিতে ছন্দঃ-ই ক্ষেমদ।

বিশ্বপ্রাণব্যাপারে সন্ধায়ক যে ব্যান, তাহাই সর্বত্র আধার এবং সন্ধি রক্ষণের 'ভার' লইয়া আছে বটে, কিন্তু সন্ধিটি সাধিত হয় ছন্দের দ্বারাই। ছন্দোহীনে ছন্দোহীনে বিগ্রহ, সন্ধি নেই। আবার দেখ—'ছন্দসা' যে যোজন, তাই যোগ। ছন্দছাড়া কতকগুলি এক সঙ্গে জুড়িলে তো যোগ হয় না। সেটি 'বিপর্য্যয়'। সাধনাদি সর্বস্থলেই যোগ-বিপর্যয় চিন্তা করিয়া দেখিবে—বিশেষতঃ মন্ত্রাদির incompatible, incongruent 'medley'. আচ্ছা, যোগ ও বিপর্যয়ের যোজক, বিযোজক কি? যে যোজনায় আনন্দের 'অভ্যাস'—continued accumulation of the 'happy' factor—উত্তরোত্তর স্বরসসংবিত্তি, সেটি যোগ; নিরানন্দ বিপর্যয়ের লিঙ্গ। আনন্দাভ্যাসের মূলে প্রাণনের স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি থাকে, যেটি ভগবানের লীলাপ্রতিযোগিক। তাঁর লীলাকৈবল্য যাতে 'তিরোহিত' বা তিরোহিত প্রায় হয় নাই,

সেখানেই আনন্দের 'অভ্যাস'—অভিতঃ 'আস', বৃত্তিমত্তা। জপে যেমন মধ্যমাদিতে। অন্যত্র, কৃচ্ছ্রগতি ইত্যাদি। সেখানে প্রাণব্যাপার যেন পরাধীন, পরবশ।

ছন্দের দ্বিতীয়া বৃত্তি হইল—ক্রিয়ামাত্রকে আনন্দাভ্যাসরূপতায় লওয়া। গান করতে করতে ছাদ পেটান বা পাল্কি বাওয়া থেকে সুরু করে এই অপরূপনিসর্গ মহাকাব্য রচনা সেই পুরাণ কবির—সবতাতেই ছন্দঃকে আনন্দমাত্রাবন্টনকৃৎ রূপে দেখ। নিখিলের 'হৃৎ' যে আনন্দ, সে আনন্দ ছন্দোলাস্যেই সৃষ্টির সর্বত্র প্রাণস্পন্দকে 'যোগায়' 'ক্ষেমায়' ভরণ-প্রেরণ করিতেছে।

**১১॥ জপস্য প্রাণপ্রক্রিয়াবিশেষত্বাচ্ছন্দোগত্বং বিশেষতঃ॥**

জপক্রিয়া প্রাণপ্রক্রিয়াবিশেষ হওয়ায় জপের বিশেষভাবে ছন্দোগত্ব॥

ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভেদ আগে দেখান হইয়াছে।

প্রক্রিয়া বৈ সমূহেন প্রাণনং দশবৃত্তিকম্।
দশনিষ্পাদিতত্বেন প্রক্রিয়া স্যাজ্ জপক্রিয়া॥
ছন্দসা ছন্দসে চাপি ছন্দসি গীয়তে যতঃ।
গচ্ছতীতি চ জাপস্য ছন্দোগত্বং হি পঞ্চধা॥
বিশিনষ্টি হ্যসঙ্কীর্ণং শুক্লাশুক্লবিভাগতঃ।
অষ্টৌ মূর্ত্তীশ্চ গৃহ্ণাতীত্যষ্টোত্তরশতং জপেৎ॥ ২৭৮-৮০

পূর্বে দেখান হইয়াছে যে—প্রক্রিয়ায় দশপ্রাণের 'সমূহ' (সম্যক্ ঊহন) দ্বারা ক্রিয়া হয় প্রক্রিয়া। সুতরাং, দশনিষ্পাদিত জপপ্রক্রিয়া। দশের সমূহবৃত্তিতা না থাকিলে জপনিষ্পাদনটি হয় না। আবার দেখ—জপকর্মের অধিষ্ঠানাদিপঞ্চকের বিচারে পঞ্চ সংখ্যা মিলে—সে পাঁচটিই ছন্দেরি 'গায়তি' (গৈ) এবং 'গচ্ছতি' ('গম্') রূপ। প্রথম, ছন্দঃকুশল কর্তা; দ্বিতীয়, ছন্দসা—ছন্দোরূপ করণ, অর্থাৎ, ছন্দঃ সহকারেই কর্ম; তৃতীয়, ছন্দঃই প্রয়োজন (ছন্দসে); চতুর্থ, ছন্দঃ আধার বা অধিকরণ (ছন্দসি); এবং পঞ্চম, ছন্দসঃ—ছন্দঃই অপাদান, অর্থাৎ, ছন্দঃ থেকেই ছন্দের আদান-পূরণাদি।

ধর, ওঙ্কারের ছন্দঃ গায়ত্রী। ওঙ্কারের 'অ'স্বরে ছান্দস অধিষ্ঠান; বিন্দু ছান্দস

অপাদান ও উপাদান; নাদ ছান্দস কর্তা; 'উ' স্বর ছান্দস করণ; এবং 'ম' (অর্দ্ধমাত্রাভিমুখীন) লক্ষ্য বা প্রয়োজন (ছন্দসে)।

এইভাবে, ১০ × ৫ = ৫০ সংখ্যা মিলিল।

এইবার, বৃত্তিমাত্রেই শুক্ল শুক্লাদি বিভাগ থাকে (লক্ষণায়, অগ্নীষোম, ধন-ঋণ ইত্যাদিও)। এগুলি সাধারণ ক্রিয়ায় সঙ্কীর্ণভাবে থাকে। জপপ্রক্রিয়ায় এদের অসঙ্কীর্ণরূপে 'বিশেষণ' হওয়া আবশ্যক; যথা, এটি শুক্ল, উহা অশুক্ল; ইহা অগ্নিমাত্রা, উহা সোমমাত্রা; ইহা উদয়মুখীন, উহা বিলয়মুখীন; ইত্যাদি।

এই বিবেচন-বিশেষণটি না হইলে জপপ্রক্রিয়া হয় না। সুতরাং, পূর্বপ্রাপ্ত পঞ্চাশৎ দ্বিগুণিত হইয়া শত সংখ্যা হইল।

এর সাথে জপরূপ শিবের 'অষ্টমূর্ত্তি' যোগ কর। আদৌ চারিটি—বিন্দুমূর্তি, াদমূর্তি, সেতুমূর্তি এবং কলামূর্তি। নাদমেরু এবং বিন্দুমেরু—এ দুটির অপেক্ষায় প্রতিটি দ্বিবিধ। যেমন, জপে বিন্দু নাদমেরুর অভিমুখে প্রাণাদিকে 'উদিত' করে, কি স্বমেরু অভিমুখেই তাদের 'বিলীন' করে? 'মেরু'= critical phase, turning point, মনে রাখিও। এইভাবে ঐ চারিটিরই দ্বিধান্বয় হইতে পারে। কাজেই, অষ্টমূর্তি। আগের শত আর এই অষ্ট=অষ্টোত্তর শত। জপপ্রক্রিয়ায় দশ বা অষ্টোত্তর শত 'স্বাভাবিকী' সংখ্যা।

**১২॥ গায়ত্রী মাতা ছন্দসাং ব্রহ্মযোনিঃ॥**

ব্রহ্মযোনি গায়ত্রী সকল ছন্দের মাতা॥

গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা ত্র্যক্ষরা ব্রহ্মবাদিনী।
মেয়ং ছন্দো মিমীতে বৈ ছন্দোমাতা চ মায়তে॥
জিহ্বামূলসমুচ্চার্য্য—কণ্ঠতালুসমাশ্রয়-।
কণ্ঠদন্তাভিব্যক্তত্বাৎ ত্র্যক্ষরং গায়দুচ্যতে॥
'গায়িতি' বৈ সুরব্রহ্ম যন্মূলকণ্ঠতালুভাক্।
ষড়্‌জাদিস্বরসামগ্রীমন্নরূপেণ চাত্তি যৎ।
অন্নাদমপি যন্নাদশ্ছন্দাংসি যস্য ব্যঞ্জনম্॥ ২৮১-৮৩

'ছন্দসাং মাতা ত্র্যক্ষরা ব্রহ্মবাদিনী' যে গায়ত্রী, সেটিকে সাবিত্রী প্রভৃতি কোন বিশেষ গায়ত্রী মনে করিলে ঠিক হইবে না। ইহা সকল ছন্দের মাতা—Matrix. জপে বিশেষতঃ সর্ববীজের (ওঁ ঐঁ প্রভৃতি) এবং সর্বমন্ত্রের (ওঁ নমঃ শিবায় প্রভৃতি) মূল বা জননীচ্ছন্দঃ। যত না ছন্দঃ বিশ্বে, জীবনে বা সাধনে প্রশাসন করে, সে সবের মৌলিক আকৃতি—Basic Pattern–গায়ত্রী। গায়ত্রী ব্যতীত কোন ইষ্ট বা মন্ত্রাদির সঙ্গে সূক্ষ্ম ও কারণ ভূমিতে 'সহযোগ', এবং তদতীতে তাদাত্ম্য ঘটে না। গায়ত্রী ব্যতীত অনপায়—অমৃতধাম অবধি গতি নেই।

তাই বলা হইতেছে—যে ছন্দঃ সকলের অভিবিধি ও মর্যাদা দান করে, যে ছন্দঃ সাক্ষাৎ প্রাণসকলের 'ব্যাকরণ' (the 'Grammar of Life'), সে ছন্দঃ তার 'মান' লাভ করে গায়ত্রী থেকে। অর্থাৎ, গায়ত্রীর আধারে এবং আদর্শেই সর্ববিধ ছন্দঃ 'মেয়' (computable) হয়। কেননা, গায়ত্রী বিশ্বসৃষ্টিস্থিতিলয়মূল যে ওঁকার, তার স্বচ্ছন্দঃ। তবে, ছন্দোমাতা থেকে মান পাইয়া ছন্দঃ গায়ত্রীকেও বলে—'তুমি মাতা, আমি মেয়; তথাপি এস তুমি আমার মানে'। মাতা বলেন—'তথাস্থু। কিন্তু মেয় হইয়াও মানাতিগা রহিব।' তাই থাকেন বলিয়াই গায়ত্রী হন—'স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্'। যেমন, জপব্যাহরণে বিন্দুবিলয়ে দোহন করেন 'পরামৃত', এবং পরাপারীণতায় 'পরমামৃতম্'।

এইবার 'গায়ৎ'—এই 'ত্র্যক্ষর'টি ভাবনা কর। গ্+আ+য়্+অ+ৎ—এই পঞ্চ অবয়ব। প্রথমবর্ণ (গ) শিক্ষাগ্রন্থ অনুসারে জিহ্বামূল থেকে উচ্চার্য। 'আ' কণ্ঠ্যবর্ণ=নিখিল অভিব্যক্তিতে মর্যাদা ও অভিবিধি দেখায় এই বর্ণ। 'য়' তালব্য—নিখিল স্পন্দকে কেন্দ্রগ করার সামর্থ্য ধরে। পরের 'অ' (কণ্ঠ্য) সেটিকে কোন অধিকরণে স্থিত করে। শেষের 'ৎ' দন্ত্য; সেটি তাকে অভীষ্ট তলাভিমুখে বিনিপাতন (direct, canalize) করে। এখন, চিন্তা করিয়া দেখ—পরমমূল থেকে আরম্ভ করিয়া কোন অভীষ্টতলে 'উপযোজন' পর্যন্ত সমস্ত ধারাটি ঐ ত্র্যক্ষর 'গায়ৎ'-এ রহিয়াছে কিনা। সুতরাং, 'গায়ৎ' সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্। এর সঙ্গে 'ত্রৈ' ধাতু যোগ কর। ঈকারান্ত 'গায়ৎ+ত্রী' পরমমূল যে অমৃতধাম তাতে উত্তরণের সেতু; নয় কি?

পুনশ্চ, 'গৈ' = সুরব্রহ্ম (যা থেকে গান, উদ্‌গান)। সুরব্রহ্ম 'গ্' (মূল) এবং 'ঐ' (কণ্ঠতালু)—এ দুটি বর্ণকে ভজনা করেন। কেন? ষড়্জ (সা) প্রভৃতি সপ্তস্বর

সপ্তান্নরূপে অদন করিবেন, তাই। এই প্রকারে 'অন্নাদ' হইয়াও তিনি রহেন অখণ্ডাভিন্ন নাদব্রহ্ম। নাদব্রহ্ম ষড়্‌জাদিসামগ্রীর অন্নাদ হন, আর ছন্দঃ (পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠায়) হয় সে অন্নের 'ব্যঞ্জন'।

**১৩।। ওঁকারস্যাপি।।**

**ওঁকারেরও ছন্দঃ গায়ত্রী।।**

ঋষির্যস্য স্বয়ং ব্রহ্ম চাগ্নির্বৈ যস্য দেবতা।
ছন্দস্তস্যাপি গায়ত্রী বিশ্বতো বিনিযুজ্যতে।।
প্রণবে বীজরূপা সা বীজং যা গায়দাকৃতিঃ।
যা ছাদয়তি ছন্দাংসি নন্দয়তি চ মাতৃবৎ।। ২৮৪-৮৫

অপর কেহ নয়, স্বয়ং ব্রহ্ম যাহার ঋষি, অগ্নি যাহার দেবতা, তাহার ছন্দঃ গায়ত্রী; এবং সেই ওঁকারের সর্বতঃ বিনিয়োগ। প্রণবে গায়ত্রী বীজরূপা (condensed as 'Seed') রহিয়াছেন। সে বীজরূপটি কি? পূর্বসূত্রালোচিত ঐ 'গায়দাকৃতি'—গৈ+অৎ। গৈ=স্বরব্রহ্ম অথবা সুরব্রহ্ম। তিনি কোন অধিকরণ ও অভিবিধি ('অ') অঙ্গীকার করিলেন; এবং তল বা মর্যাদা ('ৎ')-ও মানিলেন। ফলে, স্বর বা সুরব্রহ্ম হইলেন ছন্দোব্রহ্ম (the Absolute Logos as Creative Harmony)। ইহা গায়দাকৃতি, এবং ওঁকারেই এটি স্বভাবে এবং সম্পুটে রহিয়াছে। এই স্বভাব-সম্পুটিত গায়ত্রীকে 'মেলিয়া ধরাই' প্রণবের জপ বা ব্যাহরণ। মেলিয়া ধরিলে, ওঁকার 'অষ্টদল পদ্ম'। বিন্দু থেকে উদিত, বিন্দুতে বিলীন।

'গৈ+অৎ'-এর 'অ'-কে অর্দ্ধমাত্রা মনে করা যায়। 'ৎ'-তে সেতু। 'গৈ'=বিন্দু-নাদ-কলা এবং কলাতীতের সহাবস্থান।—যেখানে এরা undifferentiated. প্রণব এবং গায়ত্রী যে নিখিল সৃষ্ট্যাদির মূলে, তা বহুস্থলে বলা হইয়াছে। মাতা যেমন তাঁর নন্দনকে আচ্ছাদন করিয়া রাখেন এবং স্তন্যদানাদিতে নন্দিতও করেন, ছন্দোমাতা গায়ত্রীও তদ্‌বৎ অপরাপর ছন্দঃকে। আচ্ছাদন 'ক্ষেমায়', নন্দন 'যোগায়'।

কিরূপে?

**১৪ ।। সর্ব্বপাদমাত্রাদিসুষমসংখ্যেয়ত্বস্য তস্যামন্তর্ভাবাৎ ।।**

গায়ত্রীতে সর্ব্বপাদমাত্রাদির সুষম সংখ্যেয়ত্বের অন্তর্ভাব আছে বলিয়া ॥

পাদ আততিভাগশ্চ মাত্রা কালবিভাজনম্।
পঙ্‌ক্তিশ্রেণিবিভাগাচ্চ কলারূপং বিভাজ্যতে॥
সামগ্রীখণ্ডনাদংশশ্চাঙ্গং প্রাণেন সংহতম্।
বিধা চাবয়বো স্যাতাং ক’প্তযুক্তবিবেচনাৎ॥
ক্রমকাষ্ঠে চ ধারাসু পাদমাত্রানিবেশনাৎ।
সংখ্যেয়া ছান্দসীবৃত্তিঃ পাদাদিষু প্রবর্ত্ততে।
সা বৈ সমস্যতে ‘মাত্রা’ মাত্রামাত্রোভয়াশ্রয়াৎ॥ ২৮৬-৮৮

আততি (Extensivity)-এর বিভাগে বিশেষতঃ পাদ; কাল (Protensivity)-এর বিভাগে মাত্রা। পাদ এবং মাত্রা, এ দুয়ে কলা এবং কাষ্ঠা (Aspect and Limit) স্বভাবতঃ প্রসজ্যমান হয়। এর মধ্যে, পাদকে কলাদৃষ্টিতে (in aspects) দেখিলে পঙ্‌ক্তি; মাত্রাকে তদ্রূপে দেখিলে শ্রেণি। প্রথমটি, ‘configuration’, পরেরটি ‘series’. পাদসম্পর্কেও অবশ্য শ্রেণি আছে, যথা Expansion of a function, e.g. Sin*x*.

পুনশ্চ, কোন সামগ্রী (given whole)-কে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখিলে হয় ‘অংশ’; ‘অংশ’ বিশেষতঃ প্রাণদ্বারা ‘সংহত’ (organised) হইলে হয় ‘অঙ্গ’। অংশ=যে কোন ‘part’. সামগ্রীর ‘বৌদ্ধ’ (logical) বিভাজনে ‘অবয়ব’ (যথা, ন্যায়াবয়ব); ‘মানস’ (conceptual) বিভাজনে ‘বিধা’। এ শেষের দুটি ‘ক’প্তযুক্তবিবেচনাৎ’—সামগ্রীক’প্ত এবং যুক্তভাবে দ্বিবিধ। প্রথমটি, whole as constituted; দ্বিতীয়, whole as comprehended. এ দুয়েরি ‘অবয়ব’ এবং ‘বিধা’—এ দুই রকমে বিবেচন হইতে পারে।

আবার, যে কোন ধারায় পাদ ও মাত্রা, এ দুটির নিবেশে (on incidence) ক্রম-কাষ্ঠা আসিয়া থাকে। এইভাবে পাদমাত্রাদিতে ছান্দসীবৃত্তি (Harmonic Function) সংখ্যেয় (পূর্বসূত্রিত অর্থে) হইয়া থাকে। এখন, এই সংখ্যেয়া ছান্দসীবৃত্তিকে

সমাত্র-অমাত্র, সপাদ-অপাৎ, সকল-নিষ্কল ইত্যাদি দুইটি কাষ্ঠায় (অর্থাৎ, অসীমপূর্ণ এবং শূন্যে) যেটি সমাসে (in integration) লইয়া থাকে, সেটি ছন্দোমাতা গায়ত্রী। কারিকায় শেষ ছত্রে 'মাত্রা'=গায়ত্র্যা। একান্তভাবে পূর্ণশূন্যৈককাষ্ঠায় নিখিল সংখ্যেয়া ছান্দসীবৃত্তিকে লইতে গায়ত্রী। It is the consummation of all partial, piecemeal or 'halting' harmonic functions and processes. অপরাপর ছন্দের যেখানে অনবকাশ বা পরাভব, গায়ত্রী সেখানেও সমর্থা, অপরাজিতা। সেই নিমিত্ত দেবতাদের জন্যও 'অমৃতস্য দুহানা'।

এইবার বিন্দু থেকে উদিত এবং অর্দ্ধমাত্রাসমাশ্রয়ে বিন্দুবিলীন গায়ত্রী-ব্যাহরণে 'কলিতা' (explicit) 'সমস্ত' (integral) সংখ্যেয় ছান্দসীবৃত্তিটি যাচাই করিয়া লও। সংখ্যেয় বৃত্তিটিকে 'বিবেচনে' (analytically) সূত্রকারিকায় দেখান' হইয়াছে।

**১৫॥ প্রকৃতিঃ শব্দার্থপ্রত্যয়নিষ্ঠচ্ছন্দসাম্॥**

গায়ত্রী শব্দ-অর্থ-প্রত্যয়নিষ্ঠ ছন্দঃসমূহের প্রকৃতি॥

কারণস্পন্দনিষ্ঠানি ছন্দাংসি দধতে গিরঃ।
তৎস্পন্দনির্ম্মিতা হ্যর্থা শ্ছন্দাংসি যানি তেম্বপি॥
তৎপ্রতিক্রিয়মাণং যাংশ্চিত্তং প্রত্যেতি প্রত্যয়ান্।
তেষামপি চ ছন্দাংসি প্রকৃতিং যান্তি মাতরি॥
ক্রিয়াকারকফলৈ র্যা চ ছন্দসাং স্যাৎ ত্রিরূপতা।
প্রকৃতেরাকৃতেস্তস্যা গায়ত্রী 'ত্রৈ'-ত্রিযোগতঃ॥ ২৮৯-৯১

পূর্বালোচিত ছান্দসীবৃত্তি (Harmonic Function)-কে এইবার স্পন্দ ('Stress' or 'Vibration') রূপে দেখিয়া গায়ত্রীকে নিখিল ছন্দের 'প্রকৃতি' বলিয়া জান। প্রথম, কারণস্পন্দ—Basic Causal Stress. এটিকে আমরা পূর্বে 'পরশব্দ' রূপে জানিয়াছি। এই কারণস্পন্দে যে ঋতচ্ছন্দ (Basic Causal Harmonies), সে ছন্দঃ শব্দ বা বাকের 'পরা' ভূমিতে। সেই কারণচ্ছন্দোদ্বারা 'অর্থ' (Object) নির্মিত

হয়—'প্রাণেন যঃ প্রণীয়তে সোঽর্থঃ'। শব্দার্থের তাই জনকজন্য সম্বন্ধ। জন্য বা নির্মিত যে অর্থ (constituted objects), তারও ছন্দঃ (Harmonies pertaining to objects representing the Causal Harmonies) থাকে। এই ছন্দঃ চিত্ত (Subject)-এর উপর ক্রিয়া করিলে, চিত্ত কোনভাবে তার প্রতিক্রিয়া (react) করে; এই প্রতিক্রিয়াকে বল 'প্রত্যয়'। এরও ছন্দঃ থাকে—Harmonies pertaining to Subject's reaction. এই যে তিন প্রকারের ছন্দঃ, তারা ছন্দোমাতা গায়ত্রীতেই পায় তাদের 'প্রকৃতি' (Archetypal Pattern). অর্থাৎ, ঐ ত্রিবিধ ছন্দের মৌলিকরূপ এবং আধার কি—ইহা জানিতে হইলে গায়ত্রীকে জান।

অন্যভাবে, কারকক্রিয়াফল—এই তিন রকমে যে ছন্দোরূপ, তার প্রত্যেকটির প্রকৃতি এবং আকৃতি (Basic Nature and Form) একা গায়ত্রীই আপনাতে আহিত রাখিয়াছেন; কেননা, গায়ত্রীতে তিন 'ত্রৈ'-র সংযোগ। কিরূপ? গৈ+অৎ+ত্রী (ত্রৈ+ড+ঈপ্) প্রণিধান কর। গকারে কারক, ঐকারে ক্রিয়া, এবং 'অৎ'-এ ফল—এই তিনটি ভাবনা সহজে করা যায়। যেমন, ওঁকারে 'অ'-তে কারক, 'উ' তে ক্রিয়া, 'ম'তে ফল। এখন, গায়ত্রী ঐ তিনেরি সঙ্ঘাতসংস্কারাদি থেকে ত্রাণ করেন। কোনটিই আর বাধবন্ধের হেতু থাকে না। সাবিত্রী গায়ত্রীতে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'—এই ব্যাহৃতিত্রয়ে ঐ ত্রিবিধ ছন্দঃ উদ্দিষ্ট হইয়াছে দেখিও।

এইবার একটা বীজ থেকে অঙ্কুরাদিক্রমে ফলোৎপত্তি পর্যন্ত, এবং সর্ব ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই, গায়ত্রীকে ছন্দের 'প্রকৃতি' রূপে চিন্তা করিও। যেমন, সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহাদির প্রদক্ষিণ প্রভৃতিতেও গায়ত্রী। শুনিলে হয়ত' চমকপ্রদ মনে লাগিবে, কিন্তু স্পন্দবিজ্ঞানের (জড়ে, প্রাণে এবং মানসে) মূলা প্রকৃতি গায়ত্রী। সুতরাং, এই মূলে যাইয়াই নিখিল স্পন্দের সৌষমকাষ্ঠা এবং স্পন্দপারীণতা—এতদুভয়ই মিলাইতে হইবে। সে কাষ্ঠা এবং 'পার' কোথায়? অর্দ্ধমাত্রায়।

**১৬॥ প্রকৃত্যাকৃতিপ্রকৃতিবিকৃতিবিকৃতিভেদৈশ্চত্বারি॥**

(পূর্বোক্ত ছান্দসী) প্রকৃতি ছন্দঃ, আকৃতি ছন্দঃ, প্রকৃতিবিকৃতি ছন্দঃ এবং বিকৃতি ছন্দঃ—ভেদে চতুর্বিধ॥

প্রকৃত্যাদীনি চত্বারি ছন্দাংসি জজ্ঞিরে যতঃ।
অন্তস্তদতিগম্ভীরং নাসদীয়েষু যচ্ছ্রুতম্॥
প্রকৃত্যা মাতৃতায়াতি চাকৃত্যা নিজরূপতা।
বিকৃত্যাভাসিকত্বঞ্চ প্রকৃতিবিকৃতিতোঽন্বয়ঃ॥ ২৯২-৯৩

বেদে নাসদীয় সূক্তে যে অতি গম্ভীর ‘অন্তঃ’ শ্রুত হইয়াছে, সেই অতি গম্ভীর ‘দুর্বিজ্ঞেয়’ থেকেই প্রকৃত্যাদি চারিটি ছন্দঃ জাত। পরমাব্যক্ত যে তত্ত্ব, সেটি ‘তপসা’ ‘ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ’ ভাবটি গ্রহণ করেন। ‘তপঃ’ টি ‘সেতু’ বটে, কিন্তু অনিরুক্ত-অলক্ষণের সাথে নিরুক্ত-সলক্ষণের সন্ধি যাতে ঘটে, সেটি নিজে নিরুক্ত-সলক্ষণ নয়। সেখানেও ‘কুতঃ’, ‘কেন’ ইত্যাদি কোন জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। থাকিলে, অনবস্থাদোষ। যুক্তিপটলের শৃঙ্খল ধরিয়া কোন স্থলে যাইয়া ‘গম্ভীরান্তঃ’—আর কৈ তো থৈ মেলে না—বলিয়া তুষ্ণীং হইতেই হয়।

এখন, প্রকৃতিচ্ছন্দঃ কাকে বলিবে? যাহা সকল ছন্দের ‘মাতা’ (আকর, যোনি—Prototype, Matrix), সেটি। এটি ছন্দের ‘স্বভাব’। ছন্দের নিজরূপতা বা ‘স্বরূপ’ হইল আকৃতিচ্ছন্দ (relating to Fundamental Pattern—নাভি, হৃল্লেখা)। বিকৃতিচ্ছন্দঃ যেটি আভাসিক—apparent, hypothetical. আর, প্রকৃতিবিকৃতিচ্ছন্দঃ—যেটি প্রকৃতি-আকৃতি আর বিকৃতি (Real and Apparent)-এর মধ্যে ‘অন্বয়’ বা যোগ রাখে।—যেটি ‘Ground Plan’ এর সঙ্গে ‘Surface Picture’ কে জুড়িয়া রাখে।

প্রকৃতিত্বং নাদবিন্দ্বোঃ কলা যা সাঽকৃতিস্তয়োঃ।
স্বোপমর্দ্দে তয়োর্জাতং বৈকল্যং বিকৃতিস্তথা॥
গায়িতি বিন্দুনাদত্বমদিত্যাকল্যমানতা।
ত্রীতি কলাত্রয়ং মীয়ান্ নাদবিন্দুকলাপরা॥ ২৯৪-৯৫

নাদ-বিন্দু যত্র স্বভাবসামরস্যে বিদ্যমান, তাহা প্রকৃতি জানিবে। এই স্বভাবে নিজ আকলনী বৃত্তি উদিত হইলে,—‘নিজেকে স্বরূপে আকলন করিব’—এই ভাবটি আসিলে, হয় আকৃতি (যেটির মৌলিক ‘হৃল্লেখ’)। কোন কারণে এতদুভয়ের ‘স্ব’,

কিনা, নিজত্বের যদি উপমর্দ ঘটে, তবে হয় ‘বৈকল্য’, এবং তজ্জন্য বিকৃতি। ‘গায়ত্রী’ (ত-এ ত-এ রফলা) শব্দে এটি বুঝিয়া লও। পরাব্যক্ত বিন্দু নাদরূপে অভিব্যক্ত হইতে গেলে— ‘গৈ’। তার সঙ্গে ‘অৎ’ আসিলে, কলায়মানতা ও ফলায়মানতা। কিন্তু এইবার উপমর্দের (রাজসতামস বাধকের) আশঙ্কাও দেখা দিল। Pure Manifestation varied manifestation-এ আসিতে গেলে এ আশঙ্কা আছে। ‘বহু’-টি হয় ‘রাহু’ অথবা ‘কেতু’। কলাকে ষোলকলায় ফুটিতে দিবে না। উপায়? ‘গায়ত্রী’-র অন্তে ঐ ‘ত্রী’। উহা কি-করে? উহা অর্দ্ধমাত্রারূপে বিন্দু-নাদ-কলা—এ তিনেরি আকলনে পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করে, সর্ববিধ উপমর্দাশঙ্কা থেকে তাদের ‘ত্রাণ’ করতঃ। এবং নাদবিন্দু কলা—এই ত্রিপুটীর পারে পরমেও লইয়া চলে। অর্থাৎ, ত্রিপুটীমাত্রের যে ব্যাসসমাসকূট, তা থেকে ত্রাণ দেয়। তাই ‘ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি’।

**১৭।। স্বভাববিভাবপ্রভাবানুভাবসম্ভাবৈঃ পঞ্চ।।**

(পুনশ্চ) ছন্দঃ স্বভাব, বিভাব, প্রভাব, অনুভাব এবং সম্ভাব-এই পঞ্চাবিধায় লঞ্চ॥

স্বভাবচ্ছন্দ এবাস্তি ঘাতাদ্যব্যাপ্যবৃত্তিমৎ।
উদধৌ হি সমে শান্তে বীচিচক্রায়ণং যথা॥২৯৬

ঘাতাদি, কিনা, ঘাতপ্রতিঘাত প্রভৃতি দ্বারা যে ছন্দোবৃত্তি ‘ব্যাপ্য’ নয় (not covered by, or subject to), সুতরাং, যেটি তদ্‌ভাবে শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণ (pure, with unobstructed freedom), সেটিকে ‘স্বভাব ছন্দঃ’ বলে। যেমন, সম (homogeneous) এবং শান্ত উদধিতে বীচির চক্রাকৃতি প্রসারণ। জপে নাদের স্বভাব ছন্দঃ কি? অর্দ্ধমাত্রাসেতুসমাশ্রয়ে উদয়ে-বিলয়ে অখণ্ড প্রশান্তবাহিতা। এইরূপ ভক্তি প্রভৃতি ভাবের (ভাবনিষ্ঠা) এবং ঔপনিষদ জ্ঞানের (জ্ঞাননিষ্ঠার) স্বভাব ছন্দঃ সন্ধান করিবে। কেননা, স্বভাব ছন্দে না যাওয়া পর্যন্ত কোন ‘নিষ্ঠা’-ই নিষ্ঠিত হয় না।

বিশেষেণ ব্যবচ্ছিন্নে ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দতায়নম্।
বিভাবচ্ছন্দ এবং স্যাৎ স্বক্ষেত্রে নাহতং ক্বচিৎ॥ ২৯৭

বিভাবে কোন ক্ষেত্রবিশেষ (a given specified field) লইয়া যদি দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রে অথবা অনুবন্ধে (in that specified field or context) ব্যাঘাত লক্ষিত হইতেছে না, পরন্তু স্বচ্ছন্দেই বৃত্তি হইতেছে ('free' with respect to that specified field), তবে সে স্থলে বিভাব ছন্দঃ। শুদ্ধ যে স্বভাবচ্ছন্দঃ, সেটি ক্ষেত্রবিশেষ, অনুবন্ধ বা অবস্থাবিশেষে 'আবদ্ধ' নয়, যদিও ক্রিয়াব্যবহারে (in actual working), ও সকলের 'ছায়া' উহাতে পড়িতে পারে; যেমন, শান্ত সুনির্মল আকাশে অন্ধকার, মেঘ, মালিন্যাদির 'লেপ'। এই জন্য, স্বভাবে যাইলে আর ব্যত্যয়-বৈগুণ্যাদির ভয় থাকে না।

সম্ভাব্যমানতা যস্য সম্ভাবচ্ছন্দ এব তৎ।
ন ভূতত্বং ন ভাবিত্বং ভূয়মানত্বমিষ্যতে॥ ২৯৮

ভূতও নয়, ভাবীও নয়, পরন্তু সম্ভাব্য (as possible or potential) রূপে যেটি 'ভূয়মান' (in making or becoming), সেটিকে বল সম্ভাব ছন্দঃ। যেমন সাধারণ জপে উদয়-বিলয়ের ছন্দঃ এখনও মিলে নাই, এইবার 'মিলিবার মতন' হইতেছে। ব্যবহারে এবং সাধনে এই 'ন ভূত ন ভাবী' কিন্তু ভূয়মানের অপেক্ষা করিতে হয়।

স্বকমস্যতি চান্যত্র প্রভবত্যন্যতো যতঃ।
প্রভাবচ্ছন্দ এবাতঃ স্বপ্রভাবং স্বয়ং স্বরাট্॥ ২৯৯

আপন ক্ষেত্রে এবং অধিকারে স্থিত হইয়া অন্য ক্ষেত্রে বা বিষয়ে যেটি আপনাকে 'ক্ষেপণ' (project ইত্যাদি) করিতে পারে, সেটিকে বলে প্রভাব ছন্দঃ। এটি 'সুর' এবং 'আসুর' ভেদে দ্বিবিধ।—Law considered as an influencing factor. যে ছন্দঃ 'স্বপ্রভাবং', কিনা, আপন প্রভাবেই পর্যাপ্ত, অপর কিছু দ্বারা

প্রভাবিত হয় না, অথবা হবার অপেক্ষা রাখে না, সেটি 'স্বরাট্' ছন্দঃ। শুদ্ধ প্রণবের ছন্দঃ (এবং শুদ্ধ নামেরও) ছন্দঃ এইভাবে স্বরাট্।

পরপ্রতিক্রিয়াজন্য-প্রভাবেণ প্রভাবিতম্।
প্রতিধ্বন্যাদিবৃত্তত্বমপরমনুভাবনম্।
পরোঽনুভাব এবাত্মমহিম্নাঽন্যস্য ভাবনম্॥৩০০

অনুভাব ছন্দঃ অপর এবং পর ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটিতে অপর কোন ছন্দের 'প্রতিধ্বনি' (reflex, echo, resonance)-বৎ বৃত্তি হয়। কেননা, ইহা অপরের প্রতিক্রিয়া জন্য প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত, যেমন, প্রতিধ্বনি। যেমন আবার, জপে নাদ শুনিতেছি; কিন্তু কাছে কোন ইলেকট্রিক্ পাম্প প্রভৃতির আওয়াজ থাকিলে, আমার শ্রুত নাদে ঐ বাহিরের শব্দের প্রভাবজন্য ক্ষোভ-স্পন্দ থাকিবে; যদি শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি থাকে, তা হইলেও, হয়ত' অনুকূলভাবে, থাকিবে। পক্ষান্তরে পর যে অনুভাব, তাতে ছন্দঃ আত্মমহিমা দ্বারাই অন্যের তৎসদৃশভাবে 'ভাবন' করিতে সমর্থ। যেমন, হবন বা নামযজ্ঞের প্রভাবে চতুর্দিকে পরিবেশেরও অনুভাবন। প্রথমটিতে প্রভাবলঘিমা, দ্বিতীয়ে প্রভাবমহিমা।

অপর-অনুভাবে সাধারণতঃ প্রভাবলঘিমা (reduced efficiency index) দৃষ্ট হয় বটে—যেমন ধ্বনির তুলনায় প্রতিধ্বনিতে—, তথাপি এরূপ অনুভাব ছন্দের সমুচ্চয় ঘটিলে (accumulation of resonance effect) অভাবনীয় প্রভাবমহিমা সঞ্জাত হইতে পারে। এতাদৃশ অনুভাবসমুচ্চয় জপাদি সাধনের যুগপৎ লক্ষ্য এবং ফল। এর প্রসাদে মন্ত্র-যন্ত্রাদির সংবৃত অন্তশ্চক্রগুলি জাগ্রত ও বিবৃত হইতে থাকে। অপর অনুভাবও পরপর্বে উন্নীত হয়।

১৮॥ সপ্তার্চ্চিঃ স্বরবর্ণান্নাদি-সর্ব্বসম্ভববীজত্বাদ্ ব্যাহৃতয়ঃ সপ্ত॥

সপ্ত অর্চিঃ, সপ্ত স্বর, সপ্ত বর্ণ, সপ্ত অন্ন—ইত্যাদি সর্ব সপ্তকের সম্ভব-বীজ বলিয়া ব্যাহৃতি সপ্ত॥

অর্চ্চির্বর্ণস্বরান্নানি সপ্তকৃত্বঃ সমাসতে।
সর্ব্বসপ্তকবীজত্বং নিষ্ঠিতং মূলসপ্তকে॥৩০১

যেহেতু দেখি যে, অর্চিঃ প্রভৃতি সৃষ্টিতে অভিব্যক্তিরূপগুলি সপ্ত সপ্ত ভাবে বিন্যস্ত (hepta-partite constitution), কাজেই (কার্যলিঙ্গাক অনুমান বলে) মনে করা যাইতে পারে যে—কোন এক মূলসপ্তক এ সকল অভিব্যক্ত সপ্তকের মূলে রহিয়াছে। সেই মূলটি সপ্তমানটি কোনভাবে আপনাতে নিষ্ঠিত রাখে বলিয়াই, অভিব্যক্তধারাতেও সপ্ত সপ্ত। যেমন, কোন গাছের ফুলে যদি দেখি সাতরঙা, তবে তার বীজেও সূক্ষ্মভাবে সেটি নিহিত আছে, অনুমান হয়। বীজটিকে যদি বল germplasm, তবে তাতে chromosome, এবং তার আবার 'ইউনিট্' 'gene' পর্যন্ত যাইয়া ফুলের ঐ সাতরঙা হবার মূলটি খুঁজিতে হইবে।

সপ্তপঞ্চত্রিকঞ্চৈকমিতি সংখ্যাশ্চতুর্বিধাঃ।
তাসাং মূলানি রূপাণি কোঽন্ধা দোগ্ধি সমীক্ষয়া॥৩০২

এক, তিন (ত্রিক), পঞ্চ এবং সপ্ত—এই যে চারিটি সংখ্যা এদের 'মূলরূপ' কোন্ ব্যক্তি সমীক্ষাপূর্বক নিশ্চিতরূপে 'দোহন' করিল? মূলে যে পরমরহস্য-যবনিকা, সেটি কোন্ বিদগ্ধ-সমীক্ষা, উত্তোলন করিতে পারিল, তা বল। সমীক্ষা বিদগ্ধা, দক্ষা এবং পারীণা ভাবে গ্রহণ যদি করা যায়, তবে বলা যায়—একমাত্র পারীণা যে সমীক্ষা, তাহাই মূলরহস্যনিষ্কর্ষদোগ্ধ্রী। অপর দুটি নৈকটিকা, প্রান্তগা।

স্বধারূপাণি বৈ সপ্ত স্বারসিকানি সন্তি চ।
ব্যাহৃতোঽস্তি রহস্তেষাং স্বাহেতি দোহনাদ্রসঃ॥
স্বারসিক্যশ্চ সপ্তৈতা ব্যাহৃতয়ঃ সলক্ষণাঃ।
সর্ব্বসপ্তাদিরূপা যা অতঃপূর্ব্বং নিরূপিতাঃ॥৩০৩-৪

স্বধা এবং স্বারসিক যে তত্ত্ব, তার সপ্ত রূপ। ধর, বাক্ বা প্রাণ বা বুদ্ধি একটা পদার্থ। এদের সম্বন্ধে দুটি মৌলিক প্রশ্ন ওঠে—ওদের ‘স্ব’ বস্তুটি কি, যাতে ওরা ‘আহিত’ রহিয়াছে? এবং ওদের ‘স্বরস’-ই বা কি? রস ব্যতীত কোন বস্তুর এষণা প্রেরণাদিরূপে বৃত্তি হয় না। এখন, বাকের যে প্রবৃত্তি, তার মূলে যেটির নিগূঢ়-নির্ব্যূঢ় প্রেরণা, সেটি তার স্বরস। সুতরাং, স্বধা সত্যম্-কে এবং স্বরস ঋতম্-কে বিশেষভাবে উদ্দেশ করে। বাকের তত্ত্বে এবং শক্তিতে (যথা, ওঁকারে) স্বধা এবং স্বরস তাদাত্ম্যেই থাকে। এই নিমিত্ত—‘স্বধাং দুহানা’।

এখন, এই স্বারসিকী যে স্বধা (Intrinsic Being instinct with an intrinsic interest to become and unfold), সেটিকে বিশেষভাবে ‘আহৃত’ করতঃ, ‘রহঃ’, কিনা, ‘রহসি’, তার ‘রস’, কিনা, নির্গলিত ভাবটিকে, দোহন করে ‘স্বাহা’, এই রাহস্যিকী শক্তি। এই রাহস্যিকী স্বাহার অক্ষরাবয়বে সপ্ত সংখ্যা—স্, ব্, আ (২ মাত্রা), হ্ এবং আ (২ মাত্রা)। বাগাদির স্বারসিকী স্বধা, ‘স্বাহা’র সপ্ত অবয়ব দ্বারা সপ্তধা দুহ্যমানা হইলে সপ্ত ব্যাহৃতি। স্বাহা ব্যাহৃতি এবং ব্যাকৃতির Principle—আগ্নেয়ী শক্তি। স্বাহাযোগেই ব্যাহৃতি হোম।

স্বাহা কর্তৃক দুহ্যমানা স্বরস-স্বধা ব্যাহৃতিরূপে সপ্ত হইয়া সর্ব সপ্তরূপের আদিমা। এই সপ্ত ব্যাহৃতি সলক্ষণ ইতঃপূর্বে নিরূপিত। এ স্থলে নির্বচন বা লক্ষণটি স্বধা-স্বাহা শক্তিমন্থনের দিক্ থেকে; আগেরটি, ভানসামগ্রীর ভাবরূপে (‘এই, ‘সেই’ ইত্যাদি) প্রত্যয়ের দিক্ থেকে। একটি, basically dynamical; অপরটি, epistemological: দুটিতে মিলাইয়া লইও।

পুনশ্চ, ‘স্বাহা’ শব্দের ‘স্ব’-তে এক; ‘স্বা-তে তিন; ‘স্বাহা’-তে পাঁচ অথবা সাত সংখ্যা দোহন করিবে। ‘স্ব’ নিজেকে দুই মাত্রা বা পাদে আতত করিলে তিন। যেমন, বিন্দু বা নাদ উদয়-বিলয়ে। এই ‘স্বা’ যদি আপন আতত শক্তিসামগ্রী (‘হ’)-কে আরও এক পাদে বা মাত্রায় রাখিয়া বলে—‘তুমি এই ভাবে বা আকৃতিতে থাক’, তা হইলে ভূতেন্দ্রিয়াদি সব কিছুর (৩+১+১) পঞ্চত্ব। আর যদি কাষ্ঠামানও অঙ্গীকার করে তো সপ্তত্ব। এইজন্য, ‘স্বাহা’-র চারি রকমে প্রাণনে এবং ব্যাহরণে—এক, তিন, পাঁচ, সাত—এই চারি সংখ্যা।

**১৯॥ মন্ত্রাদিষু তা এব সপ্ত ছন্দাংসি॥**

**মন্ত্রাদিতে (স্বাহানিষ্পাদিতা) ঐ সপ্ত ব্যাহৃতি সপ্ত ছন্দঃ॥**

ভূরাদিব্যাহৃতিগ্রাহ্যং মন্ত্রং যন্ত্রঞ্চ তন্ত্রকম্।
গ্রহিত্রী যা চ গায়ত্রী গ্রহণং ছন্দসপ্তকম্॥
মনোঃ কায়ং মনোর্বাচং গৃহ্ণীয়াচ্চ মনোর্মতিম্।
যয়া সা ব্যাহৃতির্নিত্যা সা ছন্দোরূপতামিতা॥৩০৫-৬

ভূরাদি ব্যাহৃতিসপ্তক মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র—এ তিনকে ব্যাপ্ত করে। অর্থাৎ, মন্ত্রাদি লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাবে যে, প্রতিটিই 'ভূঃ' থেকে 'সত্যং' পর্যন্ত ব্যাহৃতিসপ্তকের ব্যাপ্তিতে আসে। (যেমন, সপ্তব্যাহৃতি এবং ব্রহ্মশিরঃ সহ গায়ত্রী।) যেমন আবার, ওঁকারে 'অ' ভূঃ, 'উ' ভুবঃ, 'ম' স্বঃ, নাদ মহঃ, বিন্দু জন, 'অর্দ্ধা' কলা বা কলয়িত্রী তপঃ, এবং তদতীত সত্যম্। (ভূরাদির লক্ষণ পুনশ্চ অনুধাবন কর। সত্যমে সবিশেষ অবধান।) এইরূপ যন্ত্রাদিতেও পরীক্ষা করিবে।

ধর, একটা বৃত্তযন্ত্র। ফলিত বৃত্তটি ভূঃ। এর সূত্রটি স্বঃ, এবং যে অর বা ব্যাসবিন্যাসে বৃত্তটির এক নিরূপিত নেমিমর্যাদা হয়, সেটি ভুবঃ। অর এবং নেমিকে কোন সসীম নিরূপণে না বাঁধিলে মহঃ, যেমন, ব্রহ্মাণ্ড বা ভুবনচক্র। প্যারাবোলা প্রভৃতি সগোত্রের সঙ্গে অন্বয়েও মহঃ। বৃত্তের নিরূপকাধার (co-ordinate system) জন। বিশেষ করিয়া, এটি ঐ system-এর 'Origin'. বৃত্তটি সম্ভবের মূলে যে 'অর্দ্ধা' ('পাই' প্রভৃতি মৌলিকমানের বিধাত্রী), সেটি তপঃ। আর, শেষ—নিখিলতত্ত্বসংস্থায় বৃত্তকে যেটি সংস্থিত রাখে (যেমন, 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা'), সেটি বৃত্ত সম্পর্কে সত্যম্।—What assigns its place in the Realm of Reals.

অতএব, ভূরাদি মন্ত্রাদিকে ব্যাপিয়া আছে। মন্ত্রাদি ব্যাপ্য বা গ্রাহ্য। গ্রহিত্রীরূপা স্বয়ং গায়ত্রী; আর, গ্রহণের রূপই হইল ছন্দসপ্তক। *What* substance? —গায়ত্রী. *How*?—ছন্দসপ্তকরূপে।

ধর আবার 'মনু'। এর কায়, এর বাক্, এবং এর মতি বা ভাব—pattern, expression and spirit—এই তিনটিকেই সম্যক্ ও সুষ্ঠুভাবে যাহা 'গ্রহণ' করে,

অথবা যদ্দ্বারা গৃহীত হয়, সেটি নিত্যা ব্যাহৃতি, এবং নিত্যা ব্যাহৃতি (বিশেষেণ আহৃতিঃ) ছন্দোরূপতায় আসিয়াছে।—The Basic Co-inherer evolves as the Seven Basic Rhythms.

**২০।। সপ্তসপ্তেঃ সপ্তয়ঃ ।।**

(ছন্দঃকে অশ্ব (সপ্তি) রূপে ভাবনাকরতঃ বলা হইতেছে) আদিত্যের 'সপ্তাশ্ব' সপ্ত ছন্দঃ ॥

সপ্তসপ্তির্য আদিত্যঃ প্রাণ আদিত্য এব সঃ।
প্রাণস্য সপ্তয়ঃ সপ্ত ছন্দাংসি সপ্ত এব চ॥
অদিত্যনিতি যাহনুন্নাহনাশুষিরত্তি চৌদনম্।
তস্যা অপত্যমাদিত্যঃ সপ্তারবিশ্বনাভিতঃ॥৩০৭-৮

আদিত্য সপ্তসপ্তি বা সপ্তাশ্ব নামে বেদপুরাণাদিতে প্রথিত। অথর্ববেদে কালসূক্তে কালকে অশ্বরূপে ধাবমান বলাও হইয়াছে। সপ্ত রশ্মি (কিরণ অথবা লাগাম)-ও প্রসিদ্ধ। এই যে সপ্ত রশ্মি, এটি বিশেষ করিয়া পূর্বোক্ত সপ্ত ছন্দের সূচক। আদিত্যকে কালরূপেই ভাবনা কর, অথবা প্রাণরূপে, সপ্ত অশ্ব অথবা সপ্ত রশ্মি মূল সপ্ত ছন্দেরি ব্যঞ্জনা বহন করে।

ধর কাল। এটি অক্রমিক আধাররূপে রহিয়াও ক্রমব্যাপারবান্ হয়—দেশের তিন এবং কালের তিন, এই ছয়টি মান অঙ্গীকারকরতঃ। তিনসংখ্যাটি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ইত্যাদি মৌলিকভাবনায় মিলাইতে হইবে, সাধারণ three dimensions মাত্র নয়। অথবা, কাল কিম্বা প্রাণ যে দৃষ্টিতেই দেখ—সপ্তব্যাহৃতিই হইল তার সপ্ত ছন্দঃ।

অদিতির অপত্য আদিত্য। 'অদিতি' বলিতে 'অদ্' ধাতু এবং ছেদনার্থ 'দো' ধাতু যদি লও তো, তবে অদিতি সেই আদিম বস্তু, যেটি 'অনুন্না', কিনা, অচ্ছিন্না রহিয়া এই বিশ্বভুবনরূপে 'অনিতি'—প্রাণন করে। অর্থাৎ, প্রাণনে যার অখণ্ড-সমগ্রত্ব বাধিত নয়। পুনশ্চ, যেটি সকল অন্নকে অদন করে, অথচ, নিজে থাকে 'অনাশুষি'—কোন কিছুকেই সেটি আপনাতে শোষণ করে না বা টানিয়া লয় না। অচ্ছিন্ন রহিয়া প্রাণন, এবং অনাশুষি রহিয়া অদন—এ দুটিই অসাধারণ, বিশ্বব্যাপারে

কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মত্বব্যতিরেকে এটি সম্ভব হয় না। সুতরাং, অদিতি ব্রহ্মরূপা। তবে, আপনাতে সব কিছুর 'ছেদন' ও 'অদন' দুটিকেই সম্ভাব্যরূপে রাখিয়াছে।

এই অদিতি থেকে আদিত্য। আদিত্য হইয়া অদিতি বিশ্বভুবনের নাভিও হইল, এবং সপ্তব্যাহৃতিরূপ সপ্ত 'অর' (ছন্দঃ)-ও বিস্তার করিল। আদিত্য হইলে অচ্ছেদ্য, অশোষ্য বস্তুতে (যেটি নিজে শোষণ করে না, শোষিতও হয় না), ছেদধর্মী যে 'হংসঃ' রূপে প্রাণন, এবং শোষণধর্মী অত্তা-রূপে অদন—দুইটিই সম্ভাবিত হইল।

**২১॥ জগদ্‌বৃহদিত্যুভয়োঃ সুষমসংখ্যেয়ত্বাবচ্ছেদকত্বাজ্জগতীবৃহত্যো॥**

'জগৎ' এবং 'বৃহৎ'—এই যে দ্বিবিধ বৃত্তি, এদের সম্বন্ধে সুষমসংখ্যেয়ত্ব (harmonic measure)-রূপ ধর্মের অবচ্ছেদক (নিরূপক) ছন্দঃ দুইটি জগতী-বৃহতী॥

জগদিত্যক্ষরাভ্যাসাত্তাল্বাদেরভিঘাতনাৎ।
ঊর্দ্ধ্বাধোমধ্যবৃত্তিত্বাদ্ বাহীকত্বাদ্ জগদ্ গতৌ॥৩০৯

'জগৎ'-এর অক্ষরাভ্যাসে কি পাই? 'জ'=তালব্য; 'গ' = জিহ্বামূলীয় (পাণিনি কণ্ঠ বলিয়াছেন; কিন্তু শিক্ষাগ্রন্থে জিহ্বামূলীয়); এবং হসন্ত তকারে কোন তলে অভিঘাতন (দন্ত্যবৃত্তি)। কাজেই, 'জগৎ' শব্দে ঊর্দ্ধ্ব, অধঃ (আদি) এবং মধ্য—এই ত্রিধা ব্যাপারবত্তা সূচিত হইল। অর্থাৎ, কোন মূল (origin) -থেকে শক্তি কোন লক্ষ্য (target) অবধি যাইবে; কিন্তু এ দুয়ের মাঝে স্তরপরম্পরা (intervening media) অবশ্যই আছে। সে সকল তলে লক্ষ্যযাত্রী শক্তির (যথা, সূর্যনক্ষত্রাদির আলোকাদি পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিতে) বিবিধ অভিঘাতন ('medium effects') ঘটে। ফলে, শক্তিমাত্রই যেন স্তবকে স্তবকে 'ফুলঝুরি'-র মতন ছড়াইয়া পড়িতে চায়। এই 'ছড়াইয়া পড়াতে' জগতের বাহীকধর্ম। গম্=গতি। সে গতি পূর্বোক্ত রীতিতে 'অভ্যস্ত' হইলে 'জগৎ'।

ধর, নাভি বা হৃদয় থেকে কোন ধ্বনি উত্থিত হইবে। সে ধ্বনি যদি অবাধিতভাবে কোন শঙ্খাকৃতি মুকুরে (তালু) প্রতিফলিত হইতে পায় তো, নিজেকে

ঠিক বিন্দুঘনতামুখীন রূপে দেখাইতে পারিবে। মধ্যে কণ্ঠ, দন্ত, ওষ্ঠাদি তলে অভিঘাতনে সেটি দেখাইতে পারিবে না। বাচিক অপেক্ষা উপাংশু, মানসজপে ঐরূপ অভিঘাতনের আশঙ্কা কম থাকে। কারিকায় 'তালু' এবং 'আদি' দুটিই সংজ্ঞা—শারীরস্থান বুঝিলেই হইবে না। কেবল জপে নয়, ভাব-ধ্যানাদি সব কিছুতেই গতির 'অভ্যাস' হবার পথে 'মধ্যে' অনেক কিছুর দ্বারা তার 'অভিঘাতন' ঘটিতেছে; কাজেই, অভ্যাসটি সহজে স্বচ্ছন্দে 'অভ্যারোহ' হয় না। গতির অভ্যাস 'জগৎ' আকৃতিতেই রহিয়া যাইতেছে। এবং তাতে বাহীক যে অপান, তার মুখ্যতা, সুতরাং, অপায়ই পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু অভ্যাস অভ্যারোহ, অপায় উপায় হয় কিরূপে? অভ্যাসে সুষমসংখ্যেয়ত্ব ধর্মটি আনিতে পারিলে। ফলে, জগৎ হয় জগতী ছন্দঃ—শ্রুতি 'জগত্যাং জগৎ' বলিয়াছেন যার সম্পর্কে। জগতী গতি-অভ্যাস ছন্দঃ। জগতে গতিমাত্রের বিবিধ, বিচিত্র ভাবে 'অভ্যাস' দৃষ্ট হইতেছে; এ অভ্যাস জগতী ছন্দে হইতেছে,—এই দর্শনটি হইলে তবে, বোধ হইতে পারে—'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্'।

বংহিষ্ঠত্বাদ্ বৃহত্ত্বং তদাকণ্ঠমূর্দ্ধবৃত্তিমৎ।
সৌষম্যেণ হি সংখ্যেয়ং পূর্ব্বং স্যাদ্ জগত্যাং জগৎ।
পরস্য চ তথাত্বেন বৃহতী যাঽপ্যতং বৃহৎ॥৩১০

'জগৎ' বলিতে যেমন 'going on and on', 'বৃহৎ' বলিতে তেমনি 'increasing and expanding (+or–)'।

'বৃহৎ' শব্দের মধ্যে 'ঋ' এবং 'হ'—এ দুটি বর্ণ মূর্দ্ধা এবং কণ্ঠ, এ দুয়ের সূচনা। 'কণ্ঠ' বলিতে সামান্যতঃ অভিব্যক্তির প্রথম ভূমি, আর 'মূর্দ্ধা' বলিতে কাষ্ঠা বা চরমভূমি যদি মনে কর, তবে মধ্যের ঐ বর্ণদুটিতে কি বলে, তা চিন্তা কর; আদিতে 'ব' শক্তিগুহাবিশেষ, যেমন, বীজ। অন্তে 'ৎ' যে কোন তলে শক্তিপাতন। এইবার 'বৃহ' ধাতু থেকে যে বৃহৎ, তার ভাবযোজনা কর। এই বৃহৎ-এর যেটি ভাব (Expansion, বৃদ্ধি), সেটিকে পরিসীমায় লও; হইল বংহিষ্ঠ। এটিকে হানোপাদানরহিত তত্ত্বরূপে দেখিলে ব্রহ্মত্ব।

বৃহৎরূপে যে বৃদ্ধিব্যাপারটি পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাতে যদি সুষম-সংখ্যেয় ধর্মটি থাকে তো, সেটি হয় বৃহতী ছন্দঃ—Law of Harmonic Expansion and Progression. বৃহতীপতি বৃহস্পতি। জগৎ সৌষমসংখ্যেয়তায় আসিলে যদ্রূপ 'জগতী' হয়, বৃহৎ-ও তদ্রূপ হইলে হয় 'ঋতং বৃহৎ'—যে দুটির কথাই শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছে।

**২২॥ ক্রমানুরোধিনী পঙ্‌ক্তিঃ॥**

ক্রমানুরোধী যে ছন্দঃ, তাকে বলে পঙ্‌ক্তি (Law of Seriality, Gradation)॥

গতিচ্ছন্দসি যা হ্যাদ্যা বৃদ্ধিচ্ছন্দসি যাঽপরা।
ক্রমানুরোধিনী সাঽপি পঙ্‌ক্তিরিত্যভিধীয়তে॥
ক্রমকাষ্ঠানুরোধেন ধারাচ্ছন্দঃ প্রবর্ত্ততে।
পঙ্‌ক্ত্যা কৃৎস্নং স্বসংখ্যান-নিষ্ঠদেশাদিভাগ্ ভবেৎ॥৩১১-১২

পূর্বসূত্রে যে গতিচ্ছন্দঃ এবং বৃদ্ধিচ্ছন্দঃ আলোচিত হইল, সে দুটিতে যদি ক্রম এবং কাষ্ঠার 'অনুরোধ' (reference) থাকে তো তৃতীয় আর এক প্রকারের ছন্দঃ হইল—পঙ্‌ক্তি। গতি ও বৃদ্ধি (ধনমুখে অথবা ঋণমুখে) সুষম-ছান্দসরীতিতেই হইতেছে বটে, কিন্তু তাতে ক্রম (series, grade) এবং কাষ্ঠা (limit or end) বিবেচন-নিরূপণে আসিয়াছে অথবা আসে নাই—এ প্রশ্ন ওঠে। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ ব্যতীত গণিতাদি ব্যবহারে Series, নৈসর্গিক ব্যবহারে Order, এবং দুয়ের Last Term (যথা, *summum genus*) প্রসজ্যমান হয় না। ধর, আবার উদিত নাদ। এতে সুষমমাত্রায় গতি-বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ঊর্মিরীতিতে কলাবিতান, তাদের ক্রম এবং কাষ্ঠা? এতে পঙ্‌ক্তির সহযোগ আবশ্যক হয়। (গায়ত্রী ছন্দে সপ্তছন্দেরি অন্বয়-অন্তর্ভাব জানিবে।)

অতএব, পঙ্‌ক্তিদ্বারাই বিশ্বে প্রতিটি বৃত্তি তার স্বসংখ্যাননিষ্ঠ দেশকাল সম্বন্ধভাক্ হয়। যেমন, এটমিক্ নম্বার, ক্রমোজোম নম্বার ইত্যাদি। দৈশিক সম্বন্ধেও প্রতিটির ক্রম নির্দেশ করে পঙ্‌ক্তি।—Its order and grade in co-existence.

**২৩।। অন্বয়াদনুষ্টুপ্ ত্রিবৃৎকরণাত্রিষ্টুপ্।।**

অন্বয়ে অনুষ্টুপ, ত্রিবৃৎকরণে ত্রিষ্টুপ্।।

> অন্বয়াদেতি সর্ব্বত্র চানুস্যূতা চ সর্ব্বতঃ।
> স্তুভিত্যক্ষোভ্যবৃত্তেয়ং সরন্তীতি সরস্বতী।।
> ত্রিবৃত্ত্বকরণাদ্ বিশ্বং গ্রাহ্যাদিত্রিপুটীক্রমাৎ।
> ত্রিষ্টুপ ত্রিকং হি সন্ধত্তে যদন্যোন্যব্যপাশ্রয়ম্।। ৩১৩-১৪

'অনুষ্টুপ্' শব্দে অনু+স্তুভ্, এই বিশ্লেষণ করতঃ এই ছন্দের মূলগত ভাবটি ভাবনা করা হইতেছে। 'অনু' বলিতে অন্বয়—agreement, uniformity, unity. এখন দেখ, বিশ্বে গতিস্থিতিতে সর্বত্র নানা সম্বন্ধের মধ্যেও এক মহান্ অন্বয় অনুস্যূত রহিয়াছে। বিশ্বে দ্বিবিধা বৃত্তি দৃষ্ট হয়—একটি 'ক্ষোভ' সংজ্ঞায় আসে; অপরটি 'স্তোভ' সংজ্ঞায়। বিশ্বক্ষোভপ্রবাহে বিশ্বস্তোভ (to hold firmly ইত্যাদি) সংসাধিত হয় যে ছন্দের দ্বারা সেটি অনুষ্টুপ্। (কবিগুরু বাল্মীকির মনে ক্ষোভ হইতে শ্লোকের উৎপত্তি, ইহা স্মরণ কর। সৃষ্টির আদিম 'বেদনা' অনুষ্টুপে পায় তার ফোটার ছন্দঃ।—The Throe of Creation its Rhyme.)

'স্তুভ'-এর ভাবটি ধারণ করিয়াও, অনুষ্টুপ্ 'সরন্তী'—স্যন্দমানা (flowing), এই নিমিত্ত সরস্বতী—বাগ্‌বাদিনীরূপা এই ছন্দোদেবতা। ছন্দোমাতা গায়ত্রীকেও এঁর ভজনা করিতে হয়। গায়ত্রীও বলেন—'তুমি অন্বয়দাত্রী, অনুস্যূতস্বভাবা; তুমি আমাতে এবং সকল ছন্দেই অধিষ্ঠিতা হও।'

তারপর, গ্রাহ্য-গ্রহীতৃ-গ্রহণ ইত্যাদির ত্রিপুটীরূপে বিশ্ব 'ত্রিবৃত্ত্ব' ভাবটি পাইয়াছে সর্বত্র। সব কিছুতেই 'তিনে' অন্যোন্যব্যপাশ্রয়—'triangular polarity'—ত্রৈধদ্বন্দ্ব; যথা, thesis—antithesis—synthesis ভাব-পরিণামে। এই ত্রৈধভাবটি যে ছন্দের দ্বারা সম্বন্ধ থাকে, সেটিকে ত্রিষ্টুপ্ বলিয়া জানিবে। ত্রিষ্টুপ্ ব্যতীত কোন 'তিনেই' পূর্বোক্ত 'স্তুভ্' (holding, hanging together) ভাবটি বজায় থাকে না।

**২৪।। উদ্‌বৃত্তাদুষ্ণিক্।।**

উদ্‌বৃত্তি বা উদ্‌বর্ত্তনের ছন্দঃ উষ্ণিক্॥

শঙ্খাবৃত্তৌ মন্থনাদৌ চোদ্‌বর্ত্তত ইদং যয়া।
মন্থরূপমিহাম্ভোধৌ শিষ্টত্বে যক্ষরক্ষসোঃ।
মন্থচ্ছন্দোময়ী যেয়মুষ্ণিগিত্যভিধীয়তে॥৩১৫

উষ্ণিক্ মন্থচ্ছন্দঃ=the Law of 'Churning up'. এই যে বিশ্বশক্তিরূপ অম্ভোধি, এতে যক্ষ এবং রক্ষঃ—এই দুটি বিপরীত সহগা বৃত্তিতে শঙ্খাবৃত্তিতে (as spiraline mothon) মন্থন চলিতেছে। একটিকে Positive, অপরটিকে Negative ভাবিয়া লও। যক্ষ এবং রক্ষঃ—এ দুয়ের লক্ষণও স্মরণ কর। পুরাণে এটি দেবাসুরের মন্থন। শক্তিপিণ্ডমাত্রেই নিরন্তর এ মন্থন চলিতেছে। জপে যেমন বৈখরী বাগাদি। মন্থনে যেমন অক্ষ আবশ্যক, তেমন ছন্দঃ-ও আবশ্যক। কোন জাগতিক মন্থনেই বিপরীত সহগাদুটির একান্ত 'কাটাকাটি' হইয়া সমতা বা শূন্যতাপত্তি ঘটে না। উদ্‌বৃত্ত—Surplus or Residue রহিয়াই যায়। কাজেই, মন্থনেরও অন্ত নেই। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—উদ্‌বর্তটি কি হইবে, বন্ধসংস্কার না মুক্তিসংস্কার, বিষমাত্রা না অমৃতমাত্রা? যদি সাক্ষাৎ 'অমৃতস্য দুহানা' গায়ত্রীর অনুগ্রহে এবং আনুগত্যে মন্থনটি চলে, তবে মন্থচ্ছন্দঃ-টি হয় উষ্ণিক্। উ+ষ্+ণ্+ই+ক্—এই পঞ্চবর্ণে মূল ছান্দসভাবটি নিহিত আছে। উ, ই—এই দুটি স্বরে শঙ্খাবৃত্তি (স্বরদুটি উচ্চারণে পরীক্ষা কর)। 'ষ'=অক্ষ। 'ণ'-এ বরেণ্যং-এর চূড়া। 'ক্'-এ মন্থনে যে 'বর' (desired effect) কলিত হইয়া যাইতেছে; শেষ হইল না, অভীষ্টফল উদ্‌বৃত্ত হইতেই চলিল। শক্তিব্যাঙ্কে তোমার পুঁজি জমিয়া চলিল।

**২৫।। সমাবৃত্তাদ্ গায়ত্রী।।**

সমাবৃত্ত হইলে গায়ত্রী॥

তথাপি স্বং সমাশ্রিত্য যা মন্থাত্যমৃতায় বৈ।
সা সর্ব্বচ্ছন্দসাং মাতা ধাত্রী পাত্রী ত্রিকাক্ষরা॥৩১৬

পূর্বোক্ত উষ্ণিক্-কে মন্থচ্ছন্দঃ বলা হইল বটে, তথাপি, 'স্বং', কিনা আত্মাকে, সমাশ্রয় করতঃ সাক্ষাৎ অমৃতের নিমিত্ত যে ছন্দের দ্বারা বিশ্বমন্থন হয়, তাহা সর্ব ছন্দের মাতা, ধাত্রী, পাত্রী ত্র্যক্ষরা (পূর্ব ব্যাখ্যাতা) গায়ত্রী। সুতরাং, গায়ত্রী 'আত্মমন্থ' অথবা অমৃত ছন্দঃ। আত্মা বা স্ব বলিতে স্বধা ('Core Essence') বুঝিবে সমস্ত কিছুর। তাই—

স্বস্মিন্নাধীয়তে যস্মাৎ তস্মাৎ স্বধেতি বুধ্যতাম্।
সংদুহ্যতে হি গায়ত্র্যা চাপোজ্যোতীরসোঽমৃতম্॥৩১৭

নিখিল বস্তুর যেটি স্বধা, সেখানে পরমবস্তু 'আপোজ্যোতীরসোঽমৃতম্'-রূপে বিদ্যমান; অথচ নিগূঢ়। গায়ত্রীর 'শিরঃ' অথবা 'হৃৎ'-রূপে এই স্বধাতত্ত্ব শ্রুত। গায়ত্রীচ্ছন্দোদ্বারা এই স্বধার সম্যক্ দোহন হয়।

চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি ধিয়োয়োন ইতি স্থিতম্।
তদিতি শিবশক্ত্যোশ্চ সামরস্যং প্রদর্শিতম্॥৩১৮

গায়ত্রীর 'ধিয়োয়ো নঃ' স্থলে যে 'নঃ', তদ্দ্বারা চতুর্বিংশতি তত্ত্ব (অহং-লিঙ্গাক) বুঝিবে। 'তৎ' পদের দ্বারা শিবশক্তির, কিংবা নাদবিন্দু প্রভৃতি নিখিল দ্বৈতের সামরস্য সূচিত। (ভক্তিসিদ্ধান্তেও জীব-ব্রহ্মে সামরস্য)।

'তত্ত্বমসি' প্রভৃতিরও যে 'তৎ', সেটি লক্ষণায় আসিবে। পুনশ্চ, এই তৎপদার্থকে আপোজ্যোতীরসোঽমৃতমের যোনি ওঁকার ভাবনাও করিবে (অ=আপঃ, উ=জ্যোতিঃ, ম=রস, অর্দ্ধমাত্রা=অমৃত)।

সৌষুম্নং ধীমহীত্যেতদ্ বিদ্মহ ইতি কুণ্ডলী।
আসহস্রারলীনত্ব-ধাম ভর্গঃ প্রচোদয়াৎ॥৩১৯

আবার, সহস্রার অবধি সকল তত্ত্বের যে পরম লয়ধাম, এবং সে ধামনিষ্ঠ যে

বরণীয় 'ভর্গঃ' তার 'দ্বারে' অর্গলরূপা কুণ্ডলীশক্তির প্রবোধনে 'বিদ্মহে' এবং সৌষুম্নমার্গের সুষমানুবর্তনে 'ধীমহি' বুদ্ধিকে প্রচোদিত করুন!

পুনশ্চ, এই আত্মমন্থ বা অমৃতমন্থ গায়ত্রীকে এভাবেও ভাবনা কর—

জ্যোতির্ধীমহি দণ্ডোঽয়ং বাসুকির্বিদ্মহে রসম্।
ধিয়ো ন ইতি চাম্ভোধির্মন্থনঞ্চ প্রচোদয়াৎ॥৩২০

'ধিয়ো নঃ'—এটিকে ভাব অম্ভোধি। ভর্গঃ বা জ্যোতিকে ধ্যান করি—এইটি সমুদ্রমন্থনদণ্ড। 'রসং বিদ্মহে'—বুদ্ধিগুহায় নিগূঢ় রসবস্তুটিকে এই তো সংবেদনে পাইতেছি—এইরূপ উদ্‌বুদ্ধ রসসংবিৎ হউক মন্থনরজ্জু বাসুকি। আর, মন্থনক্রিয়াটিই 'প্রচোদয়াৎ'। এইভাবে—বিদ্মহে = শ্রদ্ধা = রস = বাসুকি; ধীমহি = 'উপনিষৎ' = জ্যোতিঃ = দণ্ড; প্রচোদয়াৎ = বিদ্যা = মন্থন। এই প্রকার, 'আত্মানমরণিং' ইত্যাদি নানা সাধন-নিদিধ্যাসনানুবন্ধেই গায়ত্রীকে আত্মমন্থরূপে ভাবনাযোগে লইবে।

**২৬॥ আত্মমন্থস্তয়া সুরাসুরপক্ষাভ্যাম্॥**

গায়ত্রীদ্বারা সুরাসুর—এই দুটি পক্ষদ্বারা আত্মমন্থ সাধিত হয়॥

বিদ্যয়া মথ্যতে সর্ব্বং শ্রদ্ধারসস্য রজ্জুতা।
উপনিষদ্-রহস্যঞ্চ মন্থদণ্ডায় কল্প্যতাম্॥৩২১

চর্যাপদ্ধতিরূপা যে বিদ্যা, তদ্‌দ্বারা সমস্ত কিছুর মন্থন হয়। আর, শ্রদ্ধা যদি রস (as absorbing interest)-রূপে ঘনীভূত হয়, তবে সেটিই মন্থনরজ্জু। এবং সব কিছুর যেটি উপনিষদ্-রহস্য—the underlying Principle—সেইটিকে মন্থনদণ্ড কল্পনা করিতে হইবে। তিনে পরস্পর উপকুর্বাণ; কোনটির অসদ্ভাবে সফল-সমর্থ মন্থন হয় না।

আত্মানং ধুরমাসাদ্য সর্ব্বচক্রেষু চাততিঃ।
নাভৌ তু ক্রমতে যৎ তদমৃতত্বায় কল্পতে॥

কালাগ্নিশ্চ বহিস্তস্য নাভে র্নাভৌ স্বধামৃতম্।
অসুরত্বং বহিঃস্পর্শান্ নাভেস্তু নাভিগঃ সুরঃ॥৩২২-২৩

মন্থনক্রিয়াটিকে অন্য আকৃতিতেও দেখান' হইতেছে—এই যে ভুবনচক্রে (চাক্কিতে) সব কিছুই ঘুরিয়া সারা হইতেছে, এর চক্রের নাভি এবং ধুরের সন্ধান কেই বা লাগাইতেছে, অরের আশ্রয়ই বা কে লইতেছে? তাই, আত্মভাবনা চাই। আত্মাই এ চক্রের নাভি, আত্মাই এ চক্রের ধুঃ, এবং আত্মাই এ চক্রের অর। এইভাবে আত্মাকে নাভি, ধুঃ এবং অর স্থানীয় ভাবনা করতঃ যে চক্রেই আবর্তন ('অততি') কর, যদি তোমার আত্মভাবনাটি সাধিষ্ঠ হয়, তবে, তোমার আবর্তন অমৃতত্বেরই সাধকরূপে পরিকল্পিত হইবে জানিও। তোমার 'ক্রমণ' শুধু নেমিতেই কুশলী হইলে হইবে না; তাকে নাভিকুশলী পাইতে হইবে।—যে নাভিতে 'বিশ্বে অরাঃ সমর্পিতাঃ'। নাভিকুশলতার সাধনই বিন্দুসাধন।

এই ভুবনচক্র, তার বহিঃ, কিনা, নেমিতে কালাগ্নি, যেটি নিরন্তর বিশীর্ণ করিতেছে; এবং মথনোৎক্ষিপ্ত বিষমাত্রায় নেমিতে আবর্তমান সমস্ত কিছু জীর্ণও হইতেছে; অর্থাৎ নিখিলভূতের জরা-মৃত্যু। কিন্তু ঋজু-সুষম-ছন্দঃ-সমাশ্রয়ে (উপযুক্ত 'অর' বা অভিবিধি নির্বাচন পূর্বক) নাভিতে উপনীত হইতে পারিলে, 'স্বধামৃতম্'। অগ্নীষোম্, চক্রে এইভাবে নিজেদিগকে দ্বিধা দ্বন্দ্ববিন্যস্ত করিয়াছে। এই দ্বন্দ্বের ফলে সুরাসুর দুইটি পক্ষ নিখিলের মন্থনে এবং উদ্‌বর্তনে। বাহ্যস্পর্শ জন্য যে 'ক্ষোভ', সেটি যাহা জন্মায়, কাজেই বৈমনস্যাদি বিক্ষেপ, সেটি অসুর; এবং সুষম-অর-অভিবিধি সমাশ্রয়ে যেটি নাভিতে লইয়া চলে (যেমন, জপব্যাহরণে নাদাদির বিন্দুবিলয়ে), সেটি সুর। সুরাসুর দ্বন্দ্বে বিরোধ, অবিরোধ, সাহিত্য, সৌষম্য ও সমতা—এই পাঁচ অবস্থান লক্ষ্য করিবে। বিরোধের বাধা চূর্ণ কর হ্রীঁ বীজে; অবিরোধকে সাহিত্যে আন ঐঁ দ্বারা; সুষমতায় লও শ্রীঁ দ্বারা; আর, সমতা-পূর্ণতায় (ধামে) লও ক্লীঁ বা ক্রীঁ দ্বারা। ওঁকারের দ্বারাও এটি সমাপন কর। বাহিরে পঞ্চাগ্নি তপঃ, তথাপি অন্তরে প্রসন্নমধুর শীতলতা—এইটি আসে কি উপায়ে এই অনাদিজন্মমৃত্যু-মত্তলহরীসঙ্কুল জীবনমহাপারাবারমন্থনে?

পুনশ্চ, দেবাসুর দুইটি পক্ষকে অন্যভাবে বলা হইতেছে—

**২৭।। আবিরাবিভেদাভ্যাং তৌ।।**

**'আবিঃ' এবং 'আবি'—এই দুটি ভেদবশতঃ সুরাসুর দুটি পক্ষ।।**

স্বরে সংবৃতবৃত্তত্বং সুরে সম্প্রসরদ্ ভবেৎ।
স্বরোদয়সুচারুত্বং সুরত্বমিতি মন্যতাম্।।
স্বরো বিশারদশ্চাবিরিন্দ্রঃ স্বরেণ বর্দ্ধতে।
সম্যক্স্বরঃ সুরেন্দ্রশ্চা-বিরসম্যগ্ বিরোচনঃ।।৩২৪-২৫

সুর কাকে বলিবে? 'স্বর' এবং 'সুর'—এ দুটি শব্দ বিবেচনা কর। প্রথমটিতে 'ব'-কার সংবৃত করিয়া রাখে যে বৃত্তি, 'সুরে' উ-কারে সেটি সম্প্রসারিত হয়, এই নিমিত্ত স্বরোদয়ে যে সুচারুত্ব বা সৌষ্ঠব, তাহাই সুরত্ব। স্বরোদয় এক সুপ্রাচীন অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। সাধারণতঃ আমাদের কণ্ঠাদিপ্রযত্নসাধ্য যে স্বর, এবং ইড়াপিঙ্গালায় বহমান যে শ্বাসবায়ু, সেটি 'দোষ' বশতঃ সংবৃত থাকে; নাদাদির সন্ধানও যেরূপ হয় না, প্রাণাপানের সুষমতা-সমতাদির সন্ধানও সেইরূপ হয় না।

ক্রিয়া বা ভাব মাত্রের একটা শুদ্ধা প্রকৃতি থাকে; সচরাচর ক্রিয়ার যেটি 'tone' (স্পন্দনগত অনুপাত), সেটিকে বলা যায় তার 'স্বর'। প্রায়শঃ এই স্বরটি 'সুরে' বাঁধা নেই; সেটিকে স্বভাবসুরে আনয়নই সাধন। স্বভাবসুরে আনয়নকর্মটি ক্রম স্বরোদয়। জপব্যাহরণে 'উদয়ে' স্বরোদয়ই লক্ষ্য।

এখন, স্বর যদি বিশারদ হয়, তবে তাকে (পূর্ব লক্ষণমত) বলা যায় 'আবিঃ'; এবং আবিঃ 'সুরেন্দ্র'। ইন্দ্র স্বরের সংবর্দ্ধমান রূপ। স্বরের 'অপরাধে' ইন্দ্র আয়ত্ত হন না। স্বরের সামর্থ্য (শক্তি) যে স্থলে বংহিষ্ঠ, সেটিকে যদি বলা যায় 'সহঃ', তা হইলে ইন্দ্র 'সহসঃ সূনুঃ'। অন্যভাবে বলিতে গেলে সুরেন্দ্র=সম্যক্স্বর=আবিঃ। এবং অসম্যক্স্বর=বিরোচন। আবিঃ=যেটি মুক্ত, অনপিহিত (unbound, unveiled); বিসর্গবিহীন যে আবি, সেটি এর বিপরীত (bound, veiled); প্রথমটি প্রত্যক্; পরেরটি পরাক্। 'বিরোচন' শব্দটি বিপরীতভাবে রোচন—এইভাবে লইয়া তার অসুরত্ব উপলব্ধি করিবে। ছান্দোগ্যাদিতে ইন্দ্রবিরোচন-উপাখ্যান এই সূত্রালোকেও আলোচন কর। উদশরাবে বিরোচনের দৃষ্টি 'আবি', ইন্দ্রের 'আবিঃ'। একে আবরণ, অন্যে অপাবরণ।

**২৮।। আবিষ্কারেণ তিরস্কারঃ।।**

আবিষ্কারপূর্বক তিরস্কার হয়॥

আবিষ্করোতি সম্যগ্ যৎ তিরস্করোতি তৎসমম্।
আবিস্তিরশ্চ দ্বন্দ্বস্থে নিসর্গে তুল্যবৃত্তিকে॥
যৎ কিঞ্চিদাবিরাদত্তে জহাতি তৎসমং তিরঃ।
ধনমাহ্রিয়তে যত্তদৃণেন প্রতিবধ্যতে॥
তন্নিসর্গমতিক্রম্য হানাদানব্যতিক্রমঃ।
হানোপাদানশূন্যত্বং নিসর্গস্য বিসর্জ্জনম্॥৩২৬-২৮

শুদ্ধ আবিঃ প্রকাশস্বরূপ; আবি অবিদ্যা, তমঃ স্বরূপ। এই দুটি কাষ্ঠার মাঝে সব কিছু পাদে, মাত্রায়, কলায় বৃত্তিমান্। প্রকাশাবরণরূপ যে আবি, সেটির ক্ষীণতা (attenuation) যে ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়, সেটিকে বলে 'আবিষ্কার'। যেমন, ভূগর্ভে লুক্কায়িত খনির আবিষ্কার; কোষপঞ্চকে আবৃত আত্মস্বরূপের আবিষ্কার। এখন, ইহা সুস্পষ্ট যে আবিষ্কার করিতে হইলে তিরস্কার (বর্জন, elimination)-ও করিতে হয়, যথা, আত্মার আবিষ্কারে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের তিরস্কার (অপবাদ, নেতিকরণ); নাদের বিন্দুবিলয়ে বৈখরী বাক্ এবং সঙ্কল্পী মন—এ দুয়ের তিরস্কার।

এইবার, আবিষ্কার-তিরস্কার দুটি ক্রিয়াকে শক্ত্যাকৃতিতে (as power forms and measures) দেখ। অস্মদ্ব্যবহারে যে বিশ্বশক্তিসামগ্রী (cosmic energy considered as a whole), সেটিকে যদি 'ধ্রুব' মনে করি, অর্থাৎ, conservation of cosmic energy যদি স্বীকৃত হয়, তা হইলে আবিষ্কারিকা শক্তি এবং তিরস্কারিকা শক্তিকে সমানুপাতেই রাখিতে হয়। প্রথমটিকে 'ধন', দ্বিতীয়টিকে 'ঋণ' বলিলে, দুটির সমতা আবশ্যক হয় বিশ্বশক্তির ধ্রুবাস্থিতি (balance of cosmic energy)-র নিমিত্ত। যে পরিমাণ শক্তি একভাবে বা আকৃতিতে 'তিরস্কৃত' হইল, সে পরিমাণ শক্তি অন্যভাবে বা আকৃতিতে 'আবিষ্কৃত' হইল। বৈপরীত্যেও (*vice versa*) তাই। কেবল জড়াদি ব্যবহারে নয়, অধ্যাত্ম ব্যবহারেও এই সমীকরণ না মানিয়া উপায় নেই। এই জন্য সাধনে শুভ, উজ্জ্বল ভাবগুলি যত 'ভাসিয়া' উঠিতে থাকে, অবচেতনায় অসুর তামস সংস্কারগুলোও তত 'জোর' ধরিতে থাকে; যেন, ইলেক্ট্রিক্ কন্‌ডেনসারের দুটো প্লেট।

একদিকে যতটা 'ধন' আহরণ হইল, অন্যদিকে ততটাই 'ঋণ' তাকে 'গ্রাস' করার জন্য 'বাড়িল'। এটি নৈসর্গিক ব্যবস্থা। নিসর্গে পতিত যৎকিঞ্চিৎ, তার এই 'লেন-দেন' (হানাদায়) এর 'ল্যাঠা' মেটাবার উপায় নেই। ওয়াশিলবাকির, হালবকেয়ার হিসাব ফুরাইয়াও ফুরাইবে না।

তবে কাটানর উপায়? কেবল তিরস্কার-বহিষ্কার রীতিতে আবিষ্কার করিলে তো চলিবে না; সংস্কার-স্বীকার বা অঙ্গীকারের পর্বে উঠিতে হইবে। যেমন, এই শরীরে প্রাণ শুধু বহিষ্কার করে না, অঙ্গীকার (assimilation)-ও করে। সেইটিই মুখ্য কর্ম। হেয়কেও ব্রহ্মবুদ্ধিতে, আত্মাভিন্নবোধে উপাদেয় না করিতে পারা পর্যন্ত হেয়োপাদেয়দ্বন্দ্বের একান্ত অবসান নেই। সেই যে 'সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্'। এ দ্বন্দ্বের অবসান বা শূন্যতা হইলে নিসর্গেরই 'বিসর্জ্জন' মানে 'নিরঞ্জন' (প্রপঞ্চোপশম) পর্যন্ত। তবে নিসর্গমূল যে 'বিন্দু', সে বিন্দুতেই সৃষ্টি ও লয় হইল—এ অপরোক্ষ অনুভবটিও অভিপ্রেত। কেননা, সেটি যুগপৎ শূন্য-পূর্ণৈকের স্থল। সে স্থলে নিষ্ঠিত হইলেও আবিষ্কার-তিরস্কার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে, যদিও দ্বন্দ্ব-মূলটি তথাপি রহিয়া গেল। কাজেই, দ্বন্দ্বের অবসান মূলাবসান এবং পরমাবসান—এ দুইভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। জপাদিতে বিন্দুবিলয় আর প্রকৃতিলয়—এ দুয়ের ভেদও ধ্যানে রাখিবে।

'নিসর্গ' বলিতে এ স্থলে বিশেষ করিয়া—Nature's Economy of Dynamism. এ শক্তিবিধানে Principle of Conservation and Compensation শাসন করে। এবং এতে Newton এর Third Law of Motion (Action-Reaction এর তুল্যতা সম্বন্ধে) খাটে। আপন 'মণ্ডলে' এ বিধানের ব্যতিক্রম সামান্যতঃ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এ শাসনমণ্ডল সুকৌশলে অতিক্রম করাই সাধন। মূল পর্যন্ত না যাইলে অতিক্রম সম্ভব হয় না।

### ২৯।। অমৃতবিষচ্ছন্দসী।।

(পরস্পর দ্বন্দ্বস্থিত) অমৃতচ্ছন্দঃ এবং বিষচ্ছন্দঃ॥

তথাপি স্বরসন্ধানে বোদ্ধব্যং দ্বন্দ্বমিশ্রণম্।
অমৃতবিষয়োঃ সম্যগ্ ধনর্ণয়োর্বিচারতঃ॥

চিত্ত্বাঽমৃতস্য বিন্দূন্ যোঽভ্যুদেতি যত্নতঃ সুধীঃ।
অপচিতা ভবেয়ুর্দ্রাক্ তস্যান্তর্বিষবিন্দবঃ॥
একস্যোপচয়ে যাবদন্যস্যাপচয়ো ভবেৎ।
তাবত্তয়ো র্হি তুল্যত্বমন্যোন্যং কর্ষতশ্চ তৌ॥
দূরত্বমন্তিকত্বঞ্চ নাগ্রহং বাধতে তয়োঃ।
দূরসংস্কারদার্ঢ্যেঽপি দূরীকৃতো ভবেদ্দৃঢ়ঃ॥৩২৯-৩২

আবিষ্কার-তিরস্কার, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ধন-ঋণ—এ দ্বন্দ্বের ফলে একটা 'মাখামাখি ভাব' (সঙ্কর, মিশ্রণ) নিসর্গের সর্বস্তরেই লক্ষিত হয়। যাহা অনভীষ্ট বা হেয়, সেটিকে পরিহারের পূর্বে তাকে উপাদেয় থেকে আলাদা করিয়া ফেলিতে হয়—isolate before you eliminate. সৃষ্টিতে সর্বত্র উপাদেয় এবং হেয়, মিত্র এবং বৈরী, অমৃতমাত্রা ও বিষমাত্রার মত মিশিয়া আছে। কাজেই, উপযুক্ত স্বররূপ শরসন্ধানকরতঃ আদৌ ঐ 'দ্বন্দ্বমিশণটি' (complex of incompatibles) বেধ কর। সার্জেনের probe বা শলাকার মত। 'স্বর' বলিতে এখানে a spearhead of rhythmic vibrations.

অমৃতমাত্রা এবং বিষমাত্রা—এ দুটির ধনমান এবং ঋণমান (positive and negative impulse measures) সম্যক্ বিচার করতঃ এই বেধ-কর্মটি সাধিতে হয়; কেননা, নিসর্গভূমিতে (in the realm of dynamic factors)-এ সন্ধানটি হইতেছে। এর এক নিজস্ব dynamics আছে; জপাদি সাধনে তাতে কার্যতঃ ব্যুৎপন্ন হইতেও হয়। সমুদ্রমন্থন এই নিত্য আবশ্যকীয় কর্মের প্রতীক। তাতে অমৃত ও হলাহল সম মাত্রাতেই ওঠে।

মিশ্রণে অমৃত-বিষ পরস্পরকে যেন অভিভূত করিয়া একটা অল্পাধিক উদাসীন (neutral, indifferent) ক্ষেত্র (field) করিয়া রাখে। বেধে অথবা মন্থনে দুয়ের সংস্বক্তভাব কাটিয়া তারা বৈপরীত্যে 'সজ্জিত' এবং পুঞ্জীভূত হইতে থাকে (arrayed and accumulated in opposition)।

যে সুধী সাধক যত্নপূর্বক বাক্প্রাণচিত্তের মন্থনে উত্থিত অমৃতবিন্দুসমূহ 'চয়ন' করতঃ অভ্যুদয় কামনা করিতেছেন, তাঁকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মন্থনকর্মের

ফলে বাগাদির অন্তঃস্থিত বিষবিন্দুসমূহও 'অপচিত' (অপেত হইয়াও চিত—subtracted but accumulated) হইতেছে। দ্রাক্—সঙ্গো সঙ্গোই।

অমৃতবিন্দুর উপচয় আর বিষবিন্দুর অপচয় (opposed addition and subtraction), যাবৎ মন্থনক্রিয়াটি এভাবে চলে, তাবৎ, পূর্বসূত্রানুরূপ, দুয়ের প্রতিযোগিতায় তুল্যত্ব (parity) থাকে এবং তারা পরস্পরকে আকর্ষণও করে। (জড়ক্ষেত্রে তাড়িতাদি শক্তিবিন্যাসে যেরূপ দেখা যায়।) এই পারস্পরিক আকর্ষণকে বলে 'আগ্রহ'—tendency of the one to re-unite with the other. সৃষ্টিতে সব কিছুরি সঙ্কর (খিঁচুড়ি) হয়ে থাকবার ঝোঁক আছে। বাছিয়া সরাইলেও তারা সহজে সরিতে চায় না।

এই যে পরস্পরে মিশিয়া থাকার আগ্রহ, এটিকে দূরত্ব বা অন্তিকত্ব (being far or near) তাদৃশ বাধিত করে না। ধর, কোন অশুভ বা হেয় বৃত্তিকে তুমি দেশে, কালে ও সম্বন্ধে দূরেই সরাইলে। তাতে তার 'আগ্রহ' কমিয়া গেল, এ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। যারা দূরীকৃত, তার সংস্কার এবং সম্বেগমান যদি দৃঢ় থাকে, অথবা অবচেতনার ভূমিতে 'দোসর' পাইয়া দৃঢ়, দৃঢ়তর হইতে চলে তো—দূরীভূতও হইল দৃঢ়ীভূত। যেমন, তোমার ঘরের কাছে বাঘের দৌরাত্ম্য; তুমি সেটাকে কোনরকমে খাঁচায় পুরিয়া গোচারণের মাঠে ছাড়িয়া দিলে! মনে করো না সে বাঘ গরুবাছুরের ঘাড় মট্‌কিয়েই পড়ে থাকবে; সে বাঘ যে মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে! ফিরতে কতক্ষণ! এইজন্য—

**৩০।। অমৃতসাংগ্রহিকং মধুচ্ছন্দশ্চান্যৎ কষায়ম্।।**

অমৃতমাত্রাসমূহের সংগ্রহকুশল যে ছন্দঃ, সেটিকে বলে মধুচ্ছন্দঃ; অন্যথা কষায়।

অতো বৈ মন্থনোদ্ভুতমমৃতঞ্চ তথা বিষম্।
আবিস্তির ইতি দ্বাভ্যামাদৌ হি ব্যবধীয়তাম্॥৩৩৩

বাগাদির মন্থনে অমৃত এবং বিষ উভয়ই সংমিশ্রিতভাবে উত্থিত হইতেছে। আদৌ পূর্বোক্ত আবিঃ এবং তিরঃ—এই দুটি ক্রিয়া দ্বারা ঐ দুটিকে ব্যবধানে লও—isolate. জীবনে ও সাধনে বিষমাত্রায় মিশ্রিত অবলুপ্তপ্রায় অমৃতমাত্রাকে

'আবিষ্কার' করিতে শেখ—একরাশ কাঁটার আড়ালে এই যে কুসুমকর্ণিকায় আমার চিরমৃগ্য মরম-মধুকণিকাটি! এই আন্তর-আবিষ্কারটিই হয় নিখিল রসসম্ভারের দিশারী। আবিষ্কার হইতে গেলেই তিরস্কারও চাই সঙ্গে সঙ্গে—'তুমি তো আমার মৃগ্য নও, তুমি সরিয়া যাও'। এর ফলে, অমৃতবিষে হয় ব্যবধান—separation. কিন্তু ব্যবধান (hiatus) হইলেই আগ্রহ (আবার একসঙ্গে হবার) সাবকাশ হয়। তাই—

ততঃ সাংগ্রহিকেণৈকং গোপায়েচ্ছন্দসাঽন্যতঃ।
কষায়সংগ্রহং হিত্বা কর্ত্তব্যো মধুসংগ্রহঃ॥৩৩৪

এইজন্য, সংগ্রহকুশলী ছন্দোদ্বারা একটিকে (উপাদেয় অমৃতমাত্রাকে) অপর (হেয় বিষমাত্রা)-থেকে যত্নে রক্ষা করিবে। যেটি কষায় তার সংগ্রহ ছাড়িয়া (মধুকরের মত) মধুর সংগ্রহেই লাগিয়া যাও। (সাধারণ মাছি আর মৌমাছির দৃষ্টান্তে।) যেটি 'ভদ্র', সেটিই তোমার সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা আহরণ করিতে শেখ।

এই কর্মে পঞ্চপ্রাণের বিনিয়োগ—

সমানোদানবীর্য্যেণ ব্যানানুগ্রহযোগতঃ।
প্রাণপ্রাচুর্য্যমাসাদ্য বাহ্যং যত্তদ্ বহির্নয়েৎ॥৩৩৫

পূর্বব্যাখ্যাত ঔপয়িক উদান, সাংগ্রহিক সমান—এ দুটিকে বীর্যবান্ করতঃ, সন্ধায়ক ব্যানের অনুগ্রহযোগে, সংসর্গকুশল (additive, cohesive) যে প্রাণ, তার প্রাচুর্য (accession of strength, ampleness of vigour) লাভ কর। সেটি হইলে বাহীক যে অপান, সেটিও আপন কর্মে (subtraction, elimination) বলবত্তর হইবে। (যেমন, এই দেহে শোষণ-পোষণ ক্রিয়াটি যদি ভালমতে হয় তো বিসর্গ-বিরেচন কাজটিও ঠিকমত হইবে।) এইভাবে বাহীক-ব্যাপার ওজস্বান্ করতঃ যেটি বাহ্য, বহিষ্কারযোগ্য, তার বহিষ্কার কর। বাহ্যের বহিষ্কারে এইভাবে সম্বেগ বা 'রোখ' আনিতে হইবে। ঢোঁড়াসাপ হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, ফণা তুলে ফোঁসও করতে হবে।

ক্লমঃ শ্রমো ভ্রমো যস্মাদ্ জরা ক্ষয়ো মৃতিস্তথা।
সংজায়েরন্ হি বিশ্বস্য স্থূলে সূক্ষ্মে চ সর্ব্বতঃ।
তদ্ বিজ্ঞেয়ং বিষচ্ছন্দো যদর্ব্বাঙ্ মন্থনোত্থিতম্॥৩৩৬

বিশ্বে স্থূলে সূক্ষ্মে সর্বত্র যাহা দ্বারা আসে ক্লান্তি, শ্রম, ভ্রম, জরা, ক্ষয় এবং মৃত্যু—সেটিকে বিষচ্ছন্দঃ জানিবে। এ বিষচ্ছন্দঃ বিশ্বের অর্বাঙ্মন্থন (অর্থাৎ যেটি প্রত্যক্ নয়, ঋজু এবং সুষম নয়)-এ উত্থিত, এবং বিশ্বের বিষম-জিহ্মপর্বেই ইহা ব্যাপারবান্। এটিকেও ছন্দঃ বলা হয় এই জন্য যে—

সংগৃহ্যন্তে বিষাণাং হি সঞ্চীয়ন্তে চ সন্ধিতঃ।
মাত্রাস্তদ্ বৈ বিষচ্ছন্দো যেন স্যাজ্ জগতো জরা॥৩৩৭

বিষের যেটি আপন বিষম ছন্দঃ, সেটি বিশ্বমন্থনোত্থিত বিষমাত্রাসমূহ সংগ্রহ করে, এবং সে বিষ সন্ধিতে সন্ধিতে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সঞ্চয়ও করে; ফলে, 'জগতো জরা'—এই জগতেরও জরা (entropy) উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ সংগ্রহ এবং সঞ্চয়, এ দুটি বিষমাত্রাসম্পর্কে না থাকিলে, বিষের ছন্দঃ বলিয়া কিছু থাকিত না। যেমন ধর, বিষাক্ত সাপের বিষের থলি; এটি কোন সর্পদষ্ট দেহে যাইয়া তার সন্ধি এবং মর্মস্থলগুলিতেই আপন বিষপ্রভাব পুঞ্জীভূত করে, যথা 'মেডালা অব্‌লঙ্গ্যাটা' ইত্যাদি মর্মকেন্দ্রে। জপব্যাহরণে বাগাদি থেকে উত্থিত বিষ বিশেষ করিয়া উদয়-বিলয় সন্ধিকেই বিশীর্ণ করে, অর্থাৎ, যেটি অমৃতস্য পন্থাঃ। এই নিমিত্ত সন্ধিকে সামলাও। পক্ষান্তরে—

রসেন জীবিতং সর্ব্বং স্বারসিকঃ স বৈ মধু।
ঋচেতি মধুবাতা যন্ মাধ্বীধারাং বহেদিহ॥৩৩৮

রসই সর্বভূতকে সঞ্জীবিত রাখে। রস সর্বব্যাপক সামগ্রী, যেহেতু রসই জীবন। এই রস 'স্বারসিক'রূপে ঘনীভূত, নিবিড় হইলে (যেমন, লতার রস তার

কুসুমকর্ণিকাভ্যন্তরে), তার 'মধু' সংজ্ঞা হয়। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ মধুমতী ঋক্ এই মধুকেই সর্বতঃ ক্ষরদ্-বহমানা মাধ্বীধারা রূপে সাক্ষাৎ অনুভূতিতে মিলাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই স্বারসিক মধুক্ষরণের যাহা ছন্দঃ, সেটি মধুচ্ছন্দঃ। রস তো ভূমা, তবে বিষ আসিল কিরূপে?

প্রাণব্যাপারবৈরূপ্যাদ্ বৈকারিকো রসো বিষম্।
যেন কষায়মাত্রাশ্চ তন্যন্তে সর্ব্ববৃত্তিষু॥৩৩৯

পঞ্চপ্রাণের সুষম-সংহতবৃত্তিত্ব না হইয়া যদ্যপি ব্যাপারবৈরূপ্য ঘটে, তবে তন্নিমিত্ত রসের যে বৈকারিক রূপ, সেটিই বিষ।—Due to maladjustment and morbid functioning of the Pranik factors : stress and strain এর ফলে, সর্ববৃত্তিতেই মধুমাত্রা গুণ্ঠিত-লুণ্ঠিতাদি হইয়া কষায়মাত্রা (discording factor) ছড়াইয়া পড়ে। (আমাদের এই শরীর যন্ত্রে তো তাহাই হইতেছে; বিশেষ করিয়া শরীরে 'Hormone balance' ক্ষুণ্ণ হইয়া নানাবিধ toxins জন্মাইতেছে; মানসে এবং বহির্বিশ্বেও অনুরূপ।) এর মাত্রা মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র হয়।

ক্বচিত্তস্য চ ঘোরত্বং সঞ্চয়াদুপলভ্যতে।
মৃদিতশ্চাবিপক্বশ্চ পচ্যমানশ্চ চোত্থিতঃ।
চতুর্ধৈবং কষায়স্য দৃশ্যেতে হি ক্ষয়োদয়ৌ॥৩৪০

যদি বাহীকের দৌর্বল্যবশতঃ কোন মর্মস্থলবিশেষে কষায়মাত্রার অধিক সঞ্চয় (in excess accumulation) ঘটে, তবে কষায় উগ্র, ঘোর রূপে বিস্পষ্ট হইয়া ওঠে। আর কষায়ের ক্ষয় এবং উদয়ে চারিটি অবস্থান সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—মৃদিতকষায়, অবিপক্বকষায়, পচ্যমানকষায় এবং উত্থিতকষায়। ছন্দের অনুবৃত্তি পরের পাদেও হইতেছে।

ইতি জপসূত্রে চতুর্থাধ্যায়ে ছন্দোনিরূপণং নাম প্রথমঃ পাদঃ।

# চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

**১॥ ঔপয়িকং কুশলচ্ছন্দঃ কশ্মলমন্যৎ॥**

যে ছন্দঃ ঔপয়িক (উপায়কুশল), সেটি কুশলচ্ছন্দঃ; অন্যথায় কশ্মল॥

জ্যোতীরসস্য যোঽন্ধা বা অধ্বানং দর্শয়েদৃজু।
ঔপয়িকঃ স বিজ্ঞেয়ো মন্থনকুশলো. বশী॥
ছন্দোমাতা হি কৌ শেতে লাতি গৃহ্নাতি তাং যতঃ।
কুশলত্বমতস্তস্য কশ্মলমন্যথাত্বতঃ॥৩৪১-৪২

ঔপয়িক বা উপায়কুশল বলিতে যেটি উপেয় এবং যাহা সেই উপেয়ের অধ্বা বা পন্থাঃ—এ দুটিই বিচার করিতে হয়। উপেয়—জ্যোতীরস অথবা শুদ্ধপ্রকাশামৃত। এটি মিলাইবার উপায় ঋজু-সুষম পন্থায় যাহা নিশ্চিতরূপে (অন্ধা) দেখাইয়া দেয়; এবং সংমিশ্রিত সকল কিছুর মন্থনে যাহা আত্মবশ হইয়া বিষমাত্রা পরিহারপূর্বক অমৃতমাত্রা সংগ্রহ-সঞ্চয় করিয়া দেয়;—তাকে ঔপয়িক বুঝিবে। যেমন, দীক্ষিতের মন্ত্র। —what enlightens and rightly leads. কশ্মল এর বিপরীত—what confounds; blind and wrong lead.

ছন্দোমাতা গায়ত্রী 'কৌ', কিনা, বেদে (in Perfect Joy and Light) শয়ন করেন (শেতে), এবং অন্য সকল ছন্দকেও অমৃতলাভের উপায় করিয়া দেন আপন অন্বয়ে (লাতি), এই জন্য ছন্দঃ হয় 'কুশল'। ঐ ভাবে গায়ত্রীর আশ্রয়ে গ্রহণ-লালনাদি না হইলে কশ্মল।

**২॥ যেন মৈত্রেণ সন্ধিস্তন্মিত্রং যেন বৈরেণ বিগ্রহস্তদরিঃ॥**

যার দ্বারা মৈত্রভাবে সন্ধি, সেটি মিত্রচ্ছন্দঃ; আর, যাতে বৈরভাবে বিগ্রহ, সেটি অরিচ্ছন্দঃ॥

বৈরবেধবর্জ্জনেন মৈত্রমাত্রাসুসংগ্রহঃ।
মিত্রচ্ছন্দশ্চ তদ্ বিদ্ধি যেন সন্ধিগ্রহাৎ কৃতঃ॥
মৈত্রমাত্রান্তিরস্কৃত্য বৈরমাত্রাশ্চ বিভৃয়াৎ
অরিচ্ছন্দো বিজানীত তন্মিত্রসন্ধিবিগ্রহাৎ॥৩৪৩-৪৪

নিখিলবস্তুবৃত্তিতে ব্যানরূপ যে সন্ধি (nexus, link), সে সন্ধিকে গ্রহণ করতঃ (যেমন, জপে উদয়-বিলয় সেতু), যে ছন্দঃ 'বৈরবেধ' (piercing interference of unhelpful factors) বর্জন করে, এবং 'মৈত্রমাত্রা'-সমূহ সুসংগৃহীত করে (collects and co-ordinates allied, helpful factors), তাকে মিত্রচ্ছন্দঃ জানিবে। স্পন্দবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'সুসংগ্রহ' বলিতে elements, phases, aspects-ও বুঝিবে। সঙ্গীতে যেমন বাদী স্বরের সঙ্গে সম্বাদী আর অনুবাদী মৈত্র সম্পর্কে থাকে, বিবাদী বৈর। জপাদি সাধনে সদাই লক্ষ্য থাকিবে—বৈরবেধ পরিহার করতঃ মৈত্রমাত্রাসমূহের সুসংহতি। ভাবের বেলাতেও তাই। বিরোধী ভাব ও রসকে দূরে রাখ। তারা অতর্কিতে করে 'অজানিত' বেধ। মৈত্রমাত্রাগুলিকে তিরস্কৃত করিয়া যে ছন্দঃ বৈরমাত্রা (wrong points, hostile phases etc.) যুড়িতে থাকে, এবং তাদেরই ভরণ করে (চাষের ক্ষেতে যেমন বাজে কাঁটার জঞ্জাল), তাকে অরিচ্ছন্দঃ জানিবে। এটি মিত্র সন্ধিতে 'বিগ্রহ' (conflict, maladjustment) ঘটায়। বিগ্রহ=বিপরীত, বিরুদ্ধ গ্রহণ।

৩॥ **পুণ্যং কুশলেন কশ্মলেন পাপম্॥**
কুশলের দ্বারা পুণ্য, কশ্মলের দ্বারা পাপ।

শ্মেতি চ মুখমাখ্যাতং শ্মনিতি শবমুচ্যতে।
মুখত্বেন শবত্বেন কং লাতীতি চ কশ্মলম্॥
জ্যোতীরসব্রহ্মণ্যো যস্তং লাতি কুশলঃ কবিঃ।
পুণ্যং যচ্ছন্দসা মৈত্রং বৈরঞ্চ পাপমুচ্যতে॥৩৪৫-৪৬

'কং'=সুখং, ইত্যাদি। 'শ্ম'=মুখ; 'শ্মন্'=শব; 'ল'=লাতি, গৃহ্নাতি। তা হইলে, 'কশ্মল' সুখ প্রকাশ প্রভৃতিকে গ্রহণ্ করে কি ভাবে? প্রথম—শুধু তার 'মৌখিক

পরিচয়ে', আভাসিকী দৃষ্টিতে—as its 'seeming' or 'face' value. দ্বিতীয়—'শব', কিনা, প্রাণহীন=ওজঃশক্তিহীনরূপে। অর্থাৎ, শুধু peripheral excitemetnt, sense pleasure ইত্যাদিরূপে যাহা 'কং' বস্তুকে গ্রহণ করে, তাহাই কশ্মল। ইহা অসুরেন্দ্র বিরোচনের অধিকারে। এতে বোধদৃষ্টি মোহসমাকুলা এবং স্বারসিকী অনুভূতি কষায়কুণ্ঠিতা হইয়া পড়ে। সুতরাং, ব্রহ্মণ্য যে জ্যোতীরস, সে জ্যোতীরসপন্থায় আনে পরাঙ্মুখতা। মনমধুকর ব্রহ্মকোষে মাধুকরী ছাড়িয়া হয় 'বিরস বিষয়রসে মত্ত নিরন্তর'। এই লোকায়ত পরাঙ্মুখতা কাটাইয়া ব্রহ্মণ্য জ্যোতীরসে প্রত্যঙ্-মুখতা আনে যেটি, সেটি 'কুশল'। ছন্দে কুশলতা আসিলে, তাহা যে কেবল জ্যোতীরসমুখীন করিয়া দেয়, এমন নয়; সে কুশল হয় কবিঃ=ক্রান্তদর্শী। অমৃতধাম পর্যন্ত লইয়া যায়। এই ছন্দের সাথে যাহা মৈত্র সম্বন্ধে থাকে, তাহা পুণ্য; বৈর সম্বন্ধে থাকিলে হয় পাপ।

**৪ ।। প্রাণস্পন্দমপেক্ষ্য কুশলেনৌজায়তে পুণ্যং কশ্মলেন পাপ্মা ।।**

প্রাণস্পন্দ অপেক্ষা করিয়াই কুশলের দ্বারা পুণ্য তার সম্বেগমান বৃদ্ধি করে (gathers accelerating momentum); এবং কশ্মলের দ্বারা পাপ্মা ॥

কুশল ও কশ্মল, দুটিই প্রাণস্পন্দের আধারেই (on the basis of vital vibrations) তাদের বৃত্তিমত্তা এবং বেগমান লাভ করে। সুতরাং, প্রাণের স্পন্দনস্বাস্থ্যই কুশলতা; অন্যথা, কশ্মল। প্রাণ ও পবন-বিজয় দ্বারা উভয়কেই আয়ত্ত কর। জপাদিসাধন কিসের জন্য?

প্রাণস্পন্দমপেক্ষ্যৈব পুণ্যং বা পাপমেজতে।
প্রাণিতি কুশলং পুণ্যমন্যচ্চ কশ্মলাকুলম্॥
সুষমত্বঞ্চ ধীরত্বং স্নিগ্ধত্বঞ্চ প্রসন্নতা।
মুখ্যত্বেন হ্যখণ্ডত্বং পঞ্চ লিঙ্গানি কৌশলে॥
বিষমং চঞ্চলং যত্তু রুক্ষমুদ্বিগ্নমেব চ।
খণ্ডিতং দর্দ্দুরব্যস্তং স্পন্দনং কশ্মলায় বৈ॥
কশ্মলেনৈনসস্তেজঃ পুণ্যস্য কুশলেন চ।
বর্দ্ধতে হি ভবেৎ পাপ্মা পাপব্যালো বিলেশয়ঃ॥৩৪৭-৫০

প্রাণ যদি কুশল ছন্দে প্রাণন করে (স্পন্দিত হয়), তবেই বুঝিলে পুণ্যপন্থায় সব কিছু (কায়, বাক্, মনঃ) চলিতেছে। কশ্মল-চ্ছন্দে আকুল যে প্রাণ, তাই পাপ-বিদ্ধ জানিবে। কৌশলস্থলে প্রাণনবৃত্তি সুষম, ধীর, স্নিগ্ধ, প্রসন্ন এবং অখণ্ড (মুখ্যপ্রাণে অন্বিত)—এই পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, কশ্মল ছন্দে যে প্রাণস্পন্দন তাতে বিষমতা, চঞ্চলতা, রুক্ষতা, উদ্বেগ, খণ্ডিতভাব এবং দর্দ্দুরের মত ব্যস্তভাব—এই ষড়্লিঙ্গ লক্ষিত হয়। পুনশ্চ, কশ্মল ছন্দে চলিতে থাকিলে (পূর্বালোচিত) 'এনসের' ('lowering momentum' এর) বেগ বাড়িতে থাকে, এবং কুশলের দ্বারা পুণ্যের। আর, পাপরূপ ব্যাল যদি 'বিলেশয়' হয় ('goes underground') তবে সেটি হয় পাপ্মা।—A 'fault' in the sub-conscious levels full of risk.

**৫।। কুশলভূয়িষ্ঠত্বেন কবিঃ কশ্মলভূয়িষ্ঠত্বেন কৃপণঃ।।**

কুশল ছন্দের ভূয়িষ্ঠতা স্থলে 'কবি', কশ্মলের ভূয়িষ্ঠতায় 'কৃপণ'।।

কুশলেন হি ভূয়িষ্ঠং স্পন্দনং সর্ব্বভূমিষু।
বাচি মনসি কায়ে যৎ তৎ কবিত্বায় কল্পতে।।
কবিত্বং ক্রান্তদর্শিত্বং কুশলেন হ্যনুক্রমাৎ।
অকুণ্ঠিতপদং নিত্যং যৎ পদ্যত উরুক্রমে।।৩৫১-৫২

বাকে, মনে এবং কায়ে—সর্বভূমিতেই কুশলভূয়িষ্ঠ প্রাণস্পন্দন হইলে 'কবিত্ব'। কবিত্ব বলিতে ক্রান্তদর্শিত্ব—a vision that ranges over the entire span of what is behind and what beyond. কুশল ছন্দে প্রাণের অনুক্রমণে এই পদবী ক্রমশঃ লাভ হয়। পদবী সম্যক্ লব্ধ হইলে, স্বয়ং উরুক্রমে যেরূপ, সেইরূপ কবিত্বের 'পদ' (harmonic vision and rhythmic measure) অকুণ্ঠিত এবং নিত্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, কৃপণ অগ্রদর্শী—lacking of imagination and large vision.

ক্বিতি যদ্ বেদগূঢ়ত্বং কবিতি গুণযোগতঃ।
প্রাণিতীতি ত্রিবৃত্তেন হ্যনূচানসূরিঃ কবিঃ॥৩৫৩

'কু' বলিতে বেদে (সম্যক্ জ্ঞানে) যেটি গূঢ়নিহিত, সুতরাং, সাধারণ জ্ঞানে যেটি প্রতিভাত নয়। 'কু' এর গুণে 'কো'।—যে প্রাতিভজ্ঞান সেই বেদগুহাহিত তত্ত্বকে আপন 'গুণযোগতঃ' প্রতিভাত করে (যেমন, বহির্দৃষ্টান্তে অণুবীক্ষণাদি), সেটিকে 'কো' বলা যাইবে (যথা, কোবিদ)। এর সাথে 'প্রাণিতি'-র 'ই' যোগ কর। হইল—কো+ই=কবি। সুতরাং, 'কবি' শব্দেই ঐ তিনটি ভাবই দেয়া আছে।—A Seer, a Revealer, an Exponent. সমাবৃত্তা গতি।

করিতি মূলমূর্দ্ধন্যা পেত্যোষ্ঠবৃত্তিতা ততঃ।
মূর্দ্ধন্যা চ ততো ণেন ব্যাবৃত্তা কৃপণা গতিঃ॥৩৫৪

পক্ষান্তরে, 'কৃপণ' শব্দে ব্যাবৃত্তা গতি শব্দসমীক্ষাতেই অবগত হও। 'কৃ'=মূল এবং মূর্দ্ধা, এই আমূল ও আমূর্দ্ধ গতিটি দেখান হইল বটে, কিন্তু ওষ্ঠ্য প-কারে সেটিকে valve-এ ঠেকাইল। গতি কুণ্ঠিত হইল, যেমন কোন সাগরগামিনী সরিৎ শৈল অথবা মরুবাধায়। অথচ, গতি ফুরাইল না; কৃচ্ছ; কুণ্ঠিত, ক্লিষ্ট গতি চলিতে লাগিল। এরূপ শেষ না হইয়া কষ্টে চলিতে থাকা শেষের 'ণ' দ্বারা সূচিত।—Dragging on a burden of wretchedness and misery. গতির যে পরিণতি উৎকর্ষের পূর্ণতায় পর্যবসিত হওয়া উচিত ছিল, সে পরিণতি অপকর্ষের পরিসীমার দিকে গড়াইয়া চলিল। এটি কার্পণ্যদোষ। এ দোষে স্বভাব যেন 'উপহত' না হয়। ('ন'-এ বলে—এই শেষ, আর না; কিন্তু 'ণ'-এ তদ্রূপ নয়।)

**৬॥ মাধুর্য্যকষায়ত্বাভ্যাং প্রিয়ত্বাপ্রিয়ত্বে॥**

মাধুর্য অথবা কষায়ত্ব—এ দুটির নিমিত্ত প্রিয়ত্ব অথবা অপ্রিয়ত্ব॥

স্বরস আত্মগূঢ়ো যোঽনুগ্রহস্তস্য দীপনম্।
শ্রদ্ধানিষ্ঠারতিপ্রেম-মন্থনান্ মধুমত্তমম্॥

কষায়োত্থং মধূত্থণ্চাপ্রিয়প্রিয়ত্বমাপ্নুতঃ।
সরসং স্বরসাজিহ্মং নীরসং রসজিহ্মিতম্॥৩৫৫-৫৬

প্রতিটি বস্তু, ভাব এবং ক্রিয়াচ্ছন্দে তার ‘স্বরস’ (iutrinsic interest) নিহিত আছে, পুষ্পে যেমন মধু, বনস্পতি প্রভৃতিতে তার ‘সার’। এটি ‘আত্মগূঢ়’—সচরাচর সাক্ষাৎ সংবেদনে আসে না। জপ্যমন্ত্র এবং জপক্রিয়ারও তাই। রস থাকে কোন্ আন্তরকর্ণিকায় গোপন। সে স্বরসের ‘অনুগ্রহ’ মানে সেটির ‘দীপন’—discovery. এই দীপন বা উদ্দীপনটি সহসা পূরাপূরি হয় না। কুশল ছন্দে মন্থনে ক্রমে ক্রমে (প্রায়শঃ) হইতে থাকে। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রতি এবং প্রেম—উত্তরোত্তর এ সবের দ্বারা মন্থনে গোড়ায় মৃদুমধুরটি হয় মধুমত্তম। গোড়ায় যেটি ‘রেশ’, শেষে তাই হয় ‘ওর-হীন’। কণিকা হয় চয়নিকা; সেই হয় অফুরাণ রসসম্ভারের দিশারিণী। তবে—আগে বলা হইয়াছে, মন্থনে তো একা মধুরই উত্থিত হয় না, কষায়ও উত্থিত হয় এবং ‘পাল্লা দিয়াই’ উত্থিত হয়। মধুরের সহোত্থিত যে কষায়, সে কষায় কি মধুরের সাথে ‘সম্বাদে’ থাকে, না, বিসম্বাদে?—যেমন, ভালবাসায় সুখের সাথে ব্যথার আগুন? যদি সম্বাদে থাকে তো, তৎসত্ত্বেও ক্রিয়াটি (যথা জপ) হয় সরস, মধুময় এবং প্রিয়। পক্ষান্তরে, মন্থনে কষায়োন্মেষের (disagreeable tone ইত্যাদির) মুখ্যতা এবং আধিক্য থাকিলে, আর, সেটি মধুরের ‘উপকারক’ না হইলে (যেমন, পিত্তদোষে চিরতার জল), ক্রিয়া হয় নীরস, বিষবৎ অপ্রিয়। হরীতকী তো খাইতে কষায়, কিন্তু গুণে? কাজেই, কেবল ‘বাহ্য’ আস্বাদেই খাঁটি পরখ হয় না। এইজন্য কারিকায় ‘স্বরসাজিহ্ম’ এবং ‘রসজিহ্মিত’ পদ দুটি আছে। মন্থনে যেটি উত্থিত হইল, সেটি অভীষ্ট বস্তু, ভাব, ক্রিয়ার স্বরসের সঙ্গে সহজ সরল সম্বন্ধে আছে, অথবা বক্রকুটিল সম্পর্কে? সেটা কি পুষ্পকোষে মধুকর, না, পুষ্পবৃন্তে কীট?

৭॥ কুশলত্বকশ্মলত্বাভ্যাং রসস্যৌজস্বত্বেঽন্যথা বা শ্রেয়স্ত্বাশ্রেয়স্ত্বে॥

কুশলত্ব এবং কশ্মলত্ব—এ দুটির প্রথমটির দ্বারা রস ওজস্বান্ হইলে শ্রেয়ঃ, অন্যথা হইলে অশ্রেয়ঃ॥

ওজস্বান্ রস বলে কাহাকে?

ওজস্বিত্বং তদেব স্যাদ্ বাধাবেধক্ষমং হি যৎ।
স্বরসদীপনোদ্ভূতঃ পরমদ্রাবকো রসঃ॥৩৫৭

১।১।১১ কারিকার অনুবৃত্তি করিয়া বলা হইতেছে—যেটি বাধাবেধনক্ষম এবং মহৎ, সেটি ওজস্বান্। আর রস? বস্তু, ভাব, ক্রিয়াদির যেটি স্বরস ('spirit'or core essence), সেটির উদ্দীপন হইলে (যেমন, নামরস, ধ্যানরস), হয় উদ্দীপিত, উল্লসিত রস। এই উল্লসিত রসে যদি ওজস্বিত্ব গুণটি (বাধাবেধপাটব এবং মহত্ব) বিদ্যমান থাকে তো, সেই রসকে বলা যাবে 'শ্রেয়ঃ'। কাষ্ঠায় বা পরিসীমায় এবম্বিধ রস একাধারে বজ্রসত্ত্ব এবং পরমদ্রাবক (the 'Ultimum Solvent' of undesirable knots)। সে রসে সকল বাধা, সকল গ্রন্থি গলিয়া যায়। সাধারণ প্রেয়ঃ থেকে এই শ্রেয়ঃ আলাদা। তাই—

ওজায়তে রসো যস্মিংস্তচ্ছ্রেয় ইতি বুধ্যতাম্।
কুশলচ্ছন্দসা সাধ্যং বিদ্যাঽজিহ্মঞ্চ কৌশলম্॥৩৫৮

কুশল ছন্দঃ সহকারে সাধনেই ঐরূপ ওজস্বী রসরূপ শ্রেয়ঃ সাধ্য হয়। ঋজু বা আর্জবগুণোপেত যে কৌশল (কূট বা জিহ্ম নয়), সেই কৌশলই শ্রেয়ঃ সাধনের বিদ্যা জানিবে।

ওজস্বতি রসে কাষ্ঠা বজ্রসত্ত্বমিতীরিতম্।
কশ্মলেন তু কাষ্ঠায়াং বৃত্রসত্ত্বং প্রসজ্যতে॥৩৫৯

স্বরসানুরূপ উদ্দীপিত রসকে স্বভাবরসও বলা যায়। এ স্বভাবরসে ওজোগুণের কাষ্ঠা আসিলে, যে রস হয় বজ্রসত্ত্ব (স্বয়ং অবেধ্য, পরন্তু সর্ববাধাবেধনক্ষম, 'পরমদ্রাবক')। পরন্তু, কশ্মল ছন্দে বিকাররস উদ্দীপিত হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কাষ্ঠায় আসিলে হয় 'বৃত্রসত্ত্ব'। যেটি অশ্রেয়স্কর, তার দৃঢ়তম রূপ এটি। বজ্রসত্ত্ব ব্যতীত এই বৃত্রসত্ত্ব নিরাকৃত হবার নয়। দীক্ষায় এই বজ্রসত্ত্বের 'অনুবন্ধে' আসি। বাগাদির অবয়বই দধীচির অস্থি।

৬ সূত্রে ভাব বা শ্রদ্ধাকে বিশেষভাবে উদ্দেশ করা হইয়াছে; ৭ সূত্রে বিদ্যা বা ক্রিয়ামার্গকে; ৮ম সূত্রে উদ্দেশ—‘উপনিষৎ’।

**৮॥ মধুকুশলাভ্যাং জ্যোতীরসস্যাজিহ্মৌজস্বত্বকাষ্ঠায়াং নিঃশ্রেয়সম্॥**

মধু এবং কুশল, এতদুভয় ছন্দোদ্বারা জ্যোতীরসের যদি অজিহ্মওজস্বত্বকাষ্ঠা অধিগত হয়, তা হইলে নিঃশ্রেয়স॥

মধুচ্ছন্দঃ দ্বারা ক্রমশঃ অমৃতসত্ত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হইলে বটে, কিন্তু যাবৎ তোমার সে অমৃতসত্ত্বে অধিকারটি অক্ষয্য অভেদ্য এবং ‘পরমদ্রাবক’ বজ্রসত্ত্বে মিলিত না হইতেছে, ততক্ষণ তোমার অমৃতাধিকারটি ‘অদৃঢ়’ এবং ‘অধ্রুব’ জানিবে। সেরূপ স্থলে ‘অমর’ দেবতাদের জন্যও সুপর্ণা গায়ত্রীকে বরণ করিতে হয় অমৃত দোহনের নিমিত্ত। যেমন আবার, জপে বিন্দুবিলয়ে সংস্পর্শ লাভ হয় বটে, কিন্তু সেটি অধ্রুব, আবারও ফিরিতে হয়। মধুর কাষ্ঠায় অমৃত; কুশলের কাষ্ঠায় ধ্রুব (বজ্র)। মধু-কুশলের সম্বন্ধ যাবৎ অন্যোন্য (mutual, reciprocal) থাকে, তাবৎ বিচ্ছেদ বা অভাবের আশঙ্কাও থাকে। অন্যোন্যকে অনন্য (identical) করি কি উপায়ে? তাই অন্যোন্যত্ব প্রকার প্রভৃতি বলা হইতেছে—পরের সূত্রে। বর্তমান সূত্রে—

মধুচ্ছন্দোঽমৃতং সত্ত্বং বজ্রসত্ত্বঞ্চ কৌশলম্।
অমৃতবজ্রসামান্যং কাষ্ঠায়াং পদ্যতে যতঃ।
তন্নিঃশ্রেয়সপদং বিদ্যাৎ কুশলমধুরান্বয়ম্॥
জ্যোতিষো জ্যোতিরেবেহ রসস্য রসমত্তমম্।
ওজস্বত্বমজিহ্মত্বমেকত্র পূর্ণতামিতঃ॥৩৬০-৩৬১

মধুচ্ছন্দঃ—এর গতি অমৃতসত্ত্বাভিমুখে; কুশলের গতি বজ্রসত্ত্বের অভিমুখে। এই দ্বিবিধা গতির পরায়ণ বা কাষ্ঠা সম্পন্ন হইলে একদিকে যেমন কুশল-মধুরের সমন্বয় ঘটে, তেমনি তার ফলে, অমৃত-বজ্রেরও সমানতা সাধিত হয়। এবম্প্রকার সম্পদ্যমানতায় নিঃশ্রেয়স পদ। সুতরাং সাধনে কুশল-মধুরের, শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের পরিণয় ঘটাইয়া, তা'দিগকে পরম সমন্বয়ে আনিতে হইবে। ফলে, অমৃত = বজ্র =

নিরতিশয় ধ্রুব এবং নিখিল গ্রন্থির পরম দ্রাবক। 'ইহ'—এই নিঃশ্রেয়সরূপ কাষ্ঠায়—যাহা 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ', এবং যাহা 'রসানাং রসমত্তমঃ', সে দুটি একত্র মিলিত হয়। আর, রসের ওজস্বিত্ব এবং জ্যোতির অজিহ্মত্ব (অনপিহিত-অকুণ্ঠিত ভাব) একসঙ্গেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

**৯॥ জ্যোতীরসয়োরন্যোন্যত্বেনানন্যত্বং কাষ্ঠায়াম্॥**

জ্যোতিঃ এবং রসের (এবং পূর্ব বিচারিত কুশল ও মধুর ছন্দের) আদৌ যে অন্যোন্যত্ব, সেটি কাষ্ঠায় হয় অনন্যত্ব॥

সাহচর্য্যং তথৈকস্য চান্যরূপেণ ভাবনম্।
একেনান্যস্য সাধ্যত্বমন্যোন্যতেতি গৃহ্যতে॥৩৬২

'অন্যোন্যতা' বলিতে এই তিনটি ধর্ম বুঝিতে হইবে—(১) একটির অপরের সঙ্গে নিত্য সহচার (correspondence) আছে; ফলে, ক্রিয়াটি bi-lateral and parallel ভাবে উভয়ের সাহচর্যে চলিতেছে। যেমন, জপে নাদের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরও ধারা; অথবা, জ্যোতির সঙ্গে রসের। (২) একটি আপনাকে অন্যরূপে 'ভাবন' (transform) করিতেছে; যেমন, রেডিওগ্রামে শব্দ তাড়িতরূপে, আবার তাড়িত শব্দরূপে। জপাদিতেও 'আলোক' 'পুলকে' এবং 'পুলক' 'আলোকে' ভাবন হইয়া থাকে। (৩) একটি কারণ হইয়া অন্যটিকে কার্যরূপে সাধন করে; যেমন, কাহারও জপে নাদশ্রবণ আগে হইয়া, সেইটি নিগূঢ় রস স্ফুরণের হেতু হয়।

অন্যোন্যত্বস্য সম্বন্ধাচ্ শ্রেণিবন্ধো হ্যনুক্রমঃ।
পারস্পরিকক্ষেমস্য যোগস্য চোপকারকঃ।
তস্মিন্ যাতে হি কাষ্ঠাত্বমন্যোন্যত্বমনন্যতা॥৩৬৩

ধর, দুইটি অভীষ্ট—জ্যোতিঃ আর রস, প্রকাশ এবং আনন্দ। জপাদি সাধনে এ দুয়ের পূর্বোক্তরূপ অন্যোন্যত্ব দেখিতেছি। Mutual correspondence, conformability, transformability. কিন্তু এ দুয়ের সম্পর্ক সাময়িক, অনিয়ত, বিচ্ছিন্ন, ব্যভিচারী হইলে তো তাদের অভীষ্ট পূর্ণসম্মিলনটি হইবে না। জীবনে প্রকাশ আছে, কিন্তু কৈ রসতো তাদৃশ নেই; অথবা, রস আছে, কিন্তু কৈ সে রসতো চিজ্জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইল না—এইরকম একটা ব্যাকুলব্যবধা (hiatus of yearning) রহিয়া যায়। কাজেই, দুয়ের সম্বন্ধটিকে এক 'শ্রেণিবন্ধ অনুক্রমে' (as gradual approach, as serial culmination) সাধিবার যত্ন করিতে হয়। উদ্দেশ্য—দুটিতে ক্রমেই কাছাকাছি, অন্তরঙ্গা হইয়া একান্ত মিলিয়া যাক। এরূপ 'শ্রেণ্যনুক্রম' সাধনায় দুটিতে (প্রকাশ ও আনন্দ) পরস্পরের যোগক্ষেমের উপকারক হইয়া যায়। নতুবা, প্রায়শঃ ব্যতিক্রম—দুয়ের বৃদ্ধিতে inverse ratio লক্ষিত হয়। মহাপাণ্ডিত্য, কিন্তু যেন 'কাঠের চেলা'! আবার রসে টলটল, কিন্তু নিরালানিঝুমে ঝিমোতেই সুখ! এর হেতু—রস ও জ্যোতিঃ-র যে অন্যোন্যভাবটি দেখিতেছি এখন, তার 'ঝোঁক' কোন্ দিকে—আলাদা হবার দিকে, না মিলিয়া এক হবার দিকে? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি উত্তমা সন্দেহ নেই, কিন্তু সে 'জ্ঞান' কোন্ জ্ঞান? তাই—

রসমান্দ্যঞ্চ মালিন্যং হিত্বোর্জ্জিতোজ্জ্বলং রসম্।
আশ্রয়াদ্দীপনং প্রেম্নো যেনৌপনিষদদ্যুতিঃ॥৩৬৪
(হৃদীপি শ্রুতিশিরো যতঃ॥)

রসমান্দ্যরূপ এবং রসমালিন্যরূপ অনভিপ্রেত রস ত্যাগ কর; ঊর্জিতোজ্জ্বল যে রস, সেটিকেই আশ্রয় কর। করিলে, প্রেমের দীপন। এই প্রেমদ্যুতিতেই ঔপনিষদ দ্যুতি জানিবে; এই প্রেমদ্যুতিতে শ্রুতিশিরঃ যে উপনিষৎ, সেটি উদ্ভাসিত। যাকে ঠিক ঠিক জানিবে, তাকে খাঁটি করিয়া ভালবাস।

এইবার অভ্যারোহলক্ষণ—

১০॥ অনন্যোন্যান্যত্বব্যাবৃত্ত্যাঽন্যোন্যাননন্যত্বস্থিতিরভ্যারোহঃ॥

অন্যত্ব এবং অনন্যোন্যত্ব, এ দুটি সম্বন্ধ ব্যাবৃত্তিপূর্বক, (মধুকুশলের,

জ্যোতীরসের, নাদবিন্দুর ইত্যাদি) অন্যোন্যত্ব ও অনন্যত্ব সম্বন্ধে স্থিতিরূপ সমাবৃত্তি যাতে হয়, সেটি অভ্যারোহ॥

> পারস্পরিকমৈত্রস্য হানের্জ্যোতির্হি নীরসম্।
> রসোঽপি মলিনস্তব্ধঃ প্রেয়সে শ্রেয়সে ন চ॥
> অনন্যোন্যত্বমন্যত্বং হিত্বা মৈত্রেণ সাধনম্।
> তত্র বৃত্তস্থিতৌ সাধ্যো যো বৈ সাধ্যশিরোমণিঃ॥৩৬৫-৬৬

দুটি পদার্থের সম্বন্ধ চারিভাবে লওয়া যাইতে পারে—সে দুটি 'অন্য'; অন্যোন্য; অনন্যোন্য; অনন্য। প্রথমে, কোন সম্বন্ধ ও সহচার কার্যতঃ দেখা যাইতেছে না; তৃতীয়ে, সে দুটির সম্বন্ধ-সহচার দেখা গেলেও, তাতে কোন পারস্পরিক সাধ্য-সাধক সম্পর্ক মিলিতেছে না—bi-lateral অথচ, apparently independent action : parallelism or concomitance; দ্বিতীয়ে—পূর্বপ্রদর্শিত-ভাবে—সহযোগ (reciprocal action); চতুর্থে—দুটি মিলিয়া 'অনন্য' হইল। অভ্যারোহ স্থলে প্রথমটি বা তৃতীয় সম্পর্কটি হইলে হইবে না; দ্বিতীয় এবং চতুর্থটি থাকা বা আসা আবশ্যক। মধুকুশল, জ্যোতীরস, নাদবিন্দু—ইত্যাদি সাধনের যে কোন অভীষ্টযুগল লইয়া এই অভ্যারোহ লক্ষণটি সবিশেষ বুঝিতে যত্ন কর।

জীবনে ও সাধনে অনেক সময় দেখি সেদুটি (যেমন, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, কুশল ও মধুর) পরস্পরের 'সম্বাদে' না থাকিয়া অসম্বাদে কিংবা বিসম্বাদে আছে। তাদের পরিণতি-সঙ্গাতিটি ঘটাই কি উপায়ে?

জ্যোতিঃ আর রসের পারস্পরিক মৈত্রের হানি হইলে জ্যোতিঃ হয় নীরস; আর, রস হয় মলিন, স্তব্ধ (উল্লাসবিলাসাদি রহিত)। এরূপ হইলে—প্রকৃত শ্রেয়োলাভও হইল না, প্রেয়োলাভও না। প্রকৃত হইতে গেলে দুয়ের হার্দ সর্ম্পক এবং মিলন হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য হার্দ যে মৈত্র (affinity and alliance), তার সাধনে অনন্যোন্যত্ব (non-reciprocality) এবং অন্যত্ব (exclusive otherness)— এক কথায়, non-co-operating isolation or separateness—বর্জন করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রকাশের

সাধনা বলিবে না—'আমার রসে কি কাজ?' আবার, রসের সাধনাও বলিবে না—'আমার আলোয় কি কাজ?' জ্যোতিঃকে সরস, রসকে উজ্জ্বল পাইতেই হইবে।

ঐরূপ হার্দ মৈত্র যে সাধন (বৃত্ত), তাতে স্থিত হইতে পারিলেই যাহা সাধ্যশিরোমণি, সেটি সাধ্য হয়। অর্থাৎ, চারিটি সম্পর্কের মধ্যে দুটি ব্যাবৃত্ত হইলে, আর অপর দুইটি সমাবৃত্ত হইলে, অভ্যারোহ।

স্থিতির কথা বলা হইল। তাই—

**১১॥ স্থিতিস্থাপকোঽভ্যারোহজপঃ॥**

অভ্যারোহজপ (পূর্বোক্ত) স্থিতির স্থাপক॥

অসতো মা সদ্ গময়—ইত্যাদি অভ্যারোহ মন্ত্র গ্রন্থের গোড়াতেই শ্রুত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সত্য-জ্যোতিঃ-অমৃতই জীবনে সাধনে স্থিতির ধ্রুব লক্ষ্য, এবং অভ্যারোহ জপ সেই পরমা স্থিতিরই স্থাপক। এই প্রকার স্থিতি সম্বন্ধে যত রকমের ক্ষোভ বা ব্যত্যয় (stress, strain, tension) সম্ভাবিত হইতে পারে, সে সব প্রশমিত করা অভ্যারোহ জপের কর্ম। পূর্ব এক খণ্ডে স্থিতির নানাবিধত্ব বলা হইয়াছে। এ স্থলে তার অনুবৃত্তি করিয়া বলা হইতেছে—

তস্থুষী স্থিতিরেকা হি তিষ্ঠাসন্তীতি চাপরা।
অন্যা তেষ্ঠীয়মানা চ স্থাস্যতী চ স্থিতা স্থিতিঃ॥৩৬৭

প্রথম, তস্থুষী (what was or is going to rest), 'স্থা' ধাতুর উত্তর ক্বসু প্রত্যয়। বেদমন্ত্রের সেই 'জগতস্তস্থুষশ্চ' স্মরণ কর। তস্থিবান পদার্থে স্থাবরতা ধর্মটি আসিয়াছে অথবা আসিতেছে। জগৎ বা জঙ্গমে এর অন্যথা। কিন্তু স্থাবরের স্থৈর্য প্রায়শঃ জাড্য (inertia); তমের মূঢ়গুণের আধিক্য বশতঃ। এটি কাটাইয়া সত্ত্বের যে স্থিতি (প্রসাদ-প্রকাশবহুল) তাতে আনিতে হইবে। এরূপ স্থিতির স্থাপক অভ্যারোহ জপ।

দ্বিতীয়, তিষ্ঠাসন্তী (স্থাতুমিচ্ছন্তী)—what desires or inclines to rest. এতে ইচ্ছা (impulsion or urge) রূপে 'প্রবৃত্তি' (রজোগুণ) আসিয়াছে। কিন্তু সে ইচ্ছার

অভীষ্ট প্রপূর্তি হওয়া চাই। অর্থাৎ, এ স্থলেও স্থাপককে আবশ্যক। তৃতীয়, তেষ্ঠীয়মানা। এখন-তখন, বার-বার স্থিতি হয় বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত ধ্রুবা স্থিতি পরমাভীষ্টে হয় কৈ?

চতুর্থ, স্থাস্যতী বা স্থাপিকা স্থিতি—what ensures, conserves or maintains rest. কিন্তু এতেও ক্রম এবং পাদমাত্রার অপেক্ষা থাকে। এইজন্য, পঞ্চম বা শেষ—স্থিতা স্থিতি।—'Resting Rest' বা শান্তা স্থিতি।

এইবার এই পঞ্চধা স্থিতিতে বাধক বা অন্তরায়গুলির কথা হইতেছে—

তিষ্ঠাসন্ত্যাং চতস্রঃ স্যুস্তস্থুষ্যাং তিস্র এব চ।
দ্বে চ তেষ্ঠীয়মানায়াং স্থাস্যত্যাং বাধিকাঽদ্বয়া॥
সর্ব্ববাধানিবৃত্তিস্তু শান্তায়াং হি স্থিতস্থিতৌ।
তৎস্থিতিস্থাপনং যেন সোঽভ্যারোহজপঃ স্মৃতঃ॥৩৬৮-৬৯

তিষ্ঠাসন্তী স্থিতিতে দেশাদিনিমিত্ত অবরোধাদি চারিটি বাধাই গণ্য করিতে হয়। তস্থুষীতে তিনটি (পরে বলা হইতেছে)। তেষ্ঠীয়মানে দুইটি; স্থাস্যতীতে একটি। আর, স্থিতা স্থিতিতে সর্ববাধার নিবৃত্তি হওয়ায় শান্তা স্থিতি ঘটে। এই পরম স্থিতিতে স্থাপক অভ্যারোহ জপ। এইবার বাধাগুলি পর পর জয়ের কথা—

সমারম্ভকসম্বন্ধা কালনিমিত্তকা হি যা।
সংযোজকঞ্চ বধ্নাতি বাধা দেশনিমিত্তকা॥
সর্ব্বং সঙ্গাচ্ছতে যেন সংগ্রাহকঃ স বৈ মতঃ।
তং বধ্নাতি চ যা বাধা ছন্দোবৈয়র্থ্যহেতুকা॥
বস্তুস্বভাবনিষ্ঠা যা বধ্নাতি সা সমাপকম্।
বাধা এতাশ্চতস্রো বৈ বধ্নন্তি স্থিত্যুপক্রমে॥
নিরস্যেত্তস্থুষী হ্যেকাং যুগ্মাং তেষ্ঠীয়মানতা।
স্থাপিকা চ ত্রয়ীং হন্তি স্থিতা তুর্য্যামপি ক্রমাৎ॥৩৭০-৭৩

সেই প্রথম খণ্ডের সমারম্ভক দৌর্বল্য প্রভৃতি সপ্ত জপমান্দ্য স্থলগুলি মনে আছে তো?

সেগুলিকে এইরূপ চারিভাগে দেখ—সমারম্ভক, সংযোজক, সংগ্রাহক এবং সমাপক—এই চতুষ্টয়ে বাধা। ক্রিয়ামাত্রেই বাধা ঐ চারিটিকে বিষয় করিয়াই হয়—যাতে যাতে সমারম্ভ, সংযোজন, সংগ্রহণ এবং সমাপন হইবে। যে কোন কর্মের দৃষ্টিতে এই আবশ্যক পাদচতুষ্টয় বুঝিয়া লও; এ চতুষ্টয় ব্যতীত সম্পন্নতা নেই। এখন, কালনিমিত্ত বাধা (প্রতিরোধ) বিশেষভাবে সমারম্ভে বাধা দেয়; দেশনিমিত্ত (অবরোধ) সংযোজনে (in 'putting together'); ছন্দোনিমিত্ত বাধা (বিরোধ) সংগ্রহণে (in co-ordinating); এবং বস্তু স্বভাবে যে বাধা 'বাসা বাঁধে' (নিরোধ), সেটি সমাপনে। (সংগ্রাহক দ্বারা কর্মের সকল অঙ্গ পাদাদি সঙ্গতিতে আসে।) স্থিতির উপক্রমে যে তিষ্ঠাসন্তী, সেটি এই চারি বাধা সঙ্কুলই হয়। তস্থুষী স্থিতিতে সমারম্ভকে বাধাটি যায় বটে, কিন্তু অপর তিন রহিয়া যায়। তেষ্ঠীয়মানাতে সংযোজকে বাধাটিও গেল। স্থাস্যতী বা স্থাপিকাতে সংগ্রাহকে বাধাটিও। স্থিতা-স্থিতিতে সমাপনে বস্তুবাধাটিও (তুর্যা) অপগত হয়।

এইবার, মল্লিকায় মধুপানেচ্ছু ভ্রমরের উপমা—

চক্রাদ্ ভ্রমন্ ভ্রমন্ ভৃঙ্গঃ প্রফুল্লমল্লিকামধু।
পাতুং তিষ্ঠাসতি স্থানে যুঙ্‌ক্তঃ কালস্তু নো চ দিক্॥
স্বচ্ছন্দো নানিলো বাতি স্বচ্ছন্দা নাপি স্বা গতিঃ।
মল্লিকাপি স্বভাবে ন তিষ্ঠাসা সফলা কিমু॥৩৭৪-৭৫

আপন চক্র তার আজ মধুশীকরশূন্য; ভ্রমর এদিকে ওদিকে উড়িয়াছে। কোন্ নিরালায় মল্লিকা ফুটিয়াছে বুঝি! সে প্রফুল্লমল্লিকামধু পানতরে ভ্রমর ঠিক স্থানেই বসিবে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কাল, দিক্, পবন আর আপন গতি—কোনটাই তো তার বান্ধব নয়; আবার, মল্লিকাও বুঝি মধুপের মধুমৃগয়া মিটাইবার মত 'স্বভাবে' নেই। এরূপে তার তিষ্ঠাসা (মধুকোষে বসার ইচ্ছা) কেমন করিয়া সফল হয় তা বল!

মল্লিকাং ত্বমধুনা গচ্ছ মা ভ্রমীস্ত্বমিতস্ততঃ।
মল্লিকামীহতে ভৃঙ্গা ইত্থং কালেন চোদিতঃ॥
তস্থুষীয়ং স্থিতিস্তস্য দৃগ্‌দর্শনমৃতেঽপিতু।
জহদ্‌বৈলক্ষ্যলক্ষ্যত্বে তেষ্ঠীয়মানতা ভবেৎ॥
অসকৃৎকর্ণিকাকেন্দ্রং বিশন্ নিবিশতে ন তু।
পেপীয়তে মধূন্যন্তস্ততোঽপি নিবিবৃৎসতি॥
স্বভাবো মধুপস্যায়ং মধুস্বভাবতো যদা।
জহ্যাদ্ বিষমতামন্ধা স্যাত্তদা স্থাপিকা স্থিতিঃ॥
প্রসীদতি পুনঃ কালস্ততো দিক্ চ প্রসীদতি।
প্রসীদতি ততশ্ছন্দঃ স্বভাবঃ সম্প্রসীদতি॥
আসম্প্রসাদমেবাস্য স্বভাবস্য স্বভাবনম্।
সম্প্রসন্নঃ স্বভাবোঽয়ং পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
তস্মিন্ নিবর্ত্তমানে হি ভাতি যা তত্ত্বতঃ স্থিতিঃ।
ক্রিয়াকারকফলাসঙ্গাৎ সমাপকঃ সমাপ্যতে॥
ব্যুত্থানে চ সমাধানে ন চ্যোততি স্থিতিঃ স্থিরা।
আসীনময়তে দূরমিত্যাদীনাং সমন্বয়াৎ॥৩৭৬-৮৩

অয়ি ভৃঙ্গা! তুমি এখন মল্লিকার পানে চল; কেন মিছে এদিক ওদিক ঘুরিতেছ! মল্লিকাও তোমায় যে চাহিতেছে, কেননা, কাল ডাকিয়া বলিতেছে—এই তো সময়! সময় ডাকিল বটে, কিন্তু, কৈ—কোথায় আমার মৃগ্য মধু-মল্লিকা?—দিগ্‌দর্শন তো এখনও হয় নাই! এটি তস্থুষী স্থিতি। যেটি লক্ষ্য, তার সম্বন্ধে বৈলক্ষ্য পরিহার হইলে ইহা তেষ্ঠীয়মানা স্থিতি। একবার দুবার মল্লিকাকর্ণিকা কোষে প্রবেশ করিয়া তার অন্তর্মধু পান করে বটে, কিন্তু নিবিষ্ট আস্বাদ পায় না, নিবৃত্ত হইয়া ফিরিতেও চায়।

মনোরূপ মধুপের তো স্বভাবই এই—সে যাতে মধুর একটুখানি আস্বাদ পায়, তাতে বসে; কিন্তু কোথাও নিবিষ্ট হইয়া বসিতে পারে না, এ-ফুলে ও-ফুলে উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু মধুটির যদি এমনই স্বভাব হয় যে, মধুকরকে আর সে মধু কোনমতেই ব্যস্ত-বিষম হইতে দেবে না, তবে হয় স্থাপিকা স্থিতি (স্থাস্যতী)। প্রথম কাল প্রসন্ন

হয়; তারপর দিক্‌ও হয় প্রসন্ন; তারপর প্রসন্ন (ব্যস্ত বিষম নয়) হয় ছন্দঃ (যেমন, মধুপের গতি)। শেষকালে, মধু-মধুপের দুয়ের স্বভাবও প্রসন্ন হয়। এই অন্যোন্যপ্রসাদকে সম্প্রসাদও বলা হইতেছে। এটি এক কাষ্ঠা। যাবৎ এ কাষ্ঠায় (সম্প্রসাদ) না আসা যায়, তাবৎ মধু-মধুপ উভয়েরি স্বভাবের 'স্ব-ভাবন' চলিতে থাকে। এরই বা শেষ কোথায়? স্বভাবের 'পর' যে পরম, তার অধিগম না হওয়া পর্যন্ত স্বভাবন চলে। (যথা, জপে নাদ-বিন্দু-কলাতীতের প্রান্ত পর্যন্ত)। তথায় বিশ্রান্তি হইলে 'স্বভাবন' বিনিবৃত্ত হয়, এবং সে তত্ত্বতঃ স্থিতির ভানে সর্ব ক্রিয়াকারক ফলেরও অসঙ্গা। সুতরাং, সমাপক তথায় হইল সমাপিত। এই যে স্থিতা বা স্থিরা স্থিতি, ইহাতে কি সমাধি, কি ব্যুত্থান—কোন অবস্থাতেই চ্যুতি নেই; 'দূরং ব্রজতি আসীনঃ' ইত্যাদি আপাতবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় এবম্প্রকার অচ্যুতভানেই।

**১২।। স্থিতিঃ পূর্ণা পূর্ণমদ ইত্যতঃ।।**

(শ্রুতি-প্রসিদ্ধ) 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদির মন্ত্রের যেটি নিগূঢ় তাৎপর্য, তাতেই স্থিতি পূর্ণা॥

যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসীত্যস্মিন্ বাচিকা স্থিতিরিষ্যতে।
মনো বিজ্ঞান ইত্যত্র স্থিতির্ভবতি মানসী॥
তন্মহত্যাত্মনীত্যত্র মহতী স্থিতিরুত্তমা।
মুখ্যপ্রাণাশ্রয়া যা হি শান্তাত্মনি স্থিতা স্থিতিঃ॥
সর্ব্বপূর্ণসমৈকো যো রসস্তস্মিন্ সমর্পিতে।
বাক্যে মনসি বিজ্ঞান আত্মনি পূর্ণতা স্থিতিঃ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণং যতোঽবশিষ্যতে॥৩৮৪-৮৬

কঠশ্রুতির প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি স্মরণপূর্বক বাচিকী প্রভৃতি পঞ্চস্থিতির কথা বলা হইতেছে—বাক্ মনে 'হবন' কর; এভাবে বাকের সংযমন মনে হইলে বাচিকী স্থিতি। মনকে বিজ্ঞানে অথবা বুদ্ধিতে; ইহা মানসী স্থিতি। বাচিকী তিষ্ঠাসন্তী এবং তস্থুষী—এ দুই স্থিতিকে আশ্রয় করে। মানসী তেষ্ঠীয়মানাকে; মন বারবার ইষ্টে

'বসিয়াও' এখনও শান্ত হয় নাই। বিজ্ঞানকে (পূর্বব্যাখ্যাত) মহদাত্মায় হবনে উত্তমা যে মহতী স্থিতি (স্থাস্যতী স্থাপিকা), সেটি লাভ হয়। মুখ্যপ্রাণাশ্রয় না হওয়া পর্যন্ত এ মহতী স্থিতি সম্ভাবিত হয় না; এটি প্রসিদ্ধা ব্রাহ্মীস্থিতির উপক্রমণিকা। মুখ্যপ্রাণ 'হংসঃ' = 'ঋতংবৃহৎ'—এই সমীকরণ না হওয়া অবধি সমাশ্রিত হয় না। শান্তাত্মায় স্থিতা স্থিতি। অনন্তর, যে 'রসো ভূমা' একাধারে সর্ব, পূর্ণ, সম এবং এক, অথচ, সকল নিরুক্তি-নির্বচনের অতীত, তাতেই বাক্য, মনঃ, বিজ্ঞান, মহান্-এ সকলের 'সমর্পণে' যে পরমা স্থিতি, তাকে বল পূর্ণতাস্থিতি। এ পূর্ণতাস্থিতি ভগবত্তায় পরিনিষ্ঠিত। শান্তা বা স্থিতা স্থিতির 'সমর্পণ' নেই; পূর্ণাস্থিতিতে এটি অধিষ্ঠানরূপে থাকেই। এই শেষ বা পূর্ণাস্থিতি, ইহাই 'পূর্ণমদঃ'—এ থেকে পূর্ণ 'লইলেও' পূর্ণ 'অবশেষ'। (ছিন্নমস্তার ধ্যান স্মরণ কর, এ ভাবটি বুঝিতে।)

১৩।। আপূর্য্যমাণত্বমাপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানীত্যতঃ।।

(প্রসিদ্ধ শান্তিপাঠ মন্ত্র) 'ওঁ আপ্যায়ন্তু..' ইত্যাদিতে ব্রহ্মসদ্ভাবে (জ্যোতীরসে) আপূর্যমাণতা॥

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানী-তি জপধ্যানযোগতঃ।
ব্রহ্মৌপনিষদং সর্ব্বাণ্যঙ্গানি বৈ প্রপূরয়েৎ॥
য আত্মনি নিরতে ধর্ম্মা উপনিষৎসু চেজ্জিতাঃ।
তে ময়ি সন্তু সন্ত্বিতি পাত্রমেতৎ প্রপূর্য্যতে॥
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পিহিতং মুখম্।
তদপাবৃত্য কল্পধ্বমেতস্যাপূর্য্যমাণতাম্॥ ৩৮৭-৮৯

উক্ত শান্তিপাঠ জপধ্যানযোগে কি হয় তা বলা হইতেছে—জপধ্যানে 'সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্'—এই অনুভূতিতে পর্যবসান হয়। 'আমি' এবং ব্রহ্ম—এ দুয়ের পরস্পর 'অনিরাকরণ' ভাবনা দ্বারা এই পর্যবসান সাধিতে হয়। এই ভাবনা যত দৃঢ় হইতে থাকে, ততই 'আমার' বাক্-প্রাণ প্রভৃতির ভরণ-প্রপূরণ হইতে থাকে। ব্রহ্ম থেকে সবই 'নিরাকৃত', এই ভাস আছে বলিয়াই, তাদের ক্ষুদ্রত্ব, কার্পণ্য। কাজেই, অনিরাকৃত-ভানেরই উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কার্পণ্যদোষও বিদূরিত হইতে থাকে।

তার প্রতিক্রিয়াটিও শান্তিপাঠ মন্ত্রে কথিত—'য আত্মনি নিরতে উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ' ইত্যাকারে। উপনিষৎসমূহে আত্মনিরত, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির যে সকল ধর্ম কথিত, সেই সকল ধর্ম আসিয়া আমার এই 'পাত্র' প্রপূরিত করুক! আদৌ অজ্ঞানে ও অভানে পাত্রের মুখ 'তমসা' অপিহিত। পরন্তু ঔপনিষদ জ্যোতির্বিশাল ধর্মের আবির্ভাব হইতে থাকিলে, সত্যের 'মুখ' হয় হিরন্ময় পাত্রে অপিহিত। অর্থাৎ, আবরণ যেন 'golden veil'-এর মত অন্তঃস্থিত সত্যকে না ঢাকিয়া আরও রমণীয়দর্শন করিয়া দেখায়—Truth appears as it were in a halo of loveliness. এটি এক রহস্যানুভূতি। জ্যোতিঃ-র সঙ্গে রসের যেন পরিণয় আর নিত্য নবায়মান মিলন! এতে দুয়েই যেন নিত্য উপচীয়মান, আপূর্যমাণ! রস প্রকাশের অন্ত পায় না; প্রকাশও রস বা উল্লাসের 'ওর' পায় না! এই যে feeling of ever overflowing fulfilment and beatitude, এটিকে আপূর্যমাণতা বলা হইতেছে বর্তমান সূত্রে।

**১৪ ॥ ধারা মাধ্বী মধুবাতা ইত্যতঃ ॥**

'মধুবাতা' এই ঋকের জপধ্যানযোগে নিখিলে ওতপ্রোত যে মাধ্বীধারা, (তাতে অভিষিঞ্চিত হও ॥)

মধুবাতা ইতো মাধ্বী-ধারা বহতি সর্ব্বতঃ।
অধ্যাত্মাদীনি চত্বারি স্থানানি যত্র চাসতে॥
সর্ব্বস্থানেষু যা লভ্যা মুখ্যপ্রাণবপুঃ স্থিতাঃ।
তা অভিষেচয়েৎ কামং মধুমত্যা ঋচো জপাৎ॥৩৯০-৯১

মধুমতী ঋকে শ্রুতা মাধ্বী ধারা সর্বত্র ওতপ্রোত-বহমানা। —Flow of 'Honey' through creation's every fibre of being. এমন কি 'পার্থিবং রজঃ'টিও 'মধুকোষ'! অস্তি-ভাতির অনুভূতির সাথে এই 'প্রিয়মের' অনুভূতি মেলানই শেষ গ্রন্থিমোচন। আত্মাকে সত্যভাবে উপলব্ধি না করিতে পারিলে আর, 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্'—এই পরমসমীকরণটি না ঘটিলে, একটা ধূলিকেও আত্মার মতই শ্রেষ্ঠ বোধ হবার নয়। সবই 'এহি মেরা রাম', অথবা, 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে—'। এখানেই ভাবুকে রসিকে পরম মিতালী।

এই যে সর্বে ওতপ্রোত মাধ্বী ধারা, এটিকে আবার চারিটি পাদে দেখিবে—অধ্যাত্ম, অধিদেব, অধিযজ্ঞ এবং অধিভূত। (এ চারিটি এবং এদের সঙ্গো অধ্যক্ষরও আগে সবিশেষ বিচারিত।) মধুমতী ঋকে—প্রথম পাদে বিশেষ করিয়া অধ্যাত্ম (কেননা, রসকে উদ্দেশ্য করতঃ); দ্বিতীয়ে বিশেষ করিয়া অধিভূত এবং অধিদেব (দ্যৌরস্তু নঃ পিতা); তৃতীয়ে বনস্পতি সূর্যে অধিযজ্ঞ; এবং 'গাবঃ' (=বাক্) দ্বারা অধ্যক্ষরও উদ্দিষ্ট। জীবনে ও সাধনে মধুকে ব্রহ্মের কোন একটি বা দুইটি পাদে আবিষ্কার করিতে পারিলেই চরিতার্থতা আসে না। এমন কি, 'নাম' মধুর, কিন্তু 'কাম' কষায়—এ দ্বন্দ্ব থাকিলেও মধুরের কুণ্ঠা রহিয়া গেল। তোমার বঁধুয়াকে হেরিতে তো 'আঁখি অনিমিখ'! কিন্তু ধর কোথাও বিষ্ঠা, আর তাতে কত কীট। নাকে কাপড় দিয়ে পালাবে তো? কিন্তু পালিও না, দেখ—ঐ বিষ্ঠাই কত না কীটের রসভাণ্ডার, কত না মক্ষিকার মধুকোষ। ওখানেও ব্রহ্ম মধুরূপে বিদ্যমান।

ব্রহ্ম মুখ্যপ্রাণরূপে সকল ব্যাপিয়া আছেন। পরম মধুস্বরূপ ব্রহ্মের মুখ্যপ্রাণই 'ধারা' রূপ। প্রাণ মধুকে সৃষ্টির প্রতিটি শিরায়, প্রতিটি রেণুতে বহন করিতেছে। প্রাণ ছাড়া সব জমাট। Prana thaws the frozen spring of 'honey' in everything. কাজেই, মধুমতীর জপধ্যানে মুখ্যপ্রাণকেই সমাশ্রয় কর; বলো—'ওগো প্রাণ! তুমি আমার কৃপণ আড়ষ্ট মধুকণিকাটি বহিয়া লইয়া চল ওর-হীন মধুর পাথারে!' ভাবনা কর—

সুধাপয়ঃপিপাসুঃ কো ভেকপান উদন্যতি।
সিষ্ণাসুর্মানসে তীর্থে কঃ কূপাদুদকীয়তি॥
যজ্ঞশিষ্টং বুভুক্ষুঃ কঃ শিবাগর্ত্তেঽশনায়তি।
লিপ্সুঃ কল্পফলং কো বা মরুভুব্যশনীয়তি॥
ধনী ধনায়তি গর্দ্ধাত্তুচ্ছে ন পরমে ধনে।
ত্যক্ত্বা স্বাত্মনিধিং মোহান্ নির্ধনশ্চ ধনীয়তি॥৩৯২-৯৪

যে ব্যক্তি সুধাপয়ঃ পিপাসু, সে কি ভেকপানে তার পিপাসার জল পান করিবে (উদন্যতি)? সে আবার মানসতীর্থে স্নানার্থী, সে কি তার স্নানের জল কূপ হইতে তুলিয়া তৃপ্ত হইবে (উদকীয়তি)? যজ্ঞশেষ অমৃতভক্ষণে যে ইচ্ছুক, সে কি শিবাগর্তে

সেটি ভক্ষণের নিমিত্ত যাইবে (অশনায়তি)? এবং কল্পফল আহরণে যার লিপ্সা, সেকি তন্নিমিত্ত মরুভূমিতে যাইবে (অশনীয়তি)? যে ধনী সে গর্দ্ধ, কিনা, লোভবশতঃ (অর্থগৃধ্নু হইয়া) আরও সেই তুচ্ছ ধনেই লালসা করে, পরমধনে করে না (ধনায়তি); আর, যে নির্ধন, সে আপনার 'নিধি' মোহবশতঃ হেলায় হারাইয়া অনিত্য ধনের কাঙ্গাল হয় (ধনীয়তি)।

**১৫।। গায়ত্রীমধুমতীভ্যামমৃতমধুভূয়িষ্ঠত্বেন জ্যোতীরসত্বম্।।**

গায়ত্রী এবং মধুমতী—এ দুয়ের সম্পুট জপধ্যানে অমৃতজ্যোতিঃ (বরেণ্যংভর্গঃ) এবং মধু—এ দুয়েরি ভূয়িষ্ঠতা হয় বলিয়া সাক্ষাৎ জ্যোতীরস তাদাত্ম্যে উপলব্ধ হয়॥

এই নিমিত্ত জ্যোতিঃ এবং মধু—এ দুয়ের যে ব্যবহারিক অনুভব, তার শোধন আবশ্যক। কাষ্ঠায়—সেই 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' এবং 'রসানাং রসতমঃ'-কে অভেদে মিলাইতে হইবে। তাই মধুকে ত্রিবিধ করিয়া বলা হইতেছে—

অজিহ্মমুজ্জ্বলং শুক্রমমৃতমক্ষরং মধু।
ধূম্রং ক্ষরাক্ষরত্বেন ক্লিষ্টঞ্চাক্লিষ্টমেব চ॥
ক্ষরৎ ক্লিষ্টং তথা স্তব্ধং ঘোরং মূঢ়ঞ্চ তন্মধু।
মধুমত্যা চ গায়ত্র্যা মরং তদমৃতং ভবেৎ॥
মধুমত্যা চ গায়ত্র্যা হ্যন্যোন্যভাববীর্য্যতঃ।
জ্যোতিষো মধুধারায়া ভবেদ্ বৈ ক্লীবমৈথুনম্।
অপাস্তনিখিলদ্বন্দ্ব-লেশসৌখ্যং ততঃ ফলম্॥
অপাম সোমমিত্যাদৌ জ্যোতিশ্চাগমাম বৈ।
মর্ত্ত্যস্য ধূর্ত্তিমুত্তর্ত্তুং পিব জ্যোতির্ম্মধু স্বয়ম্॥৩৯৫-৯৮

সাক্ষাৎ যে 'জ্যোতির্ম্মধু', সেইটি কি পান করিবে না, বেদমন্ত্রে প্রসিদ্ধ এই 'মর্ত্ত্যস্য ধূর্ত্তিং'—ধূর্ত্ত মরতের ধূর্ত্তপনা—উত্তরণ করিবার জন্য? যে জ্যোতির্ম্মধু সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া বলা যায়—'অপাম সোমম্'—'অগন্ম (অগমাম) জ্যোতিঃ'। ইহা সাধিবার উপায়? গায়ত্রী এবং মধুমতীর সম্পুট জপধ্যানে (যেরূপ বৃহদারণ্যক

এবং ছান্দোগ্যে প্রদর্শিত) উভয়েরই বীর্যবত্তা ঘটে। ইহা রূপকে বলা হইতেছে—গায়ত্রী থেকে তাঁর বীর্যরূপে দোহন কর জ্যোতিঃ (ক্লীবলিঙ্গা) এবং মধুমতী থেকে সার দোহন কর মাধ্বী (স্ত্রীলিঙ্গা)। এ দুটির যেন 'ক্লীবমৈথুন' সাধিত হইল বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ-পূর্বক জপধ্যানে। পুংস্ত্রী বলিতে যে দ্বন্দ্ব, তার লেশটুকুও অপাস্ত, কাজেই, নির্দ্বন্দ্ব যে স্বলসিত সৌখ্য, সেইটিই ('ন সো রমণ ন হাম রমণী') হইল ঐ পরমরাহস্যিক ক্লীবমৈথুনের ফল। এ ক্লীবে 'ক্লৈব্য' নেই—অচ্যুত-অটল-রসরূপত্ব রহিয়াছে। ক্ষরদ্‌ভাবে নয়, অক্ষর অমৃতরূপ এ মৈথুন। এ মৈথুনে গায়ত্রীর ব্যাহৃতিত্রয় এবং 'ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' অপাস্ত হইয়া গেল, রহিল—'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'। মধুমতীরও 'ক্ষরন্তি' ভাব অপগত হইয়া রহিল শুধু—'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্'। অর্থাৎ, মাধ্বী বা মাধুরী। এই অপাস্ত-অপগমটি না হওয়া পর্যন্ত জ্যোতিঃ আর মধুর দ্বন্দ্বস্থতা চলিয়া যায় না। মধুজ্যোতিঃ এবং জ্যোতির্মধু অভিন্নতনু হয় না।

এইবার জ্যোতির্বিহীন এবং অমৃত থেকে অপেত যে মধু, সে মধু সম্বন্ধে সাবধান হও। পরম যে মধু, যে মধু জ্যোতীরসাভিন্ন, তাতে এই পঞ্চ লক্ষণ থাকিবে—অজিহ্ম (বক্র-বিষমতারহিত), উজ্জ্বল, শুক্ল, অক্ষর, অমৃত। 'শুক্ল' বিশেষ করিয়া শুদ্ধ, অসঙ্কর। এক কথায়, অক্ষর মধু ঐ পাঁচ লক্ষণে। ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্টে মিশ্র যে মধু, সেটি ক্ষরাক্ষর, এবং 'ধূম্র'। আর যেটি শুধুই ক্লিষ্ট ও ক্লিন্ন, ক্ষরৎস্বভাব, স্তব্ধ (স্ত্যানাদিজনক), ঘোর (রজোবহুল) এবং মূঢ়, (মোহজনক) সেটি নিকৃষ্ট, 'মলিন' মধু। শেষের দুটি ক্ষর ও 'মর' মধু। এ দুয়ের জারণ-মারণ-শোধনে অক্ষর-অমৃত মধু লাভ কর মধুমতী-গায়ত্রীর সম্পুট জপধ্যানে। জীবন ও সাধন দুই-ই ভরিয়া আছে ক্ষর ও মর মধুতে, কিংবা মধুমরীচিকায়। সে মোহজ্বালাজনক মধুকে তোমার অমোঘা ইষ্টশক্তি ডাকিয়া বলুন—'গর্জ্জ-গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্'। ইহা বিষমধুর অমৃতমধুরূপে রসায়ন।

**১৬॥ মৃতমুমূর্ষুসঞ্জীবনায় সব্যাহৃতিত্রয়া স্বাহা॥**

(পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যকাদি প্রদর্শিত বিদ্যায়) মধুমতী-গায়ত্রী সম্পুট ব্যাহৃতিত্রয়-সহ 'স্বাহা' মন্ত্রে হবনভাবনা করিলে মৃত এবং মুমূর্ষুরও সঞ্জীবন হইয়া থাকে॥

ভূরাদিব্যাহৃতিধ্যানং সমিদ্ধং প্রণবেন বৈ।
মরমৃতমুমূর্ষূণাং সঞ্জীবনায় কল্পতে॥
ভূরিতি গোচরং সর্ব্বং স্বরিত্যতস্ত্বগোচরম্।
ইতস্তস্ত্বমাক্রম্য মধ্যে ভুবরিতি স্থিতম্।
স্বাহেতি ব্রহ্মবহ্নৌ চ ব্রহ্মভূয়ায় তর্পণম্॥৩৯৯-৪০০

প্রণবের দ্বারা সমিদ্ধ (ওঁকারপূর্বক) ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই ব্যাহৃতিত্রয়ের ধ্যান যদি গায়ত্রী-মধুমতী সম্পুটে সংযুক্ত হয় (ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং. . .মধুবাতা. . . গাবো ভবন্তুনঃ— ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইত্যাদিরূপে), তবে তাহা মরণধর্মশীল, মুমূর্ষু এবং মৃত সব কিছুরি সঞ্জীবনার্থ কল্পিত হইতে পারে জানিবে। (অধ্যাত্মক্রিয়াভাবাদিও বটে; শুধু বাহিরের মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু বীজটি, প্ররোহটি নয়, পরন্তু তোমার ইষ্টবীজাদিও বটে। যেমন, ঐঁ তোমার বীজ হইলে, ওঁ ঐঁ ভূঃ স্বাহা; ইত্যাদি)। কেননা, সর্ব গোচর ('এই') ভূঃ; সর্ব অগোচর স্বঃ ('সেই'); এবং মাঝে যে 'ইতস্ততঃ' ('না-এই না-সেই'), সেটিকে অধিকার করতঃ ভুবঃ। ব্যাহৃতিত্রয় সর্বসংস্থাধিকারী। আর, স্বাহা? ব্রহ্মাগ্নিতে 'ব্রহ্মভূয়ায়' (ব্রহ্মসদ্‌ভাবের নিমিত্ত) যে তর্পণ, তাহাই স্বাহা।—The 'fire' principle that 'divinises' what is crude, 'earthly' and mortal.

পরের সূত্রে ইহা সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইতেছে—

১৭ ॥ অধ্যাত্মাদিভিশ্চতুরস্রা ॥

অধ্যাত্মাদিরূপে 'স্বাহা' (স্ব+আ+হ+আ) চতুরস্রা॥

পাদাশ্চত্বার এবাস্য মাত্রাশ্চতস্র ঈরিতাঃ।
অধ্যাত্মাদীনি চত্বারি স্থানানি পাদমাত্রয়োঃ॥
স্বস্যাগ্রহঃ স্বকারেণ পরস্যানুগ্রহো হ্যতঃ।
মহাপ্রাণ-হকারেণ সমর্থ-সংগ্রহস্তয়োঃ॥
বিশ্বাঙ্গানি চ ব্যাপ্নোতি স্বাহাকারেণ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বোপাদানপূর্ণত্বং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে॥৪০১-৪০৩

'স্বাহা' শব্দে পাদও চারিটি এবং মাত্রাও চারিটি (সুতরাং, স্বাহামন্ত্রের ব্যাহরণ ঐ চারি পাদে এবং চারি মাত্রায় করণীয়)। আর, পাদ এবং মাত্রা—উভয়ের অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিদেব, অধিভূত, এই চারিটি স্থান বা সংস্থান. ঐ 'Fourfold Co-ordinates' এ দুটিকেই 'ভাঙ্গিয়া' দেখিতে হয়; নচেৎ, অসম্যগ্‌দৃষ্টি। এখন দেখ— 'স্ব' এই প্রথম পাদে স্ব বা আপনার আগ্রহ; 'অ'-পাদে 'পর' যে পরমাত্মা, তাঁর অনুগ্রহ। মহাপ্রাণ যে 'হ', তার দ্বারা আগ্রহ-অনুগ্রহের সমর্থ-সংগ্রহ সাধিত হয় (the Co-ordinating Power Principle)। শেষ পাদ যে 'আ', তার দ্বারা বিশ্ব অঙ্গ (all parts, phases and aspects in the creative *ensemble*) ব্যাপ্ত হয়। তার ফলে, বিশ্বে সর্বব্যাপী সংপ্লবে (entropy and submergence-এ) সৃষ্টির সর্ব-উপাদান এবং উপাদেয়ের পূর্ণতা (emergence towards fullness and perfection of all desired means and ends) সাধিত হয়। অর্থাৎ, কোন উপাদেয় (অভীষ্ট) আর বলে না—'কৈ, আমার উপাদান কোথায়?' এবং কোন উপাদানও আর বলে না—'কৈ, আমার উপাদেয় কোথায়?' জীবব্যবহারে এই দুটি পরস্পরকে খুঁজিয়া সারা হইতেছে, নয় কি? স্বাহা সমর্থমিলনের সাধন—অধিভূতাদি সর্বক্ষেত্রেই।

পুনশ্চ,

স্বেতি কুণ্ডলিনীশক্তি র্হেতি চ প্রাণব্যোমতা।
মর্য্যাদাং ব্যাপ্তিমাশ্রিত্য চাকারযুগ্মবৃত্তিতা॥
স্বেতিস্বরূপশক্তির্যা হেতি চ হ্লাদিনী পরা।
আযুগ্মকং স্বয়ং রাধা স্বাহেতি ব্রজমাধুরী॥
অষ্টাদশাক্ষরং মন্ত্রং গোপিকাজনবল্লভঃ।
শ্রীরাধাস্বাদসর্ব্বস্বঃ স্বাহা স্বাদরসায়নম্॥ ৪০৪-৪০৬

'স্ব'=কুণ্ডলিনী শক্তি। 'হ'=মহাপ্রাণের মহাব্যোম এবং ওঁকাররূপ। এবং দুটি 'আ'=মর্যাদা ও ব্যাপ্তি। কাজেই, স্বাহা সেই স্বাভাবিক মন্ত্র, যদ্‌দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগৃতি ঘটিয়া 'হৌংসঃ'—এই মহামনু সাক্ষাৎ স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আবার, রসসাধনায় 'স্ব' স্বরূপশক্তি; 'হ' কারে সেই স্বরূপশক্তির রূপ হ্লাদিনী পরা।

'আ'কারদ্বয় স্বয়ং রাধা। অতএব, স্বাহা মন্ত্রে ব্রজমাধুরীর পরিসীমাই উদ্দিষ্ট হইল। সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাদশাক্ষর গোপীজনবল্লভ মন্ত্রে যে স্বাহা, সে স্বাহা উদ্দেশ করে সেই গোপিকাজনের প্রাণবল্লভকে, শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য আস্বাদনই যাঁর চিরসর্বস্ব (গৌরসুন্দর 'অবতার' যে বিশেষ প্রয়োজনে)। সুতরাং স্বাহামন্ত্রে সেই অপরূপরসাস্বাদনেরই 'রসায়ন' হয় বুঝিবে।

এইরূপ অন্য অনুবন্ধেও যোজনা করিবে। যেমন, স্ব=স্বস্মিন্=আত্মায়; আহা=আহুতি=Reduction and resolution of every state into its Essential Being-Power. 'আ' বলিতে, অল্পপ্রাণ নয় এমন যে হকার, তার ব্যাপ্তি অনুভবের সর্ব অবয়বে, যাবৎ পূর্ণপ্রজ্ঞা অধিগম না হয়। আবার, সু+আহা। কাজেই Highest Aesthetic Enjoyment-এর মুখও উন্মোচিত করে স্বাহা।

১৮॥ ষড়স্রদশাস্রাদিভ্য আসহস্রাস্রম্॥

(পূর্বোক্ত চতুরস্র অনুবন্ধে বিচার কর) ষড়স্র, দশাস্র ইত্যাদি ক্রমে সহস্রাস্র পর্যন্ত॥ (এর পরবর্তী সূত্রেই 'অস্র'-এর লক্ষণ করা হইতেছে।)

চতুরস্রাদিসূত্রৈর্হি বিশ্ববিশ্লিষ্যমাণতা।
সমস্যমানতা চাপি চতুরাদ্যক্ষরো মনুঃ॥
চক্রাদিষ্বরসংখ্যান-মর্ণসংখ্যা মনৌ তথা।
যন্ত্রেষ্বস্রসংখ্যা চ মূলসংখ্যেয়তান্বয়াৎ॥
ত্রিশ্চতুঃ পঞ্চ ষণ্নাং যঃ সমাসব্যাসতোঽন্বয়ঃ।
আসহস্রং ভবেত্তস্য সর্ব্বেষু মিততাগতিঃ॥
ভূর্ভুবঃসুবরাদীনাং স্বাহাস্বধাহুমামপি।
কৃষ্ণগোবিন্দরামাদি-নাম্নাঞ্চ মিততান্বয়ঃ॥
অভিখ্যা চ সমাখ্যা চ ব্যাখ্যা ব্যুৎপাদিতা চ যা।
স্বরাখ্যা চাপি মুখ্যাখ্যা পঞ্চধা মিততা মতা॥
ষড়্‌বিধা চ স্বধাখ্যেতি স্বাহাখ্যেতি চ সপ্তধা।
মন্ত্রাদীনুদ্ধরেদিথ-মভিখ্যাদি-স্থিতৌ স্থিতঃ॥

অগ্নেঃ প্রযত্নমুদ্দিশ্য স্বরাখ্যয়া সমুদ্ধরেৎ।
প্রাণপ্রযত্নমুদ্দিশ্য মুখ্যাখ্যয়া সমাবিশেৎ॥
কৃষ্ণেতি যন্ মহানাম তন্নাম্নি মূলমূর্দ্ধগম্।
মূলান্ মূর্দ্ধাভিসারিণ্য স্তিস্রো ধারা বহন্তি চ॥
সার্ব্বভৌমে হি তত্ত্বে দ্বে ইহ যে মূলমূর্দ্ধনী।
তথা চ গ্রহণাৎ স্বাহা স্বধা স্বস্মিংশ্চ যাঽহিতা॥ ৪০৭-৪১৫

বর্তমানসূত্রে বিশ্বসমাস ও ব্যাসের (in cosmic analysis and synthesis) চতুরস্রাদি মূল আকৃতি (ground patterns) বলা হইতেছে। সর্ব যন্ত্র-মন্ত্রাদিতে এই আকৃতিগুলি অনুস্যূত এবং অনুসন্ধেয়। সর্ব শরীর সঙ্ঘাতে যে চতুরস্র, ষড়স্রাদি চক্রবিন্যাস—তাহাও বর্তমান সূত্রে ভাবনা করিয়া লইবে। মনু বা মন্ত্র চতুরক্ষরাদি হয় কেন—এতে শক্তিবিন্যাসের (power design) কি মৌলিক রূপ? ধর, ওঁ নমঃ শিবায়। ষড়ক্ষর মন্ত্র, কিন্তু এতে স্বরাদিশক্তিবিন্যাসের ঠিক রূপটি কি? আমরা আগে এক স্থলে এটিকে এক সুষম-ত্রিদল বিল্বপত্ররূপে দেখিয়াছি; ওঁকারকে অষ্টদল পদ্মের আকৃতিতেও দেখা হইয়াছে; এ সব দেখা কি মৌলিক আদর্শের অনুরূপ? শরীরে ষট্‌চক্রের বিন্যাসের মূলেই বা কি বিশ্ববিধান (cosmic reason and sanction)? এ সকলের মূল ভিত্তিরূপে বিশ্বসংখ্যেয়রূপতা (Basic Number and Magnitude Principle) থাকা উচিত, আর আছেও। (যেমন, সর্ববিধ যন্ত্রের পরীক্ষায় বিন্দু, রেখা, ত্রিভুজ, বৃত্ত, ষট্‌কোণাদির; যেমন আমার Atom-এ, Germplasm-এ 'Number')। বিশেষ ভাবে দেখিলে, চক্রাকৃতিতে অরসংখ্যা, মন্ত্রে অর্ণসংখ্যা এবং যন্ত্রে অস্রসংখ্যা বিশ্বসংখ্যেয়তান্বয়েই (in terms of Universal Measure Principle) সংস্থিত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেকের নিজস্বমান (unique measure) ঐ বিশ্বমানেই অন্বিত-সূত্রিত। বিরাটে ও সূক্ষ্মে, উভয়ত্র। গণিত এই উভয়মানের ব্যাপ্তি, সীমা ও সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়। বিশ্বকর্মা বিশ্বসূত্রধর (Super Mathematician)।

কাল ও দেশ—সংখ্যা ও পরিমাণ—এ দুয়ের মিলিত রূপ 'অস্র' (যাহা পরে সূত্রিত হইতেছে)। সুতরাং, দ্বি প্রভৃতি 'অস্র' বিচারেই মন্ত্রযন্ত্রাদির সকল সমাসব্যাস

সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করিতে হইবে; যেহেতু, সর্বপ্রকার বৃত্তির 'মিততাগতি' (movement and expansion in measure) দ্বি-প্রভৃতি অস্র-সংখ্যানেই নিরূপিত হইয়া থাকে। এই অস্র-সংখ্যানের ব্যাপ্তি (scope) 'আসহস্রেভ্যঃ'—সহস্র অবধি। 'সহস্র' মানে হাজার নয়। 'সহস্'+র-এর 'রসায়ন' সহজেই করা যাবে। অথবা, সহ্+অস্র।—সিঞ্চিত সঞ্চিত শক্তি (kinetic-potential energy) যে স্তরে নিজেকে মূর্দ্ধন্য (top-level) তেজীয়স্ত্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। সচরাচর kinetic-potential- এর অনুপাত স্বল্প বা নিম্ন 'গ্রামে' (small, low scale-এ) আবন্ধ থাকে। কাজেই, প্রশ্ন হয়—আচ্ছা, এমন কোন মূর্দ্ধন্যগ্রাম (topmost plane) আছে কি, যেখানে শক্তি প্রভৃতি অভিব্যক্তিতেও পূর্ণ এবং অনভিব্যক্তিতেও পূর্ণ—সম্ভাবিত এবং সম্ভাব্য উভয়থা পূর্ণ? যেমন ধর, মহাদেবের ললাট নেত্র। এমনি তো শান্ত নিমীলিত; কিন্তু মহোগ্র কালাগ্নিও তা থেকে বাহির হইতে পারে। ইহার স্বাভাবিক আকৃতিটি কি হওয়া উচিত মনে হয়? মধ্যে বিন্দু; বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া সহস্রাস্র সমন্তাৎ প্রসারিত। সহস্রার এই সহস্রাস্রের প্রকারভেদ।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি ব্যাহৃতিতে 'মিততান্বয়' (relatedness in Measure) সবিশেষ অনুধাবনীয়। প্রতিটি ব্যাহৃতির পাদে মাত্রায় ব্যাপ্তি এবং সীমা না জানিলে, সেটির বিশেষতঃ আহৃতিই হইল না। আবার তাদের পারস্পরিক মিততান্বয়ও পাওয়া আবশ্যক; নচেৎ, তাদের পারস্পরিক বিবেক (discrimination) সম্ভব হয় না। লক্ষণ বা নির্বচন দিতে গেলেই 'মিততা' (মানসূত্র) পাওয়া চাই। যেখানে 'মান' আদৌ মেলে না, তাহা 'অনিরুক্তমলক্ষণম্'। তারপর, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি রাহস্যিক মন্ত্রেও পূর্বোক্ত রীতিতে মানবিচার করিয়া লইতে হয়; কৃষ্ণ, গোবিন্দ, রামাদি নামেরও বটে। যেমন, মাণ্ডূক্যশ্রুতি ওঁকারের 'মান' গোড়াতেই দেখাইলেন— 'ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্ . . .' ইত্যাদি বলিয়া। প্রথমে সামগ্রী দৃষ্টি; পরে মাত্রাবিশেষণপূর্বক ব্যাসদৃষ্টি। অন্তে মানাতিগা দৃষ্টি।

পরের শ্লোকটিতে মিততার প্রকারভেদ দেখান হইতেছে। অভিখ্যা, সমাখ্যা, ব্যাখ্যা (ব্যুৎপাদিতাখ্যা), স্বরাখ্যা এবং মুখ্যাখ্যা। এই পঞ্চবিধার সঙ্গে স্বধাখ্যা এবং স্বাহাখ্যা—এ দুটিও সংযোগ করিলে হয় সপ্তবিধা। অভিখ্যাদি এই সপ্ত স্থিতিতে বা 'দৃষ্টিতে' স্থিত হইয়া মন্ত্রাদির 'উদ্ধারে' যত্নবান হইবে। 'উদ্ধার' মানে পিণ্ডে বা

বীজে যাহা নিপুটিত (enfoded), সেটিকে দ্বি-ত্রি ইত্যাদি অস্রসম্পাতে সহস্রাস্র অবধি মেলিয়া দেখা বা ধরা। যেমন একটা পদ্মের বীজকে শতদলে প্রস্ফুটিত দেখা। এরূপ মেলিয়া দেখায় ও পাওয়ায় অভিখ্যাদি ঐ সপ্ত পর্ব। অভিখ্যায় সমীপে (অভিতঃ) 'খ্যাতি'—a close or near represention— যে খ্যাতি 'কাছাকাছি' লইয়া যায়। ঠিক ঠিক সেটি নয়, তবে প্রায়ঃ। সমাখ্যাতে সম বা অনুরূপ (similar) খ্যাতি। উহা নয়, তথাপি উহার মতন। নাদশ্রবণ নয়, তবে, উহার মতন। ব্যাখ্যা বা ব্যুৎপাদিতাখ্যাতে আভাস সম্ভাবনা (only apparent likeness) ও কাটিয়া গেল। দেখা গেল যে ঠিকই (যথা, নাদশ্রবণ), কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকে—পূরা এবং সর্বতোভাবে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আর দুটি খ্যাতিও ভাবনা করিতে হয়—স্বরাখ্যা ও মুখ্যাখ্যা। প্রথমটি, যাহা মিলিয়াছে তার স্বররূপ ভাবনা; দ্বিতীয়টি, মুখ্যপ্রাণরূপ ভাবনা। প্রথম—as actually manifested; দ্বিতীয়—as causally manifesting: কার্যরূপ আর কারণরূপ। মন্ত্রাদিতে উদ্ধারের নিমিত্ত প্রথমে অগ্নি বা বাকের প্রযত্ন, এবং পরে প্রাণের প্রযত্ন রূপে ভাবনা করিতে হয়। যেমন, ওঁকারে অ, উ, ম—এদের উচ্চারণ বিচারপূর্বক দেখা একরকম; আবার, প্রাণ নাভিতে অগ্নিকেন্দ্রে 'অ' রূপে উদিত হইল; হৃদয়ে বায়ুকেন্দ্রে 'উ' রূপে ব্যাপ্ত হইল; এবং অন্তে ললাটে সোমকেন্দ্রে 'ম' রূপ হইয়া অর্দ্ধমাত্রা সমাশ্রয় করিল এবং বিন্দুবিলীন হইল। প্রথম খ্যাতিটি স্বরাখ্যা, পরেরটি মুখ্যাখ্যা। প্রথমটি দেয় রূপাকৃতি (formal pattern); দ্বিতীয়টি, গুণাকৃতি বা শক্ত্যাকৃতি (power pattern)। পরেরটিকে ওঁকার ব্যাহরণের 'প্রকৃতি'ও বলিতে পার।

তা হইলে ঐ পঞ্চ 'আখ্যা'-তে, সোজাসুজি বলিতে, এই কয়টি ভাব পাই—সমীপখ্যাতি; সম বা সদৃশ খ্যাতি; বিশেষখ্যাতি বা সমীক্ষাখ্যাতি; রূপাকৃতিখ্যাতি; প্রকৃতিখ্যাতি।

যেমন আবার ধর, অরুন্ধতী একটি ছোট তারা, কাহাকে দেখাইতে হইবে। নিকটে এক বড় তারা প্রথমে দেখাইলাম—সমীপখ্যাতি। তার পর, ঠিক অরুন্ধতী নয়, কিন্তু তার মতন আর এক তারা দেখা হইল—সদৃশখ্যাতি। তারপর সম্ভব হইলে 'সাদাচোখে', নচেৎ যন্ত্র সাহায্যে অরুন্ধতীই দেখা হইল (বিশেষখ্যাতি)। এ শেষের দেখা দুইরকম—তারাটির ঠিক আকৃতি, সংস্থান, সঞ্চার পথ ইত্যাদি (স্বরাখ্যা);

এবং (স্পেক্‌ট্রোস্কোপ ইত্যাদি সাহায্যে) তারাটির বাস্তব-তৈজসাদি প্রকৃতি। এই শেষেরটি মুখ্যাখ্যা।

তৎপরে স্বাহা ও স্বধা। ধর, যে কোন সার্বভূমিক তত্ত্ব, যেমন, ওঁকার। এর মূল এবং মূর্দ্ধা—এই দুটি কাষ্ঠা গ্রহণ করিয়া যাহা সেটিকে আমূলমূর্দ্ধগরূপে ব্যক্তাকারে দেখায়, সেটি স্বাহাখ্যা। আর, যাহা 'স্ব', কিনা, মূলেই, বীজে বা বিন্দুতেই, আহিত (enfolded)-রূপে দেখায়, তাহা স্বধাখ্যা। ওঁকারাদি ব্যাহরণে এই দ্বিবিধা আখ্যাই খ্যাপিতা হওয়া আবশ্যক।

'কৃষ্ণ' এই মহানামের দৃষ্টান্ত লওয়া হইতেছে। নামের আদিতে 'ক' (মূল); মূর্দ্ধায় অচ্যুত, অব্যয়, অক্ষর পরম রহিয়াছেন 'অ'-রূপে। 'ক' হইতে তিনটি মূর্দ্ধাভিসারিণী ধারা (ঋ,ষ,ণ) প্রবাহিত হইয়াছে। একটি ঋচ্ছতিধারা (পরমাভিমুখে চলিতেছে); মাঝেরটি কর্ষতিধারা (তাঁর পানে আকর্ষণ করিতেছে); শেষেরটি অর্পয়তিধারা (তাঁতেই অর্পণ করিতেছে)। এইবার এই মহানাম স্বাহা এবং স্বধা—দুই আখ্যাতেই দেখ। গৌরসুন্দরে স্বধা-স্বাহা দুটি সম্মিলিত।

**১৯।। অগ্নিনা ভূতভব্যানাং পরস্পরং স্বরূপানুপাতিত্বমস্রত্বম্।।**

যে সকল ভূত এবং যে সকল ভব্য—তাদের পরস্পর স্বরূপানুপাত অগ্নিদ্বারা সাধিত হইলে, তার 'অস্র' সংজ্ঞা হয়॥

'ভূত'—যা হইয়াছে, কাজেই যেটি দেশসংস্থা (order in co-existence) পাইয়াছে। 'ভব্য'—যা এখনও তদ্রূপ সংস্থা পায়নি, কালিকক্রমে (in order of sequence) পাইবে। এই যে সংস্থা এবং ক্রম, এদের অনুপাতিত্ব (correlation) নানভাবেই গৃহীত ('খ্যাত') হইতে পারে—বিরূপ, অনুরূপ, প্রতিরূপ, সরূপ, স্বরূপ। ধর, ওঁকার জপে নাদ উদিত হইল। এটি 'ভূত'। উদিত নাদ অকারাদি কলা সুষমক্রমে বিতানপূর্বক অর্দ্ধমাত্রা-সমাশ্রয়ে বিন্দুবিশ্রান্ত হইবে। এই 'ভব্য'। এ দুয়ের বিরূপানুপাত বর্জনীয়; অর্থাৎ, নাদ খণ্ডিত হইবে না; কলাগুলি বিষমতায় আসিবে না; বিলয়টি যথাযথ ভাবেই হইবে, হঠাৎ, 'থামিয়া যাওয়া' হইবে না। এগুলি বর্জনপূর্বক অনুরূপাদি ক্রমে স্বরূপ অবধি সাধিতে হইবে। অর্থাৎ, যেখানে যাইয়া ভূত-ভব্য দুই-ই বলিবে—'আমরা হৃল্লেখাতে মিলিয়াছি; আমাদের অনুপাত সম্বন্ধ

অন্তরঙ্গতম—ultimate intrinsic—হইল।' ভূতের পরিসীমা বিন্দু; ভব্যের নাদ। এ দুটিকে মেলাবার উপায় 'অস্র', এবং মেলয়িতা অগ্নি। কেননা, অগ্নিই রূপয়িতা। কাজেই, বিন্দু এবং নাদ দুটিকে শুদ্ধ প্রকৃতিতে রাখিয়া কলাসকলের তত্তৎস্বরূপানুপাতে যে আকলনাকৃতি, সেটি অস্রসংজ্ঞায় আসিবে। একটা চতুরস্র কি ষড়স্র কমল লইয়াও এটি পরীক্ষা কর। ক্রিষ্টাল ইত্যাদির প্যাটার্ণ লইয়াও।

কণ্ঠাদারভ্য দন্ত্যেন বহিরস্যতি চাস্তি চ।
অসে চ রত্বমায়াতি বহ্নিবীজস্য যোজনাৎ॥
ক্ষিপ্যত্যন্যত্র যদ্‌ভূতং তনোতি চেতি ভব্যতা।
স্বাকৃতিনিষ্ঠসৌষম্যমস্রত্বং ভূতভব্যয়োঃ॥
বাগগ্নিরথ বৈ স্বাহা মনোঽগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ স্বধা।
প্রাণাগ্নিঃ স্বয়মাদিত্য ওঁকারে হি ত্রয়ান্বয়ঃ॥
অগ্নিনানেন সর্ব্বেষাং স্যাৎ স্বরূপানুপাতনম্।
ক্ষিপ্তং সর্ব্বং বিনা চাগ্নিং ন হুতং ন হবির্ভবেৎ॥ ৪১৬-১৯

কণ্ঠ্য অবর্ণ আদিতে এবং দন্ত্য সবর্ণ অন্তে—এই অস্-ধাতু অস্যতি এবং অস্তি, দুইভাবেই বৃত্তিমান্। অস্যতি=ক্ষেপণ করে (scatters, projects)। এই অস্ ধাতুতে বহ্নিবীজ 'র' যোগে 'অস্র'। ধর যে কোন ভূতসংস্থা (an order in co-existence)। এটিকে 'অস্' অন্যরূপতায় ফেলিতে চায়, তাকে আতত-বিততও করিতে চায়; বলে—'তুমি বদ্‌লাও, ছড়িয়ে পড়—যেমন জলে ঊর্মিচক্র।' ইহা ভূতের ভব্যতাপত্তি। কিন্তু এ দুয়ে (আগে যেমন বলা হইয়াছে) যদি স্বাকৃতিনিষ্ঠসুষমতা (intrinsic symmetry of pattern) রক্ষিত হয়, তবে অস্ হইল অস্র। যেমন, ঐ ঊর্মিচক্রশ্রেণীতে। এবম্বিধ সুষমতাকৃতি তায়ন ও রক্ষার নিমিত্ত বাক্, মনঃ এবং প্রাণ—এ তিন রূপেই (অর্থাৎ, স্বাহা স্বধা এবং আদিত্য) অগ্নির অনুগ্রহ থাকা আবশ্যক। বাক্‌রূপে অগ্নি দিন সব তাতে সুষমস্পন্দ; মনশ্চন্দ্রমা দিন যথার্থ মর্যাদা; এবং প্রাণাদিত্য দিন হৃল্লেখানুরূপ আকলন-সঙ্কলন। ওঁ-কারে এ ত্রিতয় সম্মিলিত; সুতরাং, ওঁকারানুগ্রহেই অস্র সুষম-উন্মেষ লাভ করে। এই জন্য, ওঁ লং ওঁ বং ওঁ রং—ইত্যাদি দ্বারা সুষুম্নায় চতুরস্রাদি

চক্রের পূর্ণোন্মেষ হয়। দেখা হইয়াছে যে, অগ্নিই নিখিল ভূতভব্যের 'স্বরূপানুপাতন' বিধান করেন; এই নিমিত্ত অগ্নি 'হোতা, পুরোহিত, রত্নধাতম'। ভূতে যৎ কিঞ্চিৎ 'ক্ষিপ্ত' (scattered) হইতেছে, সেটি 'হুতং'-ও হয় না, 'হবিঃ'-ও হয় না (brought to a point, an order or end), অগ্নিব্যতীত। অগ্নিব্যতীত কুত্রাপি অর-সংস্থান এবং অভিবিধি নেই। সোমব্যতীত মর্যাদা নেই।

**২০।। সবর্জ্জং তদেবারম্।।**

**'স' বর্জিত 'অস্র' অর॥**

দন্ত্য 'স' দ্বারা প্রাণনের বিসর্গবৃত্তি (propelled, projected creativity) সূচিত হয় দেখিয়াছি। অগ্নিবীজ 'র'-এ দীপন এবং বিসর্জন—দুইটি সহগভাব থাকে। এখন, বিসর্গবৃত্তিটি বাদ দিয়া শুধু দীপনী অথবা তৈজসীটি থাকিলে অস্রের 'অর' সংজ্ঞা হইবে। বিসর্গদ্বারা বিসৃষ্টি (actual creativity in forms and patterns)। কাজেই, অস্রাধারেই বিসৃষ্টি।

অর নাভিনিষ্ঠ অগ্নিকে (শক্তি) দীপনী বা তৈজসী আকৃতিতে লয়, তথাপি বিসৃষ্টির নিমিত্ত 'স'-এর অপেক্ষা করে। যেমন, কোন পাওয়ার হাউস থেকে নানা দিকে তার সংস্থান করা হইয়াছে (অর), কিন্তু এখনও উপযুক্ত স্থানে স্থানে ইলেক্‌ট্রোমোটর বসাইয়া (অস্র), শক্তিবণ্টন ও বিনিয়োগ পূর্বক প্রয়োজন নির্বাহ হয় নাই। এভাবে প্রয়োজন-নির্বহণের নাম 'ভাবন'। অর দেয় অভিবিধি (lines or ways of formulation); অস্র দেয় তার বাস্তবে বিনিয়োগ। যেমন, গায়ত্রীজপে অর দেখাইল (সেতুবাদে) ছয়টি সুষমকলাকৃতি; অস্র সেগুলি 'সাধিয়া' যাচাই করিয়া লইল। কিংবা যদি স=সোম ধর' তা হইলে অরে যে অঙ্কক ও রূপক অগ্নি, সেটি অস্রে রঞ্জক ও পোষক সোমে মিলিত হইল।

প্রাণস্য দন্তমাশ্রিত্য সকারবৃত্তিতাং বিনা।
বিসর্গভাবনাভাবাদস্রস্য হ্যরতা ভবেৎ॥
বেম্নি স্থিতং চলচ্চিত্রমদীপিতমভাবিতম্।
অরস্য দীপনত্বেঽপি সবর্জ্জং ন হি ভাবনম্॥ ৪২০-২১

প্রাণন যদি 'দন্ত' (principle of 'cutting up' or distribution) আশ্রয় না করে, অর্থাৎ, 'স'-বর্জিত হয়, তা হইলে, বিসর্গভাবন (actual creativity)-এর অভাব হয়, এবং অস্র শুধু অররূপেই থাকে (as mere formulation)। 'বেন্নি', কিনা, 'রীলে জড়ান' চলচ্চিত্র অদীপিত ও অভাবিত মনে হয়। দীপনে দেখিতে পাইলে, হ্যাঁ—ছবিটা রীলে ঠিকই জড়ান' আছে; কিন্তু ছবিটাকে খুলিয়া মেলিয়া পর পর দেখাইতে 'স'-এর আবশ্যক। এটি বিসর্গভাবন।

**২১ ॥ রবর্জ্জণাদিতির্মাতা ॥**

'র'-ও বর্জিত হইলে, কেবল 'অ' = 'অৎ' = অদিতি = মাতা ॥

> রবর্ণে দীপনীশক্তিস্তদ্‌বর্ণবর্জ্জনাদতঃ।
> অবশিষ্টমদিত্যেব যদদিতেশ্চ বাচকম্ ॥
> অদিতি দ্যৌরন্তরিক্ষমিত্যাদিবেদমন্ত্রতঃ।
> অদিতৌ সর্ব্বমানানাং মেয়ানাঞ্চ নিধেয়তা ॥
> দন্ত্যবৃত্তিঃ সকারস্য মূর্দ্ধন্যস্যাপরস্য রম্।
> যত্র কণ্ঠ্যনিধেয়ত্বং তত্র মাতৃত্বমিষ্যতে ॥ ৪২২-২৪

রবর্ণে দীপনী তৈজসী শক্তি বলা হইয়াছে। 'অর' রূপে 'অ'-রূপিণী অদিতি কি করেন? বিচিত্র সর্গের নিমিত্ত সে শক্তির 'অভিবিধি' বা উপযোগ ঘটাইয়া দেন। এর সাথে 'স'-বর্ণ যুক্ত হইলে উপযোগ হয় বিনিয়োগ, ভাবনা হয় 'ভাবন', অভিবিধি লাভ করে তার 'মর্যাদা'। পরিকল্পন হয় 'পরিরচন'। 'র' ও 'স'—দুটিই ত্যাগ করিলে 'অ'-মাত্র, অর্থাৎ, 'অৎ+ইতি' অদিতির বাচক। বেদমন্ত্রে 'অদিতি দ্যৌঃ' ইত্যাদি শ্রুত; ইহার ভাব এই যে—অদিতি সেই মূল সমগ্র একতত্ত্ব, যেটি সকল মান-মেয়ের নিধান। অদিতিতে শক্তির 'র' এবং 'স' দুটি রূপই একান্ত সমতায় (in perfect equilibrium) সংস্থিত। ভাব আর ভাবনের অনুপাতবৈচিত্র্যেই বিসৃষ্টি। অনুপাতের একান্ত সমতায় মূল, অখণ্ডৈক নিধানরূপতা।

অ=কণ্ঠ্য। 'কণ্ঠ্য'=প্রাণনের আদিম স্বরাভিব্যক্তি যেখান হইতে = Root Function as Manifesting : 'Basic Utterance'. দন্ত্য = Analytic, distributive Function. মূর্দ্ধন্য = Maximum Altitude Function. এখন, শেষের দুটি

বৃত্তিদ্বারা নিখিল মান-মেয়তার নির্বহণ হইতেছে; এ দুটিকেই 'আদিমে' (Radix or Basis-এ) মিলাইয়া লয় যেটি, সেটি 'মাতা'।

পরের সূত্রে এই মাতার প্রসঙ্গ হইতেছে—

### ২২।। মাতুর্মনুঃ।।

'মাতা' হইতে মন্ত্রমূল (Radix of মন্ত্রশক্তি) 'মনু'॥

সর্ব মানব্যবহার এবং সর্ব মেয়ব্যবহার যে মূল আধারকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তার নাম 'মাতা'। যেমন, সর্ববিধ জড়বিশ্লেষণে (in physical analysis) space-Time-Continuum; অথবা, বস্তু (mass)-এর দিক্ থেকে শক্তিসামগ্রী। প্রাণ এবং চেতনার ক্ষেত্রেও অগ্রসর হইয়া নিখিল মান-মেয়ের যেটি আদি মাতা, সেটিকে পাইতে হয়।

সেই 'আদি মাতা'-র (Grand Matrix Principle-এর) সব্যাপারা হবার নিমিত্ত (as Basic Functioning) যে আত্মেক্ষণ (স্বেক্ষা) এবং স্বসঙ্কল্পন, তাকে বলে মনু। আদিবীজ যেন বিকাশপরিণতির নিমিত্ত সামান্যভাবে উচ্ছূনতা (proneness) প্রাপ্ত হইল; বিশ্ব-অঙ্কুরাদি উদ্‌গমে অভিমুখীনতা (directedness)-ও পাইল। 'তদৈক্ষত' বা 'ঈক্ষাভিধা' মাতাই মনু। মন্+উ—এটি প্রণিধানযোগ্য।

সব্যাপারা যদা মাতা তস্যা ঈক্ষাভিধা তদা।
সরতি চাসরা যত্র তত্র মাতা সরস্বতী॥ ৪২৫

মাতা (পূর্বোক্তরূপে) ঈক্ষাভিধা হইলে 'সরতি'—আপন আদিম অমান-অমেয় ভাব থেকে যেন 'চলিতে' প্রবৃত্ত হন। অর্থাৎ, এইবার কাল-দিগ্‌দেশাদিসম্বন্ধভাক্ হই—এরূপ ঈক্ষণ ও সঙ্কল্পন করেন—the Prime Act of Self-reviving and Self-recreating. যিনি 'অসরা' তিনি আপনাকে দেখেন ও পান 'সরা' বা 'সরস্বতী' রূপে। পরাবাক্ হইলেন বাগ্‌ভবা। ওঁকারের ভূম-মৌন সমাধি যেন এইবার ভাঙ্গিল—হইল ঐঁ।

দতা বিভজ্যতে যত্তন্ মূর্দ্ধোর্দ্ধং তত্র নীয়তে।
রোচির্জ্যোতিঃ সমন্বয়াৎ পুনর্বিভাজ্যতাং ব্রজেৎ॥ ৪২৬

'সর' শব্দে 'স'-এ সমগ্রের, অখণ্ডের বিভাজন হয় (formal or material analysis); 'র'-এ বিভাজনটি 'মূর্দ্ধোর্দ্ধং' চরমগ্রামে (to the highest order of undersranding and appreciation) উন্নীত হয়। বিভাজনমাত্রের উর্দ্ধাধঃ দুটি ক্রম বা ধারা আছে। যেমন, জড় বা 'বদ্ধ' বিশ্লেষণ এদিকে, প্রাণ বা 'মুক্ত' বিশ্লেষণ অন্য দিকে। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ আর প্রজ্ঞানের। শেষেরটিতে জ্যোতিঃ এবং রোচিঃ (রস)—এ দুয়ের সমন্বয়ে আসা যায়। এই সম্মিলিতা ধারা দুটি আবার বিভাজ্যমানতায় (in deductive analysis) পুনশ্চ অবতরণ করে। জড়বিজ্ঞানে পদ্ধতি মুখ্যতঃ inductive and empirical. গণিত সেটিকে deductive আকৃতিতে পাইতে যত্ন করে। অর্থাৎ, মাতার যে 'মনু' (মূলমন্ত্ররূপ), তার পানে নির্দেশ দেয়। কিন্তু জড়পরিচ্ছেদে পূরা সম্বাদী হয় না। তার নিমিত্ত আবশ্যক সারস্বতবিজ্ঞান।

সরঃ সরঃ সরশ্চৈবং সরস্বত্যাঃ সমীরণম্॥ ৪২৭

যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইল, সেটি সরিতের মত ঐ দেখ—উপরে, আরও উপর থেকে অবতরণ করিতেছে (যেমন, গঙ্গার অবতরণ), এইভাবে উর্দ্ধে, তদূর্দ্ধে, 'পরমপদ' পর্যন্ত যাহা পৌঁছাইয়া দেয়, তাহা ঐঁবীজবাচ্যা সরস্বতী। যেটি 'এই তো'-রূপে গোচরভূমিতে অবতীর্ণ, সেটিকে 'ঐ যে'-রূপে পরমভূমিতে উত্তীর্ণ হবার উর্দ্ধবহমানতা দেন সরস্বতী। বৈখরীবাগ্‌ভবা অস্মৎ প্রতীতিকে মধ্যমামাধ্যমে পশ্যন্তীপরাবাগ্‌ভবা সূরিপ্রতীতিতে লইবেন ইনি। ইহাকে 'সরস্বত্যাঃ সমীরণম্' বলা হইল।

কোন লিঙ্গ এবং মান যাতে নাই, সেটি সলিঙ্গ, 'সমান' ইত্যাদি হইতে হইলে, 'মাতা'-কে 'মনু' হইতে হয়—বলিতে হয়, 'আপনাকে ঈক্ষণাদিরূপে মনন করিব'; যেটি-Formless, Measureless, সেটিকে Logical form and measure-এ আসিতে হয়। এরূপ আসাই হইল মন্ত্রমূল 'মনু'। মনু থেকে সরঃ, এবং (প্রসরৎ) আপনাকে 'উল্‌টাইয়া' আত্মমুখীন বা প্রত্যঙ্‌মুখীন করিলে—রসঃ।

এইবার মন্ত্রের লক্ষণ—

### ২৩।। মনোর্মতের্মন্ত্রম্।।

মনুর মতি হইতে মন্ত্র।। (ক্লীবব্যপদেশ বিশেষ কারণে)

'মনু' শব্দে উকারে বেধবৃত্তি, সুতরাং মননের (Thinking-এর) যেটি বীজ বা মূল, তার ব্যঞ্জনা। মাতা নিজেকে মূল 'আলোচন' করে মনুরূপে। মূল স্ববিমর্শ। 'উ' স্থলে 'ই' হইলে লম্ববৃত্তি আসিল—'স্ব', 'অন্য' বা 'অপরের' জন্য যেন উদ্গ্রীব হইল; যে বুদ্ধি আত্মস্থ হইয়া 'শুইয়া' ছিল (in a trance of self-intuition), সে বুদ্ধি এইবার হইল—analytic, discursive; যেন 'দাঁড়াইয়া' উঠিল। এটি মতি।—Ratiocination, analysable into forms, categories and relations. এই মতি থেকে মন্ত্র।

সর-আদিরূপৈ র্যা চ সমুদেতি মনোর্মতিঃ।
বাক্-প্রাণবুদ্ধিসংক্রান্তা মাতা মন্ত্রস্য সা মতিঃ॥
মনুর্মাতু র্মতিস্তস্মান্ মন্ত্রস্তস্যা ইতি ক্রমঃ।
মন্ত্রমিতি ত্রিবৃত্তত্বং মন্ত্রাক্ষরেষু গোপিতম্॥
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তি-ত্রিবেণী মাতৃরূপিণী।
যুক্তবেণী মনৌ সাঽপি মুক্তবেণী ভবেৎ কুতঃ॥
সর্ব্বতো মূলযুক্তি র্যা তস্যা মুক্তির্মতির্ভবেৎ।
যুক্তিমুক্তিভবো মন্ত্রঃ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥ ৪২৮–৩১

পূর্বোক্ত সরঃ আদি রূপে, মনুরূপা মাতা, মতিরূপা হইয়া সমুদিতা হয়। সমুদিতা হইলে বাক্-সংক্রান্তা, প্রাণ-সংক্রান্তা, বুদ্ধিসংক্রান্তা—এই ত্রিবিধ আখ্যা হয় মাতার। —Predicable, Pro-creatable, Pro-poundable, এই তিনটি যথাক্রমে সংলগ্ন হইতে পারে। বাক্, অর্থ এবং প্রত্যয়—এ তিনের সঙ্গেও অন্বয় ভাবনা করিও। মনুর মতিরূপতায় মন্ত্র বলা হইয়াছে। মন্ত্রে বাক্, প্রাণ ও বুদ্ধি—এ ত্রিতয়ের সংক্রমণ ('confluence')। মন্ত্রে ত্রিবৃত্তভাবটি 'মন্ত্র'—এই তিন অক্ষরেই গোপিত রহিয়াছে। মন্+ত্রৈ+ড—এই বিশ্লেষণটি লওয়া হইতেছে। বাকের দ্বারাই মনন হয়, বক্তব্য হইয়া মন্তব্য হয়; কাজেই, মন্-দ্বারা বাক্‌কে,

ত্রৈ-দ্বারা প্রাণকে, এবং ড-দ্বারা বুদ্ধিকে উপলক্ষিত করা হইল। এ দুটি কেন, তা ভাবিয়া দেখ। 'ড' এর 'অ'=অধ্যবসায় বা নিশ্চয় (what concludes)। মূর্দ্ধন্য বর্গের তৃতীয়বর্ণ ('ড') দ্বারা অক্ষরসামান্য যে 'অ', সেটি অধ্যবসায় লক্ষণায় আসিতেছে। কেননা, 'ট' মূর্দ্ধার (বুদ্ধির) কাছে কোন কিছু ধরে (presents as premise); 'ঠ' তাকে মর্যাদা বা যুক্তিযোজনা করে; 'ড' তাতে কোন কিছু 'নিগমন' করে (concludes)। 'ঢ' সে 'তথ্য'-কে 'তত্ত্ব'-রূপে ভাবনা করে; 'ণ' সে তত্ত্বভাবনাকে কাষ্ঠায় লয়।

এখন দেখ, ব্যাকরণের সূত্রে 'ডিতি টের্লোপঃ'—'ড' ইৎ হইলে 'টি'-র লোপ। ফলে, ত্রৈ+ড=ত্র। 'ড' লোপ মানে? পূর্বোক্ত যে তিন-অবয়বী 'ন্যায়' দেখান' হইল, সে ন্যায় স্পষ্টতঃ আর হইল না—intuitive reasoning—'দৃষ্ট' বা 'আলোচন' অধ্যবসায় রূপ পাইল। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি স্বতঃই 'ভাসিয়া' উঠিল। মন্ত্রে যে নিশ্চয়, সেটি মন্ত্রজপকালে এইভাবে ভাসিয়া ওঠাই আবশ্যক। ছন্দসা বাকের কর্মকে বলে ব্যাহরণ; প্রাণের কর্মকে বলে ব্যাকরণ; এবং বুদ্ধির কর্মকে বিনিশ্চয়ন। মন্ত্র জপে নাদকলাদির যে সমস্ত বিশ্লিষ্যমাণ (analysable) বিশেষ, সেগুলিকে ব্যাবৃত্তি-বিশ্লেষে নয়, পরন্তু নিশ্চিত এবং 'নিশ্চিন্ত' সমাবৃত্তি-চয়নে পাইতে হয়। এক একটি ফুল আলাদা করিয়া লইয়া মালা গাঁথা নয়। এক অখণ্ড (নাদ) সূত্রে ফুলগুলি যেন আপনি গাঁথা হইয়া যাইতেছে—not a conscious analytic, discursive process, but autonomous integration.

ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়া—এই তিন শক্তিধারার ত্রিবেণী 'মাতা' বা মাতৃরূপিণী; অর্থাৎ, সেই অখণ্ড ভানচেতনা, যাতে ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া পরস্পর থেকে পৃথক্ ভাবে 'ভাসে' না। এ তিনের পরিচ্ছেদ তাতে নেই। এই অখণ্ড ত্রিবেণী যুক্তবেণী (যেমন, গঙ্গাযমুনাসরস্বতীর সম্মিলিত অথচ পরস্পর বিভাজ্য ধারা) হইলে হয় মনু। ইহা নিখিল সৃষ্টিতে মূলযুক্তি (the 'Binding' Principle or Sufficient Reason latent in all)। এই যে মূলযুক্তি, এর 'মুক্তি' হয় কিসে, তা ভাবিয়া দেখ। কেননা, সব কিছুতে ঐ মূলযুক্তি (Basic Reason) বীজের মত আছে বটে, কিন্তু সেটিকে 'খুলিয়া মেলিয়া' দেখানই হইল বুদ্ধিমননের কাজ। যাহা implicit, তাকে explicit, 'worked out' করা। একে বলা হইল 'মুক্তি'। যুক্তির মুক্তি হইলে মতি ও মনন। মতিতে অভিবিধি

ও মর্যাদা সাবকাশ হয়। 'যা কিছু ঘটে, তার মূলে যুক্তি বা যথেষ্ট হেতু থাকে'—এটিকে স্বতঃসিদ্ধের মত লইয়া মতি সে যুক্তিকে 'খুলিয়া মেলিয়া' লয়।—As Formuloe, Equations. ফলে মন্ত্রম্। (ক্লীবে ব্যপদেশ।) যে 'মন্ত্রী' সে মতিকুশল। যিনি মনুকুশল, তিনি মন্ত্রেশ্বর। মাতা স্বয়ং মনুমন্ত্রেশ্বরী। মন্ত্র ভুক্তিমুক্তিপ্রদ।

'বাগ্‌বৈ ব্রহ্ম'—এই বাগ্‌ব্রহ্ম পরা বাক্ রূপে মাতা; মধ্যমারূপে মনু; পশ্যন্তীরূপে মতি। এই মতি দৃষ্টিতেই মন্ত্র। এই মতি পুনশ্চ মননের নিমিত্ত বৈখরী।

**২৪ ।। ততেস্তন্ত্রম্ ।।**

মূলযুক্তিরূপ যে মনু, সে মনুর 'ততি' বা তায়ন হইলে তন্ত্রম্ ॥

অনেন তায়তে মূলং মনৌ নিগূঢ়বিগ্রহম্।
মন্ত্রে যচ্চ গুহামুক্তমতস্তন্ত্রং ততের্ভবেৎ॥
মনৌ মননবিন্দুত্বং মন্ত্রে নাদত্বমিচ্ছতি।
ইচ্ছাং পূরয়তে তন্ত্রং কলাকলনকৌশলাৎ॥
কমণ্ডলু-জটাজাল-জহ্নুজঙ্ঘাশ্চ গোমুখী।
ঐরাবতশ্চ গঙ্গায়া গুহারূপাণি পঞ্চ বৈ॥
সংযোগশ্চানুযোগশ্চাভিযোগশ্চ বিয়োজনম্।
প্রতিযোগশ্চ ভবন্ত্যত্র পঞ্চধা তন্ত্রসাধনম্॥ ৪৩২-৩৫

মনুতে যে যুক্তি বা মতি মূল নিগূঢ়নিহিত অথবা 'গুহাহিত', সেটিকে গুহামুক্ত করে মন্ত্র, এবং বিস্তারিত করে তন্ত্র। Implication, Explication, Amplification—এই তিনটি কথায় আভাষে বলা যায়। প্রথমটি যেন বীজ বা নাভি; দ্বিতীয় অর, অভিবিধি, সূত্র; শেষেরটি নেমি, মর্যাদা, প্রয়োগ। অরে নাভির যেন গুহামুক্তি।

মনুতে মনন বিন্দুরূপে থাকে; নাদে যাইতে ইচ্ছা করে মন্ত্রে। এই যে মননবিন্দুর নাদরূপ হবার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা পূরণ করে তন্ত্র। কিরূপে?—কলাকলনের কৌশল দ্বারা। যেমন, ওঁকার। বিন্দুশয়ানে মননবিন্দু মনু। এই মনু 'নাদায়িত' হইতে চায়। তন্ত্র সে ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত তাকে বলে—'তুমি অর্দ্ধার সেতু ধরিয়া উদিত হও; অ, উ, ম—তিনটি কলা কৌশলে বিতান পূর্বক আবার সেতু সমাশ্রয়ে বিন্দুতে ফিরিয়া

তাতেই একীভূত হও; এই যে পরিক্রমা, তাতে এই এই ক্রম, ছন্দঃ আকৃতি।' কেবল জপ বলিয়া কেন, সর্ব কুশলব্যবহারেই এই ত্রিতয়ের সন্ধান করিবে। ক্রিয়াকারকফল—এ তিনই বীজরূপে থাকে মনুতে। যে সমর্থ এবং কুশল বিস্তার-ক্রিয়া দ্বারা, কারক এবং ফলের নিগূঢ়সম্বন্ধটি মুক্ত, উদার, প্রকট 'সম্বাদে' আসিতে পারে, তাকে বলে তন্ত্র। কারক বলে—'আমি ফলের ইচ্ছা করিয়াও অব্যাকৃত আছি; আমায় ফলসম্বন্ধে ছন্দসা ব্যাকরণ কর।' ফলও বলে—'আমিও তো ফলিতে ইচ্ছুক, কিন্তু দাও আমাকে সফলতার নিমিত্ত, সমর্থ কারকের সমবেতত্ব।' কারকফলের অন্যোন্য আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় তন্ত্রে। এই জন্য, তন্ত্রকে সংক্ষেপতঃ সমর্থ-কুশল ক্রিয়া বলা যায়।

গঙ্গাবতরণের দৃষ্টান্তে বলা হইতেছে—ব্রহ্মার কমণ্ডলু, হরজটাজাল, জহ্নুজঙ্ঘা, গোমুখী এবং ঐরাবত, এই পাঁচটি বাগ্‌ব্রহ্মরূপা গঙ্গার পাঁচটি গুহারূপ। 'গুহা' বলিতে যাহাতে বাক্‌স্বরূপ 'গোপিত' ভাবে অবস্থান করে। যেমন, 'যে নাম গোপনে গোলোকে ছিল'। কমণ্ডলু প্রভৃতি যথাযোগ্য অনুবন্ধে বুঝিয়া লইবে। পূর্বে পূর্বে এক এক রূপে বোঝা হইয়াছে। এখানে, পশ্যন্তীগুহা, মধ্যমাগুহা, উভয়তঃ বরাবর দুটি সন্ধিগুহা, এবং বৈখরী (ঐরাবত) গুহা—এইভাবে মনে করিতে পার। পশ্যন্তী ইত্যাদিভাবে সে বাক্ গোপিতা হইয়া আছেন।—Reality as perfectly patent in the 'super' realm; Reality as perfectly latent as Axis in all the planes; Reality as 'lead' or nexus with positive or negative sense; and Reality appearing as divergent and eccentric.

সংযোগ, অনুযোগ, অভিযোগ, প্রতিযোগ এবং বিয়োগ—এই পঞ্চধা ক্রিয়ার সাধন জানিবে। সর্বভূমিতেই ক্রিয়ার এই পঞ্চরূপ চিন্তা করিয়া লইবে। 'অনু'=অন্বয়ে, অনুবন্ধে. 'অভি'=সমীপে, তটস্থভাবে (approximately)। 'প্রতি' = inpolarity or in similarity.

## ২৫।। যতের্যন্ত্রম্।।

যতি (যম্‌ধাতু) থেকে যন্ত্রম্॥—যাহা দ্বারা সব কিছু আকারিত, রূপিত, যন্ত্রিত হয়।

সর্ব্বং যচ্ছতি যন্ত্রং যৎ সর্ব্বক্রিয়ানিয়ামকম্।
নিরূপয়তি যদ্‌বর্ত্ম সর্ব্বত্র শক্তিসঞ্চরে॥
তদ্‌যন্ত্রং মূলরূপেণ মূলাধার ইতীরিতম্।
কুণ্ডলী চ সুষুম্না চ তত্রাপি যুগ্মরূপতা॥
অধশ্চোর্দ্ধং পরিব্যাপ্য সুষ্ঠিতি বৃত্তিমদ্‌ যতঃ।
আলয়ং নয়তে মাত্রাং সুষুম্নেতি ততোঽভিধা॥
স্থূলনিষ্পাদকং স্থূলং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মেণ চালিতম্।
সূক্ষ্মাসূক্ষ্মং তটস্থং যৎ সেতুরূপেণ বর্ত্ততে॥ ৪৩৬-৩৯

সর্বক্রিয়ার নিয়ামক যন্ত্র, সবই অধিকৃত করতঃ (করণ এবং মাত্রা রূপে) কারককে তার অভীষ্ট ফল প্রদান করে। বিশ্বে সর্ববিধ শক্তি সঞ্চরে (propagation of energy) যন্ত্রই 'বর্ত্ম' (systematic path of propagation) নিরূপণ করে। এই যন্ত্রমের কতিপয় শ্রেণীবিভাগ দেখান' হইতেছে—

প্রথম, মূলযন্ত্ররূপ 'মূলাধার'। এই মূলযন্ত্রের 'কুণ্ডলী' এবং 'সুষুম্না'—এই দুই প্রকার। জপসূত্রমে এ সকলই সার্বভূমিক সংজ্ঞারূপেই বিবেচিত হইয়াছে। প্রথমটি সর্বস্থলেই শক্তি সঞ্চয়নের যন্ত্র। এরূপ যন্ত্রের শ্রেণী বা ক্রম দেখা যায় ব্যবহারে। কুণ্ডলী তাদের মূল এবং কাষ্ঠা। জড়ে, প্রাণে, চিত্তে—কুণ্ডলীরই সন্ধান চলিতেছে। পক্ষান্তরে, সুষুম্না শক্তি সঞ্চরণের আদর্শ। 'আদর্শ' বলিতে যেটি কোন শক্তি সঞ্চারকে সুষম-স্বচ্ছন্দ ভাবে অভীষ্ট 'ধাম' অবধি লইতে সমর্থ। কুণ্ডলীকে যদি বল শক্তির 'মাতৃমান', তবে সুষুম্নাকে বল 'মাত্রামান'। প্রথমটিতে মূলাশক্তির কারণরূপতা মুখ্য; দ্বিতীয়ে, করণরূপতা। 'মাত্রা' বলিতে শক্তির কোন এক অধঃসীমা, এবং কোন এক ঊর্দ্ধসীমা লক্ষিত হয়। এ দুটিকে যথাক্রমে 'সু' 'ষু'—এই দুটি রহস্য নাম দাও; কোন তলবিশেষে শক্তি সঞ্চারের যেটি উদিত-উর্জ্জিত রূপ, সেটি 'সু' (সুষ্ঠুর আদিতে যাহা); সে শক্তিসঞ্চার মূর্দ্ধন্যধামেও উদিত-উর্জ্জিত হইলে 'ষু'। সুতরাং, সুষুম্না সেই 'যন্ত্রম্', যাহা শক্তিমাত্রাকে 'সু' থেকে 'ষু' পর্বে আনিতে সমর্থ ('আলয়ং'—লয় অবধি)। সু+ষু+ম্+না (মাত্রাং নয়তে)।

তারপর, স্থূল ব্যাপারনিষ্পাদক যন্ত্রকে বল স্থূলযন্ত্র, যেমন, বৈখরীবাকে

কণ্ঠাদি। সূক্ষ্মনিষ্পাদককে বল সূক্ষ্মযন্ত্র, যেমন বাকে ধৃরূপা মধ্যমা, যদ্দ্বারা স্থূল বাক্‌স্পন্দ সূক্ষ্ম-স্ফোটগ্রামে বিবর্তিত (transformed) হয়, পশ্যন্তী আবীরূপতায়। এ দুটি ব্যতীত সেতুরূপা তটস্থা সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম যন্ত্রাকৃতিও বিবেচ্য, যেমন, জপে উদয়ে-বিলয়ে। জড়াদি সর্ব ব্যবহারেই এই পঞ্চ যন্ত্রাকৃতি (কোথাও পুটিত, কোথাও বা প্রকট) সন্ধান করিবে। কেননা, যন্ত্র ব্যতীত ক্রিয়ার নিয়মন-নিষ্পাদন নেই।

**২৬।। ধৃতের্দক্ষম্।।**

(মন্ত্র-তন্ত্র-যন্ত্র) দক্ষ হয়, ধৃতি হইলে॥

(‘ধৃতি’ বলিতে ঋজু-সুষম কোন অক্ষদ্বারা বিধৃতি।)

জপক্রিয়া তো চলিতেছে, কিন্তু জপদক্ষ, জপকুশল হইব কি উপায়ে? এটি না হইলে তো সাধন সিদ্ধিপ্রদ হইবে না!

মন্ত্রং তন্ত্রঞ্চ যন্ত্রঞ্চ ধৃত্যাঽজিহ্মং প্রবর্ত্ততে।
অজিহ্ময়া প্রবৃত্ত্যা হি সাধনং সিদ্ধিমশ্নুতে॥
কুটিলং জটিলং যত্র মেরোরক্ষস্য চৈজনম্।
ন তত্র সাধকো দক্ষো ন চাপি কৌশলং কৃতৌ॥ ৪৪০-৪১

সাধনে প্রবৃত্তি অজিহ্ম, কিনা, ঋজু-সুষম, না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। ঋজু এবং সুষমের অন্যথায় কুটিল এবং জটিল। ঋজু সাধনকে করে সহজ; সুষম করে স্বচ্ছন্দ। এই গুণ দুটি (এবং এ দুয়ের ব্যতিক্রম) বিশেষভাবে মেরু এবং অক্ষ—এ দুয়ের ‘এজন’ (গতিচ্ছন্দঃ)-কে আশ্রয় করে। মেরু দুইটি—সমারম্ভ মেরু ও সমাপন মেরু। (মেরু ‘মোড়’ ফেরার স্থল, মনে রাখিও।) ঊর্মি প্রভৃতি সুষম প্রবৃত্তিতে ‘চূড়া-মেরু’টিও ধরিতে হয়। অক্ষ আগে সূত্রিত ও ব্যাখ্যাত। জপে নাদ অক্ষরূপে ধৃতিধারক হওয়া চাই; বহিরক্ষা বৃত্তি স্থলে অন্তরক্ষা এবং ধ্রুবাক্ষা বৃত্তি আসা চাই। এখন, মেরু (লক্ষণায় সেতু সন্ধিসহ) এবং অক্ষ, এ দুয়ের ধৃতি-কৌশলসম্পন্ন যে মন্ত্রাদি সাধন, সে সাধন দক্ষ।

অভ্যুদয় ক্রিয়ার আকৃতি শঙ্খাবৃত্তিরূপা (spiral ascent)। যে ক্রিয়া দক্ষ, তাতে অভ্যুদয় (অথবা অভ্যারোহ) মেরু এবং অক্ষ সম্বন্ধে ঋজু-সুষম সম্পর্কে রহিবে।

**২৭।। রতেঃ সৌখ্যম্।।**

**(ধৃতির সঙ্গে) রতিও রহিলে সৌখ্য॥**

বাগ্‌জপো বৈধজাপো বৈ শ্রদ্ধানিষ্ঠারুচিক্রমাৎ।
রুচিরেব ভবেৎ সেতু র্যেন রাগজপং ব্রজেৎ॥
কচিন্মগ্না রসজ্যোতির্মাধুর্য্যঞ্চ হ্যুপৈতি বাক্।
মধুমক্ষীব তস্যা বা মধুগুঞ্জনমুত্থিতম্॥
কৃতিজাপো ভবেদ্ বৈধো রতিজাপো দ্বিধা মতঃ।
জ্যোতীরসো রসজ্যোতিরিত্যভেদে বিভিদ্যতে॥ ৪৪২-৪৪

প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি বাগ্‌জপ (যেখানে বাক্‌ই মুখ্য আলম্বন) চলিতে থাকে; মনপ্রাণের সাহিত্য সহজে ও সতত মেলে না। তথাপি শ্রদ্ধাপূর্বক চালাইতে হয়। 'বিদ্যা' বা বিধি এরূপ জপের নিয়ামক থাকে বলিয়া, ইহা বৈধজপও বটে। শ্রদ্ধা দৃঢ়া হইলে নিষ্ঠা। নিষ্ঠাপূর্বক বৈধজপ চলিলে পূর্বোক্ত ধৃতির সহায় মেলে, ফলে, জপে কুশলতা। নিষ্ঠার প্রসাদে জপ এবং জাপকের অন্তর্নিগূঢ় রসের স্ফুরণ হয়; তখন, রুচিজপ। রুচি কিন্তু সেতুরূপা—বাগ্‌জপ যদাশ্রয়ে রাগজপে যাইবে। এই রাগজপেরও প্রথমে রতি (অঙ্কুররূপা), পরে ভাব, মহাভাব। ভাব ও মহাভাবের মাঝে প্রেম। রাগজপের উপক্রমে জপের বাক্ কখনও বা 'মগ্না' হইয়া রসজ্যোতিঃ এবং মাধুর্যে প্রবিষ্ট হয়; তখন, আর কোন 'সাড়া' নেই! কখনও, তা থেকে (মধুমক্ষিকার মতন) কিঞ্চিৎ 'উত্থিত' (অর্দ্ধবাহ্য) দশা; তখন জপবাকের যেন মধুগুঞ্জন! বাকের বীণানিক্কণবৎ এক অপূর্ব মৃদুমধুর গুঞ্জনধ্বনি, অথবা, মঞ্জীরধ্বনি!

প্রকারান্তরে, জপকে কৃতিজপ ও রতিজপ ভাবে মনে করিবে। কৃতিজপ বৈধ। রতিজপকে জ্যোতীরস এবং রসজ্যোতিঃ—এই দুইভাবে অনুভবে পাইবে। প্রথমটিতে, এক অমল বিপুল স্নিগ্ধ জ্যোতি যেন আপনাকে রসনিবিড়, রসসন্দোহ করিতেছে; দ্বিতীয়ে, রসের এক একটি কণা যেন নিজেকে 'ভাঙ্গিয়া' অমল অসীম চিদালোকে বিচ্ছুরিত হইতেছে! আগেরটায় আলোক হইতেছে পুলক; পরে, পুলক আলোক। দুয়ে অভেদ সত্ত্বেও অনুভবে, আস্বাদে যেন আলাদা।

**২৮॥ ধৃতিবর্জ্জং লৌল্যং রতিবর্জ্জং রৌক্ষ্যম্॥**

ধৃতিবিরহিত জপাদি হয় 'লোল', এবং রতিবিরহিত হয় রুক্ষ॥ একদিকে জপচাপল বা লোলজপ, অন্যদিকে রুক্ষ, শুষ্ক বা কষায়জপ পরিহার করিতে হয়। (পরমে বা পরমায় যে 'লৌল্য'—সে ত বড় লালচের ধন!)

ধৃতিবর্জ্জং ভবেল্লৌল্যং যতঃ স্যাজ্জপচাপলম্।
লোলজপে চ চাপল্যং চাঞ্চল্যং চলরূপতা॥
রতিবর্জ্জং চ রৌক্ষ্যং স্যাত্ততোঽয়ং রুক্ষজাপকঃ।
ঋক্ষো রক্ষশ্চ রুক্ষশ্চ রতিবর্জ্জং ভবেৎত্রিধা॥৪৪৫-৪৬

ধর, জপে যদি নাদাক্ষসমাশ্রয় না হয়, অথবা মেরুসেতুসন্ধি বিধৃতি না ঘটে, তবে জপের যে লোলরূপতা হয়, সে লোলভাব চল, চপল, চঞ্চল ভেদে ত্রিবিধ।

ধর, কোন এক কেন্দ্র বা ফোকাস। অপর কোন বিন্দু যদি এর সম্পর্কে ঠিক বৃত্ত অথবা প্যারাবোলার আকৃতিতে সঞ্চার করে তো—ধৃতি। অভিবিধি-মর্যাদা, দুই-ই ঠিক আছে। সামান্যভাবে এই ধৃতি থেকে 'টলিলে' 'চল'। তখন ঠিক ঠিক বৃত্তাদি আর হইতেছে না। তথাপি, ব্যাজসত্ত্বেও 'মোটামুটি' রূপটা বজায় আছে। কিন্তু যদি 'মর্যাদা' লঙ্ঘন করতঃ 'ছট্‌কাইয়া' যায়, অভিবিধির নিয়ন্ত্রণ মানে না, তবে হয় 'চপল'। আর, পূর্বোক্ত চলভাবটি অতিশয়রূপে, বারংবার হইতে থাকিলে 'চঞ্চল'। জপাদিতে এ অবস্থাগুলি মিলাইয়া লইবে। মধুকর পুষ্পকোষে মধুকণিকার 'পরশ' পাইয়াও পাইতেছে না—'চল'; পুষ্পকোষ ছাড়িয়া উড়িয়াই গেল—'চপল'; বারবার চারিভিতে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে—'চঞ্চল'।

রতিবর্জ যে শুষ্ক, রুক্ষ জপ, সেটিও ত্রিবিধ। প্রথম, 'ঋক্ষ' (ঋষ্ ধাতু)—কষায়বিদ্ধ। কষায় অধিক এবং অবিপক্ব থাকার দরুণ জপধ্যানে সরসভাব নেই; যেমন, পিত্তাধিক্যে জিহ্বায় মিছরি। মিছরিও লাগে তেতো। দ্বিতীয়, 'রক্ষঃ'—যেটি রক্ষা বা ক্ষেমকে হরণ করে; জপে যে ক্ষেম. ('storing up') জ্যোতীরসের হইতেছে মানসপ্রাণের গভীরভূমিতে, রক্ষঃ সেটিকে হরণ করিয়া যাইতেছে (সুতরাং, unfulfilling, unsatisfying) শুধুই মনে হয়—'কৈ, কিছুই তো প্রাপ্তি হইতেছে না!' কাজেই, দৌর্মনস্য। তৃতীয়, 'রুক্ষ'। এটি সাধারণ বিক্রিয়া। চাকা

চলিতেছে, কিন্তু তাতে যেন তেল নেই। কাজেই, একটা কর্কশ, কৃচ্ছ্রসাধন ভাব। ‘ভাল লাগে না, মালা ছাড়তে পারলেই বাঁচি!’ —এইরকম। ঋক্ষে একটা ‘বিদ্ধ’ভাব থাকে—‘কি যেন মর্মস্থলে বিঁধে রয়েছে!’ গলায় যদি মাছের কাঁটা বিঁধে থাকে তো ভীমনাগের সেরা সন্দেশই কি ছাই খেতে মিষ্টি লাগে? অন্তরে আমাদের অনেক কিছুর ‘শেল’ বিঁধে র’য়েছে, নয় কি?

**২৯।। পঞ্চবর্জ্জং ক্রূরো মূঢ়ঃ।।**

(মতি, ততি, যতি, ধৃতি, রতি—পূর্ব পঞ্চসূত্রে লক্ষিত) পঞ্চের বর্জন হইলে জপাদি হয় ক্রূর এবং মূঢ়॥

মতিতত্যাদিপঞ্চানাং বর্জ্জনাচ্চ বিলোমতঃ।
প্রসজ্যেতে জপে জাড্যং ক্রৌর্য্যঞ্চ পঞ্চধা ক্রমাৎ॥
মন্ত্রহীনো জপো মূঢ়স্তন্ত্রহীনস্য ঘোরতা।
যন্ত্রহীনো জপঃ পঙ্গুরধৃতৌ ব্যালবক্রতা।
অরতৌ স্যাজ্জপো রক্ষঃ সর্ব্বাভীষ্টবিঘাতকম্॥
পঞ্চবিলোমজন্যানি পঞ্চানুলোমতো জহি।
নমঃ শিবায় পঞ্চার্ণৈ র্গুরবে নম ইত্যপি॥ ৪৪৭-৪৯

মতি প্রভৃতি পূর্বোক্ত পাঁচটির ‘বর্জ্জন’ দুইভাবে হয়—ঐ পাঁচটির অভাব (‘নেই’), আর, উহাদের বিলোম বা প্রতিলোম ভাব (যেমন, সুমতি স্থলে কুমতি, ইত্যাদি)। অভাবে জড়ভাব আসে জপে (mechanical, inert); প্রতিলোমে, ক্রূরভাব (morbid ইত্যাদি)। একটা তামস, অপর রাজস বিক্রিয়া।

বিশেষভাবে, মন্ত্র বা মতিহীন (‘spiritless’) জপকে মূঢ়; তন্ত্রহীন (অকুশল, ‘ছন্দছাড়া’) জপকে ঘোর; যন্ত্রহীনকে পঙ্গু; ধৃতিহীনকে বক্রচপল; এবং রতিহীনকে রক্ষোজপ জানিবে। শেষেরটি রুক্ষাদিভেদে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। এ তিনের মধ্যে রক্ষঃটি সর্বাভীষ্টবিঘাতন, কেননা, যাহা রক্ষিতব্য, সেটিকে ইহা হরণ করিয়া লয়।

ধর, রসবোধ বা interest নেই, শুধু ‘যান্ত্রিক’ শুষ্কভাবে কোন কাজ করিয়া

চলিয়াছ। এরূপ কর্মের 'শুষ্কতা' কারকে জমিতে থাকে; প্রথম প্রথম কাজটি তা সত্ত্বেও মোটামুটি চলিতে থাকে বটে, কিন্তু, ক্রমে কারকসমূহে ঘটক ও পূরকের চাইতে ঘাতক ও হরকের মাত্রাই বেশী হইতে থাকে। তখন রক্ষঃ বা 'রাক্ষস'। এই রাক্ষসই হরণ করিয়াছিল সীতাকে। পঞ্চবটী—ঐ মতিরতি প্রভৃতি পঞ্চের অনুলোমতা। শারীর মানসাদি সকল সাধনেই এই 'রক্ষোভয়' দূর করিতে হয়।

এইজন্য শেষে বলা হইতেছে—পঞ্চপ্রতিলোমতারূপ যে বাধা, সেটি পঞ্চঅনুলোমতা দ্বারা জয় কর। সে জয়ের নিমিত্ত 'নমঃ শিবায়' এবং 'গুরবে নমঃ'—এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দুইটির সবিশেষ উপযোগ। মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে তত্ত্বগত অভিন্নতা ভাবনা করিও। যেহেতু, শিবশঙ্করই জ্ঞানভক্তিগুরু; গুরুতত্ত্বে শিবতত্ত্বে অভেদভাবনা।

**৩০॥ ত্রিপঞ্চোপেতং মিত্রমরিস্ত্রিপঞ্চাপেতম্॥**

(জপাদি) ত্রি এবং পঞ্চ কুশলতত্ত্বে 'উপেত' বা অন্বিত হইলে 'মিত্র', 'অপেত' হইলে 'অরি'।

সাধন কোন স্থলে মিত্র, কোন স্থলেই বা রিপু বা অরি হয়, তাতে অবধান রাখিতে হইবে।

মন্ত্রং তন্ত্রঞ্চ যন্ত্রঞ্চ ত্র্যক্ষরে নিহিতানি বৈ।
শিবায় গুরবে বেতি প্রণবো যেন তন্যতে॥ ৪৫০

ত্র্যক্ষর যে প্রণব, তাতে মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র—তিনই নিহিত।

প্রণবকে অ, উ, ম, অথবা, বিন্দু-নাদ-কলা ইত্যাদি রূপে লইয়া তন্মধ্যে মন্ত্রতত্ত্বাদি অনুসন্ধান করিবে; যেমন, বিন্দুকে যদি মন্ত্ররূপ ভাবনা কর, তা হইলে সে বিন্দু থেকে নাদ-কলার উদয়-বিতান-বিলয় যার দ্বারা হয়, তাকে বল যন্ত্র (অর্দ্ধমাত্রাই মুলযন্ত্র—'মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা'); আর, উদয়-বিতানাদি ছান্দসী ক্রিয়াটিকে বল তন্ত্র। 'শিবায়' এবং 'গুরবে'—এ দুয়ে ওঁকার তায়ন লাভ করেন। হৌঁ এবং ঐঁ—এই দুটি বীজের মাধ্যমে। কিভাবে তা বুঝিয়া লইতে হইবে।

প্রথমটিতে ওঁকার, শান্ত যে আকাশ ('হ'), তাতে অধিষ্ঠিত; 'শিবায়' শব্দে সেই শান্তেই নিখিলের প্রতিষ্ঠাপন; শান্ত বা শান্তি ব্যতীত পরম মঙ্গলও নেই। দ্বিতীয়টিতে (ঐঁ) ওঁকার তাঁর উকারকে বিশেষতঃ ইকারে লইয়াছেন—বোধ বা সুপ্ত শক্তিকে ইন্ধরূপে জাগৃতিতে দেখাবার নিমিত্ত। 'গুরু' শব্দে যে দুটি উবর্ণ, তাদের পরেরটি 'গুণে' যাইয়া এবং বিভক্তির 'এ' অঙ্গীকার করিয়া ঐঁ-কে তায়নে লইয়াছে। প্রথম উকার ভগবানের অনুগ্রহশক্তি (নিত্যা, অব্যয়া); পরের উকার গুণাদি পরিণামে আসেন শিষ্যের আগ্রহশক্তির নিকট-সম্বন্ধে। সুতরাং, 'গুরবে' অনুগ্রহ-আগ্রহ—দুয়ের পরিণয়।

তার পর 'নমঃ'।

নম ইত্যক্ষরে দ্বে চ নুতো মাতো ধৃতিং রতিম্।
জয় গুরো ইতি ধ্মাতং জয়েদ্ যন্ত্রাদিবৈরিতাম্॥ ৪৫১

'নমঃ' এই দুটি অক্ষরে 'নু' আর 'মা'—এই দুটি ধাতুর অবয়ব লইয়া ধৃতি এবং রতি, এ দুয়ের ভাবনা কর। 'নু' দেয় আলম্বন, 'মা' দেয় মান। 'নু' বলে—'ঐ চরণতলে লুটিয়ে পড়ো'; 'মা' বলে—'আহা, ও চরণ-ধূলায় বেশ মানিয়েছে তো তোমায়!' জীবের সত্যকার মান তো তাঁর চরণ-ধূলায়!

তারপর, 'জয় গুরো'—এই মন্ত্রটি যদি 'ধ্মাত', সজোরে ধ্বনিত হয়, তবে শারীর-মানসাদি সকল যন্ত্রের, সর্ববিধ মন্ত্রের ও তন্ত্রের বৈরিতা বিদূরিত হয়। মানসগুহায় শঙ্খের মতন করিয়া এই সব মহানাম লইতে হয়, তাই 'ধ্মাত'। শ্রদ্ধার যথাসম্ভব বলিষ্ঠ ভাব লইয়া তবে এ অধ্যাত্ম শঙ্খে ফুঁ দিতে হয়। দেখিবে তাতে তোমার বলের সম্বল অভাবনীয়রূপে বাড়িবে।

ত্রিত্বেনর্ত্তঞ্চ জ্যোতিশ্চ রসশ্চেহ সমাসতে।
সমাসতে চ ছন্দাংসি কুশলশ্চামৃতং মধু॥ ৪৫২

ত্রি আর পঞ্চের কথা হইতেছে। 'ত্রি' বলিতে ঋতং, জ্যোতিঃ এবং রসঃ—এই তিনকে সমাসে লইয়া মিত্র ও অরি বিচার করিতে হইবে। যেমন, ঋতমের দৃষ্টিতে

জপ হয় ঋজু, নয় বক্র। প্রথমটিতে জপের প্রশান্ত এবং সুষম-বাহিতা থাকে। রসের দৃষ্টিতে জপ হয় অক্লিষ্ট (সরসবাহিতা), অথবা ক্লিষ্ট। জ্যোতির দৃষ্টিতে জপ শুক্ল (উজ্জ্বলবাহিতা), অথবা অশুক্ল। এখন, জপে প্রশান্ত-সুষম, সরস-শুক্ল—এই গুণগুলি সমাসে থাকিলে সে জপ মিত্র; অন্যথায় অরি। অরিকে মিত্র করা, মৈত্রীকরণই সাধন। আবার, ছন্দের দিক্ থেকে কুশল, মধু, অমৃত—এই তিন লক্ষণ (পূর্ব বিবেচিত) সমাসে পাওয়া আবশ্যক।

যেমন ধর, 'হংসঃ' এই অজপাজপ। প্রথম এ জপের ছন্দকে কুশল করিয়া পাইতে হয়; তারপর, বিলোমে 'হংসঃ' 'সোঽহং' হইলে কুশল হইল মধু; শেষে, 'হৌংসঃ' রূপে দুটিকেই অনুলোম-বিলোম, টানা-প'ড়েনের উপরে তুলিতে পারিলে অমৃত। এ অমৃতেরও কয়টা পদবী আছে—নাদবিন্দু কলাতীতে যাইলে পরমামৃত!

ধর, গানবাজনা শিখছ'। প্রথমে তাতে কুশল হ'তে হয়...সারিগম ঠিক ঠিক আদায় ক'রে যেমন। এটা কলার সাধন। কলার মাঝে নাদব্রহ্মের ও ভাবের সন্ধান হলে তখন মধুর ক্ষরণ সুরু হল; তখন সে গানে পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাও আকৃষ্ট হবে। শেষে সঙ্গীতকে কলানাদসহ বিন্দুবিলয়ে নিতে পারলে অমৃত সাধন। অনেক গুণী কলাবত কুশলতায় সিদ্ধিলাভ করেন; বৈজু বাওরার মত ক্বচিৎ কেহ সঙ্গীতে সর্বাকর্ষণকৃৎ মধুও বহাইয়া দেন; তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর মত কেহ বা অমৃতেও অধিকারী হন।

পঞ্চত্বেন চ প্রাণানাং সমাবৃত্তিঃ প্রসজ্যতে।
গুর্ব্বাদিপঞ্চতত্ত্বানাং সমূহশ্চাপি গম্যতে॥
কৌলতত্ত্বপঞ্চকং বা শান্তাদিরসপঞ্চকম্।
মত্যাদিপঞ্চকং বাপি সর্ব্বত্র যস্য চান্বয়ঃ॥ ৪৫৩-৫৪

'ত্রি'-উপেত বলিতে যা বুঝিতে হইবে, তা আগে দেখান হইল। এইবার 'পঞ্চ'-উপেত। 'পঞ্চ' বলিতে প্রাণাপানাদি পঞ্চ যদি লও তো এই পঞ্চের সমাবৃত্তি (পূর্ব লক্ষণানুযায়ী) হইলে 'উপেত', অন্যথায়, ব্যাবৃত্তিস্থলে, 'অপেত'। অথবা—গুরু প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের সমূহ পূর্ব ব্যাখ্যাত, হইলেও উপেত। গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব,

দেবতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব—এই পাঁচটি। এ পাঁচের 'সমাসতঃ উহনং' হওয়া আবশ্যক। একের অনুকূল প্রবৃত্তি হইল, কিন্তু অন্যগুলিতে অনুরূপ 'সাড়া' পাওয়া গেল না.. সব কয়টির সমর্থ সহযোগ ঘটিল না, 'পঞ্চগঙ্গা' এক সঙ্গে মিলিল না,—এরূপ স্থলে 'সমূহ' অসিদ্ধ। এ পঞ্চের প্রথমটিই মূল বটে, তথাপি মূল থেকে বৃক্ষের কাণ্ডাদির উৎপত্তিতে অন্য কিছুরও সহযোগ চাই। মূলে একান্ত শরণাগতিও সমূহব্যতীত সহজসিদ্ধ হয় না।

আবার, কৌলাচারে যা 'পঞ্চতত্ত্ব' অথবা রসাশ্রিত সাধনে যে শান্তাদি পঞ্চরস, অথবা, বর্তমান পাদে ব্যাখ্যাত মতি, ততি, যতি, ধৃতি, রতি—এই যে পঞ্চক, এ সকলেরি বর্তমান সূত্রের যে 'পঞ্চোপেত', তাতে অন্বয় আছে বুঝিও। এগুলি সবই পরীক্ষা করিয়া সূত্রকথিত যে মিত্রজপ, তাতে সংলগ্ন করিও। যেমন, রসে খণ্ডিত, আভাসিক, বিরুদ্ধাদি রস মিত্র হইবে না, অরি হইবে। কৌলাচারে শুদ্ধিসংস্কারহীন, জাগ্রৎ-চৈতন্যরহিত যে 'তত্ত্ব', সেটি অরি। শেষকালে, জপকে ঋত, রস, ও জ্যোতিঃ—এই তিন মুখ্যজাতিতে লইয়া অরিমিত্র ভাবনা কর। ঋতদৃষ্টিতে জপ ঋজু অথবা বক্র। ঋজুস্থলে জপের প্রশান্তবাহিতা। রসদৃষ্টিতে জপ অক্লিষ্ট অথবা ক্লিষ্ট। প্রথমটিতে জপের সরসবাহিতা। জ্যোতির্দৃষ্টিতে জপ শুক্ল অথবা অশুক্ল। প্রথমস্থলে জপের উজ্জ্বলবাহিতা। এই ত্রিবিধ বাহিতা সাধনীয়।

ইতি জপসূত্রে চতুর্থাধ্যায়ে জপচ্ছন্দোবিভাজনং নাম দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥

# চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় পাদঃ

**১॥ মৈত্রায়ণমেকায়নম্॥**

(পূর্বপাদলক্ষিত) মিত্রসম্বন্ধী যে অয়ন (গতি), সেটি এক॥

মৈত্রং যন্ মিত্রসম্বন্ধি চায়নং গতিরুচ্যতে।
মৈত্রীপারমিতা যেন সম্ভবতি সমন্ততঃ॥
তত্ত্বমন্বিষ্য বর্ত্তেত যঃ পন্থাঃ সৌষ্ঠবান্বয়ঃ।
মৈত্রং হি তন্যতে যেন স পন্থা এক এব হি॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি র্নেহ নানাস্তি মন্যতে।
মৈত্রায়ণো জপো যশ্চ স একায়ন ঋচ্ছতি॥ ৪৫৫-৫৭

যে কোন অভীষ্ট লক্ষ্য, তার সম্বন্ধে গতি বা অনুসন্ধান (investigation) নানান্ পথে, নানান্‌ভাবে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু লক্ষ্যটি যদি এক এবং ব্যবস্থিত হয়, তবে, সে সম্বন্ধে ঐ বিভিন্ন প্রকারের অয়নেও 'মৈত্র' ধর্মটি অবশ্যই থাকিবে, অর্থাৎ, তারা পরস্পরের সঙ্গতি রক্ষা করতঃ পরস্পরের তায়ন-পূরণাদি করিবে; যেমন, কোন প্রধান নদীর শাখা (feeder streams); যেমন, গণিতে family of curves, ইত্যাদি। মৈত্র স্থলে বিরোধ হইলে, অয়ন বা উপায়গুলির সব কয়টিই ঐ এক লক্ষ্যের উপকারক, অনুবর্তী হইতে পারে না। তখন অয়ননির্বাচনে সতর্ক হইতে হয়; মিত্র আর অরি, দুয়ে মিশিয়া থাকিলে তো লক্ষ্যের সন্ধানই হয় না। ব্যবহারিক, বৈজ্ঞানিক সর্ববিধ অনুসন্ধানেই এই সাধারণ রীতি। বিজ্ঞানে যেমন কোন অনিরূপিত তথ্যাদি সম্বন্ধে একাধিক Hypothesis, Lines of Investigation, ইত্যাদি। এগুলি আলাদা আলাদা হইলেও কিছুদূর অবধি এদের 'মৈত্র' লক্ষিত হইতে পারে। তখন প্রশ্ন হয়—কোন্ হাইপথেসিস ঠিক? কোন পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী? কোন

'মেরু' স্থলে (critical position, crucial test ইত্যাদি) না যাওয়া পর্যন্ত এ অয়নসঙ্কট কাটে না। যদি ঐ বিভিন্ন অয়নসমূহে সত্যকার বিরোধ না ঘটিয়া মৈত্র (সাহিত্য-সহযোগ)-ই উত্তরোত্তর দৃষ্ট হইতে থাকে, তবে বোঝা গেল, উহারা সকলেই শাখানদীসমূহের মত এক মহানদীরই অভিন্ন ধারায় মিলিতে চলিয়াছে। আর, সাগর যদি শেষ লক্ষ্য হয় তো মহানদী একাই সে সাগরে আমায় লইবে। একটা Completed Harmonic Unity যদি বিজ্ঞানাদি সকল সাধনার লক্ষ্য হয় তো, তবে সে লক্ষ্যের অয়ন গোড়াতে 'বহু' হইলেও, তাদের মৈত্র (logical and practical alliance) অবশ্য রহিবে; বিরোধ আভাসমাত্র (apparent) হইবে; এবং লক্ষ্যে অথবা লক্ষ্যসামীপ্যে তারা আর 'নানা' রহিবে না, একই হইবে। এবম্বিধ একলক্ষ্যাভিমুখে যে অয়ন পরিসীমা, তাতে একদিকে যেমন পাই 'একায়ন', তেমনি অন্যদিকে 'মৈত্রীপারমিতা'। অয়ন বলে—'আর বহু নহি, এক'; মৈত্রী বলে—'আর পরাপেক্ষা নেই, আমি পরমা'।

তাই, দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইতেছে—তত্ত্বকে অন্বেষণের নিমিত্ত যে পন্থাঃ প্রবর্তিত হয় (সাধনে, বিজ্ঞানে বা লোক ব্যবহারে), সে পন্থায় যদি 'সৌষ্ঠবান্বয়' গুণটি থাকে তো, সে পন্থার অনুসরণ যত অগ্রসর হইবে, ততই তাতে উপেয় এবং উপায়ের (End and Means) 'মৈত্রী' বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এবং এ ভাবের অন্য অন্য পন্থারও সাথে তার বিভেদাদি দূরীভূত হইতে থাকিবে—a convergent, concerted approach as they come nearer the Goal. অন্তে—একায়ন—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। সাধনের সুরুতে অয়নভেদ, অয়নবিরোধ, অয়নসঙ্কট, অয়নচয়ন—এ কয়টি অয়ন বা মার্গগত সমস্যা থাকে। দীক্ষায় ঠিক ঠিক অয়নচয়নটি হইলে 'মৈত্রায়ণ' আরব্ধ হয়; তথাপি, যথার্থ একায়ন অনেক সাধনলভ্য। শ্রদ্ধায় এবং বুদ্ধিতে বিশেষ এক গুণ এবং লক্ষণ উদিত না হওয়া পর্যন্ত একায়ন দুর্লভ। তাই শেষের শ্লোকে—

গীতায় কথিত ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, বহুশাখত্ব ও অনন্তত্ব—এই দুটি বিসম্বাদী ধর্ম একান্ত পরিহার করতঃ, যখন 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—এ ভাবে 'এক'-কেই (আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ ইত্যাদিরূপে) সাক্ষাৎ গ্রহণ করে, তখন একতত্ত্বাভ্যাসরূপ একায়ন সম্ভাবিত হয়। অতএব মৈত্রায়ণ দ্বারা একায়ন সাধিতে হইবে। একায়নটি কীদৃশ?

**২॥ কশ্মলোন্মূলনপাটবাদৃতায়নম্॥**

কশ্মলের মূল পর্যন্ত উৎপাটনে পটু বলিয়া উহা ঋতায়ন॥

(৪।২।১ সূত্রে কশ্মল কথিত হইয়াছে।)

কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে কুশল প্রবৃত্তি হইলে বৈরূপ্য-বৈগুণ্যজনক প্রায়শঃ যে বাধা পাইতে হয়, তার সাধারণ নাম দাও 'মল'। বাচিকাদি ভেদে ইহা তিন রকমের দেখা হইয়াছে। রাজস-তামস ভেদে দুইপ্রকার। প্রথমটি 'Shock Factor', পরেরটি 'Block Factor'; এ দুয়ের নিমিত্ত অয়নের 'সৌষ্ঠবান্বয়' হয় না। জপে নাদের উদয়ে ও বিতানে এ দুটি মলকে বুঝিয়া লইবে।

শবসুখাদিকং লাতি নিরুক্তেরিতি কশ্মলম্।
কিমাশ্রিত্য মলং শেতে বেতি নির্ব্বচনং পুনঃ॥ ৪৫৮

কং=সুখ, শ্ম=শব, ল=লাতি,—এ ভাবে 'কশ্মল' শব্দের নিরুক্তি কর, অথবা, 'কাকে আশ্রয় করিয়া মল শয়ন করে',—এ ভাবেই নিরুক্তি কর। সুখ তো আত্মারই স্বরূপ; কিন্তু সুখের ঘোর ও মূঢ় (শব) রূপতা হইলে, তাহা মল। সত্ত্বে সুখের মলতাক্ষালন হয়। সাত্ত্বিক যে সুখ তাতে মাত্রাস্পর্শজন্য 'shock' অথবা 'block', এ দুয়ের অপনোদন ঘটে। তাতে সুখের উদ্বেগরহিতভাব। গীতায় এটি বিশদীকৃত হইয়াছে।

জ্যোতীরসমপাবৃত্য প্রাণস্পন্দেন কশ্মলম্।
কুশলস্পন্দনং হিত্বা তদ্ ভবতি রজস্তমঃ॥
অবষ্টম্ভকমেকং স্যাদন্যৎ স্যাদভিঘাতকম্।
উভয়োঃ ক্লেশমূলত্বমুন্মূলনমৃতায়নম্॥ ৪৫৯-৬০

প্রাণস্পন্দ কুশল ছন্দে না হইয়া অকুশল হইলে, স্বরূপনিষ্ঠ জ্যোতীরসকে অপাবৃত করে; ফলে, সে স্পন্দ হয় রাজস-তামস। তামস 'অবষ্টম্ভক', রাজস 'অভিঘাতক'। (পূর্বোক্ত 'Block' এবং 'Shock')। দুটিই ক্লেশের মূল, যেহেতু

জ্যোতীরসে সমন্বয় নেই। এ ক্লেশমূলের উন্মূলন যাতে হয়, সেটি ঋতায়ন। অর্থাৎ, অকুশল ছন্দের পরিবর্তে কুশল ছন্দের প্রবর্তন। উপায়?

ওঁ ঋতং সত্যমিত্যাদি জপধ্যানাদিযোগতঃ।
অনুসন্ততমূলঞ্চ কশ্মলং কুশলায়তে॥ ৪৬১

কশ্মলের মূল কেবল জীবনের বহিস্তরে নয়, অন্তস্তরগুলিতে বিশেষভাবে 'অনুসন্তত'—অন্তবিসর্পিত। এর 'প্রতিপক্ষভাবন'-এর সংস্কার জপধ্যানাদি দ্বারা দৃঢ় করিতে হইবে। 'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ইত্যাদি জপে ও ধ্যানে তাহা হইবে, কেননা, 'ঋতং সত্যং' কশ্মলের যথার্থ প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষভাবন দৃঢ় ও স্বচ্ছন্দ হইতে থাকিলে 'কশ্মলং কুশলায়তে'।

### ৩॥ কষায়নিষ্কাসনপাটবাদ্রসায়নম্॥

কষায় নিষ্কাসনকর্ম পটুভাবে হইলে মৈত্রজপের রসায়ন॥

রসায়নে কষায়ের নিষ্কাসন যেমন যেমন হইতে থাকিবে, ততই সাধনের প্রতিটি পাদ, মাত্রা, ক্রম, ক্রান্তি মধুরসে ভরিয়া উঠিতে থাকিবে, আর, জপধ্যান পরম আকর্ষণের বস্তু হইবে।

নিষ্কাসনাৎ কষায়স্য কায়িকাদিশমো ভবেৎ।
অধিকরণভেদৈশ্চ শমস্য পঞ্চরূপতা॥
কায়মনাময়ং প্রাণা ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ।
অন্তঃশীতলতা চিত্তে প্রসাদো নির্ম্মলঃ পুনঃ।
অস্মিতায়াং তথা বুদ্ধৌ জ্যোতিঃপ্রসাদ এব চ॥
কষায়ক্ষালনে শূরঃ পঞ্চশমবিধায়কঃ।
সর্ব্বসরসতাবীজং জপো ভবেদ্ রসায়নম্॥ ৪৬২-৬৪

কশ্মলের ন্যায় কষায়ও পূর্বে বিবেচিত। প্রথমটিতে ক্লেশমূল যে অনাত্মসঙ্গাসংস্কারবীজ, সেইটি বিশেষভাবে, স্বরূপগত জ্যোতীরসের অপাবরক

রাজস-তামস মলরূপে, উদ্দিস্ট; ফলে, ইষ্টসমুদ্দেশে যে সাধন, সেটিও ঋতায়ন হয় না। ছন্দঃ কুশল হয় না। কষায়ে ঐ ক্লেশমূলের দৌর্ম্মনস্য-বৈরস্যাদি স্বরসের বিপরিণাম বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট। স্বরূপে রস তো শুদ্ধ রসই। মন্ত্রজপ, ধ্যানাদিতে এই শুদ্ধ স্বরস কষায়নিবন্ধন স্তিমিতাদিবৎ। পিত্তদোষে যেমন জিবে মিছরি। এই কষায়ের নিষ্কাসন হওয়া আবশ্যক। প্রায়শঃ 'সদৃশ চিকিৎসা' দ্বারা এই নিষ্কাসন কর্মটি গোড়ায় করিতে হয়; যেমন, কষায় যে ত্রিফলা, তার প্রয়োগে দেহে পিত্তাদিদোষ দূরীকরণ। কষায়ের নিষ্কাসন ঠিক ভাবে চলিলে, কায়িকাদি পাঁচটি 'শম' সম্ভাবিত হইতে থাকিবে। কায়িক শম হইল অনাময়। জপাদির সুষম-মধু স্পন্দন দ্বারা কায়ের বিষম-বিরস স্পন্দন নিবৃত্তি। বাহ্যতঃ শ্বাস, দৃষ্টি, নাড়ীস্পন্দ এবং বাক্ (রসনা)—এ চারিটিতে 'ভদ্র' ভাব আসিলে অনাময়। বৈদ্য তো রোগীর ঐ কয়টিতে বিশেষ মন দেন, নয় কি? তার পর, প্রাণের শম হইলে নিরুপদ্রবতা। দশ অথবা চতুর্দশ প্রাণ মুখ্য-প্রাণের আনুগত্যে, বিশেষতঃ ব্যানের বিধানে, রহিলে নিরুপদ্রবভাব। শ্রুতি নানা আখ্যায়িকায় প্রাণ সকলকে মুখ্যের 'বিরোধে' আনিয়া উপদ্রবগুলি দেখাইয়াছেন। মুখ্যপ্রাণ সুষুম্নায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিখিল প্রাণনবৃত্তি প্রশাসন করেন।

তারপর, চিত্তশম—অন্তঃশীতলতা। অস্মিতাশম—নির্মলপ্রসাদ। বুদ্ধিশম—জ্যোতিঃপ্রসাদ। অস্মিতা কষায়দোষে বড়ই 'কাঁচা আমি' হইয়া আছে। অস্মিতা নিজেকে শুদ্ধ, সুনির্মল জানুক। জ্যোতিঃপ্রসাদও ভাল মতে বুঝিয়া লইও। বুদ্ধিতে 'ছটা' আছে, কিন্তু প্রসাদ নেই, এমন হইবে না। অধিকরণ ভেদে এই পঞ্চশম। কষায়ক্ষালনশূর, পঞ্চশমবিধায়ক, সর্বসরসতানিধান যে জপ, তাহা রসায়ন।

### ৪ ।। জরাজারণপাটবাদমৃতায়নম্ ।।

ব্যক্তিতে এবং বিশ্বে সর্বত্র সর্বগ্রাসী যে জরা, সে জরার জারণে পাটবে অমৃতায়ন॥

বিষমাত্রাঃ ক্ষরন্তীহ বিশ্বস্য জরসে হি যাঃ।
তাসাঞ্চ জারণং সুষ্ঠু মারণমমৃতায়নম্॥
গায়ত্র্যা মধুমত্যা চ জপস্যামৃতায়নম্।
অপাম সোমমিত্যেবং মৃতিধূর্ত্তিপ্রবঞ্চনম্॥

কৃপাঘনসমুদ্রিক্ত-সুধাকণাভিষিঞ্চিতঃ।
জপজাপকয়োঃ কায়ঃ স্থবিরস্তরুণায়তে॥ ৪৬৫-৬৭

বিশ্বে সব কিছুই অমৃতমাত্রার অধিকারী সন্দেহ নেই, কেননা, আনন্দ বা রসই নিখিলের হৃদ্‌বস্তু। আর, যেটি আপন হৃদ্‌বস্তু, সেটি থেকে কেহই তত্ত্বতঃ বঞ্চিত হয় না। তথাপি, বিষমাত্রার ক্ষরণে বিশ্বের ও ব্যক্তির জরা ('running down') ঘটিতেছে। এই বিষের সম্যক্ জারণ-মারণ-সৌষ্ঠবে বিষ আর বিষ রহে না (যথা, ভেষজাদিতে), তারও হয় অমৃতায়ন। জপে বিশেষতঃ গায়ত্রী-মধুমতী—এ দুয়ের সম্পুটে (পূর্ব প্রদর্শিত) অমৃতায়ন সাধিত হয়। এবং 'অপাম সোমম্' ইত্যাদি জপধ্যানে 'মর্ত্ত্যস্য ধূর্ত্তিঃ'-র বঞ্চনা হয়, অর্থাৎ, মর্ত্ত্যের ধূর্তপনা নিজেই প্রবঞ্চিত হয়। সেইরূপ, 'ওঁ মধ্যে সুধাব্ধি...' ইত্যাদি চণ্ডিকাধ্যানে এবং নবার্ণ জপে অন্তর্বহিঃ বিষপরিহারে অমৃতায়ন ঘটে। মায়ের কৃপাঘনসমুদ্রিক্ত যে সুধাকণা, তাতে বাক্‌কায়চিত্তাদি অভিষিঞ্চিত হইতে থাকিলে জপ এবং জাপক উভয়ের কায়ে জরা কাটিয়া তারুণ্য পুনরাবির্ভূত হয়। 'তারুণ্য' মানে 'কাঁচা' অবস্থা নয়—নব ওজস্বান্।

**৫॥ মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রেণ ধূমাবত্যা প্রণবেন চ॥**

মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র, ধূমাবতীমন্ত্র এবং প্রণব দ্বারা যথাক্রমে মৃত্যু, জরা এবং সর্ববিধ বিঘ্ন নিরসন॥

জীর্য্যতে জরসা বিশ্বং সা হি ধূমাবতী জরা।
সর্ব্বস্মিন্ স্থূলসূক্ষ্মেষু শূর্পহস্তা রথস্থিতা॥
চত্বারি দেশকালাদি-চক্রাণি দধতে রথম্।
যচ্চ নির্ব্বাচনং দৃষ্টং প্রকৃত্যাং তদ্ধি শূর্পকম্॥
বিশ্বলৌল্যাল্ লোলচর্ম্মা রৌক্ষ্যাচ্চ রুক্ষকুন্তলা।
ধূম্রা যদ্ ধূমযানেন পথাঽস্য জীর্য্যমাণতা॥
মৃত্যুঞ্জয়েন মৃত্যুং বৈ ধূমবত্যা তথা জরাম্।
প্রণবেন সর্ব্ববিঘ্নমাখুরূপং জয়েৎ সুধীঃ॥ ৪৬৮-৭১

মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র (ওঁ জুংষঃ ইত্যাদি) আগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধূমাবতীতত্ত্ব অতিগহনগভীর। যে জরায় এই নিখিল বিশ্ব জীর্য্যমাণ হইতেছে, সে জরা ধূমাবতী আপন ধ্যানে দেখাইতেছেন। ইনি বৃদ্ধা। স্থূল-সূক্ষ্ম সর্বভূতে ইনি শূর্পহস্তা, রথারূঢ়া রূপে রহিয়াছেন। এই শূর্প আর রথ কি বস্তু, তা চিন্তা কর। দেশ-কাল-বস্তু-সম্বন্ধ—এই চারিটি চক্র এই নিরন্তর চলিষ্ণু ভুবনরথ (যাতে ধূমাবতী আরূঢ়া) ধারণ করিতেছে; অথবা, পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা; ইত্যাদি। আর, নিখিলবিশ্বে যে প্রাকৃতিক নির্বাচন (বাছাই), তাহাই শূর্প (কুলো) জানিবে। এ শূর্পে নিরন্তর গুণত্রয়ের অসংখ্য পরিণামের বাছাই চলিতেছে। এ বিশ্বভুবন তো ধূমযান পথেরি যাত্রী, কেননা, ধূমযানে চলিতেই সব কিছুর জীর্য্যমাণতা। এটি দেখাবার ছলে ধূমাবতী নিজেও ধূম্রা। আর, বিশ্বের যে লৌল্য, সেটি তিনি লোলচর্মা হইয়া দেখাইতেছেন; এবং বিশ্বের রুক্ষতা স্বয়ং রুক্ষকুন্তলা রূপে। এই যে বিশ্বজরা, এ জরার 'জারণে' অমৃতায়ন যে কিরূপে হইবে, তাও ঐ ধূমাবতীতে ধ্যান দিয়া বুঝিয়া লও। অর্থাৎ, ধূমযানকে অর্চ্চিরাদিযানে 'ফেরাইবার' পথ। তাঁর হস্তে শূর্পকে বল'—'তুমি এই সব জীর্ণ, রুক্ষ, লোলকে এমন ভাবে বাছিয়া দাও, যাতে আমাতে বিষই হয় জীর্ণ, আমার বিষয়রসই হয় রুক্ষ, আমার অনাত্মবাসনার সংস্কারই হয় লোল! আবার, এ ভুবনরথকে কর ভুবনেশ্বরের রথ, আর, জ্ঞান, আস্তিক্য, শ্রদ্ধা, রতি—এই চারিটি চক্রে এ রথের গতি পরম নিঃশ্রেয়সের পথে হউক অপরাজেয়, অব্যাহত! জপ ব্যাহরণে ধূমাবতী যেন উদিত নাদকে শীর্ণ না করেন, কলাকে লোল, এবং বিলয় নাদ এবং প্রাণকে জীর্ণ না করেন! ধূমাবতীর রথধ্বজে ঐ যে কাক, ও কাকের কথাও আগে শুনিয়াছি, নয়? শেষকালে, ওঁকাররূপী বিনায়ক যে তাঁর বাহন 'আখু' (মূষিক=নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ইত্যাদি)-কে প্রশাসনে রাখিয়া সর্ববিঘ্ন নিরসন করেন—ইহা পূর্বে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

উর্দ্ধশুণ্ডমধঃশুণ্ডং দ্বিধাব্যাবৃত্তশুণ্ডকম্।
সর্গবিসর্গসন্ধীশং নৌম্যোঙ্কারবিনায়কম্॥ ৪৭২

এই রহস্য শ্লোকটি ওঁকাররূপী বিনায়কের স্বরূপধ্যানে বিনিয়োগ করিবে।

### ৬।। নারসিংহত্বেন মনোর্বজ্রত্বম্।।

নারসিংহতারে অথবা ভবনে মনুর হয় বজ্র ভাব।

উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং নৃসিংহায় চ বিদ্মহে।
নারসিংহোগ্রবীর্য্যেণ মনো র্বজ্রায়ণং ভবেৎ॥
যা বৈ স্বাভাবিকী ধারা দুর্নিবারা দুরত্যয়া।
বজ্রাধিকনখস্পর্শৈ র্দুর্ভেদ্যাং তাং বিদারয়েৎ॥ ৪৭৩-৭৪

পূর্ববিচারিত দ্বাত্রিংশদক্ষর নৃসিংহমন্ত্র, এবং নৃসিংহ গায়ত্রীর জপনে ও ভাবনে, নৃসিংহভগবানের উগ্রবীর্য দ্বারা মনুর বজ্রায়ণ সাধিত হয়। বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া 'অপরা'র এই যে দুর্নিবারা, দুরত্যয়া ক্লেশ-বন্ধ-গ্রন্থি-মূলা ধারা চলিতেছে (the irresistible drag of Cosmic Destiny), ব্যষ্টির জীবনে ও সাধনে এটি তো দুর্ভেদ্যা (সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মত); তথাপি নৃসিংহবীর্যে—নৃসিংহের বজ্রাধিকনখস্পর্শে—এটিও বিদীর্ণ হইতে পারে। মনুর বজ্রায়ণের ইহা সঙ্কেত। দেখিয়াছি যে, জপাদি সাধন যাবৎ নাভিনিষ্ঠ তেজস্তত্ত্বে উন্নীত না হইতেছে, তাবৎ সে সাধনে তেজোবীর্য যেন লুক্কায়িতবৎ রহে। নিখিলের নাভি 'রং' বীজের স্থল। 'আজ্ঞা' থেকে ওঁকারের অনুগ্রহপাতনপূর্বক এই 'রং' বীজের জপে নাভিনিষ্ঠ ('nuclear') শক্তির বিশেষ উদ্‌বোধন ঘটে। কিন্তু বীর্যেরও তো একটা সাধিষ্ঠ পরিসীমা আছে, যেখানে বীর্য হইবে 'নারসিংহ'—বজ্রের মতই নিখিল ভেদনক্ষম, অমোঘ। এই নিমিত্ত, 'র'-কারকে আজ্ঞার সাক্ষাৎ সংযোজনে আন। আজ্ঞা = Highest Control Centre. আজ্ঞায় ওঁকার 'হ, ক্ষ' এই দুটি বর্ণবাহনে অধিষ্ঠিত। এখন, 'র'-কে 'ক্ষ'-য়ে যোজনা করতঃ ওঁকারে মিলাও। কি হইল? ক্ষ্রৌঁ—নৃসিংহবীজ। 'হ'-কারে যোজনা করিলে হ্রৌঁ—কালাগ্নিরুদ্র। প্রথমটিতে সর্ব 'অভেদ্যের' পাটন; দ্বিতীয়ে সর্ব অদাহ্যের' দাহন।

এই সূত্রে নারসিংহী এবং ঐন্দ্রী—এই দুইভাবেই মনুর বজ্রায়ণ ভাবনা করিবে। দ্বিতীয়ে 'ঐঁ' বীজ দ্বারা সৃষ্টিতে সকল বৃত্রবাধা বিদারিত হইতেছে, এরূপ ভাবনা।

**৭।। বারাহত্বেন মনো র্মহোগ্রচক্রীয়ত্বম্।।**

**বারাহী শক্তি উদ্‌বোধনে মনুর মহোগ্রচক্ররূপতা॥**

নারসিংহে বাধার দুর্ভেদ্য গ্রন্থিরূপটি বিশেষতঃ লক্ষিত হইয়াছে। প্রাকৃত ধারায় দুইটি বাধার রূপকে বিশেষভাবে পাই, আর সে দুটির পরিহার আবশ্যক হয়। গ্রন্থি ছাড়া অপর রূপটি 'আবর্ত্ত' (সেই চল্‌তি চক্কী—all sorts of confounding, 'vicious' circles)। এগুলো নানাজাতীয়; এ থেকে কাটিয়া বাহির হবার পথ মেলে না। এ 'round-এ 'bound' আছি তো আছিই! কাজেই, এমন মহোগ্রচক্র (Great All-Powerful Circle) আবশ্যক, যেটি এ সকল সংসৃতির এই সকল বিষম পাকচক্রসমূহ কাটিয়া, তা থেকে মুক্তি এবং ঊর্দ্ধ্বগতি দিবে। মনু বা জপ্যমন্ত্রের এই মহতী ভূমিকা লাভ করা চাই; নৈলে, শেষ পর্যন্ত, 'মালা ঘুরোনো' আর 'ঘুরিয়া মরাই'! তাই—

বাধা বিন্দুঘনা মূলা বীজরূপেণ বাধতে।
বীজাদ্ বিতন্যতে বিশ্বং তদ্‌বাধনং নৃসিংহতঃ॥ ৪৭৫

বাধা যদ্যপি মূলা এবং বিন্দুরূপা ঘনীভূতা রহে, তবে সে বাধা বীজরূপা, যে বীজ হইতে এই ক্লেশবন্ধবহুল বিশ্ববৃক্ষের বিতান। এ ঘনীভূতা বাধার তিনটি বিশেষ রূপ—মূল, বীজ এবং গ্রন্থি। এ ত্রিবিধ বাধা নিরসনে নারসিংহী।

চক্রাবৃত্তেন সর্ব্বং যচ্ চলদ্ যাতি রসাতলম্।
মহচ্চক্রেণ তচ্চক্রং বারাহেণ নিবারিতম্।
উচ্চৈর্নীতা দতা যেন ধার্য্যতে নিখিলং বসু॥ ৪৭৬

চক্রের আবৃত্তি দ্বিবিধা—অপরা ও পরা। অপরা আবৃত্তিতে সকল সৃষ্ট বস্তু ঘুরিতে ঘুরিতে (যথা, ঘূর্ণীতে) ক্লান্তি, জরা, অবসাদ, মৃত্যুরূপ রসাতলে যাইতেছে—The irresistible drag of total submergence. মাঝে মাঝে পরার

প্রবৃত্তি নিবন্ধন ‘উন্নতি’ দেখা গেলেও, সে উন্নতি নিজেকে ক্রমিক অগ্রগা করার জন্য যথেষ্ট সম্বেগ যোগাইতে পায় না। কাজেই, সকল বসু (values) ধারণ করিবেন যিনি, সেই বসুন্ধরা রসাতলগামিনী হইতে থাকেন। বর্তমান বিজ্ঞানগরিমার যুগটিকে বিশেষ করিয়া এই সূত্রে চিনিয়া রাখ। এই বিজ্ঞানগরিমায়, যেটি সত্য, যেটি শিব, যেটি সুন্দর, তার মহিমা ‘জাহান্নমে’ই গেল মনে হইতেছে। আকাশে দ্রুতগামী ‘Sputnik’ অথবা, পরিকল্পিত চন্দ্রমণ্ডলযাত্রী ‘রকেট’—‘বসু’ নয়, কেননা, এরা আত্মার অভয়, স্বস্তি, শান্তি সবই কাড়িয়া লইয়া নিজেদের আসুর অভিযান চালাইতেছে। যথার্থ যে বসু, সেটি ‘আইওনো স্ফিয়ারে’ কিংবা চন্দ্রলোকে বাস করে না। রসাতলে গ্রসিষ্ণু এই যে সব অপরা চক্রাবৃত্তি, এদের কাটাইতে কি আবশ্যক? এক মহোগ্র ভাগবত চক্র, যেটি বারাহী দন্তে ধারণ করতঃ রসাতলে নিমজ্জমানা বসুন্ধরাকে উর্দ্ধে (পরা এবং পরমাভিমুখে) উন্নীত করেন। সুতরাং, বারাহীর সহায় মিলাইতে পারিলে জপধ্যানের আবৃত্তিরূপ যে চক্র, সে চক্রও হয় বারাহী চক্র।

**৮।। বৈষ্ণবত্বেন মনোশ্চতুরায়ুধত্বম্।।**

বৈষ্ণবভাবদ্বারা মনুর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম—এই চতুরায়ুধত্ব॥

হেয়ঞ্চ হেয়হেতুশ্চ হানং সোপায়কং তথা।
চতুর্ব্যূহত্বমায়াতি যৎ কিঞ্চিদ্ ভবপ্রত্যয়ে॥
শঙ্খং চক্রং গদা পদ্মং তত্ত্বং বিদ্ধি চতুষ্টয়ম্।
অরিব্যূহং জয় স্মৃত্বা শ্রীহরিং চতুরায়ুধম্॥ ৪৭৭-৭৮

আমাদের এই ভবপ্রত্যয়ে এক চতুর্ব্যূহ-আকৃতিতে সব কিছু নিজেদিগকে সাজাইয়া লইয়াছে দেখি। এ চতুর্ব্যূহ আকৃতির নানান্ রূপ। এক বিশেষরূপ হইল—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়। রোগ অথবা দুঃখকে হেয় ধরিয়া বৈদ্যক এবং যোগশাস্ত্রে এই চতুর্ব্যূহ বিস্তারিত হইয়াছে। এ চতুর্ব্যূহে দুটি পক্ষ—সপক্ষ, বিপক্ষ। হেয় আর হেয়হেতু বিপক্ষ; হান আর হানোপায় সপক্ষ। বিপক্ষ অরি, অনভীষ্ট; সপক্ষ মিত্র, অভীষ্ট। দুটি পক্ষ রহিলেই তাদের বলাবল পরীক্ষা করিতে

হয়। হেয় এবং হেয়হেতু প্রবল হইলে, এবং সে অনুপাতে হান এবং হানোপায় দুর্বল হইলে, ব্যূহটি অরিই হইল। শরীরে, মানসে, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে অরিব্যূহস্থলে মিত্রব্যূহ পাওয়া যায় কিরূপে—ইহাই তো সাধন! জপধ্যানেও বাধাবহুলতানিবন্ধন অরিব্যূহ সৃষ্টি হইয়া থাকে; ব্যাধি-স্ত্যান-দৌর্মনস্যাদি কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারা যায় না যেন! শ্রীহরির চতুরায়ুধের স্মরণ-ধ্যানে এ অরিব্যূহ জয় কর।

শঙ্খাদি আয়ুধচতুষ্টয়ের 'তত্ত্ব' এইভাবে ভাবনা করিবে—পরাপরমাভিমুখীনা যে মিত্রশক্তি (Divine Power as our Positive Help), উদ্‌বোধন-আবাহন='শঙ্খ' (the 'Invoker')। অপরার 'রসাতল' চক্র কাটাইয়া যাহা 'সৌদর্শনের' আবর্তন প্রবর্তন করে, সেটি 'চক্র' (what sets us about the Higher Order)। যেটি অশ্রেয়স্কর সংস্কারব্যূহ জয় করতঃ শ্রেয়ের প্রশাসন প্রবর্তন করে, সেটি ঐশ্বর্যজ্ঞাপক গদা (what 'sways and triumphs over' the lower Natural Order)। এবং, এই তিনের সমবায়ে যেটি উন্মেষ-বিকাশের পরিসীমায় ফোটাইয়া তোলে, সেটি জ্যোতীরস উভয়সূচক 'পদ্ম' (the 'Evolver' to Perfection)।

যেমন ধর, 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র। এ মন্ত্রে শঙ্খ=ওঁকার; নমো=চক্র; ভগবতে=গদা; বাসুদেবায়=পদ্ম। সম্বন্ধ ভাবিয়া দেখ। যেমন আবার ধর, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'। শঙ্খ-চক্র পূর্ববৎ; নারায়ণায়=গদা (কেন তা চিন্তা কর); এবং সমগ্র মন্ত্রের সমাবৃত্তি=পদ্ম।

শঙ্খাদি তত্ত্বচতুষ্টয় 'আড়ষ্ট' ভাবে লইও না। যেমন, শঙ্খ প্রভৃতি চারিটির প্রত্যেকেই আবার 'চতুরঙ্গ' হইয়া আছে। ধর, ওঁকার। অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্রা—এ চারিটিতে একা শঙ্খই আবাহনী, উদ্‌বোধনী, উন্মীলনী এবং সমাপনী, এই চারি বৃত্তিতে যথাক্রমে বৃত্তিমান্। চক্র?—আবর্তনী, উদ্‌বর্তনী, সংবর্তনী এবং সমাবর্তনী। গদা?—আক্রমণী, উৎক্রমণী, সংক্রমণী এবং পরাক্রমণী। পদ্ম?—অবলোকনী, আলোচনী, সংজ্ঞাপনী, পরিজ্ঞাপনী। এ বিবিধ বৃত্তিগুলি সর্বস্থলেই ভাবিয়া দেখিবে।

### ৯।। শৈবত্বেন মনোস্ত্রিশূলত্বম্।।

শৈবভাবদ্বারা মনুর ত্রিশূলভাব॥

যত্র যত্র বাধনং স্যাৎ ত্রিপুরাদিনিমিত্তকম্।
বাধেত বাধনং তত্র ত্রিপুরারিত্রিশূলতঃ॥
ওঁকার হৌঁসরূপেণ জপধ্যানরসেন চ।
সোমার্কাগ্নিত্রিশূলেন ত্রিপুটীং বিলয়ং নয়েৎ॥ ৪৭৯-৮০

পূর্বসূত্রে চতুর্ব্যূহসমাধান; বর্তমান সূত্রে ত্রিব্যূহ (any complex of the 'triangular pattern')। এর সাধারণ নাম দাও 'ত্রিপুর'। হেয় বা অরিরূপে লইলেই এই 'ত্রিপুর' নাম বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অন্যথায় 'ত্রিপুটী' ইত্যাদি। এখন, জীবনে বা সাধনে যেখানে যেখানে ত্রিপুরাদি নিমিত্ত বাধার বাধন, সেখানেই সে বাধন জয় কর যিনি ত্রিপুরারি, তাঁর অস্ত্র ত্রিশূলের দ্বারা। জপধ্যানে ত্রিশূলের রূপ বলা হইতেছে—ওঁকার (কলা-নাদ-বিন্দুরূপ), হৌঁসঃ (পূর্ব ব্যাখ্যাত), ইত্যাদি। যেমন, ওঁকারে কলোদয়রূপ নাদ, এবং কলাবিলয়রূপ নাদ—এ দুটি হইল ত্রিশূলের দুটি এধার-ওধারের শূল, আর, বিন্দুমুখীনতা মধ্যের সূক্ষ্মাগ্র শূল। প্রথম দুটিতে শূলের যে 'ব্যাবৃত্ত' রূপ, তাতে উদয়-বিলয়, সর্গ-বিসর্গের দ্যোতনা আছে। হৌঁসঃ মন্ত্রে মধ্যে অধিষ্ঠিত ওঁকারই ত্রিশূলমধ্য। কারিকায় 'জপধ্যানরস' শব্দটি আছে। এটিকেও ত্রিশূলভাবনা করিবে। জপব্যাহরণ একটি শূল; অনুধ্যান অপর; আর, এতদুভয়ের 'রস' বা সমরসতা হইল মধ্যেরটি। ইড়া-পিঙ্গালা-সুষুম্না, ইত্যাদি বিবিধ অনুবন্ধেই শৈবত্রিশূলভাবনা প্রশস্ত।

তন্মধ্যে একটি বিশিষ্ট আকৃতি—সোম-অর্ক-অগ্নি। এ তিন তত্ত্বের অগ্নিকে যদি 'মধ্যে' রাখ' তো, সোম এবং অর্ক, ওষধি ও বনস্পতি, মনঃ এবং মুখ্যপ্রাণ—এ দুটিতে সৃষ্টির সর্বত্র সহযোগে আছেন। পরাবাক্-রূপী অগ্নিকে মধ্যে 'পুরোহিত' রূপে রাখিয়া মনঃ প্রাণ নিরন্তর সন্ধান করিতেছে—"কৈ সে 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ', কোথায় সে 'রসানাং রসতমঃ'," যার সম্বন্ধে গীতা বলেন—'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥' এইরূপ, 'অসতো মা সদ্ গময়...' মন্ত্রেও ত্রিশূলভাবনা করিবে। মধ্যে ঐ 'জ্যোতির্গময়'। তমসার পারে জ্যোতিঃ না মিলিলে 'সদ্' এবং 'অমৃত', এ দুয়ের ঠিক মিলনটি ঘটে না। অন্ধকারে কোলের মানুষটিকেও যেন হারাইয়া বসি!

ত্রিপুরবিজয়ের পর ত্রিপুটী বিলয়। ত্রিশূলই এর সঙ্কেত। প্রণবই সাধন। যাতে—'শান্তং শিবমদ্বৈতং প্রপঞ্চোপশমম্'। রসিকভাবুক ও ত্রিশূল দেখিয়া 'শূলের খোঁচায়' ভয় পাইবেন না। শূলপাণি শম্ভুর মত ভাবুকরসিক আর কে? একদিকে জ্ঞানশক্তি অন্যদিকে ক্রিয়াশক্তি; কিন্তু মাঝে ইচ্ছা, ভাব শক্তি একমুখী হইয়া যদি না থাকে তো জীবনে-সাধনে সব কিছুই বাধায় ঠেকিয়া ঠিক্‌রাইয়া এল যে!

**১০॥ ব্রাহ্মত্বেন মনোরক্ষমালিকত্বং কুশাগ্রীয়ত্বঞ্চ॥**

ব্রাহ্ম বা প্রাজাপত্য ভাবে মনুর অক্ষমালা এবং কুশাগ্রভাব॥

অতঃপর, 'Linear pattern' আসিতেছে।

ধর, কোন গতিবৃত্তি 'রৈখিক' ভাবে চলিতেছে। প্রাকৃতপর্বে গতি তো ঋজুভাবে হয় না, বক্রতা প্রাপ্ত হয়। বক্র স্থলে প্রশ্ন হয়—সে বক্র সুষম (harmonic) অথবা বিষম (জিহ্ম)? জপাদি সাধনে গতি তো হইতেছেই—চলিতেছি। কিন্তু এ চলন কি শুধুই 'translatory motion', অথবা, 'harmonic'? প্রাকৃতপর্বে, একপ্রকার 'আভাসিক' সরলরেখায় গতিও আছে। যেমন, জড়বিশ্বে আলোকের গতি। কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে, ঊর্মিভঙ্গীই গতির ঠিক রূপ। এ ভঙ্গীও জড়সান্নিধ্যে জিহ্মতা প্রাপ্ত হয় (যথা, আইন্‌ষ্টাইনের সিদ্ধান্তে)। সুতরাং গতিরেখাকে আদৌ সুষম এবং অন্তে ঋজু করি কি করিয়া—এ সমস্যা রহেই।

তাই—

জিহ্ময়াঽজিহ্ময়া বাপি রেখয়েহ গতির্যতঃ।
ছান্দসী সুষমা স্যাচ্চ তদ্বিদ্ধি হ্যাক্ষমালিকম্॥ ৪৮১

জিহ্ম অথবা (আভাসিক) অজিহ্ম, যে ভাবেই এ স্থলে গতি হইতেছে, সে গতি যাতে ছান্দসী ও সুষমা হয়, তাকে 'আক্ষমালিক' জানিবে। ব্রহ্মার অক্ষমালা এর দ্যোতক। আক্ষমালিক গতি না হইলে সৃষ্টি রচনা হয় না। (অক্ষমালার অবয়বগুলি বিশেষভাবে দেখিয়া লইও—সূত্র, গুটিকা গ্রন্থি, মেরু।) পুনশ্চ—

অনগ্র্যাঞ্চাপ্যমুখ্যঞ্চ যেনাভীক্ষ্ণমভীধ্যতে।
কুশাগ্রীয়ং হি তদ্বিদ্ধি ব্রাহ্মেণ মনুনা চ তৎ॥ ৪৮২

যেটি 'অনগ্র্য' ('flat') এবং 'অমুখ্য' ('secondary'), সেটি যাহাতে সর্বথা এক মুখ (one-pointed) এবং অভীদ্ধ (potent) হয়, তার সংজ্ঞা 'কুশাগ্রীয়'। ব্রহ্মগায়ত্রী এর আদর্শ দৃষ্টান্ত। প্রণব বা নাদকে অগ্র্য এবং কলাসংকল্পাদি রহিত শুদ্ধসাধিষ্ঠ করিতে পারিলে তবে সেটি হয় 'কুশাগ্রীয়'।

হংসো বিমানমস্যৈব কৌশাম্ভঃক্ষরণং কৃতম্।
ততঃ প্রাণিতি হংসেন কৌশাম্ভসা ক্ষরত্যাপি॥ ৪৮৩

নাদ অথবা প্রাণরূপ হংস এই 'ব্রাহ্মমনু'র বিমান; কৌশাম্ভঃক্ষরণ হইল ইহার 'কৃতং' বা কর্ম। 'কৌশাম্ভঃ' বলিতে মুখ্যপ্রাণের 'আণব' আকৃতি (যথা, স্থূলবিশ্বে radiation of 'photons'); অন্তর্বহিঃ বিশ্বে এটি শক্তির সূক্ষ্মতম মান—quantum. Physical quanta এই কৌশাম্ভের বাহ্য প্রতীক। বাকের দিক থেকে ইহা নাদের বিন্দুভাব—বৈন্দবাকৃতি। এখন, বিশ্বে সর্বত্র কৌশাম্ভঃ ক্ষরিত হইতেছে, অথচ, হংসের দ্বারা সব কিছুর প্রাণনও চলিতেছে। প্রাণনে অখণ্ডত্ব (continuity) ধর্ম থাকে—to live is to grow and continue. ক্ষরণে (by the radiation of quanta) এ ধর্ম ব্যাহত হইতেছে না; continuity and quanta, দুটিতে হংসে মিলিত হইয়াছে, যেমন, বাকে নাদ-বিন্দু। যেমন, স্থূলতঃ, পুংরেতঃ এবং স্ত্রীরজঃ। এ দুয়ের ক্ষরণে প্রকৃতিতে সৃষ্টিধারা চলিতেছে।

'হ্সৌ' আকৃতিটি সার্বভূমিক। প্রাণের অভিব্যক্তিতে এটি হয় 'হংসঃ'। এতে সঞ্চিত-সিঞ্চিত শক্তির শুধু যে বিন্দুপ্রতিযোগিতা এবং নাদপ্রতিযোগিতা থাকে এমন নয়; পরন্তু, এতে বস্তু নিজেকে 'জাতি'রূপে অবিচ্ছেদে সন্তত-বিতত করিতে থাকে—procreation. এটি মনে রাখিলে শ্লোকের শেষার্দ্ধটি বোঝা যাইবে।

### ১১॥ চণ্ডিকায়াঃ খড়্গত্বম্॥

চণ্ডিকাভাবনায় খড়্গভাব॥

বৈকল্পিকীবিনাশায় খড়্গস্যোপযোগিতা।
অতাদৃশীবারণায় তস্যৈবাসিত্বমিষ্যতে॥
চণ্ডোঽভদ্রং মহোগ্রং যন্ মুণ্ড উদগ্রমেব তৎ।
উভাভ্যাং চণ্ডমুণ্ডাভ্যামভদ্রমুভয়াত্মকম্॥ ৪৮৪-৮৫

'খড়্গ' একটি সঙ্কেত। যদ্ দ্বারা নিখিল প্রাপঞ্চিক অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদাদির, সুতরাং সর্ববিধ পাশের, ছেদন হয়, সেটি খড়্গ। তত্ত্বদৃষ্টিতে ঐ পাশ ত্রিবিধ—(১) বিপরীতভাবনা, (২) অসম্ভাবনা, (৩) অনাত্মভাবনা।—What reverses the Real; what veils; what perverts. চণ্ডিকাতত্ত্বে এই তিন 'ভাবনা' নিরসনের নিমিত্ত যথাক্রমে খড়্গ, অসি, জিহ্বা। 'বৈকল্পিকী' এবং 'অতাদৃশী'—এই সংজ্ঞা দুটিতে ঐ ত্রিবিধ ভাবনাই গৃহীত হইয়াছে। এ দুয়ের প্রথমটি নিরসনে খড়্গের বিশেষ উপযোগ; দ্বিতীয়ে অসি। বিকল্পবারণের নিমিত্ত সত্যসঙ্কল্প; সঙ্কল্পপূর্বক খড়্গ প্রয়োগ করিতে হয়, যথা বলিদানে। অসি প্রয়োগ করিতে হয়—তত্ত্বদৃষ্টিতে—সত্য ঈক্ষণপূর্বক। বিক্ষেপনাশে খড়্গ। আবরণচ্ছেদে অসি—'অহং ব্রহ্মাস্মীত্যববোধ-খড়্গমহসা মিথ্যাজনীন্ প্রত্যয়ান'।—ইহাতে খড়্গ-অসি দুটিই মিলিত। তারপর, অভদ্র যে স্থলে 'মহোগ্র' রূপে দেখা যায়, সে স্থলে তার সংজ্ঞা 'চণ্ড' (অভদ্রের ঘোররূপ); এবং অভদ্র (অথবা পাশ) যে স্থলে 'উদগ্র' (brought to a 'head' or critical phase) রূপে আসে, সে স্থলে তার সংজ্ঞা 'মুণ্ড'। শাস্ত্রে এ দুটিকে 'মহাপশূ' বলা হইয়াছে। যেমন, পাশ বা বন্ধন 'ঘোর', এই একপ্রকার বোধ আর তার ফলে মহাসঙ্কট (যথা উদ্‌বন্ধনগ্রন্থি) উপস্থিত, এই বোধ। এ দুটো সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

জপের উদয়স্থলে চণ্ড, বিলয়স্থলে মুণ্ডের ভয় বিশেষ করিয়া আছে। গোড়ায় বৈকল্পিকীর দৌরাত্ম্য বিশেষভাবে কাটাইয়া নাদকে সুষমকলাবিতানে অখণ্ড-প্রশান্তবাহিতায় মিলাইতে হয়; বিলয়ে অতাদৃশীর ভয়। কলা-নাদকে ঠিক বিন্দুতে

মিলিতে দিল না; অর্দ্ধমাত্রার সেতুর সংস্পর্শ দিল না। এ স্থলে 'মুণ্ড' দুটিরূপে নাদকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়—বৈখরীর স্থূল সম্বেগ ('gross momentum'), এবং মনে স্থূল সঙ্কল্প। এটি প্রপত্তির স্থান, মনে রাখিতে হয়।

**১২॥ ধনুর্নাগাঙ্কুশপাশাদিকত্বমপি॥**

চণ্ডিকাদেবীর ভাবনে ধনুঃ, নাগ, অঙ্কুশ, পাশ, মুদ্গার—এ সকল ভাবও॥

চাপজ্যাশরসাহিত্যাদ্ ধনুষো বেধপাটবম্।
ধনুষ্ট্বং প্রণবস্যাপি নাদবিন্দুকলাত্মনঃ॥'
দেশচাপে সমারোপ্য কালজ্যাং ছন্দসেষুণা।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং বস্তু যল্ লক্ষ্যসংস্থিতম্॥ ৪৮৬-৮৭

প্রথমে ধনুঃ। এতে চাপ, জ্যা এবং শর—এ তিনের সাহিত্য নিবন্ধন 'বেধপাটব' গুণটি সবিশেষ উর্জ্জিত হয়। প্রণবের ধনুঃ-রূপতা শ্রুত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। কেননা, প্রণব নাদবিন্দুকলাত্মা। প্রণবের নাদই ধনুঃ। উদয়নাদে এ ধনুতে জ্যারোপণ; কলাবিতানে এ ধনুতে জ্যাকর্ষণ; এবং বিলয়নাদে এ ধনুতে শরসন্ধান জানিবে। সন্ধানের বস্তু নাদবিন্দুকলার তাদাত্ম্যরূপা 'পরা', এবং তদতীতা 'পরমা'।

কিন্তু ধর যে কোন লক্ষ্যসংস্থিত বস্তু। সেটিকে বেধ করিবে কি উপায়ে? দেশকে ভাব চাপ; কাল তাতে জ্যা; ছন্দঃ তাতে হউক ইষু বা শর। এ তিনের সাহিত্যে অপ্রমত্তভাবে তোমার লক্ষ্য বেধ কর। 'অপ্রমত্ত' বলিতে—তোমার আপন সত্তা বা বস্তু লক্ষ্যবেধনক্ষম রাখা চাই। তারপর, পাশ। পাশকে পূর্বসূত্রে ছেদ্যবস্তুভাবে দেখা হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডিকার আয়ুধ যে পাশ, সে পাশ অভদ্রকে বন্ধন করার। (যেমন, দেহে সর্পাদির বিষ তাগা বাঁধিয়া ঠেকাইতে হয়, অথবা, অন্য কোন উপায়ে 'isolate' করিতে হয়।) জীবনে ও সাধনে ভদ্রাভদ্র, অমৃতবিষ মিলিয়া মিশিয়া আছে, এবং অভদ্রই ভদ্রের অভিভবকারক হইতেছে। প্রয়োজন—isolate and 'tie up' the evil : শঙ্কর যেমন সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত হলাহল আপন কণ্ঠে ধারণ করেন।

বলা বাহুল্য, ধনুঃ পাশ প্রভৃতিকে সোজাসুজি ধনুক, দড়ি ভাবিলে হইবে না। প্রত্যেকটি সাধনে তত্ত্বসঙ্কেত।

তারপর 'অঙ্কুশ' ('goad')।

যচ্ছেদুদ্‌বেগমঙ্কুশঃ সম্বেগমপি বর্দ্ধয়েৎ।
পাশবন্ধমপুণ্যং যৎ স্পন্দনং তদপাকৃতম্॥ ৪৮৮

অভদ্র, অপুণ্য যে সব স্পন্দন, তাদের উদ্‌বেগ (excess of momentum) অঙ্কুশ সংযত, দমন করে, এবং যেটি ভদ্র তার সম্বেগ বর্দ্ধন করে। স্পন্দনের কোন কোন মাত্রা বা আকৃতি (চা'ল) অভদ্র—যেমন হস্তীর গতির। এর দমন অঙ্কুশে। ইহা স্পন্দনের সমধিক রাজস রূপ। তামস স্থলে স্পন্দনের শিথিলতা, মৃদুতা, জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ। তখন অভীষ্টমানে সম্বেগটি বাড়াইতে হয়। জপধ্যানে এই অঙ্কুশ অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হয়।

'নাগ'—

উরঃশক্ত্যোরগো যাতি ন পদশক্তিমাশ্রিতঃ।
মন্ত্রাদীনামুরঃশক্তি র্যা তেষাং সুষিরস্থিতা॥ ৪৮৯

অভদ্রের অপাকরণ অঙ্কুশ দ্বারা। তারপর দেখ—মন্ত্রাদি সমস্ত কিছু তাদের পাদমাত্রাশ্রিত হইয়া চলিতেছে বটে (যথা, গায়ত্রীতে ষট্‌পদী ইত্যাদি), কিন্তু যাবৎ মন্ত্রাদির শক্তি 'উরঃশক্তি', কিনা, ঊর্জ্জিত আপন নিগূঢ় শক্তিতে না চলিল, তাবৎ সে 'বিলেশয়' (বিন্দুবিলীন) হবার যোগ্যতা অর্জন করে না, এবং 'মূষিকারি' (জরামৃত্যু থেকে ত্রাণদ) ও হয় না। নাগ=উরগ=উরঃশক্তির তত্ত্বসঙ্কেত। মন্ত্রাদির 'সুষিরস্থিতা' এই উরগশক্তির জাগৃতি চাই। দেখ যে—কুণ্ডলিনীশক্তি ভুজগাকারা। সর্ববিধ সাধনে পাদশক্তি এবং ঊর্জ্জঃশক্তি—এ দুয়ের ভেদ মনে রাখিতে হয়। উরঃশক্তি = 'Core Power'।

**১৩॥ জপস্যায়ুধত্বং বিন্দুরেখাত্রিকোণচতুরস্রাদিপরিমাণাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বেন॥**

জপ যে (পূর্বোক্ত প্রকারে) আয়ুধ বা অস্ত্ররূপে ভাবিত হয়, তার হেতু এই যে—জপের গতিলেখ বিন্দু-রেখা-ত্রিকোণ-চতুরস্রাদি পরিমাণধর্ম্মের দ্বারা পরিমেয়ত্ববিশিষ্ট হয়॥

যদাক্রম্যমায়ুধেন যদ্ রক্ষিতব্যমেব বা।
পরিমাণেন তৎ সর্ব্বমবচ্ছিন্নং বিশেষতঃ॥ ৪৯০

জপাস্ত্রদ্বারা কোন 'বিষয়' আক্রমণ করিবে, অথবা অপর কোন বিষয় রক্ষা করিবে—জপ regarded as an weapon of offence and defence. এর আক্রমণ অথবা রক্ষণের বিষয়টি ('matter') কিরূপ তা ভাবিয়া দেখ। সে বিষয়ের এক নিজস্ব সঙ্ঘাতাকৃতি (organised pattern) আছে, এবং সেটি পরিমেয় (having a measurable space-time-power-pattern)।

পরিমেয়বিশেষস্য তদ্‌বিশেষোপযোগিতা।
তদ্‌বিশেষবিহীনত্বে ন চাপি প্রতিযোগিতা॥ ৪৯১

ধর, যে কোন পরিমেয় বিষয়। সেটি যে শুধু সামান্য ভাবে পরিমেয়, এমন নয়; সেটি পরিমেয়বিশেষ। ঐ বিশেষ দ্বারাই উক্ত বিষয়ের উপযোগিতা। যেমন, কোন ঔষধ; তার পরিমাণ ও মাত্রা বিশেষ দ্বারাই স্থির হয় উপযোগিতা। সেই বিশেষটি যাতে তাতে না থাকে তো, তার যেমন উপযোগিতা নেই, তেমনি তার সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাও নেই। সে সম্বন্ধে বিধি বা প্রতিষেধ, কোনটাই সম্ভব হয় না।—Neither a remedy nor an antidote. সুতরাং, উপযোগিতা-প্রতিযোগিতা বিষয়ের বিশেষকে উদ্দেশ করিয়াই।

দেশকালযুগ্মকে যা স্থিতিঃ সা জ্যামিতির্মতা।
দেশে কালে চ যদ্‌বৃত্তং তদ্‌বৃত্তং জ্যামিতের্মতম্॥ ৪৯২

দেশকাল দুটিকে যুগ্মভাবে লইয়া বস্তুর যে 'স্থিতি', তাকে 'জ্যামিতি' (ব্যাপক সংজ্ঞায়) বলা যায়; আর, দেশে এবং কালে যে বৃত্ত বা 'বৃত্তি', সেটিকে 'জ্যামিতিক' বৃত্তি বলিতে পার। কোন বিষয়কে স্থিতিদৃষ্টিতে এবং বৃত্তিদৃষ্টিতে দেখা যায়। প্রথমটিতে, as a 'thing', পরেরটিতে, as an 'event'. প্রথমটি 'সংস্থান', পরেরটি 'উপস্থান'। দুয়েরই আধার এক 'পরিমেয়বিশেষ', যাকে জ্যামিতি বলা হইল। অর্থাৎ, 'থাকিতে' গেলেও জ্যামিতির আধার; 'হইতে' বা 'ঘটিতে' গেলেও তাই। একটা object-diagram; অপরটা process-diagram.

বিন্দুরেখাদিবৃত্তং যদ্ হেয়ং বা গ্রাহ্যমিষ্যতে।
বিন্দুরেখাদিবৃত্তেনায়ুধেন হানমন্যথা॥ ৪৯৩

এইবার ধর, যেটি হেয় অথবা গ্রাহ্য (উপাদেয়), সেটি বিন্দুরেখাত্রিকোণাদি জ্যামিতিক 'ব্যূহে' স্থিত ও বৃত্তিমৎ আছে। এমতস্থলে যেটি হেয় তার হান, যেটি উপাদেয় তার উপাদান, যদি ইচ্ছা কর তো কি করিবে? তোমার হানোপাদানের নিমিত্ত আয়ুধকেও তত্তৎ ব্যূহে বা জ্যামিতিক আকৃতিতে রচিত ও সজ্জিত করিতে হইবে। অর্থাৎ, বিন্দুরূপাবস্থিত যেটি হেয় বা উপাদেয়, সেটিকে যে সাধনায়ুধ দ্বারা আয়ত্ত করিবে, সেটিও বিন্দুরূপ, বিন্দুগামী হইবে। এইরূপ রেখা-ত্রিকোণাদি স্থলে। কোন কিছুকে পূরা গ্রহণ বা বর্জন করিতে তন্ন্যূনসত্তাকাদি হইলে তো হয় না; অন্ততঃপক্ষে তৎসমসত্তাকাদি হইতেই হয়। এই সাধারণ সূত্রানুযায়ী—যৎকিঞ্চিৎ আক্রম্য বা রক্ষিতব্য, তার আক্রমণ বা রক্ষণের নিমিত্ত আয়ুধকেও, তার ব্যূহ বা সঙ্ঘাতরূপটি পরিগ্রহ করিতে হয়। এইজন্য দেখিবে যে, কেবল রাবণ বলিয়া নয়, যা কিছু আক্রম্য, তার 'মারণাস্ত্র' তার নিজের মধ্যেই আছে। যেমন, অটো-ভাক্সিন্ চিকিৎসায়। ধর, বৃত্তাকারে কোন হেয় বিষয় রহিয়াছে; সেটির উচ্ছেদের জন্য তোমাকে বৃত্তনিয়ামক সূত্রে যাইতে হইবে, এবং বলিতে হইবে—'এই দেখ, তোমার ইকোয়েশনে এই টার্মটাকে আমি শূন্য বা আর কিছু করিলাম; এবার বল, তুমি আর বৃত্ত থাক কেমন করিয়া?' উপাদেয় বা রক্ষিতব্য সম্বন্ধেও তার

'জ্যামিতিসূত্র'-টি ঠিক ধরা চাই। ইহাই আয়ুধতত্ত্ব। বীজাণুকে কায়দা করিবে তো অণুবীক্ষণাদিতে যাও।

**১৪ ।। অবচ্ছেদকানামানন্ত্যেঽপি দশবিধত্বেন দশায়ুধত্বম্ ।।**

পূর্বোক্ত পরিমাণাবচ্ছেদক অসংখ্যপ্রকারের হইলেও, সে সকলের দশবিধার নিবন্ধন আয়ুধও দশ॥

পরিমাণবিশেষাণামানন্ত্যেঽপি সমাসতঃ।
দশধা বৃত্তিতা মুখ্যাঽতো দশায়ুধমুখ্যতা॥
বস্তু চ দেশকালৌ চ প্রত্যেকং ত্রিকমিষ্যতি।
যথা হি বস্তুমাত্রত্বে স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্।
ভূর্ভুবঃ সুবরাখ্যং যদ্ যচ্চ সত্ত্বং রজস্তমঃ॥
সামান্যানাং নবত্বেঽপি বিশেষৈণৈকতা ভবেৎ।
অতএব সমাসেন দশত্বং পরিগণ্যতে॥
পঞ্চস্কন্ধাশ্চ কোষাশ্চ প্রাণাশ্চ ভূতপঞ্চকম্।
প্রবাহাঃ পঞ্চ প্রত্যেকং শুক্লাশুক্লমৃণং ধনম্॥ ৪৯৪-৯৭

অশেষপ্রকারের পরিমাণ-পরিমেয়-বিশেষে দশধা বৃত্তির মুখ্যতা থাকে বলিয়া, দশ প্রকার আয়ুধেরই মুখ্যতা। দেশকে তিন 'পরিমাণে' ('dimensions'), কালকেও তিন পরিমাণে গণনা করিলে যোগে ৬। বস্তুকেও স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ; ভুর্ভুবঃ স্বঃ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—প্রভৃতি তিন 'মানে' লইতে হয়। ৬ আর ৩-এ ৯। এ ৯-এর সঙ্গে এক 'বিশেষ' (specific correlation) যোগ করিতেই হয়, কেননা, পরিমেয় সঙ্ঘাতমাত্রেই ঐ পূর্বোক্ত ৯ কোন এক বিশেষ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ হয়। ঐ বিশেষ সম্বন্ধসূত্রটি বিনা তারা সামান্যমাত্র—general co-ordinates of determination. বিশেষ ঐ সামান্য নয়টিকে 'এক' করিয়া সংহত, ব্যবস্থিত করে। অতএব সমাসে দশধা পরিগণিত হয়।

পূর্বনিরূপিত ঐ 'দশমান' প্রকারান্তরেও মিলাইতে পারা যায়। যেমন, পঞ্চস্কন্ধ, পঞ্চকোষ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চভূত, পঞ্চধারা—এদের প্রত্যেকটিকে শুক্ল-অশুক্ল, অথবা

ধন-ঋণে যদি লওয়া যায় তো দশধাত্ব। পঞ্চস্কন্ধাদি সর্বসৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ সঙ্ঘাতরূপ (organised pattern) ধরিয়াছে। এদের প্রতিটিকে গুণে-মানে দ্বিবিধভাবে দেখিতে হয়।

পরের সূত্রে জপে বিনিয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে—

**১৫॥ দশধা প্রহরণ-প্রতিহরণাহরণসংহরণবৃত্তত্বাজ্জপো দশধা॥**

(অন্য আয়ুধের মত) জপায়ুধের দশধা প্রহরণ-প্রতিহরণ-আহরণ-সংহরণ—এই বৃত্তিচতুষ্টয় বলিয়া জপে দশধা প্রয়োগ।

> প্রহরণাদিভেদৈশ্চ চতুর্বৃত্তং জপায়ুধম্।
> দশমানিষু সর্ব্বেষু প্রয়োগস্তস্য কল্প্যতে॥
> দশধা মীয়তে সর্ব্বমিতি বা দশমং মতম্।
> দশমস্ত্বমসীত্যর্থং মন্ত্রাদিকং জপেদ্ দশ॥ ৪৯৮-৯৯

প্রহরণাদি ভেদে জপায়ুধ চতুর্বৃত্ত (having a four-fold function)। পূর্বসূত্রব্যাখ্যাত সর্ব 'দশমানি' (দশমান-বিশিষ্ট) পদার্থে এই চতুর্বৃত্ত জপায়ুধের প্রয়োগ। অর্থাৎ, পঞ্চকোষ-পঞ্চপ্রাণাদি (প্রত্যেকে শুক্লাশুক্ল) যে সব পরিমেয়বিশেষ, তাদের 'দশমানি' সংজ্ঞা; এদের সম্বন্ধে জপায়ুধের প্রয়োগ পরিকল্পিত। যেমন, এই সমগ্রজীবসঙ্ঘাত। জপায়ুধের দ্বারা এ সঙ্ঘাতের যৎকিঞ্চিৎ অভদ্র, সেটি আক্রম্য, এবং যেটি ভদ্র (বিশেষতঃ স্পন্দনরূপে), সেটি রক্ষিতব্য।

জপজন্য যে ভদ্র, মিত্র, সূক্ষ্ম স্পন্দন, তদ্দ্বারা এ জীবসঙ্ঘাতে অভদ্র, অরি স্পন্দনের ব্যূহ বিশীর্ণ কর; এবং এ সঙ্ঘাতের যেটি নিভৃত শুক্ল 'মণি-কোষ', সেটিকে এক ভদ্র রক্ষাপ্রাকার দ্বারা ঘিরিয়া রাখ। (মণিকোষ, যেমন রক্ষঃপুরে অশোককাননে সীতা।)

সব কিছু পরিমেয় বিশেষ (পূর্বোক্ত রীতিতে) দশধা (by 'ten' determinants) মান পাইয়া থাকে, এই নিমিত্ত তার 'দশম' (দশমানি) সংজ্ঞা। অথবা, দেশত্রয়, কালত্রয় এবং বস্তুত্রয়—এই নয়টির দ্বারা 'উপহিত' রূপে তুমি স্বয়ং আছ 'দশম';

অতএব নবধা উপাধি থেকে মুক্ত তুমি আপনাকে জান ও লাভ কর;—এভাবেও 'দশম'-কে লাভ করার নিমিত্ত মন্ত্রাদি দশধা জপ করিবে। এই দুটি 'দশমের' একটি অরি রূপ, অন্যটি মিত্ররূপ। তাই—

দশবদনরূপেণ দশমস্যারিরূপতা।
দশরথাত্মজত্বেন মিত্রঃ স দশমঃ পুনঃ॥ ৫০০

দেখ, দশবদন রাবণ রূপে সব কিছু দশমের (বিশেষ, দশেন্দ্রিয় মানসের) অরিরূপতাটি দেখায় (ফলে, মণিপদ্মে সংস্থিতা সীতাদেবী রক্ষঃপুরে বন্দিনী)। কিন্তু 'দশম' যদি দশরথাত্মজ রামরূপে আমার শরণ হন, তবে তার চাইতে বড় 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' আমার আর কে হইতে পারে! 'বদন' আর 'রথ' শব্দদুটিতে ধ্যান দিও। প্রথমটিতে, আত্মাকেই 'গ্রাস' করিতে উদ্যত যে 'দশস্কন্ধ'; দ্বিতীয়ে, আত্মাই দশটি রথে রূপাদি বিষয়ে বিচরণ করিতেছেন। এইবার সীতাদেবী—

অরিগ্রস্তা রক্ষোগ্রস্তাঽশোকেঽপি শুচ্যতে মতিঃ।
মিত্রত্রাতা হি শোকেঽপি রামরাতা ন শুচ্যতি॥ ৫০১

রামেই যাঁর মতি-রতি, সেই সীতাদেবী 'অশোক' বনে স্থিতা, তথাপি অরিচ্ছন্দে পতিতা এবং রক্ষঃ দ্বারা গ্রস্তা হইয়া, শোক করিতেছেন; পরন্তু (সুগ্রীব-বিভীষণাদিরূপ) মিত্রচ্ছন্দে ত্রাতা এবং স্বয়ং রামকর্তৃক 'রাতা' (রক্ষিতা) হইয়া, সীতা শোকের মাঝেও শোকরহিতা। এসব ভাব নিজের মধ্যে বুঝিয়া লইবে।

প্রহরণেন চাক্রম্য রুণদ্ধি প্রতিহারতঃ।
সংহরণেন হত্বারিং ভুঙ্‌ক্তে চাহরণেন বৈ॥ ৫০২

আয়ুধের যেটি প্রহরণবৃত্তি, তদ্‌দ্বারা পূর্বোক্ত 'দশবদন' অরিকে আক্রমণ কর; প্রতিহরণবৃত্তিতে তার (অর্থাৎ অরি 'দশম' সংস্কারাদির) সম্বেগ রোধ কর;

প্রথমটিতে attack, assail; দ্বিতীয়টিতে repulse, check; তৃতীয়, সংহরণবৃত্তিতে যেটি অভদ্র এবং অরি, তাকে অপসারণ (eliminate) এবং অভিভব (neutralize) কর; এবং শেষে, আহরণবৃত্তিতে তার বীর্যকে আত্মস্থ কর (ভুঙ্‌ক্তে);—এটি 'gathering home' of what is alien and its sublimation. জপায়ুধেও এই বৃত্তিচতুষ্টয়ে সম্যক্ ধ্যান লাগাইও। কেননা, এই চতুষ্টয় নহিলে অরিগ্রস্ত কোন ক্রিয়ারই কুশল চরিতার্থতা ঘটে না। আরও এক গূঢ় রহস্য—প্রহরণাদি চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি 'আড়াইপদী' (যেমন, দাবার চা'ল); কাজেই, চার আড়াই-এ দশ। যেমন, জপকর্মে যে অরি ('দশবদন'), তার প্রহরণাদির প্রত্যেকটিতে উদয়পাদ, বিলয়পাদ এবং 'অর্দ্ধ'—এই 'আড়াই স্থলে' সবিশেষ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ('অর্দ্ধ' কলাবিতানকেও বিষয় করে, ইহা মনে রাখিবে।)

**১৬।। হরণমুখ্যত্বেনায়ুধ্যং পূরণমুখ্যত্বেনায়ুষ্যম্।।**

(জপাদি ক্রিয়ায়) হরণবৃত্তির মুখ্যতা স্থলে (পূর্বোক্ত) 'আয়ুধ্য' (আয়ুধত্ব), পূরণমুখ্যতায় 'আয়ুষ্য'॥

জপ দশধা কেন করিবে—এর মূলযুক্তি দেখাইতে হরণবৃত্তিমুখ্য আয়ুধের প্রসঙ্গ হইল; পূরণবৃত্তিমুখ্য ভাবেও ক্রিয়াকে দেখ।

জপসঙ্কটকৃচ্ছ্রাদৌ হরণাখ্যচতুষ্টয়ম্।
সন্ধায় বৈ প্রযুঞ্জীত জপায়ুধবশী সুধীঃ॥
সঙ্কটমোচনং কুর্য্যান্ মুখ্যতো হরণেন বৈ।
প্রতিযোগেন যুজ্যন্তে হরণানি পরস্পরম্॥
কৃন্তনং হেয়কূটানাং হেয়তেজোহরায়ুধম্।
জপরসাদিযোগেনায়ুষ্যং পূরণোচ্ছ্রয়াৎ॥ ৫০৩-৫০৫

জপসঙ্কট, জপকৃচ্ছ্র ইত্যাদি স্থলে হরণাখ্য ঐ চতুষ্টয়ের সন্ধানপূর্বক প্রয়োগ করণীয়; জপায়ুধবশী যে সুধী, তিনিই এরূপ প্রয়োগে কুশল। জপাদিস্থলে যেখানে দেশাদি বাধা জন্য 'ব্যাজ' (mal-formation) ঘটিতেছে, সেখানে সেটির

'অস্ত্রচিকিৎসা'-ও আবশ্যক হয়—for reduction or resolution. মধুকৈটভসংহারে যেরূপ—'পঞ্চবর্ষসহস্রাণি যুযুধে ভগবান্ হরিঃ'। এটি জপের 'সঙ্কটরূপ'। এর নিরসনে প্রহরণাদি চতুষ্টয়কে পরস্পর 'প্রতিযোগে' মিলাইতে হয়। এখানে প্রতিযোগ মানে পরস্পর পরস্পরে উপকুর্ব্বাণভাবে যুক্ত হওয়া—in co-ordination. যুদ্ধনীতিতে তার সকল অঙ্গাগুলির যেমন। —A co-ordinated strategy of offence and defence. যেমন, প্রহরণ-প্রতিহরণ পরস্পর অপেক্ষা রাখিবে; আহরণ-সংহরণও। সংহরণের নিমিত্ত, যাহা সংহরণীয় তার 'মৃত্যুবাণ' পাওয়া চাই, এবং সে সংহৃত শক্তিও আত্মনীনরূপে আত্মায় আহৃত হওয়া চাই।

হরণে 'উচ্ছ্রয়' (emphasis) রহিলে, যেটি হয়, তার তেজঃ হরণ করে, এবং তার 'কূট' (organised complex) কৃন্তন করে, এমন আয়ুধই সংগ্রহ করিতে হইবে (যেমন—'হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ। সা ঘণ্টা...' ইত্যাদি।) 'ঘণ্টা' অবশ্য নাদরূপা—নাদের এক বিশিষ্ট সমর্থ স্পন্দন লহরী।

জপাদির 'কৃচ্ছ্র' ভাব অপনোদনের জন্য জপকে রসায়নরূপে পাইতে হয়; অর্থাৎ, এবম্প্রকার জপযোগ, যাতে জপ রসকে তার পূরণে পাইতে পারে। এ স্থলে পূরণের উপর 'উচ্ছ্রয়'। যেমন, কৃচ্ছ্র জপস্থলে নাদকে অগ্রে সন্ধান কর; নাদ আসিলে জ্যোতিঃ এবং রস স্বভাবতঃই আসিবে।

**১৭।। অষ্টোত্তরশতেনায়ুষ্যম্।।**

অষ্টোত্তরশতদ্বারা 'আয়ুষ্য'॥

'আয়ুষ্যং' মানে যেটি 'পুষ্টিবর্দ্ধনং'—what makes it grow and unfold.

রসেনাপূর্য্যমাণং স্যাদায়ুষ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
যেন জপঃ প্রমুচ্যেত মৃতেরেব ন চামৃতাৎ॥
প্রাণব্রহ্মামৃতং তস্য স্পন্দঃ স্বারসিকো মহান্।
মৈত্রেণ প্রাণসাযুজ্যং বৈরাৎ প্রাণবিয়োজনম্॥ ৫০৬-৫০৭

রসে আপূর্য্যমাণ হইতে থাকিলে, জপ হয় আয়ুষ্য, পুষ্টিবর্দ্ধন—যেমন,

মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে। সেরূপ হইলে, জপ মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়, আর, অমৃত থেকে বিযুক্ত হয় না। সে অমৃত বস্তুটি কি?—সাক্ষাৎ প্রাণরূপী ব্রহ্ম। জপ তো মুখ্যতঃ প্রাণের প্রযত্ন। যাবৎ জপ মুখ্যপ্রাণদ্বারা সাক্ষাৎ প্রাণব্রহ্মে যুক্ত না হয়, এবং প্রাণব্রহ্মের অমৃতরসে নিষ্ণাত না হয়, তাবৎ সে জপ ক্লান্তি, জরা, মৃত্যু থেকে মুক্ত নয়। প্রাণব্রহ্মে যুক্ত হইলে, জপের স্পন্দ হয় 'স্বারসিকো মহান্'। জপকে আর কিছু থেকে রস পাইতে হয় না; আপন স্বরসেই মহীয়ান হয় সে। এই যে 'স্বারসিক মহান্', এর সঙ্গে মৈত্রসম্পর্কে রহিলেই সব কিছুর (কেবল জপ বলিয়া নয়) প্রাণসংযোগ; এবং এর সঙ্গে বৈরসম্পর্ক হইলে প্রাণ-বিয়োগ। অতএব, 'স্পন্দঃ স্বারসিকো মহান'—এর সন্ধান, আর, তাতে যুঞ্জান হইতে পারাই জপাদি সর্ব সাধন।—To find and play on the chord of Grand Harmony inherent in all creation. যাবৎ রসকে অমৃতরূপে সাক্ষাৎ অনুভবে না মিলাইতে পারা যায়, তাবৎ রসের জন্য 'মাধুকরী' করিয়া বেড়াইতে হয়।

১৮॥ ত্রিত্রয়চতুর্ণাং পূরণাৎ॥

তিনবার তিন, আর, তার সঙ্গে চার—এ কয়টির পূরণে (বা গুণনে) অষ্টোত্তর শত॥

বস্তু কালশ্চ দেশশ্চ প্রত্যেকং ত্রিতয়ং যতঃ।
ছন্দোঽপি চ যতো মিত্রং কুশলমমৃতং মধু॥
অথবা বৈখরী বাক্ চ পশ্যন্তী মধ্যমা পরা।
মাত্রা বাপি চতস্রো যাঃ পাদাশ্চত্বার এব বা।
অতোঽক্ষিত্রয়বেদানাং পূরণাচ্ছতমষ্ট চ॥ ৫০৮-৫০৯

পূর্বে দেখান হইয়াছে—বস্তু, দেশ, কাল,—এ তিনের প্রত্যেকটি তিন 'মানে' (যথা, বস্তু—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ; ইত্যাদি) লওয়া যায়। এবং ছন্দঃকে (অনুকূলভাবে) মিত্র, কুশল, মধু, অমৃত—এই রকমে নির্বাচন করা হইয়াছে। সুতরাং, পরস্পর পূরণে ৩ × ৩ × ৩ × ৪ = ১০৮, এই সংখ্যা মিলিল।

অথবা, বাক্ বৈখরী প্রভৃতি ভেদে চার; মাত্রা এবং পাদও প্রত্যেকে চার। (যথা, গায়ত্রীতে উদয়-বিলয় ওঁকার বাদে চারিপাদ, এবং প্রতিপাদে চারিমাত্রা; ওঁকারে অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্রা—এই চারি-মাত্রা; জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তদতীত—এই চারি পাদ;—এইরূপে নানা অনুবন্ধে পাদ-মাত্রার চতুষ্ট্ব বিচার করিবে।)

এইবার 'ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুসে'—ত্রয়ী হইল যাঁর তিনটি চক্ষুঃ—তাঁতে প্রপন্ন হও। বল—'হে ত্রয়ীদৃক্! তুমি আমায় অষ্টোত্তর শত সংখ্যার সংখ্যানটি দেখাইয়া দাও!' তিনি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—'উত্তম। ত্রয়ী থেকে কর দৃষ্টি লাভ। চারি বাক, কিন্তু পরা তো কোন সংখ্যানে সাক্ষাৎ আসে না, কাজেই, তিন। চারি মাত্রা, কিন্তু অর্দ্ধাকেও সংখ্যার ঊর্দ্ধেই রাখ, কাজেই, সেই তিন। চারি পাদ, কিন্তু তুরীয়কে সংখ্যায় না আনিলে, আবার সেই তিন। এই তিন তিনের পূরণে ২৭। এর সঙ্গে (উদয়-বিলয়, অবর-বর) দুই সেতুসন্ধি, এবং আবিঃ ও রাত্রি, সমা ও অমা, এই দুই মেরু—এই চার সংখ্যা গুণ কর। পাইলে ২৭ × ৪ = ১০৮।'

আগে জপের 'আয়ুধ্য' এবং 'আয়ুষ্য' বলা হইল, আর, সেই প্রসঙ্গে দশধা জপ এবং অষ্টোত্তরশতধা জপের যুক্তিও বিবেচিত হইল। এইবার, ঐ দুটির সাধন সম্পর্কে—

**১৯।। কুশলেনায়ুধ্যং মধুনা চায়ুষ্যম্।।**

কুশলের দ্বারা আয়ুধ্য, মধু দ্বারা আয়ুষ্য॥

কশ্মলমূলমুৎপাট্য প্রাপঞ্চিকানুসন্ততম্।
মৈত্রায়ণং হি প্রাণানাং কুশলমায়ুধং মহৎ॥
কুশবল্ লাতি গৃহ্নাত্যভদ্রমূলঞ্চ বাধতে।
ভদ্রমূলপোষণাত্তন্ মধুনায়ুষ্যমেব চ।
শঙ্করারেঃ সঙ্করস্য সংহারাত্তচ্চ শঙ্করম্॥৫১০-১১

নিখিল প্রাপঞ্চিকে অনুসন্তত কশ্মলের মূল উৎপাটনে পটু যে জপায়ুধ, সেটি অবশ্যই প্রাণের মৈত্রায়ণ, এবং সেহেতু, সেটি 'কুশলং মহৎ'। গীতায় পঞ্চদশ

অধ্যায়ে যে পাদপের প্রসঙ্গ আছে, তার সঙ্গে এই প্রাপঞ্চিক পাদপটির তুলনা কর। সে পাদপের অনুসন্তত এবং সুবিরূঢ় মূলের কথা আছে, এবং অসঙ্গরূপ দৃঢ়াস্ত্র দ্বারা সে মূল ছেদন করিতে হইবে। সুতরাং, সে মূল অনাত্মসঙ্গরূপ। এখানে, সেটিকে ক্লেশমূল কশ্মলরূপে ভাবনা করিতে বলা হইতেছে। ক্লেশমূল অবিদ্যা সন্দেহ নেই; সে মূল থেকে কাণ্ডের উদ্ভব, সেটি অস্মিতা। এই অস্মিতা অনাত্মমুখী হইলে বিষয়াদি সঙ্গ। সঙ্গ থেকে রাগ-দ্বেষ দুটি শাখা। এ শাখাদ্বয়ের সন্ধি ও বিধৃতিস্থলেই কশ্মল (এ শব্দটির রসায়ন আগে দেখিয়া মিলাইয়া লও; সুখস্বরূপ আত্মাকে অবচ্ছিন্ন জড়ীয়বৎ—শ্ম—লইলে কশ্মল)।

এর ফলে, আত্মা হয় নিরাকৃত। আত্মার স্বরসে পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত হইবে যে প্রাণ, সে প্রাণ বঞ্চিত হয় আপন আয়ুষ্য পুষ্টিবর্দ্ধন যে রস, তা থেকে। প্রাণ ধাবিত হয় উত্তরোত্তর ক্লেশ, জরা, মৃত্যুর পানে। এটি প্রাণের বৈরায়ণ। এ বিষমা গতিকে ফিরায়, আত্মার স্বভাব-জ্যোতীরসের দিকে নেয় যাহা, সেটি মৈত্রায়ণ। মৈত্রায়ণ ঘটাইবার দুটি উপায়—কুশলতা ও সরসতা। প্রথমটির দ্বারা বিশেষভাবে অভদ্রমূলের বাধন বা পরিহার। অভদ্রের মূলগুলি বিসর্পী, জটিল ও কুটিল এবং নিগূঢ়। কুশবৎ এদের গ্রন্থিকূট বেধ করিয়া, ভদ্রমূলগুলিকে মুক্ত ও রক্ষিত করিতে হয়। 'কুশবৎ লাতি গৃহ্ণাতি', তাই কুশল—like a skilled surgeon's probe and clincher. জপায়ুধের কৌশলে এই অভদ্রমূল পরিহারপূর্বক ভদ্রমূলবিবেচন ও সংরক্ষণ করিতে হয়। তারপর, সে ভদ্রমূলকে 'মধুনা', কিনা, আত্মার আপন রসে পোষণ কর। তা হইলে আয়ুষ্য। জপকর্মে এই দুটি মৈত্রায়ণের রূপ সযত্নে মিলাইয়া লইবে। যেমন, উদয়-বিলয় ক্রম—বিশেষতঃ অর্দ্ধমাত্রাসমাশ্রয়ে বাধা দেয়, কলাবিতানে পাদমাত্রাদির সুষমতা ভঙ্গ করে যেটি, সেটি কশ্মল, অভদ্র। প্রথমে নাদকে এ অভদ্র থেকে মুক্ত কর। কুশল হও। মুক্ত হইলে, নাদের ভিতরকার জ্যোতিঃ এবং রসে জপ আয়ুষ্য হইবে। শঙ্করারি যে সঙ্কর, সে সঙ্করের সংহারে জপ তখন হয় 'শঙ্কর'। শঙ্করের করে ত্রিশূল এবং ভালে সোমার্দ্ধ। আয়ুধ্য এবং আয়ুষ্যের সম্মিলন।

**২০।। মিত্রেণ সর্ব্বতো মৈত্রং চামৃতেণ পারায়ণম্।।**

মিত্রচ্ছন্দের অনুবর্তনে সর্বতোমৈত্র; অমৃতচ্ছন্দের অনুবর্তনে পারায়ণ॥

জপে যদি মিত্রচ্ছন্দে অগ্রগতি হইতে থাকে, তা হইলে, তার লক্ষ্য বা কাষ্ঠা যে কোথায়, তা বলা হইল—সর্বতোমৈত্র—সর্বতোভদ্র, সর্বতঃপ্রসাদন, ইত্যাদি (all 'hostile' reactions tend to disappear; all become congenial and friendly)। কেবল যে আপন যন্ত্রে এমন নয়, সর্বতঃ। আর, অমৃতচ্ছন্দের অনুবর্তনে মধুকুশলাদি সর্ববিধ মিত্রচ্ছন্দের পোষণ হইতে থাকে বলিয়া, ইহা সাধককে কষায়-কশ্মলাদির পরে যে সাক্ষাৎ জ্যোতীরস, তাতে লইয়া যায়। পারস্য অয়নং=পারায়ণম্। অথবা, পরায়ণস্য ভাবঃ পারায়ণম্। যেভাবেই লও, এটি ব্যতীত অমৃতচ্ছন্দ আপনাকে চরিতার্থতায় পায় না। যেমন, ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে 'তমসঃ পারং দর্শয়তি'। যেমন আবার—'ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা'। সাধনমাত্রে এই কাষ্ঠাদ্বয় লক্ষ্য করিয়া চলিতেই হয়। প্রণবাদিতে অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্রে পারায়ণ।

রতির্মধু ঘৃতং বীর্য্যং শ্রদ্ধা চ শর্করাহমলা।
ইতি ত্রিমধুসংযোগাৎ কুশলস্য রসায়নম্॥ ৫১২

যে কোন কুশল কর্ম হইতেছে; সেটির 'রসায়ন' হইবে কি প্রকারে? ত্রিমধুসংযোগে। ত্রিমধু—মধু=রতি; ঘৃত=বীর্য; বিশুদ্ধ শর্করা=শ্রদ্ধা। মাত্রা ঠিক রাখ কৌশলে, নচেৎ বিষক্রিয়াও সম্ভাবিত।

ত্রিকটুপূর্ব্বিকা শুদ্ধিঃ কষায়াণাং বিশেষতঃ।
ত্রিফলয়ানুলোম্যঞ্চ দোষাণামিতি কল্প্যতাম্॥ ৫১৩

পূর্ববিচারিত কষায়সমূহের শুদ্ধির নিমিত্ত বিশেষভাবে 'ত্রিকটু' সেবন করিবে। এবং যন্ত্রে দোষসমূহের অনুলোমতা সাধনের নিমিত্ত 'ত্রিফলা'। এগুলি কেবল স্থূলশোধনের বস্তু নয়; ত্রিমধুর ন্যায় এদেরও যথাযোগ্য অধ্যাত্মভাবনা করিয়া লইবে। যেমন ধর, হরীতকী=বিদ্যা, আমলকী=শ্রদ্ধা, বহেড়া=উপনিষৎ; ইত্যাদি। অথবা যথাক্রমে ওঁ-কারের অ, উ, ম। অথবা, হরীতকী=গায়ত্রী,

আমলকী=মধুমতী, বহেড়া=ত্র্যম্বক। এইরূপ, বাক্, কায় এবং চিত্তের কষায়মলনিবৃত্তির জন্য ত্রিকটু।

অতঃপর, তপস্ত্রয়।

বৈরাগ্যং ধৈর্য্যমভ্যাস ইতি তপস্ত্রয়ং শ্রয়েৎ।
মেধ্যং বৃষ্যঞ্চ হৃদ্যং যৎ তেনানুলোময়েজ্জপী॥ ৫১৪

ত্রিকটু প্রকারান্তরে তপস্ত্রয়রূপে বলা হইতেছে—বৈরাগ্য, ধৈর্য এবং অভ্যাস। আর, ত্রিফলা প্রকারান্তরে—মেধ্য, বৃষ্য, হৃদ্য; এ তিনগুণের দ্বারা জাপকের ভাবকর্মাদির অনুলোমতা হয়। (এই প্রসঙ্গে আহারাদি পঞ্চশুদ্ধিও ভাবনা করিবে।) মূলে, কিনা, প্রাণস্পন্দনে, যাও—

অরিস্পন্দনব্যাবৃত্ত্যা সপত্নং মিত্রতামিয়াৎ।
ততঃ সর্ব্বত আগচ্ছেন্ মৈত্রভদ্রপ্রসাদনম্॥ ৫১৫

নিজের জপাদিতে অরিস্পন্দন ব্যাবৃত্ত হইলে, অন্তর্বহিঃ যৎকিঞ্চিৎ সপত্ন বা অরি, তাও মিত্র হইতে থাকে। কাজেই, পরিশেষে সর্বতোমৈত্র এবং সর্বতোভদ্র প্রসাদন সাধিত হয়। (ভক্তের মুখে সারানিশি নাম শুনে যেমন বারবনিতাও হল 'পরমমহান্তী'।)

সাক্ষাত্বেন রসং জ্যোতি র্দুহানং যৎ তদমৃতম্॥
মধুকুশলমিত্রাণাং পোষণমমৃতাত্ততঃ॥ ৫১৬

'অমৃত' কেন বলা হইতেছে?—যে হেতু, সাক্ষাদ্ভাবে রস এবং জ্যোতিকে এটি দোহন করে (পরম্পরাভাবে নয়)। এবং সেই অমৃতেই মধু, কুশলাদি মিত্রবর্গের পোষণ হইয়া থাকে। মধু-কুশলাদির জ্যোতীরস সম্বন্ধে পরম্পরা সম্পর্ক; অমৃতের সাক্ষাৎ। মধু জপকে 'ভাল লাগায়'; কুশল জপকে 'ঠিক চালায়'; অমৃত জপকে করে জ্যোতীরসে অধিকারী অমর। আর, পারায়ণ?

মাত্রাপাদত্রয়াণাঞ্চ পারং নয়েজ্জপো যতঃ।
তুরীয়ালয়বিশ্রান্তিমতঃ পারায়ণং পরম্॥ ৫১৭

অ, উ, ম ইত্যাদিরূপ তিন মাত্রা, জাগ্রদাদিরূপ তিন পাদ, (অথবা, নাদ-কলা-বিন্দু, এই ত্রিপুটী)—এ সকল 'তিনের' পার যে 'তুরীয়ালয়বিশ্রান্তি', তাতেও জপ লয় বলিয়া, জপ 'পারায়ণং পরম্'। 'তুরীয়ালয়' বলাতে তুরীয় এবং তুরীয়াতীতও বিবক্ষিত। অতএব জপ অবম বা মধ্যম সাধন মাত্রই নয়, উত্তম সাধন। স্বাভাবিক রসোল্লাসধারা উৎসারিত না হওয়া পর্যন্ত সাধনভজন যেন পাথর কেটে কেটে কুয়ো খুঁড়ো যাওয়া।

**২১॥ জপঃ সারমেয়ঃ সর্ব্বপারীণত্বাৎ সৌরভেয়ঃ সর্ব্বসৌলভাদ্ বৈনতেয়ঃ সর্ব্ববৈদগ্ধ্যাৎ॥**

যেহেতু জপ সর্বপারীণ, অতএব ইহা 'সারমেয়'; যেহেতু সর্বসৌলভ, তাই সৌরভেয়; যেহেতু সর্ববৈদগ্ধ্য, তাই বৈনতেয়॥

এই সূত্রে জপকে কয়টি রূপকে বলা হইতেছে। প্রথমে, বৈদিক উপাখ্যানে 'সরমা'।

সর্ব্বস্য চায়তে পারমাম্নায়ে সরমা যথা।
হিত্বাঽসারঞ্চ সর্ব্বস্য সারমানমিতো জপঃ॥
পুরঃ সরতি মাত্যেব পদো মাত্রাশ্চ সম্মিতঃ।
জাপকঞ্চ নয়েৎ পারং সারমেয়স্তমাশ্রয়েৎ॥ ৫১৮-১৯

বৈদিক উপাখ্যানে সরমা সকলের পারে গমন করেন; এইরূপ, যা কিছু অসার, সেটিকে পরিহার করিয়া জপ সার যে মান, তাতে যায় (ইতঃ=গতঃ), এবং সেটি প্রাপ্ত হয়। দেশাদি নিমিত্ত কোন বাধাতেই জপকে বাধিত থাকিতেই হইবে না। জপ সর্বপারীণ। দেখ—'সরমা' শব্দে সর+মা, এই দৃষ্টি কর। এতে কি দেখিবে? পুরঃ, কিনা, অগ্রে, 'সরতি', চলিতেছে। ইহাতে জপের অগ্রগতি ও অভ্যুদয় সূচিত হইল।

চলিতে তো 'পদ' চাই! জপের পদ (বা পাদ) সম্মিত—অর্থাৎ, তার পাদে সম্যক্ রূপেই মাত্রার মান রাখিয়া চলিতে হয় (মাত্যেব)। এরূপ সম্মিতপদে পুরোগামী হইয়া সে কি করে? জাপককে সকল বাধা, সকল ক্রমসন্ধির পারে নেয়। অতএব, জপরূপী সারমেয়টিকে ভাল করিয়া আশ্রয় কর। তারপর, সুরভি—

সুরভিঃ কামধেনুশ্চ সৌরভেয়ো বৃষো মহান্।
সৌষ্ঠবেন জপো দোগ্ধি সৌলভেন চ বর্ষতি॥
শরীরে বাচি বা চিত্তে পাশবদ্ধং স্থিত চ যৎ।
আক্রান্তং গ্রন্থিকূটৈশ্চ বৈদগ্ধ্যং তদ্ধিতং খগে॥৫১০-২১

সুরভি প্রসিদ্ধা কামধেনু। সৌরভেয় মহান্ বৃষ। ধেনুতে দোহন, বৃষে বর্ষণ। দোহনে সৌষ্ঠব, এবং বর্ষণে সৌলভ (সুলভতা) থাকা আবশ্যক। এখন, বাক্‌রূপা যে কামধেনু, সেটিকে জপ সৌষ্ঠবে দোহন করে; এবং নাদরূপ যে বৃষ, সে বৃষও, উদয়-বিলয়-বিতান—সর্বক্ষেত্রেই জ্যোতীরসের সুলভবর্ষণকৃৎ হয়। এই সৌষ্ঠবদোহন এবং সৌলভবর্ষণ—এ দুটিই জপের 'সৌরভেয়' এই সংজ্ঞায় আসে। দোহনে অগ্নির, বর্ষণে সোমের মুখ্যতা। যথা, প্রণবের উদয়স্থলে দোহন, বিলয়স্থলে বর্ষণ। প্রথম স্থলে বাক্‌রূপী গো 'সুদুঘা' হওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয় স্থলে নাদবৃষের সোমসুতি (সবন) 'সুলভা' হওয়া চাই। শেষে, 'বৈনতেয়'—

শরীরে, বাকে অথবা মানসে, যা কিছু বৈরপাশবদ্ধ (যেমন, লক্ষ্মণের নাগপাশ), যৎ কিঞ্চিৎ গ্রন্থিকূটদ্বারা আক্রান্ত, সে সকলই মোচনের নিমিত্ত যে বৈদগ্ধ্য আবশ্যক (বৈদগ্ধ্যং তদ্ধিতং), সে বৈদগ্ধ্য জপরূপী বৈনতেয়ে (খগেন্দ্রে) অবশ্যই রহিয়াছে।

অতএব, জপ একাধারে সারমেয়, সৌরভেয়, বৈনতেয়। এইবার, জপের অজপারূপটি বলা হইতেছে—

**২২॥ অজপা জাগরাজাগরাভ্যাম্॥**

**জাগর ও অজাগর, দুইভাবে অজপা॥**

বিশ্বে অহরহঃ 'হং সঃ' রূপে প্রাণাপানব্যাপার চলিতেছে। ভূতসামান্যে 'হ্সৌ'—সঞ্চিত সিঞ্চিতের ('reserve' and 'current' এর) অনুপাত চলিতেছে। বিশেষতঃ, প্রাণিপর্বে, ইহা 'হংসঃ' এই স্ফুটাকৃতিতে আসে। বিশ্বসাধারণ এই প্রাণনের 'জাগর' ও 'অজাগর' ভেদ দেখা যায়।

বিশ্বেঽস্মিন্ সর্ব্বতো নিত্যং হংসো হংসো জপক্রিয়া।
সর্ব্বস্য প্রাণমূলত্বাৎ প্রোতত্বাৎ প্রাণকর্ম্মণা॥
জাগরেঽজাগরে বাপি কৃতকোঽকৃতকোঽপি বা।
হংসো জাগর্ত্ত্যবিচ্ছেদমন্তর্বহির্বিরাজ্যণৌ॥ ৫২২-২৩

যেহেতু সবই মুখ্যপ্রাণমূল, এবং প্রাণকর্ম (প্রাণন) সবতাতেই ওতপ্রোত, সুতরাং এই বিশ্বে সর্বত্র 'হং সঃ হং সঃ' এই—জপক্রিয়া চলিতেছে। ভূতসামান্যে 'হ্সৌ' আকৃতিতে ঐ জপক্রিয়া গুণ্ঠিত মাত্র। এই বিশ্বানুস্যূত জপটি কোথাও সংবেদনে আসে; তখন এটি জাগরজপ; প্রায়শঃ এটি অবচেতনভাবেই চলে; তখন অজাগর জপ। কিন্তু এ দুই অবস্থাতেই 'হংসো জাগর্ত্তি'—হংসঃ স্বয়ং 'নিদ্রিত' হয় না; এবং অবিচ্ছেদে 'জাগর্ত্তি'। বিরাটে এবং অণুতে, উভয়ত্র। জাগর বা অজাগর জপকে বিষয় করিয়া।

জকারেণ পকারেণ তালব্যৌষ্ঠক্রমান্বয়াৎ.
অজপাজপসঞ্চারো বিশ্ববেম্নি বয়ত্যসৌ. ৫২৪

জকার তালব্য, পকার ওষ্ঠ্য। এ দুটির ক্রমান্বয় ধরিয়া প্রাণরূপী হংসঃ যেন তন্তুবায়ের মতই এই বিশ্ববয়নযন্ত্রে অজপাজপরূপ অতি বিচিত্র বাস (সঞ্চার) বুনিয়া চলিয়াছেন। 'তালব্য' বলিতে, বিশ্বের সকল সূত্র (শক্তিরেখা ইত্যাদি) একবার যেন কোন কেন্দ্রে জড়ো করা হইতেছে ('তালু' বা concave mirror-এর মত); 'ওষ্ঠ্য' বলিতে, সেই জড়োকরা সূত্রগুলি বাছিয়া বাছিয়া এ-মুখে ও-মুখে চালাইয়া বিচিত্র ছাঁদে গাঁথা হইতেছে। এই-তো বিশ্ববয়নের মূলরীতি, নয় কি? সর্বক্ষেত্রেই এটি পরীক্ষা করিও। এই যে Cosmic Respiration, এটি সমষ্টি-ব্যষ্টি, জাগর-অজাগর ভেদে দ্বিবিধ।

পরের সূত্রে অনুবৃত্তি হইতেছে—

**২৩।। অজং পাতীতি চাদ্ ব্যাপ্তেঃ ।।**

'আৎ', কিনা, আবর্ণে ব্যাপ্তি অর্থ লইয়া, 'অজ'-কে যেটি পালন করে॥

অনাদিভূতভব্যানাং প্রবাহপরিপালনাৎ।
মধুকৈটভবিঘাতাচ্চ রক্ষণাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
অজপ ইতি নাম্না বৈ খ্যাতো জপো নিরন্তরঃ॥
আদিতিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তিঃ সীমাস্পন্দনবৃত্তিতা।
যৎকিঞ্চিৎ স্পন্দতে তদ্বা অজপাজপতৎপরম্॥ ৫২৫-২৬

'অজ' শব্দে অক্ষরনিত্য পাই বটে, কিন্তু এ স্থলে, বিশেষভাবে ভূতভব্যের যে আদিরহিত প্রবাহ, সেইটি ধরা হইতেছে—the beginningless process of becoming. এই যে অনাদি প্রবাহ, এ প্রবাহের পরিপালন যার দ্বারা হয়, তাহা 'অজপ' (পা ধাতু)। অণু বা বিরাট্ সৃষ্টির সর্বত্র সর্বব্যাপিরূপে 'অজপ' জপ চলে বলিয়াই সৃষ্টিধারার পালন—যেমন, এই ব্যষ্টিশরীরে প্রাণের প্রবাহ শ্বাসকর্মের দ্বারা। এটি ফুরাইল কি সৃষ্টিও ফুরাইল! এই বিশ্বপালকের মূল ব্যাপারটি ধ্যানে রাখিবে—ধর, কোন পদার্থ তার স্বভাবে-স্বচ্ছন্দে তার কেন্দ্র বা নাভিতে আছে; কোন কিছু আসিয়া তাকে তা থেকে যেন টানিয়া সরাইল (ঘাত); সে হয়ত সরিলও কিছুটা; কিন্তু আবার, তার আপন স্বভাবকেন্দ্র থেকেই কে তাকে টানিয়া তাতেই ফিরাইল বা ফিরাইতে চাহিল। এ দুটি অপান-প্রাণ। এতেই সর্বসৃষ্টির পালন হইতেছে।

আবার দেখ—মধুকৈটভবিঘাত হইতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা (অজ)-কে রক্ষণ করে বলিয়াও 'অজপ'। ও স্থলে অর্দ্ধমাত্রাই অজপা। ব্রহ্মা অর্দ্ধমাত্রা সমাশ্রয়েই মধুকৈটভ ভয়মুক্ত হন। আমাদেরও তাই হইতে হয়, বিশেষ করিয়া উদয়-বিলয় সন্ধিস্থলে।

সৃষ্টিতে সর্বব্যাপী নিরন্তর যে জপ চলে, তার এই নিমিত্ত 'অজপ' সংজ্ঞা। এতে শেষে 'আ' যোগে কি সূচিত হয়? ব্যাপ্তি বটে, কিন্তু এ ব্যাপ্তি দুইভাবে দেখিতে

হয়—‘এই অবধি বা সীমা পর্যন্ত’, এবং ‘এই সব ব্যাপিয়া’। সেই মর্যাদা ও অভিবিধি। সৃষ্টিতে অন্তর্বহিঃ সমস্ত কিছুই তো স্পন্দনাত্মক। এই স্পন্দন সম্বন্ধেই ঐ দুই রকমে দৃষ্টি। এক—যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বে স্পন্দিত হয়, সে সবই ‘অজপাজপতৎপর’। অজপা স্পন্দিত কোন বস্তুকেই বাদ দেয় না, অণু অথবা মহৎ। দুই—সর্ব স্পন্দনের পরিসীমা এই অবধি, এর পারে আর নেই। প্রথমটিতে, নিখিল স্পন্দিতের অরপরিক্রমা; দ্বিতীয়ে, নেমি-পরিক্রমা।

পর সূত্রে বিভাজন দেখান’ হইতেছে—

**২৪॥ সমষ্টিব্যষ্টি-কুলাকুলাদিভির্দ্বিধা॥**

সমষ্টি-ব্যষ্টি, কুল-অকুল, ইত্যাদি দুই-দুই রূপে অজপা দ্বিধা।

সমষ্টিকারণাদীনি ব্যাপ্যাজপাজপক্রিয়া।
ব্যষ্টাবপি তথাত্বং স্যাদ্ ঘাতরোধনিয়ন্ত্রণাৎ॥ ৫২৭

স্পন্দনাত্মক সৃষ্টিধারায় ‘বিঘাত’ (interference, retardation, dissipation ইত্যাদি) জন্য যে ‘রোধ’, সে রোধকে নিয়ন্ত্রণ (control) করতঃ যেটি সে ধারার ‘পালন’ করে, তাকে বিশ্বভূতে অজপাজপ বলা হইয়াছে। সব কিছু সম্বেগ আপন কেন্দ্র, উৎস, নাভিতে ফিরিতে চায় এবং কতকটা পায় বলিয়াই ধারা অগ্রগা হইতেছে। নচেৎ, cosmic bankruptcy—বিশ্ব সব কিছুতেই ‘দেউলিয়া’ হইত। ব্যষ্টিতেও অন্যথা নয়। যেমন, শ্রমের পর বিশ্রান্তি, জাগরের পর সুষুপ্তি। এ শরীর যন্ত্রের কথাও ভাব। শরীর কোষসমূহে metabolism বিশেষতঃ। যে কোন স্পন্দগুচ্ছের নিজস্ব এক ‘আকৃতি’ ও ‘জাতি’ থাকে। যেখানে ‘জাতি’, সেখানেই ‘লজ্জা’ (পূর্ব আলোচিত)। লজ্জা তাকে আপন ধর্মে পালন ও রক্ষণ করে।

সমষ্টি কারণ, সমষ্টি সূক্ষ্ম, সমষ্টি স্থূল—এ তিনের অন্বয়ে ব্যষ্টিকারণাদি ধরিয়াই অজপার ব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে। সমষ্টি জপের কথা পরে আসিতেছে; তার আগে, কুল-অকুল-ভেদটি ভাবনা কর।

সামরস্যং সমাশ্রিত্য শক্তিশক্তিমতোর্জ্জপঃ।
কুল ইতি তমুদ্দিশ্য কুলকুণ্ডলিনীজপঃ॥ ৫২৮

শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদসামরস্য সমাশ্রয়ে যে জপ, তার 'কুল' সংজ্ঞা; সেই কুল, কিনা, অভেদ সামরস্যকে, উদ্দেশ করতঃ যে জপ, তাকে 'কুলকুণ্ডলিনী জপ' বলে। ক্রিয়াকারকফলভেদ এ প্রকার জপে থাকে না,—'আমি জাপক, এই মন্ত্রাদি কারক দ্বারা এই ফলাশায় জপ করিতেছি—' এই রূপটা থাকে না। সাধকের এই কুণ্ডলিনী জপের অপেক্ষায় যথাশক্তি, যথাবিধি জপ করিয়া যাইতে হয়। কুণ্ডলিনী জপ প্রবৃত্ত হইলে 'হংসঃ' বামায় যাইয়া হয় 'সোঽহম্', এবং সেটি 'কুল', কিনা, ব্রহ্মালয়ে লইয়া যায়। কুণ্ডলিনী জপের উদ্দেশ্য কুল, তাই কুলকুণ্ডলিনী। উদ্দেশ্যকে লক্ষণায় লইয়া কুণ্ডলিনী জপকে 'কুল জপ'-ও বলা যায়। এতে, মূলাশক্তি পরম শক্তিমানের অভেদসামরস্যে আসিবেন বলিয়াই স্বয়ং জপরতা হইয়াছেন। যেমন, গৌরীর তপস্যা।

অকুল—

অকুলো ভেদমাশ্রিত্য কারকফলকর্ম্মণাম্।
অসামরস্যবৃত্তিত্বাৎ সাক্ষাত্ত্বেন ন লাতি কম্॥ ৫২৯

কারকফলকর্মের ভেদ আশ্রয় করতঃ অকুল জপ চলে, সুতরাং, সাক্ষাদ্‌ভাবে সামরস্যে এ জপের বৃত্তি নাই; অতএব, এ জপ সাক্ষাদ্‌ভাবে 'কং' যে ব্রহ্ম, সে ব্রহ্মে ন 'লাতি' (লীনাতি ইত্যাদি)। ('কু' বলাতে শুধু 'ক' নয়, পরন্তু সমগ্র কবর্গের শক্তি ইহাতে আহিত।)

পুনশ্চ সমষ্টির প্রসঙ্গ হইতেছে—

সনাদবিন্দুমাত্রা যাঃ পঞ্চভিস্তাভিরৈশ্বরঃ।
চতসৃভিশ্চ হৈরণ্যো হ্যমাত্রবিরহাজ্জপঃ।
বৈরাজস্ত্রিসৃভির্জ্জাপ স্তির্য্যক্ষু গুষ্ঠিতো জপঃ॥ ৫৩০

ওঁকারের অ, উ, ম—এই তিনের সঙ্গো নাদবিন্দু (৪), এবং অর্দ্ধমাত্র-অমাত্র (৫)—এই পঞ্চের দ্বারা যে শুদ্ধ সম্পূর্ণ জপ, সে জপকে 'ঐশ্বর' জানিবে। পঞ্চমটি কারণ এবং কারণাতীত, এতদুভয় রূপ। এখন, পঞ্চাবয়ব ঈশ্বরজপ থেকে যদি অমাত্রকে বাদ দাও, এবং অর্দ্ধমাত্রকে সমষ্টিসূক্ষ্মপর্বে লও, তবে, ঐ চারিটির দ্বারা নিষ্পাদিত সমষ্টি-সম্পূর্ণ জপ হইল 'হৈরণ্য'। অর্থাৎ, হৈরণ্যজপ অমাত্রকে এবং সমষ্টি কারণকে সাক্ষাদ্‌ভাবে বিষয় করে না। মাত্রাত্রয় দ্বারা যে সমষ্টিরূপ, সেটি 'বৈরাজ'। আর, নিখিল তির্য্যক্ সৃষ্টিতে যে জপ চলিতেছে, সে জপ 'গুণ্ঠিত'। 'তিরশ্চীন' বলিতেও পার। তা হইলে ঈশ্বর পদবী থেকে এই তির্য্যক্ সৃষ্টি অবধি জপ সর্বতোব্যাপী। ঈশ্বরজপ পূর্ণ, নিরতিশয় শুদ্ধ ওঁকার। বাকের দিক্ থেকে—ঈশ্বরজপে পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী, এই চারিটিই অধিকৃত; হৈরণ্যে কেবল পরা বিষয় নয়; বৈরাজে মধ্যমা এবং বৈখরী অধিকৃত।

**২৫॥ সর্গাদ্যভিমুখীকৃত্য প্রাণস্য বৃত্তিত্বাদজপায়া অপি জপত্বম্॥**

**সর্গাদির অভিমুখীনভাবে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি হওয়ায়, অজপাও জপ॥**

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ লয়ো মন্বন্তরং তথা।
মুখ্যপ্রাণস্য সর্ব্বত্র বৃত্তিতান্বয়হেতুতঃ।
জপস্যাকৃতকত্বেঽপ্যবিনাভাবিত্বমিষ্যতে॥
তত্তৎকর্ত্তৃকৃতেঃ সাধ্যং কৃতকমিহ মন্যতে।
কৃতিনিষ্পাদ্যতাভাব-বিশিষ্টত্বে তদন্যথা॥
মন্ত্রেশ্বরৈঃ কৃতো জাপো মন্ত্রিণস্ত্বজপা ভবেৎ।
কৃতকাকৃতকৌ স্যাতাং মন্ত্ররাড়্-মন্ত্রিভেদতঃ॥ ৫৩১-৩৩

সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্বন্তর, প্রতিসঞ্চরাদি প্রলয়—এ সকলেই মুখ্যপ্রাণের সাধনাবচ্ছেদকতা আছে; অর্থাৎ, এ সকলের প্রত্যেকটির সংসাধক, সংঘটক মুখ্যপ্রাণ। মুখ্যপ্রাণ ব্রহ্মের সর্গাদিরূপে গতিমৎ রূপ। অতএব, প্রাণই নিজেকে সর্গাদিরূপে লইয়া থাকে। সুতরাং, প্রাণের মূল প্রাণনাকৃতি যে 'হংসঃ', সেটির বিনাভাব বা ব্যভিচার কুত্রাপি নেই। সর্বত্র এর অন্বয়ই রহিয়াছে। 'হংস ঋতং বৃহৎ'।

তা হইলে, জপকে শুধু 'কৃতক' লক্ষণে না রাখিয়া যদি তাকে অকৃতক-ও ভাবনা কর, তবে, সে প্রকার জপেরও অন্বয় সর্গাদিতে সর্বত্র, ব্যতিরেক নেই। মুখ্যপ্রাণবৃত্তি এবং জপ, দুই-ই অকৃতক রূপে সমব্যাপ্তি।

'অকৃতক' বলে কাকে? তত্তৎকর্তৃকৃতিনিষ্পাদ্যতাবিরহবিশিষ্ট। সেই সেই বা এই এই কর্তার কৃতি বা কর্মের দ্বারা যেটি নিষ্পাদ্য বা সাধ্য, তাকে বল 'কৃতক'। যেমন, এই আমি কর্তা, এই জপকর্মটি করিলাম। কিন্তু এ-বা-সে কর্তার কৃতিনিষ্পাদ্য যেটি নয়, সেটি 'অকৃতক'। সুতরাং, এ-বা-সে কর্তার কর্ম থাকুক আর নেই থাকুক, সেটি থাকিবে—অবিনাভাবী, নিত্য।

ঈশ্বরাদি যাঁরা প্রণবাদি মন্ত্রের মন্ত্রেশ্বর, তাঁদের 'কৃত' যে জপ, সে জপ এ-বা-সে জপকর্তা (মন্ত্রীর) সম্বন্ধে অকৃতক, অব্যতিরেকী, নিত্য। মন্ত্রীর সম্বন্ধে সে জপ অজপা। মন্ত্রেশ্বর আর মন্ত্রীর ভেদ মনে রাখিতেই হয়। মন্ত্রেশ্বরের শুদ্ধ, সম্পূর্ণ জপ তো সর্বদা চলিতেছে; আমি মন্ত্রী, আমাতেও অজপাজপরূপে সেটি রহিয়াছে, আর তার বিরাম-বিচ্ছেদও নেই। যেন, আমার ভিতরে সুরচ্ছন্দের সিদ্ধবীণা পূর্ণরূপে বাঁধিয়া শুদ্ধরূপে বাজাইয়াই চলিয়াছেন তিনি; আমার হাতে-নেয়া অপর এ বীণাটিকে ঐ নিত্যসিদ্ধবীণার আপন ঝঙ্কার অনুসারে বাজাব কি করিয়া!

মন্ত্ররাট্ এবং মন্ত্রী—এই ভেদ লইয়াই কৃতক-অকৃতকের ভেদ বুঝিবে। মন্ত্ররাট্ সম্বন্ধে যেটি কৃতজপ, সেটি তোমাতে আমাতে অকৃতক—তিনিই করিতেছেন, তুমি বা আমি সেটি করিতেছি না। পক্ষান্তরে, তোমার বা আমার কৃত যেটি, সেটি তাঁর কৃতের নিত্য আধারেই চলিতেছে, এবং সে আধারেই (যেটি তোমা-আমা সম্বন্ধে অকৃতক) মিলিতে প্রয়াস করিতেছে। যেমন, সাগরের জলরাশি আর সরিতের প্রবাহ।

অতএব, মন্ত্ররাট্ মুখ্যপ্রাণনরূপে বিশ্বভুবনে যে জপ করিতেছেন, সে জপ আমাতে অজপা। আর, আমার অজপা তাঁর জপ।

পরের সূত্রে অজপার জপত্বের হেতু স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে—

**২৬।। অভীষ্টমুদ্দিশ্যাভিমুখ্যচ্ছন্দোবৃত্তিতাবচ্ছেদকত্বাজ্জপস্য।।**

কেননা, জপ কোন অভীষ্টকে উদ্দেশ করতঃ, সে উদ্দেশ্যের অভিমুখীন-ছন্দোবৃত্তিমান্ হইয়া থাকে।

জপ কৃতক বা অকৃতক হৌক্, তাকে জপই বলা হৌক্ আর অজপাই বলা হৌক্, তাতে সূত্রোক্ত ওই সাধারণ লক্ষণটি বর্তিবেই। কোন অভীষ্ট; সে অভীষ্টকে উদ্দেশ করিয়া গতি; গতি নানাপ্রকারে হইতে পারে, হয়-ও। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের ঠিক 'অভিমুখীন' (অনুকূল, উপকারক, মিত্র) যে ছন্দঃ, সে ছন্দে গতিবৃত্তি হইতেছে তো? এই 'আভিমুখ্যচ্ছন্দোবৃত্তিতা' ধর্মটি সে গতিবৃত্তিতে আছে তো? জপ এমন এক ক্রিয়া, যাতে এ ধর্মটি অবশ্যই থাকা চাই (তাই, জপকে 'অভ্যারোহ', 'ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি', ইত্যাদি লক্ষণে দেখান' হইয়াছে)।

বৈখরীজাপকো মন্ত্রী মধ্যমাং প্রবিশেদ্ যদা।
তদান্তঃ পুরুষেণৈব কৃতো জপো ন মন্ত্রিণা॥ ৫৩৪

বৈখরীভূমিতে মন্ত্রজাপক যেই 'সেতুপার' হইয়া মধ্যমায় প্রবেশ করিল, সেই, তার জপ আর তার নিজের জপ রহিল না, তার 'অন্তঃপুরুষের' জপ হইল। তখন তার জপও হইল অজপা।

কৃতকোঽকৃতকশ্চাপি কৃতকাকৃতকস্তথা।
কৃতকোঽকৃতকো নো বা জপ এব চতুর্ব্বিধঃ॥ ৫৩৫

কৃতক এবং অকৃতক, কৃতকাকৃতক, আর, কৃতকও নয় আবার অকৃতকও নয়—জপের চারিটি বিধা। কিরূপ?

হংসঃ শুচিষন্ মন্ত্রে তচ্ চাতুর্ব্বিধ্যং প্রকল্পিতম্।
ঋতং বৃহদ্ধি রূপেণ কৃতকোঽকৃতকো ন বা॥
ইষ্টং কিঞ্চিৎ সমুদ্দিশ্যাভিমুখ্যচ্ছন্দসা গতিঃ।
স্থিতিশ্চাপি লয়শ্চাপি তত্তদ্‌বিশেষণো জপঃ॥
বীজাদৌ স্ফটিকাদৌ বা তির্য্যক্ষু সহজোঽনম্।
জড়রেণুসমাহারে সর্ব্বত্র লক্ষণান্বয়ঃ॥ ৫৩৬-৩৮

পূর্বসূত্রে জপের কৃতক এবং অকৃতক ভেদে যে দ্বৈবিধ্য দেখান হইল, বর্তমান সূত্রে সেটিকে প্রসারিত করতঃ জপের চাতুর্ব্বিধ্য বলা হইতেছে। দ্বৈবিধ্যের প্রসারণে

এই চাতুর্ব্বিধ্য। এই চারি প্রকারে কৃতকাকৃতক স্থান পাইয়াছে। এটি মিশ্র-রূপ—কর্তা নিজে কোন কর্ম করে, আবার তার কর্ম অপর কিছু দ্বারা 'কারিত'-ও হয়—কিছুটা voluntary, কিছুটা spontaneous. তোমার আমার জপাদি কর্মে এই মিশ্ররূপটা থাকে; অভিনিবেশ কখনও বা এটায়, কখনও ওটায়। কখনো বলি—'জপ করছি', কখনো বা বলি—'জপ চলছে'।

আর একটা রূপ—অকৃতকও না, কৃতকও না। আগে সর্বাধিবাস যে পুরুষ, তাঁর ওঁকারাদিরূপ জপকে নিখিল বিশ্বের অজপার এবং জপের আধার ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তাতে মনে হইয়াছে—সে পুরুষ এই বিশ্বজপটি 'আমি করি', এইভাবেই যেন করেন; এ জপ স্বতঃই চলিতেছে, এ ভাব যেন তাঁতে নেই। অর্থাৎ, সে পরমপুরুষের কৃতিজন্য ঐ বিশ্বজপ। কিন্তু এস্থলে বলা হইতেছে যে—জপের এমন এক তুরীয়ভাব আছে, যেখানে মন্ত্রাদিরূপে তিনিও 'দর্শন' করেন অথবা 'পান'; সেটি 'জন্য' নয়, 'কার্য্য' নয়, 'অপৌরুষেয়'। তিনি তাঁর পরমপশ্যন্তী দৃষ্টিতে 'আবিষ্কার' করেন। এই অপৌরুষেয় ধর্মটি না থাকিলে নাম-নামীর যথার্থ এবং তত্ত্বতঃ অভেদ হয় না, নাম যেন নামীর কাছে কিছুটা 'নামিয়া' পড়েন!

জপ বা জপ্যের এই যে তুরীয়ভাব, এটি বিশেষ করিয়া, 'ঋতং বৃহৎ' রূপে সর্বত্র চলিতেছে—বিশ্বেশ্বরের যে বিশ্বজপকৃতি, তাতেও চলিতেছে। প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋকে জপের এই চারিটি রূপই প্রদর্শিত। 'শুচিষৎ' ইত্যাদিতে অকৃতক (রহিয়াছে, চলিতেছে) রূপ; 'অদ্রিজা গোজা' ইত্যাদিতে কৃতক এবং কৃতকাকৃতক দুটি রূপ; এবং 'ঋতং বৃহৎ'-এ তুরীয় রূপটিও শ্রুত হইয়াছে।

জপের সাধারণ, ব্যাপক লক্ষণ কারিকায়—'ইষ্টং কিঞ্চিৎ' ইত্যাদিতে বলিয়া বলা হইল—'আভিমুখ্যচ্ছন্দসা' গতিতে সৃষ্টিও হয়, স্থিতিও হয়, লয়ও হয়। এবং ফলের লক্ষণায় জপকে সৃষ্টিজপাদিও বলা যায়—'তত্তদ্‌বিশেষণঃ'।

শেষে, বীজে অঙ্কুরোদগম; উপযুক্ত দ্রাবকে কোন কেন্দ্র পাইয়া স্ফটিকের সংগঠন, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ প্রাণীদের 'সহজোহন' (instinct) দ্বারা কুলায়াদি নির্মাণ; জড়ে ইলেকট্রন-প্রোটনাদি দ্বারা আণবী আকৃতি রচনা;—এ সকল দৃষ্টান্তেই জপের ঐ ব্যাপক লক্ষণটি যোজনা করিবে, এবং জপের বিশ্বরূপ ধ্যান করিবে।

**২৭।। সৌরচান্দ্রমসৌ সৌষুম্নশ্চ।।**

সৌর, চান্দ্রমস এবং সৌষুম্ন ভেদে ত্রিধা॥

> বিকিরতি হ্যপানস্য মুখ্যত্বাৎ সৌর-পৈঙ্গলঃ।
> সমশ্নাতি চ প্রাণস্য চান্দ্রমস ইড়াশ্রয়ঃ॥
> অপানপ্রাণমুখ্যত্বাদ্ দ্বিবিধশ্চাজপাজপঃ।
> ব্রহ্মাণ্ডে স্থূলসূক্ষ্মেঽস্মিন্ জপো ব্যাসসমাসতঃ॥ ৫৩৯-৪০

অপায়ী যে অপান, তার মুখ্যতানিবন্ধন 'পিঙ্গালানাড়ী' (path of outgoing function, power expenditure, radiation), 'সৌর' আখ্যা পায়। (যেমন, প্রত্যক্ষ ঐ সূর্যে তেজোবিকিরণের মুখ্যতা দেখি; সেইরূপ, সর্বভূতেই শক্তিবিকিরণমুখ্য যে 'নাড়ী', সেটি 'পিঙ্গালা'; এটিকে কেবল স্থূল, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতেই দেখিও না।) পক্ষান্তরে, অপানের প্রতিযোগী যে প্রাণ, সে প্রাণ 'উপায়ী'; এই প্রাণ 'ইড়াশ্রয়' হইয়া 'সমশ্নাতি'—সব কিছুকে আপনাতে টানিয়া লয়, আত্মসাৎ করে (draws in and assimilates)। পিঙ্গালায় হেয়ের হান যেমন, ইড়ায় উপাদেয়ের উপাদানও তেমন। অবশ্য, বিকিরণ মাত্রই এটম্ বম্ব প্রভৃতির fall-out এর মতো হেয় নয়। শ্রেয়স্কর বিকিরণ আছে। উপাদান সম্বন্ধেও এই কথা। 'ইড়া' উপলক্ষণায় যেটি আসে, সেটি 'চান্দ্রমস'। (যেমন, প্রত্যক্ষ ঐ চন্দ্র, সূর্য হইতেই তাপ-আলোকাদি পায় বটে, অথচ এক বিরাট্ commutator and fertilizer যন্ত্রের মতো সে শক্তি এই পৃথিবীর শান্তি ও পুষ্টিকর্মে লাগাইতেছে।) পূর্ব পূর্বগ্রন্থে সূর্যচন্দ্রমাদি তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে। এখানে বিশেষ করিয়া নাড়ী, এবং তদাশ্রয়ে, জপের কথা হইতেছে। সূর্যনাড়ীতে জপ আর চন্দ্রনাড়ীতে জপ। এ দুটিতে কোন্ কোন্ তত্ত্ব, কোন্ কোন্ ভাব বা আকৃতি মুখ্যভাবে আছে, এটি দেখিয়া জপের সৌর-চান্দ্রমস ভেদটি বুঝিতে হইবে। জপকে ব্যাপক ভাবে লইয়া, কিনা, অজপাকেও জপে অন্তর্ভাব করতঃ, ঐ ভেদ প্রণিধান করিতে হইবে। কেননা, ব্রহ্মাণ্ডে স্থূল-সূক্ষ্ম সকল গ্রামেই অপান-প্রাণের মুখ্যতাভেদে এ জপ নিরন্তর চলিতেছে, ব্যাসে ও সমাসে।

প্রসঙ্গাতঃ, আমাদের সামগ্রিক পার্থিবসংস্থায় সৌরপ্রভাব যতটা স্পষ্ট,

চান্দ্রমসপ্রভাব যেন তাদৃশ নহে। চন্দ্র তো উপগ্রহ, তার নিজের তেজঃ নেই, তার প্রভাব আর কতটুকু!—এই ভাবে দেখিতে যাই। জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের দৃষ্টি অন্যরূপ। স্থূলতঃ, চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবী পৃষ্ঠে জোয়ার-ভাটা ইত্যাদির ক্রিয়া 'যৎসামান্য' নয়; তা ছাড়া সূক্ষ্ম পর্বের ক্রিয়াও আছে। সূর্যই প্রাণ সন্দেহ নেই, তথাপি এ প্রাণকে অপান-প্রাণরূপ অনুপাতে ঠিক যোগ্য মান মর্যাদা দান করিয়া তাকে পার্থিব প্রাণের পুষ্টিসাধনে রাখে মুখ্যতঃ ঐ চন্দ্র। তবে, কেবল স্থূলতথ্যাবগাহিনী দৃষ্টিতে সৌর-চান্দ্রমস তত্ত্ব, অথবা, পিঙ্গালা-ইড়া নাড়ী বুঝিতে যাইলে কুলাইবে না।

ঐ রকম আর একটা কথা। বর্তমানে হাইড্রোজেন বম্ ইত্যাদিতে পার্থিবপ্রাণ নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা আসন্ন হইয়াছে। এটি নিশ্চিহ্ন করাই যদি বিজ্ঞানরাক্ষসের অভীষ্ট হয় তো, তার এক 'অতি সহজ' উপায় আছে। সূর্য মহাতেজস্বী আর বহুদূরে। চন্দ্র বেচারী তো বৈজ্ঞানিক টাইটানের হাতের 'তেলোয়' বল্লেই হয়। একটা জোরাল রকেট ছেড়ে ঐ ক্ষুদে চাঁদটাকে 'ব্লো আপ্' করে দিলেই তো যত ল্যাঠা চুকে যায়! তা না, ওখানে এরি মধ্যে জমি বিলিবন্দেজ হতে লেগেছে! যাক্—বিজ্ঞানের কথায় আর কান দিও না। শোন—

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং ব্যাপ্যাপ্রভবনিলয়ো জপঃ।
সৌষুম্নবর্ত্মনা যশ্চ সুনুতে জাতবেদসম্॥
কেবলং জীবদেহে ন ভূতভব্যেষু সর্ব্বতঃ।
সৌরচান্দ্রমসাগ্নেয়-ত্রিমার্গগং চরাচরম্॥
জাগরাৎ কুণ্ডলীশক্তে র্ব্যবধা বিন্দুনাদয়োঃ।
সৌষুম্নেনেষুণা বিদ্ধা বিন্দুর্নাদায়তে যতঃ॥ ৫৪১-৪৩

যার প্রভব (জন্ম)-ও নেই, লয়ও নেই, এমন যে অনাদিনিধান জপব্রহ্ম, সেটি সূক্ষ্ম থেকে আরও, আরও সূক্ষ্মে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; এ সর্বব্যাপী মহাখগের পূর্বোক্ত সৌর-চান্দ্রমস দুটি 'পক্ষ'; এবং নিখিলের ব্যাসে ও সমাসে ইহার 'বিহার'। ব্যক্তরূপে, পিঙ্গালা এবং ইড়া, এই দুটি বর্ত্মে ইহা 'বিচরণ' করে বটে, কিন্তু অপর একটি অব্যক্ত বর্ত্মেও ইহার গতি হয়। সে বর্ত্মকে বলে 'সৌষুম্ন'। রহস্যভাষায়, এই বর্ত্মেই 'জাতবেদসে সুনবাম সোমম্'—ব্রহ্মাগ্নিতে সোমসবনটি হয়,

সুতরাং, জপ এতদাশ্রয়েই অমৃতের ধারা দোহন করে—'অপাম সোমমমৃতা অভূম'। এটি আগ্নেয় বর্ত্ম (Path of 'Basic Fire')। এ বর্ত্ম সচরাচর অপিহিত বটে, কিন্তু এর অপাবরণই অমৃতের সাধন।

এ কেবল জীবদেহের কথা নয়, ভূতভব্য সর্বত্র, চরাচর বিশ্ব সৌর-চান্দ্রমস আগ্নেয়—এই মার্গত্রয় অনুসরণ করিয়া চলিতেছে (ত্রিমার্গগং)। শেষেরটির স্থূল সাধারণ রূপটি (as burning, oxidation ইত্যাদি) সর্বভূতে পরিচিত, কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম সৌষুম্নরূপটিই অনুসন্ধাতব্য, অমৃতের নিমিত্ত। জপব্যাহরণে বিশেষতঃ। কিভাবে অনুসন্ধান হইবে?

কুণ্ডলীশক্তিকে জপসৌষ্ঠবে প্রথমে জাগাও। এই জাগরিতা কুণ্ডলীশক্তিই হোক্ তোমার জপ ধনুর জ্যা। সুষুম্নাকে সেই জ্যায়ে আরোপিত কর, যেন 'ইষু' বা শর। নাদবিন্দুর যে ভেদব্যবধান, সেই ব্যবধানই হোক্ বেধ-লক্ষ্য। সে ব্যবধা বিদ্ধ হইলে, বিন্দুই নাদ, আবার, নাদই বিন্দু। অর্থাৎ, তাদাত্ম্য।

পূর্বসূত্রে যে সৌষুম্নজপ কথিত হইল, সে জপকে বিশেষ বিশেষ 'চক্র' সংস্থা সম্পর্কে তিন পর্বে বলা হইতেছে—

**২৮॥ আগ্নেয়মামণিপুরং বৈদ্যুতমাকণ্ঠং জ্যৌতিষমাসহস্রারম্॥**

(আগ্নেয় যে সৌষুম্নবর্ত্ম) তার মণিপুর অবধি (বিশেষভাবে) আগ্নেয় সংজ্ঞা; কণ্ঠ অবধি বৈদ্যুত; আর, সহস্রার অবধি জ্যৌতিষ সংজ্ঞা॥

সৌষুম্নকুণ্ডলীজাপোঽজপা বাপ্যন্যথা সমম্।
ভূর্ভু বঃ সুবরাশ্রিত্য চাগ্নেয়ো বৈদ্যুতস্তথা।
জ্যৌতিষ ইতি ত্রৈবিধ্যং ভজত আনুপূর্ব্বিকম্॥ ৫৪৪

সুষুম্নাবর্ত্মাশ্রয়ে যে জাপ, সেটি কুণ্ডলীশক্তিজাপ, কেননা, কুণ্ডলীশক্তি জাগরিতা হইলে তবে এ জাপ প্রবৃত্ত হয়। আর, যেহেতু ইহা সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনীর জপ, এতে, অজপা আর তদন্য যে জপ, এ দুয়ের সমতা। ইড়াপিঙ্গলায় জপস্থলে তার আকৃতি 'হংস', এই সাধারণ জাতিতে থাকে; সুষুম্নায় তার বামাত্ব হইয়া 'সোঽহম্' আকৃতি হয়। এই শেষেরটির গতি স্বভাবতঃ জপক্রিয়ার বিরাম, উপরম, উপশমের দিকেই।

কিন্তু লয়টি হবার আগে যেন একটা 'দোলা' বা স্পন্দন চলে কিছুক্ষণ। হংসের 'জায়মান' রূপটা তার 'লীয়মান' ভাবটাকে যেন 'ছাড়িয়াও ছাড়িয়া দেয় না'। সোঽহম্-কে হংসে পুনঃপুনঃ ফিরাইয়া আনে। তাই জপের আকৃতিটি হয় 'হংসঃ সোঽহম্'। সুষুম্না বর্ত্মে এই যে 'ওঠা-নামা' (oscillation), এর ফলে অজপা-জপের সমতা সংঘটন হয়; দুয়ে দুয়ে মিলিয়া যায়।

সৃষ্টিতে সর্বত্র হংসঃ সোঽহমের বর্ত্মটি (কিনা, সুষুম্না) মুক্ত পাবার চেষ্টা আছে, কিন্তু কার্যতঃ মিলিতেছে না। হংসঃ প্রতিটিকে বিসর্গের বা বিস্তারের দিকে বিশেষভাবে লইতেছে, যদিও 'হং'-এ কেন্দ্রের দিকেও বৃত্তিটি রহিয়াছে। সুষুম্না হইল সেই বর্ত্ম, যদ্দ্বারা সব কিছু বিসর্গ আপন মূল নিসর্গ-নিলয়ে ফিরিতে পারে। ইড়া-পিঙ্গলাও সার্বভূমিক গতিবর্ত্ম। এটি পূর্বে দেখা হইয়াছে। তাই—'ইড়া পিঙ্গালা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী।'

এখন দেখ, 'হংসঃ' রূপে যে প্রাণন সর্বত্র অহরহ হইতেছে, সেটিকে যদি 'অজপা', আর, অব্যাপক অর্থে, ঐ প্রাণন কোন নির্দিষ্ট ছন্দে ও আকৃতিতে করাকে যদি বল 'জপ', তবে, এই অজপা-জপের, অর্থাৎ জপ-হওয়া ও জপকরার, সমতা যে সুষুম্নাশ্রয় ছাড়া হয় না, ইহা বুঝা যায়। কেননা, সুষুম্নাই সঞ্চিত শক্তি ('Store Energy') এবং সিঞ্চিতশক্তি ('Stall Energy'), এ দুটিকে অব্যবধায় মিলাইবার পথ। 'হওয়া' আর 'করার' মাঝে যে ব্যবধা, সে ব্যবধা কুণ্ডলীশক্তির জাগৃতি (availability as desired) ছাড়া যায় না। সাধারণ 'করা' মাত্রেই শক্তিসামর্থ্যের একটা সীমিত, পরিমিত রূপ থাকে—'এই অবস্থায় এতটা পারি, এর বেশী নয়'। 'করা' 'হওয়া' হইলে, এটা চলিয়া যায়। সুষুম্না হইল গতির ঐ কুণ্ঠিত, সীমিত, পরিমিত ভাবটা কাটাবার পথ।

কারিকায় আগ্নেয়, বৈদ্যুত এবং জ্যোতিষ—সৌষুম্নমার্গের এই তিনটি ভূমিকে যথাক্রমে ভূর্ভুবঃ স্বঃ-এর সঙ্গে যোজনা করা হইল।

আমণিপুরমাগ্নেয় আবিশুদ্ধঞ্চ বৈদ্যুতঃ।
জ্যোতিষ আসহস্রারং সর্ব্বত্রৈবং ভবেৎ ক্রমঃ॥ ৫৪৫

মূলাধারে যে শক্তি জাগৃতি ঘটিল, সেটি 'নাভি' বা মণিপুরে আসিয়া নিজেকে 'এই যে আমি অগ্নি, তেজঃ', এভাবে আবিষ্কার করে (Power discovers itself as actual, un-bounded Energy)। এই নিমিত্ত 'ভূঃ' সংজ্ঞায় আসে। 'I am'-এর ভূমি এই মণিপুর। কোন শক্তিই তার নেমি থেকে 'নাভিতে' না-আসা পর্যন্ত এই মহাবিষ্কারটি হয় না। তারপর, 'I become'—'এই দেখ আমি হইতেছি'। এটি 'ভুবঃ', এবং 'বিশুদ্ধ' অবধি এ ভূমি। 'বিশুদ্ধ' হইল সেই ভূমি, যেখানে 'হইতেছি' ভাবটি ঐ আকাশের মতোই আপনাকে বিশেষতঃ শুদ্ধতায় লইয়াছে। এইবার 'হওয়াটি' ব্রহ্মাক্ষর যে ওঁকার, তাঁর সাক্ষাৎ প্রশাসনে ('আজ্ঞায়') আসার মতো হইল। শিষ্য যেমন শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণে।

কিন্তু 'হইতেছি' বলিলেই তো 'কি হইতেছি' থাকিবে। সেটি 'স্বঃ'। ইহা 'ইষ্ট' বা পরম অভীষ্ট। সেই অভিন্ন জ্যোতীরসধাম। বর্তমান সূত্রে এটি 'জ্যোতিষ' নামে অভিহিত হইতেছে। সৌষুম্ন পথে শক্তি জাগৃতি এবং সমুত্থানের এই তিনটি ভূমিতে সম্যক প্রণিধান দিও—'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং'। তাই আবার—

অগ্নির্বিদ্যুচ্চ শুধ্যেতে বিশুদ্ধে সর্ব্বসংস্থিতে।
আজ্ঞাদ্বারেণ জানাতি জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্॥ ৫৪৬

আকাশের মত সর্বসংস্থিত এক তত্ত্ব, যার নাম 'বিশুদ্ধ'—the Purifier Principle which sublimates *all.* এতে আগ্নেয়ী এবং বৈদ্যুতী দ্বিবিধ গতিবৃত্তিই 'শুদ্ধ' হয়। প্রথমটিতে শক্তি তেজস্বিনী, দ্বিতীয়ে ব্যাপিনী ও সন্ধিনী। প্রথমটিতে, Power 'energises'; দ্বিতীয়ে, 'forges.' কিন্তু এই দুটিরই এক শুদ্ধিপরিসীমা না হওয়া পর্যন্ত, পূর্বোক্ত 'আজ্ঞাদ্বার' উন্মোচিত হয় না, যে দ্বার অপাবৃত হইলে তবে—'জানাতি জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্'। 'সহস্রার'=the Thousand-petalled Lotus. ইহার ভাব পূর্বে ধ্যান করা হইয়াছে।

পরের সূত্রে আকাশাদি পঞ্চক—

**২৯॥ আকাশাদিপঞ্চকৈঃ পুনঃ পঞ্চধা॥**

আকাশাদিতত্ত্ব ধরিয়া জপ আবার পঞ্চপ্রকার॥

আকাশমাত্রবৃত্তিত্বেঽশক্যনির্বচনো হি যঃ।
মহাস্পন্দো মহামৌনং শব্দস্য পরতঃ পরঃ॥

আকাশানন্দসিন্ধৌ যাঽখণ্ডোল্লাসোর্মিরুত্থিতা।
বীচিভঙ্গাদ্ ভবেদ্ যস্যাং বিশ্বস্পন্দস্য তায়নম্॥
অমাত্রঃ পরশব্দঃ স্যাৎ তন্মাত্রস্ত্বেকমাত্রিকঃ।
শব্দস্পর্শে দ্বিমাত্রত্বমেবং মাত্রাঃ প্রপূরয়েৎ॥
আকাশ আলয়স্পন্দো মাতরিশ্বাঽস্মিস্পন্দনম্।
অলোকলোকসামান্যাদালোকস্পন্দ এধসঃ॥
অপ্সু প্রতিলয়স্পন্দঃ ক্ষিত্যামবলয়স্তথা।
ইত্যাকাশাদিপঞ্চানাং পঞ্চত্বং জপকর্মণঃ॥৫৪৭-৫১

আকাশমাত্রবৃত্তি হইলে কি হয়? যার নির্বচন করা যায় না, এমন এক মহাস্পন্দ। এ মহাস্পন্দকে 'মহামৌন' এবং 'পরশব্দ' বলিতেও পার। শুদ্ধ যে ব্রহ্মাকাশ, তাতে কোন গতিবৃত্তি কল্পিত নয়। সে ব্রহ্মাকাশ প্রাণব্রহ্মস্বরূপ আকাশ হইলে, তবে তাতে ঐ মহাস্পন্দরূপা বৃত্তি। এটিকে পরে 'আলয়স্পন্দ'-ও বলা হইতেছে। পরশব্দকে পূর্বগ্রন্থে 'শব্দ-in-itself', 'Primordial Causal Stress' ইত্যাদিরূপে ধরার যত্ন হইয়াছে। ইহা ওঁকারের নাদ-বিন্দু-কলা, এই তিনের 'সম্পরিষ্বক্ত' ভাব—তিনটি পরস্পরে 'যেন জড়াইয়া' রহিয়াছে। এ 'আকাশ' আবার শান্ত বিপুল আনন্দ-সিন্ধু। আনন্দের 'আলয়' রূপই আকাশ। এই শান্ত আনন্দসিন্ধুতে আদৌ এক 'অখণ্ড উল্লাস ঊর্মি' (Entire Joy of 'total heaving') কল্পিত হয়—শান্ত সমাহিত আনন্দে যেন এক অখণ্ড উচ্ছ্বাস! এটিও অশক্যনির্বচন, তবে, হয়। আমাদের অনুভবেও অনুরূপ একটা আছে। তারপর, এই অখণ্ড উল্লাস বীচিভঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গিমায় আপনাকে ভাঙ্গিলে, তখন হয় নিখিল স্পন্দনের জন্ম ও বিতান।

লক্ষণমত, পরশব্দে এখনও মাত্রা অনুদিত, সুতরাং, পরবিন্দুতে অথবা পরনাদে যেমন তেমনি পরশব্দে, মাত্রা শূন্য এবং পূর্ণ, দুই-ই বলা যায়। Where dimension is both full and nil. এভাবে 'অমাত্র' পরশব্দ 'শব্দতন্মাত্র' হইলে 'একমাত্রিক' হয়—unidimensional. তখন পরশব্দকে শুধু 'এই শব্দবৃত্তি, আর কিছু নয়'—এইভাবে লইতেছি। অথচ, পরশব্দ তো শুধু 'শব্দমাত্র' নয়। তাতে 'শব্দ' এই এক বৃত্তিমাত্রা উদিত হইল, যখন সেটি শব্দতন্মাত্র হইল।—By a process of selflimitation : পরশব্দ limits and posits itself as শব্দতন্মাত্র। এতক্ষণে আকাশের এক বিশেষ গুণ বা ধর্ম হইল। বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'শব্দ'-কে এইবার Impulse বা Impulsion বলিতে পার, তবে ইহা physical মাত্র নয়। তারপর, নূতন এক মাত্রা যোগ কর—'স্পর্শ' বা Impact. দ্বিমাত্রিক—two-dimensional—মরুৎ-তত্ত্ব। এইভাবে মাত্রা পূরণ করিয়া চল। তেজঃ প্রভৃতি তত্ত্ব আসিবে। 'স্পর্শন্মাত্র'='impact' as pure ideation, abstracted from 'impulse'. এইরূপ অন্যত্র। ওদেশে প্লেটো প্রভৃতির দর্শনে যেমন, 'pure ideation' অতাত্ত্বিকতায়, অবাস্তবতায় যায় না।

এইবার, স্পন্দের দিক্ থেকে দেখ। সৃষ্টির 'হৃৎ' এবং 'আলয়' আনন্দ। এই বিপুল আনন্দরূপী আকাশে যে মূলস্পন্দ, সেটিকে 'আলয়স্পন্দ' বল। এর দুটি রূপ—পূর্বোক্ত 'অখণ্ডোল্লাস' এবং 'বীচিভঙ্গা'। তারপর, মাতরিশ্বা (বায়ু)-তে 'অলোকস্পন্দ'—অর্থাৎ, যেটি এখনও বিশেষ বিশেষ 'লোক' (sphere, field, zone ইত্যাদি) সংস্থায় আপনাকে 'রূপিত' (formulate) করে নাই—an unbounded Mobile Continuum characterized by two measures—impulse and impact. অবশ্য এটিও physical মাত্র নয়। এতে আকাশানন্দ যেন তপঃ পরায়ণ, নিখিল সাকার, সরূপ সৃষ্টির নিমিত্ত। এটিকে অস্মি-স্পন্দন কেন বলা হইতেছে, তাও আগেকার সেই তপঃসূত্রের দীপে দেখিয়া লইও। (অস্মিতাতে অহং-ইদং প্রভৃতি এখনও দানা বাঁধে নাই, প্রতিযোগিতায় আসে নাই।)

অতঃপর, 'আলোকস্পন্দন'। এটি অগ্নির—এধসঃ। 'আলোকে' পূর্বকথিত 'অলোক' (not defined as this sphere or that), এবং 'লোক' (defined as such), এ দুয়ের সমানাধিকরণতা হয়—দুই-ই তাতে সম্মিলিত হয়। অর্থাৎ, যাহা কোন 'লোকে' আবদ্ধ নেই, সেটি যেন লোকগণ্ডী মানিয়া লয়।—Continuum এবং Point, এ দুটি একসঙ্গে হয়; যথা, ইলেকট্রণাদি থেকে অহং পর্যন্ত সব কিছু সীমিত বস্তু। প্রত্যেকটি সত্তাশক্তির অসীমত্বের আধারেই সীমিত। এবং কোন বিশেষ ব্যবহার দৃষ্টিতেই সীমিত।

যেমন ধর, সাধারণ আলোকরশ্মি। কর্পাসল্ কিংবা 'ফোটনের' দৃষ্টিতে ইহা কোন পয়েন্ট অব্ টাইমে কোন পয়েন্ট অব্ স্পেসে আছে মনে করা যায়; কিন্তু উর্মিদৃষ্টিতে? অলোক ও লোক, এ দুটি ভাবই এতে একত্র রহে বলিয়া আমাদের

সেই পূর্বপরিচিত হাইজেন্‌বার্গ ইকোয়েশন্ অনুরূপ ক্ষেত্রে সাবকাশ। অর্থাৎ বেগমান এবং স্থিতিমান একসঙ্গো ধ্রুব করিয়া বলা যাইতেছে না।

অপ্‌তত্ত্বে শব্দের যেটি রূপ, তার নাম দেয়া হইল 'প্রতিলয়'। কোন বর্ত্ম বা প্রণালী ধরিয়া (as canalized) স্পন্দের যে ধারারূপ (flow) কোন অভীষ্ট অভিমুখে, সেটিকে 'প্রতিলয়' বলা হইতেছে। যেমন, অন্তঃকরণ যদি ইন্দ্রিয়প্রণালীতে কোন বিষয় অভিমুখে যাইয়া তার সঙ্গো 'লয়', কিনা, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আসে, তবে এই স্পন্দ-প্রতিলয়ের দৃষ্টান্ত মিলিল। জল যেমন তার পাত্রের আকারে আকারিত, অন্তঃকরণও তদ্রূপ বিষয়াকারে আকারিত। প্রতিলয়ে স্পন্দের প্রণালীবদ্ধভাব, সাবলীলতা এবং লক্ষ্যের সঙ্গো 'একাকারিতা'—এই তিন গুণ থাকিবে।

শেষকালে, ক্ষিতিতত্ত্বে 'অব', কিনা, অবষ্টম্ভপূর্বক লয়। ক্ষিতি স্থৈর্যের (stability-র) স্থল; সুতরাং এ স্থলে স্পন্দের অবষ্টম্ভ হওয়া আবশ্যক (as 'rest energy')। এটি সব কিছুর স্থিরতার জন্যই আবশ্যক। তথাপি, স্থলবিশেষে (as when rigidly inert), এটি 'কাটাইয়া' যাওয়াও আবশ্যক হয়। জপকর্মের যে স্পন্দন, তার আকাশাদিভেদে পঞ্চ অবস্থান আগে বিবেচিত হইয়াছে; এখানে আলয়াদিরূপে তাদিগকে দেখা হইল।

**৩০।। ইত্যতোঽপি দশধা জপঃ।।**

এইহেতুও জপ দশধা॥

কুলাকুলাদিভেদেন পূর্ব্বং দ্বৈধং জপস্য যৎ।
পঞ্চধাত্বেন তস্যৈব পূরণায় জপেদ্দশ॥
আকাশাদীনি যন্ মহ্যং জপন্ত্যসকৃৎ সকৃৎ।
গুর্ব্বাদিপঞ্চতত্ত্বানি পঞ্চকৃত্বো জপন্তি যৎ॥
গুরোরাজ্ঞা তথেষ্টস্যানুজ্ঞা শক্তিশ্চ চেতসঃ।
প্রতিজ্ঞা চ মনোঃ সংজ্ঞাঽভিজ্ঞা ধ্যানস্য জ্ঞায়তাম্॥৫৫২-৫৪

কুলাকুলাদিরূপে জপের দ্বৈধ পূর্বে বলা হইয়াছে; এখন আকাশাদিরূপে জপের পঞ্চধাত্বও বলা হইল। এই দ্বিধা × পঞ্চধা = দশধা। আকাশাদি সম্বন্ধে এই কথাটি সদাই মনে রাখিতে হয়—জপস্থৈর্য্যের নিমিত্ত ক্ষিতিতত্ত্বে অবলয় স্পন্দ অবশ্যই চাই

বটে, কিন্তু তাতে প্রায়শঃ 'গুরু'ভাব, আড়ষ্টভাবও আসিয়া থাকে। এটি কাটাইয়া জপকে সাবলীল এবং অগ্রগ করার নিমিত্ত প্রতিলয়। জপের তেজীয়স্ত্বের নিমিত্ত 'আলোক'; মহীয়স্ত্বের নিমিত্ত 'অলোক'; এবং ভূমত্বের নিমিত্ত 'আলয়' সাধনা চাই।

দেখ, আকাশাদি তত্ত্ব আমার জন্য (মহ্যং) সকৃৎ এবং অসকৃৎ যে জপ করিয়া চলিয়াছে, এবং গুর্বাদি পঞ্চতত্ত্ব (পূর্বে এবং অতঃপর কথিত) যে জপ পঞ্চকৃত্বঃ করিতেছে, সে উভয় জপে আমার নিমিত্ত দশধা জপ হইতেছে, ইহা ভাবনা কর।

অথবা আমার নিজের অজপা এবং 'জপা', এ দুটিকে ঐ আকাশাদির পঞ্চজপের সঙ্গে অন্বিত করিলেও দশধা। গুর্বাদি পঞ্চ বলা হইতেছে—গুরুতত্ত্ব হইতে আজ্ঞাখ্যা শক্তি; দেব বা ইষ্টতত্ত্ব থেকে অনুজ্ঞা; মনঃ হইতে প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প; মনু বা মন্ত্র থেকে সংজ্ঞা; এবং ধ্যানতত্ত্ব থেকে অভিজ্ঞা;—এই পঞ্চশক্তি সংগ্রহ করিয়া, সে পঞ্চশক্তিকে দক্ষিণা এবং বামায় (পূর্বে সূত্রিত) লইলেও দশধা। আজ্ঞাদি পঞ্চকে তলাইয়া বুঝিবে। 'জ্ঞা' ধাতুর আগে ঐ কয়টি উপসর্গে বিশেষ করিয়া ধ্যান দিও। যেটি জ্ঞাতব্য, সেটি জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও সীমা দেখাইয়া দেন গুরুতত্ত্ব; তাতে অন্বয় বা অনুবৃত্তি ঘটান দেবতত্ত্ব; সে সম্বন্ধে প্রত্যভিমুখীনতা ও প্রত্যয় দেয় মনস্তত্ত্ব; সে সম্বন্ধে সংজ্ঞান হয় মন্ত্রতত্ত্বে; এবং অভিজ্ঞান (একতান, ধ্রুবা স্মৃতি) হয় ধ্যানতত্ত্বে।

জপসূত্রে 'দশধা' প্রভৃতি সংখ্যারহস্য নানা অনুবন্ধে নানাভাবেই ভাবনা করা হইল। তবে অনুবন্ধের তো অন্ত নেই! যেমন ধর, 'সীতারাম'= স (১) + ঈ (২) + ত (১) + আ (২) + র (১) + আ (২) + ম (১) = ১০ (অক্ষরমাত্রা)। 'রাধাকৃষ্ণ'=র (১) + আ (২) + ধ (১) + আ (২) + ক (১) + ঋ (১) + ষ (১) + ণ (১) = ১০। 'গৌরীশঙ্কর' = ঐভাবে দশ (শং = ২)। 'সীতারাম' নামে অষ্টোত্তরশতও এইভাবে হয় (এই সেদিন আভাষে এটি জানিলাম)— 'ক' থেকে 'স' পর্যন্ত ২৫ + ৪ + ৩ = ৩২ অক্ষর পাদ; ঈ = ৪র্থ স্বর; ত = 'ক' থেকে ১৬ অক্ষর; আ = ২ স্বর; সর্বসমেত ৫৪। আবার, 'ক' থেকে 'র' = ২৭; আ= ২; 'ক' থেকে 'ম' = ২৫; সর্বসমেত ৫৪। সীতার ৫৪, আর রামের ৫৪ যোগ করিলে ১০৮। ইত্যাদি।

ইতি জপসূত্রে চতুর্থাধ্যায়ে জপবিভাজনং নাম তৃতীয়ঃ পাদঃ।

# চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

## চতুর্থঃ পাদঃ

**১॥ অজপায়া আজপোপযোগাজ্জপযোগঃ॥**

অজপার আজপে উপযোগ হইলে জপযোগ॥

সূত্রে 'আজপ' এক শব্দ; এটি দুইভাবে বুঝিতে হইবে—

আজপমিতি বোদ্ধব্যং দ্বিধা ব্যুৎপাদিতত্বতঃ।
জপসীমামতিক্রম্য সমাশ্রিত্যাজপান্বয়ম্॥
বৈরাজাদিশ্চ বৈশ্বাদিরজপা বিশ্বপালিকা।
ওতা প্রোতা চ ব্রহ্মাণ্ডে হংস ইত্যর্ত্তমেব চ॥
তদ্ধংসচ্ছন্দ আশ্রিত্য যো বৈ জপতি নিত্যশঃ।
সঙ্গাচ্ছতে জপো যস্য জপযোগী স উচ্যতে॥
ব্রহ্মাণ্ডনিলয়ামাদাবজপাং বৈ সমাশ্রয়েৎ।
তদুপযোগকাষ্ঠায়ামজপা চাজপো ভবেৎ॥ ৫৫৫-৫৮

অজপার ভাব আজপ, এই একভাবে ব্যুৎপত্তি; আ+অজপ=আজপ, অর্থাৎ, অজপের, জপশূন্যতার প্রান্ত অবধি, এই আর একভাবে ব্যুৎপত্তি। পরেরটিতে, জপবৃত্তির সীমা যেস্থলে জপশূন্যতায় লয় পাইতেছে, সেই অবধি—ইহা বুঝিতে হইবে। জপ এক বৃত্তি, পরিণামী নিত্যভাবে এটি সমষ্টি-ব্যষ্টি, স্থূল-সূক্ষ্ম সর্বভূমিতে, কৃতক অথবা অকৃতক ভাবে, চলিলেও, এ বৃত্তির অবসান স্থলও অবশ্য আছে। 'আ+অজপ'-এর দ্বারা সেই অবসানস্থল উদ্দেশ করা হইল। আর, প্রথমটির দ্বারা অজপার অন্বয়ব্যাপ্তি যতদূর অবধি, তার উদ্দেশ হইল। অর্থাৎ, জপবৃত্তি সম্বন্ধে total immanence এবং transcendence, এ উভয়ই 'আজপ' শব্দে আসিবে।

জপে অজপাভাবে ওতপ্রোতত্ব আবারও ভাবিয়া দেখ। সমষ্টিতে বৈরাজ-হৈরণ্যাদি এবং ব্যষ্টিতে বৈশ্ব-তৈজসাদিরূপা অজপা বিশ্বের পালিকা; ঐ ঐ ভাবে অজপাজপ চলিতেছে বলিয়াই বিশ্বের পালন চলিতেছে; অজপাই বিশ্বের আয়ুঃ। বিশ্বে ওতা প্রোতা (immanently functioning) এই অজপা ‘হংসঃ’ এবং ‘ঋতং’ রূপেও কথিত। বিশ্বে ওতপ্রোত এবং বিশ্বপালন এই হংসচ্ছন্দ আশ্রয় করতঃ যে ব্যক্তি নিত্য জপ করে, এবং যার জপ এই বিশ্বজপের সমন্বয়কাষ্ঠা অবধি যায় (সঙ্গাচ্ছতে), সে ব্যক্তিকে জপযোগী জানিবে। লক্ষণেই বোঝা যায় যে, জপযোগীর জপ কেবল বা মুখ্যতঃ তার ব্যষ্টিরূপ নয়; বিশ্বের অক্ষমালায় যে মহান্ ছান্দস জপ চলিতেছে, সে জপেই উত্তরোত্তর সঙ্গাতি-সমন্বয়। জাপকের জপ পূর্বোক্ত অলোকস্পন্দনভূমিতে না যাইলে, অনাহত নাদাদির সন্ধান না হওয়া পর্যন্ত, ঐ সমন্বয়টি সাধিত হয় না; ওঁকারপূর্বক হ্রীঁ, ঐঁ, শ্রীঁ, ক্লীঁ—এই চারি বীজের এ সাধনে উপযোগ আছে—উপযোগ ব্যতীত যোগ নেই।

ব্রহ্মাণ্ডের উদয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিলয় (নিশ্চিতরূপে লয়),—এই দুই মুখেই জাপকের বিশ্ব-অজপার সাধন। একমুখে জপের মহাসঙ্গতি; অন্যমুখে, জপের পরম বিলয় (অজপ)। প্রথমটি, উদয় এবং বিতান সাধন; দ্বিতীয়টি বিলয় ও উপরম (এবং উপশম) সাধন। তাই, (কিনা, অপাদ, অমাত্র) যদি উদ্দেশ হয় তো, জপে ব্রহ্মাণ্ডনিলয়া যে অজপা (যাতে বাক্, মন প্রভৃতির ‘পতন’), তাকে আশ্রয় করতঃ তার উপযোগ-কাষ্ঠা অবধি, অর্দ্ধমাত্রার পরাপারীণতা পর্যন্ত চলিতে হইবে। সেখানে অজপা তার আকার ছাড়িয়া হয় অজপ।

**২॥ সঙ্করে সংসৃতিঃ শঙ্করে তূপশমঃ॥**

(জপাদিতে) সঙ্কর হইলে সংসৃতি, শঙ্করে উপশম॥

পূর্ব সূত্রের ‘অজপ’-এর অনুবৃত্তি হইতেছে—

পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠারম্ভবিশ্রান্তিশূন্যতা।
অজপত্বং জপস্যাত্রাজপায়াশ্চ বিসর্জ্জনম্॥ ৫৫৭

পাদমাত্রাদি সহ, আরম্ভ এবং বিশ্রান্তি, উদয় ও বিলয়—এই দুইটি বৃত্তিতে জপ চলে। ঐ ছয়টি লিঙ্গাই যদি শূন্য হয় তো 'অজপ'। এই অজপে জপ এবং অজপা, দুয়ের বিসর্জন। কেননা, ঐ ছয়টি লিঙ্গা ছাড়িলে অজপাও আর থাকে না।

উপযোগেঽপযোগো যস্ততো জায়েত সঙ্করঃ।
ন হংসো ন চ সোঽহং বা ন হৌংসঃ প্রণবোঽপি বা॥ ৫৬০

এখন দেখ, পূর্বসূত্রকথিত মহাসঙ্গাতি এবং উপশম, এ দুটি লক্ষ্যসাধনের নিমিত্তই জপ এবং অজপা, এ দুয়ের উপযোগ (suitability to an End) আবশ্যক হয়। উপযোগ না থাকিলে ঐ দুটির কোন লক্ষ্যেই যোগ সাধিত হয় না। উপযোগের অন্যথায় 'অপযোগ' (maladjustment, wrong connection)। অপযোগ হইলে 'সঙ্কর'। সঙ্কর স্থলে হংসঃ, সোঽহং, হৌসঃ, ওঁকার—কেহই স্বভাবে এবং উপযোগে থাকেন না।

বিজ্ঞানানন্দস্বাতন্ত্র্যাৎ পারতন্ত্র্যঞ্চ তামসম্।
চিত্তাদীনামপাস্তং স্যাচ্ শঙ্করেণ হি রাজসম্॥ ৫৬১

'শং নো মিত্রঃ'—এই মন্ত্রে শঙ্করের মূলভাবটি ধরিবে। যেটি সত্যকার মিত্র, সেটিকে বিবেকপূর্বক যাহা বাছিয়া দেয়, তাহা শঙ্কর। সঙ্করে 'অবিবেক'—non-discriminating mixing up or involution. এই যে সংসৃতিরূপা বিশ্বঘটনার ধারা, তাতে, কোন্‌টা মিত্র এবং শ্রেয়ঃ, কোন্‌টা তা নয়,—এ বিবেকরহিতভাবে 'গুলিয়ে যাওয়া' ও 'ভাসিয়া যাওয়া'কে বলে সঙ্কর। এতে চিত্ত-প্রাণাদির 'অপরা'-র পারতন্ত্র্য বা পরবশতা ঘটে। 'পরা' এবং 'পরমার' স্বাতন্ত্র্য তিরোহিতবৎ হয়। পরা এবং পরমায় বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বভাবে ও স্বাতন্ত্র্যে থাকে। স্বভাবের ও স্বাতন্ত্র্যের আবরণ যাতে ঘটে, সেটি তামস পারতন্ত্র্য; এবং বিক্ষেপজন্য অন্যথাত্ব যাতে হয়, সেটি রাজস। এ দুই পারতন্ত্র্যে চিত্তাদি আপনাতে 'আপন' ভাবে বিজ্ঞানানন্দ পায় না; পরবশ, পরিচালিত ভাবে অন্যত্র সেটি খুঁজিয়া বেড়ায়—যেমন সেই কস্তুরীমৃগ।

সঙ্করের অপযোগ কাটিয়া শঙ্করের উপযোগ আসিলে স্বভাবনিষ্ঠ বিজ্ঞানানন্দের, জ্যোতীরসের ঐ দ্বিবিধ পারতন্ত্র্য অপগত হয়। তাই—সঙ্করে সংসৃতি, শঙ্করে উপশম।

**৩।। সঙ্করাজপাহানং শঙ্করাজপোপাদানম্।।**

সঙ্করাজপার হান এবং শঙ্করাজপার উপাদান॥

যেহেতু অজপার আধারেই জপ চলে এবং চালাইতে হয়, অজপার সঙ্কর এবং শঙ্কর ভেদটি বলা হইতেছে।

সঙ্করো দন্ত্যমুখ্যত্বাদ্ বহিষ্করোতি খণ্ডশঃ।
ন ছিন্নত্বং ন বাহ্যত্বং হংসহৌঁসাদিবৃত্তিষু॥
স্পন্দালয়ৌ চ সংজ্ঞা চ সংস্কারপ্রত্যয়ৌ পুনঃ।
পঞ্চ স্কন্ধাঃ সঙ্করেণ বিদ্ধা বা শঙ্করাশ্রিতাঃ॥
অপযোগো জপস্য স্যাদজপাং সঙ্করাং শ্রিতঃ।
জপস্যোপযোগস্ত্বজপাং হি শঙ্করাং গতঃ॥ ৫৬২-৬৪

'সঙ্কর' শব্দে আদিতে যে 'স', সেটি দন্ত্য; এই দন্ত্য প্রধান বলিয়া সঙ্কর খণ্ড খণ্ড করিয়া বহিষ্কার করে। কিন্তু কি 'হংসঃ', কি 'হৌঁসঃ' (এবং লক্ষণীয় ওঁকারাদিতেও), ছিন্নত্ব, বাহ্যত্ব তো নেই! জপ এবং অজপা সঙ্করবিদ্ধ হইলে, তাতে ছিন্নত্ব, বাহ্যত্ব আসে; ছিন্নত্ব হইলে নাদবাহিতা, আর, বাহ্যত্ব হইলে বিন্দুমুখীনতা (অর্দ্ধমাত্রাশ্রয়ে) ঘটে না। নাদ-বিন্দু, এতদুভয় বিরহিত কলাও যায় বৈষম্যাদিতে। 'বাহ্য' বলিতে যেটি 'পরা' সেই বুদ্ধি, এবং সে বুদ্ধিরও 'পর' যে আত্মা, এ দুয়ের অন্বয়ে যাহা আসিল না, তাই বুঝিতে হইবে। বুদ্ধির ধর্ম বিবেক; আত্মার ধর্ম বোধ। সঙ্কর বিবেকবোধবাহ্য। সুতরাং সঙ্করে বিষয়সম্বন্ধাদির অবিবেকপূর্বক এবং অবোধভাবে গ্রহণ—an indiscriminate medley of objects and relations. Medley প্রায়শঃ Malady-র রূপও পায়; যেটা mixed, সেটা হয় morbid. এই medley আর malady কে Melody করি কি করিয়া? তাই পরের দুটি শ্লোকে বলা হইতেছে।

সঙ্কর বিদ্ধ করে কাকে? পঞ্চকোষ, পঞ্চস্কন্ধ প্রভৃতি সঙ্ঘাতকে। কোষের কথা আগে হইয়াছে; এখানে স্কন্ধ।

বৌদ্ধাদিদর্শনে পঞ্চস্কন্ধ প্রসিদ্ধ। এস্থলে সেগুলির এই নাম দেয়া হইতেছে—স্পন্দ, আলয়, প্রত্যয়, সংস্কার, সংজ্ঞা। এ সকলের সাম্প্রদায়িক বিবৃতি যেরূপই হউক, বর্তমান প্রসঙ্গে তাদের এক মৌলিকভাবে লওয়া যাইতে পারে। এক প্রান্তে মূলস্পন্দ বা পরশব্দ, অন্য প্রান্তে সংজ্ঞা—জ্ঞানে তার যে রূপে ও নামে ভাস হয় (representation in consciousness)। এই দুটি প্রান্তের মাঝে তিনটি পর্বে বৃত্তিব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সে তিনটি কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল; অথবা, অব্যক্ত, ব্যক্তাব্যক্ত এবং ব্যক্ত। এ তিনের নাম আলয়, সংস্কার ও প্রত্যয় দিতে পার। কিংবা যথাক্রমে বীজ, অঙ্কুর ও প্ররোহ। পরশব্দ নিজেকে সংজ্ঞারূপ সফলপাদপে লইতে মধ্যে এই তিনটি ভাব আশ্রয় করে—প্রথম undirected potential; দ্বিতীয়, directed, evolving potential; তৃতীয় evolving kinetic. মানস এবং বাহ্য সকল দৃষ্টান্তে এ 'স্কন্ধ'গুলি পরীক্ষা করিও।

এখন, এই পঞ্চস্কন্ধে যদি সঙ্করবেধ ঘটে, অর্থাৎ, প্রত্যেকটির বিবেচন ও বোধ (clear selection and definite affirmation) না হইয়া তারা পরস্পরে 'গুলাইয়া' যায়, তবে জপের 'অপযোগ'; পক্ষান্তরে শঙ্করাশ্রিত হইলে হয় 'উপযোগ'। উক্ত পঞ্চস্কন্ধে যে বৃত্তিব্যাপার চলে, সেটি সাক্ষাদ্‌ভাবে জপ (কৃতক) নয়; সেটি অজপা। সেই অজপা সঙ্করবিদ্ধা হইতে পারে, অথবা শঙ্করাশ্রিতা।

পরব্রহ্ম প্রাণব্রহ্মরূপে মূলস্পন্দরূপটি গ্রহণ করেন। এই মূল স্পন্দের পঞ্চস্কন্ধে অভিব্যক্তিই বিশ্ব। প্রাণস্পন্দ অজপারূপে বিশ্বে ওতপ্রোত—তা দেখা হইয়াছে। সমষ্টিতে ও ব্যষ্টিতে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি দুয়েরি সঙ্ঘাতরূপ। এ রূপও নানা। অজপা এই নানা সঙ্ঘাতে তত্তৎগুণবিশেষাপন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ, সত্ত্বগুণপ্রধান সঙ্ঘাতে অজপার যে রূপ, রজস্তমোগুণপ্রধানে সেটি নয়। প্রাণস্পন্দের আকৃতি ও ক্রিয়া অন্যরূপ। এই নিমিত্ত সঙ্কর ও শঙ্করের প্রসজ্যমানতা। তাই জপসাধনে অজপার কোথাও অপযোগ, কোথাও বা উপযোগ।

**৪ ।। তদুপাদানত্বে জপোপযোগঃ ।।**

**সঙ্করাজপার হান পূর্বক শঙ্করাজপার উপাদান ঘটিলে জপক্রিয়ায় উপযোগ ।।**

হানমেব সঙ্করায়াঃ পঞ্চস্কন্ধাদিশোধনম্ ।
বৈয়র্থ্যমসুরত্বঞ্চ যেনার্থসুরসম্মিতম্ ॥ ৫৬৫

সঙ্ঘাতমাত্রে অজপারূপ যে প্রাণস্পন্দ, তার সঙ্কররূপটির হান আবশ্যক। সে হানের যা সাধন, তাই পঞ্চস্কন্ধ-পঞ্চকোষাদির শোধন। সে সাধনে যেটি সঙ্করবিদ্ধ হইয়া অর্থহীন ও সুরহীন সেটি অর্থ এবং সুরসম্মিত হইবে। সঙ্করস্থলে প্রধানতঃ ঐ দুটি লক্ষণ থাকে—বৈয়র্থ্য এবং অসুরত্ব (আসুর্য্য)। —Confusion and frustration.

অজপাং শঙ্করাং গত্বা হ্যর্থস্যাপি সুরস্য চ।
জ্যোতীরসত্বমায়াত্যুপযোগায় জপক্রিয়া॥ ৫৬৬

জপক্রিয়ার ঠিক উপযোগটি ঘটিল বুঝিবে কিসে? জপে দুটি অঙ্গ—অর্থভাবন এবং ব্যাহরণ। প্রথমটিতে, ভাব বা নিগূঢ়ার্থের প্রকাশ; দ্বিতীয়ে, বাকের আপন সুর (বা স্বর) এবং ছন্দের। এ দুয়ের অন্যোন্যভাবিত্বও আছে। প্রকাশের লক্ষ্য হইল জ্যোতিঃ বা পরম প্রকাশ; সুরের লক্ষ্য রস বা পরম পুলক। জপকর্ম সঙ্কর অজপা (the content of 'medley and malady') ছাড়িয়া শঙ্করে যাইতে থাকিলে অর্থ ও সুরের (of 'meaning and melody') ক্রমশঃ নির্বাচন ও প্রতিষ্ঠাপন (progressive selection and affirmation) হয়; যার ফলে, অন্তে জ্যোতীরসসমাপত্তি। সুতরাং, জপকর্মে অর্থ-সুরের উন্মোচন-উজ্জীবন কিরূপ হইতেছে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। প্রকাশ ও রসকেও মিলনে, অন্বয়ে দেখিবে। সঙ্করের হান মানে শঙ্করে সুষ্ঠুভাবে পরিণমন (transformation)।

অধ্ববিশেষমাশ্রিত্য বৃত্ততা যা নিরন্তরা।
ধারাত্বং হি ভবেত্তস্যা দিগ্‌বৃত্তিরজপা ন বৈ॥ ৫৬৭

আচ্ছা, জপক্রিয়ায় তো ধারাবাহিকতা আছে; কিন্তু বিশ্বে এবং বিশ্বান্তর্গত সঙ্ঘাতমাত্রে যে অজপা চলিতেছে, সে অজপাও কি ধারা?—না। কোন অধ্ববিশেষে নিরন্তরা যে গতিবৃত্তি, তাকে ধারা বলা যায়। কিন্তু অজপায় দিঙ্‌মান (directedness) নেই; এজন্য অজপা ধারা নয়। ধারা vector; অজপা scalar.

এইজন্য, সঙ্করা বা শঙ্করা ধারা আর সঙ্করা বা শঙ্করা অজপার মাঝে ভেদটি মনে রাখিবে। যেমন কোন পাত্রে শক্তি (তাপ-তাড়িতাদি) এবং সেটি তার স্পন্দরূপ। সে শক্তি যদি কোন পথ ধরিয়া কোন মুখে নিরন্তর চলে, তবে সেটি হইল ধারা (continued flow)। জপকর্মের উপযোগরূপে শঙ্করকে এই ধারারূপেই মিলাইতে হয়; যেমন আবার, ইলেক্‌ট্রিক কন্‌ডেন্‌সারে শতসহস্র ভোল্ট মজুদ আছে, কিন্তু উপযুক্ত কনেক্‌শন্ দ্বারা তাহা ধারারূপে না পাইলে আমার ঘরের আলো জ্বলে না, পাখা ঘোরে না। পূর্ব ১।২।১৩ এবং ১৫ সূত্রে সঙ্করধারা ও শঙ্করধারার লক্ষণ করা হইয়াছে।

**৫।। অখ্যাতেঃ খ্যাপনং মননং, খ্যাতির্মতিঃ।।**

যেটি অখ্যাত, তার খ্যাপন মনন; এবং খ্যাতি মতি॥

জপের উপযোগ-আদি বিচারে খ্যাতির প্রসঙ্গ স্বভাবতঃ আসে। উপযোগাদি বিচারকে যদি সাধারণভাবে মনন বল, তবে, সে মননের ঠিক লক্ষণটি কি?—অখ্যাতেঃ খ্যাপনম্। কোন বিষয় বা সম্বন্ধ অখ্যাত রহিয়াছে—nonevident, *i, e.* not shewn by evidence. সেটি তার উপযোগী প্রমাণ (evidence) দ্বারা যদি খ্যাপিত (shewn as evident) হয় তো তার খ্যাপনরূপ মননটি হইল।

খমিন্দ্রিয়মিত্যেতি যা সা খ্যাতিরিতি মন্যতে।
ইন্দ্রিয়ং যাতি বাক্যেন প্রমারোপিতবৃত্তিতা॥
সর্ব্বপ্রমাশ্রয়াকাশং খমিতি তস্য বাচকম্।
প্রমাধারং হি গচ্ছন্তং প্রমাতারমিয়াৎ প্রমা॥ ৫৬৮-৬৯

'খং' শব্দে 'ইন্দ্রিয়' এবং 'আকাশ' দুই-ই বোঝায়। খং+যাতি=খ্যাতি, এভাবে যদি বিশ্লেষ কর তো, এর তাৎপর্য প্রণিধান কর। 'ইন্দ্রিয়ং যাতি' বলিলে কি বুঝিতে

হইবে? প্রমারোপিতবৃত্তিতা—প্রমায় আরোপিত বৃত্তি হওয়া। প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞানের প্রমাণরূপে জ্যেষ্ঠত্ব। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বাহ্যপ্রত্যক্ষস্থলে প্রমাসংঘটকহেতু হয় বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ হেতু নয়। এইজন্য ন্যায়সূত্রে 'অব্যভিচারি', 'অব্যপদেশ্যং'—এ দুটি লক্ষণেরও নিবেশ হইয়াছে। সুতরাং, 'ইন্দ্রিয়ং' শব্দে এ স্থলে চক্ষুঃ কর্ণাদি বুঝিলে চলিবে না, প্রমারোপিতা যে বৃত্তি, সেটি বুঝিতে হইবে।—An experience fully satisfied with its evidence.

অতএব সর্বপ্রমার আশ্রয় যে আকাশ, সেইটি জানিতে হয়; কেননা, প্রমাণ বলিলে 'কতটা, কদ্দূর অবধি'—এই প্রশ্ন আসে; এবং, যে স্থলে যাইয়া প্রমাণের পাদ, মাত্রা, কলা—এ সকলি পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে, সেই আকাশ ব্যতীত ঐ প্রশ্নের শেষ জবাব আর কে দিবে? আকাশই সর্ব প্রমাধার। অস্মৎপ্রতীতিতে ঐ আকাশই তো বিশ্বের ধ্রুবাধার; আর সব কিছু আছে অথবা নেই, কিন্তু কল্পনা কর—আকাশ নেই! আকাশ মূর্ত মহান্ 'অস্তি'। এ অস্তিতায় সংশয় নিরবকাশ। আপন আধারে মহাব্যাপ্তিরূপে এতে সমস্ত কিছুর 'কাশ' (প্রকাশ) হয় বলিয়া আকাশ। আকাশ শ্রুতিতে 'জ্যায়ান্ পরায়ণঃ'। অনুভবে চিদাকাশ, আনন্দাকাশ।

অতএব, প্রমা নির্ব্যূঢ় হইতে গেলে কি চাই? যে প্রমাতা এই প্রমাধার অবধি তার প্রমাণকে লইয়া যায়, সেই প্রমাতার জ্ঞান হইবে। তদ্‌পেক্ষা ন্যূন হইলে (not going as far as the Absolute Continuum), প্রমায় কুণ্ঠা আর প্রমাণে কার্পণ্য রহিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে, কোন সম্বন্ধে প্রমা এবং প্রমাণ পরিনিষ্ঠিত হইল কি না, তা জানিতে হয় এই প্রশ্নের উত্তর দ্বারা—ও সম্বন্ধে প্রমাতা কি 'আ+কাশ' অবধি গেল কি যায় নাই। 'আ'-র অর্থ পূরাই লইবে।

**৬॥ সপ্তখ্যাতয় এব ব্যাহৃতয়ঃ সপ্ত॥**
সপ্ত খ্যাতিই (পূর্বসূত্রিত) সপ্ত ব্যাহৃতি॥

ইদংখ্যাতিশ্চ তৎখ্যাতিঃ খ্যাতিরনুভয়াভিধা।
উভয়জনিখ্যাতী চ চাস্ম্যস্তিখ্যাতিতে তথা।
খ্যাতয়ঃ সপ্ত মন্তব্যাঃ সপ্ত ব্যাহৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

মানব্যাপ্তিরিদন্তাদি র্মতয়ো মেয়ভূময়ঃ।
প্রমাতৃভূময়ো যাশ্চ তাঃ সুধীরনুভাবয়॥৫৭০-৭১

১।১।১৮-২৪ সূত্রে ব্যাহৃতিসপ্তকের লক্ষণ করা হইয়াছে—'অয়ং', 'অসৌ' ইত্যাদি প্রত্যয় বিষয় করতঃ। সেগুলি বর্তমান ইদংখ্যাতি ইত্যাদির সহিত সাবধানে মিলাইয়া লও। সপ্তখ্যাতি বলা হইতেছে—ইদংখ্যাতি, তৎখ্যাতি, অনুভয়খ্যাতি, উভয়খ্যাতি, জনিখ্যাতি, অস্মিখ্যাতি এবং অস্তি (ও ভাতি প্রিয়ং) খ্যাতি। এগুলি ব্যাহৃতিসূত্রে বিবেচিত।

খ্যাতিকে অবশ্য মান, মেয়, মাতা—এ তিনের সম্বন্ধে দেখা যায়—according to Extent, Content, Intent. সুধী সেইভাবেই ভাবনা করিবেন। আগে যে ইদংখ্যাতি প্রভৃতি সপ্তধা বলা হইল, সেটি মানব্যাপ্তি (Extent)-কে বিষয় করে। মেয়দৃষ্টিতে (with reference to Content) সপ্তখ্যাতি অন্যভাবে দেখা যায়—যেমন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুর্য্যাজাগর, তুর্য্যজাগরাজাগর, তুর্য্যজাগর এবং শুদ্ধতুর্য্য বা তুরীয়। (যেটি তুরীয়াতীত, সেটি কোন খ্যাতি বা খ্যাপনে নেই।) ঐ সাতের প্রথম তিন সর্বসাধারণ; পরের তিন ধ্যান বা সমাধির তিন ভূমি (অজাগর, জাগরাজাগর এবং জাগর—এ তিন চেতনার তিন রূপ)। শেষেরটি শ্রুতি ও অনুভব প্রসিদ্ধ।

শেষকালে, মাতৃদৃষ্টিতেও (according to Intent or Meaning) খ্যাতির সপ্তবিধা অনুবন্ধানুরোধে ভাবনা করিবে। যেমন, কোথাও সুরের অনুবন্ধ, কোথাও ছন্দের, কোথাও ভাবের বা রসের। 'মাতৃ' মানে যাতে বা যে নিমিত্ত মান ও মেয় দৃষ্টি হইতেছে। কোথাও সুর বা স্বরকে পাই মাতৃরূপে; কোথাও বা ছন্দঃকে; ইত্যাদি। ভাবের দিকে 'স্বোভাবঃ' স্বভাব, বিভাব, অনুভাব, প্রভাব, প্রতিভাব এবং সম্ভাব—এই রূপগুলিতে মনোযোগ দিবে। অলঙ্কারশাস্ত্রে রসের অনেক প্রকারভেদ আছে; সেগুলি সপ্তখ্যাতিতে অন্তর্ভাবনীয়।

৭॥ তিস্রশ্চ পঞ্চ॥

(খ্যাতি) তিনও, আবার পাঁচ॥

নাদবিন্দুকলাস্তিস্রঃ কারকশ্চ ফলং ক্রিয়া।
বাগর্থপ্রত্যয়াশ্চাপি খ্যাতয়ঃ সন্তি চাপরাঃ॥
সৎখ্যাতিরপ্যসৎখ্যাতিঃ সদসৎখ্যাতিরেব চ।
সদসদ্‌বিলক্ষণা বাপি যাঽনির্ব্বচনীয়খ্যাতিতা॥
চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তা খ্যাতিঃ পরেতি পঞ্চমা।
ত্রিপঞ্চসপ্তসংখ্যাভিঃ খ্যাতেঃ খ্যাপনাম্মতিঃ॥ ৫৭২-৭৪

নাদ-বিন্দুকলা, ক্রিয়া-কারক-ফল, বাগর্থপ্রত্যয়—ইত্যাদি তিন তিন রূপে খ্যাতিকে অন্য অন্য ভাবেও ভাবনা করিবে। জপে বিশেষতঃ। যেমন, জপে উদয়স্থলে বিশেষ করিয়া নাদখ্যাতি; বিতানে নাদাধারে কলাখ্যাতি; বিলয়ে বিশেষতঃ বিন্দুখ্যাতি। পুনশ্চ সমগ্র জপের আবৃত্তিতে ক্রিয়াখ্যাতি; অর্দ্ধমাত্রায় বিশেষতঃ কারকখ্যাতি; এবং উদয়-বিলয় সেতুসন্ধানে এবং কলাসুষমতায় ফলখ্যাতি। যথাযথভাবে বাগাদিখ্যাতিও মিলাইয়া লইবে—যেমন, নাদ স্বয়ং বাক্‌খ্যাতি; বিন্দুমেরু এবং নাদমেরুরূপ তত্ত্ব হইল অর্থখ্যাতি; এবং অনুলোমে বিলোমে মেরু অভিমুখে (প্রতি) ছন্দসা যে 'অয়' বা গতি, সেটি প্রত্যয়খ্যাতি।

পুনশ্চ, দর্শনশাস্ত্রে প্রমানিরূপণে যে কয় প্রকারের 'খ্যাতিবাদ' আছে সেগুলিও এ প্রসঙ্গে সমাহার করতঃ বলা হইতেছে—এই দৃষ্টিতে খ্যাতিকে পঞ্চধা লওয়া যায়। সৎখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, সদসৎখ্যাতি, সদসদ্‌বিলক্ষণা অনির্বচনীয়া খ্যাতি—এই চারি। রজ্জুসর্পাদিভ্রমস্থলে প্রমাব্যবস্থাপনের নিমিত্ত এই সব। শেষেরটি অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্তসম্মত। এ সকলের বিচার-বিবেচন এ স্থলে করিয়া কাজ নেই; তবে, কারিকায় এ চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তা এক পরা (এবং পঞ্চমা) খ্যাতি বলা হইল। এই শেষেরটিতে একটুখানি অভিনিবেশ আবশ্যক। কেননা, জপসূত্রমের তত্ত্বাধারে এমন এমন এক খ্যাতি উদ্দিষ্ট যেখানে সৎ, অসৎ প্রভৃতি ঐ চারি, কোটির কোনটারই সাবকাশতা নেই। সেটিকে ভানচৈতন্য বা 'Fact' (Alogical) বলা হইয়াছে পূর্ব পূর্ব খণ্ডে। সমগ্র ভানে নয়, পরন্তু বিমর্শপূর্বক যে 'ভাস', তাতেই ঐ চতুষ্কোটি সাবকাশ—in the judging and reviewing 'Fact'. জপ সাধনে বিন্দুবিলীনতায় এবং তৎপারীণতায় এই পরা

এবং পরমা খ্যাতিই লক্ষ্য। তবে অবশ্য, জপাদিকালে কোন বিশেষভাবে নাদশ্রুতি অথবা জ্যোতিদর্শন ঘটিল—এরূপ স্থলে তথ্যাতথ্যত্ব বিচারে চতুষ্কোটির সাবকাশতা আছে।

যাই হৌক, এ স্থলে উপসংহারপূর্ব্বক বলা হইতেছে—তিন বা পাঁচ বা সাত—এ সকল সংখ্যা দ্বারা খ্যাতির যে খ্যাপন, তাকে বলে মতি বা মনন।

মতির অনুসরণ পরসূত্রে—

**৮॥ শব্দবৃত্ত্যাঽসাধারণকারণতাবচ্ছেদকত্বং খ্যাতের্ম্মন্ত্রত্বম্॥**

শব্দবৃত্তি দ্বারা যদ্যপি খ্যাতি অসাধারণকারণতার অবচ্ছেদক হয়, তবে খ্যাতি হয় মন্ত্র॥

৪।২।২৩ সূত্রে 'মনোর্ম্মতের্মন্ত্রম্', এভাবে মন্ত্র পদার্থকে দেখা হইয়াছে। এ স্থলে মতিকে খ্যাতির সম্বন্ধে অন্বয়ে দেখা হইল। কাজেই, খ্যাতি কি প্রকার হইলে তাহা মন্ত্র হয়, ইহাও দেখা আবশ্যক।

মতের্মন্ত্রমিতি জ্ঞানান্ মতেশ্চ খ্যাতিতান্বয়াৎ।
সপ্তধা পঞ্চধা বাপি ত্রিধা মন্ত্রং সুমন্যতে॥ ৫৭৫

মতি এবং খ্যাতির পরস্পর অন্বয়নিবন্ধন খ্যাতির মত মন্ত্রও সপ্তধা, পঞ্চধা, ত্রিধা সুমন্তব্য। শব্দবৃত্তিতে যে শক্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঞ্জ্যার্থের স্ফুরণ হয়, সেটি কি? শব্দার্থ বা বাগর্থের খ্যাতি। কিন্তু এরূপ খ্যাতিতে সচরাচর বাক্-অর্থ-প্রত্যয়ের যে 'অন্তরিক্ষ' বা ব্যবধা, সেটি দূর হয় না; সুতরাং পরস্পর ব্যবধানিমিত্ত অভাব ও আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে। এই ব্যবধাটি প্রথম খণ্ডে সবিস্তার এবং অন্যত্রও প্রসঙ্গতঃ বিবেচিত হইয়াছে। শব্দ ঠিক তার 'সামর্থ্যে' আসিলে তার অর্থের সঙ্গে ব্যবধা আর থাকিবে না; ইত্যাদি।

শব্দবৃত্তৌ হি বাক্যার্থো লক্ষ্যার্থো বিবিধোহনঃ।
ব্যঞ্জ্যার্থশ্চ সমূহেন তৈর্বাগর্থস্য ব্যঞ্জনম্॥ ৫৭৬

শব্দবৃত্তিতে শক্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ 'বিবিধোহন'—বিবিধভাবে তাদের 'ঊহন' (অর্থগ্রহণ-প্রবৃত্তি)। যেমন ধর, বলিলে—'লোকটা আস্ত ঘুঘু'। 'ঘুঘু' শব্দের শক্যার্থ এক রকমের পাখী। কিন্তু পাখী তোমার 'লক্ষ্য' নয়; 'লোকটা'-ই লক্ষ্য। তবু 'ঘুঘু' বলার ভাবটা কি? সেইটে ব্যঙ্গ্যার্থ। শক্যার্থাদির বিবিধ ঊহন অনেক স্থলে থাকে; সে সব 'সমূহন' বা সমূহ দ্বারা বাগর্থের ব্যঞ্জন (খ্যাতি) সাধিত হয়। ব্যঞ্জন বা খ্যাতি এবম্বিধ সমূহ দ্বারা (by the congruence of word, meaning and relation) সাধিত হইল বটে, কিন্তু তাতে পূর্বোক্ত যে ব্যবধা, এবং তন্নিমিত্ত যে অভাব আকাঙ্ক্ষা, তা দূরীভূত হয় না। এ ব্যবধা শব্দ-অর্থ-প্রত্যয়ের ব্যবধা। তাই—

ব্যঞ্জনেঽপি তদর্থস্য বাচো ন হ্যর্থভাবনম্।
বিদ্যতে ব্যবধানঞ্চ ভাবনাভাবতস্তয়োঃ॥ ৫৭৭

কোন অর্থের ব্যঞ্জনরূপ খ্যাতি এক বস্তু, আর তার ভাবন-রূপ খ্যাতি অন্য বস্তু। ব্যঞ্জনে অর্থের 'ভাবনা' হইল বটে, কিন্তু 'ভাবন' (বস্তুতঃ হওয়া বা থাকা) হইল না। বুঝিলাম, কিন্তু দেখিলাম, পাইলাম, কি হইলাম না। এই ভাবনের অভাবের নিমিত্ত (due to non-realisation or complete mutual assimilation), অর্থব্যঞ্জন আর অর্থভাবনের ব্যবধান রহিয়া যায়। ব্যবধান অন্তরিক্ষরূপ—

অন্তরিক্ষেণ বাগর্থৌ বিপ্রকৃষ্টৌ পরস্পরম্।
অপি হ্যন্যোন্যসংপৃক্তাবাকাঙ্ক্ষেতে পরস্পরম্॥ ৫৭৮

ঐ অন্তরিক্ষ বাক্ ও অর্থকে পরস্পর থেকে বিপ্রকৃষ্ট করিয়া রাখে। বাগর্থ পরস্পরে সংপৃক্ত (সম্পর্কযুক্ত) বটে, তথাপি উক্ত ব্যবধা (*hiatus*) বশতঃ তারা যেন পরস্পরকে পাইতেছে না এবং পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। এই 'যেন'টি কেন? তাই—

ঈশ্বরেচ্ছাজপাজন্যা বাগর্থান্বয়নিত্যতা।
অস্তিখ্যাতৌ স্থিতা বাপীতরখ্যাতিষু পাতিতা॥ ৫৭৯

বাক্ এবং অর্থের, পার্বতী-পরমেশ্বরের মত, যে নিত্য অন্বয় বা নিত্যসংপৃক্ত ভাব, সেটি পরমেশ্বরের ইচ্ছা এবং তাঁর আপন অজপা (পূর্বকথিত)—এ দুয়ের উপর নিষ্ঠিত বলিয়া, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় যে অস্তিখ্যাতি, তাতে স্থিতই আছে। অর্থাৎ, সে খ্যাতিতে শুদ্ধ বাক্ এবং অর্থের অবিনাভাব সিদ্ধই আছে। তথাপি, তদিতর, তা থেকে ন্যূন এবং সঙ্কীর্ণ, যে সকল খ্যাতি (planes of apperception), তাতে, সে নিত্যাস্থিতি থেকে 'পাতিত্য' ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, সে সব খ্যাতিতে পূর্বোক্ত ব্যবধা, এবং অন্যোন্য অভাব ও আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং অজপার হইল বাগর্থের নিত্য অন্বয়ে সাধারণ কারণতা। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং অজপা নিত্যা; সে হেতু বাগর্থের অন্বয়ও নিত্য। কিন্তু যে সব স্থলে ব্যবধা, সে সব স্থলে ব্যবধা নিরাকরণের নিমিত্ত, এক অসাধারণ কারণও আছে,—যেটি ব্যবধাজন্য বাগর্থ সম্বন্ধের যে ন্যূনতা ও অনিত্যতা, সেটিকে অস্তি খ্যাতিতে তুলিয়া লয়, তাতে প্রতিষ্ঠিত করে। 'এই তো বাক্, কৈ তার অর্থ?' অথবা, 'এই তো অর্থ, কৈ তার বাক্?'—এভাবে যে নাস্তিখ্যাতি এবং তজ্জন্য অন্যোন্য আকাঙ্ক্ষা ন্যূনভূমিসকলে রহিয়াছে, সেটিকে অস্তিখ্যাতি— 'এই যে আছেই'—রূপে প্রত্যয়ে আনে যাহা, তাহা মন্ত্র। এ প্রত্যয়ের অসাধারণ কারণতা মন্ত্রে। তাই—

অস্তিখ্যাতি প্রতিষ্ঠায়ৈ মন্ত্রস্যাসাধারণং ভবেৎ।
কারণত্বমতো মন্ত্রং বজ্রমিন্দ্রারিপাটনে॥ ৫৮০

ইন্দ্রারি=বৃত্রাসুর=সর্ববিধ ব্যবধাজনক এবং ব্যবধাজন্য বাধা (the Cosmic *Hiatus* Principle)। মন্ত্রশক্তি বজ্রের মত এই বৃত্রের পাটনে পটু। অস্তিখ্যাতিতে, বাগর্থের, নাম-নামীর অবিনাভাব প্রতিষ্ঠায় মন্ত্র অসাধারণ কারণ। কেন?

**৯॥ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বাগর্থপ্রত্যয়ানামন্যোন্যভাবিত্বাৎ॥**

অন্বয়ে ও ব্যতিরেকে বাগর্থপ্রত্যেয়ের অন্যোন্যভাবিত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া॥

শুদ্ধ সমর্থ বাক্ (বা শব্দ) হইলে তার স্বার্থ এবং প্রত্যয় হইবে, আর, যে স্থলে সেটি নাই, সে স্থলে অপর দুটিও নাই—এভাবে অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা—by methods of Agreement and Difference—ইহা সিদ্ধ হয় যে, বাগাদি ঐ তিনের

যে কোনটির অপর দুটিতে পরিণত (evolved) হবার যোগ্যতা আছে। আর, এই যে ত্রিতয়ের অন্যোন্যভাবিত্ব (mutual transformation), এটি, পরস্পরের বস্তুতঃ ব্যবধা স্থলেও (in case of *actual* hiatus), প্রমাণিত করার অসাধারণ কারণতা আছে মন্ত্রের। অর্থাৎ, মন্ত্রই বিশেষতঃ বাক্-কে শুদ্ধ সমর্থ ভূমিতে লইয়া এটি প্রমাণিত করে যে, ঐ বাকের যেটি বাস্তব অর্থ (thing or object denoted), সেটিও বাকের সঙ্গে অবিনাভাবে আছেই—'অস্তি'। যেমন, মন্ত্রের দেবতা। সমর্থ মন্ত্র আছে, দেবতা নাই; অথবা, দেবতা আছে, অথচ মন্ত্র নেই—এরূপ হয় না।

'ভাবিত্ব' বলিতে ঠিক কি বুঝিব?—সমানদেশকালচ্ছন্দোবস্তুত্বেন কার্য্য-কারণাদীনামনন্তরিতত্বেন অবিনাভাবেন ব্যবহারঃ। 'ক' আর 'খ'; 'ক' 'খ' হইল। এই যে 'ক'-এর 'খ' হওয়া, এর মানে কি? যখন তারা দুটিতে পৃথক, তখন সে দুটির দেশ, কাল, ছন্দঃ, বস্তু—এ চারিও সমান নয়, অসমান। একটি অপরটি হইলে এ চারিটি সমান হইল। যদি 'ক' আর 'খ'-এ কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে তো, অন্যোন্যভাবিতায়, ঐ সম্বন্ধ অনন্তরিত (অব্যবহিত) হইয়া যায়। অর্থাৎ, 'খ'-রূপ কারণ, সে স্থলে, নিয়তপূর্ববর্তী, 'ক'-রূপ কার্য নিয়তপরবর্তী—ইত্যাদি সম্বন্ধে থাকে না। কারণের অব্যবহিত কার্য, কার্যের অব্যবহিত কার্য—এইরূপ হইয়া যায়। যেমন কোন সমর্থ মন্ত্র, এবং দেবতারূপে তার অর্থভাবন। সমর্থ মন্ত্র এবং দেবতা এবং তার প্রত্যয়—এ তিনই এক ত্রিপার্শ্ব কাচের মত যেন এ-পিঠ ও-পিঠ হয়। আগে-পরে নয়। আর অবিনাভাব। এই তিনটি লক্ষণের দ্বারা অন্যোন্যাভাবিত্বকে তিন পর্যায়ে দেখান হইল। প্রথম লক্ষণে তাদাত্ম্য সমতা—মন্ত্রই দেবতা, দেবতাই মন্ত্র, মন্ত্রময়ী দেবতা। দ্বিতীয়ে কার্যকারণের অব্যবহিততা—মন্ত্ররূপ কারণের যুগপৎ কার্যরূপ দেবতা; কার্যকারণে মিলিয়া গেল। তৃতীয়ে, নক্ষত্রযুগলের মত বা ঐ ত্রিপার্শ্ব কাচের মত (কথঞ্চিৎ ব্যবহিত হওয়া সত্ত্বেও) পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না।

ব্যবধা দেশ-কাল-সম্বন্ধ (ছন্দঃ)-বস্তু, এই চারি বিষয় করিয়া বাধা রূপ হইয়া থাকে—মন্ত্রকে মন্ত্রীর সঙ্গে মিলিতে দেয় না। মিলাইবার সাধন—প্রথমে দুয়ের দেশ-কাল ব্যবধান দূর করতঃ অবিনাভাবে আন—এক সাথে, পাশাপাশি যেন। তারপর দুয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধটি ধরিয়া তাদের অব্যবধানে আন—এ-টা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও-টা। শেষে, তাদের বস্তুসমতায় (তাদাত্ম্যে) আন। এ-টাই ও-টা।

বাগর্থপ্রত্যয়া মূলে সমবেতা অভেদতঃ।
কাণ্ডে শাখাদিষু হ্যেতে দূরাদ্দূরং বিভাজিতাঃ॥
ওঙ্কারাদেব সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বমোঙ্কার এব চ।
ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা সৃষ্টিরিতি বাচোঽর্থভাবনম্॥
বাচি যৈষা সৃষ্টিশক্তিঃ পূর্ণাভিজ্ঞা চ নিষ্ঠিতা।
অর্ব্বাগ্ বাচি তু সা শক্তিরভিজ্ঞা সোপমর্দ্দিতা॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বৈয়র্থ্যাদিনিবারণাৎ।
পশ্যন্তী চ পরা চেতি বাক্‌সামর্থ্যং প্রদর্শ্যতে॥ ৫৮১-৮৪

মূলে বাগর্থপ্রত্যয় অভেদে সমবেত। তথাপি, কাণ্ডে এবং শাখাদিতে ঐ তিন দূর থেকে দূরে বিভাজিত। ব্রহ্মবাচক যে শুদ্ধ সম্পূর্ণ ওঁকার, তাহাই মূল। সে মূল থেকেই সর্ব বাগর্থপ্রত্যয়; এবং সর্বত্রই ওঁকারেরই রূপ। এই যে বিচিত্র সৃষ্টি, ইহা ওঁকারেরই ভূরাদি ব্যাহৃতি-সহকারে সৃষ্টি। এইরূপ যে তত্ত্বভাবন, তাহাই বাকের অর্থভাবন। অর্থাৎ, এই মূল তত্ত্বভাবনের আধার ব্যতীত বাকের অর্থভাবন সম্ভাবিত হয় না। 'অমূলক' হইয়া যায়।

ওঁকাররূপা মূলীভূতা বাক্, তাতে সর্ব সৃষ্টিশক্তি এবং তার পূর্ণাভিজ্ঞা বা পূর্ণাখ্যাতি, দুই-ই নিষ্ঠিত আছে; অর্বাক্‌বাকে (in lower or degraded 'speech'), সে শক্তি এবং অভিজ্ঞা দুই-ই কুণ্ঠিতা (উপমর্দিতা)। তাই অর্বাক্‌বাকে তদর্থসৃষ্টিসামর্থ্যও যেমন সঙ্কীর্ণ, তদ্রূপ তৎ-প্রত্যয় বা খ্যাতিও অবগুণ্ঠিত। এর ফলে বাকে 'বৈয়র্থ্যাদি ঘটে—বাক্ ব্যর্থ হয়, সন্দিগ্ধ হয়, অস্পষ্টাদিও হয়। বাকের (বিশেষতঃ বৈখরীর) এই অসামর্থ্য এবং অখ্যাতি কাটাইবার উপায় কি? সে বাক্‌কে মধ্যমার সেতু ধরাইয়া পশ্যন্তী ও পরায় লইতে হইবে। আর, সে সন্ধানের উপায় হইল অন্বয় ও ব্যতিরেক। মন্ত্রজপে বাক্‌কে আদৌ নাদে এবং কলায় সৌষ্ঠবে অন্বয় করিতে হইবে; পরে, বিলোমে বা বিলয়ে নাদকে কলা এবং সঙ্কল্পাদি ব্যতিরেকেই বিন্দুতে অন্বিত করিতে হইবে। উদয়ে অন্বয়; বিলয়ে ব্যতিরেক; এবং বিন্দুতে অন্বয়-ব্যতিরেক দুয়েরি সমাপন (পূর্ণ-শূন্য)। অন্বয় ও ব্যতিরেক অন্য অন্য ভাবেও যথানুবন্ধ বুঝিয়া লইবে। এর ফলে, মধ্যমা সমাশ্রয়ে

পশ্যন্তী এবং পরার ভূমিতে বাক্ যাইলে, বাকের সামর্থ্য, অর্থে এবং প্রত্যয়ে, আবার নিষ্ঠিত হইল।

**১০॥ সংগ্রহাখ্যাদিপঞ্চগঙ্গাশ্রয়েণ॥**

(পূর্ব লক্ষিত) সংগ্রহাখ্যাদি পঞ্চগঙ্গার আশ্রয় দ্বারা॥

মন্ত্রে যঃ শক্তিসঞ্চার আনর্থক্যাদিবারকঃ।
তস্যানুগ্রহমূলত্বে প্রতিগ্রহাদিপোষণম্॥
মন্ত্রাক্ষরস্বরচ্ছন্দঃ-পাদমাত্রাকলাস্থিতা।
অবাঙ্মুখী কুণ্ডলী যোদঙ্মুখী দীক্ষয়া কৃতা॥
অজিহ্মাক্লিষ্টদক্ষত্বং প্রতিগ্রহে সমাগ্রহঃ।
সতি তস্মিন্ প্রকামং স্যাৎ ত্রিবেণীবারিসিঞ্চনম্॥
আদৌ তদাগ্রহো ধীরস্ততোঽনুগ্রহদীপনম্।
সমাগ্রহপ্রয়াগেঽত স্ত্রিবেণ্যম্বুনিষেবণম্।
পঞ্চগঙ্গাং হি কল্পধ্বং মন্ত্রেত্যক্ষরপঞ্চকৈঃ॥ ৫৮৫-৮৮

মন্ত্রে যে শক্তি নিহিত দীক্ষায় সেটি উদ্‌বুদ্ধ এবং সঞ্চারিত হয়। শক্তির এবম্প্রকার উদ্‌বোধন এবং সঞ্চার অনুগ্রহমূল জানিবে; অর্থাৎ, অনুগ্রহাখ্যা শক্তিদ্বারাই ইহা সম্ভাবিত হয়। এটি সম্ভাবিত হইলে পূর্বোক্ত বৈয়র্থ্যআনর্থক্যাদি বারণ হয়, মন্ত্ররূপা বাক্ আর অনর্থক, ব্যর্থ সন্দিগ্ধ ইত্যাদি হয় না। তারপর, প্রতিগ্রহাখ্যাদি শক্তিদ্বারা, যে ধারা উদ্‌বুদ্ধ ও প্রবাহিত, সে ধারার বর্দ্ধন পোষণ হয়। কিরূপ, তা বলা হইতেছে—

মন্ত্রের অক্ষর, স্বর, ছন্দঃ, পাদ, মাত্রা, কলা—এ সকল অবয়বে স্থিতা অবাঙ্মুখী কুণ্ডলীশক্তি অনুগ্রহশক্তিসম্পাতরূপ দীক্ষা দ্বারা উদঙ্মুখী হইয়া থাকে।

অবাঙ্মুখী আর উদঙ্মুখী কুণ্ডলীশক্তির ভেদটিতে ধ্যান দিও। 'অবাচ্' আর 'উদচ্'। দুটিতেই গত্যাদি-অর্থ 'অঞ্চ' ধাতু। প্রথমটিতে উপসর্গ 'অব', দ্বিতীয়ে 'উৎ'। নীচের পানে মুখ, আর উপর পানে মুখ। দুয়ের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট।

অনুগ্রহাখ্যা শক্তিদ্বারা সাধারণতঃ অবাঙ্‌মুখী কুণ্ডলী উদঙ্‌মুখী হইলে, তাতে সংগ্রহাখ্যাদি অপর চতুষ্টয়ীর উপযোগিতা হয়। অনুগ্রহ এবং আগ্রহ—এ দুয়ের সহযোগ হইলে পরম অনুগ্রহ থেকে এক কৃপাপ্রসারিত 'হস্ত' যেন শিষ্যসাধকের 'শরণং সুহৃৎ' রূপে আগাইয়া আসে। তখন সেটির নাম প্রতিগ্রহাখ্যা শক্তি।—'হ্যাঁ, তোমায় আমার নিজজন ব'লে অঙ্গীকার ক'রলাম।' প্রতিগ্রহাখ্যা সেতুরূপা হইয়া সংগ্রহাখ্যাদি ত্রিবেণীসঙ্গমে মিলাইবে। তবে এই সেতুসমাশ্রয়ের পূর্বে আবশ্যকীয় ভূমিকা একটা আছে—সেটি চাই-ই। সেটি হইল 'সমাগ্রহ'—আগ্রহের (aspiration -এর) সম্যক্ একনিষ্ঠ এই ভাব (spirit of surrender)। প্রতিগ্রহ আর সমাগ্রহ—এ দুটি অন্যোন্যের পোষক। এই অন্যোন্যপোষণ (Surrender or Total Offer and Divine Acceptance) হইতে থাকিলে সাধনজীবনে যে কয়টি মৌলিক ছন্দঃ দেখা যায়, তারা হইল—অজিহ্ম, অক্লিষ্ট, দক্ষ। সব কিছু হইতে থাকে সরল, সরস, কুশল। এই ত্রিচ্ছন্দঃ জীবনে আসিলে বুঝিবে—আর ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যাবগাহনে বিলম্ব নেই। কিন্তু যতক্ষণ প্যাঁচ পঁয়তারা প্রভৃতি চলছে, ততক্ষণ দূরে, বহুদূরে। সিদে সোজা হ'য়েছ কি সবি সোজা! এই জন্য কারিকার শ্লোকে—'সতি তস্মিন্ প্রকামং স্যাৎ ত্রিবেণীবারিসিঞ্চনং', কিংবা 'ত্রিবেণ্যম্বু-নিষেবণম্'।

এই নিমিত্ত তোমার সাধনক্রমটিকে এইভাবে 'ক্রমদীক্ষা' দাও—আদৌ তোমার আগ্রহকে কর 'ধীর' (one-pointed, unvacillating); তাতে, সৌরকিরণরাশির মত নিত্য, উদার যে অনুগ্রহ, সেটির হোক্ 'দীপন' (তোমার প্রত্যয়ে প্রকাশ)। ফলে, তোমার ধীর আগ্রহ হইল সমাগ্রহ (সেই 'Total Offer')। এর ফলে, প্রতিগ্রহরূপ সেতুসরণিটি তোমার মিলিল। তুমি হবে দড়ির ঝোলা পার; কে এসে যেন বলিষ্ঠ অভয় মুষ্ঠিতে তোমার কম্পিত কর চেপে ধরল! আর ভয় নেই! ঝোলা পেরুলে ত্রিবেণীসঙ্গাম—সংগ্রহ-বিগ্রহ-পরিগ্রহ। এ তিন অন্য রকমেও আগে আগে দেখা হইয়াছে; এখানে?—সে পরমানুগ্রহ তোমাকে ছড়িয়ে থাকতে দিলেন না, জড়ো করলেন; তিনি তোমায় বিশেষ করে গ্রহণ করলেন; সর্বতোভাবে গ্রহণ করলেন। যেমন নদীনাথ তার পানে ধাবমানা নদীটিকে। আগে এক প্রণালী বেয়ে চালায় তাকে; আবার, নানান্ হের-ফের কাটিয়ে আপনার পানেই টানে তাকে; শেষ, আপনাতেই সর্বতোভাবে মেলায় তাকে।

শেষের শ্লোকে বলা হইতেছে—

'মন্ত্র' এই পঞ্চাক্ষরেই ঐ 'পঞ্চগঙ্গাং' কল্পন কর। 'মন্ত্র' শব্দের অন্তিম 'অ' অনুগ্রহাখ্যা ধারা। সেটি আদিতে আসিয়া (আত্মকৃপারূপে) জাপকের আগ্রহের সাথে মিলিয়া তাকে করেন সমাগ্রহ ('ম')। তৎপরে, ন্, ত্, র্—এ তিন অক্ষর সেই ত্রিবেণী—সংগ্রহাখ্যাদি। আর, ঐ তিনকে 'এক' করিয়া ('ন্ত্র') যুড়িয়া দিল যেটি, সেটি প্রতিগ্রহ। পঞ্চগঙ্গার একত্র সমাহারে সর্বগ্রহের অনুগ্রহেই সম্মিলন ঘটিল, যেমন নদীর নদীনাথে। তখন মন্ত্র হইল কি? —'মন্ত্রম্'।

পরের সূত্রেও এ প্রসঙ্গ চলিতেছে—

**১১॥ তেন বৈখর্য্যাদিচাতুর্ব্বিধ্যম্॥**

তাতে বৈখরী প্রভৃতি চাতুর্ব্বিধ্য॥

জীবান্তর্য্যামিনো শ্চিত্ত-চৈত্ত্যয়োঃ সংগ্রহো ভবেৎ।
অনুগ্রহেষুশক্ত্যাদৌ মন্ত্রকুণ্ডলিজাগরাৎ॥
বৈখর্য্যাং সংগ্রহো মুখ্যো মধ্যমায়াং প্রতিগ্রহঃ।
স্পর্শাবেশপ্রকারো যঃ পশ্যন্তী বিগ্রহান্বয়া॥
গুরুমন্ত্রেষ্টশক্তীনাং প্রাকট্যমিহ বস্তুতঃ।
পরা পরিগ্রহাৎ পূর্ণা জ্যোতীরসাবতারণাৎ॥ ৫৮৯-৯১

সর্বব্যাপিকা নিত্যা যে অনুগ্রহশক্তি সাধকবিশেষের আগ্রহশক্তিকে সহযোগে পাইয়া আদৌ আপনাকে সর্ববাধা-বেধক্ষম এক 'ইষুশক্তি' (Supreme Grace assuming the form of an 'Arrowhead') রূপ গ্রহণ করেন। ফলে, মন্ত্রাদিতে যে শক্তিকুণ্ডলী, সেটির জাগরণ। (এ যেন এটম্‌কে ভেদ করতঃ তার ভিতর থেকে অপরিসীম আণবশক্তির বহিষ্কার; তবে ঐ ঐশী ইষুশক্তি উদ্‌ঙ্‌মুখী; জ্যোতির্বিশাল, রসবিশাল ধাম এর লক্ষ্য।) মন্ত্রকুণ্ডলীর জাগৃতি ঘটিলে প্রথম যে অভীষ্টযোগটি ঘটে, সেটি সংগ্রহ। কাদের? জীব এবং অন্তর্যামী; চিত্ত এবং চৈত্ত্যের। 'চৈত্ত্য' বলিতে এস্থলে বিশেষভাবে চিত্তের উদঙ্‌মুখ, প্রত্যঙ্‌মুখ ভাব। জীব আপন অন্তর্যামী

সম্বন্ধে পরাঙ্‌মুখ সম্বন্ধে আপনাকে যেন লইয়াছে; চিত্ত-ও চৈত্ত্য সম্বন্ধে তাই। এ দুয়ের 'সংগ্রহ' হওয়া আবশ্যক গোড়ায়—One must turn to and face the other. আমরা পরস্পরকে ছাড়িয়া নেই'—এই প্রত্যয়টি আসা আবশ্যক।

এখন দেখ যে, বৈখরীতে (বাকে ও জপাদিতে) এই সংগ্রহই থাকে মুখ্যলক্ষ্য। বর্ণকলা এবং অর্থকলা যেন জীব; সে সন্ধান করে তার অন্তর্যামী নাদ এবং ভাব। মন রূপ চিত্ত চায় তার চৈত্ত্য প্রাণকে; ইত্যাদি। মধ্যমায় উপনীত হইলে প্রতিগ্রহ প্রকট হয় (as His Acceptance)। তখন 'আমার' জপ করাটি হয় 'জপ হওয়া', তাঁর স্পর্শাবেশ-শক্তিসম্পাতে। কৃচ্ছ্রমন্থরগতি লৌহ এইবার অয়স্কান্তমণির আপন আকর্ষণমণ্ডলে আসিয়া পড়িয়াছে। তারপর, পশ্যন্তী জপে কি হয়? গুরু, মন্ত্র, দেবতাদির বিগ্রহবত্তা, অর্থাৎ, প্রকট ঘনীভাব এবং গোচরীভাব। শুদ্ধ প্রাকট্যের ভূমি। অন্তে পরায় পূর্ণ পরিগ্রহ—জ্যোতীরসের পরিপূর্ণ এবং সর্বতোভাবে 'অবতরণ'। পশ্যন্তী এবং পরার বিশেষটি, অত্র প্রসঙ্গে, 'বি' এবং 'পরি' এই দুটি 'উপসর্গ' দৃষ্টিতে দেখিয়া লইবে—'বিশেষেণ' আর 'সর্ব্বতোভাবেন'।

তা হইলে—অনুগ্রহশক্তি 'ইষুমুখী' হইয়া এই চারিটি 'লোক' জয় করে। শ্রীরামের ধনুতে চারিটি যেন বাণ। সংগ্রহে হ্রীঁ, প্রতিগ্রহে ঐঁ, বিগ্রহে শ্রীঁ, এবং পরিগ্রহে ক্লীঁ—এই চারি বীজের উপযোগও ভাবনা করিও। অনুগ্রহ স্বয়ং ওঁ।

১২।। আসঙ্খ্যানপ্রতিসঙ্খ্যানপ্রসঙ্খ্যানাতিসঙ্খ্যানভেদৈঃ।।

আসঙ্খ্যান, প্রতিসঙ্খ্যান, প্রসঙ্খ্যান, অতিসঙ্খ্যান—এই ভেদচতুষ্টয় নিমিত্ত॥

স্থূলাসঙ্খ্যানব্যাপ্যাদ্যা যাবৎ সঙ্খ্যানমৃচ্ছতি।
স্থূলসূক্ষ্মা দ্বিতীয়া চ সঙ্খ্যানপ্রতিকর্ম্মণঃ॥
বৈখরীঝঙ্কৃতের্মূর্চ্ছা চানুরণনকম্পনা।
অবমানেঽপি বৈখর্য্যা নিগূঢ়বৃত্তিমধ্যমা॥৫৯২-৯৩

'আসঙ্খ্যান' মানে যেটি সঙ্খ্যানদ্বারা অথবা সঙ্খ্যানে ব্যাপ্য—what is covered by 'counting'. 'এই তো এত সঙ্খ্যায় জপ চলিতেছে'—এ ভাবে জপকর্মের

যেখানে স্থূল প্রত্যয় হয়, এবং জপক্রিয়াটি আপন প্রত্যয়ে তার 'আকৃতিলেখ' (graph) আঁকিয়া দেখাইয়া চলে,—সেটি হইল আসঙ্খ্যানের স্থল—বৈখরী। কিন্তু স্পন্দসঙ্খ্যানের কেবলমাত্র স্থূল, গোচর রূপ নয়, পরন্তু তার প্রতিস্পন্দজনিত সূক্ষ্মচেতনাতেও যখন বৃত্তিব্যাপার চলিতে থাকে, এবং স্থূলস্পন্দের বিরামেও সে সূক্ষ্মের ছেদ বা বিরাম হয় না, তখন প্রতিসঙ্খ্যানরূপা স্থূল-সূক্ষ্মা মধ্যমা। মধ্যমায় reactive, reproductive, resonance system operative হয়। তারে ঝঙ্কার থামিল, কিন্তু যন্ত্রে তার 'রেশ' চলিতে থাকিল। সুরের লহর যেন আপনাকে সুরের সায়রে মিলাইল! তাই, পরের শ্লোকে ঝঙ্কৃতির উপমা দিয়া বলা হইতেছে—বৈখরীর যে ঝঙ্কৃতি, তার 'মূর্চ্ছায়' অনুরণন-কম্পনা মধ্যমার আধার-তন্ত্রীতে সেটি নিগূঢ় হইয়া চলিতে থাকিল। যেটি স্থূল, গোচর ঝঙ্কার (স্পন্দ), সেটি ঐ স্থূলগোচরতার মানে 'অবনত' (lowered) হইল বটে, কিন্তু মধ্যমায় যাইয়া সূক্ষ্ম, শুদ্ধ, সমর্থ মানের ভূমিতে সেটি 'উন্নীত' (supersonic-এ যথা) হইল। Resonance, Reproduction ইত্যাদি সম্ভাবিত না হইলে কোন স্থূলস্পন্দই সমর্থ হয় না। আবার, এও যেন না ভাবি যে—মধ্যমা শুধুই 'প্রতিধ্বনি'র ভূমি, তার নিজস্ব কোন স্পন্দসম্পদ্ নেই। তা নয়; মধ্যমাই সকল স্থূল স্পন্দের মূল, আধার এবং নিত্য ভূমি। বৈখরী ঝঙ্কার দিয়া সেটি 'চেতাইয়া' লয়। বৈখরীর এক টুকরো তান, মধ্যমার চির ঐকতানে আপনাকে যুড়িয়া লয়। জলদের বিন্দু মেলে জলধর সিন্ধুতে। প্রতিসঙ্খ্যানকে স্থূল-সূক্ষ্ম পর্বে কেন লওয়া হইল, তা ভাবিয়া দেখ।

পশ্যন্ত্যাং হি প্রসঙ্খ্যান-মৃতস্পন্দে জপান্বয়াৎ।
ঋতস্পন্দ-জপস্পন্দ-সমীকরণকারণাৎ॥ ৫৯৪

বৈখরীর স্থূল-স্পন্দের মধ্যমায় হয় প্রতিপূরণ এবং আপূরণ। তথাপি, প্রপূরণের নিমিত্ত, ঐ মধ্যমাকেই ধ্রুঃ-স্থানীয় করিয়া আরও এক উচ্চ গ্রামে উঠিতে হয়। সেটি পশ্যন্তী। এখানে স্থূল-সূক্ষ্ম, এই উভয়বিধ স্পন্দে যে ক্রিয়া চলিতেছিল, সে ক্রিয়া 'ঋতস্পন্দে' উদ্ধৃত হয়। কি ভাবে? জপস্পন্দ এবং ঋতস্পন্দে সমীকরণ হয় বলিয়া।—The Order and System of True, Natural, Harmonic Vibrations-এর সঙ্গে জপের স্পন্দ অন্বিত, সমীকৃত হইয়া যায়; সুতরাং, বাগর্থপ্রত্যয়, এ তিনেরি উত্তরোত্তর শুদ্ধ 'ভাবন'।

তার পর, পরা।

সঙ্খ্যানং সমতিক্রম্য হ্যসঙ্খ্যানং নয়েচ্চ যা।
মূলে যো নীয়তে স্পন্দোঽতিসঙ্খ্যানা পরা মতা॥ ৫৯৫

কিন্তু সঙ্খ্যান (পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা, এই ক্রম) সর্বথা অতিক্রম করতঃ উরুক্রমের উরুক্রান্তির মত এক 'অতিসঙ্খ্যানা' ভূমিও অবশ্য আছে। সে ভূমিতে স্পন্দমাত্রেই তার মূলে নীত ও লীন হয়। মূলের সন্ধানই তো সে করিতেছে। মধ্যমায় স্থূলে সূক্ষ্মমূলটি মিলিল; পশ্যন্তীতে সে সূক্ষ্মমূলের 'ঋতম্' রূপটিও হইল।—The Natural Archetypes (প্লেটোর দর্শনে যেমন)। তথাপি, অব্যাকৃত যে কারণমূল, তার সন্ধান তখনও থাকে—the Basic Prototypes. এ ভূমিতে সঙ্খ্যানের অতিক্রম—পাদমাত্রাদি আর তাদের সঙ্খ্যান রাখে না। যেমন, পাদপ তার বীজে; ঊর্মি তার সিন্ধুশয়নে; জাগ্রদাদি তাদের সুষুপ্তিতে।

১৩॥ সঙ্খ্যানমূলত্বেন সঙ্খ্যাজপঃ॥
সঙ্খ্যানমূল বলিয়া সঙ্খ্যাজপ॥

বাক্‌কায়মনসাং স্থূলং স্পন্দনং বৈখরীমুখে।
পঞ্চীকৃতস্য প্রাণস্য তন্মূলে স্পন্দনং তনু॥
মূলে তস্যাপি মুখ্যস্য প্রাণস্য স্পন্দ এব চ।
কারণং তদতিক্রম্য ন সংখ্যায়া গতির্ভবেৎ॥
মূলা সংস্থা তুলা সংস্থা সম্বধ্যেতে চ সংখ্যয়া।
অতঃ সঙ্খ্যানমূলত্বাৎ সংখ্যাজপং সমাশ্রয়েৎ॥ ৫৯৬-৯৮

বৈখরী জপক্রিয়াদির মূলে বাক্, কায় এবং মানসের স্থূল স্পন্দন। সে স্থূল স্পন্দনের মূলে পঞ্চীকৃত যে প্রাণ, তার 'তনু', কিনা, সূক্ষ্ম স্পন্দন। তারও

মূলে মুখ্যপ্রাণের স্পন্দ। এটিকে কারণস্পন্দ বলা যায়—the Basic Causal Stress. ইহাই পূর্বব্যাখ্যাত সঙ্খ্যানকে অতিক্রম করার ভূমি; এর পারে সঙ্খ্যানপূর্বক (reducible to number-and-maguitude relations) গতি আর নেই।

এই অতিক্রান্ত-সংখ্যানেরও দুটি ভূমি। একটি অনুদিত বা অব্যক্ত সঙ্খ্যান। পূর্বসূত্রের পরা এই ভূমি। এরও পারে নিবৃত্তসঙ্খ্যান বা অসঙ্খ্যান—প্রপঞ্চোপশম পরম। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এ দুটির মাঝে এক সন্ধিভূমিও আছে—যে স্থলে আছে-ও বলা যায় না, নাই-ও বলা যায় না, যেমন, সুষুপ্তিজাগরের সন্ধি।

ঐ স্থলে সন্ধিটি নির্বচনীয় নয়। এখন, কারণ (এবং কারণাতীত)-কে যদি বল 'মূলা সংস্থা', এবং সূক্ষ্ম এবং স্থূল, এ দুটিকে 'তুলা সংস্থা' (যথাক্রমে, Realms of the Absolute and Relative), তবে, লক্ষ্য কর যে, সংখ্যাই এ দুই সংস্থাকে সম্বন্ধে আনিয়াছে—It is Mathematics that links up Physics with Metaphysics. এই সংখ্যারূপ সেতু সমাশ্রয় ব্যতীত স্থূল-সূক্ষ্মের তাদের মূলে যাবার পথ পায় না। সর্বসঙ্খ্যানমূলে যাইয়া অসংখ্যানে বিশ্রান্ত হবার নিমিত্ত সংখ্যাজপ করিতে হয়। উদয় থেকে বিন্দুবিলয় অবধি, এবং বিন্দুপারীণতায় —জপব্যাহরণে এই সব কয়টি ভূমিই সাধিতে হয়। তাই—

**১৪।। সন্ধিসন্ধ্যানায় সন্ধ্যাজপঃ।।**

সন্ধ্যাজপ সন্ধিসন্ধ্যানের নিমিত্ত॥

ধারণধ্যানসম্বোধি-ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।
তেন সহ তমুদ্দিশ্যানুশীলনং জপং জপেৎ॥
আচমনঞ্চ শুদ্ধিশ্চ ন্যাসশ্চ প্রাণসংযমঃ।
ধ্যানঞ্চেতি হ্যুপায়ৈঃ স্যাৎ সন্ধির্মূলেন রংহসা॥
অস্পন্দাজিহ্মলক্ষ্যত্বং মূলেন সন্ধিরুচ্যতে।
স্পন্দিতজিহ্মবৃত্তিত্বং তুলায়া যেন বার্য্যতে॥ ৫৯৯-৬০১

সন্ধ্যাজপ কি উদ্দেশ্যে করিব, এবং সে উদ্দেশ্যে জপাদির অনুশীলন কিভাবে করিব,—তাহা বর্তমান সূত্রে বলা হইতেছে।

ধারণা-ধ্যান-সমাধি (সম্বোধি), অথবা, কলা-নাদ-বিন্দু, বাগর্থপ্রত্যয়—এ সকলের সন্ধিকে উদ্দেশ করতঃ সম্যক্ ভাবে অনুশীলনরূপ যে জপ, সেই জপ সত্যকার 'সন্ধ্যাজপ'। জপকে এ সূত্রে 'সন্ধ্যান' বা অনুশীলন কর্মরূপে বলা হইল। এ অনুশীলনের লক্ষ্য সাধারণভাবে 'সন্ধি'। কাদের সন্ধি, তাও আভাষে বলা হইল। যোগাদি শাস্ত্রে 'ত্রয়মেকত্র সংযমঃ' ইত্যাদিতে এই সন্ধিসন্ধ্যান নিরূপিত। লক্ষ্য কর যে, য-ফলা দিয়া সন্ধ্যান বলা হইতেছে। পরের সূত্রে য-ফলা বাদ। বস্তুতঃ সন্ধি দ্বিবিধ—যাতে সম্যক্ আহিত সেটি; আর, যদ্দ্বারা সম্যক্ আহিত। প্রথমটি লক্ষ্য (the End); পরেরটি সে সম্বন্ধে উপায় বা করণ (the Means)। সন্ধ্যাজপে লক্ষ্যেই মুখ্যভাবে অভিনিবেশ দিতে হয়। উহা সন্ধ্যান অথবা তদুপকারক অনুশীলন। উপকারক অনুশীলনের অঙ্গগুলি বলা হইতেছে—সন্ধ্যাজপে (গায়ত্রী প্রভৃতির) উপযোগ ঘটে আচমন, শুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম এবং ধ্যান—এই কয়টির দ্বারা। যে মূলটি জপে রহিয়াছে, তার সঙ্গে সন্ধি সাধিত হয় বলিষ্ঠভাবে (রংহসা) আচমনাদি ঐ উপযোগ-সাধন দ্বারা। উপযোগ ব্যতীত যোগ নেই; অতএব উপযোগে মনোযোগী হও।

কিন্তু সন্ধি যে কি, তা তো বলিলে না! ধর, যে কোন ক্রিয়া অভীষ্ট উপযোগে হইবে। প্রায় ক্ষেত্রেই ঐ অভীষ্ট উপযোগ সাক্ষাৎ, সরাসরি সাধিত হয় না; পরম্পরাসূত্রে, ক্রমান্বয়ে হয়। যেমন, শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসন। মধ্যের এই ক্রমান্বয় এক শ্রেণিবন্ধ সোপান অথবা পরস্পর সংহত সেতুসমূহের আকৃতি পায়। সুতরাং, সে সকলের পরস্পর সন্ধি এবং চরমলক্ষ্যে সঙ্গতি, এ দুই-ই আবশ্যক হয়। চরম লক্ষ্যকে যদি বল 'মূল' বা 'মূলসংস্থা, তবে সেটি অবশ্য গতি-বিশ্রান্তির স্থল, ইহা ভাবনা করিতে হয়—যেখানে চলার শেষ। গতিকে যদি মূলতঃ স্পন্দরূপ ভাবনা কর তো, যেখানে গতির শেষ, সেটি 'অস্পন্দ'। এই স্থলটিকে দুই দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে—একান্ত স্পন্দোপশম, আর নিখিল স্পন্দের মহাসমন্বয়। একটা যেন মহাশূন্যাকাশ; অপর পরিপূর্ণ মহোদধি। এখন, এ দুয়ের যে ভাবেই (মহামৌন অথবা মহাসঙ্গীত) মূলকে ধ্যান কর, তোমার সাধনায় সকল ক্রম যোজনা বা সন্ধি, ঐ অত্যাশ্চর্য অস্পন্দ-ভূমিকেই লক্ষ্য করিবে। আর, শুধু তাই নয়; অজিহ্মভাবে

(directly, straightway) সেটি লক্ষ্য করিবে। জিহ্ম হইলে সন্ধি হয় 'ফন্ধি'। অস্পন্দ-অজিহ্মবৃত্তি হইলে কি হয়? তুলাসংস্থায় (in the planes of conditional approach and relative attainment) যে গতি স্পন্দিত (বৈকল্পিত wavering) এবং জিহ্মগা (tortuous), সে গতি সেরূপ আর থাকে না—ঠিকভাবে সন্ধিসন্ধ্যান (linking up, straight and firm) হইতে থাকিলে বাক্‌কায়াদিতে 'দোলা' আর পথচলায় 'গোল' (হের-ফের ইত্যাদি) কমিতে থাকে।

সন্ধ্যাজপ এই উদ্দেশ্যেই করিবে।

### ১৫।। সন্ধিসন্ধ্যানায় সন্ধিজপঃ।।

সন্ধির সন্ধাননিমিত্ত সন্ধিজপ॥

পূর্ব সূত্রে 'সন্ধ্যান', এখানে 'সন্ধান'। ভেদটি বুঝিয়া লও। সন্ধ্যানে, এটি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, অন্বয়ীদৃষ্টির মুখ্যতা থাকে—it is primarily an integrating, integral approach. কিন্তু, ব্যাস বা বিশ্লেষদৃষ্টিও আবশ্যক হয়। যেমন, কোন সোপানাবলীর সোপানগুলিকে; কোন শিকলের আংঠাগুলি; কোন solution-এর steps or stages গুলো। জোড় সব জায়গায় ঠিক আছে তো? মালার সূতায় গ্রন্থি বা ছেদ নেই তো?

যঃ প্রাণাপানয়ো সন্ধিঃ কৃতকোঽকৃতকোঽপি বা।
স্থূলঃ স ব্যঞ্জনঃ সন্ধিঃ সন্ধ্যেয়ো বৈখরীজপৈঃ॥৬০২

প্রাণ এবং অপান, এ দুই প্রাণনবৃত্তির মাঝে যে 'স্থির' সন্ধি; এবং যেটি কৃতক ('করা', voluntary) আর যেটি অকৃতক ('হওয়া', involuntary), এ দুয়ের মাঝে যে 'ধীর' সন্ধি—যেখানে 'করা' আর 'হওয়া' দুটিই আত্মবশ;—এই দুই সন্ধি স্থূলপর্বেও ব্যক্ত হয়, এবং একে 'ব্যঞ্জনসন্ধি' বলিতে পার। বৈখরীজপ দ্বারা প্রাণাপানের ঐ স্থিরতা সন্ধি, এবং কৃতকাকৃতকের ঐ ধীরতাসন্ধি সন্ধান করিতে যত্ন কর। এস্থলে প্রাণ ও অপান, কৃতক এবং অকৃতক—এ দুই বিপরীত বৃত্তিকে তাদের সমাস থেকে 'ভাঙ্গিয়া' তাদের ঐ উদাসীন স্থল দুটি (সন্ধি)-ই

বিশেষ করিয়া সন্ধান করিতে হয়। ওদের 'জড়াইয়া' লইলে সেটি হয় না। কাজেই, সন্ধ্যানে যেমন ধারা অন্বয়দৃষ্টি, সন্ধানে তেমনিধারা ব্যাতিরেকদৃষ্টি।

প্রাণাপানের মধ্যে যেমন সন্ধি, প্রাণ এবং 'অপ্রাণের' (apparently lifelsss) মধ্যেও তেমনি সন্ধি আছে। এটিকে বৈখরী জপ দ্বারা সন্ধান করিতে হয়। 'জড়' বা mechanical ভাব থেকে 'প্রাণবন্ত' ভাবে আসিতে হয়। প্রাণের ধর্ম নব নব বিসৃষ্টি। এরূপ হইলে জপাদি 'আড়ষ্ট, একঘেয়ে' হইয়া থাকে না।

ব্যঞ্জনসন্ধির পর বিসর্গসন্ধি।

পঞ্চীকৃতানিলানাং যঃ সন্ধির্ব্যানেন কল্পিতঃ।
বিসর্গসন্ধিরেবৈষ তমাশ্রিত্য বিসর্জ্জনাৎ॥ ৬০৩

পঞ্চীকৃত প্রাণ পূর্বে সবিস্তার আলোচিত। ইহাও দেখা হইয়াছে যে, ব্যান ঐ পঞ্চকের মধ্যে সন্ধিরূপ। ব্যান ব্যাপনশীলও বটে। ঐ ব্যানকে লইয়া যে সন্ধি, সেটি বিসর্গসন্ধি। কেননা, ব্যানকে আশ্রয় করিয়াই বিসৃষ্টি এবং বিসর্জন—evolving and resolving—দুই-ই সাধিত হয়।

যেমন, জপব্যাহরণে ব্যানের সন্ধান দুইভাবেই করিতে হয়—অখণ্ডনাদে ব্যাপন এবং অর্দ্ধমাত্রায় সন্ধি।

মধ্যময়া হি সন্ধানং মূলমুখ্যেন সন্ধিতঃ।
স্বরসন্ধে র্নিদানত্বং পশ্যন্ত্যা স্বরপূরণম্॥ ৬০৪

বিসর্গসন্ধির পর স্বরসন্ধি। ব্যাকরণের ক্রম এখানে বিলোমে। ব্যানকে ধরিয়া যে সন্ধিসন্ধান, তাতে, যেটি ব্যাপক এবং সন্ধ্যায়ক হইয়াও গূঢ়-লীন (deeply underlying), সেটির সন্ধান হয়। বিসর্জনে দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা থাকিলেও এস্থলে বিলোম বা বিলয়ের মূখ্যতা। সুতরাং, বিসর্গসন্ধিস্থলে বিশেষতঃ জপবিলয়ে অবহিত থাক। অবহিত পূরা হইলে, নূতন এক সন্ধি অপাবৃত হইবে তোমার কাছে। মধ্যমা নিজেকে সেতুরূপে মেলিয়া ধরিবে। It opens up the sure, unfailing 'Mystic Path' to the upper Realms of Experience. কিভাবে এ

রাহস্যিক পন্থার উদ্ঘাটন হয়?— 'মূলমুখ্যেন সন্ধিতঃ'। মূলমুখ্যের সাথে সন্ধিস্থাপন করতঃ। 'মূলমুখ্য'? মূলের সন্ধানে কোন এক ক্রমের অনুসরণ করিতে হয়। প্রথমে যেটি সন্ধানের মূলরূপে গৃহীত হয় (যেমন, জপে নাদ), সেটি আয়ত্ত হইলে, তখন তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অপর কিছু (যেমন, জ্যোতিঃ) মূল সন্ধানবস্তু হয়। তার পর হয়ত, রস। ইত্যাদি। প্রশ্ন হয়—এসব সন্ধেয় মূলের গোড়াকার মূলটি কি? জপব্যাহরণে যেমন বিন্দুকে সব্বার গোড়ায় রাখিতে হয়। আর সব যেন মূলের প্রতিভূ, স্বয়ং মূলটি নয়। অবশ্য, সাধনবিশেষের অনুবন্ধ (context and relevancy)-এর উপর নির্ভর করে, কোন্‌টা কোন্ স্থলে মূল মুখ্য (the End *par excellence*) হইবে।

মূলমুখ্য—মূলের সঙ্গে মুখ্যপ্রাণের সন্ধি এভাবেও লইতে পার।

দুইভাবের যে ভাবেই লও, মধ্যমার ধৃঃ অথবা সেতু আশ্রয় করিয়াই এই মূলসন্ধিটি সাধিতে হইবে। এটি হইল স্বরসন্ধি (স্বরের লক্ষণ স্মরণ কর; স্বরে সবিতৃত্ব, সৃষ্টিসামর্থ্য আছে; স্বর ব্যতীত অর্থের 'ভাবন' ও দর্শন হয় না)। যেহেতু পশ্যন্তীতে স্বর বা সবিতৃধর্মের পূরণ হয়; সেইজন্য পশন্তীভূমিতেই স্বরসন্ধির নিদান (হেতু, গোচরতা, প্রমাণ)। বৈখরীতেও স্বর রহিয়াছে, যেমন ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বর যুক্তও হয়। তথাপি, বৈখরীতে স্বর নিজেকে শুদ্ধ ও পূর্ণরূপে পায় না; সুতরাং, ব্যঞ্জনে যুক্ত হইয়াও, ব্যঞ্জনকে তার পূর্ণব্যঞ্জনায় এবং যথার্থ অভিব্যক্তিকে দেখাইতে পারে না, যেমন ধর, রাম বা গোবিন্দ নাম। মধ্যমাকে ধরিয়া পশ্যন্তীতে উপনীত হইতে পারিলে স্বরসম্পূরণ, সুতরাং, ব্যঞ্জনেরও পূর্ণাভিব্যঞ্জন।

মূলমুখ্যসন্ধানটি প্রকারান্তরেও দেখ—

অধ্যাত্মমেব সন্ধানমেতন্ মুখ্যং সমাশ্রয়েৎ।
আধিদৈবিকসন্ধিশ্চ তথাধিভৌতিকং জপী।
যোগে চ গ্রহণাদৌ চাশ্রিত্য সুগমতাং ব্রজেৎ॥ ৬০৫

মন্ত্র-যন্ত্রাদির যাহা 'অধ্যাত্মং' (আত্মবিষয়ক তত্ত্ব বা উপনিষৎ), সেটির সন্ধানই সর্বস্থলে মুখ্য। এবং যেহেতু আত্মাই নিখিলের মূল, কাজেই, মূলমুখ্য

বলিতে অধ্যাত্ম বুঝায়। যেমন ধর, ষট্‌কোণ যন্ত্র। এটিকে অধ্যাত্মাদি তিন দৃষ্টিতেই দেখা যায়। তন্মধ্যে অধ্যাত্মদৃষ্টিই মূলমুখ্য—আত্মজ্ঞানে সেটিরই মুখ্যতঃ উপযোগ। ঐ মুখ্যকে লক্ষ্য করিয়া আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এতদুভয়ের সন্ধিকল্পনা করিবে। ঐ যন্ত্রটিকে কেবলমাত্র এক রহস্য রেখাচিত্র (mystic symbol) না ভাবিয়া যদি এক শক্তিমণ্ডল (dynamic system) ভাব, তবে তোমার প্রথম (আধিভৌতিক) সন্ধিটি সুষ্ঠু কল্পিত হইল। তারপর, সে শক্তিমণ্ডলে যদি সৃষ্ট্যাদি দৈবীশক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হয় তো দ্বিতীয় সন্ধি—আধিদৈবিক। তথাপি 'বাহ্য'—তোমার আপন আত্মার সন্ধান এখনও হয় নাই। সেটি হইলে মূল মুখ্যসন্ধি। তোমার ক্রিয়া ও ভাবনার পরোক্ষা গৌণীবৃত্তি কাটিয়া গিয়া অপরোক্ষা মুখ্যাবৃত্তি আরব্ধ হইল। জপে আদৌ বাক্ ও ভাবের কলা (phases, aspects) গুলির সুষম বিন্যাস করিতে হয়। এটি আধিভৌতিক সন্ধি। অথবা, কায়, বাক্ ও মনের। তারপর, মুখ্যপ্রাণ নাদব্রহ্মরূপে প্রকট হইলে, বাগাদির সকল বৃত্তি যেন এক হিরণ্যসূত্রে গ্রথিত হয়—জপ যেন আর 'আমার কাজ' থাকে না, হয় গুরু-ইষ্টের আপন কাজ। এটি আধিদৈবিক। শেষে, অর্দ্ধমাত্রার প্রসাদে বিন্দুব্রহ্মসমাপত্তি হইলে—'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্'—জপধ্যান সবই আত্মার আত্মবিলাস!

যতক্ষণ এই আত্মার জ্যোতিঃ এবং আনন্দ বিলাসের ধাম না মিলিল, ততক্ষণ আগের দুটি সন্ধিতে সন্ধানের সকল 'সুযোগ'ই গ্রহণ করিবে। যেমন, গ্রহনক্ষত্রাদির যোগাযোগে জপ, গ্রহণ, পুণ্যাতিথ্যাদিতে জপ ইত্যাদি। এ প্রকার জপে ঐ ত্রিবিধ সন্ধিসন্ধানে সুগমতা সাধিত হয়। কেন—তা পরের সূত্রের আলোচনায় আসিতেছে—

**১৬॥ চতুর্ভির্বাধাচতুষ্টয়বিনিবৃত্তিঃ॥**

(বৈখরী প্রভৃতি) চারিটি দ্বারা বাধাচতুষ্টয়ের বিনিবৃত্তি॥

দেশকালাদিজন্যা যাশ্চতস্রঃ সন্তি বাধিকাঃ।
জপাশ্চত্বার ঈহ্যন্তে তাসাং হি বিনিবৃত্তয়ে॥৬০৬

দেশকালাদি জন্য যে চতুর্বিধ বাধা (অবরোধ, প্রতিরোধ, বিরোধ ও নিরোধ), সেগুলি যথাক্রমে বৈখরী প্রভৃতি জপের দ্বারা নিবারিত করিবে। বৈখরী জপ দেশের বাধা দূর করে, ফলে জপাদি ঠিক পাদসৌষ্ঠবে চলিতে থাকে। জপাদির 'পঙ্গুতা' এতে হয় দূর। জপ মধ্যমায় চলিলে সাবলীল মাত্রাসম্মিত হয়। ক্ষিতি বিশেষতঃ দেশ-সংস্থান; অপ্ (ধারারূপে) কালসংস্থান। কাজেই, বৈখরী ও মধ্যমা জপ দ্বারা ঐ দুটি তত্ত্বের 'জয়' সাধিত হয়। পশ্যন্তীতে বাগর্থপ্রত্যয়ের ছন্দোনিমিত্তক বাধা অপগত হয় (they appear in perfect harmony relation); সুতরাং, বাগাদির কলা তাদের বৈকল্যাদি পরিহার পূর্বক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এতে বিশেষ করিয়া 'রূপক' যে অগ্নিতত্ত্ব, সেটির জয়। শেষকালে, পরায় বস্তুগত বাধারও নিবৃত্তিতে সর্বসাধনের যেটি কাষ্ঠা, সে কাষ্ঠাও পরিনিষ্ঠিত হয়।

বৈখরী প্রভৃতি চতুষ্টয় প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—

সংখ্যাজপেন হাতব্যমবলয়াখ্যস্পন্দনম্।
প্রতিলয়ঞ্চ সন্ধ্যানাদালোকং সন্ধিপাটবাৎ।
অলোকমস্মিতাস্পন্দং শময়েদাজপেন চ
(দালয়েন চ)॥৬০৭

স্পন্দনের অবলয়, প্রতিলয়, আলোক এবং অলোক—এই চারি 'গ্রাম'। অবলয়ে অবনয়নী শক্তির মুখ্যতাবশতঃ অবষ্টম্ভ (drag, inertia, 'lowering')-এর লক্ষণ থাকে। স্পন্দনগুচ্ছ যেন একটা গুহার মত আমাকে ঘেরিয়া ফেলিবে ও বন্দী করিবে। জপক্রিয়ায় আনে একটা যেন—lowering of the tone and temper. অবলয় মাত্রেই অবাঞ্ছনীয় নয়; যেমন, অগ্নিমাত্রা ও রাজস লক্ষণগুলোর আধিক্যে। সংখ্যাজপদ্বারা অবলয় স্পন্দননিষ্ঠ যে বাধা, সেটির পরিহার হয়। কেননা সংখ্যাজপে জপস্পন্দের শক্তিমান উর্জ্জিত ও সংহত হইয়া চলে, কাজেই, শক্তির অবনয়নের (lowering or degrading-এর) সম্ভাবনা কমে। জপ 'এলাইয়া পড়িতে' কিংবা 'জট পাকাইতে' সহজে পারে না।

তার পর, পূর্বব্যাখ্যাত সন্ধ্যানজপ দ্বারা প্রতিলয়স্পন্দন থেকে জাত যে বাধা, তাকে কাটাও। প্রতিলয়? ধর, কোন এক অভিমুখে একভাবে স্পন্দন হইতেছে;

কোন অভিঘাতকে সেটি প্রহত হইয়া ফিরিল (যেমন, জল, বায়ু প্রভৃতির তরঙ্গ); ফিরিয়া যদি মূল স্পন্দনকে সুষমচ্ছন্দে পোষণ করে তো উত্তম। তাতে মূল স্পন্দনের আকৃতি-প্রকৃতির উপচয়, উৎকর্ষ। কিন্তু, অন্যথাস্থলে, মূলস্পন্দের প্রতিরোধবশতঃ বৈরূপ-বৈগুণ্য (ব্যাজাদি) ঘটিতে পারে। এটি অনভীষ্ট। সন্ধ্যানজপদ্বারা এবম্বিধ অনভীষ্ট প্রতিলয় পরিহার কর। সম্যক্ ধ্যান 'লাগাইয়া' রহিতে হয় যাতে আমার অভীষ্ট স্পন্দনশ্রেণির অযথা diffraction, deformation ইত্যাদি না ঘটে। যেমন, অন্তরঙ্গ সঙ্গো ধ্যানকীর্তনাদি স্থলে বহিরঙ্গা-সঙ্গাদি।

তার পর, আলোকস্পন্দন। এতে স্পন্দনের আততি—তেজঃ এবং প্রকাশের 'লোকে' আরোহণ—becomes expansive and radiant. এ লোকেও অনভীষ্ট বাধারূপ আছে; যেমন, বর্তমান কৃত্রিম nuclear radiations-এর। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অভিমান, অহঙ্কার ইত্যাদি থাকিলে উচ্চগ্রামের আলোকস্পন্দন (প্রতিভা ইত্যাদি)-এর বিপরিণাম ঘটে। Genius কে 'genie' পাইয়া বসিলে যেমন। এ বাধা কাটাও 'সন্ধিপাটবাৎ'। সব সময় শুভ ও শ্রেয়ঃ সন্ধিটিই কুশলী হইয়া ধর।—Always pursue the line of constructive, co-ordinated well-being. জপে দুটি সন্ধিস্থলে 'পটু' হও। তা হইলে, অগ্নিমাত্রায় জ্যোতিঃ মিলিবে, জ্বালা নয়; সোমমাত্রায় রস, মোহ বা মত্ততা নয়।

তার পর, আলোকের আধান রূপে 'অলোক'। এদের প্রসঙ্গা পূর্বে হইয়াছে। এস্থলে, অন্তর্দৃষ্টিতে আলোকস্থলে বাধা যদি হয় অহঙ্কার, অলোকস্থলে 'অস্মিতা'। অলোক-স্পন্দন অস্মিতাস্পন্দন আকারে অস্মৎ প্রত্যয়ের শেষ 'ঘাঁটি'তে গোচর হয়। এর জন্যও বাধা আসিতে পারে—যদি এটি শুদ্ধ অস্তি-ভাতি-প্রিয়মের মাঝে এক 'জবনিকা'-র মত রহিয়া যায়। জপধ্যান কোন 'লোকে' আর আপনাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, তথাপি এক বিপুল 'অস্মি'-রূপে পরমের প্রান্তভূমিতে আপনাকে 'মেলিয়া' রাখিয়াছে। 'অহং' নেই, তবু 'অস্মি' আছে। এটিকে 'আজপ' বা 'আলয়' স্পন্দনে আদৌ কর লয়। অর্থাৎ, জপকে, ধ্যানকে জপের এবং লয়ের অতীত ভূমিতে যাইবার পথ করিয়া দাও।—যেখানে জপও আর নেই লয়ও আর নেই। জপ ব্যাহরণে বারংবার উদয়ে বিলয়ে বিন্দু পরিক্রমা কর কেন? পরার সেতুটিকে 'মুখ পাল্টাইয়া' পরাপারীণ করার জন্য, নয় কি? তখন আর জপও নেই, লয়ও নেই।

**১৭।। আণবৌরবভেদেন সঙ্খ্যানত্বম্।।**

সঙ্খ্যান, আণব এবং ঔরব, এ দুটির ভেদবশতঃ॥

পূর্বসূত্রে 'আলোক' এবং 'অলোক', আর, 'আলয়'—এ তিনকে অন্তর্দৃষ্টিতে এক অভিনব অনুবন্ধে দেখা হইল। প্রাক্তন আলোচনার আধারে, কথঞ্চিৎ বাহ্যদৃষ্টিতে (objectively), শেষের দুইটি স্পন্দনস্থলকে মরুৎ এবং আকাশে মিলাইতেও পার। অর্থাৎ, মরুৎ অলোক এবং আকাশ আলয় স্পন্দনের স্থল। দুটি দৃষ্টিতে বিরোধ নেই। মরুৎ বিশ্বগতির উদ্ভাব্য স্থল (the plane of Cosmic Kineticity); এটি এখনও নিজেকে কোন 'লোকে' (field or region-এ) বাঁধিয়া ফেলে নাই। আকাশ, ঐ দৃষ্টিতে, বিশ্বস্পন্দের সম্ভাব্য স্থল (the ground of the Cosmic Potential)। এ আকাশে সংখ্যা এবং পরিমাণ (Number and Magnitude) দুই-ই লয় পাইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্খ্যানবীজটি ইহাতে নিহিত। এই সঙ্খ্যানের এক মৌলিক ভেদ বর্তমান সূত্রে দেখান' হইতেছে। জপের পাদমাত্রাদি সংখ্যা সেতুতে আসিয়া লয় পাইল; কিন্তু সঙ্খ্যান রহিল। এটিকে প্রসঙ্খ্যান-অতিসঙ্খ্যান—এই দুই উত্তর ভূমিকায় লইয়া তবে অসঙ্খ্যানে বা সঙ্খ্যানাতীতে যাইতে হয়। জপে নাদ-বিন্দু-কলার পূর্ণখ্যাতিতে প্রসঙ্খ্যান, শূন্যৈকখ্যাতিতে অতিসঙ্খ্যান, এবং তদতীতে অসঙ্খ্যান।

সঙ্খ্যানং দ্বিবিধং বোধ্যং জপাজপানিয়ামকম্।
অণিষ্ঠগতিরেকস্যা বরিষ্ঠগতি চাপরম্॥৬০৮

জপ এবং অজপা, দুয়েরি নিয়ামক যে সঙ্খ্যান (Measure Principle, Calculus), সেটি, দুই প্রকারের—এক, 'আণব' (The Calculus of microcosmic relations, যথা, Quantum Physics-এ, সূক্ষ্মগ্রামের Wave Mechanics-এ); দুই, 'ঔরব' (The Calculus of macrocosmic relations—Relativity Physics etc.)। এ দুয়ের ভেদ কেবলমাত্র বাহ্য ক্ষেত্রে নেই; আন্তর বিষয়েও আছে। এ দুই সঙ্খ্যানের কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইলেও, এদের পরস্পরের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ, আণব এবং ঔরব ক্ষেত্র দুটিকে আলাদা করিয়া দেখিলেই হয় না, সেটিকে

'অন্বয়ে' আনিতে হয় (যেমন, Unifield Field Equations-এ)। জপে যেমন উদয় থেকে বিলয়মুখ পর্যন্ত একরূপ সখ্যান, সন্ধি-সেতু-মেরু—এ সব স্থলে স্বতন্ত্র সখ্যান—এ ধরিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কেননা, এ দুই সখ্যান যাবৎ আলাদা, তাবৎ প্রসখ্যান দ্বারে অর্গল। তাই—

সখ্যানমাণবং সূক্ষ্মে স্থূল ঔরবমেব চ।
সাপেক্ষত্বেঽপি স্বাতন্ত্র্যমুভয়োশ্চ প্রতীয়তে॥৬০৯

এ শ্লোকে 'স্থূল' মানে 'মোটামুটি' বা 'জাবদা' হয়। 'মাঝারি' কোন অবেক্ষকের (Mean Observer's) যেটি প্রমাণ, এবং সে প্রমাণজন্য যে প্রত্যয়, সেটি উরুবিষয়ক হইলে ঔরব, অণুবিষয়ক হইলে আণব। যেমন, নক্ষত্রবিজ্ঞানে আলোকের গতি ঔরব প্রমাণ; আণবিকবিজ্ঞানে কোয়াণ্টাম্, ফোটন্ ইত্যাদি আণব। আচ্ছা, এ ভেদ কেন করিতেছি? তাই পরের সূত্র—

**১৮॥ সম্ভাব্যভাবিত্বেনাণব উদ্ভাব্যভাবিত্বেনৌরবঃ॥**
আণবস্থলে সম্ভাব্যভাবিত্ব, ঔরবস্থলে উদ্ভাব্যভাবিত্ব॥

অণাববাধ্যতামূলা সম্ভাব্যমানতাস্থিতিঃ।
সম্ভাব্যভাবিতোর্ম্যা হি ব্যবহারনিরূপণম্।
তদূর্ম্মিগতিবিজ্ঞানমাণবস্য সমন্বয়ঃ॥৬১০

সূক্ষ্মতার পরিশেষে যে অণু, তাতে বাধ্যতা নেই (*cf* Principle of Indeterminacy)। কেননা, ব্রহ্মকাম ও ব্রহ্মসঙ্কল্প ঘনীভাবে বিন্দু, আর, অণু বিন্দু থেকে 'উদ্ভূত'; বিন্দুর স্বভাব Will-to-be-and-become অণুতে বর্তায়। বিশ্বের সূক্ষ্ম মূল বস্তুতে এই স্বভাব-স্বচ্ছন্দ কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিত হয় নাই; বিশ্বের মহান্ বিতানরূপেও নয়। বিন্দু ও নাদ, এ দুয়ের কোনটাতে, কোনটার 'নৈকট্যে'-ও, নয়। মধ্যসংস্থায়, কলায়, কুণ্ঠাদি দৃষ্ট হয়।

অণুতে সম্ভাব্যমানস্থিতি—বিন্দুর আত্মজ এই অণুতে অনিরূপণীয় সম্ভাব্যতার 'খনি'—it is a mine of indeterminable possibilities of becoming. সেটি ঠিক নিরূপিত হইয়া নাই, সেটির নিরূপিত হবার অনেক (বিবিধ) সম্ভাবনা থাকে এই আণব ক্ষেত্রে। ধর, সে সম্ভাবনা এক ঊর্মির মত কল্পিত হইল।—Wave of Probability.

মনে কর, ঊর্মিটি এক বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতির হইলে, তাকে বলিব 'ভাবী' ('হইবে', is to become); অন্যথায়, 'অভাবী' ('হইবে না', not to become or happen)। এখন, আণবস্থলে কোন পদার্থের গতি বা স্থিতির যে ব্যবহার, সে ব্যবহারের নির্বহণ হয় ঐ সম্ভাব্যভাবিতারূপ ঊর্মিদ্বারা। অর্থাৎ, তার সম্ভাব্যতাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়—'কি গো, তুমি এখানে ভাবিরূপে আসিলে তো?' সে গতি-স্থিতির অভিবিধি সূত্রে (Equation-এ) 'সম্ভাব্যতামান' (Probability Function) অবশ্য থাকিবে। সুতরাং আণবক্ষেত্রে যদি সমন্বয় চাও তো, উক্ত সম্ভাব্যতোর্মির আকৃতি-প্রকৃতি-পরিকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞাতা হও। সম্ভাব্য = Possible = হইলে হইতে পারে; ভাবী=হইবে; সম্ভাব্যভাবী = Probable = হওয়ার দিকে, হবার মতো। এই শেষেরটিকে ঊর্মি-আকৃতি ভাবিয়া তার প্রকৃতি (nature) এবং পরিকৃতি (correlation) পরীক্ষা করতঃ, জানিতে হয় আণবদেশে গতি-স্থিতির ব্যবহার সমন্বয় কিভাবে হইবে।

ঔরবদেশে (macrocosmically) স্থূলসংখ্যাবিনির্ণয় হয় কিরূপে তা বলা হইতেছে। 'স্থূল! তুমি এত পাদে রহিয়াছ, এই মানে মাত্রায় চলিতেছ'—এই যে নির্ণয়, সেটি পাইতে (কিনা, সঙ্খ্যাননির্ণয়নিমিত্ত) 'বিনিপাত'-এর হিসাব লইতে হয়; বহু ঘটিত ও ঘটনার 'average' কষিতে হয়, statistics-এর নিয়মে গণনা করিতে হয়।

বিশ্বে প্রতিটি ঘটিত বা ঘটনাই 'অসামান্য' (unique), আর, তার এক নিজ ব্যষ্টিত্ব আছে (individuality)। কাজেই কোনটাকেই একান্তভাবে সাধারণ সূত্রে আনা যায় না। আনিতে গেলে 'গড়পড়তায়' আনিতে হয়। সেজন্য Statistical Calculus. আণব বলিয়াছিল—'তুমি যতই না Probability-র আঁক কষ, আমি আমার স্বচ্ছন্দ হারাইব না।' ঔরব বলিল—'তুমি যতই না Statistics-এর হিসাব

কর, আমি আমার ব্যক্তিত্ব ছাড়িব না।' সুতরাং স্থূল বা ঔরব ক্ষেত্রেও পাদমাত্রাদির যে সংস্থানির্ণয় হয়, সেটি স্বতঃনির্ণয় নয় (not its 'own' description and determination), পরন্তু সেটি বিনিপাতসূত্রে নির্ণয় (statistical result)

অতঃপর, জপানুবন্ধে—

সম্ভাব্যভাবি যদ্ সূক্ষ্ম উদ্ভাব্যভাবি চান্যতঃ।
কল্প্যতে তৎ সমুদ্দিশ্য স্থূলসূক্ষ্মজপক্রিয়া॥ ৬১১

সম্ভাব্যভাবি আগে বলা হইয়াছে। উহা আণবস্থলে (সূক্ষ্ম) অধিকারী। ঔরবস্থলে (স্থূলে) যেটি অধিকারী, সেটিকে উদ্ভাব্যভাবি বলা হইতেছে। 'উৎ', উরুরূপে, যেটি ভাব্য, সেটি উদ্ভাব্য; যেমন, বীজ থেকে অঙ্কুরাদি। 'এইভাবে হইবে'—বলিয়া যেটি নিরূপণ বা নির্ণয় করে, সেটি উদ্ভাব্যভাবি। এখন, 'ঠিক ঠিক এইভাবে' তো কোন নির্ণয়সূত্রে আনা যায় না; তাই বিনিপাতসূত্রে নির্ণয়। যেমন আগে দেখান' হইল।

জপকর্মে স্থূলবৃত্তির মত সূক্ষ্ম বৃত্তিও আছে, আর, সেই সূক্ষ্মের স্থলই স্বভাব এবং শক্তিস্বাচ্ছন্দ্যের স্থল। যেমন, জপে শূন্য ও সন্ধিস্থলগুলিতে। জপে নাদাধারে কলাবিতান ঔরব; এখানে পাদ-মাত্রাদির সংখ্যা সমতা-সুষমতা—এ সব পূর্বোক্ত উদ্ভাব্যভাবি সূত্রে দেখিয়া লইবে; প্রতি জাপকের এবং এক জাপকের কৃত প্রতিটি পাদাদিতে 'নিজত্ব' একটা অবশ্যই থাকে, এবং সে নিজত্ব নাকচ করিয়া কোন কর্মই হয় না; তথাপি, 'বিনিপাতনে' তাদের সাধারণ আকৃতি, ছন্দঃ এ সবও পাইতে হয়; তাদের 'লেখ' (graph) আঁকিয়াও দেখাইতে হয়। নচেৎ, বিজ্ঞান নেই।

জপের সূক্ষ্ম স্থলগুলিতে সম্ভাব্যভাবিতা। ঠিক যে কিভাবে উদয় বা বিলয় হইবে, শূন্যস্থলগুলি স্পর্শ হইবে, তা কেহই আঁকের খাতায় আঁকিয়া ছকিয়া দেখাইতে পারে না। তথাপি, সম্ভাব্যভাবি বা Probability-র অবকাশ অবশ্যই আছে; এবং আছে বলিয়াই, তত্তৎ বিষয়ে বিজ্ঞান ও ব্যবহার। 'সবি নিজের নিজের মতো' হইলে তো সাধনসম্পর্কে বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-দীক্ষা সম্ভব হয় না।

**১৯॥ মাধ্যমিকস্তদুভয়ভাবিত্বেন॥**

যেহেতু উভয়ভাবি, অতএব মাধ্যমিক॥

অন্যোন্যমিশ্রণাদ্ বিশ্বে স্থূলসূক্ষ্মাদিভাবিনাম্।
ন কিঞ্চিদয়তে কাষ্ঠামাণবৌরবয়োঃ ক্বচিৎ॥
কাষ্ঠাং কাময়তে সর্ব্বং ব্রজদ্দূরমুতান্তিকম্।
সম্ভাব্যোদ্ভাব্যভাবিত্বাৎ বিশ্বে মাধ্যমিকী স্থিতিঃ॥
ক্বচিদ্ বন্ধং ক্বচিন্ মুক্তং পারতন্ত্র্যে স্বতন্ত্রতা।
স্বভাবাভাবসঙ্কীর্ণং ন হি কিঞ্চিদ্ বিনিশ্চিতম্॥৬১২-১৪

আণব আর ঔরব—এই দুই কাষ্ঠা ('ideal limits')। কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়—বিশ্বে সাধারণ স্থূল বা সূক্ষ্ম বলিয়া যারা পরিগণিত, তাদের অবস্থান পূর্বালোচিত কাষ্ঠাদ্বয়ের ঠিক কোনটিতে কি? উত্তর—না। সাধারণ সর্বত্র স্থূলভাবিত্ব এবং সূক্ষ্মভাবিত্ব, এ দুয়ের সংমিশ্রণ দেখি; অর্থাৎ, জড়, প্রাণ, মানস—সর্বক্ষেত্রেই স্থূল-সূক্ষ্ম মিশিয়া রহিয়াছে (যথা, মনে conscious এর সাথে subconscious; ইত্যাদি)। সুতরাং, কোন কিছুই আণবকাষ্ঠাতেও যায় না, ঔরবকাষ্ঠাতেও না। কেহই বলে না—'আমি শুধু সম্ভাব্যভাবিতায়—Probability Function এ—আছি, কাজেই অনিরূপিত—indeterminate. আবার এও বলে না—'আমি কেবল উদ্ভাব্যভাবিতায়, কাজেই statistical law দ্বারা বাধ্যই আছি।' পূরা এটা অথবা ওটা কোথাও দেখা যাইতেছে না।

বিশ্বে এই মাধ্যমিকী স্থিতি (intermediate position)-র দরুণ প্রতিটি বস্তু বা ঘটনা 'সম্ভাব্যোদ্ভাব্য' (a mixture of law and chance; determinacy and indeterminacy)। সবকিছু ঐ দুটি কাষ্ঠার কোনটির হয়তো কাছেই ক্রমে আসিতে চাহিতেছে (কাময়তে), অথবা দূরে। যেমন, Life and Matter, Matter and Mind ('Mind is becoming more and more material, and Matter more and more mental'; তেমনি আবার Life more and more mechanistic, and mechanism more and more vital.) সর্বক্ষেত্রেই ঐ প্রবণতা পরীক্ষা করিও।

এই প্রবণতা নিবন্ধন (due to this tendency to the two extremes) বস্তু মাত্রকে কোথাও (in a given context or set of assigned conditions) দেখি 'বন্ধ', আবার কোথাও বা দেখি 'মুক্ত'; পরতন্ত্রতাতেও দেখি স্বতন্ত্রতা; স্বভাবেও অভাব, অভাবেও স্বভাব। কাজেই, মাধ্যমিকী স্থিতিতে কোন কিছুকেই ঐ দুয়ের একরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি না। যদি জিজ্ঞাসা করি— 'কিগো, তুমি কি বন্ধ'? অথবা, 'তুমি কি মুক্ত', 'কর্তা না কার্য?' 'স্বভাবে না অভাবে?'—সে বলে, 'কৈ, ঠিক তো জানি না! তোমার ঐ আণব বা ঔরব সঙ্খ্যান আঁকের খাতায় যাই ছকিয়া দেখাক্ না কেন, আমি পূরো তার কোনটাতে আছি বলিয়া তো মনে করি না।'

তথাপি অনিশ্চয় থেকে নিশ্চয়ের সেতুটি তো চাই, নতুবা বুদ্ধি ব্যবসিতা, সাধনা ব্যবস্থিতা হইবে না। তাই—

**২০।। মধ্যমা সেতুরনিশ্চয়বিনিশ্চয়য়োঃ।।**

অনিশ্চয় থেকে বিনিশ্চয় কোটিতে যাবার সেতু মধ্যমা॥

সম্ভাব্যভাবিতা (Uncertainty Factor)-র প্রাধান্যবশতঃ কেবল 'হইলে হইতে পারে' (possible), অথবা 'হবার মতো' (probable)—এইরূপ স্থিতি যে স্থলে, সে স্থলে অনিশ্চয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। মহদ্‌বুদ্ধি অথবা ব্যষ্টিবুদ্ধি রূপে, বুদ্ধি যাবৎ কোন অবস্থাকে আপন বিমর্শবৃত্তিতে পূরা গ্রহণ করিতেছে না, তাবৎ অনিশ্চয়। মহদ্‌বুদ্ধি, বিশারদী বুদ্ধি, প্রাতিভজ্ঞান—এসকল স্থলে অনিশ্চয় আভাসিক (apparent) হইলেও, অস্মদ্ বুদ্ধিতে এই অনিশ্চয়ের ভূমি (datum)-র উপরেই সকল সমীক্ষা-পরীক্ষাদি করিতে হয়, এবং সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়। যে সকল বৃত্তি, তাদের সংযোগ বিয়োগে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এখনও সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত, তাদের বিনিশ্চয়ীকরণই বুদ্ধির কর্ম। 'বিনিশ্চয়' বলিতে 'বিবিচ্য নিশ্চয়ঃ' (affirmation by selection)। তাই—

ব্যক্তে গতিস্থিতীনাং যোঽনিশ্চয়ঃ পরিদৃশ্যতে।
আভাসিকোঽপি সোঽস্মাকং বিশ্বেষু ব্যবহারিকঃ॥

সম্ভাব্যোদ্ভাব্য-দ্বৈতং যন্ মহদেব তদাশ্রিতম্।
অনিশ্চয়স্য বীজং যদামহৎ তৎ প্রবর্ত্ততে॥
অধ্যবসায়রূপেণ তত্র নিশ্চীয়মানতা।
ব্যাপারেণ ভবেদ্ বুদ্ধ্যা সা বুদ্ধি র্নিশ্চয়াত্মিকা॥
সম্ভাব্যভাবিকোটৌ যদ্ দোদুল্যতে বিকল্পিতম্।
উদ্ভাব্যভাবিকোটৌ তদারোহ্যেত বিনিশ্চয়াৎ॥
বৈখরীজপসঙ্কল্পাদ্ যচ্চাদৌ স্যাদ্ বিকল্পিতম্।
মধ্যমাসেতুমারুহ্য তদ্ গচ্ছতি বিনিশ্চয়ম্॥ ৬১৫-১৯

ব্যক্ত বিশ্বে গতিস্থিতির যে অনিশ্চয় দেখি, সেটি তত্ত্বভূমিতে যদিও বা আভাসিক, আমাদের এই নানা স্তরের বিশ্ববোধে, সে অনিশ্চয় ব্যবহারিক। আমাদের ব্যবহার অনিশ্চয়ের নিশ্চয়ীকরণ। আচ্ছা, আমাদের ব্যবহারের বাহিরে কি অনিশ্চয় নেই (is it only pragmatic, conventional?)—না, মহদ্‌বুদ্ধি অবধি (আমহৎ) অনিশ্চয়ের প্রবৃত্তি। এই আমাদের বুদ্ধিতে যেমন? যদি তাই হয়, তা হইলে 'আভাসিক' বলি কেন ও-স্থলে? তাই বলা হইতেছে—স্থূল বা সূক্ষ্ম অনিশ্চয় (Uncertainty Factor) মহানের স্থলে নিরস্ত বটে, কিন্তু তার 'কারণ' বা বীজ মহতেই সন্ধান করিতে হইবে। অনিশ্চয়ের মূল কারণ বা বীজটি আমাদের বুদ্ধির নয়, মহতের। অনিশ্চয়ের এক ভ্রান্তিরূপ, এক লীলারূপ। ভ্রান্তিরূপে (as misapprehension or imperfect apprehension) যে অনিশ্চয়, সেটি অবশ্য মহতের স্থলে নেই; কিন্তু লীলারূপে, স্বতন্ত্রতারূপে (as freedom of play and action) সেখানে আছে। জড়ের দেশে আণবক্ষেত্রে যে অনিশ্চয় (indeterminacy), সেটিকে কেহ বা ভ্রান্তিনিমিত্তক ভাবিতেও ছাড়েন নাই।

তথাপি, সূক্ষ্মের পারে কারণে যাইয়া লীলারূপে অনিশ্চয় বীজটি থাকেই, ইহা ভাবিতে হয়। নতুবা এই বিশ্বরচনায় প্রাণ থাকে না, রসও থাকে না। এবম্ভূত অনিশ্চয়ের ভূমিকায় বুদ্ধি নেয় বিনিশ্চয়ের কাজ; সেটিকে বলে 'অধ্যবসায়'। এ বিনিশ্চয়ের ভূমিকা মহদ্‌বুদ্ধি (Cosmic Reason)-ও গ্রহণ করে। তদ্‌বুদ্ধি প্রেরিত রূপে অস্মদাদির বুদ্ধিও গ্রহণ করে। তবে অস্মদ্‌বুদ্ধির গ্রহণে ইন্দ্রিয়-চিত্তাহঙ্কারাদি

জন্য কার্পণ্যও ঘটে। আমাদের ব্যবহারিক অনিশ্চয়, অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান দৃষ্টিতে আভাসিক। তাই, 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'। আমাদের সম্ভাব্য-ভাবিকোটিতে (in the realm of uncertainties and probabilities) যেটি বৈকল্পিক (এ-টা বা ও-টা) ভাবে দোদুল্যমান, সেটি বুদ্ধির সমীক্ষা-পরীক্ষা-অন্বীক্ষায় বিনিশ্চয়ে 'আরূঢ়' হইয়া উদ্‌ভাব্যকোটিতে (in the realm of actuals, of determinate facts) উপনীত হইতেছে। ফলে, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান।

এই সূত্রের জপাদিতে প্রয়োগ—

বৈখরীভূমিতে সঙ্কল্প হইল—জপ করি। বাক্, চিত্ত ও প্রাণ—এ তিন হইল ক্রিয়ার নির্বাহয়িতা। এ তিনের প্রাণই মুখ এবং নিয়ত; কেননা, জপের উদয় মুখে এবং বিলয় প্রান্তে প্রাণ একাই থাকে। তথাপি, বৈখরীজপধ্যানে এ তিনেরি বৃত্তি হয় বৈকল্পিক—'এ-ভাবে কি ও-ভাবে'। জপধ্যানের এই অনিশ্চয়, এই দোলা, এই সঙ্কট কাটে কি হইলে? মধ্যমার সেতু ও অক্ষ সমাশ্রয়ে। যেমন, গতিকে কোন অক্ষ ধরাইয়া দিলে হয়। মধ্যমা নিয়ত ক্ষেমের ভূমি। কাজেই, এখানে উপনীত জপাদির ব্যত্যয়-বৈয়র্থ্য-বিকল্পরহিত গতি হয়। 'কালী' ও 'দোলা' দুই-ই কাটাইয়া লীলাভিমুখী হয় জপক্রিয়া।

পশ্যন্তী নিয়ত যোগের ভূমি। অনিশ্চয়ের বিকল্পিতের বিনিশ্চয়ে নিয়তক্ষেমের ভূমি। পশ্যন্তীতে নিয়ত-যোগের অভিনিশ্চয়।

**২১॥ মধ্যমাপারীণো যো জপঃ স সমর্থঃ॥**

মধ্যমাপারীণ যে জপ, সে জপ সমর্থ॥

শব্দার্থপ্রত্যয়াদীনাং পরিণামেষ্বনিশ্চয়ম্।
মন্ত্রগূঢ়মপাকর্ত্তুমশান্তরজসং রসম্॥
অমলং জ্যোতিরুদ্দিশ্য যৎ পশ্যন্তী পরালয়ম্।
সেতুস্বরূপিণী পারং জপং নয়তি মধ্যমা॥
বৈখরীমধ্যমাসন্ধিং মধ্যমাং সন্ধিরূপিণীম্।
অত উর্দ্ধঞ্চ পশ্যন্ত্যা সহ সন্ধিং জয়েদ্ জপী॥

বৈখরী ভূশ্চ পশ্যন্তী স্ব-র্ব্যাহৃতিরিতি স্থিতৌ।
মধ্যমা ভুবরিত্যর্থং সমর্থো মধ্যমাতিগঃ॥৬২০-২৩

পূর্বোক্ত বাক্-চিত্ত-প্রাণ অথবা শব্দার্থপ্রত্যয়াদির জপকর্মে যে পরিণামগুলি উদিত হয়, তাদের অনিশ্চয় (lack of definiteness, coherence, pointedness etc.) একটি সাধারণ বাধক লক্ষণ। এটি মুখ্যতঃ তামস। তারপর, মন্ত্রে যে গূঢ় রস ও জ্যোতিঃ, সেটি যদি তমসা অপিহিত এবং রজসা বিক্ষিপ্ত (অশান্ত) থাকে তবে, সে অপিধান আর বিক্ষেপকের অপাকরণ হওয়াও আবশ্যক। পরায় রহিয়াছে অমল যে জ্যোতীরস, তার আলয়। পশ্যন্তী সে আলয়ের সন্দর্শনী। এ অমলোজ্জ্বল পারাবারে নিষ্ণাত হইব কি করিয়া? বৈখরী ভূমিতে এই যে 'তমসা'-'রজসা'—এ-দুয়ের মলিনরস-কৃপণকুণ্ঠিত ভাসের পারাবার, এ পারাবার পার না হইলে তো সে পারাবারে যাওয়া যায় না। রজস্তমের এই যে অনিশ্চয় পারাবার, এ পারাবার পারের সেতুরূপিণী মধ্যমা।

সেতুরূপা মধ্যমাকে তিন সন্ধিরূপে মিলাইবে। প্রথম, বৈখরী থেকে মধ্যমায় যাবার সন্ধি (অবর)। দ্বিতীয়, মধ্যমা স্বয়ং সন্ধিরূপা (বরাবর)। তৃতীয়, মধ্যমা ও পশ্যন্তী (এবং লক্ষণায় পশ্যন্তী ও পরার) মাঝে সন্ধি (বর)। ঐ সন্ধিত্রয়েরও স্বগত সূক্ষ্মভেদ রহিয়াছে; পূর্বগ্রন্থে কিছু কিছু আলোচিতও হইয়াছে। যেমন, বরসন্ধি। এটিকে পূর্ব, মধ্য, উত্তর ভেদে ভাবনা করিতে ও পাইতে হয়। পশ্যন্তীর পরমদিশারী যখন জ্যোতীরসের সকল দর্শনই পরার 'অরূপ' পারাবারে মিলাইয়া দিল, তখন, ঐ উত্তরবরসন্ধি। এ সন্ধিকে 'নিরুত্তর' বলিতেও পার অনুবন্ধে অবধান রাখিয়া। পশ্যন্তীর উত্তরোত্তর ভূমিগুলি আয়ত্ত হয় যে সন্ধিতে, সেটিকে 'মধ্য' বা 'মহোত্তর' বলা যায়। পরা ও পরমায় যে সন্ধি তাকে বল 'অনুত্তর'। 'নিরুত্তর' 'অনুত্তরে' বিশেষটিতেও ধ্যান দিও। পূর্বগ্রন্থের সন্ধি, শূন্য প্রভৃতির আলোচনার সাথে এগুলি মিলাইয়া লইও।

পুনশ্চ, বাহৃতিত্রয় ভাবনায় বৈখরী যদি হয় 'ভূঃ' এবং পশ্যন্তী-পরা 'স্বঃ', তা হইলে মধ্যমা 'ভুবঃ'। সুতরাং, এই 'ভুবঃ' উত্তীর্ণ হইয়া জপধ্যানশক্তি 'স্বঃ'-তে উপনীত হইলে সমর্থতা।

সাধনে সমর্থতায় যে ক্রমিকতা, সেটি সাবধানে লক্ষ্য করিও। যেমন, মধ্যমার

অবর সন্ধিটি যদি স্বচ্ছন্দে ধরিতে পার তো জপে কলাকলনসামর্থ্য। উদয়ের মুখে আর বিলয়ের প্রান্তে ঐ অবরটিকে ঠিক ভাবে 'বরণ' করিতে পারিলে জপের কলিত কলায় কুশলী হইলে। মধ্যমায় 'মধ্যস্থ' হইলে নাদবিতানে সমর্থ হইলে, অর্থাৎ, নাদের অখণ্ড প্রশান্তবাহিতায়। বরসন্ধিটিও ঠিকভাবে ধরিতে পারিলে, বিন্দুসন্ধানসামর্থ্য। জ্যোতিঃ এবং রসের দৃষ্টিতেও সামর্থ্য পরীক্ষা করিবে। সামান্যতঃ, জপের দ্বারা যাবৎ পূর্বোক্ত 'অর্থভাবন' সম্যক্‌রূপে সাধিত না হইল, তাবৎ তার সামর্থ্য ঠিক ঘটে নাই বুঝিতে হইবে।

'সমর্থ' হইল; এইবার 'পরিনিষ্ঠিত'।

**২২॥ অভিনিশ্চয়-বিনিশ্চয়-সুনিশ্চয়ৈঃ পরিনিষ্ঠিতঃ॥**

অভিনিশ্চয়, বিনিশ্চয়, সুনিশ্চয়-এ তিনে পরিনিষ্ঠিত॥

নিশ্চয়সাধিকা যে বুদ্ধি, সে বুদ্ধির তিনটি অন্যোন্যোপকারক বৃত্তি অভিনিশ্চয়াদিতে বুঝিতে হইবে। সংক্ষেপতঃ, ঐ তিনটি অন্বয়, অন্বয়ব্যতিরেক এবং কেবলান্বয়। কোন কিছু নিশ্চয় করার 'অভিমুখে' বৃত্তি প্রথমটি—towards' positive, unconditional affirmation. এইটি (অন্বয়) হইতে গেলে কি চাই? 'অতথ' এবং 'বিতথ' যে সব (negative, mixed or doubtful), তাদের বিবেচনপূর্বক নিশ্চয় হওয়া আবশ্যক (অন্বয়-ব্যতিরেকী)। এটি বিনিশ্চয়।—Severing of 'untoward' phases and joining together of positive and pure phases, e.g. any problem working out a definite solution. শেষকালে পূর্ণ, সুসমঞ্জস সমাধানপূর্বক সুনিশ্চয়—a fully integrated, pure, positive affirmation (কেবলান্বয়ী)। তাই লক্ষণ করা হইতেছে—

অনিশ্চিতাসু বৃত্তিষু ধ্রুবাভিমুখ্যসাধিকা।
অদদানা চ সন্ধীংস্ত্রীন্ সাঽভিনিশ্চয়বৃত্তিতা॥৬২৪

অনিশ্চিতবৃত্তিসমূহে ধ্রুব বা নিশ্চয়ের প্রতি অভিমুখীনতা ('just after it') সাধিত হয় যে বৃত্তিতে, এবং যেটি ধ্রুবাভিমুখী হইয়া পূর্বোক্ত অবর, বরাবর এবং

বর—এই তিন সন্ধিতেই না ঠেকিয়া আগাইয়া চলে (অদদানা) সে বৃত্তিতে অভিনিশ্চয় জানিবে। এটি মুখ্যতঃ অন্বয়িনী বৃত্তি, তথাপি, ব্যতিরেকবিবেচনও গৌণ সহগভাবে থাকে, যেমন, ঐ তিন সন্ধিতে যথাক্রমে সঙ্কীর্ণ, সংচ্ছিন্ন এবং সন্ধিগ্ধকে পরিহার করিতে হয়। যথাক্রমে শোধন, রোহণ এবং বোধন ফল।

অন্বয় এবং ব্যতিরেক, দুটিই মুখ্যরূপে আসিলে বিনিশ্চয়—

সঙ্কীর্ণানাং ভবেদ্ যেন ব্যতিরেকো বিবাদিনাম্।
সম্বাদিনাং হ্যন্বিতত্বং বিশেষেণ বিনিশ্চয়ঃ॥ ৬২৫

বৃত্তিসমূহে যে সব সঙ্কীর্ণ, এবং পরস্পর অথবা শোধনী, রোহণী, বোধনী বৃত্তির সঙ্গে বিবাদী, তাদের ব্যতিরেক হয় যদ্দ্বারা, এবং শুদ্ধ, সম্বাদীর অন্বয়—বুদ্ধির সেই বৃত্তিকে, বিশেষতঃ, বিনিশ্চয় জানিবে।

শুদ্ধা পূর্ণা চ যা বৃত্তিস্তস্যাং নির্ব্যূঢ়তাস্থিতিঃ।
সুনিশ্চয়ো হি তৎসিদ্ধৌ জপোঽপি পরিনিষ্ঠিতঃ॥ ৬২৬

শুদ্ধা এবং সম্পূর্ণা যে বৃত্তি, সে বৃত্তিতে নির্ব্যূঢ়ভাবে (unconditionally) স্থিতিতে সুনিশ্চয়—not of equivocal meaning, partial or hypothetical. এই সুনিশ্চয় সিদ্ধ হইলে জপাদিও পরিনিষ্ঠিত।

অতঃপর, পরিনিষ্ঠিতের সঙ্গে সমর্থের সম্বন্ধ—

মিশ্রবিবাদিহানঞ্চ শুদ্ধসম্বাদিযোজনম্।
কর্মণ্যস্মিন্ পটুত্বং হি সামর্থ্যং জপকর্মণঃ॥ ৬২৭

মিশ্র এবং বিবাদীর হান বা পরিহার, আর, শুদ্ধ ও সম্বাদীর যোজন (উপাদান)—এই অত্যাবশ্যক কর্মে পটুতাই (হি) জপকর্মের সমর্থতা। সমর্থতাকে এইভাবে পরিনিষ্ঠিতের সাধনরূপেও দেখিবে এবং পরীক্ষা করিবে।

**২৩।। অজপয়া সর্ব্বস্য নিরূপিতত্বেঽপি জপেন পরিনিষ্ঠিতত্বম্।।**

অজপাদ্বারা সবই নিজ নিজ বৃত্তিতে নিরূপিত বটে, তথাপি জপের দ্বারা হয় পরিনিষ্ঠিত॥

হংসাদিত্যহিরণ্যেনানিরূপিত-নিরূপণে।
দেশকালাদিসংস্থার্নেঽজপাজপেন সর্ব্বতঃ॥
সত্যপি জপসংসিদ্ধি র্ন সম্ভবেতি সঙ্করাৎ।
অব্যবসায়িতা হেতোঃ শুদ্ধসম্বাদবাধনাৎ॥ ৬২৮-২৯

যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহারতঃ অথবা আভাসিকরূপে (in actual experience or only in appearance), অনিরূপিত (indeterminate), সেটির নিরূপণ হইতেছে বটে (tends to become determinate)। কোন ক্ষেত্রে দেশকালাদির সর্বতঃ সংস্থানে—cosmically=as total *ensemble* or configuration ('পাশার চালও' বিনিপাত সূত্রে—statistically—খাসা গণাগাথার হিসাবের মধ্যে আসিতেছে।) কিসের দ্বারা? সেই পূর্বব্যাখ্যাত অজপাজপদ্বারা। (অজপার জপ মানে পাদমাত্রাদির সম্খ্যানে আসা, অথবা সেটি স্বীকার করা।) সর্বতঃ সংস্থানে এই মহাবিপুল অজপাজপের নির্বাহয়িতা কে? সেই মুখ্যপ্রাণ। কি আকারে? পূর্ব লক্ষিত সেই হংসঃ, আদিত্য এবং হিরণ্যগর্ভরূপে। (এ তিনের অবিশেষ ও বিশেষে ধ্যান দিও।)

তত্ত্বতঃ উক্ত তিনে অবিশেষ সত্ত্বেও, হংসে অধিভূত, আদিত্যে অধিদেব, হিরণ্যগর্ভে অধ্যাত্ম—এ তিনের যথাক্রমে মুখ্যতা থাকে। প্রথমটি বিশেষতঃ বিশ্বপ্রাণের আকৃতিরূপ, দ্বিতীয়ে আকররূপ, তৃতীয়ে আলয় বা 'আত্মা'-রূপ সূচিত হইয়া থাকে।

এই ত্রয়ীকর্তৃক বিশ্বে যৎকিঞ্চিৎ অনিরূপিত, সেটি নিরূপণযোগ্যতায় রহিয়াছে এবং আসিতেছে বটে, তথাপি সাধনক্ষেত্রে জপসংসিদ্ধি সাধিত হবার পথে এত বাধা কেন? বিশ্বপাল হংসাদির প্রতিশ্রুতি (Cosmic Sanction and Guarantee) সত্ত্বেও এ ব্যাঘাত কেন? কোন অনির্বচনীয় হেতুতে বিশ্ববিধানে এক দ্বৈতত্ত্ব (duality of disposition) অধ্যস্ত হইয়াছ বলিয়া। ফলে, অনিশ্চয়ের অভিনিশ্চয়াদি হবার মুখে

কতকগুলি বাধা। অনিশ্চয় যেন 'ঘাটি' বাঁধিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চায়! 'ঘাটি'র তিনটি মুখ্য রূপ—সঙ্কর (অমেধ্য মিশ্রণ), সংশয় (অব্যবসায়িতা), এবং বিসম্বাদ (শুন্ধসম্বাদবাধনং)।

যা সঙ্করাজপা তস্যা অপায়াচ্ছঙ্করাজপাম্।
আদত্ত ইতি জাপস্য হ্যুপযোগ ইতি স্থিতিঃ॥ ৬৩০

পূর্বোক্ত অনির্বাচ্য দ্বৈতত্ব নিবন্ধন, বিশ্বপ্রাণনরূপা যে অজপা—যাতে হংসঃ-আদিত্য-হিরণ্যগর্ভ অধ্যক্ষতা করেন—সে অজপারও 'সঙ্করা' এবং 'শঙ্করা'—এই দুটি ধারা হইয়াছে। ব্যাপিকা তত্ত্বদৃষ্টিতে এই দুয়ের দ্বৈতত্ব নিবন্ধন অভ্যারোহ-সমাবৃত্তিরূপ জপাদিসাধনের বিশেষ উপযোগও উপস্থিত হইয়াছে। যেগুলি Supreme Cosmic Values, সেগুলিকে as Values of Individual Effort and Achievement রূপে মিলাইবার সুযোগ মিলিয়াছে। কাজেই, সঙ্করাজপার 'অপায়' ঘটাইয়া শঙ্করাজপার 'উপায়' এবং 'আদান' সংঘটন হইল জাপের উপযোগ; এবং এতাদৃশ উপযোগেই হইল তার স্থিতি (অভিনিশ্চয়াদি)।

**২৪॥ নিরূপকাশ্চত্বারোঽবশাঃ পরিনিষ্ঠাপক একো বশী॥**

(বিশ্বে) নিরূপকচতুষ্টয় 'অবশ', কিন্তু পরিনিষ্ঠাপক এক এবং বশী॥

পূর্বসূত্রে হংসাদির বিশ্বনিরূপণে অধ্যক্ষতা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ 'ত্রয়ী' সাক্ষাৎ নিরূপক নহেন। দৈবীশক্তি সাক্ষাৎ নিরূপক হইলে সঙ্করাদি সম্ভাবিতও হয় না। বিশ্বঘটনার ধারাকে যেন কিছুটা তার আপন 'আবেগে' চলার মঞ্জুরি দেয়া আছে। তাই না বিশ্বপাশার চা'লে 'পোয়া বারো'-র দান ক্বচিৎ পড়ে! বিশ্বযদৃচ্ছা সদিচ্ছার 'টুঁটি'-ও চাপিয়া ধরে যখন তখন!

সাক্ষাৎ নিরূপক হইল সেই—দেশ, কাল, বস্তু, সম্বন্ধ—the Four Cosmic Determinants. এরা আপন এক দুশ্ছেদ্য ক্যাল্‌কুলাসের জালও বুনিয়াছে—যা থেকে অণু মহান্ কারুরই সহজে রেহাই নেই। উপরের অধ্যক্ষতা কার্যতঃ এই ভূমিকা লইয়াছে—"বিশ্ব! তুমি আপন কানুনে অথবা মরজিতে চলবে চল; কিন্তু, এই দেখ

আমি আছি—মেরু লঙ্ঘন করে তোমায় বানচাল হতে দেব না—ঘুরে ফিরে, ঠক্কর খেয়ে, শেষ পর্যন্ত আমার পথেই তোমায় আসতে হবে।”

এই অধ্যক্ষতার অধীনে—

দেশকালৌ তথা বস্তু-ছন্দসীতি নিরূপকাঃ।
তত্তদ্ধর্ম্মৈ র্হি বাধ্যেত সর্ব্বমিহ নিরূপিতম্।
সঙ্করধারয়া বিশ্বমবশং হি বিতাড্যতে॥ ৬৩১

দেশ-কাল-বস্তু-সম্বন্ধ, এই চারি নিরূপকের (determining co-ordinates) আপন আপন (intrinsic) এবং সমবেত (co-operative) ধর্ম (characteristics) দ্বারা বিশ্বে সর্বকিঞ্চিৎ নিরূপিত হইতেছে। নিরূপিতের যে সাধারণ গোচর রূপ, সেটি ‘অবশ’ (dependent on the specific character given to it)। আর, এই হইল বিশ্বব্যাপিনী সঙ্করধারা—যে ধারায় পতিত সব কিছু ‘অবশং হি বিতাড্যতে’।

শঙ্করয়া জপঃ স্থানমেতি যৎ পরিনিষ্ঠিতম্॥ ৬৩২

ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি সাধন দ্বারা জপ সঙ্করধারার সম্বেগ কাটাইয়া সেই অনপায় স্থানের অধিগমটি ঘটায়, যে স্থান পরিনিষ্ঠিত।—স্থিতির ধ্রুবতার পরাকাষ্ঠা।

নিরূপকৈঃ ক্রিয়া বাপি কারকঞ্চ ফলং পুনঃ।
গৃহীতানি মহাজালবদ্ধানি ন ব্যতিক্রমঃ॥ ৬৩৩

সর্বত্র ক্রিয়াকারক-ফল-সঙ্ঘাত ঐ দেশকালাদি নিরূপকচতুষ্টয়ের মহাজালে বন্ধ এবং গৃহীত। ব্যতিক্রম কোথায়?—They seem incapable of transcending or modifying the characters given to them and their consequences.

সর্ব্বস্মিন্নবশে কোঽত্র বশী স্যাদীশ্বরঃ পুমান্।
বশিত্বং সৃষ্টিসৃক্তে যদীশানাদিমনৌ শ্রুতম্॥ ৬৩৪

সবই এতে অবশ। কে তবে বশী?—সেই পরমপুমান্ ঈশ্বর—বেদে সৃষ্টিসূক্তে যিনি 'বশী' বলিয়া শ্রুত আছেন, এবং 'ঈশানো ভূতভব্যানাম্' ইত্যাদি মন্ত্রেও বটে।

তাই—

একং তং বশিনং প্রাপ্যানুগ্রহশক্তিসংশ্রয়াৎ।
আজ্ঞাদ্বারা কৃতার্থোঽয়ং জপো যঃ পরিনিষ্ঠিতঃ॥ ৬৩৫

অনুগ্রহশক্তি (শ্রীগুরুর দীক্ষাদান এবং তাঁতে শরণাগতি) সমাশ্রয় করতঃ এক সেই বশী পরম পুমানে প্রপন্ন হও। সর্ববিধ ব্যর্থ প্রয়াস সে পরমানুগ্রহের দ্বারাই কৃতার্থ, চরিতার্থ হইতে পারে। আর, এভাবে কৃতার্থ যে জপ, তাই পরিনিষ্ঠিত।

কিন্তু পূর্বোক্ত দুর্বার যে 'স্বভাব', সেটি বাধক হইবে না? তাই—

**২৫॥ সর্ব্বস্যৈবৈকবশ্যত্বাৎ॥**

সর্বই সেই এক 'বশী'র বশ্য॥

যে অনিবার্য স্বভাব (Naturalism)-এর কথা ভাবিতেছ, সে স্বভাব তো তাত্ত্বিক নয়, আধ্যাসিক। সুতরাং তার মহাজালও ইন্দ্রজাল। তত্ত্বতঃ যিনি নিখিলের একমাত্র বশী এবং স্বামী, তাঁকেই অন্বেষণ কর—

স্বতন্ত্রঃ পরমঃ পূর্ণো হৃদ্দেশে তিষ্ঠতীশ্বরঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং সাংসিদ্ধিকী স্বতন্ত্রতা।
তদধিষ্ঠানযোগেনাযোগে তু পরতন্ত্রতা॥ ৬৩৬

কেবল মাত্র নরের নয়, পরন্তু ধূলিরেণু অবধি প্রতিটি পদার্থের হৃদ্দেশে (at the 'core') স্বতন্ত্র, পরম পূর্ণ ঈশ্বর অধিষ্ঠিত ('সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ', ইত্যাদি নানাভাবে এ তত্ত্ব স্মৃত; 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা', 'সর্ব্বভূতাধিবাস' ইত্যাদিতে শ্রুত।) এ স্থলে 'হৃদ্দেশে' বলিতে 'অন্তরতম স্থলে'

বুঝিতে হইবে। সুতরাং, প্রতিটি বস্তু (ধূলিকণাও) তার অন্তরাত্মায় পূর্ণস্বতন্ত্র (enjoys Perfect Freedom)। এ স্বতন্ত্রতা সাংসিদ্ধিকী—Self-given, and there is no denying it. কি নিমিত্ত? যেহেতু, অধিষ্ঠান তার নিত্য অধিষ্ঠাতার স্বভাবে-স্বধর্মে যুক্তই থাকে, তা থেকে বঞ্চিত হয় না। আপন আত্মা এবং পরমাত্মার এই যোগ যতক্ষণ সাক্ষাৎ অনুভবে, ততক্ষণ পূর্ণ স্বতন্ত্রতার অনুভবও অপিহিত হয় না।

ভক্তি সম্বন্ধেও যে 'যন্ত্র-যন্ত্রী', 'দাস-স্বামী' ইত্যাদি প্রত্যয়, সেটিও অন্তরাত্মার এই পূর্ণস্বতন্ত্রতার ভিত্তিতে; সে প্রত্যয় লীলাসম্বন্ধপ্রতিযোগিতায়, তাতে জড়ীয়, প্রাকৃত বাধ্যতার লেশটুকু রহিলেও চলিবে না।

অধিষ্ঠাতার সঙ্গে অধিষ্ঠানের যোগই সাংসিদ্ধিক; অযোগ আধ্যাসিক। অতএব, পরতন্ত্রতাও আধ্যাসিক। ভক্ত-ভগবান্ দুয়ে দুয়ের প্রেমের বাঁধনে বাঁধা; কিন্তু বাঁধনে কোন 'বন্ধন' নেই। থাকিলে, লীলাই হয় না। গুঁতোর চোটে হয়তো 'বাবা' বলা যায়, কিন্তু 'প্রাণনাথ' বলা যায় না!

এই নিমিত্ত পারতন্ত্র্যকে দ্বিধা বলা হইতেছে—

পরাপরবিভেদেন পারতন্ত্র্যং দ্বিধা মতম্।
পরো যঃ পরমাত্মেত্যপরা প্রকৃতিরন্যথা॥ ৬৩৭

'পরতন্ত্র' শব্দে যে 'পর', সেটি, 'প্রকৃতেঃ পরতস্তু সঃ'—এই অর্থে যদি পরমাত্মা বোধকরূপেই বোঝ, তবে, 'সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী যে পরমাত্মা, তাঁর তন্ত্রই হইল পরতন্ত্র। কিন্তু অপরা প্রকৃতি (পূর্ব ব্যাখ্যাত) অর্থে যদি লও তো, পারতন্ত্র্য 'জড়ীয়' এবং 'প্রাকৃত', এবং সেটি আধ্যাসিক। এ দুয়ের মাঝে 'তটস্থা' পরা প্রকৃতি, যে বলে—'হ্যাঁ, আমি জনম জনম তোমার চরণের দাসী, তবু মান করে তোমায় আমার পায়ে ধরে সাধাতেও তো ভালবাসি!' রসের দিক্ থেকে বলা হল; সকল দিক্ থেকেই এই 'পরা'-কে দেখে নিও।

অপরতন্ত্রভূতেষ্বপরত্বং যদযোগতঃ।
যুঞ্জানে তৎ পরত্বং স্যাদ্ যুক্তে স্বত্বমবাধিতম্॥ ৬৩৮

সর্বভূতাধিবাস পরমাত্মা; তাঁর সঙ্গে অযোগবশতঃ (নিত্যযোগসত্ত্বেও সে যোগের অভান বা অখ্যাতিজন্য), ভূতসকল ব্যবহারতঃ 'অপরতন্ত্র' (এখানে 'অপর' মানে অপরাপর তন্ত্রাধীন বুঝিবে)। যোগেশ্বর হরিতে যুঞ্জান হইতে থাকিলে, অপরার পাশ মোচন হইতে থাকে, আর, নিজেকে সেই যোগেশ্বরেরই তন্ত্রাধীন বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। অপরার গ্রাস থেকে পরা-প্রকৃতির মোক্ষণে এই বোধটি উদিত হইতে থাকে। এটি যুঞ্জানের 'পরতন্ত্র'—'আমি তোর আসামী নইরে শমন...আমার দুর্গাপুরে বাস, নাম দুর্গাদাস...'। শেষকালে, তাঁতে যুক্ত-যুক্ততর-যুক্ততম হইলে 'অবাধিত স্বত্ব'। সেই যে—'যাবন্নদ্যা নদীনাথে নৈকান্তিকসমর্পণম্। মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছ্বাসো বেতি জল্পনা॥' জ্ঞানী ও ভক্ত দুয়েই আপন আপন ভাবে এই শেষের স্বত্ব ও স্বারাজ্যটি বুঝিয়া লইবে। ভক্ত তখন বলে—'তোমার ইচ্ছায় আমি চলি, এ যদি সত্য হয় তো, আমার ইচ্ছায় তুমি চল, এটা আরও সত্য। আমারে নৈলে তোমার প্রেম, তোমার ইচ্ছা তো প্রেমই হ'ত না, সার্থক হত না!' তাই—

অপরেঽনেকবশ্যত্বং পরৈকবশ্যতা পরে।
স্বে চ পরাপরদ্বৈতং মহিম্নি বিলয়ং গতম্॥ ৬৩৯

অপরার স্থলে অষ্টধা প্রকৃতির পাল্লায় পড়িয়া অনেকবশ্যত্ব—অনেকের দাসত্ব। এ দাসত্বের উর্দ্ধাধঃ পর্বও বিস্তর—কোন 'গ্রেডে' চাকরি হচ্ছে? পরার স্থলে (যুঞ্জান হইয়া) আসিলে, পরৈকবশ্যতা—এক শুধু তোমারি দাস, আর কারুর তো নয়! আর, পরাপরদ্বৈত যখন 'স্বে মহিম্নি' গলিয়া লয় হয়, তখন আর এটা নদীর উচ্ছ্বাস কি সাগরের, এ নিয়ে গোল নেই! একটি চোখে যেন দেখি আপনাকে স্বরাট, আত্মরাট্, অপর চোখে দেখি বিশ্বরাট্!—সেই যে, 'একত্বমনুপশ্যতঃ'!

তাই আবার—

যমেবৈষ বৃণুতে চ মামেব যঃ প্রপদ্যতে।
ইতি পরপ্রসাদাদ্ বৈ স্বরাট্ সর্ব্বং স্বনিশ্চয়াৎ॥ ৬৪০

শ্রুতিতে 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ', এবং গীতায় 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'—এই দুটি পরমবাক্যের সমন্বয় করিয়া পরমে প্রপত্তিযোগে তাঁর প্রসাদভাক্ হও। তাহা হইলে? পরমের প্রসাদে 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এবং 'বাসুদেবই স্ব বা আত্মা'—এ দুই বোধের সম্মেলনে 'সর্ব্বে' 'স্ব', কিনা, আত্মনিশ্চয় হইবে; তা হইলে তুমিও হইবে স্বরাট্। সর্বে অনাত্মবুদ্ধিস্থলে হউক্ আত্মবুদ্ধি। ঐ যুঞ্জান-যুক্তের সাধনটি তো চাই? তাই—

**২৬॥ বিদ্যাদিবীর্য্যৈঃ সামর্থ্যসমৃধের্জপশক্তেঃ॥**

বিদ্যাদিবীর্যে জপশক্তির সামর্থ্যসমৃদ্ধিবশতঃ॥

বিদ্যাং শ্রদ্ধাঞ্চ বেদান্তং বীর্য্যেণ যোজয়েৎ সুধীঃ।
অভ্যুদেতি পরং শ্রেয়ো বীর্য্যবৎ-সাধনাদ্ ভৃশম্॥
বাঙ্‌মনঃপ্রাণবুদ্ধীনাং ক্রিয়েচ্ছাজ্ঞানযোগতঃ।
সাধয়েদ্ বীর্য্যসমৃদ্ধিং সামর্থ্যং বর্দ্ধতে যতঃ॥
ব্যাহৃতিসপ্তকং বিদ্ধি জপাদৌ স্বরসপ্তকম্।
তেন স্বরোদয়ং কুর্য্যাদাজ্ঞাপিতেন ছন্দসা॥
কলা বিন্দুশ্চ নাদশ্চ ত্রিষু গ্রামেষু মূর্চ্ছনা।
ইড়েতি পিঙ্গালা চেতি সুষুম্না ব্রহ্মনাড়িকা।
ত্রিতন্ত্রীং বৈ সমাশ্রিত্য মন্ত্রমালাপয়েজ্ জপী॥
আত্মতত্ত্বং তথা বিদ্যা-তত্ত্বঞ্চ শিবতত্ত্বকম্।
তুরীয়ঞ্চ জপজ্যোতিঃ ষট্‌ত্রিংশৎ সপদি ব্রজেৎ॥
ষড়ধ্বগং ত্রিলিঙ্গাঞ্চ গ্রন্থিত্রয়ং তথা ভুবঃ।
ষোড়শাধারমাক্রম্যেতমনবস্থতা-পদম্॥ ৬৪১-৪৬

বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষৎ (বেদান্ত অথবা আগমরহস্য)—এ তিনের সুসঙ্গতি যে সাধনে হওয়া আবশ্যক, তা বার বার স্মরণ করান' হইয়াছে এই গ্রন্থে। ঐ তিন সাধনাঙ্গ কেবল মৃদু ও মধ্য ভাবে থাকিলে সাধনের সার্থকতা হয় না। তাই, সুধী এ

তিনেই বীর্যযোজনা করিবেন। এবং যত্নপর রহিবেন যাতে ঐ বীর্যের সমৃদ্ধি ঘটে। অভীষ্ট পরাকাষ্ঠার অভিমুখে যে অভ্যুদয়, সেটি, সাধারণ ভাবে, সমৃদ্ধি। তন্মধ্যে বিশেষতঃ শ্রদ্ধাবীর্যদ্বারা হয় ঋদ্ধি ও বিবৃদ্ধি; বিদ্যা বীর্যে সিদ্ধি, পরিবৃদ্ধি; এবং প্রজ্ঞাবীর্যে সমৃদ্ধি, যার ফলে স্বারাজ্যসিদ্ধি। ('বিদ্যা' বলিতে বিশেষ করিয়া প্রয়োগবিধিকুশলবিজ্ঞান।) প্রথমে বিদ্যা-শ্রদ্ধা-প্রজ্ঞার কথা বলা হইল বটে, এবং এইগুলিই সাধকের 'বীর্যাধানের' মুখ্যস্থল বটে, তথাপি, অনুবৃত্তিতে, বাক্-মনঃ-প্রাণ-বুদ্ধি প্রভৃতিরও বীর্যসমৃদ্ধিতে অবহিত হইবে। যথা—ক্রিয়া, ইচ্ছা, জ্ঞান; ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, ব্রহ্মনাড়ী; চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, জ্যোতিঃ; ইত্যাদি। এ সকলের বীর্যসমৃদ্ধি হইতে থাকিলে, জপাদি সাধনের সামর্থ্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেমন ধর, ইচ্ছা। এর বীর্য সমৃদ্ধি মানে শুধু ইচ্ছার তীব্রতা নয়; পরন্তু নিষ্ঠা, রুচি, রতি ইত্যাদি ক্রমে পরমাকৃতির উন্মেষ। জ্ঞানের বিচারণা, তনুমানসা প্রভৃতি উন্মেষগুলি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধাবীর্যসমৃদ্ধির ভূমিগুলি পরে বলাও হইবে।

আচ্ছা, এইবার তোমার মন্ত্রজপক্রিয়াটিকে যন্ত্রে কোন রাগ আলাপনের উপমায় দেখ। সঙ্গীত আলাপে স্বরসপ্তক; এখানে ব্যাহৃতিসপ্তক। অর্থাৎ, ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ইত্যাদি দ্বারা তোমার 'যন্ত্রে' স্বরোদয় সাধনটি সাধিয়া লও। আদৌ কি ভাবে? 'আজ্ঞাপিতেন ছন্দসা'—আজ্ঞাস্থলে অধিষ্ঠিত যে ওঁকার, এবং তাঁর ছন্দঃ যে গায়ত্রী, তদ্দ্বারাই ঐ স্বরোদয় সাধন। সাধিতে যাইয়া ছন্দোমাতা গায়ত্রী থেকে ছন্দঃসপ্তকও আবির্ভূত দেখিবে। অতঃপর, আলাপনে আরোহ-অবরোহরূপা মূর্চ্ছনা সাধন। কলা-নাদ-বিন্দু—এই তিনগ্রামে (পূর্ব বহুশঃ প্রদর্শিত রীতিতে) মূর্চ্ছনা সাধন করিবে। এর সঙ্গে অর্দ্ধমাত্রাকে লইলে সার্দ্ধত্রিগ্রামে। আলাপনে তোমার যন্ত্রে এক ব্রহ্মনাড়ীর আধারে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না—এই তিনটি তন্ত্রী সুবিন্যস্ত রাখিবে। 'তিন-তারায়' বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া যদি ঐ একতারায় প্রবৃত্ত হয় তো ব্রাহ্মী গতি।

স্বর-আলাপন এইভাবে সাধিয়া তত্ত্ব-আলাপনটিও সাধিয়া লইবে। তন্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্ব। এ তত্ত্বগুলিকে 'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা' ইত্যাদি ক্রমে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্বে যথাক্রমে লয় করিবে; এবং এ তিনকেই এক তুরীয়ে। এই তুরীয় 'জপজ্যোতিঃ'। এখানে জপাদি কর্ম তার নিরতিশয় লয়পরিসীমারূপ শুদ্ধ জ্যোতীরসে

শান্ত হইয়া যায়। তখন লয়ও নেই, উদয়ও নেই। গায়ত্রী প্রভৃতি জপে এই চতুরঙ্গা লয় বোধসহকারে সাধিয়া লইবে। কোন্ অবধি কোন্ তত্ত্ব মুখ্য, তাতে ধ্যান রাখিবে। যেমন, বিন্দুবিলয়ে শিবতত্ত্ব, পরাপারীণতায় তুরীয়। সমগ্রই আত্মা সন্দেহ নেই; তথাপি আত্মা পরম অনুভূতিতে আসিতে নিজেকে তিন উপাধিতে 'ঢাকিয়া', সে তিনের উন্মোচন করে। যেমন ধর—Objective; Subjective; Objective-Subjective; Pure-Immanent-Transcendent. (অন্য অন্য গ্রন্থে এ সবের ভাবনা করা হইয়াছে।)

শেষকালে, ভাব ও অবস্থা লয়ের প্রসঙ্গাও হইতেছে—

তন্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ 'ষড়ধ্ব' (the 'Six Ways'), 'ত্রিলিঙ্গা', 'ত্রিগ্রন্থি', এবং এ সকলের সন্ধি ('ভুবঃ'), আর, 'ষোড়শাধার' যথাবিধি 'আক্রমণ' (ব্যৌৎপত্তিক অর্থে) করতঃ সকল ভাব এবং অবস্থার অতীত যে অনবস্থপদ—সেই অবধি তোমার সাধনকে তুলিয়া পূর্ণাহুতি শেষ করিতে হইবে। এই শেষেরটি হইলে, তোমার যন্ত্রে পূর্ণ ভাব-আলাপন। জপশক্তির সামর্থ্যসমৃদ্ধির কাষ্ঠা এতদূর অবধি। কাজেই, তাতে কোন কার্পণ্য নেই।

সেই কাষ্ঠার প্রসঙ্গা পরের সূত্রেও হইতেছে—

**২৭॥ উর্জ্জস্বতী মধুমতী জ্যোতিষ্মতী সা কাষ্ঠায়াং বীর্য্যবত্তমা॥**

(জপশক্তি) কাষ্ঠায় বীর্য্যবত্তমা উর্জ্জস্বতী, মধুমতী এবং জ্যোতিষ্মতী॥

বিদ্যাবীর্য্যপরাকাষ্ঠোর্জ্জস্বতী পরমা মতা।
শ্রদ্ধাবীর্য্যস্য কাষ্ঠায়াং সম্ভবেন্ মধুমত্তমা॥
প্রজ্ঞাবীর্য্যপরাকাষ্ঠা জ্যোতিষ্মতী পরা ভবেৎ।
মহাকালী মহালক্ষ্মী র্মহাসরস্বতী ক্রমাৎ॥
মন্ত্রবর্ণস্বরাদীনাং যাবন্ন কুলকুণ্ডলী।
জাগর্ত্তি মাতৃকামূলং ক্রিয়েচ্ছাজ্ঞানবর্চ্চসা॥
তাবৎ পশুজপঃ সাধ্যো ভূর্জ্জপো বৈখরীজপঃ।
কুলজাগরণাদ্ বীর আরম্ভাত্তরুণাদধি॥

যৌবনপ্রৌঢ়প্রৌঢ়ান্ত-ভাবত্রয়-সমন্বিতঃ।
ভুবর্জ্জপোঽয়মাক্রম্য ব্যবধানং ভবেদ্ যতঃ॥
উন্মনাশ্চ ভবেদ্ দিব্যো দ্বিদলভেদনাৎ সুবঃ।
অনবস্থস্তত ঊর্দ্ধং শিবাদ্বৈতনিরূহণাৎ॥
মধ্যময়া ভুবর্জাপঃ পশ্যন্ত্যা চ সুবর্জপঃ।
পরয়া হি তুরীয়শ্চাগচ্ছন্ যমজপো জপঃ॥৬৪৭-৫৩

বিদ্যাবীর্যের পরাকাষ্ঠায় (by full mastery of the 'art' or technique) জপশক্তি পরম ঊর্জ্জস্বতী হইয়া থাকে। 'ঊর্জ্জস্' শব্দটি ধ্যান দিও। পূর্বে বেধশক্তিমুখ্যা 'ঊর্জ্জিতা' বহু স্থলে আলোচিতা। 'র'=তেজঃ, 'জ'=জনি। কাজেই, intensive generation of utmost creative *elan.* বর্তমান Nuclear Physics-এ এর সূচনা দৃষ্ট হইতেছে। যোগে 'সংযমে' এটি পূর্ণ উদাহৃত। শ্রদ্ধাবীর্য অথবা ভাববীর্যের পরাকাষ্ঠায় জপশক্তি হয় মধুমত্তমা। কেননা, শ্রদ্ধার পুষ্টিতেই সর্ব সাধনেই রসনিষ্কর্ষ। Abiding interest is the key to the opening of hidden sources of satisfaction and joy.

প্রজ্ঞাবীর্যের কাষ্ঠায় কি হয়? জ্যোতিষ্মতী—the veils of the Inner Perfect Illumination are lifted.

এই তিনটিকে যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর পরম প্রসাদ জ্ঞান করিবে। সুতরাং, ঐ কাষ্ঠাত্রয়ে ক্রীঁ-আদি বীজত্রয়েরও পূর্ণসামর্থ্য।

তারপর দেখ—মন্ত্র তো স্থূলতঃ বর্ণস্বরাত্মক। এই স্থূলবর্ণাদির মূলমাতৃকা (Matrix) রূপা কুলকুণ্ডলীর যাবৎ জাগৃতি না ঘটিতেছে, তাবৎ মন্ত্রজপশক্তির ঊর্জ্জস্বতী ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা কোথায়? সেটি—কুণ্ডকুণ্ডলীর জাগৃতি—হয় কিসে? 'ক্রিয়েচ্ছাজ্ঞানবর্চ্চসা'—তোমার ক্রিয়া (বিদ্যা), ইচ্ছা (শ্রদ্ধা), এবং জ্ঞান (প্রজ্ঞা)—এ তিনের সমুচ্চয়ে যে বর্চ্চঃ অথবা বীর্য, তদ্ দ্বারা। সুতরাং, ঐ তিনে বলাধান হইতে দাও তোমার আপন আগ্রহ আর ইষ্টের নিত্য অনুগ্রহ, এ দুয়ের সম্পাতে।

এটি যাবৎ সুসাধ্য না হয়, তাবৎ তোমার জপ 'পশুজপ', এবং সেইটিই সাধ্য।

আর, তোমার মধ্যমাদি সন্ধান বিরহিত বৈখরীজপকে, স্থূলতঃ, 'ভূর্জ্জপ'-ও বলিতে পার। 'এই' তো জপ চলিতেছে, কিন্তু 'সেই'-এর উদ্দেশ এখনও মিলে নাই। (ব্যাপক, সূক্ষ্ম অর্থে ভূর্জপের পশ্যন্ত্যাদি ভূমিতেও ব্যাপ্তি আছে।) শেষের শ্লোকটিতে বলা হইতেছে যে—বিশেষভাবে মধ্যমায় যে জপ, সেটি 'ভুবর্জপ'; পশ্যন্তীতে 'সুবর্জপ'; পরায়, 'তুর্য্যজপ'। এস্থলে আসিলে (আগচ্ছন্) জপ হয় 'অজপ' (এটিকে অজপার সঙ্গে গুলাইও না)।

অন্যভাবেও ভুবরাদি জপ বলা হইতেছে—

পশুজপের সিদ্ধিতে 'কুলের' জাগরণ হইলে আরব্ধ হয় 'কৌল' জপ। এটি বীর, দিব্য এবং 'অনবস্থ' ভেদে তিন পর্বে। 'উল্লাসের' দিক্ থেকে, পশুজাপের সিদ্ধিমুখে উল্লাসের 'প্রারম্ভ' এবং 'তরুণ', এ দুটি অবস্থা মিলিতে পারে, কিন্তু 'অধি', কিনা তদধিক মেলে না। এটিকে স্থূলতঃ ভূর্জপও আগে বলা হইল। এর পর 'বীর' অথবা ভুবর্জপ।

কেন না, 'এই' পশুভাব আর 'সেই' দিব্যভাব—এ দুয়ের ব্যবধান আক্রমণ করতঃ, সে ব্যবধান অতিক্রম উদ্দেশ্যেই এ জপ; উল্লাসের দিক্ থেকে, উল্লাসের যৌবন-প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ান্ত—এই ভাবত্রয়ের সমন্বয় (সম্যক্ অনুবর্তন) বীরে হইয়া থাকে। (উল্লাসের অবস্থাগুলি আগম-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।)

পশুজপে 'বিমনাঃ' ভাবের মুখ্যতা থাকে; বীরজপে 'সমনাঃ'। কিন্তু জপশক্তিতে দ্বিদলভেদনপাটব হইলে, তখন, 'উন্মনাঃ' যে দিব্য অথবা সুবর্জপ, সেটির দ্বার অপাবৃত হয়। ঐ 'দ্বিদল-টিকে, পূর্বসঙ্কেত মত, নানারূপে ধ্যান করিয়া লইও। কেননা, দ্বিদলের পারে না যাইলে তো দিব্য নেই! এই শেষ?—না। এরও ঊর্দ্ধে 'উন্মনী'। উল্লাসের পরম ভূমি 'অনবস্থ'। সে স্থলে 'শিবাদ্বৈতনিরূহণং' —শিবাদ্বৈতের সুনিশ্চয় 'ঊহন' সিদ্ধ হয়; অতঃপর, 'অপোহন' নেই।

**২৮॥ প্রত্যেকং ত্রিপঞ্চসপ্তদশসংখ্যকং তত্তৎসংখ্যক গ্রন্থি প্রভৃতি ভেদনাৎ॥**

(ঊর্জ্জস্বতী প্রভৃতি ঐ কাষ্ঠাত্রয় অভিসন্ধানে) ত্রি, পঞ্চ, সপ্ত, দশ সংখ্যক গ্রন্থি প্রভৃতি ভেদন হয় বলিয়া, ঐ সংখ্যাচতুষ্টয় দ্বারা প্রত্যেকটি উপলক্ষিত॥

গ্রন্থিপ্রভৃতি আর তাদের সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে—প্রথমতঃ ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি।

অণু মহচ্চ বিশ্বেঽস্মিন্ সৃজ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
আন্তরং ভৌতিকং বাপি ষড়্ভাবানবশং ব্রজেৎ॥
সন্ততা হি নবা সৃষ্টিঃ সৃজ্যমানস্য বৈ যতঃ।
ব্রহ্মগ্রন্থিঃ স সর্ব্বেষু তদ্গ্রন্থিগ্রথিতং জগৎ॥৬৫৪-৫৫

এই বিশ্বে আন্তর-বাহ্য (ভৌতিক), অণু মহৎ পদার্থ পুনঃপুনঃ সৃজ্যমান হওত অবশভাবেই ষড়্ভাব (জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে ইত্যাদি) প্রাপ্ত হইতেছে। ভিতরে বাহিরে, অণুতে মহানে কুত্রাপি এই অবশ পরিণামের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে না। এই ষড়্ভাবধারায় প্রথমেই একটা মূল ভাব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কি সেটা? যা কিছু সৃজ্যমান (জাত) হইল, সেটি থেকে নব নব সৃষ্টি সন্তত হইতে লাগিল। বিশ্বে সর্বত্র এই এক মূল গ্রন্থি; এ গ্রন্থিতে জগৎ গ্রথিত।—The 'knot' of creativity by which every object is *destined* to create (*e.g.* change into new status of manifestation). সর্বভূতেই এটি সাধারণ ধর্ম—ধ্রুব, অচ্যুত সংস্থাতে কেহই নেই। প্রাণের ক্ষেত্রে এই 'জাজায়মানতা' এক বিশেষ রূপও গ্রহণ করে—reproduction or procreation, মানসক্ষেত্রে ব্যক্তবৃত্তিমাত্রের সংস্কার। এটি গ্রন্থি, যেহেতু এটি সহজে কাটাইবার যো নেই।—A basic cosmic 'drive' or compulsion by which every created object has to necessarily change in a given line and direction. এটিকে সর্বভূতে ব্রহ্মগ্রন্থি অথবা সৃষ্টিগ্রন্থি জানিবে। এতে সৃষ্ট কিছুরি বলিবার যো নেই— 'বাস্, আমি এই খতম; আমা থেকে আর কিছু সৃষ্ট হবে না।' তথাপি, এ পরিণাম ধারায় (flux of eternal change) 'কোন কিছু' তাকে রক্ষাও করিতেছে, নয় কি?

তদ্রূপং সৃজ্যমানং তৎ সামান্যেন বিশেষতঃ।
অতদ্রূপপ্রবাহেঽপি বিষ্ণুগ্রন্থিশ্চ রক্ষতি॥৬৫৬

'তদ্রূপ' (of 'this' nature and pattern and detail)-রূপে যেটি জাত হইয়াই অতদ্রূপপ্রবাহে (the 'drag' of change into another nature and condition) পতিত, সেটিকে সামান্য (generic) এবং বিশেষ (specific)—উভয়থা 'রক্ষা' করারও এক গ্রন্থি আছে। সেটি বিষ্ণুগ্রন্থি।

ভাসিয়াই তো চলে, রক্ষা তবে কি ভাবে?

সোঽয়মিতি প্রত্যভিজ্ঞা নিয়তপরিণামিনি।
পদার্থে সম্ভবেৎ কস্মাৎ তদ্‌বিষ্ণোরবনং বিনা॥৬৫৭

জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে—এইভাবে নিয়ত পরিণামী পদার্থে, 'এই সেই পদার্থ' বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয় কেমন করিয়া সেই বিষ্ণুর 'অবন' বা রক্ষণ বিনা? যেমন—

জপাদি-সর্ব্বকার্য্যাণাং পঞ্চধা স্থাপ্যতে স্থিতিঃ।
স্থিতৌ শৃঙ্খলিতং সর্ব্বং বাধ্যতে বিষ্ণুগ্রন্থিনা॥৬৫৮

আগে দেখা হইয়াছে যে, উক্ত ষড়্‌ভাবধারায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও, জপাদি সর্বকার্যের স্থিতি আছে, আর, সে স্থিতি পঞ্চধা স্থাপিত হয় (সেই তস্থুষী, স্থাপিকাদির প্রসঙ্গ এস্থলে স্মরণ কর)। নিয়ত পরিণামপ্রবাহে স্থিতিস্থাপক কোন কিছু থাকা চাই, এবং সেটি আছেও সর্বভূতে সর্বভাবে বিষ্ণুগ্রন্থিরূপে। অথচ, এই আবশ্যকীয় গ্রন্থিটি 'শৃঙ্খলগ্রন্থি'-ও হইয়া পড়ে, যদ্‌দ্বারা 'সর্ব্বং বাধ্যতে'।

গ্রন্থি যেমন 'রক্ষাকবচ', তেমনি আবার 'বন্ধনপাশ'। তবে রুদ্রগ্রন্থিও আছে বলিয়া—

রুদ্রগ্রন্থিবশাৎ সর্ব্বং লয়ং যাতি পুনঃ পুনঃ।
অন্যোন্যাপেক্ষিভিশ্চৈতৈ র্গ্রন্থিভির্ভবভাবনম্॥৬৫৯

রুদ্রগ্রন্থিতে ‘বন্ধ’ হইয়া সব কিছু পুনঃপুনঃ লয় পাইতেছে। উক্ত গ্রন্থিত্রয় অন্যোন্যের অপেক্ষা করে বলিয়াই ‘ভবভাবনম্’। অপেক্ষাটি কিভাবে তা বলা হইতেছে—

যাদৃশী বৃত্তিরেকেন বিপরীতাঽপরেণ চ।
সমসংস্থা তৃতীয়েন গ্রন্থিত্রয়েণ সংসৃতিঃ॥ ৬৬০

ব্রহ্মগ্রন্থিতে সব কিছু বাধ্য হইয়া সৃষ্টিধারায় চলিতেছে; রুদ্রগ্রন্থিতে উহার বিলোম বা বিপরীত লয়ধারায়। মধ্যে যে বিষ্ণুগ্রন্থি এ দুটি ধারায় ‘সমসংস্থা’ (balance) রক্ষা করিতেছে; আর, ইহাই সংসৃতি।

সংসৃতিপাটনার্থং তদ্ গ্রন্থিত্রয়ং সমাশ্রয়েৎ।
কুশলচ্ছন্দসা পশ্চাৎ তদ্‌ভেদে ভবমোচনম্॥ ৬৬১

কুশল ছন্দে ঐ গ্রন্থিত্রয় জপাদিসাধনে সমাশ্রয় করতঃ উহাদিগকে ‘ভেদ কর (cut the three ‘Basic Knots’ in world-becoming); তা হইলেই, সংসৃতির পাটন এবং ভবমোচন।

এই গেল ত্রিগ্রন্থি।

পঞ্চপর্ব্বা চ দণ্ডোঽয়ং যেন সর্ব্বং প্রপঞ্চিতম্।
তাড়িতমবশং যাতি পঞ্চত্বং বৈ পুনঃ পুনঃ॥ ৬৬২

‘প্রপঞ্চ’ বলিতে যে পঞ্চসংখ্যান, সেটি যেন এক পঞ্চপর্বা দণ্ড। এই দণ্ডের শাসনে যেমন সব কিছু প্রপঞ্চিত হইতেছে, তেমনি আবার সেই দণ্ডতাড়িত হইয়া সব কিছু অবশের মত পুনঃপুনঃ পঞ্চত্ব পাইতেছে।

দণ্ডধৃগ্ বৈ যমঃ কালো মৃত্যুর্বাঽমোঘশাসনঃ।
ঊর্দ্ধাম্নায়েন পঞ্চানাং মৃত্যোর্মৃত্যুর্বিশারণাৎ॥ ৬৬৩

ঐ পঞ্চপর্বা দণ্ডধারী কাল, যম বা মৃত্যু—অমোঘ-শাসন। জপাদিসাধনে 'ঊর্ধ্বাম্নায়ে' যদি ঐ পঞ্চপর্বা দণ্ডের বিশারণ ঘটে, তবেই মৃত্যুর মৃত্যু।

সপ্তকাণ্ডো দশস্কন্ধো হ্যশ্বথোঽয়মনাদিমান্।
অব্যয়োঽপি চিরং ব্যেতি মূলেনোন্মূলনং ভবেৎ॥ ৬৬৪

অনাদিমৎ এই যে ভবরূপী অশ্বত্থ, এটি সপ্তকাণ্ড, দশস্কন্ধ। এ অশ্বত্থ অব্যয় হইয়াও 'চিরং ব্যেতি'। শাখাদি ছেদনে এ অশ্বত্থের নাশ হয় না; পরন্তু মূলেই এটিকে উন্মূলিত করিতে হয়। 'মূলেন' বলিতে 'মূলসংশ্রয়'-ও অবশ্য বুঝিতে হইবে।

'সপ্তকাণ্ড' বিশেষভাবে সেই সপ্তসপ্তি অথবা সূর্যরথের সপ্তাশ্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। সপ্ত ছন্দঃ-এর প্রতীক। (পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে সপ্তকের ভাব নানাভাবে ভাঙ্গিয়া দেখা হইয়াছে।)

'দশস্কন্ধ' বলিতে বিশেষভাবে রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের দ্বিগুণ। ধন-ঋণে, অনুলোমবিলোমে দ্বিগুণিতত্ব—world manifested under ten Basic Categories.

অব্যয় হওয়া সত্ত্বেও 'চিরং ব্যেতি'। সুতরাং, এ অব্যয় অশ্বত্থে শাখাপল্লবাদির পুনঃ পুনঃ নাশ, পুনঃ পুনঃ উদ্‌গম। শাখাপল্লবাশ্রিতেরও তদ্রূপ—the relentless drag of the Cosmic Cycle. পরিত্রাণের উপায়—মূলের দ্বারাই এ ভবমহীরুহ সমূল উন্মূলন কর।

২৯॥ সঙ্করাশ্ছঙ্করং ভয়াদ্ ভদ্রম্॥

(মূলসমাশ্রয়ে) সঙ্কর থেকে শঙ্কর, ভয় থেকে ভদ্র॥

গ্রন্থিত্রয়াদিবাধ্যত্বে সত্যপ্যশ্বত্থচারিণাম্।
দেহভাজাং মহাজাল-গর্ত্তেষু পততাং ক্বচিৎ।
অস্তি কিং ক্লেশব্যূহেভ্যো হ্যবকাশো বিমুক্তয়ে॥
দ্বা সুপর্ণা সৃতী দ্বে চ শ্রুতিস্মৃত্যাত্মপ্রত্যয়াঃ।
সঙ্করাচ্ছঙ্করং মার্গং দর্শয়ন্তি বিবিচ্য বৈ॥

দ্বৈতং দ্বৈধং তথা দ্বন্দ্ব ইতি ত্রিদণ্ড-তাড়িতম্।
একমেবাদ্বিতীয়েনৈকদণ্ডেন শমং নয়েৎ॥
দ্বৈতাদ্ভয়ং সঙ্করেণাঽদ্বৈতাদ্ ভদ্রঞ্চ শঙ্করাৎ।
একো গময়তি গ্রন্থীন্ নৈর্গ্রন্থ্যং কুশলোঽপরঃ॥৬৬৫-৬৯

লক্ষ্য কর যে, পূর্বোক্ত ত্রিগ্রন্থি, পঞ্চপর্ব প্রভৃতিতে দ্বিবিধা গতি (two 'senses')। এক প্রকারে সমস্ত কিছু গ্রথিত ও শৃঙ্খলিত (involved and enchained)। এটি সঙ্কর—ফল, ভয়ম্ (ক্লেশ, মৃত্যু)। অপর এর বিপরীতমুখী—ইহা সব কিছুকে বিবেচনে আনে ('isolates') শুদ্ধ ও মুক্ত করে (purifies and releases from bond)। ইহা শঙ্কর—ফল, ভদ্রম্ (অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স)। তাই বলা হইতেছে—ঐ অশ্বত্থপাদপচারী দেহভাক্ সকলের অবস্থা এই যে, তারা গ্রন্থিত্রয়াদিতে বাধ্য হইয়া কালব্যাধের মহাজালবিবরে পতিত। ক্লেশব্যূহরূপ মহাজাল থেকে বিমুক্তির কোন অবকাশ তাদের ভাগ্যে আসিবে কি?

উপায়—সঙ্কর থেকে শঙ্করে চল, ভয় থেকে ভদ্রে। তারি বা উপায় কি?

শ্রুতি-স্মৃতি-আগম-আত্মপ্রত্যয়—এরা সকলেই অবিসম্বাদে ঐ দুটি তফাৎ করিয়া দেখাইতেছে, এবং কিরূপে তফাৎ করিতে হয়, তাও বলিয়া দিয়াছে—নানা, অথচ, তদেকলক্ষ্য, সাধনক্রমের উপদেশে। যেমন, জ্ঞানে—দ্বৈত, দ্বৈধ এবং দ্বন্দ্ব, এই ত্রিদণ্ডের তাড়না উপশমের নিমিত্ত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—রূপ যে 'একদণ্ড' সেইটি গ্রহণ কর। ঐ তিনকে বিশেষভাবে—জ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বৈত, ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈধ, ইচ্ছার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, এভাবে লইতে পার।

তারপর, ভয়।

জ্ঞান বলে—দ্বৈত থেকে ভয়, যদি সে দ্বৈতে আত্মা-অনাত্মার, তত্ত্ব-অতত্ত্বের সঙ্কর প্রসক্ত হয়; এবং স্বরূপভ্রান্তিবশতঃ-ই এ প্রসক্তি। সঙ্করস্থলে শঙ্করের (ভ্রান্তিজন্য অবিবেক স্থলে বিদ্যাজন্য বিবেক) প্রবর্তন হইতে থাকিলে ভয় স্থলে ভদ্র। অবিবেকীর ব্যামিশ্র দৃষ্টিতে যাহা ভয়, বিবেকীর শুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহা হয় ভদ্র। এক, কিনা, সঙ্কর কি করে?—ঐ মহাজালের গ্রন্থিকূটে অশ্বত্থচারীদের পাতিতই করে; অপর, কিনা, শঙ্কর বিবেককুশল হইয়া নৈর্গ্রন্থ্য (সর্বগ্রন্থিমুক্তভাব) আনয়ন করে।

ইহা যৌক্তিক বটে, তথাপি বল—মহাজালগ্রন্থিকূটে বিষমবন্ধ জীবের শঙ্করাশ্রয়ের, ভদ্রানুবর্তনের কি পরম উপায়?

তাই শেষের সূত্র—

**৩০॥ তদেকপ্রপত্ত্যা তল্লাভস্তল্লাভঃ॥**

সেই এক পরমাত্মা ভগবানে প্রপত্তিযোগেই তল্লাভ সুনিশ্চিত॥ (মূলগ্রন্থসমাপনসূচক সূত্রে অভ্যাস।)

প্রাণস্য প্রাণ এবৈষ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
রসতমো রসানাং বৈ নিষ্কলেন্দুশ্চিদম্বরে॥
শুভেচ্ছায়াং সমারম্ভঃ শ্রদ্ধায়ামঙ্কুরোদ্গমঃ।
তন্নিষ্ঠভজনজ্যোতী-রসাভ্যাং স প্ররোহতি।
ততোঽনপায়িনী ভক্তিস্তয়া সাফল্যপূর্ণতা॥
দ্বে শাখে তস্য বিদ্যেতে মুখ্যত্বেনেতি মন্যতাম্।
বিজ্ঞানভাতিরেকাঽন্যা ভজনরসমাধুরী॥
প্রেষ্ঠৈকভক্তিরেবাস্মিন্ সান্দ্রা মুকুলমঞ্জরী।
পঞ্চপ্রপত্তিসাফল্যং তৎসমাপত্তিসংবিদা॥ (সম্পদা)

*         *         *         *

ভবাটবীং বিহায়েমাং কলাহিব্যাধসঙ্কুলাম্।
ত্রিতাপদাবদগ্ধাশু সুধাসিন্ধুতটং ব্রজ।
পঞ্চপ্রপত্তিযোগেন কল্পবৃক্ষং সমাশ্রয়॥
শ্রদ্ধাবীর্য্যেণ তন্মূলং কাণ্ডঞ্চাচলনিষ্ঠয়া।
দ্বে শাখে তস্য সাধিষ্ঠেঽগ্র্যয়া বুদ্ধ্যাঽনুকূলয়া।
যা সর্ব্বং বাসুদেবো বৈ বুদ্ধির্ভাগবতোত্তমে॥ ৬৭০-৭৫

শ্রীভগবান্ স্বয়ং 'মামেকং শরণং ব্রজ', 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'—বলিয়া জীবের পরম উপায় যে তদেকপ্রপত্তি, তার অসংশয় নির্দেশ দিয়াছেন। সর্বসাধন যাবৎ এই পরম উপায়ে উপেত না হইতেছে, তাবৎ তার সুনিশ্চিত সফলতা-

চরিতার্থতা নেই। দেখিয়াছি যে—গায়ত্রী, বীজমন্ত্রাদি জপধ্যানেও উদয়মুখে যে প্রয়াস, সেটিকে বিলয়মুখে প্রসাদ-প্রপত্তিতে অবশ্যই লইতে হয়। এমন কি, বিলয়সেতুপ্রান্তে আসিয়া সঙ্কল্পী মনকেও ছাড়িতে হয়। তখন প্রাণ একাই তার 'প্রাণস্য প্রাণঃ'-এর পানে চলে অভিসারে। জপধ্যানে আমার যে জ্যোতিঃ আর রসের যে কণিকাটি মিলিয়াছিল, সে কণিকা হয় অভিসারিকা 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' 'রসানাং রসতমঃ' পানে। জ্যোতীরস একাধারে, তাই 'নিষ্কলেন্দুশ্চিদম্বরে'।

তোমার সাধনাকে এক কল্পতরু ভাবনা কর। তুমি এই কালাহিব্যাধসঙ্কুলা ভবাটবী মাঝে কত না জন্ম ঘুরিতে ঘুরিতে আর্ত বিপন্ন হইয়াছ! এ অটবী মাঝে বারংবার ত্রিতাপদাবদগ্ধ হে জীব! তুমি তাঁর নাম, তাঁর করুণার দোহাই দিয়া একবার চল দেখি—সেই সুধাসিন্ধুতটে! সুধাসিন্ধুতটেও কি সন্তপ্ত সৈকত? না, গো, না! সেখানেই তোমার চিরমৃগ্য কল্পতরু।

এই কল্পতরুটিকে পঞ্চপ্রপত্তিযোগে সমাশ্রয় কর। কেমন সে পঞ্চপ্রপত্তিযোগ?

পূর্বজন্মের সুকৃতিতে এবং ইহ জন্মের সাধুসঙ্গাদিতে, শুভেচ্ছার ঘনীভাবরূপা আত্মকৃপা এ কল্পবৃক্ষের সমারম্ভবীজ। সে বীজ থেকে কারক ও ফল, দুইরূপেই শ্রদ্ধা হয় উদ্ভূতা। কারকরূপে শ্রদ্ধাই হয় এ কল্পবৃক্ষের মূল—যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁ থেকে আপন অফুরন্ত প্রাণরস পাবার। ফলরূপে, শ্রদ্ধাই হয় এ বীজের অঙ্কুর। প্রথম প্রপত্তিযোগে, এতদুভয়েই বীর্য লাভ কর।

দ্বিতীয় প্রপত্তি—নিষ্ঠা। শ্রদ্ধাকে সাধিষ্ঠা, অচলা করার সাধন নিষ্ঠা। মূলে যে অব্যয় অখণ্ড প্রাণ এবং জ্যোতীরস, সেটিকে জীবনে ও সাধনে পূর্ণ সফলতা (সমাপত্তি সংবিৎ অথবা সম্পৎ) রূপে মিলাইতে, তোমার ঐ শ্রদ্ধার অঙ্কুরটিকে প্ররোহ এবং কাণ্ডরূপে পাইতে হইবে।

তৃতীয় প্রপত্তি—ভজনরস আর বিজ্ঞানামৃত, এ দুয়ের সহযোগে। তাই বলা হইতেছে—নিষ্ঠারূপ ঐ সাধিষ্ঠ কাণ্ড থেকে দুটি মুখ্য শাখা; এক, বিজ্ঞানভাতি, অপর ভজনরসমাধুরী। অগ্র্যা এবং অনুকূলা যে বুদ্ধি, সে বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি, দুটিকে সমন্বয়ে আনিয়া, ঐ শাখাদ্বয় সমাশ্রয় করিবে।

তুরীয় প্রপত্তি—যিনি প্রেষ্ঠ-বরিষ্ঠ, তাঁতে গাঢ় অব্যভিচারিণী একভক্তি। এ প্রপত্তিতে তোমার কল্পতরুতে মুকুলমঞ্জরীও আসিল।

পঞ্চম বা শেষ প্রপত্তি—তৎসমাপত্তিসংবিদা। ভাগবতোত্তমে 'সর্ব্বং বাসুদেবো বৈ'—এই যে মহাভাবসম্পন্না বুদ্ধি, তাতে। এইভাবে তাদাত্ম্যসমাপত্তিই পরম প্রপত্তি।

জপসূত্রমে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদের এই শেষ সূত্রে কতকটা রূপকচ্ছলে যে যোগের কথা বলা হইল, 'পরিশিষ্ট'-এ কতিপয় সূত্রে সেটির অনুবৃত্তি হইবে।

ইতি জপসূত্রে চতুর্থাধ্যায়ে জপশক্তিসামর্থ্যাদিনিরূপণং নাম চতুর্থঃ পাদঃ।

# জপসূত্রপরিশিষ্টম্

**১॥ বিদ্যায়াং ব্যবসায়ী যতমানো বিদগ্ধোঽনূচানঃ॥**

বিদ্যায় ব্যবসায়ী হইয়া যতমান, এর অনূচান হইয়া বিদগ্ধ॥

অনুষ্ঠানস্য বিজ্ঞানং কল্পসূত্রেণ সূত্রিতম্।
বিদ্যাশব্দেন বোদ্ধব্যমাপ্তোপদিষ্টমেব যৎ॥ ১

যজ্ঞজপাদি অনুষ্ঠান বিষয়ে যে বিজ্ঞান, সেটি পূর্ব পূর্ব কল্পসূত্রে (যেমন, তন্ত্রবিষয়ে পরশুরাম কল্পসূত্রে) সূত্রিত হইয়াছে। সে আর্যবিজ্ঞানকে বর্তমান বিজ্ঞানের শিষ্টসম্মত রীতিতেও যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া কথিত হইল জপসূত্রম্।

'বিদ্যা' শব্দে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে—সাধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত যে আপ্ত, সে আপ্তের উপদেশ। যদি বল—আপ্ত স্বয়ং ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য হইলেও, তাঁর উপদেশবাক্যের যে কি ঠিক তাৎপর্য, তাতে সংশয়ের অবকাশ আছে। তা ঠিক। তাই—

উপক্রমাদিষড়্লিঙ্গৈস্তাৎপর্য্যং লভ্যতে যথা।
সমাদিপূর্ব্বকৈস্তদ্বদীক্ষণৈরিয়মশ্যতে॥ ২

সাধারণতঃ আপ্তবাক্যে সংশয়াদি স্থলে মীমাংসা প্রসিদ্ধ শ্রুতি-লিঙ্গ-প্রকরণাদি, অথবা উপক্রম-উপসংহার প্রভৃতি ষড়্লিঙ্গের দ্বারা (by the sixfold pointer of true meaning) বিনিয়োগ ও তাৎপর্যবিনিশ্চয় করা হয়। বাক্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে সেটি ঠিকই। কিন্তু বিদ্যায় তথ্যবিনিশ্চয় মুখ্য প্রয়োজন। বাক্যার্থ-নির্ণয়েই সেটি সাঙ্গ হয় না। সেইজন্য সমাদিপূর্বক 'ষড়ীক্ষণ' আবশ্যক হয় বলা

হইতেছে। সেগুলি যথাক্রমে—অপেক্ষা (relatedness in general); প্রতীক্ষা (co-relatedness, একের অন্য অপেক্ষা); অভীক্ষা (অভিতঃ—অনুকূল, উপকারক সম্বন্ধদৃষ্টি—taking in 'sympathy relation'), অন্বীক্ষা (অনুগত, অন্বিত সম্বন্ধদৃষ্টি—in loyal, logical relation); পরীক্ষা (তথ্যবিনিশ্চয় দৃষ্টি—realisation of fact by the method of agreement and difference); সমীক্ষা (তথ্য সুনিশ্চয়—final conclusive realisation without leaving a margin of error or doubt)। (বর্তমান সূত্রে সমীক্ষাদিকে এক এক বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধে নিরূপণ করা হইল।) এই ষড়ীক্ষণ দ্বারা সমীক্ষিত হইলে তবে বিদ্যা হয় 'ব্যবসায়িনী'—

নানা যোঽধ্যবসায় সোঽব্যবসায়ীতি মন্যতে।
যা ষড়্ভিরীক্ষ্যতে স্বাং বৈ সা বিদ্যা ব্যবসায়িনী॥৩

বুদ্ধির অধ্যবসায় নানা ও বহুশাখ হইলে সেটি অব্যবসায়ী। পরন্তু যে বিদ্যা আপনাকে (স্বাং) ঐ ষড়ীক্ষণের দ্বারা ঈক্ষণ করে, এবং কৃতসুনিশ্চয় হয়, সে বিদ্যা ব্যবসায়িনী। এরূপ বিদ্যাতেই যতমান হওয়া আবশ্যক (with singleness of end and pursuit.)।

বিদ্যায়াং ব্যবসায়ী সন্ যতমানো ভবেজ্জপী।
ষড়ধ্বভিঃ ষড়ঙ্গৈশ্চ ষড়্লিঙ্গৈশ্চ ষড়ীক্ষণৈঃ।
বেত্ত্যাচরত্যনূচানো বিদ্যাং বিদগ্ধ এবং সঃ॥৪

পূর্বোক্তরূপে বিদ্যায় ব্যবসায়ী হইয়া জপী তাঁর কর্মে যতমান হইবেন। ষট্ক-চতুষ্টয় সম্বন্ধেই—অর্থাৎ, সকলগুলিকেই এক লক্ষ্যে এবং গতিতে মিলাইয়া—বিদ্যায় ব্যবসায়ী হইতে হইবে। ষড়ীক্ষণ পূর্বেই কথিত। আগমে প্রসিদ্ধ ষড়ধ্বা (the 'Six Ways') প্রভৃতিকে সমন্বয়ে, সুসম্বাদে লইয়াই অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। নচেৎ, পূর্বোক্ত সঙ্করাদিনিমিত্ত ব্যাঘাতাদির আপত্তি।

যেমন ধর, তুমি সদ্‌গুরুদীক্ষিত। তাঁতে অব্যভিচারিণী ভক্তি এবং তাঁর দেয়া সাধনে অচলা নিষ্ঠা—ইহাই তোমার পক্ষে 'ইষ্টব্যবসায়'। ভগবানের সর্বব্যাপিনী যে অনুগ্রহশক্তি, সে শক্তির অনন্যসাধারণ মূর্ত ব্যক্তিরূপতা বিশেষ বিশেষ গুরুশক্তি। গুরুশক্তি সর্ব সাধু মহাপুরুষে রহিলেও, আপন গুরুতে সেটি মৎ-সম্পর্কে, অসাধারণী, অতুলনী, অনুত্তমা। সুতরাং, একান্ত ভজনীয়া। অন্য অন্য সাধু-মহাপুরুষ সঙ্গাদিও তোমার সাধনাঙ্গ বটে, তবে সেরূপ সঙ্গে তোমার একমাত্র আকূতি প্রার্থনা রহিবে—"দাও আমায় আমার গুরু-ইষ্ট-সাধনে পূর্ণা মতিরতি এবং অচলা নিষ্ঠা, একান্ত নির্ভর।" তোমার আপন ভাণ্ডার নিত্য পূর্ণ; কোন সাধুর কাছে বর চাহিবে—'যেন আমি আমার সেই আপন ভাণ্ডার দুয়ারেই সদাক্ষণ নিশ্চিন্ত লুটাইতে পারি!' সেই গোঁসাই তুলসীদাসের যেমন অন্য দেবদেবীর চরণে শ্রীরামে ইষ্টৈকনিষ্ঠা প্রার্থনা। এটি না হইলে আপন 'তাঁতে' প্রচ্ছন্ন অনির্ভরের বীজটি অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইল। দেবদেউলে যেমন বটাদিবৃক্ষের সূক্ষ্ম বীজ। এতে দেউলে ফাটল ধরিবে। 'আমায় গুরু-ইষ্টে মতি দাও, নিষ্ঠা দাও'—এ ছাড়া অন্য কামনা কোন সাধুসন্তচরণে করিতে যাইলে অনিষ্টাপত্তি। তাঁরাও দীক্ষিত শ্রদ্ধালুকে ঐ একটি মাত্রই বর দিতে সদা উৎসুক। অন্য বর মাগিলে বরশঙ্কর নয়, বরসঙ্কর। আর, শঙ্করবরটি—সাধুর সঙ্গে যেটি 'উত্তমসঙ্গ', তাতেই সর্বথা মেলে। উত্তমসঙ্গ মৌন—'সুরে সুর মেলান'—সঙ্গ। স্বয়ং মৌনে রহিয়া তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশামৃত পান, তদপেক্ষায় মধ্যম সঙ্গ। পরিপ্রশ্নাদির ব্যপদেশে আপন বাগ্‌জাল বিস্তার, অধম সঙ্গ। আর, তাঁকে 'যাচাই পরখ করিতে যাওয়া' অধমাধম। সাধুসন্ত তো সাধারণ বৈদ্য নহেন যে, তাঁদের আপন অবস্থা সব 'খুলিয়া' বলিতে হইবে। অভ্যাস ও সংস্কার দোষে, 'খুলিয়া' বলিতে গিয়া 'ঢাকিয়া' বা 'সাজাইয়া' বলাই হয় অধিকাংশ স্থলে। এটি অপরাধ, অজ্ঞানকৃত হইলেও। যিনি ভববৈদ্য তিনি 'নাড়ী টিপিয়াই' সব বুঝিবেন; আর, আমি নিজেকে নিজে বুঝি কতটুকু, আর, সে বোঝা কতই না ওপরসা! তাই, সর্বাগ্রে 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন।' প্রণিপাত কায়িক প্রণাম মাত্র নয়; নিজের সকল অভিমান ছেড়ে নিরাবরণ শিশুটির মতো তাঁর চরণপ্রান্তে আসা। এরূপ হইলে, তত্ত্বদর্শী সাধু যাতে তোমার গুরু-ইষ্ট-সাধননিষ্ঠা সাধিষ্ঠা হয়, এরূপ শিক্ষা ও আশীর্বাদ দিবেন।

অতএব, অনন্যব্যবসায়ী হইয়াই যতমান হও।

যে সাধক আপন সমাশ্রিত বিদ্যা সম্যক্ জানেন, এবং সম্যক্ আচরণ করেন, তিনি অনূচান। যিনি অনূচান, তিনিই পরিশেষে হন বিদ্যায় বিদগ্ধ (সিদ্ধ, পারীণ)। বিদগ্ধ পুরুষ আপ্তপদবীতে আরূঢ়ও হইবেন, বিদ্যার সাথে উপনিষৎকে মিলাইয়া।

কিন্তু শ্রদ্ধাই মূল; তাই—

**২।। শ্রদ্ধায়াং শমথী দীক্ষায়াং শূরো নৈষ্ঠিকঃ।।**

শ্রদ্ধায় শমথী হও; দীক্ষায় শূর (বীর্যবান্) নৈষ্ঠিক॥

পূর্বসূত্রে বিদ্যা, এ সূত্রে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধায় 'শমথ' কি বস্তু?

কায়বাক্যমনোবুদ্ধিবৃত্তীনামেকতানতা।
অপেক্ষ্য মুখ্যযন্ত্রস্যাপরেষাং বাদনং যথা।
গুণিকণ্ঠস্বরাপেক্ষি যথাঽন্যস্বরসাধনম্॥ ৫

কায়বাক্-মনোবুদ্ধিরূপ এই যে সাধনযন্ত্র, এ যন্ত্রের সকল 'তন্ত্রী'তে একতানভাব—শমথ। একতান হইতে গেলে কোন মূল বা আদর্শ তানের অপেক্ষা থাকে। কোন এক বাঁধা 'পাকা' সুরে সুর বাঁধিয়া লইতে হয়। যেমন, ঐকতান বাদনে কোন এক মুখ্যযন্ত্রের সাথে অপরাপর যন্ত্রগুলির; অথবা, শিক্ষার্থীর স্বরসাধনে গুণিকণ্ঠে উচ্চারিত স্বরের অপেক্ষা করিতে হয় যেমন। ফলতঃ, শ্রদ্ধার কাজই হইল কোন মূল বা আদর্শের সাথে 'টিউনে' আনয়ন। এটি সম্যক্ হইলে 'শমথী'। সেরূপ স্থলে, মৌনসঙ্গাই উত্তমসঙ্গা। তখন ঊর্দ্ধ্বগ্রামের ভদ্রস্পন্দসমূহ 'এ' যন্ত্রে পূরা প্রভাব বিস্তার করে।

অন্য দৃষ্টান্তে—

যথা দিগ্‌দর্শনে যন্ত্রে চৌম্বকে সূচিলক্ষ্যতা।
ক্বচিদ্ বিচালিতত্বেঽপি হ্যুদঙ্‌মুখী সদাঽচলা॥ ৬

দিগ্‌দর্শন (কম্পাস) যন্ত্রে চৌম্বকসূচির লক্ষ্য এক দিকেই থাকে; ক্বচিৎ সূচি বিচালিত হইলেও সেটি উদঙ্‌মুখী অচলাই হয় অচিরে। সেইরূপ—

শ্রদ্ধয়া শমথো যস্য কায়বাঙ্‌মনসাং তথা।
ছন্দাংস্যপেক্ষ্য মন্ত্রাণাং স্বানি মতঃ স দীক্ষিতঃ॥ ৭

মন্ত্রাদিতে যে স্বগত ছন্দোগ্রাম আছে, সে ছন্দোগ্রাম (intrinsic harmonies) অপেক্ষাকরতঃ যে ব্যক্তির আপন কায়বাঙ্‌মনোরূপী যন্ত্রে, পূর্ব পূর্ব দৃষ্টান্তানুরূপ, শ্রদ্ধায় শমথ সাধিত হইল, সেই ব্যক্তিই 'দীক্ষিত'। এরূপ দীক্ষিতের পক্ষেই পূর্বালোচিত বিদ্যায় যে যড়ীক্ষণ, সেটি সম্ভাবিত হয়। যেমন, মন্ত্রশক্তি আছে—এটি অপেক্ষা; আমার সম্পর্কেও এটি আছে বা আসিতেছে—প্রতীক্ষা; এই আমার অন্বয়ে, অনুকূল মিত্ররূপেও সেটি—অন্বীক্ষা; সে শক্তিতেই আমার এই নাদ-জ্যোতিঃ-র অনুভূতিটি হইতেছে, অন্যথায় হয় না—পরীক্ষা; সাক্ষাৎ অর্থভাবনে মন্ত্রশক্তির সর্বসংশয়রহিত সুনিশ্চয়ে—সমীক্ষা।

শমথী হইয়া 'শূর' হও।

সুধীরশান্তলক্ষ্যত্বে শমথ ইতি বর্ত্ততে।
তথাপ্যুদাত্তলক্ষ্যত্বে শৌর্য্যং তেন চ নৈষ্ঠিকঃ॥ ৮

সুধীর শান্তভাবে যে লক্ষ্যানুবর্তিতা লক্ষ্যৈকতানতা, সেটি শমথ ('শমে' এর ব্যঞ্জনা)।—A 'quiet', steady aspiration. কিন্তু ঐ শ্রদ্ধা এবং আস্পৃহা যদি 'উদাত্ত' ('leaping high') হইয়া চলে, তবে 'শৌর্য'। শৌর্য আসিলে শ্রদ্ধাবান্ হয় 'নৈষ্ঠিক'।

ধীর একাগ্রতাযোগাচ্ শমথী দীক্ষিতঃ পুমান্।
সন্ধানশূর এবাসৌ লক্ষ্যে স্যান্ নিতরাং স্থিতঃ॥ ৯

দীক্ষিত পুমান্ আদৌ কোন নিপুণ লক্ষ্যবেদ্ধার মত ধীর হইবে, এবং একাগ্রতাযোগাশ্রয়ে শমথী। যেমন, সেই অর্জুনের লক্ষ্যবেধ। এটি হইয়া তবে—সন্ধানশূর বীরও হইবে। যে ব্যক্তি ধীরতা এবং বীরতা—এতদুভয়ের

দ্বারা আপন সন্ধানে অবিচলিত এবং লক্ষ্যে 'নিতরাংস্থিতঃ', সেই ব্যক্তি 'নৈষ্ঠিক'।

বিদ্যা-শ্রদ্ধার উপনিষদের কথা—

**৩।। রহসি স্থিতধীস্তরুণঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তু প্রৌঢ়ঃ।।**

রহসি, কিনা, রহস্যে যে ব্যক্তি স্থিতধী হইল, সে ব্যক্তি 'তরুণ'; স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে 'প্রৌঢ়'।।

তরুণ=অভিষিক্ত; প্রৌঢ়=পূর্ণাভিষিক্ত—এভাবেও লওয়া যায়।

ন দীক্ষাঽশ্রদ্দধানস্য ন নিষ্ঠা সংশয়াত্মনঃ।
স শূরঃ শমথী স বৈ রহসি সফলোদ্যমঃ।।
ঔপনিষদমেবাস্য রহস্যমিতি ভাবয়।
ষড়াম্নায়েষু তন্ত্রেষু গোপায়িতং যদঞ্জসা।।
সহস্রাস্যো ন চষ্টে যৎ পঞ্চাননঃ ষড়াননঃ।
রহস্যাম্ভোজসূর্য্যশ্রীঃ খ্যাপয়তি গুরোঃ কৃপা।।
আজ্ঞয়া খ্যাপনং ত্বাদৌ ততঃ খ্যাতিশ্চ সংজ্ঞয়া।
প্রত্যয়েন ততঃ খ্যাতি বৌদ্ধখ্যাতিস্ততঃপরম্।
আত্মপ্রত্যয়ৈকসারা যা সংবিৎ সা খ্যাতিরুত্তমা।।
স্থিতধীস্তরুণো যস্য শমথধৃতশেমুষী।
রহস্যাকুণ্ঠিতা দৃষ্টিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্।।
তরুণো যোঽভিষিক্তঃ স প্রৌঢ়ঃ পূর্ণায় কল্প্যতে।
অবীবিদ্যা চান্তর্বত্নী পূর্ণা প্রেষ্ঠপ্রসূর্ভবেৎ।। ১০-১৫

অশ্রদ্দধানের দীক্ষা নেই; সংশয়াত্মারও নিষ্ঠা নেই। 'রহসি', কিনা, নিগূঢ় তত্ত্বদৃষ্টিতে, যে ব্যক্তির উদ্যম সফল হইতে চলিয়াছে, সে ব্যক্তিই যথার্থরূপে শমথী ও শূর। অর্থাৎ, বিদ্যায় বিদগ্ধত্ব এবং শ্রদ্ধায় নৈষ্ঠিকত্ব, দুয়ের কোনটাই সফলপ্রতিষ্ঠ নয়, যাবৎ তত্ত্বদৃষ্টিতে (প্রজ্ঞায়) স্থিতা স্থিতিটি না হইতেছে।—**Nothing is rightly done or truly believed till it is really known.**

রহস্য বলিতে বিশেষভাবে ঔপনিষদতত্ত্ব, যে তত্ত্ব, কথঞ্চিৎ অন্যরূপ প্রহেলিকাবগুণ্ঠনে, ষড়াম্নায় তন্ত্রাদিতেও সুকৌশলে গোপায়িত। এরূপ বলায় ঔপনিষদ এবং আগম-গোপায়িত তত্ত্বের সাজাত্য এবং মূলতঃ অভেদবিবক্ষাই হইল। তথাপি মূলতত্ত্ব উভয়ত্রই নিগূঢ়। তাই—

সহস্রাস্য ভগবান্ অনন্ত, অথবা পঞ্চানন, ষড়াননও যে স্থলে রহস্য 'খুলিয়া' বলেন নাই, সে স্থলে একমাত্র গুরুকৃপাই সে রহস্য খ্যাপনে তৎপর। রহস্যাম্ভোজ-পূর্ণবিকাশে তাই একমাত্র গুরুকৃপাই যে 'দিবাকরশ্রী'!

এই খ্যাপন ও খ্যাতি পঞ্চপর্বা।

আদৌ, গুরুকৃপা তদীয় আজ্ঞাশক্তিতে ('let the Mystic Lotus unveil') প্রথম খ্যাপনটি করেন (opens the Way of Light)। তার ফলে, সেই আলোক সম্পাতে, সংজ্ঞাহীনের সংজ্ঞা আসে ফিরিয়া (awakens the sleeper)—দ্বিতীয় খ্যাতি। তারপর গুরুনির্দিষ্ট সাধন যে পরিমাণে ফল প্রত্যয় জন্মাইতে থাকে, সে পরিমাণে হইতে থাকে প্রত্যয়খ্যাতি (testimony of actual result)। এটি তৃতীয়। এর পরে বৌদ্ধ খ্যাতি (proving by reason and understanding)। এটি চতুর্থ। শেষে, আত্মপ্রত্যয়ৈকসারা সংবিৎ (Consciousness of final, self-realized Truth)। এটি উত্তমা পঞ্চম খ্যাতি। এখানে আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত অন্য প্রমাণের অপেক্ষা আর নেই। এ প্রত্যয়ে বুদ্ধি বিমর্শ জ্ঞানের ভাসরূপতা থেকে সমগ্র, অখণ্ড, অপরোক্ষ ভানরূপতায় আরূঢ় হয়।

যে পঞ্চখ্যাতি বিবৃত হইল, তার তৃতীয় যে ফলপ্রত্যয়খ্যাতি, সে খ্যাতিতে স্থিতা হইলে স্থিতধী। স্থিতধী সাধককে 'তরুণ' এবং 'অভিষিক্ত'-ও বলা যায়। স্থিতধীর লক্ষণে বলা হইতেছে— 'শমথধৃতশেমুষী'। শেমুষী=বুদ্ধি বা মতি (যে বুদ্ধি জড়তাকে হরণ করে)। শমথ=অন্তঃকরণের স্থিরতা, মনঃসংযম।

'যস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা' তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। রহস্যে অকুণ্ঠিতা দৃষ্টি লক্ষণ। সর্বোত্তমা যে খ্যাতি, সে খ্যাতিতে স্থিতি না হওয়া পর্যন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা নয়। এটি প্রৌঢ় পূর্ণাভিষিক্তের ভূমি (এগুলি লাক্ষণিক অর্থে লওয়া হইতেছে)।

শেষের কারিকায় তরুণকে অভিষিক্ত এবং প্রৌঢ়কে পূর্ণ বলিয়া রহস্যভাষায় উপসংহার করা হইতেছে—

বিদ্যা যেন 'অবীঃ', কিনা, রজস্বলা নারী। এ নারী আদৌ অন্তর্বত্নী (গর্ভবতী) হইল। পরে, যথাসময়ে পূর্ণগর্ভা হইয়া (বিদ্যা) শ্রেষ্ঠফলপ্রসূ হইবে। ভাব সুস্পষ্ট।

**৪।। শ্রদ্ধয়া সঙ্গচ্ছধ্বং বিদ্যয়া সম্বদধ্বং প্রজ্ঞয়া প্রবুধ্যধ্বম্ (সম্বুধ্যধ্বম্)।।**

শ্রদ্ধায় সঙ্গাত হও; বিদ্যায় সম্বাদ; প্রজ্ঞায় প্রবোধ সম্বোধি লাভ কর।।

সহ বা ইতি যন্মন্ত্রং তৎ সঙ্গাচ্ছধ্বমেব চ।
সাহিত্যং শ্রদ্ধয়া সাধ্যং যয়া যোগ্যেন যুজ্যতে।।
অপূর্ণবিষমা যেন পূর্ণসমা ভবেৎ স্থিতিঃ।
আপূর্য্যমাণসাম্যেন বিদ্ধি তং যোগমুত্তমম্।।
বিষমশমনী শ্রদ্ধা বিদ্যাঽপূর্ণস্য পূরণী।
প্রজ্ঞা চাহরণী জ্ঞেয়া পূর্ণস্য চ সমস্য চ।।
শ্রদ্ধয়া প্রণিপাতোঽস্তি পরিপ্রশ্নশ্চ বিদ্যয়া।
প্রপত্তিঃ পরমা সেবা প্রজ্ঞয়েতি বিনিশ্চয়ঃ।। ১৬-১৯

'ওঁ সহ বৈ করবাবহৈ' ইত্যাদি মন্ত্রের যে ভাব, সে ভাবের দ্বারা বুঝিতে হইবে—সঙ্গাচ্ছধ্বম্। অতএব, ইষ্টের সঙ্গে সাহিত্য, যোগ্যের সাথে যোগ্যের যোজন—এটি সাধিতে হইলে, শ্রদ্ধাই তার সাধন জানিবে। যোগ কি বস্তু?

ধর, কোন এক পূর্ণা এবং সমা স্থিতি। অপর কোন অপূর্ণা ও বিষমা স্থিতি থেকে পূর্বোক্ত পূর্ণা সমাতে যাইতে হইবে। যে 'আপূর্য্যমাণসাম্য'-দ্বারা এটি সাধিত হয়, তাকে উত্তম যোগ জানিবে। অধ্যাত্মাদি সকল ক্ষেত্রেই এ লক্ষণ প্রযোজ্য। যেমন ধর, তোমার ক্ষেত। ক্ষেতে জল অল্পই আছে, তাও আবার এখানে এক খাবলা, ওখানে এক খাবলা। তোমার ক্ষেতটিকে সর্বত্র সমানভাবে ভরিতে চাও। কি করিবে? যে তড়াগাদি জলাশয়ে জল সমভাবে পূর্ণ আছে, তার সঙ্গে 'নালায়' যোগ করিয়া দাও। নালায় জল স্বচ্ছন্দে বহিয়া তোমার ক্ষেতে জলের 'আপূর্য্যমাণসমতা' আনিবে। ইহাই যোগের হইল সাধারণ কর্ম।

আপূর্যমাণ সমতা সাধনে দুটি বাধক সরাইতে হয়—বিষমতা ও অপূর্ণতা। এবং সম ও পূর্ণকে একত্র 'আহরণ' করিতেও হয়। ঐ ক্ষেতে জল আনার উপমায় এটি বুঝিয়া লও। ক্ষেতে সব জায়গায় জল সমান হইল, কিন্তু ক্ষেত জলে পূর্ণ হইল না; আবার, কোথাও কোথাও পূর্ণ হইল, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে হইল না;—এ দুয়ের কোনটাতেই অভীষ্টযোগটি ঘটিল না। তাই, উপমেয় ক্ষেত্রে—

শ্রদ্ধাদ্বারা তোমার ভিতরে যে বিষম, তার শমন কর; বিদ্যাদ্বারা কর অপূর্ণের পূরণ; এবং প্রজ্ঞাদ্বারা সমতা ও পূর্ণতাকে এক সাথে মিলাও। প্রজ্ঞাই পূর্ণসম যে বোধ, তাতে করে প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ, সম্বুদ্ধ। প্রজ্ঞাতে যে কোন সান্ত আধার পূর্ণসমতায় আসিতে থাকে অনন্ত আধারের। গীতায় তত্ত্বজ্ঞান-জিজ্ঞাসা এবং লাভের জন্য যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ—

শ্রদ্ধায় কর 'প্রণিপাত'; বিদ্যায় হৌক্ 'পরিপ্রশ্ন'; এবং পরম প্রপত্তিরূপা যে 'সেবা', সে সেবা হৌক্ প্রজ্ঞায়। এইরূপ বিনিশ্চয় জানিবে।

**৫॥ শ্রদ্ধয়া শ্রোত্রিয়ো বিদ্যয়া কুলীনঃ প্রজ্ঞয়াঽবধূতঃ॥**

শ্রদ্ধায় শ্রোত্রিয়, বিদ্যায় কুলীন, প্রজ্ঞায় অবধূত॥

(শ্রোত্রিয় ইত্যাদি তিনকে যথাক্রমে, তনুরজাঃ, অণুরজাঃ, বিরজাঃ ভাবনা করিবে।) কেননা—

তনুরজাঃ শ্রদ্দধাতি শ্রদ্দধানশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ।
কুলীনোঽণুরজা বেত্ত্যবধূতো বিরজাঃ সূরিঃ॥
যুযুক্ষুশ্চ মুমুক্ষুশ্চ শ্রদ্ধয়া সমিধা ভব।
যুঞ্জানশ্চাপি মুঞ্চানো বিদ্যয়া হবিষা ভব।
যুক্তো মুক্তঃ প্রপন্নশ্চ প্রজ্ঞয়া চার্চ্চিষা ভব॥
বিমনসো ন বৈ শ্রদ্ধাঽমনস্কস্য ন বেদনম্।
অন্যমনা ন জানাতি যদস্তি মনসঃ পরম্॥ ২০-২২

তনুরজাঃ (রজঃ ক্ষীণ) হইলে তবে হয় যথার্থ শ্রদ্দধান। ইনি শ্রোত্রিয় (যেটি শ্রৌত, তাতে শ্রদ্ধাবান্)। অণুরজাঃ হইলে কুলীন। ইনি 'বেত্তি'। কেবল শ্রদ্ধাবান্

চর্যাকুশলী নন, তত্ত্বও জ্ঞাত আছেন। তথাপি এখনও সূরি নহেন। পরমপদে সদাপশ্যন্তী দৃষ্টি এখনও হয় নাই। কেননা, রজঃ এখানে 'অণু'; স্থূলে ও স্থূলসূক্ষ্মে না রহিলেও, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মে ও কারণে রহিয়াছে। বিরজাঃ অবধূতই সূরি।

এই শ্রদ্ধাদিত্রয়কে যজ্ঞভাবনা কর। আদৌ, শ্রদ্ধারূপ সমিধ দ্বারা যুযুক্ষ-মুমুক্ষু হও। তার পর, শ্রদ্ধাপূর্বক বিদ্যা হউক তোমার হবিঃ-সংযুক্ত সমিধ্। এর দ্বারা হও যুঞ্জান-মুণ্চান। শেষে, প্রজ্ঞারূপ অর্চিদ্বারা হও যুক্ত, মুক্ত এবং প্রপন্ন। (এই শেষেরটিকে অত্যাবশ্যক জানিবে; জ্ঞানীদের মধ্যে যেমন 'একভক্তির্বিশিষ্যতে' সেইরূপ যুক্তের মধ্যে 'নিত্যযুক্ত' এবং মুক্তের মধ্যে মুক্তাভিমানমুক্ত 'সদামুক্ত' 'বিশিষ্যতে'।) তারপর দেখ—

বিমনাঃ যে ব্যক্তি তার শ্রদ্ধা নেই; অমনস্কের কোন বেদন বা বিদ্যা নেই ('অচেতসের' তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞান নেই, 'নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ'—গীতা বলেন)। আর, তদেকমনাঃ না হইয়া অন্যমনাঃ হইলে মনের পর যে পরম তত্ত্ব, সে তত্ত্ব সুনিশ্চয় হয় না।—There is no going beyond to Supramental Reality.

**৬।। শ্রদ্ধয়া শুশ্রূষা বিদ্যয়া বিবিদিষা প্রজ্ঞয়া বিদ্বদ্ জপঃ।।**

শ্রদ্ধায় জপ 'শুশ্রূষা' জপ; শ্রদ্ধাপূর্বক বিদ্যায় 'বিবিদিষা'; প্রজ্ঞায় 'বিদ্বদ্' জপ॥

প্রথমটিতে সেবা বা সিসেবিষা মুখ্যতা থাকে। দ্বিতীয়ে জিজ্ঞাসা, তৃতীয়ে বুভুৎসা বা অবজিগমিষার মুখ্যতা থাকে।

শুশ্রূষাঃ শ্রদ্ধয়া যা বৈ গুরুমন্ত্রেষ্টদেবতাঃ।
সমুদ্দিশ্য চতস্রস্তা অধ্যাত্মাদিবিশেষণৈঃ॥
ইমাঃ সিসেবিষামুখ্যাঃ সিসেবিষা চতুর্বিধা।
গুর্ব্বাদীনাং সমাদত্ত আত্মাদীং শ্চতুরো ব্যূহান্॥
গুরোরাত্মা গুরোর্মূর্ত্তি র্গুরোঃ শক্তি র্গুরোর্গিরঃ।
শুশ্রূষধ্বমিমান্ ব্যূহান্ মন্ত্রদেবতয়োরপি॥
শুশ্রূষাজপ আদৌ স্যাৎ ততো বিবিদিষাজপঃ।
অবজিগমিষামুখ্যো বিদ্বজ্জপস্ততঃ পরম্॥

বীজাঙ্কুরপ্ররোহাশ্চ সর্ব্বমিতি চতুর্ব্যূহান্।
গুরুশাস্ত্রাত্মবোধৈর্যো বেত্তি স বিদুষাং জপঃ॥
মন্ত্রযন্ত্রে চ তন্ত্রঞ্চ ত্রীণি জিজ্ঞাসতে পুনঃ।
বিবিদিষা চতুর্ব্যূহানতশ্চ দ্বাদশারতা॥ ২৩-২৮

শ্রীগুরু, মন্ত্র এবং ইষ্টদেবতা—এ তিন সমুদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে শুশ্রূষা (সিসেবিষা) মুখ্যতঃ যে জপকর্মের মূলে থাকে, সে জপই প্রথম কল্প, এবং আদৌ সমাশ্রয়ণীয়। ঐ তিনের প্রতিটি অধ্যাত্মাদি বিশেষণে চতুর্বিধ হয়। যেহেতু, গুর্বাদি তত্ত্ব প্রত্যেকে চতুর্ব্যূহ। যেমন, গুরুতত্ত্বে গুরুর 'আত্মা', গুরুর 'মূর্ত্তি', গুরুর 'শক্তি', এবং গুরুর 'গিরঃ', কিনা, বাক্। মন্ত্রে এবং ইষ্টেও অনুরূপ চতুর্ব্যূহ ভাবনা করিয়া 'শুশ্রূষধ্বং'—জপে ধ্যানে তাঁদের শুশ্রূষা কর। আদিতে এই প্রকার জপই আশ্রয়ণীয়।

এই শুশ্রূষাজপ সাধিয়া বিবিদিষাজপ। এতে চতুর্ব্যূহভাবে, পূর্বোক্তরূপে, অথবা অন্যথা, জিজ্ঞাসা করিতেই হয়; কেননা, এ জপে জিজ্ঞাসার মুখ্যতা। 'আমায় তত্ত্বতঃ জানিতে বুঝিতে হইবে'—এই ভাবটা জপধ্যানে মুখ্য হয়। যেমন আবার, যে কোন মন্ত্রজপে ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ, বিনিয়োগ—এই চতুর্ব্যূহ জ্ঞান আবশ্যক। শুশ্রূষাজপে সামান্যতঃ জানিলে হয়; বিবিদিষায় বিশেষভাবে, তত্ত্বতঃ, জানিতে চাহিতে হয়। আবার, বিনিয়োগ ত্রিধা—মন্ত্রে, যন্ত্রে, তন্ত্রে। যেহেতু বিবিদিষা চতুর্ব্যূহা, এবং তার মধ্যে বিনিয়োগ ত্রিধা, কাজেই, বিবিদিষাতেও দ্বাদশার-আকৃতি। শুশ্রূষাতেও যে তদ্রূপ, তা আগে দেখা হইয়াছে।

শেষকালে, বিদ্বজ্জপীতে বীজবিৎ, বীজাঙ্কুরবিৎ, বীজাঙ্কুরপ্ররোহবিৎ এবং সর্ববিৎ—এই চতুর্ব্যূহবিৎ হইতে হয়। বীজাদি পূর্বগ্রন্থে সূত্রিত হইয়াছে। মোটামুটি, সত্তাশক্তির অব্যক্ত, ব্যক্তাব্যক্ত এবং ব্যক্ত—এই তিন ভাব, এবং এ তিনের সেতু-সন্ধি যেমন জানিতে হয়, তেমনি আবার অব্যক্তেরও পর ও পরম ভাব (অমা, সমা, পূর্ণিমা প্রভৃতিও)-এরও সন্ধান করিতে হয়। তাই বিদ্বজ্জপী সর্ববিৎ। আর, বিদ্বানের জ্ঞান শাস্ত্র, গুরু, আত্মবোধ—এই তিন পর্বেই লইতে হয়। অতএব, এ স্থলেও 'দ্বাদশার'।

**৭॥ প্রত্যেকং ষড়ঙ্গং ষড়্লিঙ্গম্॥**

(শুশ্রূষাদি ত্রিবিধ জপের) প্রত্যেকটি ষড়ঙ্গ এবং ষড়্লিঙ্গ॥

যদ্যপি দ্বাদশারাঃ স্যুঃ শুশ্রূষাদিজপাস্ত্রয়ঃ।
প্রত্যেকং ভজতেঽঙ্গানি ষট্‌সংখ্যকানি সাধনে॥ ২৯

যদিও শুশ্রূষাদি তিন প্রকারের জপ প্রত্যেকে, পূর্ব-প্রদর্শিতভাবে, দ্বাদশার, তথাপি লক্ষ্য করিবে যে—প্রত্যেকটি আবার সাধনে ষট্‌সংখ্যক 'অঙ্গ' ভজন করে।

শিক্ষাকল্পাদিবত্তেষামঙ্গান্যন্যানি সন্তি বৈ।
ক্রিয়াঙ্গাণ্চ ফলাঙ্গাণ্চ কারকাঙ্গাণ্চ লাঘবাৎ॥ ৩০

বেদপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গ এস্থলেও যথাযোগ্যভাবে ভাবনা করিতে হইবে। যেহেতু, জপাদি সাধনেও এ দুয়ের প্রত্যেকটির যথানুবন্ধ অঙ্গাত্ব রহিয়াছে। তথাপি, অন্য অন্য প্রকারে ষড়ঙ্গ ভাবনারও উপযোগ আছে। লাঘবে—ক্রিয়াঙ্গ, কারকাঙ্গ, ফলাঙ্গ, এই তিন।

প্রাণায়ামশ্চ ন্যাসশ্চ জপো ধ্যানণ্চ পূজনম্।
হবনমিতি কর্মাঙ্গমন্যথা গৃহ্যতেঽপি তৎ॥ ৩১

যম-নিয়ম, আসন-মুদ্রা, ন্যাস-প্রাণায়াম—এই ছয়; অথবা, ন্যাস-প্রাণায়াম, জপ-ধ্যান, পূজা-হোম; অথবা, আচমন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, জপ, কবচ, প্রণাম; —এইরূপে বিবিধভাবে ষড়ঙ্গ ভাবিত হইতে পারে। এগুলি কর্মাঙ্গ।

কারকাঙ্গ এবং ফলাঙ্গ—

কঃ কিং কেনাদিভেদৈশ্চ কারকাঙ্গানি সন্তি ষট্।
সম্পত্তয়শ্চ ফলাঙ্গানি ষড়্যোগাশ্চ ভবন্তি ষট্॥ ৩২

'কে, কেন' ইত্যাদি ভেদে কারকাঙ্গ হয়। (১) কে জপ করিবে? (২) কি এবং কার জপ? (৩) কিসের দ্বারা? (৪) কোথা বা কি হইতে (বৈখরী, মধ্যমাদি)? (৫) কেন, কিসের জন্য? (৬) কোন্ আধারে বা অধিকারে? (৪)-এর প্রসঙ্গে জপের প্রভব বা উদয় স্থান, নিধান স্থান এবং প্রলয় বা বিলয় স্থানগুলি সবিশেষ ভাবনীয়। ফলাঙ্গ বিষয়ে—প্রসিদ্ধ শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি, এবং প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান ও উর্জ্জস্বান্, মধুমান্, জ্যোতিষ্মান্—এই তিন সমাধি,—'ষড়্যোগ' পরিগণিত হইতে পারে।

জপের ব্যাপ্তি কোন্ অবধি?

জপস্যাসনমারভ্য হ্যাসমাধি জপী জপেৎ।
যুঞ্জানস্য হি জাপেন সমাধাবেব যুক্ততা॥৩৩

আসন থেকে (আ+আসনং) আরম্ভ করিয়া আসমাধি (সমাধি পর্যন্ত) জপী জপ করিবেন। কেননা, জপদ্বারা যিনি যুঞ্জান, সমাধিতেই হন তিনি যুক্ত।

চতুর্ব্যূহতয়া সাধ্যং প্রত্যেকমাসনাদিকম্।
সমাধেরপি চত্বারো ব্যূহাঃ সন্তীতি ভাবয়॥
উর্জ্জস্বান্ মধুমাংশ্চৈব জ্যোতিষ্মাংস্তদনন্তরম্।
অলোকশ্চেতি চত্বারঃ সমাধয়ো জপাৎ ক্রমাৎ॥৩৪-৩৫

আসনাদির প্রতিটি চতুর্ব্যূহভাবে ভাবনা করতঃ সাধন করিবে। যথা, আসনে—কায়িক ধারণা, প্রাণ-ধারণা, দৃষ্টি-ধারণা এবং চিত্তধারণা। মুদ্রাদিতেও অনুরূপ সাধন করিবে। কায়িকমুদ্রা ছাড়া প্রাণ-মুদ্রা, বাঙ্মুদ্রা এবং মনোমুদ্রাও সাধন করিবে। সত্তাশক্তিমাত্রের যেটি 'হৃৎ', সেটি রস বা আনন্দ (মুৎ); যে সুকৌশল সেটিকে (মুৎ-কে) অভীষ্টোপযোগিনী করিয়া রক্ষা করে (রাতি), সেটি 'মুদ্রা'। সুতরাং মুদ্রা কেবল কায়বিষয়িণী নয়। সাধনে যোনিমুদ্রা প্রভৃতির যে উপদেশ আছে, সে উপদেশ ঐ চতুর্ব্যূহেই গ্রহণ করিতে হইবে। বাহ্যতঃ দশটি অঙ্গুলির

বিন্যাসবিশেষে যোনিমুদ্রা, তেমনি দশটি প্রাণের বিন্যাসবিশেষেও অদ্রূপ।—A requisite disposition of the 'ten vital moments' so as to make it a 'prone' matrix of creativity. প্রাণ এই যোনিমুদ্রাতেই 'জগদ্‌যোনি'। বাকে, বিশেষতঃ ব্যাহরণে, উদয়ে-বিলয়ে অর্দ্ধমাত্রা-সমাশ্রয়ে যোনিমুদ্রা। ওঁকার, প্রজাপতির মতন, এই যোনিমুদ্রাতেই বিশ্বসৃষ্টি করেন, এবং বিলোমে তাতেই লয় করেন। মানসে 'কামকলা' ও 'কামাখ্যা'। 'তপসা মেধয়া' মানসযোনিতে সৃষ্টিপাটব।

তারপর, যুঞ্জান জপযোগী ঊর্জ্জস্বান্, মধুমান্, জ্যোতিষ্মান্—এই তিন সমাধি অধিগত হইলে, তদন্তে যে 'অলোক' নির্বিকল্পক সমাধি, তাতে যুক্ততম হইবেন। প্রথমটিতে যুক্ত, দ্বিতীয়-তৃতীয়ে যুক্ততর, এবং এই ত্রিতয়ে এবং তদতীত তুরীয়ে, যুক্ততম।

তারপর কল্প—

আদৌ শৌবস্তিকঃ কল্পস্ততশ্চাভ্যাসিকো মতঃ।
আনুশাসনিকঃ পশ্চাদ্ ধৃতিমার্গেণ কল্প্যতে॥
আনুশ্রবিককল্পাচ্চ মতিমার্গঃ প্রবর্ত্ততে।
তেনাধিকারিকো ভূত্বাহনপায়িকো ভবেজ্জপঃ॥৩৬-৩৭

জপে ষট্‌কল্প কথিত হইতেছে। এই ষট্‌কল্পের সঙ্গে সূত্রোক্ত ষড়্‌লিঙ্গের অন্বয় করিয়া লইবে। শ্রদ্ধারূপ মূলকে ধরিয়া কল্পভাবনা করাই সমীচীন।

প্রথমে শৌবস্তিককল্প। এটি শ্রদ্ধার সূচনা বা বীজ। 'আজও হয় নাই, কালি হইবে'—এইভাবে শ্রদ্ধার উপক্রম। এ কল্পটির ত্রিধা উন্মেষ সচরাচর হইয়া থাকে। প্রথমটি 'আনুমানিক'। 'অপরে করিয়া ফল পাইয়াছে; আমিও পাইব, যদি ঠিক ভাবে কর্মটি করা হয়'—conditional working belief. দ্বিতীয়টি আভ্যাসিক—'practising'; তৃতীয়, আনুশাসনিক বা নৈষ্ঠিক—strictly conforming. এইগুলি জড়াইয়া ধৃতিমার্গ—the way of sustained practice.

অতঃপর, মতিমার্গ। আনুশ্রবিকে এটি প্রবর্তিত হয়। আনুশ্রবিক কল্প অগ্রসর হইয়া প্রথমে আধিকারিক, এবং আনপায়িকে পর্যবসিত হয়। এ সকলের সবিশেষ প্রসঙ্গ পরসূত্রে সবিস্তার হইতেছে—

**৮।। অতশ্চাষ্টোত্তরশতসংখ্যা।।**

অতএব, অষ্টোত্তরশত সংখ্যা।।

শ্রদ্ধায়াঃ প্রথমঃ কল্পো নাস্ত্যতীতি বিকল্পবান্।
ভবিষ্যতীতি ধৃত্যা যঃ সাধনেন পরীক্ষতে।।
অভ্যাসযোগযুক্তঃ স তৃতীয়ে নৈষ্ঠিকো ভবেৎ।
অনুশাসননিষ্ঠত্বাত্ততো মাঙ্গলিকঃ খলু।।
এতাবদ্ ধৃতিসম্বন্ধ-কৃতিমুখ্যত্বমিষ্যতে।
ব্যস্তকুণ্ডলিনীশক্তি-জাগৃতি র্যেন কল্প্যতে।।
কৃচ্ছ্রোদয়স্বরূপেয়মভ্যুদয়স্য সাধিকা।
মহাকুণ্ডলিনীশক্ত্যনুগ্রহাদ্ যস্য সম্ভবঃ।।
দ্বয়োশ্চ সামরস্যেন মতিমার্গঃ প্রবর্ত্ততে।
দৃষ্টানুশ্রবিকস্তত্র পরিদৃষ্টশ্চ ভিদ্যতে।।
কৃচ্ছ্রোদয়ো হি মূলাদ্ যঃ সহস্রারাদ্ রসোজ্জ্বলঃ।
সঞ্চারশ্চ তয়োঃ সন্ধি-সামরস্যং হৃদা ভবেৎ।।
মত্যা রত্যা চ কৃচ্ছ্রস্য কার্পণ্যপরিবর্জ্জনাৎ।
দ্বাদশদলপূর্ণত্বং হৃদ্দেশে প্রতিপদ্যতে।
হৃল্লেখায়াস্ততঃ স্ফূর্ত্তি র্যয়া স্পর্শমণির্জপঃ।।
জপস্পর্শমণিস্পর্শাদ্ হিরণ্যং জায়তেঽখিলম্।
কারণং স্থূল-সূক্ষ্মঞ্চ হিরণ্যরেতসা কবেঃ।।
তত্রাদীপিতহৃল্লেখে দ্বাদশারে হিরন্ময়ে।
গুরোর্মন্ত্রস্য দেবস্য চতুর্ব্যূহাঃ স্ফুরন্তি বৈ।।
দৃষ্টানুশ্রবিকোঽন্বীক্ষা সমীক্ষা চ পরীক্ষণম্।
বোধিস্তথা চ সম্বোধিঃ পরা সম্বিৎ পরো রসঃ।
জপধ্যানসমাধৌ স্যুঃ পরিদৃষ্টো মহোদয়ঃ।।
রহস্যস্য ষড়ঙ্গানি পরঞ্চাবরমেব চ।
পরাবরঞ্চ ষট্‌সংখ্যা প্রত্যেকং দ্বিমুখং যতঃ।।

পরস্য চিচ্চিতির্দ্বৈধমবরস্য পরাগবাক্।
উদক্প্রত্যগিতি দ্বৈধং পরাবরস্য বুধ্যতাম্॥
অবরবৃত্তিরোধায় প্রাপ্নুত সুধিয়ো বরান্।
প্রাপ্তৌ মূলগ্রন্থিভেদঃ কৃচ্ছ্রোদয়স্য সাধনম্॥
নাভৌ যো মধ্যমগ্রন্থিস্তং ভিত্ত্বাহভ্যুদয়ক্রমঃ।
পরাবরানুবৃত্তত্বাৎ প্রত্যঙ্মুখ উদঙ্মুখঃ॥
পরাবরান্বয়ে যাবৎ হৃল্লেখা ন হি দৃশ্যতে।
ন তাবদ্ ভিদ্যতে গ্রন্থি র্হৃদয়স্যাপি কস্যচিৎ॥
সুখং শুভঞ্চ শুদ্ধঞ্চাভ্যুদেতি হি মহোদয়ম্।
স্বস্থো নিঃসংশয়ঃ পান্থঃ ক্ষীণকর্ম্মা কবির্যতিঃ॥
তত আজ্ঞাপিত ঊর্দ্ধং গ্রন্থিং ভিত্ত্বা মহোদয়ী।
পরাং চিতং চিতিং পূর্ণাং পরিপশ্যতি নির্ম্মলাম্॥৩৮-৫৪

পূর্বে শুশ্রূষাজপ, বিবিদিষাজপ এবং বিদ্বৎজপ এর প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। এ তিনেরই মূলে শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রথম হইতে পূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া সাধনা আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় না। এই নিমিত্ত এ স্থলে শ্রদ্ধার পর পর ছয়টি ভূমি অথবা কল্প প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম কল্পের নাম শৌবস্তিক। এই প্রথম কল্পে 'আছে অথবা নাই' এই বিকল্পটি বর্তমান থাকে বটে, তথাপি সাধনের দ্বারা ফল লাভ হইতে পারে 'ভবিষ্যতীতি'—এই বিশ্বাস ও ধৃতি আশ্রয় করতঃ সাধক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। আপন অভিজ্ঞতার বাহিরে যে কোনও পরীক্ষায় আমরা প্রবৃত্ত হইতে যাই না কেন, তাহাতে এবংপ্রকার একটা কার্যকরী ধৃতি (working belief and determination) অবশ্যই থাকা চাই। এই প্রথম কল্পটিকে আনুমানিকও বলা যায় এই হিসাবে যে অপরে যখন পরীক্ষা করিয়া সফল হইয়াছেন তখন আমিও ঠিক সেই ভাবেই 'পরীক্ষাটি' করিয়া সফল হইতে পারিব, সুতরাং আমিও গুরু, শাস্ত্র এবং মহাজন এঁদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলিতে পারি। এই প্রথম কল্পটিকে আবার আতিদেশিকও বলা যায়, কেননা, প্রত্যেকেরই বিশ্বাসের এক একটা দেশ বা স্থান কার্যতঃ ব্যবস্থিত আছে, এ স্থলে বিশ্বাসকে সে দেশ অতিক্রম করিয়া অন্যত্র লওয়ার যত্ন হইতেছে—গুরু, শাস্ত্র এবং

মহাজন বাক্যে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসের আপন 'ব্যবহার্য্য' দেশটি ছাড়াইয়া অন্য দেশেও তার ব্যাপ্তি ঘটে বলিয়া, আতিদেশিক—এই সংজ্ঞা দেওয়া যায়। ইহার পরের কল্প হইল আভ্যাসিক। এই ক্ষেত্রে ধৃতি সহকারে অভ্যাস যোগ আশ্রয় করিতে হয়। অভ্যাসের ফলে সাধন সংস্কার যে পরিমাণে দৃঢ় হইতে থাকে সেই পরিমাণে সাধনের মূলে যে শ্রদ্ধা, সেটিও দৃঢ় হইতে থাকে। তার পর তৃতীয় কল্প হইল আনুশাসনিক। অভ্যাস যোগদ্বারা এই ভূমিতে উপনীত হইলে তখন আর যেটি অনুশাসন বা শিষ্টবিধি তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রংশ বা বিচ্যুতি ঘটিতে চায় না। অনুশাসিতার যেটি সহজ স্পন্দন তার সঙ্গে সাধকের ধৃতিসাধ্য স্পন্দনটি প্রায় সমতা লাভ করে। যেমন গুণীর কণ্ঠে 'স' 'ঋ' এবং সাধকের কণ্ঠে 'স' 'ঋ'। শ্রদ্ধা এই ভূমিতে উপনীত হইলে হয় নৈষ্ঠিকী। প্রথম এই তিনটি কল্প হইল ধৃতি মার্গের সাধন। এ সাধনে ধৃতি-বর্ম সংরক্ষিত যে কৃতি তার মুখ্যত্ব।

উত্তর তিনটি কল্প হইল মতি মার্গের সাধন। এ তিনের প্রথমটি হইল আনুশ্রবিক। এই ভূমিতে আসিয়া কেবল মাত্র শাসন নহে, পরন্তু অনুশ্রবণের সহায়তা লাভ করে সাধক। এখন আর কেবল মাত্র বাহিরের আদেশ নয় পরন্তু আপন অন্তরের বাণী সাধক শুনিতে পায়, এবং আপনার ভিতরেই একজন অনুমন্তাকে সে আবিষ্কার করে। এই ভূমিতে পৌঁছিলে জপাদি সাধন প্রকৃত প্রস্তাবে আভ্যুদয়িক এবং মাঙ্গলিক হইয়া থাকে। প্রথম তিনটি স্তরে যে উন্নতি বা উদয় হইতেছিল সেটিকে বলা যায় কৃচ্ছ্রোদয়, কেননা, সেখানে ধৃতি অবলম্বন পূর্বক অনুশাসন বিধির বাধ্য হইয়া কৃচ্ছ্রসাধনের অপেক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু যেই চতুর্থ ভূমিতে আসিলাম, সেই সাধনের যেটি কৃচ্ছ্রতা এবং বাধ্যতা সেটি যেন তিরোহিত হইয়া গেল, সাধকের স্বারাজ্যে অধিকারটি খুলিয়া গেল। এখন আপন মতি এবং অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণাই সাধককে সাধনে প্রবৃত্ত রাখিল। ভিতরের আলোক এবং ভিতরের রসে সাধকের বর্ত্ম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং সাধনটীও নিরন্তর রসসিঞ্চনে অভিষিঞ্চিত হইয়া উঠিল। এর পরের ভূমি হইল আধিকারিক। এই ভূমিতে আসিয়া সাধন তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইল। আপ্তের পদবী লাভ হইল। এর পর ষষ্ঠভূমি হইতেছে আনপায়িক। শ্রদ্ধার এই চরম ভূমিতে উপনীত হইলে আর অপায়ের ভয় থাকে না। সাধকের মূলাধারে যে ব্যস্ত কুণ্ডলিনী শক্তি রহিয়াছেন তাঁর জাগৃতি সাধন করিতে হয় পূর্ব কল্পত্রয়ের দ্বারা, অর্থাৎ ধৃতিমার্গ

আশ্রয় করিয়া। এবংবিধ সাধনের ফলে যে উদয় হইয়া থাকে সেটির নাম দেওয়া হইয়াছে কৃচ্ছ্রোদয়। ইহাতে আবেগের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ও ছন্দঃ আসিলে মহাকুণ্ডলিনীশক্তির অনুগ্রহসম্পাত ঘটিয়া থাকে। তখন সহস্রার অথবা তদূর্দ্ধ কোন ধাম হইতে একটা রসোজ্জ্বল ধারা নিম্নে অবতরণ করে এবং সাধকের আপন ধৃতি এবং কৃতিসাধ্য যে কৃচ্ছ্রোদয় ধারা তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হয়। এই উভয় ধারার সম্মিলনে যখন সামরস্য সংঘটিত হয়, তখন সাধকের যে উদয়টি আরম্ভ হয় তাহার নাম অভ্যুদয়। অভ্যুদয় হইতে থাকিলে কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব কৃচ্ছ্রসাধনের যেটি কার্পণ্য ছিল সেটি বিদূরিত হইয়া যায়। এই উভয় ধারার সম্মিলন স্থল হইল হৃদয়। সম্মিলনটি ঘটিলে হৃদ্দেশে যে 'হৃল্লেখা' রহিয়াছেন তাঁহার স্ফূর্তি হইয়া থাকে। তাঁর স্ফূর্তি হইলে নিমীলিত হৃদয়পদ্ম জ্যোতিঃ এবং রসে ভরপূর হইয়া তাহার দ্বাদশটি দল মেলিয়া দেয়। মেলিয়া দিলে হয় অনাহত স্থান। মেলিয়া দিলে তবে না সে আধারে শ্রীগুরু, মন্ত্র, অথবা ইষ্টদেবতার পূর্ণাঙ্গ শুশ্রূষা যোগটি সম্ভাবিত হইতে পারে! হৃল্লেখা না ফুটিলে কে আমায় চিনাইয়া দিবে এই আমার শ্রীগুরুর আত্মা ("ব্রহ্মানন্দং-পরমসুখদং"), এই আমার শ্রীগুরুর মূর্তি, এই আমার শ্রীগুরুর শক্তি এবং এই আমার শ্রীগুরুর বাণী? সুতরাং এই ভূমিতে না আসিলে শ্রীগুরু প্রভৃতি তত্ত্বের যেটি চতুর্ব্যূহরূপ সেটির পূর্ণ শুশ্রূষা করা সম্ভব হয় না।

জপসূত্রে দেখান হইয়াছে যে 'হৃৎ' বা 'হৃদ্দেশ' বা 'হৃদয়' এগুলি পারিভাষিক রহস্য শব্দ। স্থূল ভাবে বক্ষঃস্থল বুঝিলে চলিবে না। বিশ্বজনীন রহস্য—Cosmic Principle. 'হৃদ্দেশ' বলিলে অন্তস্তল (Core of the thing) বুঝিতে হইবে, যথা—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"। দেশাবচ্ছিন্নতা (Physical Space মাত্র নয়) থাকিলে 'হৃদ্দেশ', কালাবচ্ছিন্নতায় 'হৃদয়' এবং কারণাবচ্ছিন্নতায় 'হৃৎ'। সুতরাং 'হৃল্লেখা'—the innermost causal picture or pattern. মন্ত্রশাস্ত্রে হৃল্লেখা=হ্রীঁ=মায়াবীজ।

মতি এবং রতিযোগে কৃচ্ছ্রোদয়ের কার্পণ্য দূরিত হইলে যে নবোদয়টি সূচিত হয়, তাতে হৃল্লেখার স্ফূর্তি হয় বলিয়া জপ তখন হয় স্পর্শমণি। তখন সাধকের অন্তরে যে ক্রান্তদর্শী কবি রহিয়াছেন তাঁর নির্ঝরের হয় 'স্বপ্নভঙ্গ'। তাহা হইতে 'হিরণ্য জ্যোতিঃ' চারিধারে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, এবং স্থূল—সূক্ষ্ম—কারণ

অখিলের সত্তাই 'হিরণ্য' হইয়া যায়। 'হিরণ্য' বলিতে কলঙ্কাদি মালিন্য বিদ্ধ হয় না—এমন যে রমণীয় উজ্জ্বল তৈজস সত্তা তাই বুঝিতে হইবে। যার হৃল্লেখা (পদ্মকর্ণিকা বা মণিকর্ণিকা) আদীপিত, সেই হিরণ্ময় দ্বাদশার মণ্ডলেই গুরু, মন্ত্র এবং দেবতার চতুর্ব্যূহরূপ স্ফূর্ত হইবে। আনুশ্রবিক দৃষ্ট এবং পরিদৃষ্ট ভাবে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমটিতে 'দর্শন' মুখ্যতঃ আন্তর অন্বীক্ষা সহকারে। কিন্তু পরিদৃষ্টে দর্শনের রূপ হয়—বোধি, সম্বোধি এবং পরা সম্বিৎ—এবং পরম যে রস বস্তু তাতেই এ তিনের পর্যবসান। এই পরিদৃষ্টে আসিয়া যে উদয়টি হয় তাকে বলে মহোদয়। দৃষ্ট হইতে পরিদৃষ্টে উদয়েই প্রথমে আধিকারিক এবং অন্তিমে আনপায়িক ভূমি লাভ হইয়া থাকে।

চক্রের দিক দিয়া মূলাধার থেকে মণিপুর পর্যন্ত কৃচ্ছোদয় স্থান। মণিপুরে জপশক্তির রূপান্তরের (transformation এর) ফলে হৃদয়ে আসিয়া জপ হয় স্পর্শমণি—যে স্পর্শমণি স্পর্শে সব কিছু হয়ে যায় সোনা। হৃদয় হইতে আজ্ঞা পর্যন্ত অভ্যুদয়। এর অবান্তর ভেদ হইল শুভোদয় ও শুদ্ধোদয়। আজ্ঞার 'আজ্ঞা' পাইয়া তদুত্তীর্ণ হইলে হয় মহোদয়। এর পরিণতি—পূর্ণোদয়, পরমোদয়।

৩টী উদয় এবং ৬টি কল্প লইয়া ৯ সংখ্যা। পূর্বে যে ১২ সংখ্যার কথা হইয়াছে সেই ১২ × ৯=১০৮।

এই একভাবেও অষ্টোত্তরশত সংখ্যা মিলিতেছে।

**৯।। স্বচ্ছন্দস্পন্দসমুচ্চয়েন সমৃদ্ধিঃ।।**

(বাক্, মনঃ, প্রাণের) স্বচ্ছন্দস্পন্দের সমুচ্চয়ে সমৃদ্ধি॥

ইতরচ্ছন্দসা ছন্দো যন্ন বৈরূপ্যমৃচ্ছতি।
স্বচ্ছন্দস্তদ্ বিজানীত সন্নদ্ধস্বাত্মস্পন্দকম্॥
কারণে স্থূলসূক্ষ্মে চ প্রাকৃতে ব্যাপ্যবৃত্তিতা।
স্পন্দনত্বং তু স্পন্দত্বং তদূর্দ্ধমপি বৃত্তিমৎ॥
প্রকৃতেঃ স্যাৎ ত্রিকোটিত্বং পরমা চ পরাঽপরা।
চতুষ্কোটিকতা চাস্যাঃ সেতুরূপনিবেশনাৎ॥

সর্ব্বকোটিষু য স্পন্দ শ্ছন্দসা ভিদ্যতে হি সঃ।
ক্বচিৎ ক্রিয়া ক্বচিৎ কামঃ ক্বচিজ্যোতিঃ ক্বচিদ্রসঃ॥
সেতাবুভয়রূপত্বং লীলাকৈবল্যমন্তিমে।
সর্ব্বকোটিবিনির্মুক্তো নিঃস্পন্দো হি নিরঞ্জনঃ॥
উচ্চৈরানুলোম্যেন ন স্বাচ্ছন্দ্যচ্যুতির্ভবেৎ।
নীচৈস্তু প্রাতিলোম্যেন কশ্মলসাবকাশতা॥
বাঙ্‌মনসোশ্চ প্রাণানাং স্পন্দস্বাচ্ছন্দ্যসঞ্চয়াৎ।
সমুচ্চয়াচ্চ সমৃদ্ধিঃ কশ্মলোন্মূলনী জপে॥ ৫৫-৬১

'সমৃদ্ধি' কিসে হয় তা বলা হইতেছে।—A continued, 'compound' progression. প্রথমে, স্বচ্ছন্দঃ কাকে বলে দেখ। অন্য ছন্দের দ্বারা যে ছন্দঃ বৈরূপ্য প্রাপ্ত হয় না, এবং যে ছন্দে স্পন্দসমূহ 'স্বাত্মসন্নদ্ধ', তাকে স্বচ্ছন্দঃ জানিবে। প্রথম লক্ষণে বিজাতীয়বেধ পরিহার হইল; দ্বিতীয়ে স্বগতসন্নদ্ধভাব উদ্দিষ্ট—uniform and homogeneous. স্পন্দের কথা হইল, সেটি আবারও বল। স্পন্দন আর স্পন্দের ভেদ করিয়া বলা হইতেছে—'প্রাকৃত' যে স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ, সে সবেই ব্যাপ্যবৃত্তি স্পন্দন—এ সকল স্থলেই স্পন্দনের ব্যাপ্তি আছে। 'প্রাকৃত' বলিতে যৎকিঞ্চিৎ প্রকৃতি থেকে জাত, প্রকৃতির বিকার—the Natural Order evolved from the Basic Root or Matrix. এর সবটাই স্পন্দনের অধিকারে। এর ঊর্দ্ধে যেটি, সেখানে স্পন্দন নেই, তথাপি স্পন্দ আছে। 'এর ঊর্দ্ধে' কি বুঝিব? তাই প্রকৃতিকে ত্রিকোটিক, চতুষ্কোটিক ভাবে দেখান' হইতেছে। আমাদের পূর্ব-পরিচিতা পরমা, পরা, অপরা এই তিন; আর, এর সঙ্গে সেতুরও নিবেশ হইলে চারি। এই কোটিচতুষ্টয়ের অপরায় এবং অপরা-পরার সেতুতেও স্পন্দন; তদূর্দ্ধে পরমা অবধি স্পন্দ। এই স্পন্দকে মূলতঃ ভাবনা করিবে—physically, physiologically, এমন কি psychologically-ও নয়। তাই, সর্বকোটিতে ছন্দোভেদে স্পন্দভেদটি বলা হইতেছে—কোন কোটিতে ক্রিয়াস্পন্দ, কোথাও বা কামস্পন্দ, কোথাও আবার জ্যোতিঃ স্পন্দ, কোথাও রসস্পন্দ। সেতুতে উভয়রূপতা। যথা, অপরা-পরার সেতুতে। এ স্থলে অপরার সাধারণ ক্রিয়া এবং কামস্পন্দন (যাতে দেশ-কাল-

সম্বেগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নতা), সেটি তদ্রূপ হইতে পরায় যে প্রত্যঙ্‌মুখীন জ্যোতীরসস্পন্দ, সেই স্পন্দরূপতায় পরিণত হইতে যায় (physical vibration tends to merge into metaphysical 'motion'; physical stress into 'thrill' of the Supermind.) অন্তিমে যে পরমা প্রকৃতি, তাতেও নিজস্ব এক অনির্বচনীয় 'স্পন্দ' আছে; সেটিকে বলে লীলাকৈবল্য।

বিশ্বে যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁতে এই লীলাকৈবল্য 'দোল', তাই না নিখিল বিশ্বের অন্তরস্থলেও এত না দোল!

সর্বকোটিবিনির্মুক্ত নিঃস্পন্দ নিরঞ্জন অধিষ্ঠান আছেই। জপসূত্রমে সে অধিষ্ঠান 'অসম্যগ্‌দর্শন' নয়, যেমন, পক্ষান্তরে, ঐ 'পরমা'-ও 'মায়িক' নয়।

উচ্চাবচ প্রকৃতি এবং তাদের স্পন্দ-স্পন্দনের প্রসঙ্গ এখানেও সংক্ষেপে হইল। এখন মনে রাখ যে—উচ্চ প্রকৃতির অনুলোমে স্পন্দবৃত্তি চলিতে থাকিলে স্বাচ্ছন্দ্যচ্যুতি ঘটে না; স্পন্দবৃত্তি প্রতিলোমে ('in antipathy relation') যাইয়া নিম্নপ্রকৃতির (অপরার) অভিমুখীনা হইলেই স্বাচ্ছন্দ্যচ্যুতি; ফলে কশ্মল হয় সাবকাশ। অতএব, সাধক!—তোমার বাক্-মনঃ-প্রাণের সকল স্পন্দকে স্বচ্ছন্দ কর; তাদের স্বাচ্ছন্দ্যকে অপচয়ে যাইতে দিও না, উপচয়-সঞ্চয়ে রাখ। এর ফলে সে স্পন্দস্বাচ্ছন্দ্যের সমুচ্চয় (summation, integration) সাধিত হইলে, তোমার জপাদিতে সাধনসমৃদ্ধি। এই সমৃদ্ধি কশ্মল-মূলোন্মূলনী।

১০।। মিত্রচ্ছন্দ-স্পন্দসমুচ্চয়েন বিবৃদ্ধিঃ।।

মিত্রচ্ছন্দে যে সকল স্পন্দ, তাদের সমুচ্চয়ে বিবৃদ্ধি।।

সমৃদ্ধিরিতি মন্যেত সঞ্চয়েন সমুচ্চয়াৎ।
বৈচিত্র্যেণ বিবিক্তা যা বিবৃদ্ধিঃ সা চ মন্যতে।।
জপাদিকর্ম্মণাং স্পন্দো বাগাদ্যাশ্রিত এব চ।
মিত্রেণ ধ্যানগানাদিস্পন্দেনোপচিকীর্ষিতঃ।।
অপাস্যোদ্‌বেগচাপল্য-কদধ্বাশ্রয়কল্মষম্।
বহুধাভ্যুদয়ং যাতি শ্রদ্ধেব কল্পবল্লরী।।

স্বাচ্ছন্দ্যেন সুধীরঃ সন্ সুবীরো মিত্রতান্বয়াৎ।
মধুচ্ছন্দঃসমুদ্রেকাজ্ জপ এব ভবেৎ সুহৃৎ॥৬২-৬৫

পূর্বসূত্রে যে সমৃদ্ধি বলা হইল, তাতে ইতর স্পন্দের 'আক্রমণ' হইতে কোন অভীষ্ট স্পন্দের সঞ্চয়-সমুচ্চয়টি 'বাঁচাইতে' হয়, এবং সেরূপে সেটির স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হয়। 'বাজে' স্পন্দের ঝামেলা কাটাইয়া অভীষ্ট স্পন্দের পুষ্টিসাধন। জপে নাদাদিসন্ধানে এটি বিশেষভাবে আবশ্যক হয়।

কিন্তু পুষ্টিবিকাশের নিমিত্ত অনুকূল, মিত্রস্পন্দেরও সবিশেষ অপেক্ষা আছে। তোমার desired system of vibrations যাতে অপরাপর 'friendly systems' দ্বারা helpfully, sympathetically 'affected' হয়, সে উপায়ও যথাশক্তি করিতে হয়। যেমন, মন্ত্রজপে ন্যাস, ধ্যানাদির উপকারিতা। জপকালে নয়, কিন্তু তার আধার ও আধান রূপে স্তবন-কীর্তনাদি। এবম্বিধ মিত্রস্পন্দের উপচিকীর্ষায় কি হয়? যে সাধনটির স্বচ্ছন্দে সমৃদ্ধি হইতেছিল, সেটির বিচিত্র, অপরূপ 'বিবৃদ্ধি' হইতে চলে। যেমন, এক কাণ্ড থেকে বিচিত্র শ্যামপল্লবপুষ্পফলাদি। মিত্রচ্ছন্দঃ সহযোগে অভীষ্ট স্পন্দ বিচিত্র বিকাশ লাভ করে, এবং সেটি সাফল্যসামর্থ্যাভিমুখেই, অন্যথা নয়। সুতরাং, মিত্রচ্ছন্দঃ 'বাছিয়াও' লয়—is selective, discriminating.

স্পন্দে 'কল্মষদোষ' নানা আকারে দেখা দেয়—উদ্‌বেগ, চাপল্য, কদধ্বাশ্রয়, এই তিনটি তন্মধ্যে মুখ্য। মিত্রচ্ছন্দে এগুলি অপাস্ত হয়। শ্রীগুরু পরমমিত্র; সুতরাং, সান্নিধ্য, শুশ্রূষা, সেবা, ধ্যানাদি দ্বারা সে পরমমিত্রের সহায়লাভ একান্ত কর্তব্য। উদ্‌বেগ=irritation; চাপল্য=unsteadiness; কদধ্বাশ্রয়=distraction, dissipation.

জপকর্মে স্পন্দ বাক্‌চিত্তাদি আশ্রয় করিয়া থাকে। এ স্পন্দকে মিত্রের সহায় পাইতে দাও। যেটি মিত্র, তার উপচিকীর্ষা স্বাভাবিক। তবে, তোমাকেও 'খুলিয়া ধরিতে' হইবে—ভাস্করকিরণে শ্যামা লতাটির মতো।

মিত্রস্পন্দের সহায় পাইলে, শ্রদ্ধা কল্পবল্লরীর মতই বহুধা অভ্যুদয় লাভ করে।

তাই, স্বাচ্ছন্দ্যে হও 'সুধীর'; মিত্রলাভে 'সুবীর'। তখন, তোমার শ্রদ্ধারূপা কল্পবল্লীতে পুষ্পোদ্‌গম ও ফলমঞ্জরীও দেখা দিবে—মধুচ্ছন্দের সমুদ্রেকে। সেরূপ হইলে, স্বচ্ছন্দে সুধীর, মিত্রচ্ছন্দে সুবীর জপটি তোমার হয় 'সুহৃৎ'।

মিত্রচ্ছন্দের সহায় ব্যতিরেকে ‘কদধ্বা’ (‘wrong or bad way’) এবং ‘কল্মষ’ (‘wrong or bad mood’), এ দুয়ের নিবৃত্তি সহজসাধ্য হয় না। কাজেই, পূর্বোক্ত স্বাচ্ছন্দ্য একটা আড়ষ্ট, ‘একরোখা’ জড়সম্বেগের দিকে গড়াইয়া যাইতে পারে। তখন ‘স্বচ্ছন্দে জপ চলিতেছে’ মানে স্বচ্ছন্দে ‘জপের জাঁতা’ ঘুরিতেছে! চাকাটি খাসা তেলাল’, মসৃণ, বাধে না! এটি স্বচ্ছন্দের বিপরিণাম। সাবধান!

**১১ ॥ মধুচ্ছন্দ-স্পন্দসমুচ্চয়েন সমুদ্রেকঃ ॥**

মধুচ্ছন্দে স্পন্দসমুচ্চয়ে সমুদ্রেক (স্বরস উদ্দীপন) ॥

স্বরসোদ্দীপনং স্পন্দাৎ সমুদ্রেক ইতি স্থিতিঃ।
কারণস্থূলসূক্ষ্মাণাং সর্ব্বেষাং মধুমেলনাৎ॥
মধুমাত্রা হি যাঃ সন্তি বাহ্যাভ্যন্তরবস্তুষু।
দীপনং ছন্দসা তাসাং তাভিস্তস্য চ দীপনম্॥
অন্যোন্যস্পন্দমাধুর্য্যসমুদ্রেকঃ সমুচ্চয়াৎ।
বেণুবীণাদিবাদ্যানামৈকতানলয়াদিব॥
রৌক্ষ্যঞ্চ দৌর্মনস্যঞ্চ বৈরস্যং ন হি বিদ্যতে।
জপঃ স্বারসিকঃ কামং কষায়ং মার্ষ্টি বৈ যদা॥ ৬৬-৬৯

মধুচ্ছন্দাঃ যে স্পন্দ, তার সমুচ্চয়ে কি হয় বলা হইতেছে—এক কথায়, সমুদ্রেক। সম্যক্‌রূপে স্বরসের (অন্তর্নিগূঢ় রসের) উদ্দীপনকে যদি বল সমুদ্রেক, তবে বল সেটি হয় মূলত কিসে? সকল কিছুই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এই পর্বে বৃত্তিমান। এখন ধর, কোন উপায়ে স্থূলপর্বে একটুখানি ‘মধু’ মিলিল। কিন্তু সূক্ষ্মপর্বে এবং কারণেও ‘মধু’ না বহিলে, স্থূলের ও-মধুরত্তি কোন কাজেরি নয়! এর দৃষ্টান্ত জীবনে ও সাধনে ভুরিভুরি। সুতরাং, ঐ তিন পর্বেই ওতপ্রোত ‘মধুমেলন’ ঘটা চাই। কারণে মধুজাগৃতি হয় না, যতক্ষণ যেটি ‘মধুর মধু, মধুমত্তম’ তার সাথে সাক্ষাৎ যোগটি না ঘটিতেছে; সূক্ষ্ম সেতুরূপে মাঝখানে। এই ‘মধ্যিখানে’ শ্রীগুরুর মাধ্যমটি মেলা চাই-ই জীবনের সর্ববিধ মধুমৃগ্য সাধনেই। যেমন ধর গানবাজনা শেখায়। সুরব্রহ্মে যে ‘রস’, সেটি সূক্ষ্মসেতুমাধ্যমেই মিলাইতে হয়। গুণীরই এ মাধ্যমে প্রৌঢ়ি।

তারপর দেখ—বাহ্যাভ্যন্তর নিখিলবস্তুজাতেই মধুমাত্রা, কোথাও ব্যক্ত, কোথাও বা অব্যক্ত, বিদ্যমান। যে ছন্দে এই ব্যক্তাব্যক্ত মধুমাত্রার দীপন হয়, সেটি মধুচ্ছন্দঃ। মধুচ্ছন্দে মধুর দীপন হইল; মধুমাত্রা দীপিত হইয়া ছন্দের দীপন-পোষণ করিল। এইরূপে সমুচ্চয়ে (by the 'composition' and summation of the enlivening and sweetening factors) অন্যোন্যস্পন্দমাধুর্যের সমুদ্রেক ঘটে। তখন, 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। দৃষ্টান্ত—বেণু-বীণাদি বহু বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানলয়ে যেরূপ। পরস্পরের ঐকতানলয় স্পন্দে পরস্পরের মাধুর্যসমুদ্রেক ঘটে। ফলে—কষায় নিবৃত্তি। রৌক্ষ্য, বৈরস্য, দৌর্মনস্য দূর হয়। By the summation of 'Sweet' rhythms, Harmony is full of 'Honey'. এভাবে (মধু দিয়ে অষুধ মাড়ায় যেমন) বাগাদির কাষায়ের মার্জনে, মধুমাত্রার উদ্দীপনে, জপ হয় যথাকাম 'স্বারসিক'—কাশীর আমলকীর মোরব্বার মত খেতে মিষ্টিই লাগে।

পূর্ব তিন সমুচ্চয় সূত্রের সমাহার পূর্বক বলা হইতেছে—

**১২॥ ত্রিধা স্বাচ্ছন্দ্যং পঞ্চধা মৈত্রং সপ্তধা মাধুর্যম্॥**

স্বাচ্ছন্দ্য তিন প্রকারে, মৈত্র পাঁচ, এবং মাধুর্য সাত প্রকারে (ভাবনা করিবে)॥

নির্ব্বিশেষং বিশেষাঢ্যং স্বচ্ছন্দো দ্বিবিধং মতম্।
দ্বিতীয়ং দ্বিবিধং তস্মাত্রিধা স্বাচ্ছন্দ্যমিষ্যতে॥
শুদ্ধং স্বগতমাত্রং যদ্ বিজাতীয়ং বিনাঽপরম্।
সজাতীয়েন যুক্তঞ্চ মুক্তং যন্ন বিশিষ্যতে॥ ৭০-৭১

স্বচ্ছন্দ নির্বিশেষ সবিশেষ রূপে দ্বিবিধ। যে স্বচ্ছন্দ শুদ্ধ-স্বগতমাত্র, যাতে সজাতীয় বিজাতীয়ের বোধ নাই, তাকে শুদ্ধ সবিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য জানিবে। কিন্তু বিজাতীয়ের বোধরহিত, অথচ, সজাতীয়ের সঙ্গে যুক্ত-সমন্বিত যে স্বাচ্ছন্দ্য, সেটি শুদ্ধ না হইলেও শুভ। সেটি শ্রেয়োলাভের অনুকূল। আর, নির্বিশেষ যে স্বাচ্ছন্দ্য, তাতে স্বগতাদিভেদত্রয়ই অপগত। এতে ব্রহ্মসুখ অবধি বিবক্ষা রহিল বটে, তবে শুদ্ধ অখণ্ড নাদ, জ্যোতিঃ প্রভৃতিতেও এই নির্বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য মিলাইয়া লইবে। সুখব্রহ্ম অধিষ্ঠানরূপে অনপেক্ষ; এগুলি আধাররূপে নিরপেক্ষ।

এইবার পঞ্চমৈত্র—

বর্ম্মমিত্রং ভবেন্মৈত্রং সন্নদ্ধং যেন বৈ জপঃ।
স্পন্দবর্ম্ম বিনির্ম্মায় বৈজাত্যেন ন বিধ্যতে॥
কদধ্বশোধনং যেন চার্জ্জবং যেন নীয়তে।
জপক্রিয়াসু তন্মৈত্রং শর্ম্মমিত্রমিতি স্থিতম্॥
সংরক্ষতি গৃহীতং যদ্ ধর্ম্মমিত্রঞ্চ কূর্ম্মবৎ।
অরুচৌ রোচয়েন্ নর্ম্ম-মিত্রং যদান্তরং সুহৃৎ।
মর্ম্মমিত্রং জপাদীনাং গম্ভীরভাবগাহকম্॥ ৭২-৭৪

মৈত্রকে বর্মমিত্র, শর্মমিত্র, ধর্মমিত্র, নর্মমিত্র এবং মর্মমিত্র—এ পঞ্চমিত্ররূপে দেখান' হইতেছে।

আদৌ জপক্রিয়া মিত্রচ্ছন্দোদ্বারা আপনার চারিধারে এক 'রক্ষাবর্ম' (a protective 'shield' or barrage of friendly vibrations) নির্মাণ করে, যাতে কোন বিজাতীয় সেটিকে বেধ না করিতে পারে। যেমন, তন্তুকীট চারিধারে তন্তুকোষ। এটি বর্মজপ। আর, মৈত্র দ্বারা পূর্বোক্ত কদধ্বশোধন হইয়া জপক্রিয়ায় আর্জব সাধিত হয়, কাজেই, ক্রিয়া ঋজু কুশলাধ্বগা হয়, তাকে শর্মমিত্র জানিবে—শর্ম্মণে কুশলায়। ক্রিয়ার দ্বিতীয় সোপান শর্মজপ।

শর্মমিত্র is a Factor that corrects abnormalities, eccentricities.

ক্রিয়ায় যেটি উপাদেয় ভাবে গৃহীত, সেটিকে কূর্মবৎ সংরক্ষণ করে ধর্মমিত্র—a Factor that conserves and consolidates the desired effects. আন্তরসুহৃৎ ভাবে যেটি, অরুচিপূর্বক যে-ক্রিয়া সেটিকেও রুচিকর করে, সেটি নর্মমিত্র— a Factor that 'eases', makes agreeable. আর, যেটি ক্রিয়াকে তার মর্মে, গম্ভীরভাবগাঢ়তায় লইয়া তাকে ধ্যানরসে নিষ্ণাত করে, সেটি মর্মমিত্র—a Factor that 'deepens'—enlightens and sweetens.

জপাদিতে মৈত্র এইরূপ পঞ্চধা ভাবনা ও সাধনা করিবে।

শেষে, মাধুর্যকেও তোমার ক্রিয়াযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে সপ্তগ্রামে মূর্চ্ছনায় সাধিতে হইবে। সে সাধনে স্বরসপ্তকরূপে কল্পিত হইবে এইগুলি—

রূপং গুণো রসো রাগো বিলাসোল্লাসসংলয়াঃ।
প্রত্যেকমেব সপ্তানাং সপ্তমাধুর্য্যভাজনম্॥
রূপাদিসংলয়ান্তং যৎ তন্ত্রীষু স্বরসপ্তকম্।
সপ্তগ্রামেষু তেনৈব মাধুর্য্যমূর্চ্ছনাততিঃ॥ ৭৫-৭৬

রূপ, গুণ, রস, রাগ (ভাব), উল্লাস, বিলাস, সংলয়—এই সাতটি তোমার 'বীণায়' সাতটি 'ঘাটে' বাঁধিয়া লইবে স্বরসপ্তকে। যেন তোমার বীণার তন্ত্রীগুলিতে (বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষৎ; ক্রিয়া, ইচ্ছা, জ্ঞান, ইত্যাদি) ঐ বাঁধা ঘাটে ঘাটে ঝঙ্কার দিলে রূপ-গুণ থেকে সংলয় অবধি সপ্তসুরই মধুচ্ছন্দে বাজিয়া ওঠে। তোমার সাধনবীণায় যে 'বাণী', সে বাণীকে রূপাদি-সংলয়ান্ত সপ্তস্বরে 'ফোটাইয়া' লইতে হইবে। ঐ সপ্তকের প্রথম তিন বাণীর বহিরাবেদন (appeals mainly to the æsthetic 'sense'); অথচ, এ তিনকে mainly sensuous appeal মনে করাও চলিবে না। শেষের তিন আন্তর আবেদন (inner, spiritual appeal) মাঝে ঐ 'রাগ' হইল সেতু। এর দ্বারা বহিরঙ্গা হয় রাগানুগা অন্তরঙ্গা। উল্লাসাদি ত্রয়কে পূর্বপরিচয়ে ভালো মতে চিনিয়া লও।

আবার দেখ যে—তোমার এই মাধুর্যমূর্চ্ছনায় এক গ্রামেই (একটি বাঁধা সপ্তকেই) বীণাতন্ত্রীর ঘাট বাঁধা নেই; সপ্তগ্রামে আছে। কাজেই, রূপাদির প্রতিটিকে তুমি সাত গ্রামে 'খেলাইয়া' মাধুর্যমূর্চ্ছনায় আততি-বিততি সাধিতে পার। যদি সপ্তব্যাহৃতি ভাব, তাতে ঠিকই হইবে। মনুকুশলা অন্যভাবনাও আদরণীয়া। যেমন ধর—অস্ফুট মধুর, স্ফুটসলজ্জমধুর, পরিস্ফুট উদার মধুর; নিগূঢ় নিবিড় মধুর; প্রসন্ন মধুর, উজ্জ্বলমধুর, পূর্ণৈকরসমধুর।

**১৩॥ ন্যাসেনাধ্যারোপো ধ্যানেনাধ্যারোহঃ॥**

**ন্যাসে অধ্যারোপ, ধ্যানে অধ্যারোহ॥**

ছাদয়ন্ত্যপরিন্যস্তৈঃ সজাতীয়ৈর্বিজাতীয়ৈঃ।
ধর্ম্মৈর্যঃ স্বগতং ধর্ম্মমধ্যারোপঃ স উচ্যতে॥

নিঃসত্ত্বং ভৌতিকং কায়াদিকং তেনৈব শ্রদ্ধয়া।
সসত্ত্বং কুরুতে ন্যাসঃ শক্তিভি র্মাতৃকাদিভিঃ॥
জ্ঞপয়ত্যান্তরন্যস্তৈঃ স্বগতৈশ্চ সজাতীয়ৈঃ।
লিঙ্গৈর্নিঃসংজ্ঞকং ধ্যানমধ্যারোহেণ কর্ম্মণা॥ ৭৭-৭৯

অধ্যারোপ আর অধ্যারোহ কথা দুটিতে কি বুঝিবে? ন্যাসে প্রথমটি, ধ্যানে দ্বিতীয়টি। আদৌ দুটিকে সামান্য লক্ষণে বুঝিয়া লও। সংক্ষেপতঃ, অধ্যারোপ overlaying and covering 'suggestion' (উপরিন্যস্ত); অধ্যারোহ inlaying and informing 'suggestion' (আন্তরন্যস্ত)। ধর, যে কোন বস্তু রজ্জু; তার স্বগতধর্ম আছে—intrinsic properties. ঐ স্বগতধর্মকে যে প্রত্যয় সজাতীয়-বিজাতীয় ধর্মের দ্বারা আচ্ছাদন করে, সুতরাং তার স্বরূপের ভান না হইয়া অন্যথা (যথা, সর্প) ভান হয়, সেটি অধ্যারোপ। এটি সর্বক্ষেত্রেই যে অনভীষ্ট তা নয়। অভীষ্ট এবং উপাদেয়ও হয় স্থলবিশেষে। যথা, জপাদিকর্মে ন্যাস। এতে কি হয়? নিঃসত্ত্ব এই যে ভৌতিক কায়াদি, এদের ঐ স্বগত ভৌতিক ধর্ম আচ্ছাদিত হয়; আর, তাতে মাতৃকাদি শক্তি দ্বারা অভৌতিকসত্ত্বাকত্ব ধর্ম আরোপিত হয়। স্থূলতনু হয় শাক্তী বা মান্ত্রী তনু।

তারপর, ধ্যানে অধ্যারোহ। এটি আন্তর বা ভাবন্যাস মনে করা যায়। ধর, আমার এই পরাক্প্রবণ মন। এ মনে ঊর্দ্ধচেতনার সংজ্ঞা নেই; এ মন নিঃসংজ্ঞক। ইহা 'ভৌতিক'। তথাপি, যেহেতু বুদ্ধিরই প্রকারভেদ, এবং বুদ্ধি স্বভাবতঃ অবভাসিকা, সত্ত্বগুণময়ী (প্রাচুর্যার্থে), কাজেই, মনের স্বগতধর্ম সত্ত্ববহুল; সংজ্ঞাই মনে স্বাভাবিক। ধ্যান কি করে? ভৌতিক যে অন্নময়কোষ, তার কবল থেকে মনকে মুক্ত করে; তার ভৌতিক যে বিজাতীয় ধর্ম, সেটি নিরসনপূর্বক তাতে স্বগত-সজাতীয় যে প্রকাশ-সুখপ্রচুর 'লিঙ্গ' বা লক্ষণ, তার স্ফুরণ ঘটায়। সুতরাং, ধ্যান ঐ স্বগত-সজাতীয় লিঙ্গের অধ্যারোহ দ্বারা 'নিঃসজ্ঞকং জ্ঞপয়তি'। এ দৃষ্টিতে অধ্যারোহ মানে স্বাধিকারে আরোহণ—Coming back to what is its *own.* সাধারণ যে বহির্ন্যাস, তাতে 'আরোপ' মুখ্যতা; ধ্যানরূপ আন্তর বা ভাবন্যাসে 'আরোহ'। ন্যাস 'suggests'। ধ্যান 'recognises'. আর জপ?

**১৪॥ অভ্যাবৃত্তিদ্বারা সমাবৃত্তিরভ্যারোহো জপেন॥**

জপে যে অভ্যারোহ, তাতে অভ্যাবৃত্তিতে সমাবৃত্তি॥

অভ্যারোহ ও সমাবৃত্তি পূর্বে বহুশঃ বিবেচিত।

কিন্তু অভ্যাবৃত্তি?

সুষমনিয়তা বৃত্তি র্দোলকাদিষু দৃশ্যতে।
স্পন্দেষু যাঽন্তরেষ্বেবং সাঽভ্যাবৃত্তিরিতি স্থিতম্॥
অন্যব্যাবৃত্তিপূর্ব্বা সা হ্যভীষ্টায় সমুচ্চিতা।
অভ্যারোহয়তি শ্রেয়ঃ পরং যদ্ জপযোগতঃ॥৮০-৮১

বাহ্য দোলকাদিতে (simple pendulum) সুষমনিয়তা (harmonic, regular) বৃত্তি (motion) দেখা যায়। আন্তর স্পন্দ সমূহে (বাকে, চিত্তে, প্রাণে) সেরূপ সুষমনিয়তা বৃত্তি হইলে, সেটি অভ্যাবৃত্তি। এরূপ হইতে গেলে আদৌ অন্য (বিজাতীয়) স্পন্দের ব্যাবৃত্তি (elimination) হওয়া চাই। সেটি হইলে, অর্থাৎ বিজাতীয়বেধবিনিবৃত্তিতে, অভ্যাবৃত্তিদ্বারা সুষমস্পন্দের (এখানে 'স্পন্দ' ব্যাপক অর্থে) সমুচ্চয় (summation) সাধিত হয়। আর, সেটি হইলে, জপযোগদ্বারা পরম যে শ্রেয়ঃ, সে পদবীতে অভ্যারোহণ সম্ভাবিত হয়।

এই অভ্যারোহ বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—

বিদূরয়ন্ বিজাতীয়ান্ সজাতীয়ান্ সমুদ্বহন্।
জপঃ স্বারাজ্যমাদত্তে স্বগতাংশ্চ প্রপূরয়ন্॥৮২

জপ 'স্বারাজ্য' আনয়ন করে। কি ভাবে? বিজাতীয়গুলিকে বিদূরিত করিয়া, সজাতীয়সমূহকে সম্যক্ (উদ্বহন্) পরিণীত সমন্বিত করিয়া, এবং স্বগত স্বভাব-স্বাচ্ছন্দ্যাদির প্রপূর্তি করিয়া। জপে স্বারাজ্য সাধন করিতে গেলে সাধনের এই তিনটি অঙ্গেই কুশল সাধিষ্ঠ হইতে হয়। শত্রুও সরিল, মিত্রও যুটিল; কিন্তু, 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—এই চরম হওয়াটির তথাপি অপেক্ষা থাকে।

যাগকর্মের মতন করিয়া বলা হইতেছে—

অধ্যাহারসমারম্ভোঽধ্যারোপন্যস্তবৃত্তিমান্।
জপযজ্ঞসমারোহোঽধ্যারোহাভীন্ধপাবকঃ॥
শুশ্রূষুর্বৈ হবিষ্টং স্যাদ্ বিবিদিষা স্রুবা মতা।
বিদুষশ্চ যদাঽপূর্ব্বং হ্যমৃতত্বায় কল্প্যতে॥ ৮৩-৮৪

যাগে সমিধাদি আহরণ অধ্যাহার; জপে সেইরূপ বাগাদির বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসমূহ অধ্যাহার করিতে হয়। এইটি জপযজ্ঞসমারম্ভ। বেদীতে সমিধাদি যথাবিধি ন্যস্ত করার মত জপযাগসমারোহেও সব কিছুই শ্রীগুরু-মন্ত্র-ইষ্টশক্তিতে ন্যস্ত করিতে হয়। বেদীতে অভীন্ধ পাবক; জপে নাদজ্যোতিঃ, ইত্যাদির উদ্দীপন। এটি অধ্যারোহ সংজ্ঞায় আসে। শুশ্রূষু জপযাজক আপন শ্রদ্ধা-শুশ্রূষাকেই হবিঃ ভাবনা করিবে; আপন বিবিদিষা হইল হবনস্রুবা। এ বিবিদিষা বিদ্বদ্ ভূমিতে আরূঢ় হইলে (যদা), জপযাগজন্য যেটি 'অপূর্ব্ব' (ফলসিদ্ধিপ্রদানসামর্থ্য), সেটি 'অমৃতত্বায় কল্প্যতে'। তখন সে ফল সুনিশ্চিত (হি) সাক্ষাৎ অমৃত। তন্ন্যনভূমিতে যে ফল লাভ হয়, সেটির সম্বন্ধে—'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ' ইত্যাদি। তথাপি, চিত্তনৈর্মল্যসাধনাদি দ্বারা অবান্তর ফলও মহাফলের উপকারক হইতে পারে। কাজেই, সমারম্ভ থেকে সমাপন অবধি কুত্রাপি মান্দ্য-বৈকল্যাদি ঘটিতে দিতে নাই।

১৫॥ **মেরুঃ সন্ধির্যক্ষরক্ষসোররিমিত্রয়োঃ**॥যক্ষ (ধনরাশি) এবং রক্ষঃ (ঋণরাশি), অরি এবং মিত্র,—এতদুভয়ের সন্ধি মেরু॥

মেরু হইল এক বিশেষ প্রকারের সন্ধি।

নৈসর্গিকেষু ভাবেষু স্থূল-সূক্ষ্মেষু দৃশ্যতে।
ধারাবাহিকতাপ্রাপ্ত-গতিরূপব্যতিক্রমঃ॥
বিবৃদ্ধাবপি হেতূনাং ফলবৃদ্ধেরনন্বয়ঃ।
সীমাং কাঞ্চিদপেক্ষ্যৈব বীচেরিবোদয়ো লয়ঃ॥ ৮৫-৮৬

স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ববিধ নৈসর্গিকভাবে একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়—ধারাবাহিকভাবে, কোন এক নির্দিষ্ট ক্রমে ও ছন্দে, একমুখে গতি হইয়া

চলিয়াছে; চলিতে চলিতে সহসা, অতর্কিতভাবে, গতির মুখ, ছন্দঃ, আকৃতি প্রভৃতি (sense, pattern, value) বদ্‌লাইয়া যায়। যেমন ধর ঐ গতিবশতঃ কোন ফল ফলিতেছে একভাবে, একমুখে। ফল জন্মাইতেছে যে সকল হেতু, তাদের বিবৃদ্ধি; তাতে তজ্জন্য ফলেরও অনুরূপ বিবৃদ্ধি হওয়াই উচিত। কিন্তু কিছুদূর, কোন সীমা অবধি, হেতু আর ফলের অনুরূপ অন্বয় দেখা গেলেও (যেমন, stimulus and sensation), সে সীমার পারে আর তদ্রূপ অন্বয় দেখা যায় না। যেন একটা বীচি-তরঙ্গের মত—উদয় বা উত্থান হইল কোন চূড়া অবধি; তারপর আর উত্থান নেই, বীচি লয়ের দিকে (সানুতে) গড়াইল। এ স্থলে ঐ চূড়া উদয়-লয়ের, দুই মুখে দুইভাবের গতির সন্ধিটি দেখাইয়া দেয়; বলে—'এখান থেকে অন্য মুখে, অন্যভাবে।'

অন্বয়ো যক্ষবৃত্তিত্বাদ্রক্ষোবৃত্তের্ব্যতিক্রমঃ।
উভয়োর্যত্র সন্ধিঃ স মেরুনাম্নাভিধীয়তে॥৮৭

পূর্বকথিত যক্ষবৃত্তিতে গতিবৃত্তি ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে। অর্থাৎ, ধনে। রক্ষোবৃত্তিতে তার ব্যতিক্রম (যেমন, যেটি বাড়িয়া চলিতেছিল, সেটি কমার দিকে গেল, ইত্যাদি)। এটি ঋণ। এই ধন-ঋণের যেস্থলে সন্ধি (যথা, তরঙ্গচূড়া), তাকে 'মেরু' নাম দেয়া হয়। মেরুতে গতি তার মুখ, ছন্দঃ, মাত্রা, আকৃতি, প্রকৃতি—এই পাঁচটিই পাল্টাইয়া লইতে পারে। জপে নাদমেরু, বিন্দুমেরু পুনশ্চ স্মরণ কর।

যক্ষমৈত্রং ন সর্ব্বত্র রক্ষোবৈরং ন বা সদা।
অভ্যারোহঃ সমাবৃত্তৌ যেন বন্ধুঃ স নাপরঃ॥৮৮

এইবার মৈত্র আর বৈর, এ দুটি ভাব যোজনা কর।

যক্ষে (ধনে) গতি হইতে থাকিলেই যে সর্বস্থলে মৈত্র (অনুকূলতা), এমন নয়; পক্ষান্তরে, রক্ষে (ঋণে) গতিও সর্ব সময়ে যে 'বৈর' (প্রতিকূলতা), এমন নয়। যেমন, ঐ বীচির বেলায়। উত্থানটি হইয়াই চলিল, এটা বাঞ্ছনীয় নয়; আবার,

পতনের নিপাতন ঘটিল না, এটাও নয়। জাগৃতির পর সুযুপ্তি; শ্রমের পর বিশ্রাম; ইত্যাদি স্থলেও মৈত্র-বৈরকে বুঝিয়া লইও। প্রয়োজন—ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি, অথবা অভ্যারোহ। এই অভ্যারোহ যদ্দ্বারা সাধিত হয়, সেই বন্ধু, অন্য কেহ নয়। অভ্যারোহের অনুকূল, উপকারক যে যক্ষবৃত্তি, সে বন্ধু; আবার, উহারই উপকারক যে রক্ষোবৃত্তি, সেটিও অরি না হইয়া মিত্র। যেমন, কেদারবদ্রী পথে চড়াই-উতরাই। আবশ্যক দুয়ের সন্ধি। চড়াই শেষে বলবে—'আর না, এবার নামতে হবে'। উতরাই বলবে—'আর না, এবার উঠতে হবে।' তাই—

ধারাবাহিকবৃত্তীনাং মেরুগ্রন্থ্যাদিসংশ্রয়াৎ।
স্বচ্ছন্দগতি যদ্ বৃত্তমামেরু ন তথাঽন্যথা।
প্রাণানামিতি বৈ ছন্দশ্ছন্দোগো যশ্চ মেরুবিৎ॥ ৮৯

ধারাবাহিকবৃত্তির (যেমন জপের) নির্দিষ্ট মেরুগ্রন্থি প্রভৃতি সমাশ্রয়ে যে ('round'), সেটি যদি মেরু অবধি স্বচ্ছন্দগতি হয়, এবং সে 'তথা' যদি 'অন্যথা' না হয়, তা হইলেই প্রাণের ছন্দঃ ঠিক থাকিল জানিবে। সুতরাং, যে ব্যক্তি মেরুবিৎ, সেই ছন্দোগ। 'আমেরু' বলিতে মেরুর অবধি ব্যাপিয়া এবং মেরুকে সীমা করিয়া—এই দুইভাবেই বুঝিতে হইবে। গ্রন্থি মেরুতে, সেতুতে, সন্ধিতে,—তিন স্থলেই। গ্রন্থিতে 'শক্তিসূত্র'গুলো জড়ো করিয়া গাঁথিয়া লওয়া হয়, তাদের 'মুখ' ইত্যাদি বদ্‌লাইবার জন্য।

**১৬॥ নাতো মেরোর্লঙ্ঘনম্॥**

অতএব, (প্রাণের ছন্দোগত্ব ঠিক রাখিতে গেলে) মেরুর লঙ্ঘন করিতে নাই।

আমেরু সুষমং বৃত্তং কল্পয়স্ব হ্যতন্দ্রিতঃ।
অক্ষমালাদিষু প্রাজ্ঞো যতবাক্‌প্রাণমানসঃ॥
বৃত্তকল্পে ত্রয়ো ভাবা লঘুশ্চ চরমো গুরুঃ।
তং বিদ্ধি চরমং কল্পং পূর্ব্বপারীণতা যতঃ॥

তরতমতয়া ব্যাপ্তমামেরু গুরুলাঘবম্।
ছিদ্রপাশগ্রন্থিকূট-সমাকীর্ণং সুদুস্তরম্॥
মৈত্রং যত্তন্ন বৈরং স্যাচ্চান্বয়ো ন ব্যতিক্রমঃ।
এবং প্রাণহিতস্তীর্য্যাচ্চরমেণ মরং ধ্রুবম্॥
অস্রাক্ষীদাদিমো মেরুঃ সন্ধৌ রক্ষতি মধ্যমঃ।
অন্তিমো নেষ্যতি নাশং নাতো মধ্যস্য লঙ্ঘনম্॥
দেশকালবস্তুছন্দোমেরুমধ্যবিপশ্চিতঃ।
হিত্বা তরতমাতানং চরমেণ তরন্তি বৈ॥ ৯০-৯৫

তোমার সকল ছন্দোগা বৃত্তিতে অতন্দ্রিত হইয়া এটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাতে 'বৃত্ত'টি ('amplitude') 'আমেরুসুষম' হয় (is harmonic with respect to the মেরু)। ঠিকভাবে লক্ষ্য রাখিতে 'প্রাজ্ঞ' হওয়া আবশ্যক (অর্থাৎ, মেরু প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান)। শুধু এটি থাকিলেই হইবে না; যতবাক্‌প্রাণমানস হওয়া আবশ্যক। কেননা, বৃত্তিটি কেবল 'জানা' নয়, 'করা', এবং বাগাদিই 'কারক'। অক্ষমালায় জপেও এটি উদাহৃত। মন্ত্রেও বটে—যথা, বগলামন্ত্র, কর্পূরাদি, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি মন্ত্র। এ সবে আমেরু সুষমবৃত্ত লক্ষ্য করিয়া জপ করিবে। একাক্ষর মন্ত্রেও সেটি প্রণিধেয়।

তার পর, বৃত্তকল্পে (in the 'modulus' or design and graph of the amplitude of harmonic motion) লঘু, গুরু, চরম—এই তিন 'ভাব' (modes) বিচারণা করিবে। বিচারণা পাদে, মাত্রায়, কলায়, কাষ্ঠায়—এই চতুর্ধা করিতে হয়। মোটামুটি—short, medium, 'critical'. অন্যদৃষ্টিতে—লঘু = structural; গুরু = functional; চরম = 'emergent'. ধর, গায়ত্রীজপ। ব্যাহৃতি এবং আদ্যন্ত ওঁকার বাদে তিনটি পাদে হইতেছে। এ তিনকে ছয় করিয়া লইলাম। যেমন, তৎসবিতু র্বরেণ্যম্, ইত্যাদি এতে জপের বৃত্তকল্প বদ্‌লাইল, কিন্তু সেটি লঘু। কিন্তু ধর, দুটিতে মিলিয়া চারিমাত্রাকে ভাঙ্গিয়া প্রথমটিতে এক, দ্বিতীয়ে তিন করিলাম। এটি গুরু। অগ্নিমাত্রায় জপকে সোমমাত্রায় লইলেও গুরু।

কিন্তু চরম?

চরম বৃত্তকল্প তাকে জানিবে যাতে বৃত্তের পূর্বরূপ একেবারে বদ্‌লাইয়া অন্যরূপ হইয়া যায়। যথা, সাধারণতঃ, বিলয়স্থলে নাদাদির। অথবা, যখন সাধারণ বৈখরীজপে মধ্যমা মিলিল; নাদ-জ্যোতিঃ ইত্যাদির উন্মেষ ঘটিল। এই 'চরম' ব্যতীত সেতুসংশ্রয়ে কোন কিছুরি এক ভূমিকা বা পর্ব থেকে অন্য ভূমিকাদিতে 'পুনর্ভব' ('emergence') ঘটে না। ক্রিয়াশক্তি এই চরমমানে না আসা পর্যন্ত পূর্বোক্ত ঐ লঘুগুরু ভাবে তরতমতায় বৃত্তি চলিতে থাকে—কখনও বেশী, কখনও কম; কখনও এ-ভাবে, কখনও ও-ভাবে। বিশেষ অভিনব প্রকাশ কিছু নেই। তখন মনে হয়—যে ক্রিয়া করিতেছি, সেটি যে কেবল 'ছিদ্র-পাশ-গ্রন্থিকূট-সমাকীর্ণ' এমন নয়; সুদুস্তরা। কবে যে পাড়ি মিলিবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই! চরমের প্রতীক্ষায় রহিতে হয়। চরমই হয় অপরা থেকে পরায় 'পারীণ'।

'চরম'টি যখন এই বিঘ্নসঙ্কুলা সুদুস্তরা ক্রিয়ায় 'পাড়ি জমায়', তখন 'মৈত্র' আর 'বৈরে' যায় না (যেমন লঘুগুরুস্থলে সচরাচর যায়), অন্বয়ও আর ব্যতিক্রমে ব্যাহত হয় না। 'চরম' প্রাণহিত (শান্তিপাঠে যেমন 'দেবহিত') রূপে দেখা দিয়া 'মর'-কে করে অমর যে 'ধ্রুব', তাতে উত্তীর্ণ। শুধুই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল যে সাধন, সেটি উপনীত হইল যেখানে আর ভাঙ্গনের ভয় নেই। অঙ্গার হইল হীরক। এই নিমিত্ত, 'critical moment'টি আসার আগে অযথা ব্যস্তগরজী হইও না।

মেরুরও আদিম, মধ্যম, অন্তিম—এই তিন রূপ। যেহেতু মেরু সন্ধিবিশেষ—the point of critical change (emergence, transformation)। সন্ধি মাত্রেই এ-দিক, ও-দিক, মাঝটা থাকে। এখন মেরুসন্ধিতে, আদিতে সৃষ্টি হইল (অস্রাক্ষীৎ), মধ্যে রক্ষা, অন্তে যেটি বিনাশ্য তার নাশ। অভিনবসৃষ্টিমাত্রেই এই তিন পর্ব। যেমন, ডিম্বের ভিতর পক্ষিশাবকটি ভ্রূণরূপে হইল; ডিম্বের পোষণী ও আবরণী শক্তি তাকে রক্ষা ও পোষণ করিল; পক্ষিশাবক বাহির হইলে ডিম্বটি নষ্টও হইল। বীজাদিতে পরীক্ষা করিবে। নূতন কিছুর আবির্ভাব হইতে গেলেই যখন এই ক্রম, তখন ভাবিয়া দেখ যে—মধ্যটিকে 'লঙ্ঘন' করিলে তো কিছুই হয় না। শুধুই পচা ডিম! তাই মেরুমধ্য লঙ্ঘন করিতে নাই। সেই 'মা লঙ্ঘীঃ'। যেমন, গায়ত্রীরূপে 'বরেণ্যম্' স্থলে নাদউদয়-মেরু-মধ্য; এবং নাদবিলয়স্থলে বিন্দুমেরুমধ্য। শেষের শ্লোকটি আবার—

দেশকালবস্তুছন্দো-মেরুমধ্যবিপশ্চিতঃ।
হিত্বা তরতমাতানং চরমেণ তরন্তি বৈ॥ ৯৬

দেশ কাল বস্তু ছন্দঃ—এ চতুষ্টয়ের মেরুমধ্য সম্বন্ধে যিনি বিপশ্চিৎ, তিনি লঘুগুরুর যে 'তরতমাতান'—unending gradedness and seriality; the realm of relativity and comparison—সেটি ছাড়িয়া অভিনব অভীষ্টধামে উত্তরণে পারগ। কিসের দ্বারা? পূর্বোক্ত চরমমানের সাহায্যে। চরমমান ব্যতীত এই যে অফুরন্ত গতানুগতিকতার শম্বুকগুতি, এই যে নিরন্তর লঘুগুরুর 'দোলা', এ থেকে অভিনব ঋদ্ধি-সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

জপাদি সাধন নিয়মিত নিষ্ঠাসহ চলিতে থাকিলে, 'নেপথ্যে', শক্তির প্রচ্ছন্ন ডিম্বকোষে পক্ষিশাবকটির মত, চরমমান (critical efficiency) তৈয়ারি হইতে থাকে। সহসা অতর্কিতে একদিন অনন্ত তরতমতার 'কোষ'টি ফাটিয়া যায়, এবং তা থেকে যেটি বাহির হয়, সে মুক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দবিহারী!

এই মৌলিক যুক্তিতে অক্ষমালার মেরুমধ্য লঙ্ঘন করিতে নাই। পূর্বেও এ প্রসঙ্গ সবিস্তার হইয়াছে।

১৭॥ পূরণায় পুরশ্চরণং হরণায় হোমঃ॥
পূরণের নিমিত্ত পুরশ্চরণ, হরণের নিমিত্ত হোম॥
যক্ষ = পূরণ = 'য'; রক্ষঃ = হরণ = 'র'।

অন্যোন্যাপেক্ষিণী নিত্যং পূরণহরণে যতঃ।
জপাদিকর্ম্মণাং বৃত্তি 'যরে' তিযুগ্মপক্ষকা॥ ৯৭

যেখানে পূরণ, (য) সেখানেই হরণ (র); তাই পূরণ-হরণ অন্যোন্যাপেক্ষি বলিয়া জপাদিকর্মে 'যর', এই দুটি পক্ষ থাকেই। অর্থাৎ, কর্মের দ্বারা যেমন কিঞ্চিৎ পূরণ হইতেছে, তেমনি কিঞ্চিৎ হরণও হইতেছে।

পুরশ্চরে 'য'মুখ্যত্বাদ্ যাবৎ প্রাণাদিপূরণম্।
সাপেক্ষত্ববশাত্তাবদ্ হরণঞ্চ প্রসজ্যতে॥ ৯৮

তাই জপাদির পুরশ্চরণে পূরণ বা 'য'-এর মুখ্যতাবশতঃ প্রাণবাক্‌চিত্তাদির পূরণ (enrichment) যাবৎ ঘটিতে থাকে, তাবৎ পূরণ নিয়ত হরণসাপেক্ষ বলিয়া, হরণও সঙ্গে সঙ্গে চলে। Each addition here means a corresponding subtraction there.

শুক্লসমুদয়ো যাবান্ তাবান্ কৃষ্ণস্য সম্ভবঃ।
ব্যবহিতে জহীতো ন বিষামৃতে পরস্পরম্॥ ৯৯

কোন ক্রিয়ার ফলে যতটা 'শুক্লসমুদয়' হইল, ততটাই আবার 'কৃষ্ণসম্ভব' ঘটিল। এমন কি, পরস্পর থেকে ব্যবহিত-বিযুক্ত হইয়াও, বিষ এবং অমৃত পরস্পরকে ছাড়ে না (ন জহীতঃ)। তাদের অন্যোন্যাপেক্ষা রহিয়া যায়। এটি দ্বন্দ্বস্থের অভিবিধি—the Law of Polarity. পূরণকে যদি বল *p* আর হরণকে *q*, তবে, পদার্থের পরিণামে এ দুটি পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না,—the function is always of the form *pq*. এটির বিপ্রতীপ *qp*. এখন, জপক্রিয়ায় পুরশ্চরণ (*pq*) এবং হোম (*qp*), এ দুটি function (ব্যাপারে)-এ এবম্বিধ যোগক্ষেম হওয়া আবশ্যক, যার ফলে $pq + qp$ = কোন অভীষ্ট ফলাপূর্ব।

'রযে'ন বিপ্রতীপেন চেজ্যমানঃ পুরশ্চরঃ।
স্বাহেতি হূয়মানস্য হরণস্য হরায় বৈ॥
শুক্লাশুক্লমপূর্ব্বং সৎ পুরশ্চরাদিভিঃ কৃতম্।
শুক্লস্যৈবাতিরেকঃ স্যাৎ তত্র হোমবিধানতঃ॥
পুরশ্চরজপস্পন্দৈঃ প্রাণাদীনাং হি মন্থনাৎ।
অক্ষাশ্রয়ং বরংযত্তদবরং বহিরস্যতি॥ ১০০-১০২

দ্বন্দ্বস্থতা স্থলে অভীষ্ট ফলাপূর্বটি লাভ হয় কিরূপে? ক্রিয়ায় একদিকে যতটা শুক্ল, অমৃত (বর) সঞ্জাত হইল, ততটাই যদি অশুক্ল, বিষ (অবর) সঞ্জাত হয়

(যেমন, পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনে), তবে এই দ্বন্দ্বস্থতা (polarity)-র পাশ কাটাই কি করিয়া? শুক্লের বরের 'অতিরেক' এবং 'সমুচ্চয়' না ঘটিলে তো সমান সমান বরাবরে কাটাকাটিই হইয়া চলিল। সুরাসুরের সংঘর্ষই চলিল। সমুদ্রমথনে শঙ্কর সেই 'অতিরেক'-টি সাধিয়াছেন, আপন কণ্ঠে হলাহল ধারণ করতঃ। তোমাকেও পুরশ্চরণের পর হোমের দ্বারা সেটি সাধিতে হইবে। পুরশ্চরণ 'য' মুখ্য—'যর'। এটির বিপ্রতীপ 'রয'—হরণমুখ্য। হোমে এই হরণমুখ্যতা। এখন, যে অশুক্ল, অসুর, অবর শুক্লাদির 'পাল্লা' দিয়া জাত হইল, সেটি তোমার পূরণকে হরণে লইয়া নিঃশেষ করিতে চায়। আচ্ছা, সেই হরণেরই কর হরণ—subract what subracts from addition. এটি সাধিত হইলে তোমার যোগের ক্ষেম হইল, তার বিবৃদ্ধিও (অতিরেক) সম্ভাবিত হইল। 'স্বাহা' এই মন্ত্রে হূয়মান যে হরণ, সেই হরণের হয় হরণ। পুরশ্চরণের হবন হরণের হরণনিমিত্ত।

স্পন্দবিজ্ঞানেও এটি বোঝ—

পুরশ্চরণজপস্পন্দসমুচ্চয়ে প্রাণাদির মন্থন ঘটে; সে মন্থনে বর এবং অবর দুই-ই সঞ্জাত হয় বটে; কিন্তু তথাপি বিশেষ এই যে—বর যেটি, সেটি 'অক্ষাশ্রয়' হয়, আর অবর যেটি, সেটিকে তফাৎ করিয়া বহিঃ 'নিক্ষেপ' করে। অর্থাৎ, বর পায় অক্ষদণ্ডের সহায়, অবর সেটি পায় না। ভাবিয়া দেখ কথাটা। যেমন, জপে নাদাক্ষের আশ্রয়ে তোমার ক্রিয়ার 'শুক্লবৃত্তি'। তথাপি, যে অবর, (অসুর) দূরে, বহিঃ নিক্ষিপ্ত হইল, সেটি সংঘর্ষের নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে থাকিয়া গেল। যে উদ্যতফণ সর্প নিকটে, তাকে তুমি দূরে সরাইলে মাত্র। এটিকে হরণের নিমিত্ত হবন। বাহিরেই যদি ফেলিলে তো আগুনেই ফেল। বেড্‌রুমে সাপ বাথরুমে তাড়ালে কি হবে?

অন্য দৃষ্টান্ত লও—

অবরস্রোতসাং তেষাং স্বাহেতি পাবনায় চ।
বর্য্যস্যাপি বরত্বায় চাবর্য্যবারণায় বৈ॥ ১০৩

বরস্রোতের পাশে যে অবরস্রোতঃ বহিল, সে স্রোতের পাবন হয় স্বাহেতি হবন মন্ত্রে। পাবন মানে? যেটি 'অবর্য্য' তার বারণ, এবং যেটি বর্য্য বা

বরণীয়, তার বরত্ব—both elimination and sublimation. 'বর্য্য' শব্দটিতে ধ্যান দাও—

বকারেণ বরং যত্তদ্রযাভ্যামপৃণং ধনম্।
বর্য্যমিতি ধনাধিক্যং সাপেক্ষত্বে ধনর্ণয়োঃ॥ ১০৪

ধন-ঋণ, এ দুয়ের সাপেক্ষত্ব রহিলেও, 'বর্য্য' যেটি, তাতে ধনাধিক্য। 'রয'—এ দুয়ে ঋণ আর ধন। এর আদিতে বকারে বর। বর্য—ব+র্+য।

জুহুয়াম জপানগ্নাবগ্নির্বৈ রত্নধাতমঃ।
ঋণমপি হুতং বহ্নৌ ধনং ভবতি চোত্তমম্।
যথা বা সরিতাং শুদ্ধির্গঙ্গায়াং স্বনিরঞ্জনাৎ॥ ১০৫

বেদে অগ্নি প্রসিদ্ধ 'রত্নধাতম'—যারা রত্নের আধান করে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং, জপান্তে জপজন্য শুক্লাশুক্ল 'অপূর্ব্ব' যদি হোমের অগ্নিতে আমরা হবন করি (জুহুয়াম), তা হইলে অশুক্লও শুক্ল হয়; এবং ঋণ বা হরণী শক্তি (negative reactions) -ও অগ্নিতে আহুত হইলে উত্তম যে ধন (sublimated positive assets) হইয়া যায়। যেমন আবার, অন্য সরিতের জলে পাবকতা না থাকিলেও, গঙ্গায় সে সরিতের 'নিরঞ্জন' (সর্বথা সমর্পণ) হইলে, তারও শুদ্ধি, পাবকতা।

হবন ক্রিয়াটির অধ্যাত্মভাবনায় এটি সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। তাই—

**১৮।। অসঙ্করাচ্ছঙ্করঃ ।।**

অসঙ্কর হইতেই শঙ্কর॥

কর্মমাত্রের পশ্চাতে রতি (ইচ্ছা), মতি (জ্ঞান), এবং কৃতি (যত্ন)—এই তিনটি থাকে। এ তিনের কোনটিতে 'সঙ্কর' থাকিলে হয় না।—Singleness of devotion, purpose and pursuit থাকা আবশ্যক। সেইরূপ আবার জপের শব্দ,

অর্থ, প্রত্যয়—এ তিনের প্রণিধানে বা অভিনিবেশেও সঙ্কর থাকিবে না। এদের প্রতিটি অসঙ্কীর্ণ (শুদ্ধ, unambiguous) হওয়া দরকার।

যদধ্যাত্মং বহ্নিরূপং তদেবাস্ত্যধিদৈবতম্।
জপেন জুহুয়াং যস্মৈ তস্মৈ বৈ হবিষা বৃণে॥
সমীকরণমেবং যদন্তর্বহির্জপস্য চ।
তেনৈব হরণং যাতি পূরণস্য সরূপতাম্॥ ১০৬-৭

দেখা হইয়াছে যে, জপ অধ্যাত্মযজ্ঞ। এ অধ্যাত্মযাগে যে প্রাণব্রহ্মরূপ অগ্নি, সেই অগ্নিই আমার ঐ হবন-বেদীতে অধিদৈবতাগ্নি। জপের দ্বারা যে দেবতায় আহুতি করিলাম (জুহুয়াম্), বাহ্য হোমাগ্নিতে হবিঃ, কি না, ঘৃতাহুতি দ্বারা সেই একই দেবতাকে বরণ করি (বৃণে)। এইভাবে অন্তর্বহিঃ দুই যাগের অথবা জপের, অধ্যাত্ম-অধিদৈবতের, spirit and expression-এর সমীকরণ সাধিতে হয়। হইলে কি হয়? সমীকরণ হইলে হরণরূপে যেটি ছিল, সেটি আর সেরূপ থাকে না, পূরণের স্বরূপতা পায়। কেন?

আপূর্যমাণ-সর্ব্বস্য ব্রহ্মভাবনয়া খলু।
হিত্বা হানমুপাদানং পরিপূর্ণতয়া স্থিতিঃ॥ ১০৮

পূরণের দ্বারা যেটির আপূর্য্যমাণতা ('filling up' in continuance) হইতেছে, সেটির যাবৎ স্বল্পভাবনা (যথা, হ্রদ, তড়াগাদি), তাবৎ উপাদানের সঙ্গে হান ('coming in and going out') থাকেই। কিন্তু সেটির ব্রহ্মভাবনা হইলে আর সেরূপ নয়, তখন যাহা হানোপাদানে আপূর্য্যমাণ, সেটির পরিপূর্ণতায় স্থিতি হয়। তখন আর পূরণই বা কি, হরণই বা কি?

ইহাই পরসাধ্য। এর সাধনরূপে।

শব্দাদীনাং প্রণিধানমসঙ্কীর্ণতয়োত্তমম্।
মতিরতিকৃতীনাঞ্চ ব্যবসিতত্বমুত্তমম্॥

সংশ্লিষ্টঞ্চাপি সংযুক্তমাশ্লিষ্টাব্যক্তমেব চ।
বিবিক্তমপি বিশ্লিষ্টং প্রণিধানং ত্রিধা ভবেৎ॥
শব্দার্থপ্রত্যয়াহারেঽসঙ্করাদ্ধি প্রযত্নতঃ।
শব্দাদীনাং পরোৎকর্ষাৎ স্বতোঽন্যোন্যভাবনম্॥ ১০৯-১১

শব্দার্থপ্রত্যয়—এ তিনের 'প্রণিধান' অসঙ্কীর্ণ হইলে উত্তম। সেইরূপ আবার মতি-রতি-কৃতির পূর্বকথিত রূপে ব্যবসিতত্ব (one-pointedness, নিষ্ঠা) হইলে উত্তম।

প্রণিধান তিন রকমের হইতে পারে। প্রথম, আশ্লিষ্ট অব্যক্ত, যেন মূকাস্বাদন। শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়—এই তিনই পরস্পরে আশ্লিষ্ট, এবং সে সম্বন্ধে যে প্রণিধান, সেটি অব্যক্ত (as intuitive 'unconscious' apprehension)। সচরাচর প্রণিধান অথবা অভিনিবেশ এই প্রকার অবিমর্শপূর্বক হয়। তার পর তাতে হয় বিশ্লেষ-সংশ্লেষ (analytic and synthetic appreciation)। এ স্থলে দুটি প্রকারভেদ—বিবিক্ত-বিশ্লিষ্ট আর, সংযুক্ত-সংশ্লিষ্ট। বিবেচনপূর্বক বিশ্লেষে প্রথম, এবং সংযোজনপূর্বক সংশ্লেষে দ্বিতীয়। কোন সমগ্রের এক অংশ বা কলার গ্রহণ হইল, কিন্তু সমগ্র হইতে, এবং অপরাপর অংশকলা হইতে বিবেচনপূর্বক (by a process of conscious, selective analysis) হইল না; এরূপ গ্রহণ বিবিক্ত বিশ্লেষণে আসিল না। এইরূপ, একসঙ্গে জড়াইয়া কতকগুলি জিনিষের গ্রহণ হইতেছে, কিন্তু সংযোজনপূর্বক (by a process of conscious synthesis) হইতেছে না; এরূপ গ্রহণ সংযুক্ত-সংশ্লেষণে আসিল না।

এখন, এই তিন প্রকারের প্রণিধান লইয়া বিচার করিবে—তোমার শব্দ, অর্থ, প্রত্যয় সঙ্কীর্ণ অথবা অসঙ্কীর্ণ। ধর, নাদ শ্রুতিগোচর। কিন্তু শুদ্ধভাবে কি, না, সেই ঝিল্লী-চুল্লীর সাথে জড়াইয়া? ওঁকার বা অন্য মন্ত্রশব্দ সম্বন্ধেও এটি বিবেচ্য। যেমন, ওঁকারে ঐ ত্রিবিধ প্রণিধান লাগাইয়া দেখিতে পার—তোমার শব্দ শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণ হইতেছে কি না। প্রথম অবিমর্শবৃত্তিতে, পরে সংশ্লেষ-বিশ্লেষাত্মক বিমর্শবৃত্তিতে। যেমন ধর, শুদ্ধ জল। প্রথম জলটাকে বিশ্লেষণাদি না করিয়াই দেখিলে; পরে, by analysis and synthesis. শব্দ-সম্বন্ধে যেমন, অর্থ ও প্রত্যয় সম্বন্ধেও সেরূপ।

আর, কেবল প্রণিধানে নয়, প্রযত্ন দ্বারাও যদি শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়—এ তিনকে শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণ করিয়া লও, অর্থাৎ, অসঙ্কর-শুদ্ধির সম্যক্ সাধন কর, তা হইলে, শব্দাদির পরোৎকর্ষ; এবং তার ফলে, 'অন্যোন্যভাবনম্'—একে অন্যকে 'হওয়াইবে'। তিনের বাস্তব ব্যবধা থাকিবে না।

**১৯।। শঙ্করাদনুগ্রাহ্যত্বম্।।**

শঙ্কর হইলে (জপাদিতে) অনুগ্রাহ্যত্ব॥

অনুগ্রহ শাশ্বতিক, কিন্তু সঙ্কর যাবৎ শঙ্কর না হইতেছে, তাবৎ সাধনে অনুগ্রাহ্যত্ব নেই জানিবে। চাই শঙ্করপ্রসাদ।

বিচ্ছিন্নসপ্তখ্যাতির্যো দন্ত্যেন কৃপণীকৃতঃ।
তালব্যেন ভবেত্তস্য সপ্তোর্জ্জিতমহোদয়ঃ॥
দন্তদাস্যং বিহায়ৈষা জিহ্বেব খেচরীং গতা।
বিহায় সঙ্করগ্রাহং গীর্গচ্ছেচ্ছঙ্করালয়ম্॥ ১১২-১৩

সঙ্কর শব্দে যে 'স', সেটি কি করে, তা আগে বলা হইয়াছে। এখানে পুনশ্চ বলা হইতেছে এইভাবে—শব্দাদির প্রতিটির পূর্বব্যাখ্যাত সপ্তখ্যাতি বা খ্যাপন আছে, এবং সেই সপ্তখ্যাতিতে সেটি সমগ্র, পূর্ণ। 'স'কারে দন্ত্যবৃত্তিদ্বারা ঐ পূর্ণতা বিধায়ক সপ্তখ্যাপন 'ছিন্ন' হইয়া পড়ে, সুতরাং শব্দাদির শক্তি হয় 'কৃপণ'। তালব্য শকারে সে কার্পণ্য দূর হইয়া 'সপ্তোর্জ্জিতমহোদয়' সাধিত হয়।

গীঃ বা বাক্ তখন 'দন্তদাস্য' হইতে মুক্ত হয়, যেমন জিহ্বা খেচরী মুদ্রায়। (খেচরী মুদ্রায় দন্তরস নয়, পরন্তু তালুনিঃসৃত অমৃতরস পান।) অন্যভাবে, সঙ্কররূপ 'গ্রাহ' ছাড়িয়া শঙ্করালয় গমন করে।

দতাখণ্ডিতমন্নং যদ্ ধূর্ত্তিং বিভর্ত্তি তন্ মৃতেঃ।
পীতন্তু তালুনা যত্তদমৃতত্বায় কল্প্যতে॥ ১১৪

দন্তের দ্বারা যে অন্ন খণ্ডিত হয়, সে অন্ন মৃত্যুর যে ধূর্ত্তি, তাকেই ভরণ করে; পরন্তু তালুদ্বারা যে রস পীত হয়, সেটি 'অমৃতত্বায় কল্প্যতে।'

অংশুমদ্‌ভাস্করাদের্হি পরমানুগ্রহো মহান্।
শাশ্বতঃ সর্ব্বতোব্যাপী সর্ব্বগ্রাহ্যস্তথাপি ন॥
তদ্‌গ্রাহ্যানুপযোগো যস্তমেব সঙ্করং বিদুঃ।
মৃত্যুগ্রাহস্য গ্রাহ্যত্বে তস্যোপযোগ এব চ॥ ১১৫-১৬

ভাস্করাদি কিরণের মত পরমের অনুগ্রহ মহান্ এবং শাশ্বত এবং সর্বতোব্যাপী; তথাপি সেটি সাক্ষাদ্‌ভাবে সকলের গ্রহণীয় হয় কৈ!

সেই নিত্য, সর্বব্যাপী যে পরমানুগ্রহ, সে অনুগ্রহগ্রাহ্য হবার উপযোগে বাধা হয় যার দ্বারা, সেটি সঙ্কর। অর্থাৎ, সব কিছু সঙ্করপ্রবাহে পতিত বলিয়াই অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে পরমানুগ্রহধারায় মিলিতে পারে না। সঙ্করের শুদ্ধিতে শঙ্কর না হওয়া পর্যন্ত সেটি হয় না। সঙ্করপ্রবাহে মৃত্যুরূপ গ্রাহ (কুম্ভীরাদি)। তাতে পতিত জীবের সেই মৃত্যুগ্রাহেরি গ্রাহ্য হবার উপযোগ।

২০॥ সঙ্করপ্রসাধনেন শঙ্করপ্রসাদনাচ্ছঙ্করো গুরুঃ॥

সঙ্করের শোধনাদি সংস্কারে শঙ্করের স্বচ্ছন্দ প্রবর্তন হয় বলিয়া শঙ্কর গুরু।

সদোষঃ সর্ব্ব আরম্ভ সধূমবহ্নিবৎ খলু।
চতুর্ব্যূহশ্চ দোষোঽপি কার্পণ্যাদিকলক্ষণঃ॥ ১১৭

আরম্ভে বহ্নি যেমন সধূম, তেমনি সর্ব সাধনই আরম্ভে সদোষ। আর, দোষও কার্পণ্যাদি ভেদে চতুর্ব্যূহ—কার্পণ্য (যেটি বিশেষতঃ ছন্দকে বিষয় করে), কশ্মল (বিশেষতঃ দেশ—স্থিতি), কল্মষ (বিশেষতঃ কাল—গতি), এবং কষায় (বস্তু)।

প্রাদুর্ভবতি দন্ত্যো যো দোষাণামতিশায়নাৎ।
শাতনস্তস্য তালব্যো দোষাণাং শমনঃ শিবঃ॥ ১১৮

দন্ত্য যে সঙ্কর, তার প্রাদুর্ভাব ঘটে ঐ চতুর্ব্যূহ-দোষের অতিশায়ন (laying in excess) ঘটিলে; তালব্য শঙ্কর দোষ সকলের শমন করতঃ সঙ্করের 'শাতন', সুতরাং, শিব। (শাতন=কৃশীকরণ, পাতন)।

দন্ত্যপ্রসাধনাদ্ যাবৎ তালব্যো ন প্রসীদতি।
ন তাবচ্ছঙ্করো নীয়াদধ্বনি মূলমূর্দ্ধনোঃ॥ ১১৯

দন্ত্যের প্রসাধন বা সংস্কার হইয়া যাবৎ তালব্যের শীলন এবং প্রসাদন সাধিত না হয়, তাবৎ শঙ্করগুরু তোমায় মূলমূর্দ্ধার যে অধ্ব (অর্থাৎ, সুষুম্না) তাতে লইবেন কিরূপে? অতএব, সঙ্কর-শাতন-সংস্কার হউক প্রথম লক্ষ্য। শুদ্ধিকর্মে আন্তনিয়োগ কর। শুক্ল যেটি, তাকে অশুক্লের জটলাগ্রন্থি থেকে মুক্ত কর। অশুক্ল শুক্ল থেকে তফাৎ হইলে, সেটিকেও অধ্যাত্ম-অগ্নিতে হবন করতঃ শোধন (sublimate) করিয়া লও।

অতঃপর, শঙ্কুরগুরু বর্ণরসায়নে ও ভাবরসায়নে এইভাবে মিলাও—

মূলাবৃত্তি র্গকারস্য রকারো মূর্দ্ধনি স্থিতঃ।
ওষ্ঠ্যদ্বয়েন সম্পাদ্যমূর্দ্ধাধঃ শক্তিমেলনম্॥ ১২০

গকার জিহ্বামূলে, কাজেই মূলাবৃত্তি (যথা, মূলাধারে জাগৃতি) সূচনা করে; রকার মূর্দ্ধন্য—উর্দ্ধাবৃত্তি (উর্দ্ধাবস্থিত কেন্দ্রসমূহের)। 'গুরু' শব্দে দুইটি উকার (ওষ্ঠদ্বয়) কি করে? উর্দ্ধাধঃশক্তির মেলন (meeting of ascending and descending vital and spiritual forces)। পুনশ্চ—

পঞ্চগঙ্গাং গকারেণ চোকারাচ্ছুদ্ধিপঞ্চকম্।
পঞ্চপ্রপত্তয়ো রেণ পঞ্চমূর্ত্তিরতো গুরুঃ॥ ১২১

গকারে পঞ্চগঙ্গা, উকারে শুদ্ধিপঞ্চক, রকারে পঞ্চপ্রপত্তি—অতএব শ্রীগুরু পঞ্চমূর্তি (শ্রীশ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকম্ চিন্তা কর)। পুনশ্চ—

গকারো মূলমাকৃষ্য সহস্রাররসং রতঃ।
হৃদয়ং পায়য়েৎ স্ফূর্ত্তং শ্রীমদ্‌গুরুরুদেত্যুতঃ॥ ১২২

শ্রীমদ্ গুরু উজ্জ্বল-সমুদিত হইতেছেন উকারদ্বয়ে (উতঃ)। কি নিমিত্ত? গকারে মূলে নিদ্রিতা কুণ্ডলীশক্তি আকর্ষণ করতঃ রকারে যে সহস্রারসুধারস, সে রসনিষ্কর্ষ দোহন করার নিমিত্ত। এ রসসন্দোহদোহনই বা কি নিমিত্ত? প্রস্ফুটিত হৃদয়-কমল যাতে সে রসে আপনাকে ভরিয়া লইতে পারে, এই নিমিত্ত। অতএব, 'শ্রীগুরু' নাম লইয়া নিমীলিত রসবিধুর হৃদয়পদ্মকে ঊর্দ্ধধামের সুধারস পান করাও।

সেটি বিশেষ করিয়া পরের সূত্রে বলা হইতেছে—

**২১॥ তজ্জপস্তদঙ্ঘ্রি সরোজনিষেবণম্॥**

অতএব, 'গুরু' নাম জপ, এবং শ্রীগুরুর পাদপদ্মনিষেবণ॥

'তজ্জপ' বলিতে গুরুবীজ, গুরুদত্ত বীজ ও নাম, এবং 'গুরুঃ শ্রীগুরুঃ'—এই মহামন্ত্র (কখনও বা 'জয়' পূর্ব্বক)—এ তিনই গ্রহণ করিবে।

সহস্রপাদ্‌গুরোরঙ্ঘ্রি র্ব্যাপ্নুবন্নপি সর্ব্বতঃ।
শ্রদ্ধারূপা হি যা আপস্তাস্বেব কমলায়তে॥ ১২৩

সহস্রপাৎ শ্রীগুরুর অঙ্ঘ্রি সর্বভূমিই ব্যাপিয়া আছে। তথাপি, সাধকশিষ্যের শ্রদ্ধারূপ সরসীতে (অপ্সু), সে সর্বব্যাপী অঙ্ঘ্রি সরোজরূপে বিকশিত।

কর্ণিকাঙ্ঘ্রি সরোজস্য হ্যহেতুককৃপাঘনা।
অহেতুকী কৃপা যা সা ভবহেতুং জিহীর্ষতি॥
সর্ব্বত্রগামিনী নিত্যা নিরপেক্ষা ত্বহেতুকী।
কৃপা চাপেক্ষতে পাত্রমকার্পণ্যমকৈতবম্
সর্ব্বতোঽপি রবেরংশৌ পতিতে স্ফটিকাদিষু।
ঔজ্জ্বল্যং স্বাত্যমেঘাম্বু শুক্তিগর্ভঞ্চ মৌক্তিকম্॥

আদাবাত্মকৃপোন্মেষাৎ কার্পণ্যং কৈতবং জহি।
গুরুকৃপালবোন্মেষাচ্ছ্রদ্ধাবান্ যাহি পাত্রতাম্॥
সেবনং মৃদুপাত্রস্যাদাসেবনঞ্চ মধ্যমে।
সংসেবনমুত্তমেঽপি চাধিমাত্রে নিষেবণম্॥
গুরোর্বীজং গুরোর্দত্তং 'শ্রীগুরো' জয়পূর্ব্বকঃ।
ত্রিভির্বজ্রৈর্ভবং ভিত্ত্বা লভস্বাশু কৃপাত্রয়ম্॥ ১২৪-২৯

অঙ্ঘ্রিসরোজের যেটি কর্ণিকা, সেটি অহেতুককৃপাঘনা। অহেতুককৃপা কীদৃশী? যে কৃপা এই অনাদিভববন্ধনহেতুকেই হরণ করিতে ইচ্ছা করে। এই মূলাবিদ্যারূপ হেতুটিকে যে হরণ করিবে, তার স্বয়ং অহেতুক হওয়া আবশ্যক। হেতুশৃঙ্খলের কোন একটির দ্বারা হেতুশৃঙ্খলটির হান সম্ভাবিত নয়। ভবহেতুবিমোচিনী যে কৃপা, সে কৃপা যদিও সর্বত্রগামিনী, নিত্যা, নিরপেক্ষা, অহেতুকী, তথাপি সে কৃপা, আপন লীলাকৈবল্যে, একটি মাত্র অপেক্ষা রাখে—অকার্পণ্যঅকৈতব কোন এক পাত্রের।—এমন এক পাত্র যে কার্পণ্য-কৈতব ছাড়িয়া তার লীলাপ্রতিযোগী হইবে। শুধু বলিবে—'শুনেছে তোমার নাম অন্ধ আতুর জন, এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন!'

উদাহরণ—রবির কিরণ অপক্ষপাতে সর্বত্র পতিত হইলেও, স্ফটিকাদিতেই সে কিরণের উজ্জ্বল প্রকাশ; আবার স্বাতীনক্ষত্রে মেঘের অম্বু সর্বত্র বর্ষিত হইলেও শুক্তিকোষে পতিত হইলেই মৌক্তিক। অন্যত্র জল।

এই নিমিত্ত, আদৌ আত্মকৃপার উন্মেষে শুভেচ্ছা আসিবে। আসিলে, সৎসঙ্গাদি দ্বারা আপন কার্পণ্য-কৈতব জয় কর যথাসাধ্য। তারপর, গুরুকৃপার উন্মেষে শ্রদ্ধাবান্ পাত্র হও। পাত্র হইলেই ভবহেতুহরণী পরম ইষ্টকৃপা। বলা হইয়াছে—কৃপাত্রয়ী একই অহেতুকী কৃপার তিন মূর্তি।

পাত্র চতুর্বিধ—মৃদু, মধ্য, উত্তম, অধিমাত্র। মৃদুভূমিকায় সেবন; মধ্যমে আসেবন; উত্তমে সংসেবন; অধিমাত্রে নিষেবণ। সশ্রদ্ধকৃতিতে সেবন; নিষ্ঠাসহকৃতা ধৃতিতে আসেবন; মতিরতিসহকৃতা হইলে সংসেবন; এবং ঐকান্তিক প্রপত্তিতে নিষেবণ।

ঐ কৃপাত্রয়ী পূর্ণলাভের উপায় কি?

গুরুবীজ, গুরুদত্তবীজ এবং 'জয় গুরো শ্রীগুরো'—এই তিনটি বজ্রদ্বারা এই অভেদ্যভবকারাপ্রাকার ভেদ কর; এবং তদ্দ্বারাই আশু লাভ কর কৃপাত্রয়ী। ভবহেতুর রূপটি বলা হইতেছে—

**২২।। চলচ্চিত্রে চিত্রগুপ্তঃ ফলাহারে ফলহরা।।**

এই অনাদিভবপ্রত্যয়রূপ যে চলচ্চিত্র, তাতে 'চিত্রগুপ্ত'; এবং (নিখিল) ফলাহরণে 'ফলহরা'॥

সূত্রটি রহস্যভাষায়, কিন্তু সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ছায়াচিত্রং চলচ্চিত্রং বহিরন্তরিদং জগৎ।
ছায়ানাং কোঽপি কায়োঽস্তি চলতামচলং কিমু॥ ১৩০

বাহিরে এবং অন্তরে এই যে জগৎ, এটি চলচ্চিত্র, আর, সেটি আবার ছায়াচিত্র ('passing shadows')। প্রশ্ন হয়—ছায়ার (ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্নরূপ) পশ্চাতে কি 'কায়া' আছে ('real object')? এবং, এই নিয়ত সচলের আধাররূপে কোন অচল, ধ্রুব?

চলত্বং দ্রব্যসম্বন্ধি ধর্ম্ম-ক্রিয়া-প্রকারতা-
দেশকালসম্বন্ধানামপেক্ষীতি চ পঞ্চধা॥
পঞ্চচলেষু প্রত্যেকং সঞ্চরদপি তিষ্ঠতি।
সূক্ষ্মে বা কারণেঽব্যক্তে চলানাং মীনসংস্থিতিঃ॥ ১৩১-৩২

চলত্ব পঞ্চবিধ—দ্রব্যত্বাবচ্ছেক (pertaining to substance); ধর্মত্বাবচ্ছেক (attribute); ক্রিয়াত্বাবচ্ছেক (relating to action); প্রকারতাবচ্ছেক (relating to mode); দেশকালাবচ্ছিন্নসম্বন্ধতাবচ্ছেদক (what pertains to space-time relation)। 'চল'কে এই পঞ্চপাদে চলিতে দেখি। কিন্তু এও দেখি—বাহ্যতঃ, স্থূলে 'চল' হওয়া সত্ত্বেও (সঞ্চরদপি) সূক্ষ্মে কিংবা অব্যক্তকারণে, সেটি 'থাকেও' (তিষ্ঠতি)। অব্যক্তে সব কিছু চলের যে স্থিতিরূপ, সেটিকে 'মীনসংস্থা' বলা

হইয়াছে। যেমন, চিত্তে কোন ব্যক্ত বৃত্তি; সেটি চলিয়া যায়, অথচ, সংস্কাররূপে 'কোথাও' রহিয়া যায়। মীনসংস্থা ঐকান্তিক অচলসংস্থা অবশ্য নয়; গূঢ় চলাচল সংস্থা।

অয়মানস্য চ সর্ব্বস্য প্রতিরূপং চিরং স্থিতম্।
গোপায়িতঞ্চ নেপথ্যে চলচ্চিত্রং যথা ধুরি॥
ধুর আধারভূতায়া যাবদেব চ সংস্থিতিঃ।
ব্যক্তগুপ্তপ্রকারাভ্যাং তাবচ্চিত্রব্যবস্থিতিঃ॥
এবং ব্যষ্টিবিশেষাণাং মীনকোটিনিবেশনাৎ।
জপাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি চলন্ত্যপি সমাসতে॥ ১৩৩-৩৫

যা কিছু গতিশীল (অয়মান), সেটি প্রকাশ্যে চলিয়া যাইলেও, নেপথ্যে গোপায়িত তার চির প্রতিরূপ (a 'counterpart picture', a permanent impress or record) রাখিয়া যায়; যেমন, রীলে জড়ানো চলচ্চিত্রের ছবি। বিশ্বচলচ্চিত্রের আধারভূত এই ধূঃ, এতে কারণরূপে, বীজরূপে, সংস্কার, প্রতিরূপ এবং সম্ভাবনারূপে সচল চিত্রগুলি থাকিয়া যায়। চলচ্চিত্রের চিত্র 'ব্যক্তচিত্র' (picture as shewn); কিন্তু সংস্কার-প্রতিরূপাদি স্থিত চিত্র 'চিত্রগুপ্ত'। ধূঃ-টি যাবৎ ক্রিয়াশীল থাকে, তাবৎ ব্যক্ত-গুপ্ত, এই দ্বিবিধ প্রকারেই চলচ্চিত্র বিদ্যমান থাকে এবং চলিতে থাকে। চল এবং অচল, এই দুই ভাবেই ক্রিয়াশীল হওয়াকে মীনকোটি বলা হইল। নিখিল ব্যষ্টিবিশেষ (totality of individual appearances) এই মীনকোটিরূপ ধুরে নিবেশিত বলিয়া, জপাদিকর্ম চলিয়াও গুপ্ত প্রতিরূপসংস্কারাদিরূপে ঠিক থাকিয়া যায়, তার আপন ধুরে। যাবৎ ধুরটি থাকিবে, তাবৎ কর্ম ব্যক্ত অথবা গুপ্ত আকারে থাকিবেই।

মীনকোটি ব্যতীত কূর্মকোটিও মানিতে হয়—

শক্ত্যাকৃতী চ জাতিশ্চ বিশেষাণাঞ্চ শেরতে।
কূর্ম্মকোট্যাং হি সংবৃত্যাঙ্গানি যাবন্ন ব্যক্ততা॥ ১৩৬

ব্যষ্টিবিশেষ (an individual event) সম্বন্ধে চলাচল সংস্থান বলা হইল। ব্যক্তচিত্র এবং গুপ্তচিত্র। 'গুপ্ত' মানে শুধু hidden নয়, conserved. যেমন, কোন কিছুর ফোটো তুলিয়া এলবামে রাখা হইল। কিন্তু শক্তি, আকৃতি, জাতি—এ গুলির সামান্যভাব আছে—Energy or power as such, pattern and kind. এ সব বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি না থাকিলেও থাকে। কোন ব্যষ্টিবিশেষের সংস্কার বা প্রতিরূপ মাত্র নয়। শক্তি-আকৃতি-জাতিরূপে যে সামান্যসংস্থিতি (generic persistence), সেটিকে কৌর্মকোটি বলা যায়। এখানে স্থিতির মুখ্যতা যেন শয়ানভাব। মীনকোটিতে ক্রিয়াস্পন্দন তার সূক্ষ্ম অথবা কারণভূমিতে গুপ্তচিত্ররূপে গোপায়িত (secreted as microscopic picture); কৌর্মকোটিতে বিশেষ অঙ্গসমূহ সংবৃত করতঃ কূর্মবৎ তার সামান্য শক্ত্যাকৃতিজাতি সত্তায় যেন শয়ানবৎ অবস্থান করে, যাবৎ পুনশ্চ বিশেষাভিব্যক্তি না ঘটে।

বারাহীং কোটিমাশ্রিত্য ধারাভ্যুদয়িকা স্থিতা।
নারসিংহীং সমাশ্রিত্য স্থিতি র্যা সাঽধিকারিকী॥
ঔরুক্রমী হ্যতিক্রম্যৈতাবন্তমমৃতং দিবি।
কোটিপঞ্চকমিত্থং বৈ সর্ব্বং গোপায়তি ক্ষরৎ॥
সংখ্যারূপেণ মীনত্বং কূর্ম্মত্বং শক্তিরূপতঃ।
পশ্যন্তী নারসিংহত্বাদ্ বারাহত্বেন চোর্দ্ধগা।
পরেত্যৌরক্রমত্বেন রক্ষেয়ং জপকর্ম্মসু॥
অদৃষ্টানাঞ্চ দৃষ্টানাং ফলানাং সংগ্রহেঽপি চ।
কোটিপঞ্চকসন্নদ্ধা কল্প্যতে রত্নমঞ্জুষা॥
হ্রিয়ন্তে দৃশ্যতো যানি ন্যস্যন্তে তানি বৈ রহঃ।
যোগং ক্ষেমায় জানন্তো যুঞ্জীরন্ জপযোগিনঃ॥ ১৩৭-৪১

বারাহীকোটিতে ক্রিয়াদি ধারার যে স্থিতি ঘটে, সেটিকে বলা যায় 'আভ্যুদয়িকী'; অর্থাৎ, যে ধারা নিম্নে গড়াইতেছিল, সে ধারার ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধতর ভূমিতে গতি-স্থিতি হয়। নারসিংহীতে বাধাগ্রন্থিবিমোচন হয় বলিয়া, যে স্থিতি হয়,

তাকে বলে 'আধিকারিকী'। অর্থাৎ, এ কোটি সাধনে অভীষ্ট তত্তৎ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন হিরণ্যকশিপুসংহারে প্রহ্লাদ।

ঔরুক্রমীতে পূর্বব্যাখ্যাত 'এতাবানের' অতিক্রম হয় বলিয়া 'অমৃতং দিবি'-তে স্থিতি হয়।

সুতরাং, দেখিতেছি যে—এই প্রকারে 'চল', 'ক্ষরৎ' সব কিছু মীনাদি পঞ্চকোটি দ্বারা গোপায়িত হয় উক্তরূপ ভাবে (ইত্থং)।

লক্ষ্য কর যে, জপকর্মে বিশেষতঃ মীনকোটিতে জপের সংখ্যা লক্ষিত হয়; প্রতিবারে যত সংখ্যা জপ হইল, সে সংখ্যা 'চিত্রগুপ্তে' রহিয়া গেল। কূর্মকোটিতে শক্তি সামান্যতঃ। শক্তি উর্দ্ধগারূপে বারাহীকোটিতে, এবং পশ্যন্তীরূপে নারসিংহীতে। ঔরুক্রমীতে পরা। জপকর্মের এইভাবে রক্ষা। প্রকাশাদির আবরণ বিদীর্ণ হয়, তাই পশ্যন্তী। জড়-পরিচ্ছেদে Energy becomes 'radiant'. প্রাণক্ষেত্রে ওজস্বী। মানসে মনস্বী। পরায় super, transcendent, surpassing, sublimating. শব্দগুলি ব্যাপক করিয়া লওয়া হইল। বারাহীতে উর্দ্ধগা যে শক্তি, সেটি পূর্বমেরু (বা নাদমেরু)-তে আসিলে হয় নারসিংহী; উত্তর (বিন্দু)-মেরুতে ঔরুক্রমী। পূর্ব পূর্ব আলোচনার সূত্রে বুঝিয়া লও।

কেবল জপক্রিয়া নয়, জপের দৃষ্টাদৃষ্ট ফল সম্বন্ধেও পঞ্চকোটি। অভীষ্ট ফলরক্ষার নিমিত্ত যে 'রত্নমঞ্জুষা', সেটিও পঞ্চকোটি দ্বারা সন্নদ্ধা (রক্ষিতা)। দৃশ্যতঃ যে অভীষ্ট ফলগুলির হরণ হইল মনে হইতেছে, সেগুলি 'রহঃ', কিনা, রহসি কোথাও ন্যস্ত হইতেছে—তোমার উপার্জিত ধন যেন ব্যাঙ্কে। এ সেভিংস ব্যাঙ্কটি কিন্তু গোপন। তুমি সরাসরি এর সঙ্গে একাউন্ট খোল না। কোন অদৃশ্য ক্ষেমঙ্করী শক্তি সেটি করে। তোমার দৃষ্টাদৃষ্ট ফলগুলির আহরণ হয় (gathering of the 'fruits')। এই যে 'জমা', তার সামান্য কিছুটা তোমার 'ভোগে' রাখিয়া, আর সবটাই ক্ষেমদা করে 'হরণ'—puts by and secretes and secures. তোমার গুপ্তভাণ্ডার। এটি তোমার 'সাধনবীমা'। এটি নৈলে সবই 'বাজে খরচে' যাইত! আখেরে সম্বল কিছু রহিত না। তাই—হে জপযোগিগণ! তোমাদের যোগক্ষেমের নিমিত্ত, ইহা জানিয়া 'যুঞ্জীরন'।

অতঃপর, আপদ্ ও সম্পদের সূত্র—

**২৩॥ আলোড়নবিলোড়নাভ্যামাপদঃ॥**

**(জপাক্রিয়াদিতে সত্তাশক্তির) আলোড়ন-বিলোড়নে 'আপৎ'॥**

পূর্বসূত্রে অভীষ্ট ফলাহারের প্রসঙ্গ হইল; কিন্তু অনভীষ্ট ফলও তো সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যেমন, সমুদ্রমথনে অমৃতের সঙ্গে গরল। তাই আলোড়ন-বিলোড়নের কথা হইতেছে—

আরাদাগন্তুকেবেয়ং পদ্যমানা ক্রিয়াপদম্।
প্রতিবধ্নাতি যস্মাৎ সাঽপদিতি প্রতিপদ্যতে॥
গ্রন্থিকূটছিদ্রপাশা ইত্যাপৎসু সমুত্থিতাঃ।
পদানামন্বয়ে সন্তি চত্বারঃ প্রতিবন্ধকাঃ॥
আলোড়নঞ্চ বিজ্ঞেয়ং যদ্ব্যাপ্তমথনান্বয়ম্।
গাঢ়মথনভাবাচ্চ বিলোড়নমিতীষ্যতে॥
কাশ্চিদাপদ আয়ান্তি কাশ্চিদ্ বা যান্তি লীনতাম্।
যা বিলয়ায় চায়ান্তি তা নাপদো যথার্থতঃ॥
দৃঢ়নিগূঢ়সন্নদ্ধা পদামুপরিতায়নম্।
উন্মূলনেন হানঞ্চ শ্রেয়সৈব ন চান্যথা॥ ১৪২-৪৬

সহসা, অতর্কিতভাবে পদ্যমানা (as functioning), এটি ক্রিয়াপদকে (the normal course of the action) বাধা দেয় বলিয়া 'আপৎ' (আরাৎ পদ্যমানা)।—An unsuspected, unforeseen factor which seems to arrest or retard (an apparent 'retard factor')।

আপৎ সমুত্থিত হইলে ক্রিয়াপদের অন্বয়ে (অনুগত, অভীষ্ট গতিতে) চারিটি প্রতিবন্ধক দেখা যায়—গ্রন্থি, কূট, ছিদ্র, পাশ। গ্রন্থিস্থলে ক্রিয়া জড়াইয়া গিয়াও (crossed, tangled ইত্যাদি হইয়াও) চলিতে থাকে; কূটে বেধমানেও আবদ্ধ, কাজেই 'blocked'। প্রথমটিতে 'complex', দ্বিতীয়ে 'obsession'. যেমন, সূতোয় গাঁঠ থাকিলে মালা গাঁথা কোন রকমে চলিতে পারে, কিন্তু 'তাল পাকাইয়া' গেলে চলে না।

কোন শক্তিসামগ্রীর ব্যাপ্তমথনে যদি অন্বয় থাকে তো 'আলোড়ন' (expansive churning); আর, গাঢ়মথনে (intensive churning) বিলোড়ন। আলোড়ন-বিলোড়ন—উভয়ক্ষেত্রেই 'আপৎ' সমুত্থিত হইতে পারে, ঐ চারি আকারে। তবে বিশেষ আছে—কোন কোন আপৎ আসে, আর, আসিয়া গ্রন্থিকূটাদি আকারে রহিয়া যায়; আবার, কোন কোনটা আসিয়া বিলীন হইয়া যায় (becomes resolved)। যে আপৎ বিলয়ের জন্য আসে, সে আপৎ যথার্থ আপৎ নয়। কেননা, সে আপৎ আপন শক্তি ঢালিয়া দিয়া অভীষ্টক্রিয়াসম্বেগ বাড়াইয়া যায়। যেমন, অনেকক্ষণ কোন কাজ করিতেছি, কাজ শেষ হয় নাই। ঘুম পাইল। এতে কাজে বাধা হইল বটে, কিন্তু, ঘুমের বিশ্রামে, কাজের শক্তি বাড়িয়া গেল। সাধনে এই জাতীয় 'আপৎ'-কে সুহৃদভাবেই লইতে হয়। পুনশ্চ দেখ—

গভীরে যে আপৎ 'দৃঢ়-নিগূঢ়-সন্নদ্ধা' হইয়া আছে (as hard, irreducible 'complexes', obsessions), আলোড়ন-বিলোড়নে সেটি যদি উপরে ভাসিয়া ওঠে (মাখন আগুনে জ্বাল দিলে যেমনধারা), তবে বুঝিলে, সে দৃঢ়গভীর-মূল অনর্থের উন্মূলন হইতেছে, আর, সেটি 'শ্রেয়সে ন চান্যথা'। সাধনের মন্থনক্রিয়ায় ভিতরের জমাট 'মল' এইভাবে উপরে ভাসিয়া ওঠে (উপরিতায়নম্)। এটি শ্রেয়স্কর। এতে ভয় পাইতে নেই। তবে নীচে 'জাল' ঠিক রাখিতে হয়, আর আবশ্যক মত, গাদও কাটিয়া ফেলিতে হয় (গুড়ের জ্বালে যেমন)।

**২৪ ।। অবরেকাতিরেকাভ্যং সম্পদঃ ।।**

অবরেক এবং অতিরেকে সম্পৎ॥

সম্পৎ = an apparent acceleration, increase, accession, অবরেক = স্পন্দনের অবগ্রাম ('infra'); অতিরেক = অতিশয়গ্রাম ('ultra')।

আপাতরোধিকাপচ্চ সম্পদাপাতসাধিকা।
একয়া প্রতিরুদ্ধং যৎ তদন্যয়াভিবর্দ্ধতে॥
ততো ন্যূনতয়া বৃত্তাববরেকঃ প্রসজ্যতে।
তত ঊর্দ্ধতয়া বৃত্তাবতিরেকশ্চ মন্যতে॥

যদ্ ভূমিতলমাশ্রিত্য ভবন্তি চ জপক্রিয়াঃ।
প্রসরন্ত্যস্তদূর্দ্ধঞ্চ তদধঃ সন্তি সম্পদি॥
অধশ্চোর্দ্ধং নিজস্পন্দৈঃ সমানতানতান্বয়াৎ।
ক্রিয়াঃ সম্পদ্যমানা যাঃ কল্প্যন্তে তাঃ সমৃদ্ধয়ে॥
অধশ্চোর্দ্ধং পুরঃ সন্তি হ্যবরেকাতিরেকয়োঃ।
ধ্বনীনামপি বর্ণানাং যথা গ্রামাঃ স্বরোদয়ে॥
যা বাগ্ বৈখরী স্বল্পা কণ্ঠশ্রুতিসমাশ্রয়া।
আতন্বানা হ্যধশ্চোর্দ্ধং সা পশ্যন্তী চ মধ্যমা।
সঙ্কীর্ণা চাপি যা স্বল্পা শক্তিপীঠমিয়ান্ন বাক্।
সা পূর্ষু মধ্যমাদিষু সৃজ্যত্যবতি জক্ষিতি॥ ১৪৭-৫৩

আপৎ আপাতরোধিকা (an apparent retarding factor); সম্পৎ আপাতসাধিকা (an apparent accelerating factor)। একের দ্বারা যেটি প্রতিরুদ্ধ, অন্যে সেটি 'অভিবর্দ্ধতে'। কোন নির্দিষ্ট গ্রামে যে স্পন্দন চলিতেছে, তন্ন্যূনগ্রামে সেটি বৃত্তিমান্ হইলে (infra), অবরেক; তদূর্দ্ধগ্রামে অতিরেক ('ultra')। এখন, যে ভূমিতল (plane, যথা বৈখরী) আশ্রয়ে জপক্রিয়া চলিতেছে, সেটিকে অতিক্রম করতঃ যদি ক্রিয়া ঊর্দ্ধ অথবা অধঃ প্রসারিত হয় (is extended into ultra or infra scales,), তবে বলা যায়, ক্রিয়ার 'সম্পৎ' ঘটিল। এই সম্পৎ হয় 'সমৃদ্ধি' যদি—

কোন ক্রিয়া যদি আপন স্পন্দে ঊর্দ্ধাধঃ সম্পদ্যমানা হয়, এবং সে সম্পদ্যমানতায় অন্বয় থাকে (preserves its own rhythmic, harmonic pattern), তবেই সমৃদ্ধি; সম্পদ্যমানতার সাথে সমতানতা অন্বয়ে থাকা চাই। সব স্পন্দনেরি ঊর্দ্ধাধঃ গ্রামে ছড়াইবার অবরেক-অতিরেকের অধঃ এবং ঊর্দ্ধ 'পুর' (গ্রাম) রহিয়াছে, যেমন ধ্বনির, বর্ণের এবং স্বরাদির। সে বাক্ বৈখরীতে কণ্ঠশ্রুতি-ব্যাপারজন্যা হইয়া 'স্বল্পা', সেই বাকই ঊর্দ্ধ এবং অধঃ শক্তিচ্ছন্দোগ্রামে আততা হইয়া হয় মধ্যমা এবং পশ্যন্তী। তখন সে বাক্ মহীয়সী। স্বল্পা এবং সঙ্কীর্ণা (অশুদ্ধা) রূপে যে বাক্ সমর্থ শক্তিপীঠে যাইয়া অধিষ্ঠিতা হইতে পায় না,

সেই বাক্ মধ্যমাদি 'পুরে' উপনীতা হইয়া—'সৃজত্যবতি জক্ষিতি'—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সমর্থাও হয়।

**২৫।। সম্পদঃ পদমাপদাং নাপদঃ।।**

(আপাত যে) সম্পৎ আপদের 'পদ', (আপাত যে) আপৎ, সেটি নহে॥

(An apparent acceleration is the source—by reason of the equality of action and reaction—of retardation.)

উন্মূলয়েদভীক্ষ্ণং কো রোপিতাং কল্পবল্লরীম্।
মূলান্যনুসন্ততানি কিংবা ন বা দিদৃক্ষয়া॥ ১৫৪

যে কল্পবল্লরী যত্নে রোপণ করিলে, মৃত্তিকার তলে তার মূল বাড়িতেছে কি না দেখিবার নিমিত্ত কে সেই কল্পবল্লরী মূল সহিত সহসা উপড়াইবে বল?

এ দৃষ্টান্ত কেন দিতেছ?

সম্পদাপদুভে স্যাতাং প্রতীতে প্রতিপাদিতে।
বৈপরীত্যেন প্রতীতা যা পদ্যতে প্রায়শস্ত্বিহ॥ ১৫৫

সম্পৎ আর আপৎ—এ দুই-ই 'প্রতীত' এবং 'প্রতিপাদিত'—এই দুইভাবে (as apparent and real) দেখিতে হয়। কেননা, বিপরীতভাবে (as contrary or as negative) ভাবে যেটি প্রতীত হইল, অনেকস্থলে দেখা যায় যে, সেটি সত্যই ঘটিল। অর্থাৎ, অন্যথা বা উল্টারকমে দেখা সত্ত্বেও। যেমন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগের 'এগ্রাভেশন্'।

বিবৃদ্ধয়ে প্রবৃত্তির্যা ন সা সমৃদ্ধয়ে চিরম্।
লাঘবায় ভবত্যেব ভেষজে রোগগৌরবম্॥ ১৫৬

ঔষধবিশেষপ্রয়োগে রোগলক্ষণের সাময়িক 'গৌরব' বা বৃদ্ধি, রোগের লাঘবের নিমিত্তই হয়। সুতরাং বিবৃদ্ধিতে যে প্রবৃত্তি সে প্রবৃত্তি যে সর্বক্ষণ সমৃদ্ধির হেতুই হইবে, এমন নিয়ম নাই। বরং আশু অযথা বিবৃদ্ধিতে অনেক স্থলে সমৃদ্ধির ব্যাঘাতই ঘটিয়া থাকে। কথায় বলে, 'অতিবাড় ভাল নয়'।

এর হেতু কি?

প্রতিক্রিয়া ক্রিয়ায়া হি তুল্যত্বেন স্থিতা যতঃ।
যক্ষেণ যদ্ ধনং দত্তং তদ্রক্ষো হর্ত্তুমিচ্ছতি॥ ১৫৭

ক্রিয়ার তুল্য প্রতিক্রিয়া—এই নিয়ম থাকায়, যক্ষ যে ধন দিল, রক্ষঃ সে ধন হরণ করিতে ইচ্ছুক।

অতএব,

আপাতধনলিঙ্গেন ন সম্পদনুমীয়তে।
ঋণকৃচ্ছ্রাদিলিঙ্গৈর্বা নাপৎ সর্ব্বত্র গম্যতে॥ ১৫৮

আপাতধনলিঙ্গা (ধনলক্ষণ, positive, apparent acceleration) দেখিলেই মনে করা যাবে না, সত্যসত্যই 'সম্পৎ' আসিল; পক্ষান্তরে, ঋণকৃচ্ছ্রাদিলিঙ্গা (negative, 'laboured', apparent retardation or 'set-back') দৃষ্ট হইলেই অনুমান করা যাবে না যে সত্য সত্যই 'আপৎ'। Hence in জপ (which is 'doing') appearance of negative or hard conditions may often be a sign that সম্পৎ is actually 'at work'. জপ ক্রিয়ায় 'মন্দা' অথবা 'ক্লেশ' দেখা দিলে হতাশ হইতে নেই; হয়তো সে স্থলে স্রোতোবেগ বাঁধ দিয়া আটক করিয়া সামনের বাধাগুলো সরাইয়া স্বচ্ছন্দে বহিবার প্রণালী নির্মিত হইতেছে।

সাধনে আপাতসম্পৎ আসিলে সতর্ক হইবে, কেননা, সম্পদের পদনিম্নে লুক্কায়িত থাকিতে পারে আপদের গহ্বর; পক্ষান্তরে, আপাত আপৎস্থলেও বিচলিত হইও না; ধীর রহিও, কেন না, আপদের পদনিম্নে লুক্কায়িত আছে হয়তো 'ধনাগার'।

সম্পৎ আপদের পরিভাষা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মটি মনে রাখিও।

**২৬।। বর্জ্জ্যং বাগাদিবজ্রং মৃগ্যো মার্গো যো বজ্রজিতঃ।।**
বাগাদির 'বজ্র' বর্জনীয়; বজ্রজিৎ গরুড়ের মার্গ অনুসরণীয়॥

বিবৃদ্ধি র্বা বিরামো বা সিদ্ধীনাং গুরুলাঘবম্।
মূলানুসারতঃ সন্তি ন পল্লবানুসারতঃ॥ ১৫৯

বিবৃদ্ধি বল, বিরাম বল, সিদ্ধির গৌরব অথবা লাঘব বল—সকলি 'মূলের' অনুসরণে হয়, শাখাপল্লবের অনুসরণে নয়। কাজেই, মূলনিরীক্ষণ না হইলে, কেবল শাখাপল্লবদৃষ্টিতে, আভাসিক বিবৃদ্ধি ইত্যাদিতে ভ্রান্তিতে পড়িতে হয়।

এই মূলদৃষ্টি ঠিক রাখিয়া তবে বুঝিতে হয়—সাধনাঙ্গ বাগাদির বৃত্তি উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষের দিকে। বাগাদিতে অপরাধপঞ্চক আশ্রয় করিলে গতি হয় অপকর্ষের অভিমুখে; এবং অপরাধ এক কাষ্ঠামেরুতে আসিলে হয় ধ্বংসবজ্র—যে অপরাধী তাকে ধ্বংসের বজ্র। যথা, ইন্দ্রশত্রো' শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বাগ্‌বজ্র। আপন ধ্বংসের নিমিত্ত বাগাদি বজ্র নির্মিত হয় যাতে, সেটি বর্জনীয়। পক্ষান্তরে, উৎকর্ষের কাষ্ঠায় বজ্রজিৎ। তারি মার্গ মৃগ্য।

অপরাধপঞ্চক বলা হইতেছে—

তনিমেতি চ কায়স্য লঘিমেতি ভবেদ্ গিরঃ।
এতৌ লেশলবৌ বিদ্ধি প্রথিমা মনসস্তথা॥
লেহঃ স গরিমা লেপঃ সোঽপরাধস্ত্বহঙ্কৃতেঃ।
লম্ভোঽয়ং মহিমা বুদ্ধেরিত্যপরাধপঞ্চকম্॥ ১৬০-৬১

কায়ের অপরাধ 'তনিমা'; এটিকে 'লেশ'-ও জানিবে। 'তনিমা' বলিতে তনুতে সুখাসক্তি-অভিনিবেশ, তনুর অপাটব ইত্যাদি।—Body-mindedness. এটি 'লেশ' বলা হইল এই জন্য যে, ইহাতে 'লে', কিনা, 'এই পার্থিবে' 'শ', কিনা,

শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। 'লেশ' মানে অত্যল্পও বটে। এতে সাধকের সত্তাশক্তি অত্যল্প হইয়াই থাকে। এবং কেবল তনিমায় যে অপরাধ জাত হয়, সেটি (কায়িক) অন্য অন্য অপরাধের তুলনায় অল্প। যেমন, জপ বা নাম করিতেছি। কণ্ঠে বা জিহ্বায় জড়তাদির জন্য যে অপরাধ। কোন গুণী গান করিবেন, কিন্তু গলাটা আজ তেমন ভাল নেই ঠাণ্ডা লাগায়। বাকের (গিরঃ) অপরাধ লঘিমা ও 'লব'। যে বাক্ লঘু হইয়া বৈখরীতে পড়িয়া থাকে, নাদাদি সন্ধানী হয় না, ঊর্দ্ধাধঃ গ্রামে প্রসার লাভ করে না, সে বাকে অপরাধ রহিয়াছে বুঝিবে। এটি 'লব', অল্প বটে, তবে লাঘবে ('ল') আবদ্ধ, আটকাইয়া রাখে ('ব')। লুধাতু ছেদনার্থ। মানসে প্রথিমা এবং 'লেহ'। মনঃ প্রথিমা-বশতঃ ঊর্দ্ধাভিমুখী হয় না, জলের মত নীচে গড়াইতে চায় ('coarse and heavy')। এ মন ইন্দ্রিয়দ্বারা লোলভাবে সব বিষয় 'লেহন' করিতে চায়। অহঙ্কারের যেটি অপরাধ, সেটিকে 'গরিমা' ও 'লেপ' জানিবে। মন লেহন করায়, অহঙ্কার করে 'লিপ্ত'—মমতাদিতে। সে আপনাকে 'গুরু' জ্ঞান করে—তার অভিমান। বুদ্ধিতে অপরাধ 'মহিমা' ও 'লম্ভ'। বুদ্ধি স্বভাবে মহত্তত্ত্ব বটে, কিন্তু যে বুদ্ধি 'পর্য্যবসিতা', সে বুদ্ধিরই মহত্ত্ব। অব্যবসায়িনী বুদ্ধির 'মহিমা' অপরাধ (vanity of the intellect)। যুক্তা বুদ্ধির অভিমান অযুক্তা বুদ্ধিতে রহিলে অপরাধ। এটি 'লম্ভ', যেহেতু, এ বুদ্ধি লম্ভন, কিনা, বঞ্চনা করে; এ বুদ্ধিতে আসে বিপ্রলিপ্সা।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ লম্ভ-লেপ-লেহ—এই তিনই হইল গুরু অপরাধ। এ তিন অপরাধের গুরুভার যদি প্রথম দুটি অল্প অপরাধে চাপিয়া বসিয়া সে দুটিকে 'পীন' করিয়া তোলে, অর্থাৎ, কায়বাকের লঘু অপরাধ যদি মানসাদি দ্বারা গুরু এবং স্ফীত হয়, তবে কি হয়? তবে লেশ-লব অপরাধও প্রবল ব্যাজবিঘ্ন রূপ পাইয়া বাগাদিকে করে ধ্বংসবজ্র। ধর, 'কৃষ্ণ' নাম লইতেছি। 'ষ'-এর এবং 'ণ'র উচ্চারণ ঠিক হইতেছে না। তাতে অপরাধ। এ অপরাধ হয় বাগ্‌বজ্র, যদি মানসাদিতে থাকে উপহাস-ভ্যাঙ্গাচানি ইত্যাদি ভাব; শঠ নাস্তিকের শাঠ্য ইত্যাদি।

উভে ক্রিয়াকৃপে বিদ্ধ্যপরাধানাং বিঘাতিকে।
বৈলোম্যেন ক্রিয়া হন্তি চানুলোম্যেন বৈ কৃপা॥ ১৬২

উক্ত পঞ্চ অপরাধস্থলে ক্রিয়া এবং কৃপা, এই উভয়কে অপরাধভঞ্জিনী জানিবে। এ দুয়ের মধ্যে ক্রিয়া নিম্ন থেকে উপরের দিকে (বিলোমে, যথা লেশ-লব থেকে সুরু করিয়া) অপরাধ স্খালন করে; আর, কৃপা করে অনুলোমে, অর্থাৎ, বুদ্ধি-অহঙ্কার-মনকে নিরপরাধ, শুদ্ধ করিয়া।

**২৭ ॥ বজ্রসত্ত্বমতিবাজম্ ॥**

বজ্রসত্ত্ব লইলে অতিবাজ ॥

বাগাদ্যশনিসম্পাতে কোঽন্ধাঽতিত্রাসতেঽঞ্জসা।
বিনা বজ্রজিতং তার্ক্ষ্যং ক্রিয়াকৃপাশূরোত্তমম্ ॥ ১৬৩

পূর্বসূত্রের বজ্রহিতের মার্গ বলা হইতেছে। ভূয়িষ্ঠ অপরাধ যখন বাগাদি আশ্রয় করতঃ তাদের বজ্রের মত পতন উদ্যত করে, তখন বজ্রজিৎ তার্ক্ষ্য ব্যতীত আর কেহ-ই বা নিশ্চিত সৌষ্ঠবে সে ত্রাস থেকে মোচন করিবে বল (অতিত্রাসতে)? বজ্রজিৎ কিরূপ? তিনি ক্রিয়াকৃপা, এ দুয়ের সম্মিলিততনু শূরোত্তম। (পূর্বের 'সুপর্ণ' প্রভৃতি সূত্র স্মরণ কর।)

অষ্ট বৈ বজ্রসত্ত্বানি স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্।
বিন্দুনাদৌ তথা শক্তিঃ শিবশ্চ সামরস্যকম্ ॥
সংভেদ্যভেদকং স্থূলং সূক্ষ্মং দুর্ভেদ্যভেদকম্।
অভেদ্যভেদকং মূলং কারণঞ্চ যদুচ্যতে ॥
ভেদ্যাভেদ্যে ভিনত্তীমে বিন্দুর্বজ্রঘনোত্তমঃ।
যো ভেদ্যভেদকাভেদ্যঃ স নাদো মহতো মহান্ ॥
অভেদ্যভেদকাভেদ্যা শক্তির্যা শক্যমানতা।
ন বিন্দুর্নাপি নাদো যং ভিন্তে স শশিশেখরঃ ॥
ভেদ্যঞ্চ ভেদকঞ্চাপি সংযুক্তমুত কেবলম্।
পরমং বজ্রসত্ত্বং যৎ সামরস্যং তদেতি বৈ ॥
হিত্বা তৎপরমং স্থানং ভেদ্যাদিক্রমযুক্তিতঃ।
অতিবাজং স্থলং কিঞ্চিদববাজঞ্চ কিঞ্চন ॥ ১৬৪-৬৯

বজ্রসত্ত্বভাবনা এক ক্রমোন্নতা শ্রেণির ভাবনা। অষ্টপর্বে এ ভাবনা করিয়া লও। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, বিন্দু, নাদ, শক্তি (কলা), শিব এবং সামরস্য।

স্থূলরূপে বজ্রসত্ত্ব সংভেদ্যভেদক—যেটি স্থূলতঃ ভেদনযোগ্য, সেটির ভেদক। যথা, 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে'। প্রাণ এবং মানসক্ষেত্রেও এর দৃষ্টান্ত দেখিয়া লইবে। দুর্ভেদ্যভেদক সূক্ষ্ম বজ্রসত্ত্ব। দেখিয়াছি যে, বস্তুমাত্রই নেমি-অর-নাভি কিংবা তল-লম্ব-বেধ—এইরূপ আকৃতিতে সংগঠিত। কোন বস্তুর নেমি বা তল সংস্থা (sphere or plane of being) যেটি ভেদনসমর্থ, সেটি স্থূল; নেমি-অর, অথবা, তল-লম্ব, এ দুই মানে যেটি ভেদনসমর্থ, সেটি সূক্ষ্ম। আর, এ দুটি ছাড়াও তৃতীয় যে নাভি বা বেধমান, তাতেও যাহা ভেদনসামর্থ্য, সেটি কারণ। নাভি (hard core) অভেদ্য। নাভিরও অভ্যন্তরে 'মণিপুর' 'মণিবজ্র' আগে দেখা হইয়াছে। নাভি পর্যন্ত সব কিছুই ভেদ্যাভেদ্য; অর্থাৎ ভেদ্যও বটে, আবার অভেদ্যও বটে—a mixture of the penetrable and impenetrable. জড়ের ক্ষেত্রে the nucleus of the atom যেমন। প্রাণে pattern of the germplasm, মানসে ব্যষ্টিত্ব—individuality. এখন ভেদ্যাভেদ্য সর্বসংস্থা ভেদন করিতে সমর্থ বিন্দু বজ্রঘনোত্তম। অর্থাৎ, বিন্দুতে ভেদ্যাভেদ্যপর্ব ভেদনের পরাকাষ্ঠা। জপে স্থূলবাক্‌কে অ, উ ইত্যাদি কলা ভেদন করে; কলাসমূহকে উদিত-বিতত নাদ; সেতু এ দুটিকেই ভেদন করে; বিন্দু এ ত্রিতয়কেই। এবার নাদকে উদয়-বিতান-বিলয় ধারারূপে না দেখিয়া অখণ্ডৈক মহানরূপে দেখ। এ নাদ 'মহতো মহান'। একে কোন ভেদ্যভেদকই ভেদন করে না। কিন্তু যেহেতু বিন্দু (বজ্রসত্ত্বঘনোত্তম) ভেদ্য-অভেদ্য, এ দুয়েরি ভেদক, সুতরাং মহান্ নাদে বিন্দুর অব্যাপ্তি নেই। সুতরাং বিন্দু বলিতে পারে—'হে মহান্ নাদ! তুমি আমাতে পূর্ণশূন্যৈকরূপে ঘনীভূত হও।' নাদও বিন্দুকে বলে—'তুমি অখণ্ড মহান হও। বিন্দুব্রহ্ম হও নাদব্রহ্ম।' Point এবং Continuum-এর অন্যোন্যভাবিতা।

তারপর, শক্তি (কলনী)—যে শক্তি ব্রহ্মকে বিন্দু-নাদ উভয়থা কলন করে। এটিকে অভেদ্যভেদকাভেদ্য বলা হইতেছে। যেহেতু, এটি আদিকারণ, এবং এর সম্বন্ধে অপর কিছুরি কারণতা নেই, কাজেই, কোন 'অভেদ্য-ভেদক' (causal analysis; analysis pertaining to the 'navel' or 'core' of things), এই আদি কারণকে ভেদ করিতে পারে না; এ সর্বমূলরহস্যের 'উদ্ভেদ' সম্ভব হয় না। সব

কিছুর কারণে যাইয়া নিরুক্তি দেখা যায়; কিন্তু 'অমূলং মূলং'-টি নিজে 'অনিরুক্তম্'। এ শক্তিকে 'যতো হি শক্যমানতা' বলিয়া উদ্দেশ করা হইল। শক্যমান (to be functioning in any way) হইতে গেলেই যেটি চাই।

কিন্তু আবার যেহেতু শক্তি বিমর্শমূলা, প্রকাশরূপে তার আধিষ্ঠান আছেই। এটি শিবতত্ত্ব। এ অধিষ্ঠানে ভেদ্যাভেদ্যভেদক যে বিন্দু এবং ভেদ্যাভেদ্যকাভেদ্য যে নাদ—দুয়ের কোনটিরও ভেদসামর্থ্য নেই। Point and Continuum—এ দুয়ের কোনটাই শিবাধিষ্ঠানে 'ব্যাপক' নয়, পরন্তু তার 'ব্যাপ্য'। শিব সোমার্দ্ধশেখররূপে সেটি দেখাইতেছেন। It transcends both the Categories. প্রকাশ বিমর্শশক্তি হইলে তবে বিন্দু ও নাদ। 'ভেদ্যাভেদ্য-ভেদকাভেদ্য'-এই লক্ষণটি বর্তে প্রকাশের বিমর্শমুখীনতায়। এটিকে বিশ্লেষণ করিলে (১) ভেদ্যাভেদ্যভেদক, (২) ভেদ্যভেদকাভেদ্য, এবং (৩) অভেদ্য-ভেদকাভেদ্য—এই তিন পাওয়া যায়। বিন্দু-নাদ-কলা—এ তিনের অধিষ্ঠানরূপে স্থিত যে তত্ত্ব, সেটি শিব। এটি বজ্রসত্ত্বের সপ্তম স্থান।

তদনন্তর শিবশক্তি সামরস্য। প্রকাশ-বিমর্শ—দুই-ই এক অখণ্ড সমরসে অভিন্নমিলিত। এ সমরসে ব্রহ্ম এবং মায়া—দুই-ই 'একরস'। মায়া যতক্ষণ সদসদ্‌বিলক্ষণা অনির্বাচ্যা হইয়া ব্রহ্ম থেকে যেন 'তফাৎ' হইয়া রয়, ততক্ষণ সেই অনির্বচনীয় 'তফাৎ'টুকুকে ধরিয়া বিমর্শিনী বুদ্ধি দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদিরূপে সেই মায়ার চিরন্তনী জীর্ণকন্থায় 'জোড়াতালি' দিতে ছাড়িবে না।—It remains a logical 'fissure' in the Alogical Absolute to be assailed and cut asunder.

ব্রহ্মরূপ 'শুদ্ধ জলধিতে' ওভাবে 'মায়ার লবণ' মিশাইলে হইবে না। এক পরম অখণ্ডৈকরস অনুভূতিতে ব্রহ্মের 'মধু' আর মায়ার 'লবণ', দুই-ই একরস হইয়া যাওয়া চাই। এই সামরস্যকেই পরম বজ্রসত্ত্ব বলা হইল, কেননা, কেবল এই স্থলেই ভেদ্য এবং ভেদক, কেবল অথবা পূর্বোক্তরীতিতে সংযুক্ত হইয়া, অন্বয়ে অথবা ব্যতিরেকে, আর কোন অবকাশ পায় না। এ স্থলে আর কোন logically assailable 'fissure' থাকিল না।

একমাত্র এই পরম সমরসস্থল বাদে, আর সকল স্থলেই পূর্বোক্ত ভেদ্যাভেদ্য-ক্রমযুক্তিতে 'অতিবাজ' এবং 'অববাজ'—এ দুটি প্রযুজ্যমান হয়। অর্থাৎ, বজ্রসত্ত্বের

যে তেজঃ, বীর্য বা বেগ, সেটির 'অতি' এবং 'অব' এই দ্বিবিধ ক্রম। বজ্রসত্ত্ব নিজেকে এক শ্রেণীরূপে সাজাইয়া রাখে। যথা—ব্যাখ্যানে যে অষ্টবজ্র দেখান' হইল, তার শেষেরটি তুলনীয়তায় আসে না; অপর সাতটির সম্বন্ধে ঐ অতিবাজ-অববাজ। জপাদিতে 'মুখ' কোনদিকে লক্ষ্য করিতে হয়। ('বাজম্' সূত্র স্মরণ কর।) যেমন, বৈখরীজপ যথারীতি চলিলে আদৌ জপজন্য যে 'বাজম্', সেটি সংভেদ্যভেদক প্রথম বজ্রসত্ত্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তখন, প্রাণাপানবৃত্তিদ্বয় 'ভেদ' হইয়া সমানাদিকে সাক্ষাৎ সাবকাশ করে। সমানোদান বৃত্তিদ্বয় ভেদে ব্যান সন্ধিসন্ধানে দ্বিতীয় বজ্রসত্ত্বরূপ; এই ব্যানসন্ধি ভেদপূর্বক অর্দ্ধমাত্রাসেতুসন্ধানে তৃতীয়; উদিত নাদের সেতুসমাশ্রয়ে বিন্দুশায়নে চতুর্থ; বিন্দু এবং নাদ উভয়ের অভেদসামরস্যে পঞ্চম; কলা-নাদ-বিন্দু এ তিনের আদ্যাকলায় মিলনে ষষ্ঠ; এ চতুষ্টয়ের শিবাদ্বৈত অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাপনে সপ্তম; এবং পরমাব্যক্ত সমরসতায় নিখিলাঞ্জনে ও নিখিলনিরঞ্জনে অষ্টম।

**২৮॥ অনুরণনাতিশায়নপ্রচিতম॥**

অনুরণনের অতিশায়নে প্রচিত (পূর্বসূত্রকথিত বাজম্)॥

স্থানং যদতিবাজং তদূর্জ্জস্বদতিবেগবৎ।
অববাজং তু যৎস্থানং কাষ্ঠাং নিরূর্ম্মিমেতি তৎ॥
উচ্চনিম্নমধ্যমানাং স্পন্দানামনুস্পন্দনাৎ।
সমুচ্চয়েন সংহত্যা বেগাতিশায়নং ভবেৎ॥
সঞ্চয়োপচয়ৌ চাপি প্রচয়স্যোপকারকৌ।
প্রকর্ষেণ হেয়হানাদুপাদেয়স্য সংগ্রহাৎ॥
তদ্রূপপ্রচয়াৎ স্পন্দৈরতদ্রূপবিবর্জ্জনাৎ।
করকহীরকাদিষু ষড়ঙ্গাদিপ্রকারতাঃ॥
স্পন্দমাত্রেণ ন সিদ্ধমনুস্পন্দেন সিধ্যতি।
অনুরণনসম্ভাব্যং ক্রিয়াণাং প্রচয়ো মহান্॥ ১৭০-৭৪

অতিবাজাদি স্থলে অনুরণন বা অনুস্পন্দন ('resonance factor') এক আবশ্যকীয় অঙ্গ। অতিবাজ যে স্থল, সে স্থল ঊর্জ্জস্বৎ এবং অতিবেগবৎ ('radiant' with high ultra potency value); পক্ষান্তরে, অববাজ সেই স্থল, যার কাষ্ঠা (limiting position) নিরূর্মি অবস্থায় লয় পাইতে চায়—waves of evanascent potency value. প্রথমটিতে, অতিশায়ন; পরেরটিতে, অবশায়ন। উচ্চ, নীচ, মধ্যম—যে গ্রামেই স্পন্দক্রিয়া চলিতে থাকুক, সে স্পন্দক্রিয়ায় অনুস্পন্দন (resonance) যদি সম্ভাবিত হয়, এবং সে অনুস্পন্দনগুচ্ছের (resonance system -এর) যদি সমুচ্চয়পূর্বক সংহতি (summation and co-ordination of the resonance effects, as in Cyclotron, Radar etc.) ঘটে, তবে বেগের অতিশায়ন ঘটে। লক্ষ্য কর যে, নিম্নগ্রামের (infra) স্পন্দন সম্বন্ধেও এ সূত্র প্রযোজ্য। আসল কথা—স্পন্দনের অনুস্পন্দনশ্রেণি সঞ্জাত হইতে দাও; সেগুলি সমুচ্চিত ও সংহত হোক্। জপক্রিয়ার সামর্থ্য এইটির উপর সবিশেষ নির্ভর করে। ঐ বেগাতিশায়নকে এস্থলে 'প্রচয়' (প্রকর্ষেণ চয়) বলা হইল। সঞ্চয় এবং উপচয় (adding and accelerating), এ দুটি প্রচয়ের উপকারক। কেননা, এ দুটি সুষ্ঠুভাবে হইতে হইলে প্রকৃষ্টরূপে হেয়ের হান (elimination of the incompatible 'frequencies') এবং উপাদেয়ের সংগ্রহ (selection of the compatible, e.g. in the formation of a crystal) আবশ্যক হয়।

দৃষ্টান্ত করকা এবং হীরকাদি। এ সকলে যে ষড়স্রাদি আকৃতি (hexagonal প্রভৃতি pattern) রচিত হয়, সে রচনা তত্তদ্রূপের প্রচয় এবং অতত্তদ্রূপের পরিহারেই সম্ভাবিত হয়। জপধ্যানাদি সকল ক্রিয়াতেই, শুধু অনুকূল স্পন্দমাত্র জাত হইলেই হয় না; কেবল তাতেই ক্রিয়ার অভীষ্টসামর্থ্যসিদ্ধি ঘটে না। স্পন্দের সঙ্গে অনুস্পন্দের সমুচ্চয়-সংহতি ঘটিলে তবে সেটি হইতে পারে। (যেমন, ওঁকার কণ্ঠেই যাবৎ হইতেছে, তাবৎ অভীষ্টানুরূপ প্রচয় হইল না; হৃদয়, নাভি প্রভৃতি স্থান হইতে উদ্‌গত হইলে, অনুস্পন্দনসৃষ্টিদ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে।) অতএব, নিয়ত স্মরণীয় এই সূত্র—

ক্রিয়ায় যে মহান্ প্রচয়, সেটি উপযুক্ত অনুরণনদ্বারাই সম্ভাব্য। সর্বক্ষেত্রেই এ সূত্রের প্রয়োগ।

**২৯॥ ব্যশ্নুবদাব্যবধি ব্যবসিতম্॥**

যেটি ব্যবধি (separating interval), তাতেও ব্যশ্নুবান্ (ব্যাপনশীল) (expanding) হইলে ব্যবসিত (সুচেষ্টিত)॥

স্থূলসূক্ষ্মাদিবস্তূনাং সংস্থায়াং দেশকালয়োঃ।
কিয়দ্ব্যবধিজন্যঃ; স্যাৎ সঙ্করো বাঽপ্যসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈবাঽসঙ্করঃ শ্রেয়সে ভুবি।
বৃতীনাং শুক্লকৃষ্ণাণাং ব্যবধিবিস্তৃতিং কুরু॥
ধ্বনের্ণস্পন্দনানাঞ্চ মিশ্রণং পরিবর্জ্জয়েৎ।
অশ্মুষ্ব ব্যবধানেন শ্রেয়াংসি ব্যাজবিঘ্নতঃ॥
অসঙ্করেণ শুক্লানাং সংস্কারদৃঢ়তা ভবেৎ।
সঙ্করেণ প্রতিষ্ঠাং কোঽপ্যগমচ্ছাশ্বতীঃ সমাঃ॥ ১৭৫-৭৮

স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যষ্টি-সমষ্টি সকল পদার্থের, বিশেষতঃ দেশকালনিমিত্ত, কিয়ৎ-পরিমাণ ব্যবধি (interval separating being and functioning) ঘটে। এই ব্যবধি, দেশে-কালে-ক্রিয়াসম্বেগে, প্রতিটি বস্তু আর ক্রিয়াকে যেন বলে—'তোমার এই অবধি স্থিতি এবং বৃত্তি দেশে কালে; এইটি তোমার নিরূপিত নেমি; এর বাইরে অপর কিছু।' প্রতিটি পদার্থের নেমিমর্যাদা বজায় রাখার নিমিত্ত দেশ-কালে ব্যবধি (বা interval) আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। এক পদার্থ বা ভাব, আর অন্য পদার্থে বা ভাবে যদি নেমিমর্যাদা শুদ্ধ বজায় থাকে তো 'অসঙ্কর'; অন্যথায় কিনা, পরস্পরের নেমি এবং অর অযথা সংমিশ্রণে 'সঙ্কর'। 'অযথা' বিশেষণটি হইল লক্ষ্য করিও। স্পন্দের মিশ্রণে অভীষ্ট সমুচ্চয়-সংহতি যাতে ব্যাহত হয়, সেটি 'অযথা'। সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে বিশেষ করিয়া এটি বুঝিবে। সঙ্গীতে 'মিশ্র' স্বর এবং 'রাগ' আছে। কিন্তু মিশ্রণ অযথা হইলে সঙ্গীতের স্বভাবহানি। সঙ্কর ও অসঙ্করকে শুধু স্থূলপর্বেই দেখিও না; সূক্ষ্মপর্বেই বিশেষতঃ বিবেচন করিবে। জল আর মিছরি আলাদা আছে; মিছরির সরবতে মিশ্রণ হইল, কিন্তু অযথা নয়। জলে বালি বা ময়লার মিশ্রণে সঙ্কর। ভাবে বিরুদ্ধ রসের সঙ্কর হইতে নাই। এই সঙ্কর 'নরকায়ৈব'। পক্ষান্তরে, অসঙ্কর বা ক্রিয়ার নেম্যাদি মর্যাদাশুদ্ধি প্রভূত কল্যাণের নিদান। যেটি শুক্লাবৃত্তি, তার 'বৃতি' (own sphere)-কে কৃষ্ণাবৃত্তির বৃতি দ্বারা কুঞ্চিত, কুণ্ঠিত, কৃপণ হইতে দিতে নাই। নেমিবেধজন্য যে উভয়ের সঙ্কর, সেটিকে বল কুঞ্চিত; অরবেধজন্য কুণ্ঠিত; আর, নাভিবেধজন্য হইলে কৃপণ। শুক্লা এবং কৃষ্ণার মধ্যে নেম্যাদি সম্পর্কে যে ব্যবধি, সে ব্যবধির 'বিস্তৃতি' সাধন কর। Let the two keep apart from each other as far as possible. যেমন ধর জপে নাদশ্রবণে। নাদশ্রুতি শুক্লাবৃত্তি; ঝিল্লী-চুল্লীশ্রুতি অশুক্লা। দেশে, কালে, মাত্রাদিতে এ দুয়ের ব্যবধা-বিস্তৃতি যথাসম্ভব করিতে হয়। এইরূপ ধন এবং ঋণ, এ দুই জাতীয় স্পন্দনের মিশ্রণ (antipathy mixture) পরিবর্জনীয়; এবং যেটি শ্রেয়স্কর, সেটিকে ব্যাজবিঘ্নাদি (বৈরূপ্য-বৈগুণ্য)-থেকে যথাসম্ভব ব্যবধানে পাইতে যত্ন কর (অশ্নুষ্ব)। যে সকল শুক্ল, তাদের অসঙ্কর যে পরিমাণে সাধিত হইবে, সে পরিমাণে তাদের সংস্কারদৃঢ়তা ঘটিবে। কেননা, সঙ্কর সংস্কারকে করে 'সংহার'। সংস্কারের দৃঢ়তা না হইলে প্রতিষ্ঠা হয় না; তাই—অসঙ্করের আশ্রয়ে কে কবে অনন্তকালেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল (অগমৎ)?

'ব্যবসিত' মানে বিশেষভাবে, বৈলক্ষ্যাদিরহিতভাবে চেষ্টিত।

**৩০॥ ব্যানব্যায়ামব্যাত্তম্॥**

ব্যান ব্যায়ামে ব্যাত্ত (উদ্ঘাটিত, প্রসারিত)॥

ব্যবধিবিস্তৃতির্নৈব শূন্যাবকাশমাত্রতা।
শক্যতাসূচিকা যত্র শূন্যাঙ্কমেব সূচয়েৎ॥ ১৭৯

ধর, শুক্ল আর কৃষ্ণের মধ্যে ব্যবধা বিস্তৃতি হইয়া শুক্লের অসঙ্কর (শুদ্ধি) হইল। এই যে ব্যবধা বিস্তৃতির স্থল (the interval separating the two), সেটি কি শূন্যাবকাশমাত্র (power void or vacuum)? সেরূপ হইলে সে স্থলে 'শক্যতাসূচিকা' (the power indicator) শূন্যাঙ্ক সূচনা অবশ্য করিত। কিন্তু, বিশেষ বিশেষ জড়ীয় শক্তির বেলা ঐরূপ (zero of neutral point) সাধারণতঃ দৃষ্ট হইলেও, সর্বব্যাপনশীল এবং সর্বসন্ধিসংস্থাপক যে শক্তি (ব্যান), তার সম্বন্ধে শূন্যতার স্থল নেই জানিবে। তাই—

ব্যবধানেন যৎ ত্যক্তং তদ্ ব্যানেন প্রপূর্য্যতে।
তস্য ব্যাপনশীলত্বাৎ সন্ধিসংগ্রাহকত্বতঃ॥ ১৮০

দুটি বস্তুর অসঙ্করনিমিত্ত যে ব্যবধা সৃষ্ট হইল, সে ব্যবধা শূন্যমাত্র থাকে না, ব্যানের দ্বারা (by power plenum) প্রপূরিত হয়। এরূপ না হইলে সিতাসিত, ধন-

ঋণাদি বিপরীতগুলিকে বিপ্রকৃষ্টভাবে রাখা যাইত না। প্রকৃতি ফাঁকায় বড় নারাজ—Nature abhors vacuum.

জপস্পন্দেন ব্যাবৃত্তে চান্যোন্যতঃ সিতাসিতে।
ব্যানব্যায়ামব্যাত্তত্বাদ্ বিপ্রকৃষ্টে হি তিষ্ঠতঃ॥ ১৮১

জপস্পন্দ দ্বারা সিতাসিত, এক অন্য থেকে ব্যাবৃত্ত হইলে, তারা, ব্যানের ব্যায়াম (pervasive filling-up) বশতঃ, 'ব্যাত্ত' বা ব্যাদিত হইয়া, বিপ্রকৃষ্ট (parted asunder) ভাবেই অবস্থিত হয়।

নিঃশক্তিকেন কেনাপি হ্যবরং দূরমৃচ্ছতি।
ব্যাপিকা বজ্রসত্ত্বা যা তয়াঽপাস্তং নিবর্ত্ততে॥ ১৮২

নিঃশক্তিক বা অল্পশক্তি কোন কিছু দ্বারা যেটি অবর, সেটিকে হয়ত' বা দূরে সরান যায়; কিন্তু সেভাবে সরিলে অবরের নিবৃত্তি হয় না; সে আবার প্রবল হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু, ব্যাপিকা বজ্রসত্ত্বা দ্বারা যেটি অপাস্ত হয়, সেটি নিবৃত্তই হয়। (যেমন তোমার ক্ষেতে গরু ছাগল ঢুকিলে ঢেলা মারিয়া কেবলি তাড়াইয়া মর; কিন্তু মজবুদ দেওয়াল দিয়া যদি ক্ষেতটি ঘের, তা হইলে?) কাজেই, সিতাসিত, বরাবরের ব্যবধান ব্যানব্যায়ামে পূর্তি করা চাই। তারপর, ব্যাত্ত।

ব্যাত্তাননাদিরূপেণ ব্যায়ামো যঃ প্রদর্শিতঃ।
মুখ্যপ্রাণস্য তেনৈব হ্যবরেষু বরং বৃণু॥
অসৃগ্ বীজাদিনাশায় ব্যাদিতাস্যেব চণ্ডিকা।
ব্যায়ামেন হি ব্যানস্য ন ঈশিষ্ব জপেশ্বরি॥ ১৮৩-৮৪

রক্তবীজাদির নাশের নিমিত্ত শ্রীশ্রীচণ্ডিকা যেরূপ 'ব্যাত্তাননা' হইয়াছিলেন, সেইরূপ হে জপেশ্বরি! তুমি ব্যানের ব্যায়াম দ্বারা আমাদের ঈশ্বরী হও। অর্থাৎ, আমাদের পালন কর। ব্যাত্তাননাদিরূপে মুখ্যপ্রাণের যে ব্যানব্যায়াম, সেইটিই প্রদর্শিত। এই পরম কৌশল দ্বারা অবররাশি থেকে যেটি বর, সেটিকে বাছিয়া লও এবং রক্ষা

কর। জপকর্মে উদয়-বিলয় সন্ধিস্থলে এই ব্যানকে ধরিয়া বর যে বিন্দু, তাতে অভিসম্পন্ন হইতে হয়। এই সন্ধি এবং ব্যাপন ঠিক রহিলেই জপাদিতে সর্ব অবরের নিশ্চিত পরিহার হইবে; নইলে তারা যেন সেই 'পাপের ভূত', গাছের ডালে রহিল; গঙ্গাস্নান সারিয়া উঠিলেই আবার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল!

**৩১ ॥ সংখ্যয়া পূরণং সম্পদাঽপূরণং মন্ত্রযন্ত্রাদিভিরনুপূরণমাপদা প্রতিপূরণং দৈবেন সম্পূরণম্ ॥**

(জপাদি ক্রিয়ায়) সংখ্যা দ্বারা পূরণ, সম্পৎ দ্বারা আপূরণ, মন্ত্রযন্ত্রাদি দ্বারা অনুপূরণ, আপৎ দ্বারা প্রতিপূরণ, এবং দৈব কর্তৃক সম্পূরণ॥

মণৌ কোষাদিব্যূহেষু বিকিরণাদিষু ছন্দসা।
সংখ্যামুখ্যত্বদৃষ্টত্বাৎ সংখ্যয়া পূরণং ভবেৎ॥ ১৮৫

হীরকাদি মণিতে (crystals), জীবকোষে (germ cells), শব্দ-আলোক-তাড়িতাদি ছন্দ সহকারে সর্ববিধ স্পন্দ বিকিরণে সংখ্যার ('Number Principle') মুখ্যত্ব দেখা যায় বলিয়া, জপাকৃতি এবং জপস্পন্দের 'পূরণ' সংখ্যা দ্বারা হইয়া থাকে। হবনাদিতেও আহুতিসংখ্যা দ্বারা পূরণ। পূরণ মানে? জপাদিতে সুষমস্পন্দ সংখ্যাসহকারে চলিতে থাকিলে, হেয়হান এবং চেয়চয়ন, এই দুটি আবশ্যক কর্ম সাধিত হয়; ফলে, ব্যাজবিঘ্নাদি প্রতিবন্ধক রহিত ফলাপূর্ব নির্মিত হয়। তাই—

চেয়স্য চয়নী সংখ্যা হেয়স্য হরণী তথা।
সংখ্যোপযোগযুক্তত্বে সম্ভবতি সমুচ্চয়ঃ॥ ১৮৬

আগে দেখা হইয়াছে যে, সমুচচয় (summation in coordination) ব্যতীত কোন স্পন্দ 'প্রচিত' হয় না, এবং 'অতিবাজ' ভূমিতেও যায় না। সুতরাং, সমর্থ ফলাপূর্ব নির্মাণও তদ্ দ্বারা ঘটে না। লক্ষ্য কর যে—সংখ্যাই (পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা) চেয় বা উপাদেয় স্পন্দগুলিকে চয়ন করে, আর, হেয়গুলিকেও (undesired reactions) হরণ করে। কাজেই, উপযুক্ত সংখ্যাশক্তিযুক্ত হইলেই হয় সমুচ্চয়। নচেৎ, চয়নী আর হরণীতে সঙ্কর-সঙ্ঘর্ষই চলে; পূরণীটি রহে দূরে।

বিঘ্নৌঘশমনঃ সিদ্ধৌ সমুচ্চয়ো হি পূরণম্।
প্রকৃত্যাপূরণং তস্মাচ্ চেয়ং হেয়ঞ্চ সম্পদা॥ ১৮৭

সিদ্ধির নিমিত্ত বিঘ্নৌঘশমন যে সমুচ্চয়, সেটিই পূরণ জানিবে।

আর 'সম্পৎ' কি করে? পূর্বব্যাখ্যাত প্রকৃতির 'আপূরণ' করে। এ আপূরণ কেবল যে চেয়ের (উপাদেয়ের) এমন নয়; হেয়েরও হয় আপূরণ। শুক্লাশুক্ল, ধন-ঋণ, সুরাসুর দুই পক্ষেরি হয় আপূরণ। প্রতিটি তার unlimited reserve of power থেকে draw করে। তবে লক্ষ্য কর—

সঙ্ঘাতচেয়লিঙ্গেন মন্ত্রাদ্যৈরনুপূরণম্।
প্রতিঘাতেঽন্যথালিঙ্গাদাপদা প্রতিপূরণম্॥ ১৮৮

'লিঙ্গ'=সূচক ('reactive index')। লিঙ্গ দ্বিবিধ। সঙ্ঘাতচেয়=স্পন্দের অভীষ্ট সমুচ্চয়-সংহতি লক্ষ্যে যে চয়ন (selective summation and co-ordination), তার সূচক—Positive Index. এই এক। আর, প্রতিঘাত করিবে যে হেয় স্পন্দ (contra-indicated), তার সূচক—Negative Index. এখন মন্ত্রাদি জপদ্বারা প্রথম যে লিঙ্গ (চেয়), সেটির অনুপূরণ সাধিত হয় ('অনু', কিনা, অন্বয়ে পূরণ)। আর 'আপৎ' করে হেয়লিঙ্গের প্রতিপূরণ (প্রতিরুধ্য বা প্রত্যাহৃত্য পূরণম্)। অর্থাৎ, হেয়কে প্রতিরোধ করে—counteracts what is contra-indicated. কাজেই, আপৎ হেয়হানের হেতু হইয়া থাকে (অবশ্য, কৌশলে)।

(সম্পৎ-আপৎ সূত্রগুলি পুনশ্চ প্রণিধান কর।)

শঙ্করেণ হি দৈবেন সম্পূরণং সমঞ্জসম্॥ ১৮৯

দৈব=শঙ্কর। জপাদি কর্মে যাবৎ সঙ্করে অসঙ্করে দ্বন্দ্ব চলে, তাবৎ জপের 'শঙ্করায়ণ' হয় না। তাবৎ জপ যথার্থ 'দৈব' (দ্যৌঃ অনুগৃহীত) হয় না; সুতরাং, ক্রিয়ার

যেটি সমঞ্জস সম্পূরণ (harmonized integration), সেটি সাধিত হয় না। অথবা—ভাগবতী শক্তি শঙ্করধারায় যাবৎ অবতীর্ণ না হইতেছেন, তাবৎ উহা সম্ভাবিত হয় না—Individual effort consummated by Divine Communion and Grace.

৩২॥ অসংখ্যয়া হরণমবিদ্যয়া প্রহরণমপ্রজ্ঞয়া প্রতিহরণমশ্রদ্ধয়া সংহরণমপূর্ব্বয়াঽহরণপরিহরণে॥

অসংখ্যায় হরণ, অবিদ্যায় প্রহরণ, অপ্রজ্ঞায় প্রতিহরণ, অশ্রদ্ধায় সংহরণ, এবং 'অপূর্ব্বয়া' আহরণপরিহরণ॥

পূর্বসূত্রে পূরণপঞ্চক, বর্তমান সূত্রে হরণষট্ক।

পূরণপঞ্চকং যদ্বৎ সংখ্যাদিপঞ্চকক্রমাৎ।
তদ্বদ্ হরণষট্কঞ্চাপ্যসংখ্যাঽবিদ্যাদিহেতুকম্॥ ১৯০

সংখ্যা, সম্পৎ ইত্যাদিতে যেমন পূরণপঞ্চক প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ অসংখ্যা, অবিদ্যা ইত্যাদিতে হরণষট্ক প্রদর্শিত হইতেছে। পূরণের মত হরণের স্থলগুলিও ভাবিয়া রাখিতে হয়।

যথাযোগ্যতয়া মানমন্যূনঞ্চাধিকং ন বা।
অভীষ্টফলসিদ্ধ্যর্থং যথেষ্টং যত্তদাশ্রয়েৎ॥
সমর্থা হি ভবেৎ সংখ্যা প্রতুলা প্রচুরা চ যা।
যোগ্যমাত্রস্য প্রাতুল্যং প্রাচুর্য্যং যোগ্যমানতঃ॥
অসংখ্যেতি বিজানীহি হ্যযোগং মানমাত্রয়োঃ।
যোগাদেকো জপঃ সিদ্ধো নাযোগাৎ কোটিসংখ্যকঃ॥
পরিনিষ্ঠিতসংখ্যায়া ব্যতিক্রমো হরেৎ ফলম্।
যথা হি করকোৎপত্তৌ শৈত্যমানব্যতিক্রমঃ॥ ১৯১-৯৪

সংখ্যা (Quantity Factor) অভীষ্ট ফল সিদ্ধির নিমিত্ত যথাযোগ্য এবং যথেষ্ট (requisite and sufficient) হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যূন এবং অনধিক

মান থাকিবে—shortage or excess, দুয়ের কোনটি অভীষ্ট ফলপ্রদ নয়। কেননা, যে ফলটি নির্মিত হইবে সেটি (as form or as function), তার নিজস্ব সংখ্যামানেই স্থিত। এরূপ সংখ্যাকে পরিনিষ্ঠিত সংখ্যা বলে (characterizing quantity)। যেমন, করকা (ice) উৎপত্তিতে। এস্থলে শৈত্যমান 32°F-এ আসা চাই। তন্ন্যূনেও সেটি হইবে বটে, কিন্তু স্ফটিকাদি রচনায়, জীবকোষাদির উদ্‌বর্তনে পরিনিষ্ঠিত সংখ্যার প্রায়শঃ ঊর্দ্ধাধঃ কোন দিকেই ব্যতিক্রম হইলে হয় না। জপাদি ক্রিয়ার ফলাফল যে স্পন্দবিজ্ঞানের আধারে নির্ভর করে, সেখানে তো সংখ্যা সমর্থা হইতে গেলে, সেটিকে 'প্রতুলা' এবং 'প্রচুরা' হইতেই হয় (requisite and sufficient, neither short nor in excess)। সংখ্যা সম্বন্ধে মাত্রা ও মান—এ দুটির হিসাব রাখিতে হয়। মাত্রা হইল scale and volume or magnitude measure, যথা, ডিগ্রী ইত্যাদি; মান=number measure. যেমন, গানে স্বরের pitch and volume and 'span'. স্পন্দমাত্রই এই হিসাবে দেখিতে হয়। এখন, জপাদিতে সেই সংখ্যাই সমর্থা, যেটি 'যোগ্যমাত্র' (প্রতুল) এবং 'যোগ্যমান' (প্রচুর)। মানমাত্রা—এ দুয়ের অযোগকে 'অসংখ্যা' জানিবে; অর্থাৎ যাতে magnitude measure and number measure, এ দুয়ের অভাব আছে। যদি ঠিক 'যোগ'টি সাধিত হয় তো, এক জপেই সিদ্ধি; নচেৎ, অযোগে, কোটি সংখ্যক জপেও সিদ্ধি নেই।

পরিনিষ্ঠিত সংখ্যার (যেভাবে দেখা হইল) ব্যতিক্রম ফলের হরণ করে। হরণ কিসের কিসের হয়, তা বলা হইতেছে—

ক্রিয়া হৃতা ক্বচিদ্ যাগে ক্বচিদ্ বা কারকং হৃতম্।
হরণমুপযোগস্য দৃষ্টাদৃষ্টফলস্য চ॥ ১৯৫

(১) ক্রিয়ার হরণ, (২) কারকের হরণ, (৩) উপযোগের হরণ, (৪) দৃষ্টফলের হরণ, (৫) অদৃষ্টফল বা অপূর্বের হরণ। দৃষ্টান্ত সহকারে এই পঞ্চহরণ বুঝিয়া লও। তারপর, অবিদ্যা—

অবিদুষামৃতাম্নায়মনৃতাধ্বসু বিভ্রমাৎ।
প্রহরতি ত্রিধাঽবিদ্যাঽযোগবিয়োগসংযুগৈঃ॥ ১৯৬

ক্রিয়ার যেটি ঋতাম্নায় (right technique), সেটি যাদের জানা নেই, তারা অনৃতাধ্বে (wrong or non-technique-এ) বিভ্রান্ত হয়।

বিভ্রমে, যেমন চোখ বুজিয়া বিপথে চলায়, হয় পদে পদে 'প্রহরণ'। এটি আবার ত্রিবিধ—(১) অযোগ—অভীষ্টের সঙ্গে যোগ নেই—apathy; (২) বিয়োগ বা বিরুদ্ধভাবে যোগ—যেমন, উল্টা পথে চলায়—antipathy; (৩) সংযুগ—ইষ্টের সাথে সংঘর্ষ—antagonism.

তারপর অপ্রজ্ঞা—

অজানতাং হি যদ্ গূঢ়ং যাগঃ প্রতিজিহীর্ষতি।
ন হি লাভায় লব্ধব্যং জীবনমবিপশ্চিতাম্॥ ১৯৭

যেটি গূঢ় ভাব বা মর্ম, সেটি না জানিয়াই যদি যাগ (জপাদি) অনুষ্ঠিত হয়, তবে সে যাগ 'প্রতিহরণ' করিতে চায়—an act performed without knowledge and insight keeps back and makes unavailable the desired fruit in actual experience. তাই—যেটি লব্ধব্য, সেটির লাভের নিমিত্ত অবিপশ্চিতের জীবন হয় না। সারজ্ঞ এবং সারসন্ধানী না হইলে কেবল অসারের বোঝা বহিতেই জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। রাজহংস হও।

অশ্রদ্ধায় সংহরণ—

শ্রদ্ধামূলো যতো যাগোঽ
শ্রদ্ধামূলং জিহীর্ষতি।
সমঞ্জস-সমাবৃত্তি-
সংহরণ-পটীয়সী॥ ১৯৮

শ্রদ্ধাই যখন যাগের মূল, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে—অশ্রদ্ধা যাগের মূলটিকেই হরণ করিতে চায়। অশ্রদ্ধা সমঞ্জস যে সমাবৃত্তি (harmonized accession and integration), তার সংহরণী। Lack of faith, interest and devotion lead to complete failure in harmonized integration. অশ্রদ্দধানের যাগ নিষ্ফল।

শেষে, অপূর্ব্বা।—'Emergent co-efficient'. এটি পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই; ক্রিয়াসম্বেগ এক এক মেরুতে উপনীত হইলে এটি 'যেন সহসা' দেখা দেয়। এর দ্বারা আহরণ এবং পরিহরণ, দুটিই সাধিত হয়। অদৃষ্টে বা অপূর্বে ধন (+) এবং ঋণ (—), দুয়ের যুগ্মক থাকে। তাই—

ধনত্বেন হ্যুপাদানং যুগ্ম আহরণং মতম্।
ঋণত্বেন কৃতে হানে পরিহরণমুচ্যতে।
অপূর্ব্বয়া হি বৃত্ত্যা দ্বে হরণে ভবতস্ত্বিমে॥ ১৯৯

অপূর্বা যে বৃত্তি, তদ্দ্বারা এই প্রকারের হরণ হয় (ভবতঃ)—আহরণ ও পরিহরণ। ধর, কোন সম্ভাব্য ফল (probable result)। সেটি আহরণের বস্তু হইতে পারে, আবার পরিহরণের বস্তুও হইতে পারে; সেটির উপাদান অথবা হান। সম্ভাব্য ফলটি (+, -)—এই আকারের। অর্থাৎ, তাতে কিছুটা ধনে, কিছুটা ঋণে। যেমন, কোন ব্যবসায় ফল—লাভও আছে, লোকসানও আছে। তা সত্ত্বেও যদি ঐ ব্যবসায় লাগিয়া যাই তো—আহরণ (উপাদান) হইল। আকৃতিটি হইল— + (+, –)। অর্থাৎ, লাভ লোকসান তাদের 'মান' বদলাইল না। কিন্তু (ভাবিয়া চিন্তিয়া) কাজটি যদি নাই করি, তা হইলে 'পরিহরণ' (হান)। এর আকৃতি— – (+, –)। অর্থাৎ, খতাইয়া দেখা গেল যে—সম্ভাব্য লভ্য ধন কমতির দিকে, আর সম্ভাব্য ক্ষতি বাড়তির দিকে; কাজেই, ও কারবারে হাত না দেওয়াই ভালো।

পরের সূত্রে এটি আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

**৩৩॥ অদৃষ্টাহরণপরিহরণানুপাতনিয়ামকত্বমদৃষ্টত্বং,**
**দৃষ্টে তু কর্ম্মত্বং দৃষ্টাদৃষ্টে চ ক্রিয়াত্বম্॥**

অদৃষ্ট আহরণ (উপাদান) এবং পরিহরণ (হান) অনুপাত নিয়ামক অদৃষ্ট। দৃষ্টে কর্ম; দৃষ্টাদৃষ্টে ক্রিয়া॥

ধর, ক, খ, দুটি পদার্থ। ক-এর 'অদৃষ্ট' খ সম্বন্ধে বলিতে কি বুঝিতে হইবে? এ দুটির মধ্যে পারস্পরিক আহরণ-পরিহরণ ('take it or leave it') রূপ কারবার (commerce) চলিতেছে। ব্যক্তক্ষেত্রে—in the patent, kinetic field; এবং

অব্যক্তক্ষেত্রে—in the latent, potential field. ব্যক্তক্ষেত্রে যেটি ঘটিতেছে, সেটি 'দৃষ্ট'; অব্যক্তক্ষেত্রে (নেপথ্যে) 'অদৃষ্ট'। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট, উভয়েই 'প্রত্যক্ষ' মেয়তাবচ্ছিন্ন (having measurability)। অর্থাৎ, ব্যক্তক্ষেত্রেই শুধু মেয়তা ধর্ম আছে এমন নয়; অব্যক্ত যে potential field, সেখানেও আছে। আর, সে মেয়তা আহরণ-পরিহরণের অনুপাত-বিষয়িণী। এটি গণনায় আসে বলিয়া প্রত্যক্ষ—calculable, and to that extent, foreseeable. সুতরাং, 'ক' এবং 'খ'—এ দুয়ের 'অদৃষ্টে' হইল সেটি, যেটি অব্যক্ত ব্যবহারক্ষেত্রে (in the pragmatic potential field), তাদের মধ্যে উক্ত বিনিময়-অনুপাতটি ঠিক করিয়া রাখে।

প্রত্যক্ষং মেয়তোপেতং দৃষ্টাঞ্চদৃষ্টমেব চ।
ব্যক্তক্ষেত্রং যদা দৃষ্টমব্যক্তক্ষেত্রমন্যথা॥
আহরণমব্যক্তাদ্ (যৎ) পরিহরণমপ্যতঃ।
ব্যক্তে চ বস্তুসম্পর্কে সম্ভবতোঽনুপাততঃ॥ ২০০-২০১

বস্তু সকলের পারস্পরিক সম্পর্কে, অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, উভয় ক্ষেত্রেই, আনুপাতিকভাবেই আহরণ-পরিহরণ ঘটে। অর্থাৎ, পারস্পরিক ব্যবহারে এক আনুপাতিক সংস্থা ঠিক করিয়া দেয় লেন-দেন এই অনুপাতে হইবে।

জীবোঽয়মশ্মসম্পর্কেঽব্যক্তোপাদানহানয়োঃ।
অনুপাতবিশেষেণ ব্যবহরতি কার্য্যতঃ॥ ২০২

এই এক জীব, আর এক অশ্ম বা প্রস্তর। দেখিতেছি—ঐ জীববিশেষ ঐ প্রস্তর সম্পর্কে, এবং ঐ প্রস্তরবিশেষও ঐ জীব সম্পর্কে কার্যতঃ (pragmatically) একপ্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে রহিয়াছে; যেমন, ঐ জীবের সম্পর্কে ঐ প্রস্তর চেতনাহীন জড় অথবা কোন দেববিগ্রহ। এই যে ব্যবহারিক সম্পর্ক, সেটি অব্যক্তক্ষেত্রে তাদের উভয়ের উপাদান-হানের অনুপাত বিশেষের দ্বারাই নিরূপিত হয়।—Is determined by the ratio of mutual 'give and take' in the potential field. সেই অনুপাতই নেপথ্যে রহিয়া নির্দেশ দিতেছে—'তোমাদের ব্যবহারিক আদান-প্রদান এইভাবে

হইতে থাকুক।' শুকদেবের প্রব্রজ্যায় ব্যাসদেব মুহ্যমান হইলে 'তরবোঽপি নেদুঃ'। সাধারণ-ব্যবহারিক অনুপাত সে ক্ষেত্রে অন্যরূপ হইল।

অশ্মনো জীবসম্পর্কে ব্যবহারনিয়ামকঃ।
অনুপাতবিশেষোঽস্তি চাব্যক্তাদ্ গ্রাহ্যহেয়য়োঃ॥ ২০৩

জীবের যেরূপ অশ্ম সম্পর্কে, সেরূপ অশ্মেরও জীব সম্পর্কে ব্যবহারনিয়ামক এক অনুপাত বিশেষ আছে। সে অনুপাত অব্যক্তক্ষেত্রে গ্রাহ্য এবং হেয়ের (what is to be taken and what left) অনুপাত। তত্ত্বতঃ প্রতিটি পদার্থেই ব্রহ্ম অথবা মহামায়া অনুপ্রবিষ্ট; তথাপি ব্যবহারে পরস্পরের গ্রহণ-বর্জন রূপ বিনিময়ের অনুপাত বাহাল রহিয়াছে, এবং সেটি মুখ্যতঃ অব্যক্তক্ষেত্রে—অদৃষ্টদ্বারা। তাই, জীবসম্পর্কে অশ্মের, এবং অশ্মসম্পর্কে জীবের অদৃষ্ট।

আচ্ছা, এ অনুপাত কি অপরিবর্তনীয়?

পারস্পরিকসম্পর্কেঽদৃষ্টং জীবস্য চাশ্মনঃ।
নিয়তমনুপাতেন কর্ম্মণা পরিবর্ত্তিতম্॥ ২০৪

জীব আর অশ্মের পারস্পরিক সম্পর্কে, অনুপাতসূত্রে নিয়ত এবং নিয়ামক যে অদৃষ্ট, সে অদৃষ্ট অনড় নয়, পরন্তু কর্মদ্বারা পরিবর্তিত হয়। অদৃষ্ট ও কর্ম পরস্পরকে 'নিরূপিত' করে—cyclic causation.

কর্ম আর ক্রিয়ার বিশেষ আছে—

ব্যক্তক্ষেত্রে কর্ম্মবৃত্তিরব্যক্তে সা ক্রিয়োচ্যতে।
দৃষ্টবিষয়তা চাদ্যে দৃষ্টাদৃষ্টস্থলে ক্রিয়া॥ ২০৫

ব্যক্তক্ষেত্রে কর্মবৃত্তি; অব্যক্তে সেটিকে বল ক্রিয়া। কর্মে তার বিষয়টি দৃষ্ট (patent); দৃষ্টাদৃষ্ট উভয় বিষয়স্থলে ক্রিয়া। সুতরাং, ক্রিয়া ব্যক্তাব্যক্ত (kinetic-potential) উভয়কেই অধিকার করে—it is in the nature of 'Stress'.

ক্রিয়া-কর্মের সম্পর্ক পরের সূত্রে স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

**৩৪ ।। ক্রিয়াকর্ম্মভ্যামদৃষ্টদৃষ্টফলত্বম্ ।।**
ক্রিয়া এবং কর্মের দ্বারা অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট ফল ॥

জপাদি ক্রিয়া মুখ্যতঃ অদৃষ্ট ফলজনক, জপকর্ম দৃষ্ট ফলজনক বটে, তথাপি পরম্পরা সম্বন্ধে জপক্রিয়া দৃষ্টাদৃষ্ট উভয় ফলজনক।

দেশকালাদিব্যূহানাং সংস্থাহদৃষ্টমিতি স্থিতে।
রেণোরপি চ যদ্ ভাবি (তদ্) ভুবনাদৃষ্টপূর্ব্বকম্ ॥ ২০৬

দেশ-কাল-বস্তু সম্বন্ধের সঙ্ঘাত-ব্যূহসমূহের সংস্থা (the given ensemble) অদৃষ্ট—এইটি যদি গ্রাহ্য হয় তো, এই ভুবনের অন্তর্গত কোন এক রেণুরও যেটি 'ভাবী' (becoming or behaving at the next moment), সেটি নিখিল ভুবনাদৃষ্টপূর্বক—has as its antecedent the entire cosmic context of the four fundamental predicables. সমগ্র ভুবনের অদৃষ্টকে পূর্বে রাখিয়া তবে একটা রেণুকেও নড়িতে হয়।

ন ক্বচিদ্ রণনং রেণো র্নো চেদ্ বৈরাজকম্পনম্।
ন ক্বচিদয়তে বিন্দু র্নো চেন্ মহাব্ধিরেজতে॥ ২০৭

বৈরাজ কম্পনের (cosmic vibration এর) আধার না পাইলে একটা রেণুরও কোথাও রণন নেই; এবং মহাব্ধি যদি এজমান (in agitation) না থাকে তো তার একটা বিন্দু অয়মান থাকে না। রেণু-বিরাটে, বিন্দু-সিন্ধুতে এমনি শক্তি-সৌহার্দ!

স্থূলসূক্ষ্মাদি-সংব্যূঢ়-ভুবনচক্রনেমিষু।
অদৃষ্টনির্ম্মিতা সংস্থা স্তম্বব্রহ্মাদি-প্রাণিনাম্॥ ২০৮

একটা তৃণ থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকল প্রাণিবর্গের সংস্থা (the given status or place in the scheme of beings) অদৃষ্ট দ্বারাই নির্মিত; কোথায় সংস্থা?

—স্থূল-সূক্ষ্মাদিরূপে সংব্যূঢ় (organised, systemized) এই যে ভুবনচক্র (the cosmic cycle of events), তার নেমিসমূহে (in its component orbits—যেমন, আমাদের সৌরজগতে সীমিত যে ভুবনচক্র, তার অন্তর্গত প্রতিটি গ্রহোপগ্রহাদির)। আণব দেশেও অনুরূপ। তা হইলে the laws or principles of cosmic statics দ্বারাই ভুবনান্তর্গত প্রতিটি বস্তুর সংস্থা বিধৃত হইতেছে। এখন, এই ভুবনাদৃষ্টকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, দুইভাবে দেখ—

ব্যষ্টিসমষ্টিভেদেন চাদৃষ্টং গণ্যতে দ্বিধা।
বস্তূনামিহ প্রত্যেকং চাদৃষ্টকর্ম্মসম্পুটম্॥ ২০৯

ব্যষ্টি এবং সমষ্টি ভেদে অদৃষ্টকে দ্বিধা দেখিলে, ইহাও দেখিতে হয় যে—প্রতিটি বস্তু অদৃষ্ট এবং কর্ম, এ দুয়ের সম্পুট, যেহেতু, বস্তু কেবল স্থিত্যাত্মক নয়, গত্যাত্মক (changing, evolving)। অদৃষ্ট আর কর্ম আপনাদের মধ্যে 'যেন' একটা ভাগবন্দোবস্ত (division of function) করিয়া লয়—

সংস্থাবস্থে হ্যদৃষ্টেন ব্যবস্থা কর্ম্মণা ভবেৎ।
চক্রনেমিস্থিতস্যাপি স্তম্বস্য কর্ম্ম বর্ত্ততে॥ ২১০

চক্রনেমিতে স্থিত একটি যে তৃণ, তারও অদৃষ্ট এবং কর্ম দুই-ই আছে জানিবে। তার সংস্থা এবং অবস্থা (কোন এক নাভি উদ্দেশে সংস্থা; কোন এক নেমি উদ্দেশে অবস্থা—nuclear relation and orbital position) অদৃষ্টনিমিত্ত। কিন্তু তার ব্যবস্থা কর্মসাধ্য। কর্ম তার ব্যবস্থা (যাহা বিশেষভাবে 'অর'-কে বিষয় করে) ঠিক করে। এই নেমি (actual orbit), আর ঐ নাভি (nuclear control), এ দুয়ের ব্যবস্থা (interval) নিরূপণ করে অর। সুতরাং, অর (lines of links of correlation) যদি বদল হয় তো, শুধু নেমি নয়, নাভির সঙ্গে সংযোগও বদল হইল (বিরাটে এবং আণবে এটি ভাবিয়া দেখ)। এটিকে বলা যায় ব্যবস্থান। কর্মের দ্বারা এটি সাধিত হয়।

কর্মকে এই অধিকার দিলে কেন?

ব্রহ্মত্বাদপি স্তম্বস্য ন স্বভাবাপমর্দ্দনম্।
সর্ব্বং সংস্থাবশত্বেঽপি হ্যাত্মবশং স্বভাবতঃ॥ ২১১

ব্রহ্মা থেকে তৃণ অবধি কারুর, যেটি স্বভাব, তার অপমর্দন (আমূল অন্যথা—complete contradiction) হয় না। সকলেই ব্যবহারতঃ সংস্থাবশ হইলেও; স্বভাবতঃ অবশ্যই আত্মবশ। কেননা, দেখা হইয়াছে যে, পরমাত্মাই তার আত্মা, লীলাকৈবল্যরূপ যে আনন্দ, সেই আনন্দই তার 'হৃৎ'। স্বরূপে, স্বভাবে সব কিছুই আত্মরাট্।

তথাপি, ব্যবহারে—

অদৃষ্টচালিতং সর্ব্বং চক্রেষ্বিহ ভ্রমদ্ ভ্রমৎ।
হ্যবশমিব কর্ম্মাণি কুর্ব্বদদৃষ্টমশ্নুতে॥
অদৃষ্টাজ্জায়তে কর্ম্ম কর্ম্মণাদৃষ্টমূর্জ্জিতম্।
কর্ম্মাদৃষ্টকৃতে ঘূর্ণি-পাকে সর্ব্বং নিপাতিতম্॥
তথাপি কর্ম্মণাং মূলে মাত্রাঽনন্দস্য বর্ত্ততে।
হ্যবশং প্লবমানস্য মোক্ষসম্ভাবনা যতঃ॥ ২১২-১৪

সর্ব আত্মবশ স্বভাবতঃ হইলেও, অদৃষ্ট চালিত হইয়া অবশের মত চাকায় চাকায় ঘুরিতেছে; আর, চাকায় ঘুরিতে ঘুরিতে যে কর্ম করিতেছে, তাতেই আবার অদৃষ্ট লাভ করিতেছে। অদৃষ্ট থেকে জাত হয় কর্ম; কর্ম দ্বারা অদৃষ্ট হয় উর্জ্জিত; এভাবে কর্মাদৃষ্টকৃত যে ঘূর্ণিপাক, তাতে সবই নিপাতিত। যদ্যপি এইরূপই দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি কর্মের মূলে, আধার, প্রেরণা এবং লক্ষ্যরূপে, আনন্দের মাত্রা অবশ্যই আছে। এবং যেহেতু আনন্দই মূলে, তাই চক্রের বন্ধন থেকে মুক্তিও সম্ভাবিত। কর্মাদৃষ্টের দুর্নিবার স্রোতে অসহায়ের মত যে ভাসিয়া চলিল, তারও উপায় ঐ আনন্দ-লীলাস্বরূপ আত্মসংবিতে।

আদৌ ময়ি ততো বাহ্যে বৈরাজে কর্ম্মকর্ত্তৃতা।
অন্তর্য্যামী ততঃ স্বামী ততশ্চ পরমেশ্বরঃ॥

পরমাত্মা প্রভুস্তস্মাদ্ যোঽভিন্নোঽন্তরাত্মনঃ।
এবং প্রারব্ধপাশাদ্ বৈ কর্ম্মবিমোচনং কুরু॥২১৫-১৬

আদৌ ভ্রমবশতঃ 'আমাতে' কর্মের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করি; তারপর, আরোপ হয় এক বাহ্য, বিরাট্ নিয়তিতে; তারপরে, ফিরিয়া আসি যিনি আমার অন্তর্যামী তাঁতে। তখন তিনিই স্বামী। তবু এখনও তাঁকে চিনি না—ভিতর থেকে সব নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এই পর্যন্ত। তারপর বোধ জন্মে—তিনি পরমেশ্বর ('ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং...')। তবু তিনি 'যেন' বাহিরে (objective) কোন সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান্ পুরুষ! তারপর, দৃষ্টি আবারও নিজেতে ফিরিল—তিনি পরমাত্মা, এবং অন্তরাত্মা থেকে অভিন্ন। এই বোধে ভিতর-বাহির, আত্ম-পর দ্বন্দ্বের অবসান হইল। আর, সেই সঙ্গে কর্মেরও প্রারব্ধ পাশ বিমোচন। অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মার সমীকরণ না হওয়া পর্যন্ত ইহা সর্বথা সম্ভাবিত হয় না।

এইটি দৃষ্টান্তে বুঝিয়া লও—

যাবন্নদ্যা নদীনাথে নৈকান্তিকসমর্পণম্।
মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছ্বাসো বেতি জল্পনা॥২১৭

নদী চলিয়াছে নদীনাথ অভিসারে। যাবৎ তার নদীনাথে ঐকান্তিক সমর্পণটি না ঘটে, তাবৎ তার এ জল্পনা চলিতে থাকে—আমার বুকে এই যে উচ্ছ্বাস, এটি কি আমার না তোমার! (এ শ্লোকের মর্মব্যাখ্যা পূর্বগ্রন্থে হইয়াছে।)

ক্রিয়ারূপস্তথা কর্ম্মরূপশ্চেতি দ্বিধা জপঃ।
দৃষ্টফলায় কর্ম্ম স্যাদ্ দৃষ্টাদৃষ্টফলা ক্রিয়া॥
কর্ম্মরূপঃ শম্বুকোঽয়ং ক্রিয়ারূপঃ খগো মহান্।
দৃষ্টে যো যচ্ছতি স্তোকং সোঽদৃষ্টে সর্ব্বকামধুক্॥
ন নেমিস্পৃগ্ জপো ভদ্রো নাপি যোঽরেষু তিষ্ঠতি।
নাভিং গচ্ছতি যস্মাৎ সোঽদৃষ্টমূলবিদারকঃ॥২১৮-২০

ক্রিয়ারূপ এবং কর্মরূপ ভেদে জপ দুই প্রকারের। দৃষ্ট ফলের নিমিত্ত জপকর্ম; আর, দৃষ্টাদৃষ্ট উভয় ফলের নিমিত্ত জপক্রিয়া (which relates not merely to actuals or those we can actually take stock of, but to subconscious potentials)। ক্রিয়ায় function curveটিকে পূরা হিসাবে লইতে হয়। তাই, স্থূলতঃ কর্মরূপ যে জপ শম্বুকগতি, ক্রিয়ারূপে (সমগ্রতঃ) সেটি 'খগো মহান্'। সে জপ অভ্রভেদী পর্বত, দুস্তর বারিধিও অতিক্রম করিবে। কর্মের গতি দেখিয়া তো ভরসা হয় না; কিন্তু ক্রিয়া ইষ্টের পরমপ্রসাদে যবনিকার আড়ালে পূর্ণ সফলতার প্রস্তুতি সাধিতেছে। তাই, ইষ্টকর্মে 'লাগু রহোরে ভাই'। দৃষ্টে যেটি 'ছিটেফোঁটা', বর্ষে কি না বর্ষে, অদৃষ্টে তাহা সর্বকামধুক্ হইবে, এ ভরসা রাখ।

আর, যে অদৃষ্টে তোমার চলতি চাক্কীতে বজ্রের বাঁধন, সে চাক্কীর নেমিমাত্র স্পর্শ করে যে কর্ম, সে কর্মদ্বারা কেবল তো নিজের ঘূর্ণন আর চূর্ণনই চলে; নেমি ছাড়িয়া 'অরে' তিষ্ঠিতে চাহিলেও তিষ্ঠান যায় না, তাতেও ঘূর্ণন-চূর্ণনের রেহাই মেলে না। যেমন জপে বাহ্য 'রুটিন' জপ আর নেই বটে, কিন্তু বৈধ জপের বিধি-নিষেধেই বাঁধা রহিয়াছি। উপায়? চাক্কীর 'কীলা' (নাভি) পাকড়াও—মূল যে অক্ষ, সেটি সমাশ্রয় কর, বিন্দুতে বাস লাগাও—তা হইলে চাক্কীতে পড়ার যে অদৃষ্ট, সে অদৃষ্টের মূলই আর রহিবে না; ঘোরা আর চুরমার হওয়া, দুই-ই ঐ স্থলে বন্ধ! কর্মে শ্রদ্ধাই মূল বটে, তবে শ্রদ্ধাকে নেমি আর অরেই (শুধু বিদ্যায়) ফেলিয়া না রাখিয়া নাভিতে লও, অর্থাৎ, উপনিষদে—রসে ও জ্ঞানে।

**৩৫।। আবৃত্তমুখ্যত্বাদ্ তদ্‌গরীয়স্ত্বং তেনৈব পারম্পর্য্যেণ প্রেষ্ঠ-ভূয়িষ্ঠফলোপযোগাৎ।।**

(তথাপি) আবৃত্তিমুখ্যা যে ক্রিয়া, সে ক্রিয়া গরীয়সী, যেহেতু, সেরূপ ক্রিয়ার দ্বারাই প্রেষ্ঠ-ভূয়িষ্ঠ ফলের উপযোগ সাধিত হয়।।

পূর্বসূত্রে 'নেমিস্পৃক্' নিন্দিত হইল মনে হইতে পারে, এবং এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে—তবে কি জপাদির আবৃত্তি কর্ম করিয়া কোন লাভ নেই? কিন্তু ভাবিয়া দেখ—নাভিনিষ্ঠ সহসা হই-ই বা কি করিয়া? গোড়া থেকেই অভ্যাস-আবৃত্তি ছাড়িয়া 'রস রস' 'বোধ বোধ' করিলেই তো ভাবের ভাণ্ডার ভরে না, অন্তরের দীপও জ্বলে

না! আবৃত্তিকে তাই না 'বোধাদপি গরীয়সী'ও বলা হয়। পরম্পরাসূত্রেই প্রেষ্ঠ-ভূয়িষ্ঠ ফল লাভ করিতে হয়; 'হাত বাড়াইলেই', বা কর্ম ত্যাগ করিলেই মিলে না। তাই—

নিরপরাধয়াঽবৃত্ত্যা শ্রদ্ধয়াঽপ্যসকৃন্ মনুঃ।
ক্লেশমূলানি হন্ত্যস্মাদ্ বাগ্ বুদ্ধিশ্চ বিশারদী ॥ ২২১

যথাসম্ভব নিরপরাধ হইয়া, শ্রদ্ধায় মন্ত্রের, নামের অসকৃৎ আবৃত্তি হইলে ক্লেশের মূল—কশ্মল, কল্মষ, কষায়—এ তিনের নিবৃত্তি হইতে থাকে; ফলে, বাক্ এবং বুদ্ধি বিশারদী হয়।

বৈশারদ্যাং মতৌ নাম সাক্ষাদ্‌ভুবনমঙ্গলম্।
প্রেষ্ঠং যদ্ যচ্চ ভূয়িষ্ঠং তস্যোপযোগকারকম্ ॥ ২২২

মতি ও বাক্ বিশারদী হইলে, যে নাম লইতেছি, সে নাম সাক্ষাদ্‌ভুবনমঙ্গল হয়, এবং যেটি প্রেষ্ঠ-ভূয়িষ্ঠ, সেটির উপযোগ সাধন করে। পারম্পর্যের এটি দ্বিতীয় ক্রম।

প্রপত্তিশ্চ পরা প্রাপ্তি র্যতঃ পরম্পরাগতা।
সুচেতস্ককরাবৃত্তিরতঃ সা হি গরীয়সী ॥ ২২৩

তৃতীয় ক্রম—তদেকপ্রপত্তি, নামকেই একান্ত আশ্রয়রূপে গ্রহণ। তুরীয়—তার ফলে শ্রেষ্ঠ যে প্রাপ্তি, তাই। যেহেতু, আবৃত্তি নিরপরাধ সাধককে আদৌ সুচেতাঃ করিয়া পরম্পরাক্রমে এই শ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠ ফল মিলাইয়া দেয়, অতএব আবৃত্তি ক্রিয়ানুশীলনহীন জ্ঞান ও ভাব থেকে গরীয়সী।

**৩৬ ॥ ন কৃষ্ণকূরবর্ত্মনা ॥**

কৃষ্ণকূরবর্ত্মে অভ্যাসকে পতিত হইতে দিও না ॥—**Not by a dark, tortuous path.**

সাবধানশ্চরেদ্ ধীরো বর্ত্মসন্ধৌ সমাগতে।
ক্রূরকৃষ্ণং হি যদ্‌বর্ত্ম তত্র স্তো মধুকৈটভৌ॥
মধুর্মাদয়তে সর্ব্বং যতো জাড্যঞ্চ পঙ্গুতা।
চাঞ্চল্যং কৈটভাদন্ধ-তামিস্রং নয়তো হ্যুভৌ॥ ২২৪-২৫

সাধনে অনেক সময় এক এক বর্ত্মসন্ধিতে উপনীত হইতে হয়। এখানে সাধু সাবধান! বর্ত্মসন্ধি আসিলে ধীর সাবধান হইয়া চলিবে। কৃষ্ণ আর ক্রূর যে বর্ত্ম, তাতে আমাদের বহুধা পরিচিত সেই মধুকৈটভ (তমোরজঃ) রহিয়াছে। মধু সব কিছুতে মত্ততা আনিয়া দেয়; ফলে সাধনে আসে জড়তা ও পঙ্গুতা। কৈটভ আনে রাজস উপদ্রব—চাঞ্চল্য ইত্যাদি। দুয়ে মিলিয়া এরা সাধককে অন্ধতামিস্রে লইয়া যায়—সোজাসুজি নয়, কোথা চলেছি বোঝা যাচ্ছে না—এমন সব বাঁকাচোরা রাস্তায়!

**৩৭॥ অপি তুজ্জ্বলরসবর্ত্মনা॥**
উজ্জ্বলরসবর্ত্ম অনুসরণ করিবে॥

যতো রসশ্চ ভাতিশ্চ পুষ্ণীতো বৈ পরস্পরম্।
রসস্য ভাতিতা যত্র ভাতেঃ রসত্বমেব চ॥
রসোজ্জ্বলমৃজুং শুক্লং পন্থানমাশ্রয়েৎ সুধীঃ।
যঃ পন্থা নয়তে লোকান্ বরিষ্ঠানুত্তমান্ ক্রমাৎ॥
শ্রদ্ধাসুহৃদ্ ব্রজেৎ পান্থো বিদ্যাবান্ধবিরধ্বনি।
প্রজ্ঞামিত্রশ্চরেদ্ ধাম যদ্‌ধাম পরমং মতম্॥ ২২৬-২৮

রস এবং জ্যোতিঃ পরস্পর থেকে বিযুক্ত রহিবে না, পরন্তু পরস্পরের পোষণ করিবে—রস যেখানে জ্যোতিতে, এবং জ্যোতি যেখানে রসে 'বিবর্ত্তিত' (assimilated and transformed) হইতে পারে—এমন মার্গ সমাশ্রয়ণীয়। সুধী পান্থের নিমিত্ত রসোজ্জ্বল ঋজু পন্থাঃ বিহিত। সে পন্থা অনুসরণে বরিষ্ঠ, উত্তম

যে সব লোক বা ভূমি, সেখানে উপনীত হওয়া যায়। এ পথে সহায় সাথী কে বা কারা? শ্রদ্ধা হোক্ তোমার সুহৃৎ, বিদ্যা তোমার বান্ধব, এবং প্রজ্ঞা তোমার মিত্র। অর্থাৎ, শ্রদ্ধায় হোক্ ভাবের দীপন ও পোষণ; বিদ্যায় হোক্ কর্মের কৌশল এবং সৌষ্ঠব; এবং প্রজ্ঞায় হোক্ বুদ্ধির অগ্র্যাত্ব—তত্ত্বসমন্বয়ী বৈশারদ্য। পথটিকে ঋজু এবং শুক্ল—দুইভাবে বলা হইল, লক্ষ্য কর।—A path leading right up to the high goal, never losing itself in obscuring doubt and uncertainty.

**৩৮॥ নিসর্গাদিদশধাঽলম্বনত্বং নারদীয়াদিদশধাসাধনত্বঞ্চ॥**

নিসর্গাদি দশধা আলম্বন, এবং নারদীয়াদি দশধা সাধন।

পূর্বে নিসর্গসূত্র দেয়া হইয়াছে; সেটির সঙ্গে মিলাইয়া বর্তমান সূত্রের নিসর্গ ভাবনা করিও।

আধারো বিশ্ববৃত্তীনাং বিরাট্ছন্দঃ কলেবরঃ।
ব্যাপ্লুবানিব চাকাশঃ স নিসর্গো নিগদ্যতে॥ ২২৯

আকাশের মত ব্যাপক, বিশ্ববৃত্তিসমূহের আধার, এবং মহাবিরাট্ ছন্দঃশরীর যে পদার্থ সেটিকে নিসর্গ জানিবে। এই নিসর্গকে (Basic Cosmic Continuity and Concordance) আলম্বনরূপে ভাবনা করতঃ জপাদি সাধন চলিবে। অর্থাৎ, বিশ্ববৃত্তিমূল এক মহাবিপুল ঐকতান। এ আলম্বন আশ্রয় যদি না করিতে পারি, তবে?

অংশকলাদিরূপেণাধারসম্বন্ধভাক্ পুনঃ।
নৈসর্গিকো য আদিত্যোঽদিতিস্ত্বখণ্ডরূপতা॥ ২৩০

নিসর্গালম্বন না হইলে নৈসর্গিকালম্বন—আদিত্য যে নৈসর্গিকের সবিতা ও শাসয়িতা। আধার আলম্বনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া অংশকলাদিরূপে যে সব বিশ্ববৃত্তি উদিত-বিলীন হইতেছে, তারা নৈসর্গিক; যেমন, ঐকতানের অন্তর্গত কোন তান।

ভুবন-নাভি আদিত্যের প্রশাসনে থাকে বলিয়া, এ সব অংশকলাদি একে বিধৃত, অন্বিতই থাকে। সুতরাং নৈসর্গিক aspectual বটে, তথাপি related to the whole. যেটি অখণ্ডসমগ্ররূপ, সেটি অদিতি। কোন অভীষ্ট নৈসর্গিক তোমার সাধনে আলম্বন হইতে পারে। নিসর্গ, নৈসর্গিক—দুই-ই আকাশতত্ত্বে আসে।

ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ারূপো বায়বশ্ছন্দসাং চ যঃ।
প্রতিসর্গস্তদংশশ্চ প্রাতিসর্গিক উচ্যতে॥ ২৩১

তারপর, বিশ্ববৃত্তিসমূহের যে ছন্দোরূপ (as Law or Harmony), সেটিকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকৃতিতে সমগ্র ভাবে ভাবনা কর। ভাবনা কর—এখানে এক রেণুতে, তৃণে যে স্পন্দনক্রিয়া হইতেছে, সে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া 'ছন্দসা' সারা ভুবনে—ঐ সুদূর নীহারিকাতেও—হইতেছে। তোমার আপন তন্ত্রীতে যে রণন, বিশ্ববীণায় তার প্রতিরণন। এবং এ রণন-প্রতিরণন 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ'। এ আলম্বন সমগ্র-বিপুল ভাবে আসিলে 'প্রতিসর্গ', অংশকলাদিতে 'প্রাতিসর্গিক'। ইহা বায়ুতত্ত্বে আসে।

অনুরণনবৃত্তত্বং বৃত্তিমতাঞ্চ ছন্দসাম্।
অনুসর্গো য আগ্নেয়ো বিশেষাদানুসর্গিকঃ॥ ২৩২

আগে প্রতিরণন (reflection), এবার অনুরণন (resonance)। বিশ্ব ব্যাপারে যারা বৃত্তিমান্, তাদের সমছন্দে যে বিপুল অনুরণন (Cosmic Rhythmic Resonance), সেটি 'অনুসর্গ'। ইহা আগ্নেয়। সামান্য ভাবে আলম্বন না হইয়া বিশেষভাবে হইলে 'আনুসর্গিক' (specific)। যেমন ধর, ললাটস্থলে জ্যোতির্মণ্ডল। দক্ষিণকর্ণে নির্ঝরধ্বনিবৎ নাদশ্রুতি।

পারস্পরিকসম্বন্ধে সংসর্গশ্ছন্দসাং ভবেৎ।
পার্থিবত্বং পৃথুত্বেন সাংসর্গিকে তু ব্যষ্টিতা॥ ২৩৩

তারপর, বিশ্ববৃত্তি ছন্দসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ সমগ্র ভাবে ভাবনায় আলম্বন কর (Cosmic Correlation System as a whole)। ভাবনা কর—তোমার জপের যে গায়ত্রী ছন্দঃ, সে ছন্দঃ নিখিলে ওতপ্রোত সকল ছন্দের ‘মাতা’। কোন ছন্দই কাহাকে ছাড়িয়া নাই। পরস্পরে মহাসমন্বয়ে গ্রথিত। এটি ‘সংসর্গালম্বন’। ইহাতে একটা ধূলির ছন্দও বিপুলসংসর্গাধারে ‘পৃথু’ বিপুল হয়। ছন্দের স্থিরতা এই আধারে। সুতরাং, এটি পার্থিবতত্ত্ব। সমগ্রে না হইয়া ব্যষ্টিতে গ্রহণ হইলে ‘সাংসর্গিক’।

ব্যষ্টীনাঞ্চ বিশেষাণাং সমীকরণবৃত্তিতা।
হেতোরন্যোন্যলীনত্ব আপো বিসর্গসংজ্ঞকাঃ।
অসামগ্র্যাবচ্ছিন্নত্বে বৈসর্গিকত্বমিষ্যতে॥ ২৩৪

বিশ্ববৃত্তিতে ও ব্যাপারে ব্যষ্টি এবং বিশেষ রহিয়াছে। যেমন ধর, হ্রীঁ, ঐঁ, শ্রীঁ ইত্যাদি। এ সকল ব্যষ্টি-বিশেষের সমতায় আসিবার বা আনার প্রবণতা আছে, সাধনও আছে। আসিলে, তারা ‘অন্যোন্যলীন’ হইয়া গেল। যেমন, ঐ তিন বীজই ‘সোমার্দ্ধকলায়’। তিনই নাদবিন্দুতে মিলিয়া এক হইতেছে। এভাবে সমতায় লয়ের যে স্থান সেটি ‘বিসর্গ’ (এই অর্থে)। ইহা অপ্‌তত্ত্বে আসে। সমগ্র অথবা অসমগ্র—দুইভাবে এই বিসর্গ আলম্বন আশ্রয় করিতে পার। অসমগ্র হইলে ‘বৈসর্গিক’।

জপধ্যানাদিযজ্ঞেষু হ্যালম্বনানি বৈ দশ।
ব্যষ্টিসমষ্টিভেদেন পঞ্চানাং দশধান্বয়াৎ॥
আলম্বনগ্রহাদ্ বাগ্ যা সাঽগ্নায়ীতি চ মন্যতে।
মনায়ীতি মনোবুদ্ধি র্বৃষাকপায়ী জায়তে॥ ২৩৫-৩৬

পঞ্চতত্ত্বের প্রতিটি সমষ্টি-ব্যষ্টিভাবে দ্বিধা ভাবনা করতঃ পূর্বকথিত দশধা আলম্বন মিলিল—জপধ্যানাদি যজ্ঞে। আলম্বনের যথাযথ অবলম্বনে বাক্ হয় ‘অগ্নায়ী’; মন হয় ‘মনায়ী’; বুদ্ধি হয় ‘বৃষাকপায়ী’। প্রথমটিতে অগ্নির শক্তি, দ্বিতীয়ে মনুর শক্তি, তৃতীয়ে বিষ্ণু, শিব, ইঁহাদের শক্তির আলম্বন গৃহীত হইল বুঝিবে।

সেবাভজনমুখ্যত্বে নারদীয়ো ভবেজ্জপঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তপোবীর্য্যাৎ তত্ত্বাদ্ বৈয়াসকির্জপঃ॥
তন্নিষ্ঠত্বৈকলব্যশ্চ বিশ্বাসাদপি মারুতিঃ।
দৃঢ়রক্ষা নন্দিকেশো দৃঢ়পণস্তথাগতঃ॥
যাজ্ঞসেনী প্রপত্তৌ চ প্রেম্নোদ্‌গীতে চ গোপিকা।
এবং ভাবান্ দশাশ্রিত্য দুগ্ধি সারং যদমৃতম্॥ ২৩৭-৩৯

সেবাভজন এই মুখ্যভাব, সেবাবীর্য সহকারে যে জপ, সে জপ নারদীয়; তপোবীর্য সহকারে মার্কণ্ডেয়; জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য সহকারে বৈয়াসকি (শুক); বিদ্যা বা ক্রিয়াবীর্য সহকারে বৈনতেয়; নিষ্ঠাবীর্যে ঐকলব্য; বিশ্বাসবীর্যে মারুতেয়; দৃঢ়পণ ও তৃষ্ণাক্ষয়ে তথাগত; সখ্য ও প্রপত্তিতে যাজ্ঞসেনী; দৃঢ়রক্ষায় (যোগক্ষেম) নন্দিকেশ্বর। প্রেম ও রসাশ্রিত ভাবে গোপিকা। যথাযথ ভাবসহ এই দশধা জপের কোনটি সমাশ্রয় করিবে।

'এবং ভাবান্ দশাশ্রিত্য' বলায় কি বুঝাইল?

একালম্বনধীরো যো বিদগ্ধশ্চৈকভাবতঃ।
ভাবালম্বনপারীণঃ স বৈ শাখামৃগো ন চ॥
একস্মিন্ সর্ব্বসম্ভাব্য-বীজং যৎ পরিনিষ্ঠিতম্।
সর্ব্বথা পালিতং তদ্বৈ সর্ব্বার্থকল্পবল্লরী॥ ২৪০-৪১

দশ আলম্বন এবং দশভাবের কথা হইল। কিন্তু যে সাধক একালম্বনধীর, এবং একভাবে বিদগ্ধ, সেই সাধকই ভাবালম্বনপারীণ হন; যে সাধক ভাবে ও আলম্বনে শাখামৃগ (মর্কট), তার ভাগ্যে এটি সুদূরপরাহত। কেননা, একভাবে এবং আলম্বনেই সর্বসম্ভাব্যবীজ পরিনিষ্ঠিত। সেই সর্বসম্ভব একমাত্র বীজকেই সর্বথা পালন কর; তা হইলেই মিলিবে সর্বার্থকল্পবল্লরী।

**৩৯॥ বাঙ্‌মনোবুদ্ধিকল্পিতত্বান্মুখ্যপ্রাণেন পরব্রহ্মকল্পিতত্বম্॥**

যেটি আরম্ভে ব্যষ্টি বাঙ্‌মনোবুদ্ধি ব্যাপাররূপে কল্পিত (এবং আরব্ধ), সেটি

জপাদি দ্বারা, মুখ্যপ্রাণাশ্রয়ে, বিরাড়াদি সমষ্টিতত্ত্বে সমবেত হইয়া, অন্তে পরব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ 'কল্পনে' সমাপ্ত হয়॥

ব্যষ্টিবাগাদিবৃত্ত্যা যদাদৌ ভবতি কল্পিতম্।
তন্মুখ্যপ্রাণমাশ্রিত্য সমষ্টিতত্ত্বমশ্নুতে॥
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি যা মুখ্যবৃত্তিতা।
ব্রহ্মণ ঈক্ষণায়ৈব তস্যা মতাত্র মুখ্যতা॥
ত্রিকোটিকং ভবেদ্ ব্যষ্টি-কল্পিতং ভূর্ভুবঃ সুবঃ।
ইতি ত্রিভিঃ পরিচ্ছিন্নং তথা স্বকৈশ্চ বাধকৈঃ॥
মহরাদিকল্পনং যচ্চতুষ্কোটিকমতঃপরম্।
বিনা মুখ্যং কচিন্নাস্তি ব্যষ্টেস্তত্র ধ্রুবা গতিঃ॥
মুখ্যানুগ্রহলাভায়ৈতা ব্যষ্টিবাঙ্মনোধিয়ঃ।
যতন্তে জপযোগেন ভাবৈরালম্বনৈর্দৃঢ়ৈঃ॥
বাচি বৈ নাদরূপায়াং সমবেতা ভবেচ্চ বাক্।
মনো গচ্ছেৎ সমুত্থায় হৈরণ্যগর্ভচেতসম্॥
ধী র্গচ্ছেৎ মহদ্‌বুদ্ধিমীশঃ স্বীকুরুতে হি যাম্।
এষ মহোদয়ো ব্যষ্টেঃ সর্ব্বং সত্যায় কল্পতে॥
মৃষাবগুণ্ঠিতা বাপি খণ্ডিতা যেহ কল্পনা।
ধাম্নি বৈ সত্যসঙ্কল্পে মুখ্যদ্বারেণ সার্পিতা॥ ২৪২-৪৯

ব্যষ্টি (individual) বাঙ্‌মনাদি দ্বারা যেটি আদৌ 'কল্পিত' এবং ক্রিয়ারূপে আরব্ধ হয়, সেটি জপাদিযোগে, মুখ্যপ্রাণসমাশ্রয়করতঃ, সমষ্টিতত্ত্ব (বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর) রূপ আধার লাভ করে। যেমন, যেটি গোড়ায় ব্যষ্টি বাক্-কল্পিত (কল্প্ ধাতু), সেটি হইতে চলে বিরাড়্‌বাক্‌কল্পিত; ব্যষ্টিমনঃকল্পিত হয় বিরাণ্মনঃ (হিরণ্যগর্ভ) কল্পিত; ব্যষ্টি-বুদ্ধিকল্পিত হয় মহদ্‌বুদ্ধিকল্পিত—যে মহদ্‌বুদ্ধি ঈশ্বরের। এই সমুন্নয়ন (sublimation) সাধনই জপাদি সাধন।

মুখ্যপ্রাণদ্বারা কেন?

শ্রুতি বলেন—'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ'। ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণে প্রথমেই প্রাণ। ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণে এই যে প্রাণরূপতা, এইটিই মুখ্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং, পরতত্ত্ব সমষ্টি-ব্যষ্টি ধারায় আসিতে গেলেও এই প্রাণ; পরতত্ত্বে ফিরিতে গেলেও সেই প্রাণ।

যাহা কিছু ব্যষ্টিকল্পিত, সে সব ত্রিকোটিক—ব্যাহৃতিসপ্তকের প্রথম তিন, ভূর্ভুবঃ সুবঃ, যার নির্দেশ করে। দেখিয়াছি যে, মহাব্যাহৃতিরূপে এ তিনে নিখিল সমাহৃত ও সমাপ্ত বটে, কিন্তু ব্যাহৃতিসপ্তকের 'পূর্ব্ব' তিনরূপে এরা সমগ্র যে সত্য বা অস্তিপ্রত্যয়, সে প্রত্যয়ের পরিচ্ছিন্ন পূর্ব পাদত্রয়ও বটে। সাধারণ জীবপ্রত্যয়—'এই', 'সেই', 'না-এই-না-সেই', এই তিন কোটিতে আসিয়া থাকে। (পূর্বখণ্ডে ব্যাহৃতিসূত্রগুলিতে পুনশ্চ ভাবনা লাগাও।) এ দৃষ্টিতে মহঃ, জন, তপঃ, সত্যং—এ চতুষ্টয় প্রত্যয়ের উত্তর চতুষ্কোটি—realms of 'super' experience. পূর্ব ত্রিকোটিতে যে সব পরিচ্ছিন্ন ভাবে আসে, এবং আপন আপন বাধা দ্বারা বাধিত (restricted, conditioned) হয়, সে সব উত্তর কোটি চতুষ্টয়ে যাইতে পারিলে, তবে, সমগ্রা এবং ধ্রুবা গতি লাভ করে। মুখ্যপ্রাণের অনুগ্রহলাভ ব্যতিরেকে এটি সম্ভাবিত হয় না।

এই মুখ্যানুগ্রহলাভের নিমিত্তই ব্যষ্টি বাক্, মনঃ, বুদ্ধি যথোপযুক্ত দৃঢ় আলম্বন এবং ভাব সহকারে জপযোগে যত্নবান্ হয়। নচেৎ, তারা উত্তর চতুষ্কোটিতে সমারূঢ় হইয়া ক্রমশঃ বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বরে সমবেত হয় না। ব্যষ্টিকল্পনা তার কার্পণ্য এবং অবাস্তবতা থেকে মুক্তও হয় না। বাকে সমষ্টিসমবেত হবার নিমিত্ত বিশেষতঃ মহান্ যে নাদ এবং পর যে বিন্দু, তার সন্ধান করিবে। মনঃ আপন ইন্দ্রিয়দাস্য থেকে উত্থিত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপ যে মহামানস, তাতে সমবেত হইবে। অর্ব্বাঙমুখী যে বুদ্ধি, সে বুদ্ধিও প্রত্যঙ্‌মুখী হইয়া মহদ্‌বুদ্ধিতে মিলিবে—যে বুদ্ধিকে ঈশ্বর 'স্বীকার' করেন। ('সমবেত' কথাটায় ধ্যান দিও। এতে ব্যষ্টির বাগাদির আত্মবিলোপ বিবক্ষিত নয়। A synthetic sublimation in which the individual does not lose its identity—যেমন, সঙ্গীতে তান।)

এইভাবে ব্যষ্টির যে মহোদয়, সেটি 'সত্যায় কল্পতে'—for the realization of the true nature of things. 'সত্যায়' কেবলমাত্র অনুভবে নয়; পরন্তু, ব্যষ্টিকল্পনা ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পনে সমবেত হয়; সুতরাং, সেও হয় অমোঘ। মিথ্যায়

অবগুণ্ঠিতা এবং খণ্ডিতা যে কল্পনা, সে কল্পনা মুখ্যপ্রাণযোগে সত্যসঙ্কল্পে সমর্পিতা হয়। তাই আবার পরের সূত্রে—

**৪০॥ জ্যোতীরসযোগাত্ততোঽপি নির্ব্বিকল্পকত্বম্॥**

(পূর্ব সত্যকল্পনের সঙ্গে) জ্যোতীরসেরও যোগ হইলে (সবিকল্পের পরও) নির্বিকল্পক॥

পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ কল্পনা ('তদকল্পয়ত')-তে সমবেত হইলে, মূল অধিষ্ঠানের ('আধারমানন্দমখণ্ডবোধম্') নিরাবরণতা হয়; সুতরাং সেই নিরাবরণ জ্যোতীরসের যোগে সবিকল্পের অতীত পরমতত্ত্বাধিগম হয়।

তদকল্পয়তৈবং যৎ কল্পনং ব্রহ্মণো মহৎ।
তদর্ণবং সমাগম্য ব্যষ্টের্যা কল্পনাসরিৎ।
অধিষ্ঠানরসজ্যোতিঃ সাক্ষাৎ সমধিগচ্ছতি॥ ২৫০

ব্যষ্টিকল্পনারূপা সরিৎ মহৎ যে ব্রহ্মকল্পন, সেই সিন্ধুতে আসিয়া মিশিলে, ব্রহ্মকল্পনের অধিষ্ঠানভূত যে রসজ্যোতিঃ, তাতে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিত হয়। কেননা, পরব্রহ্মের যে কল্পন ঈক্ষণাদি, সে সব অধিষ্ঠানকে আবরণ করিয়া নয়। আবরণ বিক্ষেপাদি ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত স্থলেই।

নিরাবরণমেবাস্মিন্ ভূম্নি চ পরমামৃতে।
জ্যোতির্যোগরসানাং যে মার্গান্তে যান্তি চৈকতাম্॥ ২৫১

নিরাবরণ ভূমা যে পরমামৃত, তাতে জ্যোতির্মার্গ, যোগমার্গ এবং রসমার্গ এ তিনই অভেদে মিলিয়া যায়। কোন ব্যবধান বা বিকল্প সেখানে আর থাকে না।

যস্মিন্ হি পরমে ধাম্নি সর্ব্বমার্গৈকভাবনম্।
পরমা পূর্ণতা যত্র তদ্ধাম নির্ব্বিকল্পকম্॥ ২৫২

যে পরমধামে সকল মার্গের একভাবন (এক 'হওয়া'), এবং যে ধামে পূর্ণতা পরমা সেই ধাম নির্বিকল্পক।

এই পরমপদযোগ কি ভাবে হইবে?

প্রজ্ঞালভ্যশ্চ যোগোঽয়ং প্রজ্ঞা চ পঞ্চভূমিকা।
বিশারদী তথর্ত্তঞ্চ সত্যঞ্চ বিভৃতশ্চ যে॥
বিবেকপীবরী প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা চ পারদৃশ্বরী।
জ্যোতীরসঞ্চ পারম্যং ত্রিবেণ্যাং ধুক্ষ্ব যত্নতঃ॥ ২৫৩-৫৪

যে প্রজ্ঞায় এই পরমযোগ সমধিগত হইবে, সে যোগ পঞ্চপাদে (ভূমিকায়) বলা হইতেছে—প্রথম বিশারদী, (যাতে তমের আবরণ বিশীর্ণ হইতে থাকে, ফলে প্রকাশ নিরাবরণ হবার উপক্রম হয়)। দ্বিতীয়, ঋতম্ভরা। তৃতীয়, সত্যম্ভরা। (এ দুটির কথা পূর্বে হইয়াছে—one revealing the Way; the other revealing the End.) চতুর্থ, বিবেকপীবরী—যেটি স্বরূপের অখণ্ড আনন্দ এবং বোধের যে বিবেক, সে বিবেকভারাবনতা রসজ্যোতির্বর্ষিণী মেঘমালার মত সমুদিতা। ষষ্ঠ—পারদৃশ্বরী, যেটি তমসার এবং নীরসতার 'পার দেখাইয়া' দেয়।

অতএব, সাধক! প্রজ্ঞাযোগে 'ত্রিবেণী'তে যাও, আর, সেই ত্রিবেণীতে জ্যোতিঃ, রস এবং পারম্য—এই তিনই দোহন করতঃ ধন্য হও। ত্রিবেণী?

**৪১॥ ওমিতি ত্রিবেণ্যাং সঙ্গচ্ছধ্বং বাঙ্ মে মনসীত্যাদিক্রমাদোমিতি॥**

সাক্ষাৎ ব্রহ্মনাম এবং মহানাম ওঁকাররূপা ত্রিবেণীতে সঙ্গত হও; বাক্ মনে আহুত হোক্,—ইত্যাদি ক্রমে॥ ওঁ ইতি॥

ওমিতি চ ত্রিবেণীয়ং সর্ব্বং সঙ্গাচ্ছতেঽত্র বৈ।
সঙ্গাচ্ছধ্বমতো যূয়ং প্রণুতাঃ প্রণবে পরে॥
বাঙ্ মনসি মনো বুদ্ধাবিত্যাদিক্রমবর্ত্মগঃ।
মুখ্য প্রাণকরালম্বং দৃঢ়ং ধৃত্বা সমাচার॥

তিস্রো ধারাশ্চ মুখ্যায়া মুখ্যা মন্ত্রময়ী হি যা।
মুখ্যতরেষ্টসৌহার্দ্যং মুখ্যোত্তমা গুরোঃ কৃপা॥ ২৫৫-৫৭

ওঁ ইতি ত্রিবেণী বলিয়া দৃঢ় ভাবনা কর। ওঁকারেই সকলই সঙ্গত হয়—ইহা আমরা দেখিয়াছি। অতএব পরাৎপর যে ওঁকার (প্রণব), তাতে প্রণুত হও, তোমাদের বাক্, চিত্ত, প্রাণ এবং আত্মা, এ সবই সুসঙ্গতিতে লইয়া। প্রণব বলিতে শ্রীগুরুদত্ত বীজ, নামাদি অবশ্যই বটে। কেননা, এ সকলই প্রণবের দ্বারা ব্যাপ্য। বীজাদির সাধন প্রণবেরই সাধন। প্রণবের পরিপূর্ণতায় লইয়া যায় বলিয়াই। তথাপি অমুখ্য, অবান্তর অনুকল্পমাত্র নয়। রূপাদিভেদমাত্র।

কিভাবে প্রণুত হইবে?

প্রসিদ্ধ কঠশ্রুতিমূলে যে ক্রম প্রদর্শিত, সেই ক্রমে। বাক্‌কে মনে, মনকে বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মায়, মহানাত্মাকে শান্তাত্মা এবং পরমাত্মায় 'হবন' করিয়া যাও। এই বর্ত্মগ হইতে গেলে মুখ্যপ্রাণের 'করালম্ব' দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। মুখ্যপ্রাণ আদৌ শ্রদ্ধা, অন্তে পরমে প্রীতি-প্রপত্তিরূপে তোমায় সাধনপন্থায় দৃঢ়-নিশ্চিন্ত করালম্ব দিবেন। নচেৎ পূর্বকথিত ষট্‌পদী প্রজ্ঞা লভ্যা কদাপি হইবে না। শ্রদ্ধারতি ব্যতীত প্রণবে বা নামে 'প্রণুত' হওয়া সম্ভবে না।

যে তিন ধারা ত্রিবেণীতে সম্মিলিতা, সে ধারা, প্রণবাদিতে বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধে বিশেষ বিশেষভাবে ভাবিত হইবে বটে, কিন্তু হে মন্ত্রসাধক! তুমি এই ভাবনায় নিত্য অবিচল প্রতিষ্ঠিত থাকিও—

মুখ্যা এক ধারা মন্ত্রময়ী; মুখ্যতরা অন্যধারা ইষ্টে সৌহার্দ্দরূপা (ইষ্টে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা); আর—মুখ্যতমা হইল ভগবানের অনুগ্রহাখ্যা শক্তির পরমঘন বিগ্রহরূপ শ্রীগুরুর কৃপা॥ ওঁ ইতি॥

# পরিশিষ্ট (ক)

## (স্বামিজী)

## হিরণ্যগর্ভঃ

অখণ্ডামেয়ভূমত্বং প্রাণেশব্রহ্মণাহিতম্।
ইতঃ সৃষ্ট্যাদিবৃত্ত্যৈ তজ্জাতঃ প্রাণ ইতি শ্রুতম্॥ ১

প্রাণেশব্রহ্মরূপ 'হ'কারে অখণ্ডভূমত্ব আহিত। হ-কারে 'ই' বর্ণ যোগে সৃষ্ট্যাদিবৃত্তি। 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ'—এভাবে এটি শ্রুত।

ব্যাপিত্বঞ্চ যকারেণ যথাঽপ্সু মহানিলে।
তেজীয়স্ত্বং রকারেণ ণেন মূর্দ্ধন্যপূর্ণতা॥ ৩
সত্তাশক্তিরসজ্যোতিঃ—প্রকাশপরিপূর্ণতা।
'হিরণ্য' মিতি বর্ণেভ্যঃ সন্দুহ্যতাং যথাক্রমম্॥ ৪

যেমন অপে অথবা মহানিলে, সেরূপ 'য' বর্ণে ব্যাপিতা; 'র' বর্ণে তেজীয়স্ত; এবং 'ণ' বর্ণে মূর্দ্ধন্যধাম অবধি পূর্ণতা। সুতরাং, 'হিরণ্যং' এই শব্দে বর্ণসমূহ হইতে সত্তাশক্তিরসজ্যোতিঃর-অভিব্যক্তি-পরিপূর্ণতা, এই ধর্মটি সম্যক্ দোহন কর।

গতির্যাঽপি গকারেণ তেজো যচ্চ 'র'বর্ণতঃ।
তয়োর্বিলোমতো ভাবো 'ভেন' ভর্গো বিপর্যয়াৎ॥ ৫

'গ' বর্ণে গতি, 'র' বর্ণে তেজঃ। 'ভ' বর্ণে দুয়ের ভাব। ভাব দ্বিবিধ—অনুলোম ও বিলোম। অনুলোমে 'গর্ভ'। তেজের অরাদিক্রমে অনুলোমে গতি

না হইয়া, তেজের যাহা মূলনাভি, সেদিকে যদি গতি হয়, তবে 'গর্ভঃ'-এর বিপর্যয়ে 'ভর্গঃ'।

'গর্ভ' ইতি চ মন্ত্রার্ণৈ র্হিরণ্যবীজগর্ভিতম্।
মহীয়স্ত্বমণীয়স্ত্বমুভেঽস্মিন্ ব্যঞ্জনামিতঃ॥ ৬

'গর্ভ' (অনুলোম এবং বিলোম উভয়থা)—এই মন্ত্র বর্ণসমূহে হিরণ্য (পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত)—বীজগর্ভিত। এই গর্ভে মহীয়স্ত্ব, এবং অণীয়স্ত্ব, (নাদ ও বিন্দু), উভয়ের ব্যঞ্জনা বুঝিতে হইবে।

হকারেণ মহানাদ 'ইরণ্যং' বরপূর্ব্বকম্।
লিঙ্গং কলাপৌর্ণমাস্যা গর্ভো বিন্দোর্যদুল্বকম্।
অর্দ্ধধাত্রীসহায়েন সূয়তে বাঙময়ং জগৎ॥ ৭

পুনশ্চ, হকারে মহানাদ। 'ইরণ্যং' শব্দের পূর্বে 'বর' নিপাত করিলে 'বরেণ্যং'। এক র-কারের লোপ। এটি কলাপৌর্ণমাসীর লিঙ্গ—অর্থাৎ, নাদাধারে পরিপূর্ণ কলাবিতান। 'গর্ভঃ' পদে একান্ত বিন্দুলীনতার যেটি আবরণ (উল্বক)। সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা ধাত্রীরূপে সেই বিন্দুগর্ভ থেকে এই বাঙ্ময় বিশ্ব প্রসবে সহায় হন।

অব্যক্তং যদ্ হকারেণ চাপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
ইতস্তৎকারণত্বং যদ্ বিশ্বোপাদানমাদিমম্॥ ৮

পুনশ্চ, সৃষ্টির আদিতে যে অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, সেটি হ-কার। ই-কার যোগে সেটি হয় বিশ্বের আদিম উপাদান কারণরূপে বৃত্তিমত্তা। অর্থাৎ, অপ্রজ্ঞাত-অলক্ষণ বিশ্বাভিব্যক্তির জন্য—'এই আমি আদিম উপাদান কারণ হইলাম—' এইভাবে উন্মুখতা অঙ্গীকার করিলে হয়—'হি'।

'হিণ্যং' বরনিমিত্তং যদপ্সু চেত্যুপলক্ষিতে।
ক্ষেত্রে বীজনিধানং যৎ স্রষ্টুস্তদ্ 'গর্ভ' ইত্যপি॥ ৯

'অপ্সু'রূপে উপলক্ষিত ক্ষেত্রে স্রষ্টার যে বীজনিধান, সেটিও 'গর্ভ'। 'হিণ্যং' শব্দে বীজপ্রদ পিতার যে বীজনিধান, তার সঙ্কেত আছে। (প্রাণ-রসায়ণে সেটি দেখ।) এই যে আদিম 'হিণ্যং', এটি কেন? 'বরনিমিত্তম্'—যাহা 'বরেণ্যং', তার অভিব্যক্তি হইবে বলিয়া। সেই বরেণ্য-কাষ্ঠায় গর্ভঃ=ভর্গঃ।

হিরণ্যরেতসশ্চাণ্ডং গর্ভাত্তস্মাদজায়ত।
অণিত্যাদ্যাস্ত্রয়ো হ্যর্ণা 'ডেতি' মাত্রাত্রয়ং পুনঃ।
ভূর্ভুবস্বরিতি ত্রীণি বাক্‌প্রাণশ্চিত্তমিত্যপি॥ ১০

হিরণ্যরেতাঃ গর্ভ হইতে এক 'অণ্ড' উৎপন্ন হইয়াছিল। এই 'অণ্‌+ড' শব্দে আদি 'অ ই উ' এই তিন স্বর, এবং 'ড' দ্বারা ত-থ-ড' এই মাত্রাত্রয় বুঝিতে হইবে (প্রাণিক ও বাচিক দৃষ্টিতে)। ব্যাহৃতি দৃষ্টিতে এটি ভূর্ভুবঃ স্বঃ; বস্তুদৃষ্টিতে বাক্, প্রাণ, মনঃ।

হিরণ্যং মন্ত্রমূলং যদ্ গর্ভস্তন্ত্রঞ্চ মৌলিকম্।
অণ্ডং বৈ মূলযন্ত্রঞ্চ হ্যাবিন্দু ব্যাকৃতং জগৎ॥ ১১

'হিরণ্য' মন্ত্রের মূল; 'গর্ভ' (বীজাধান) মৌলিক তন্ত্র; 'অণ্ড' মূল যন্ত্র। এ ত্রয়ের একান্ত ঘনীভাব যে বিন্দু, সে বিন্দু থেকেই এ জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছে।

হেতি হবনবেদী যা চেতীন্ধন-সমুচ্চিতিঃ।
রেতি বহ্নির্হবির্ণ্যঞ্চ গর্ভোঽপূর্ব্বং স্বধামৃতম্॥ ১২

হ-কার সেই আদি পুরুষ যজ্ঞের হবনবেদী; ই-কার বেদীতে ইন্ধন সমুচ্চিতি; র-কার বহ্নি; 'ণ্যম্' শব্দে, সেই বহ্নি যেন অপূর্ব স্বধামৃতরূপে 'গর্ভিত'। 'পুরোহিত' অগ্নি হইলেন 'রত্নধাতম'।

‘হিরণ্য’ মিতি গর্ভেঽস্মিন্ হ্রীমাদিবীজসন্ততিঃ।
জায়ত ইত্যতো জ্ঞেয়ং হিরণ্যগর্ভ ওমিতি॥ ১৩

এই হিরণ্যরূপ গর্ভে হ্রীঁ প্রভৃতি বীজসন্ততি জাত। এই নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভ এবং ওঙ্কার অভিন্ন।

কিং পীতশ্বেতরক্তৈঃ কলিততনুরুচি র্হ্যেকমাদিত্যবর্ণং
খ্যাত্যৈ বা ভূর্ভুবঃ স্বর্ভবতি চ সবিতুর্ভর্গ একং বরেণ্যম্।
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াণাং গ্রথিতসমুদয়ে সূত্রমেকং শরণ্যং
যোনি র্বা ছন্দসাং গামিব গিরমদুহদ্ গর্ভিতং যদ্ হিরণ্যম্॥ ১৪

‘তমসঃ পরস্তাৎ’ আদিত্যবর্ণ সেই এক পুমান্ কি শ্বেতপীতরক্ত এই ত্রিবর্ণে আপন তনুরুচি কলিত করিয়া হিরণ্যবর্ণ হইলেন! কেন? ‘খ্যাত্যৈ’—খ্যাতি বা বিশ্বতো অভিব্যক্তি প্রয়োজনে। কিভাবে অভিব্যক্তি?—ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই মহাব্যাহৃতিত্রয়রূপে। কি উদ্দেশে? সবিতার যে ‘বরেণ্যং ভর্গঃ’ সেটির প্রকাশ বিচিত্রকলায় করিবেন, তাই। কেবল অধিভূত বা অধিদেবে নয়, পরন্তু অধ্যাত্মেও ইচ্ছা (পীত), জ্ঞান (শ্বেত) এবং ক্রিয়া (রক্ত), এ তিনের বিচিত্রধারা তিনি একসূত্রে (সূত্রাত্মা) ‘গ্রথিতসমুদয়’ করিলেন, কাজেই বহুর মাঝে তিনি হইলেন ‘শরণ্য’। পুনশ্চ, গর্ভিত হিরণ্যকে ‘গো’ বা বাক্‌রূপে কল্পনা করতঃ তা থেকে দোহন করিলেন সাক্ষাৎ ছন্দোযোনি গায়ত্রী।

# পরিশিষ্ট (খ)

(স্বামিজী)

## শিবশিবাষ্টকম্।

পুংসো যজ্ঞ ইয়ং বিচিত্ররচনা যস্মিন্ কলাঃ ষোড়শ
নিত্যৈকা প্রথমা চতুর্দ্দশকলা বিশ্বান্বয়ে মধ্যমাঃ।
মেরূ গ্রন্থয়তে বিকাশলয়য়োরন্যা কলা যাঽন্তিমা
বাক্প্রাণানি কলাসু ষোড়শকলং জানীহি তং নিষ্কলম্॥ ১

সংখ্যা যাঽস্তি চতুর্দ্দশেতি শশিনঃ সর্ব্বত্র সা বিদ্যতে
তস্যা অপ্যবশিষ্যতেঽখিললয়ে নৈষ্কল্যপূর্ব্বা কলা।
ব্রহ্মাস্মীতি শিবোঽহমিত্যপি পুনর্ভানং যথা চান্তিমং
শেষোঽব্ধৌ সরিতাং যথাঽর্চনতিথৌ শম্ভোস্তথা বুধ্যতাম্॥ ২

যা জাতা গিরিকন্দরেষু সরিতো মার্গাংশ্চ নানা গতা
স্তা নানা স্বপয়াংসি কিং ন জহতি প্রাপ্যার্ণবালিঙ্গনম্।
দেহো নৈব মনো ন বুদ্ধিরপি মে জাতি র্ন লিঙ্গং বয়ঃ
শান্তাদ্বৈতশিবোঽহমিত্যবগতং বোধাত্মনা কেবলম্॥ ৩

তত্রাপ্যব্ধিসমর্পণে প্রথমতোঽভেদেঽপি ভেদস্তয়ো-
র্দ্বৈতে বস্তুবিলক্ষণত্ববিরহে নাভেদ ঐকান্তিকঃ।
তাদাত্ম্যং জলধৌ বিচিত্রসরিতাং নিঃশেষনৈরঞ্জনে
নৈষ্কল্যস্য সমাপনে ক্ব ভবিতা জ্ঞাতুর্বিমৃশ্য গ্রহঃ॥ ৪

(জ্ঞাতুঃ স্বভানং পৃথক্)

সোমার্দ্ধেন ললাটভূষণরুচা দৃগ্দৃশ্যভানং পরে
বাগ্দোঽঞ্চ কলাবিতানসহিতং নৈষ্কল্যসেতৌ ধৃতম্।

শেতে তস্য শিবাঙ্ঘ্রিলুণ্ঠিতবপুঃ দ্বৈতস্য লেশাৎ পরং
মাতুঃ পাদনিষেবণস্য হি ফলং পারম্যপারং পদম্॥ ৫

পিতুরঙ্কে শিশোর্মোদাৎ পিতৃবক্ত্রাবলোকনম্।
মাতৃবক্ষঃশয়ানস্য ক্বাহং ক্ব ত্বং মমেতি বা
(ক্বাহং ক্ব বা মমেতি সা)॥ ৬

খ্যাতিঃ শিবচতুর্দ্দশ্যাং শিবোঽহমিতি শিষ্যতে।
ন কিঞ্চিচ্ছিষ্যতেঽমায়াং তূষ্ণীন্ত্বানন্দসংবিদি॥ ৭

মায়াবদ্ধো ন জীবোঽহং মায়ামুক্তস্ত্বহং শিবঃ।
ন বা বন্ধো ন বা মুক্তি র্বিদ্যাবিদ্যে শিবাপদে॥ ৮

সৃষ্টি এক বিচিত্ররচনা, ইহা পুরুষের যজ্ঞ। পুরুষ ষোড়শকল। ষোড়শের যেটি প্রথমা, সেটি একা ও নিত্যা। যেটি অন্তিমা, সেটি সৃষ্টির বিকাশ এবং লয়ের মেরুদ্বয়কে গ্রথিত করিয়াছে। মধ্যে চতুর্দশ কলা নিখিল বিশ্বের অভিব্যক্তিতে অন্বয়ে অভিব্যক্ত। বাক্-প্রাণাদিরূপে যাবতীয় কলা অভিব্যক্ত, সে সমূহে যজ্ঞপুরুষকে একাধারে ষোড়শকল এবং নিষ্কল (কলাতীত), এই দুই ভাবেই জানিবে।

গোচর ঐ শশীর যে চৌদ্দটি ব্যক্ত কলার সংখ্যা, সে সংখ্যা (চতুর্দশ) সর্বত্র রহিয়াছে। আর, সে সংখ্যার যেখানে বিলয়, সেখানে, সাকল্য-নৈষ্কল্য এ দুয়ের সন্ধিসংঘটক (নৈষ্কল্যপূর্বা) অপর এক কলা আছে। (বাকে এটি অর্দ্ধমাত্রারূপে উদাহৃতা।) ব্রহ্মানুভূতিতে এই নৈষ্কল্যপূর্বা কলা দেখা দেয়—'ব্রহ্মাস্মি' অথবা 'শিবোঽহম্', এই অন্তিম ভান বা বৃত্তিরূপে। সরিৎসমূহ একই সাগরে সম্মিলিত হবার উপক্রমে যেমন। শিবচতুর্দশী তিথিতে শম্ভুর যে অর্চনা, তাতে ঐ নৈষ্কল্যপূর্বা অন্তিমা কলায় সমাশ্রিত হইতে হয়, জানিবে। অর্থাৎ, 'শিবোঽহম্' এই অন্তিম অনুভূতিতে। এটির সমাশ্রয়ে এর-ও পারে নিষ্কল নিরঞ্জন পরমে নিষ্ঠিত হইতে হয়।

সরিতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হইতেছে—নানা সরিৎ গিরিকন্দরকুহরে নিঃসৃতা হইয়া, নানা মার্গে বহমান আপন আপন প্রবাহ এক সাগরের আলিঙ্গানে নিঃশেষে সঁপিয়া দেয়। তখন কেবল 'সাগরেই আমরা অভেদে সম্মিলিত'—এই বোধই থাকে।

সেইরূপ—'আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, জাতি-লিঙ্গ-বয়ঃ এ সবও নই—পরন্তু আমি শান্তাদ্বৈত শিবস্বরূপ কেবল বোধাত্মা'—এই চরম অনুভূতিই থাকে চরম সন্ধিতে।

তথাপি, তটিনীর সিন্ধুসমর্পণে দুটি অবস্থা বিবেচন করিতে হয়। প্রথম, সিন্ধুসলিলে মিশিয়াও নদীর জল যেন আপনাকে 'অন্য' বা বিলক্ষণরূপে দেখিতেছে।

যেন—'এই সিন্ধু তুমি, আর, এই বিন্দু আমি'! এই দ্বৈত দৃষ্টিতে বস্তু-বিলক্ষণতার 'লেশ'টুকু এখনও লোপ পায় নাই, তাই এখানে অভেদ ঐকান্তিক নয়। কিন্তু, তারপর—জলধিতে বিচিত্র সরিৎসমূহের নিঃশেষ নিরঞ্জন সমাপত্তিতে নৈষ্কল্য সমাপন ঘটিলে যে তাদাত্ম্য, তাতে আর কোন ভেদলেশ থাকে না। সুতরাং, তখন জ্ঞাতা বা অনুভবিতার বিমর্শসহকারে জ্ঞেয়ের গ্রহণ হয় না; আর, সেরূপ না হইলে জ্ঞাতারও পৃথক্ স্বকীয় ভান হয় না। শুদ্ধ ভানচৈতন্যই থাকে।

ললাটভূষণরুচিস্বরূপ শঙ্করভালে যে সোমার্দ্ধ, সেটি কি সূচনা করে যখন, অমায় শিব শবশিব হইয়া শিবার অঙ্ঘ্রিতলে লুটাইয়া থাকেন? তখন ইহা সূচনা করে যে—পূর্বোক্ত সাকল্য-নৈষ্কল্য সেতুসন্ধিতে ধৃত দৃগ্‌দৃশ্যভান এবার দ্বৈতলেশ লোপ করিয়া পরমাদ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতে মিলাইয়া গেল; ওঙ্কারও সঙ্গে সঙ্গে পাদ-মাত্রা, অকারাদি নিখিল কলাবিতান উপসংহৃত করিয়া আগে অমাত্র নৈষ্কল্যে অভিসম্পন্ন হইল। এই পরম ফল কি মায়ের আমার পারম্যপারীণ যে পদ, সে পদনিষেবণেরই ফল নয়?

দেখ—বাপের কোলে বসিয়া ছেলে নিশ্চিন্ত আনন্দে নিজেকে যেমন দেখে, তেমনি বাপের মুখখানাও দেখে; কিন্তু মায়ের বুকে ছেলে যখন শুইয়া পড়িল, তখন কোথায় বা 'তোমার আমি', কোথায় বা 'আমার তুমি'!

শিবচতুর্দশীতে 'শিবোঽহং' খ্যাতিটুকু রহিয়া যায়; অমায় মায়ের পূজায় পরম জ্যোতিঃ আনন্দ সংবিত্তিরূপ পরমতূষ্ণীং ছাড়া আর কিছুই অবশেষ থাকে না। 'আমি মায়াবদ্ধ জীব নই, আমি মায়ামুক্ত সদাশিব'—এইটি শিবপূজায়, আর, 'আমি বদ্ধও নই, মুক্তও নই, অবিদ্যা অথবা বিদ্যাও নেই'—এই পরমানুভূতি শিবাপদে।

# পরিশিষ্ট (গ)

## নামরসিকের ডায়েরি ও পত্রাংশ

আত্মায় মন ধারণ করিবার উপায় হইল মন্ত্র। এই বিষয়ে মন্ত্র দুইভাবে উপযোগী হয়—একটা মন্ত্রের Ideaর দিক, অপর তাহার ক্রিয়ার দিক। এই Ideaর দিকে মন্ত্র হয় বাচক, আর ক্রিয়ার দিকে মন্ত্রই হয় প্রতিমা। একটা conceptive, অপর perceptive—এই উভয় রূপের সাহায্য লইয়া মনকে আত্মায় বা ব্রহ্মে প্রবেশ করাইতে হয়। Clear perception ও পরে clear conception-এর ফলে তাহাতে একেবারে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিলে, তন্ময় হইতে পারিলে বাচ্য–বাচকভাবটাও এক প্রযত্নে লয় হইয়া যায়, suddenly যেন disappear করে। তখন জ্ঞানের দিকে যেমন তরঙ্গশূন্য হইয়া সংস্কারগত হইয়া চিত্ত সহজ প্রকাশে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, 'খ্যাতিমাত্রে' পর্যবসিত হয়, প্রাণের দিকে, ক্রিয়ার দিকেও তেমনি স্পন্দশূন্য হইয়া মহানাদে পর্যবসিত হয়। তাই এই সময়ই যথার্থ ওঁকারের স্বাভাবিক ব্যাহরণ হয়, 'গভীর ওঁকার সামঝঙ্কারে' ফুটিয়া উঠে, অনাহত ধ্বনি প্রকাশ পায়। ইহাই সৌষুম্ন উচ্চারিত ধ্বনি। ইহাই প্রাণের ক্রমবিলয়ের সঙ্গো সঙ্গো উদিত মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা ধ্বনি।

চিত্ত নিরোধের পথে যেমন স্বতই প্রকাশের দিকে, স্বতঃ স্বাভাবিক স্মরণের দিকে, ধ্রুবা স্মৃতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলে, তেমনি প্রাণের নিরোধের পথেও এইরূপ স্বতঃ সহজ শক্তির কেন্দ্রগত নাদ বিকাশ পায়। তাই রামপ্রসাদ এই অনুভব লাভ করিয়া গাহিয়াছিলেনঃ 'অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ, গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে। ধরা জল বহ্নিবাত, লয় হয় অচিরাৎ'। সব গিয়া এই বোধে ও স্বরে পর্যবসিত হয়, সর্বকর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, Logosএ পরিসমাপ্ত হয়, ওঁকারে গিয়া, হিরণ্যগর্ভে গিয়া প্রজাপতির আসনে উপবিষ্ট হয়, Creative Energyতে গিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, স্ব–রূপভূত, ব্রহ্মভূত হইয়া যায়। তখন formটা, রূপটা হয় বোধাকার, আর নামটা হয় নাদাকার, orderটা যেন reversed হইয়া যায়। যে চিৎ নীচে নামিয়া রূপাকার গ্রহণ

করিয়াছিল, সেই চিৎ উপরে উঠিয়া স্ব-রূপ প্রাপ্ত হয় এবং যে শক্তি নীচে নামিয়া নামাকার হইয়াছিল, সেই শক্তি উপরে উঠিয়া ওঁকার বা অনু-স্বররূপ প্রাপ্ত হয়।

যিনি জীবদ্দশায় এই ওঁকারকে ফুটাইতে পারেন, এই সাধনার শিরোদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তাঁহার মরণকালেও এই ব্যাহরণ ও অনুস্মরণ আপনা-আপনি হইয়া উঠে। যিনি 'সদা তদ্ভাবভাবিত' হইতে পারেন, অহরহ এই অভ্যারোহ জপ করিতে পারেন, এই অনুসন্ধানে মাতিয়া উঠিতে পারেন, তাঁহার যেমন যেমন পরমের সঙ্গে সংযোগ হইতে থাকে, তেমন তেমন চিত্ত চিৎ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রথম প্রথম এক এক lucid moment-এ চপলা-চমকের মত, বিদ্যুৎ-প্রভার মত, ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভার মত আসিয়া, এই প্রকাশ, এই গভীর ওঁকার যেন ছুঁইয়া যাইতে থাকে, spark-এর মত, স্ফুলিঙ্গের মত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া যায়। পরে প্রবাহ আকারে ও শেষে স্থির বিজলী আকারে দেখা দেয়। ইহাই তাহার কৃপার পরশ, ইহাই তাহার ত্রিভূমিক প্রকাশ। বিভিন্ন স্তরে এই তিন প্রকাশ তিনভাবে দেখা দিয়া থাকে।

এই দীনের জীবনেও এই শ্রীগুরুকৃপার ত্রিধারা কিছুকালের জন্য অযাচিতভাবে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছিল। প্রথমে আসে গীতার প্রেরণা, পরে উপনিষদের প্রেরণা ও শেষ ব্রহ্মসূত্রের প্রেরণা। এই বেদান্তের ত্রি-প্রস্থানের উপরের ঢাকনি যেন এক-একবার ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া তাহার ভিতরের অপূর্ব প্রকাশের আভাস দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু শুদ্ধির অভাবে, সংবেগের অভাবে তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না—ইহাই দুর্ভাগ্য। তবে ইহা যখনই আসিয়াছে, তখনই শ্রীগুরুকৃপার যে অমোঘ শক্তি তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করাইয়া দিয়া গিয়াছে, এক অভিনব transport-এর রাজ্যে লইয়া গিয়াছে এবং সত্য সত্যই যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তাহার দৃঢ়বোধ হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। ক্ষণিকের প্রকাশ হইলেও তাহা চিত্তে যে গভীর অঙ্কপাত করিয়া গিয়াছে, তাহা তো আর মুছিবে না, যে মধুর আস্বাদন একবার দিয়া গিয়াছে, যে লালসা জাগাইয়া গিয়াছে তাহার বলে জন্ম-জন্মান্তর তাহারি প্রতীক্ষায়, তাহারি আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে আর প্রেরণার অভাব হইবে না। আর শেষের দিন প্রাণ ভরিয়া গুরুর জয় দিয়া পাড়ি দিবার শক্তি যে দিবে, এই ভরসায় বুক বাঁধিয়া তার লীলা-নিকেতনে পড়িয়া রহিয়াছি! যে না চাহিতে অভাগারে চাহিয়াছে, যে বলাৎকারে নিজের স্নেহের কোলে টানিয়া লইয়াছে, নিজের চরণতলে স্থান দিয়াছে, যে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছে, যে মহামূঢ়ের নয়নপট উন্মুক্ত করিয়াছে, সে কি জীবনের অবসানে মহানিশার ঘোর অন্ধকারে

আসিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে না? ইহা কি কখনো সম্ভব হইতে পারে? তাই অধমতারণ পতিতপাবন 'গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্, গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্'।

* * * *

আজ ৩রা ডিসেম্বর' ৪৫ সালে স্বপ্নে শ্রীগুরুকৃপায় যেন এইরূপ একটা আবরণ সরিয়া গিয়া দিব্য এক অনুভবের ধারে লইয়া আসিল। তাঁহার 'দদামি বুদ্ধিযোগং' যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইল। কে যেন একটা পর্দা উঠাইয়া লইল, অমনি যেন অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদেব, অধিযজ্ঞ ও তৎ ব্রহ্মস্বরূপের স্তর বিন্যাস চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল এবং একটা সহজ জ্ঞানের ভূমিতে, একটা অনুভবের ভূমিতে স্থাপন করিল।

* * * *

এখন অবিরাম এই নাদ অনুসরণ করিয়া চল, দেখিবে নাদ অন্তর্গতং জ্যোতিঃ জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ। তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।

'এ ধ্বনি বড় উদ্ধত, পরিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত', বলাৎকারে সংসারপতির কোল হইতে, বিধিনিষেধের রাজ্য হইতে 'টানি কাড়ি আনে'। তখন এ ধ্বনি উন্মুক্ত হইয়া চৌদিকে ধায় এবং 'অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়'। এ সেই সকল পাশছিন্নকারী ধ্বনি, সেই সর্বসৃষ্টিকারী, সর্বলয়কারী মহানাদ, যাহা শ্রবণপথে প্রবেশমাত্র সাধককে আত্মহারা করিয়া দেয়, শ্রুতিপথে একবার প্রবেশ করিলেই, একবার পরশ করিলেই সব জ্বালা জুড়াইয়া দেয়, সব তাপ শান্তি করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে যেন অনন্ত শক্তির কেন্দ্র খুলিয়া যায়, চিত্ত আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে। এই তো সেই বৃন্দাবনের মোহনবংশীরব, যাহা শ্রুতিমাত্র 'পশুপক্ষীলতাপাতা, আর যে সব আছে যেথা' সব যেন নূতন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠে। আর গোপিকাদের তো দেহ গেহ সব স্মৃতি কোন্ অতলতলে ডুবাইয়া দেয়, তাই তারা পাগলিনী হইয়া সেই বেণুধরের সঙ্গে মিলনের জন্য ছুটিয়া বাহির হয়। না থাকে পথের স্মরণ, না থাকে লোক লজ্জা ভয়, মুহূর্তের মধ্যে মানুষ যেন আর এক রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। তাই কবীরের মত বলিতে ইচ্ছা হয় 'ডর নাহি কুছ, ডগরা না পুছ্ বাঁশি সুনত কবীর বড় যাও'। ইহাকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া আগাইয়া চল, এখন হইতে ইহাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে থাক। এ ধ্বনির পশ্চাতে আছেন তিনি, যাঁহার জন্য দুনিয়া

পাগল। ইনিই হইলেন বিশ্বমঙ্গল, ইনিই হইলেন প্রাণারাম, ইহারই পশ্চাতে আছেন ভুবনসুন্দর। সে সুন্দরকে পাইলেই সব সুন্দর হইয়া যায়, সব আনন্দে ভরিয়া যায়।

* * * *

যে সময়ই শরীর ও মন বেশ লঘু ও ঝরঝরে বোধ করিবে সেই সময় একবার করিয়া দু পাঁচ মিনিট নিম্নলিখিতভাবে চিন্তা করিবে। ইহা কী দৈহিক, কী মানসিক সর্ব রোগ নিবৃত্তিকারী, দেবাদিদেবের নির্দিষ্ট মহাভেষজ। Open air ও breathing exercise যেমন প্রাণ বায়ুকে পরিশুদ্ধ করে, তেমনি এই চিন্তায় মন-মল বিধৌত হইয়া দেহকে শীঘ্র নিরাময় করে। তুমি এখন যে স্থানে আছ ইহা হিন্দুর বড় পুণ্যভূমি, তপস্যার ভূমি, যুগযুগান্তর ধরিয়া কত কত ঋষি-তপস্বী এই ভূমিতে সাধনা করিয়া রোগশোকের অতীত আনন্দময় অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ওখানকার ভূমি পবিত্র, বায়ু পবিত্র, জল পবিত্র, দৃশ্য পবিত্র, তাই ওখানে নিবাসেও মানুষ হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়। ওখানে বসিয়া এইরূপ পবিত্র চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিতে পারিলে দেহ ও মন উভয়ই বড় পবিত্র, বড় স্বচ্ছন্দ হয় এবং মানুষ এমন একটা স্থায়ী স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, এমন perfectly immune হয় যে আর অসুস্থতা কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই জীবকে চিরকল্যাণের পথে, চিরসুখের পথে লইয়া যায়।

প্রথমেই চিন্তাকে শক্তির সেই মূল উৎসে লইয়া যাইতে হইবে, সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান হইতে শক্তির যে আদি কেন্দ্রটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই অবিনাশী কোশের ধ্যান করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। যেখানে মলিনতা, পঙ্কিলতা, বিষমতার লেশ পর্যন্ত নাই, সেই pristine purity র ঘনীভূত অবস্থা, নিবিড় harmony বা সমতার ক্ষেত্র, সেটি জগন্মাতার আদি লীলা-নিকেতন, সেটি আদ্যা মহাশক্তি, তাই সেটি 'অরিষ্ট' অর্থাৎ অবিনাশী, তাহার ক্ষয়-ব্যয় নাই, সেটি শক্তির perennial spring. তাহার শরণাপন্ন হইলে জীবও অবিনাশী হয়, অমর হয়।

তাহার পর চিন্তা করিবে এই কেন্দ্র হইতে পবিত্র প্রাণময় ধারা নির্গত হইতেছে। ইহা স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার ন্যায় পবিত্র এবং ইহার সংস্পর্শ একবার লাভ করিলে জীব পূত, নীরুজ ও শ্রীমান, হয়। এই প্রাণময় পীযূষধারায় নিজেকে সুস্নাত করিবে এবং একান্তমনে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে।

তাহার পর এই প্রাণ যেন আর একটু ঘনীভূত হইয়া দেহটি গঠন করিল। এ

দেহটি পূর্ণ-সত্ত্বময় বিগ্রহ। ইহা যেন শ্রীভগবানের সুর-মূর্ছনাময় নিখুঁত যন্ত্র। এই দেহযন্ত্রের ইন্দ্রিয়রূপ পর্দাগুলিও অতি মার্জিত, অতি বিশুদ্ধ; তাহাতে চঞ্চলতার লেশমাত্র নাই, সেখানকার সমস্ত স্পন্দন ছন্দোময়। তাই ইন্দ্রিয়গুলি সেখানে well regulated, balanced ও harmonised, সেখানে বিষমতার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

এইরূপ ধাপে ধাপে আসিয়া দেহটি সুগঠিত হইলে তাহা হইতে যে জ্ঞানধারা ফুটিয়া উঠে, তাহার তুল্য পবিত্র আর কিছু নাই—'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'। এই জ্ঞানাম্বুধিতে যে একবার স্নান করে, তার আর কোনো তীর্থস্নানের প্রয়োজন থাকে না। ইহার পরশই শ্রীভগবানের পরশ, যে পরশ একবার পাইলে জীব চিরতরে অমর হইয়া যায়, সমস্ত রোগ-শোক, জরা ব্যাধির অতীত অবস্থা লাভ করে, চির আরোগ্য, চির আনন্দ প্রাপ্ত হয়, এ কথায় কৃতকার্য হয়।

ইহা মানস প্রসূত কল্পনাময় চিন্তা নয়। ইহার প্রত্যেকটির corresponding centre আমাদের মধ্যেই আছে এবং এইরূপ পবিত্র ধ্যান বা নিদিধ্যাসনের ফলে তাহা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। তখন মানুষ পশু জন্ম ত্যাগ করিয়া দিব্যজন্ম লাভ করে, আর এই দিব্যজন্মই শ্রীভগবানকে প্রাপ্তি করায়। তাই 'দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়' শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন।

দুই তিনদিন এইরূপ অভ্যাস করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ ফল নিজেই দেখিতে পাইবে। তবে ইহার জন্য কোনোরূপ জোর করিবে না। অতি ধীরে, অতি সহজে, স্বাভাবিকভাবে দেহ ও মন যখনই অনুকূল থাকিবে, তখনই অতি অল্প সময়ের জন্য এই ভাবনা একবার করিয়া লইবে। এই Elixir of Life একবার পান করিয়া লইবে। দিনের মধ্যে যতবারই এই ভাব আসিবে ততবারই করিবে। Breathing exercise যেমন সন্তর্পণে ও সহজে করিতে হয়, সেইভাবে করিবে। ইহা শ্রুতির অমূল্য উপদেশ। মন্ত্রটি হইতেছে—

ওঁ অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যে।
প্রাণং প্রপদ্যে।
ভূঃ (অর্থাৎ দেহ) প্রপদ্যে।
ভুবঃ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়) প্রপদ্যে।
স্বঃ (অর্থাৎ জ্ঞান) প্রপদ্যে।

**শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী** জন্ম ১৮৮০ সালের ২৭ আগস্ট, বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত চান্ডুলি গ্রামে। পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল প্রমথনাথ। নিজেই বিরজা হোম করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। শৈশবেই অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। যখন সন্ন্যাসী হলেন, তখন তিনি বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি মন্থন করে সারস্বত সাধনার শিখরে আসীন।

দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে ভরতি হন প্রাচ্যের দর্শনশাস্ত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক, ধর্ম ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র অন্বেষণে সচেষ্ট ছিলেন। রিপন কলেজে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে অধ্যাপনার কাজ করেন কিছু দিন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্র ধরে স্বদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। স্বদেশী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার ফলে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরাগভাজন হয়ে তাঁকে জেলেও যেতে হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শুরু হয় তাঁর পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন। সর্বদা একান্ত নির্জনে ওঙ্কারের অনাহত নাদের ঝংকার শ্রবণে মগ্ন থাকতেন। শান্ত পরিবেশ খুঁজতে শেষ জীবনে গড়িয়ায় থিতু হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ২০ অক্টোবর কলকাতায় এক ভক্তের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। তিনি লিখেছেন: *India: Her Cult and Education, Metaphysics of Physics, Science and Sadhana* (6Vols.), *বেদ ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অভিব্যক্তি* প্রভৃতি। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর লেখা বিশাল বই ছয় খণ্ডের *জপসূত্রম্*।

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

জীবাত্মর্যামিভেদাদ্ দ্বিবিধগতিরসৌ সংগ্রহাখ্যৈকধারা।
গূহ্যাত্ত্বরান্বিতশ্চ প্রতিলিখনবলাক্কভাতে যা দ্বিতীয়া।
সা স্পর্শাবেশবৃত্তিবিপরিসহচরী যা তৃতীয়া তুরীয়া
যৈষা পূর্বানুযোগাৎ প্রবহতি পরমেতত্ত্রয়েং পঞ্চগঙ্গাম্॥

যানি বীজানি ধৃত্বা প্রসরতি পয়সি প্রবর্ধতে গূঢ়সন্ধি
নর্মদাবাসীন ইষ্টৈঃ খিলমিহ কথয়ে সংজরীগৃহ্যতে চ।
উচ্চৈর্ধত্তে বরাহো ভুবমপনির্ধেয়হন্তি দেবান্নৃসিংহো
যোঽস্মাকীনং সুভদ্রং স্বপদমপি পরিচ্ছন্দসাং মাস্তুপ্রবহং॥

আবীর্ভূয়েন নাদঃ সমজনি বিকৃতং পি ঃ।
গত্যাত্মা সোঽহমি হংসো জগদুদয়লয়ব্র
রূপানাং চিত্রশালাং স মনসি চ বহির্নির্মমে নাম বা-
সর্বেষাং লীনশোকঃ সলিলমিহি পুনর্ধাবিনহভূদ ধরিত্রীং॥

সাহিত্য
সংসদ

₹ 450.00

ISBN 978-81-7955-208-7

9 788179 552087